শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাতা নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ ১০৮শ্রী
শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী মহারাজ বিষ্ণুপাদ প্রবর্ত্তিত

একমাত্র-পারমার্থিক মাসিক পত্রিকা

অষ্টাবিংশ বর্ষ—১ম সংখ্যা

ফাল্গুন, ১৩৯৪

সম্পাদক-সঙ্ঘপতি

পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রমোদ পুরী মহারাজ

সম্পাদক

রেজিষ্টার্ড শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠানের বর্ত্তমান আচার্য্য ও সভাপতি
ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ

সহকারী সম্পাদক-সঙ্ঘ ঃ—

১। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসুহৃদ্ দামোদর মহারাজ। ২। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিজ্ঞান ভারতী **মহারাজ**।

কার্য্যাধ্যক্ষ ঃ—

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিললিত গিরি মহারাজ

প্রকাশক ও মুদ্রাকর ঃ—

মহোপদেশক শ্রীমঙ্গলনিলয় ব্রহ্মচারী, ভক্তিশাস্ত্রী, বিদ্যারত্ন, বি, এস্-সি

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, তৎশাখা মঠ ও প্রচারকেন্দ্রসমূহ ঃ—

মূল মঠ ঃ—১। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ঈশোদ্যান, পোঃ শ্রীমায়াপুর-৭৪১৩১৩ (নদীয়া)

প্রচারকেন্দ্র ও শাখামঠ ঃ—

২। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ৩৫, সতীশ মুখার্জ্জি রোড, কলিকাতা-৭০০০২৬। ফোন ঃ ৪৬-৫৯০০

৩। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, গোয়াড়ী বাজার, পোঃ কৃষ্ণনগর-৭৪১১০১ (নদীয়া)

৪। শ্রীশ্যামানন্দ গৌড়ীয় মঠ, পোঃ ও জেঃ মেদিনীপুর-৭২১১০১

৫। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, মথুরা রোড, পোঃ বৃন্দাবন-২৮১১২১ (মথুরা)

৬। শ্রীবিনোদবাণী গৌড়ীয় মঠ, ৩২, কালিয়দহ, পোঃ বৃন্দাবন-২৮১১২১ (মথুরা)

৭। শ্রীগৌড়ীয় সেবাশ্রম, মধুবন মহোলি, পোঃ কৃষ্ণনগর, জেঃ মথুরা

৮। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, দেওয়ান দেউড়ী, হায়দ্রাবাদ-৫০০০০২ (অঃ প্রঃ) **ফোন ঃ** ৫২২০০১

৯। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, পল্টন বাজার, পোঃ গৌহাটী-৭৮১০০৮ (আসাম) **ফোন ঃ** ২৭১৭০

১০। শ্রীগৌড়ীয় মঠ, পোঃ তেজপুর-৭৮৪০০১ (আসাম)

১১। শ্রীল জগদীশ পণ্ডিতের শ্রীপাট, পোঃ যশড়া, ভায়া চাকদহ-৭৪১২২২ (নদীয়া)

১২। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, পোঃ ও জিলা গোয়ালপাড়া-৭৮৩১০১ (আসাম)

১৩। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, সেক্টর—২০বি, পোঃ চণ্ডীগড়-১৬০০২০ (পাঞ্জাব) **ফোন ঃ ২৩৭৮৮**

১৪। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, গ্র্যাণ্ড রোড্, পোঃ পুরী-৭৫২০০১ (ওড়িষ্যা)

১৫। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, শ্রীজগন্নাথমন্দির, পোঃ আগরতলা-৭৯৯০০১ (ত্রিপুরা) **ফোন ঃ** ৪৪৯৭

১৬। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, গোকুল মহাবন, পোঃ মহাবন-২৮১৩০৫ জিলা—মথুরা

১৭। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ১৮৭, ডি, এল রোড্, পোঃ দেরাদুন-২৪৮০০১ (ইউ, পি)

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠের পরিচালনাধীন ঃ—

১৮। সরভোগ শ্রীগৌড়ীয় মঠ, পোঃ চক্‌চকাবাজার-৭৮১৩২০ জেঃ বরপেটা (আসাম)

১৯। শ্রীগদাই গৌরাঙ্গ মঠ, পোঃ বালিয়াটী, জেঃ ঢাকা (বাংলাদেশ)

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

"চেতোদর্পণমার্জ্জনং ভবমহাদাবাগ্নি-নির্ব্বাপণং
শ্রেয়ঃকৈরবচন্দ্রিকাবিতরণং বিদ্যাবধূজীবনং।
আনন্দাম্বুধিবর্দ্ধনং প্রতিপদং পূর্ণামৃতাস্বাদনং
সর্ব্বাত্মস্নপনং পরং বিজয়তে শ্রীকৃষ্ণসংকীর্ত্তনম্ ॥"

২৮শ বর্ষ } শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ফাল্গুন, ১৩৯৪
২৬ গোবিন্দ, ৫০১ শ্রীগৌরাব্দ; ১৫ ফাল্গুন, রবিবার, ২৮ ফেব্রুয়ারী ১৯৮৮ { ১ম সংখ্যা

শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের বক্তৃতা

[পূর্ব্বপ্রকাশিত ২৭শ বর্ষ ১২শ সংখ্যা ২২২ পৃষ্ঠার পর]

সত্য বস্তুর প্রকৃত আলোচনাকে আমরা অনেক সময় অপ্রাসঙ্গিক মনে করি—আমরা ধর্‌তে পারি না ব'লে। আমি অন্যমনস্ক ব'লে—আমি মৎলবী ব'লে—আমি ইন্দ্রিয়পরায়ণ ব'লে আচার্য্যের সত্য কথা কখনও অপ্রাসঙ্গিক নহে।

গৌড়ীয়মঠের প্রচারকগণ Mental Speculationists নহেন, তাঁ'রা মনের ধর্ম্মে চালিত ন'ন। এই পাঁজি মন—এই বদমাইশ মনের কামক্রোধাদির দাস্য কর্‌বার খুব রুচি; জগৎকে কাম-ক্রোধাদির দাস্যে নিযুক্ত কর্‌বার জন্যে পাঁজি মনের উপদেষ্টার বেষ-গ্রহণ।

অনন্তকোটী জীব আনখ-কেশাগ্র বিষ্ণু বিমুখ হ'য়ে অনন্তকোটী-ভাবে ঈশ্বর-বিদ্বেষ কর্‌বার জন্যে এই কয়েদখানায়—এই মহামায়ার দুর্গে এসে পড়েছে; এদের মধ্যে থেকে একটা লোককে যদি বাঁচাতে পার, তা'হলে অনন্তকোটী হাসপাতাল করা অপেক্ষা তাহাতে অনন্তগুণে পরোপকারের কাজ হ'বে। বাস্তবিক সত্যি সত্যি দয়া—অমন্দোদয়-দয়া দু' পাঁচ দিনের দয়া নহে,—একদিনের জন্যে ক্ষুধা-নিবারণের দয়া নহে, প্রকৃত নিত্য, পরম চরম সত্যিকার দয়া—দান শ্রীচৈতন্যদেব বিতরণ করেছেন।

আমি অজীর্ণ রোগী; একটা ডাক্তারকে ডেকে আন্‌লুম, এনেই বল্‌ছি,—আমার জন্যে পোলাও-কালিয়া ব্যবস্থা করুন; ডাক্তার আমার রুচি অনুসারে আমার 'প্রেয়ঃ' ব্যবস্থা করে দর্শনী নিয়ে চ'লে গেলেন, এরূপ লোককে ডাক্তার বলা যায় না। flatterer (তোষামোদকারী) গুরু নহে—প্রচারক নহে। যা'রা popular হ'বার জন্য—যা'রা কার্য্য ফতে কর্‌বার জন্য জনমত অর্থাৎ জগতের অনন্তকোটী রোগীকুলের রুচি বা প্রেয়ের মতে মত দিয়ে চল্‌ছেন, সে-সকল লোক শুভানুধ্যায়ী নহেন—শুভানুধ্যায়ীর বিরুদ্ধমতাবলম্বী; সে-সকল লোকের কথা শুন্‌বো না। ডাক্তারকে ডাক্‌লাম—আমার ব্যাধির চিকিৎসা কর্‌তে, তাঁ'কে যদি আমি dictate (হুকুম তামিল করিবার আদেশ) করি, তা'হলে ডাক্তার ডাকা হলো না,—তাঁবেদার ডেকে নিজের পায়েই নিজে

কুড়ুল মারা হলো মাত্র। লোক-দেখানো ডাক্তার ডেকে ডাক্তারকে দিয়ে রোগের কুপথ্য ব্যবস্থা করার চেষ্টা হলো। যাঁ'রা সত্যি সত্যি ডাক্তার, তাঁ'রা রোগীর dictate (অনুজ্ঞা) অনুসারে চলেন না, আর যা'রা চতুর লোক-ঠকান ডাক্তার—দর্শনীই যা'দের কাম্যবস্তু, তা'রা রোগীর ভবিষ্যৎ ভালর দিকে না চেয়ে নিজের পকেট-টাই দেখে। আমাদের মনের মত না হ'লে যা'কে বরখাস্ত কর্‌তে পারি কিংবা যা'কে দিয়ে আমার বদ্‌মাইশী দুষ্টুমী বুদ্ধির সমর্থন করিয়ে নিতে পারি, তা'কে 'আচার্য্য' বা 'গুরু' বলা যায় না। একজন চার বছরের শিশু যদি দাম্পত্য-রসের কথা বুঝ্‌তে চায়, কিংবা সাত বছরের বালক যদি সেক্সপিয়ারের কবিতার কাব্যরস বুঝ্‌তে চায়, আমরা তা'র কথা শুনে অধিক লাভবান্ হই না। জীব স্বতন্ত্রতার অপব্যবহার করে' নিজের পায়ে নিজে কুড়ুল মার্‌তে পারে—নিজের ছাগলকে মুখের দিকটা বাদ দিয়ে পেছনের দিকটাও কাটতে পারে।

আমি ভারতবর্ষের অধিবাসী কাজেই অনিত্য অভিমানে ভারতবর্ষের Interest দেখা আমার কর্ত্তব্য; আবার আমি যদি বিদেশে জন্মগ্রহণ করি, তা'হলে ভারতবর্ষের বিরুদ্ধ হ'লেও বৈদেশিক interest দেখাটাই আমার কর্ত্তব্য হয়। শ্রীচৈতন্য বা শ্রীচৈতন্যের প্রকৃত লব্ধচেতন ভক্তগণের ঐরূপ দেশগত, কালগত, পাত্রগত-অচৈতন্য-প্রসূত ক্ষুদ্র সাম্প্রদায়িকতা নাই; তাঁ'রা দেশের যে উপকার করেন—তাঁ'রা দেশ-ভক্তির যে আদর্শ দেখান, তা'তে একজনের পরিণামে মন্দ-প্রসবকারী সাময়িক উপকার, আর একজনের অপকার বা হিংসা হয় না। সেই উপকারের ফল—সেই দেশ-সেবার ফল—সমগ্র দেশ, সমগ্র পাত্র ও সমগ্র কাল প্রাপ্ত হ'তে পারে; এটা গল্পের কথা নহে—এটা সব চেয়ে বড় সত্যি কথা।

একটা বিস্তৃত নদীর পারে ব'সে কয়েকজন গুলিখোর গুলি খাচ্ছিল। গুলিখোরদের টিকে ধরাবার আবশ্যক হ'য়ে উঠ্‌ল। ওপারে একটা নৌকায় আলো জ্বল্‌ছিল। গুলিখোরদের মধ্যে একজন হাত বাড়িয়ে এপারে বসেই ওপারের নৌকার প্রদীপের আগুনে টিকে ধরা'তে যত্ন কর্‌ল। টিকে ধর্‌ছে না দেখে আর এক গুলিখোর প্রথম গুলিখোরের হাত হ'তে টিকেটা কেড়ে নিয়ে আর একটু দূরে হাত এগিয়ে ধর্‌ল। জগতের অভিজ্ঞতাবাদি-দলেরও ঠিক এইরূপ গুলিখোরের মত প্রয়াস! মাঝে এক মাইল, দেড় মাইল নদী, কিন্তু এপারে বসে ওপারের আলোয় টিকে ধরাতে চায়! জগতের বিদ্যা-বুদ্ধি নিয়ে বিরজা-নদীর পরপারের আলোককে স্পর্শ কর্‌তে চায়! আর এক অভিজ্ঞতাবাদী এসে বল্লে,—তোমার অভিজ্ঞতার হাতটা আর একটু এগিয়ে ধর, অভিজ্ঞতার হাত বৈকুণ্ঠের আলোক ছুঁ'তে পারে না; অভিজ্ঞতার হাত অতদূর প্রসারিত হ'তে পারে না; তাই অনেক সময় এই অভিজ্ঞতাবাদীদের খুবই পরিশ্রান্ত হ'য়ে নির্ব্বিশেষবাদী হ'য়ে পড়তে হয়—Series expand কর্‌তে গিয়ে 'to inflnity' বলে হাঁপ ছাড়্‌তে হয়।

নশ্বর কর্ম্ম-চেষ্টা পরায়ণগণের মত এই জগতে নির্ব্বোধ নেই, তা'দিগকে নেতা মনে করে যা'রা দৌড়াচ্ছে তা'রা মরীচিকায় কোনদিনই জল পাবে না। কর্ম্মবীরদের প্রস্তাবিত উপকারটা লোকে কতদিন পাবে? কে পাবে? কোন্ স্থানে পাবে—এসব কথা একবারও চিন্তা না ক'রে শতকরা প্রায় শতজনই ভুল পথে ধাবিত হচ্ছে! একমাত্র শ্রীচৈতন্য-পদরেণুর সেবা যাঁ'দের চেতনে কিঞ্চিন্মাত্রও উন্মেষিত হয়েছে, তাঁ'রাই ব্রহ্মা, বৃহস্পতি, ইন্দ্রাদি দেবতার অধিকারিক পদবী তুচ্ছ জ্ঞান করেন—মলমূত্রের ন্যায় বিসর্জ্জন করেন। ভুক্তি ও মুক্তিকে প্রতিরোধ করার নামই ভক্তি। চৈতন্যদাসগণ ভুক্তি-মুক্তির ভিখারী নহেন—তাঁ'রা কপট নহেন।

অহো! অচৈতন্য দাসগণই আজ জগতে 'চৈতন্য দাস' বলে গণিত হচ্ছে! তা'দিগকে যদি 'ভক্ত' বলে আমরা মনে করি, তা'হলে আমাদের মত নির্ব্বোধ লোক আর কে আছে? চৈতন্যচন্দ্রের চরণে পুষ্পাঞ্জলি প্রদানের নামে কুঠারাঘাত কর্‌ছে জগতের ৯৯'৯ লোক। জগতের শতকরা প্রায় একশত জনই ঐরূপ। ঐরূপ লোকের ভ্রম অপনোদন করাই সর্ব্বাপেক্ষা দয়ার কার্য্য। সেটা শ্রেয়ঃ পথ, প্রেয়ঃ পথ নহে—সেটা Flattery নয়—মূর্খ লোককে 'পণ্ডিত' বলে সার্টিফিকেট্ দেওয়া নয়। চৈতন্যদেবের প্রত্যেক ক্রিয়ায় বর্ত্তমান ভোগপর নির্ব্বুদ্ধিতার কোন সমর্থন নাই।

মিশ্রিক্ থেকে নৈমিষারণ্যে আস্‌বার পথে Rev. Stanley Jones সাহেবের সঙ্গে খৃষ্টধর্ম্ম সম্বন্ধে কথা হোলো। তাঁকে Kennedy সাহেবের কথা বল্‌লাম। Kennedy সাহেব তাঁর 'Chaitanya Movement' বইয়ে শ্রীচৈতন্যদেবের ধর্ম্ম কিরূপ বিকৃতভাবে বর্ণন করেছেন! Kennedy সাহেব শ্রীচৈতন্যদেবের ধর্ম্মকে খৃষ্টধর্ম্ম অপেক্ষা কম নৈতিক ব'লে মনে করেন! আমি Rev. Stanley Jones সাহেবকে বল্‌লুম যে, বর্ত্তমান প্রচারিত খৃষ্ট ধর্ম্মও নৈতিক উন্নতির পথে এগিয়ে যেতে পারে—যদি খৃষ্টীয় ধর্ম্মপ্রচারকগণ নিরপেক্ষভাবে প্রকৃত চৈতন্য-দাসের নিকট চৈতন্যচরিত আলোচনা করেন।

(ক্রমশঃ)
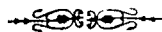
শ্রীশ্রীমদ্ভাগবতার্কমরীচিমালা

[পূর্ব্বপ্রকাশিত ২৭শ বর্ষ ১২শ সংখ্যা ২২৫ পৃষ্ঠার পর]

জড়মায়াএব যোগমায়ায়াশ্ছায়া। ব্রহ্মা নারদম্ [২।৫।১৩]

বিলজ্জমানয়া যস্য স্থাতুমীক্ষাপথেঽমুয়া।
বিমোহিতা বিকত্থন্তে মমাহমিতি দুর্দ্ধিয়ঃ ॥১৩॥

জড়মায়াএব সত্ত্বরজস্তমোগুণবিশিষ্টা [২।৬।৩২]

সৃজামি তন্নিযুক্তোঽহং হরো হরতি তদ্বশঃ।
বিশ্বং পুরুষরূপেণ পরিপাতি ত্রিশক্তিধৃক্ ॥ ১৪ ॥

[২।৭।৪১]

নান্তং বিদাম্যহমমী মুনয়োঽগ্রজাস্তে
মায়াবলস্য পুরুষস্য কুতোঽপরে যে।
গায়ন গুণান্ দশশতানন আদিদেবঃ
শেষোঽধুনাপি সমবস্যতি নাস্য পারম্ ॥ ১৫ ॥

শুকঃ পরীক্ষিতম্ [২।৯।১]

আত্মমায়ামৃতে রাজন্ পরস্যানুভবাত্মনঃ।
ন ঘটেতার্থসম্বন্ধঃ স্বপ্নদ্রষ্টুরিবাঞ্জসা ॥ ১৬ ॥

মৈত্রেয়ো বিদুরম্ [৩।৬।৩৯, ৩।৬।২]

অতো ভাগবতী মায়া মায়িনামপি মোহিনী।
যৎ স্বয়ঞ্চাত্মবর্ত্মাত্মা ন বেদ কিমুতাপরে ॥
কালসংজ্ঞাং তদা দেবীং বিভ্রচ্ছক্তিমুরুক্রমঃ।
ত্রয়োবিংশতিতত্ত্বানাং গণং যুগপদাবিশৎ ॥১৭॥

[৩।৬।৪০]

যতোঽপ্রাপ্য ন্যবর্ত্তন্ত বাচশ্চ মনসা সহ।
অহঞ্চান্য ইমে দেবাস্তস্মৈ ভগবতে নমঃ ॥১৮॥

শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-কৃত "মরীচিপ্রভা"-নাম্নী ব্যাখ্যা

(ব্রহ্মা নারদকে বলিতেছেন),—জড়মায়াই যোগমায়ার ছায়া। যে জড়মায়া নিজের হেয়তাপ্রযুক্ত লজ্জিতা হইয়া তাঁহার ইক্ষাপথে অবস্থিতি করিতে সক্ষম হয় না, সেই মায়াদ্বারা মোহিত হইয়া দুর্বুদ্ধি ব্যক্তিগণ জড়দেহে আমি ও তদনুগ ব্যক্তি ও বস্তুতে আমার, এইরূপ প্রলাপ বাক্য বলে ॥১৩॥

ব্রহ্মা বলিলেন,—তাঁহার দ্বারা নিযুক্ত হইয়া আমি সৃষ্টি করি এবং শিব তদ্বশ হইয়া সংহার করেন। তিনি স্বয়ং পুরুষরূপ অর্থাৎ বিষ্ণুরূপে আমাদের মধ্যে বসিয়া স্বয়ং ত্রিশক্তি ধারণপূর্ব্বক বিশ্বকে প্রতিপালন করেন। ব্যবহারিক বাক্যে ব্রহ্মা-শিবাদির সহিত বিষ্ণুর সাম্য দেখা যায়। তথাপি বিষ্ণু ঈশ্বর এবং ব্রহ্মা-শিবাদি তদ্বশবর্ত্তী আধিকারিক দাস ॥১৪॥

ব্রহ্মা কহিলেন,—মায়াবল পুরুষের অন্ত আমি জানি না এবং হে নারদ! তোমার অগ্রজ মুনিগণও জানেন না। অপরে কি জানিবে? সহস্রানন আদিদেব শেষ তাঁহার গুণসকল অনাদিকাল হইতে গান করিতেছেন। আজ পর্য্যন্ত তিনিও তাঁহার পার জানিতে পারেন নাই ॥ ১৫ ॥

(শুকদেব পরীক্ষিৎকে বলিতেছেন),—তিনি (শ্রীভগবান্) অনুভবস্বরূপ পরতত্ত্ব; হে রাজন্ তাঁহার যে অর্থ-সম্বন্ধ, স্বপ্নদ্রষ্টা যেরূপ বিষয় দর্শন

বিদুরো মৈত্রেয়ম্ [৩।৭।২-৩]

ব্রহ্মন্ কথং ভগবতশ্চিন্মাত্রস্যাবিকারিণঃ।
লীলয়া বাপি যুজ্যেরন্নির্গুণস্য গুণাঃ ক্রিয়াঃ ॥১৯
ক্রীড়ায়ামুদ্যমোহর্ভস্য কামশ্চিক্রীড়িষান্যতঃ।
স্বতস্তৃপ্তস্য চ কথং নিবৃত্তস্য সদান্যতঃ ॥ ২০ ॥

[৩।৭।৫]

দেশতঃ কালতো যোহসাববস্থাতঃস্বতোস্যতঃ।
অবিলুপ্তাববোধাত্মা সযুজ্যেতাজয়া কথম্ ॥২১॥

এতদুত্তরম্। মৈত্রেয়ো বিদুরম্ [৩।৭।৯]

সেয়ং ভগবতো মায়া যন্নয়েন বিরুধ্যতে ॥ ২২ ॥

স্বযোগমায়াশক্ত্যা শ্রীকৃষ্ণলীলা। শুকঃ পরীক্ষিতম্ [১০।১৪।৫৭]

সর্ব্বেষামপি বস্তূনাং ভাবার্থো ভবতি স্থিতঃ।
তস্যাপি ভগবান্ কৃষ্ণঃ কিমতদ্বস্তুরূপ্যতাম্ ॥২৩

উদ্ধবো বিদুরম্ [৩।২।১২]

তন্মর্ত্তলীলৌপয়িকং স্বযোগ-
মায়াবলং দর্শয়তা গৃহীতম্।
বিস্মাপনং স্বস্য চ সৌভগর্দ্ধেঃ
পরং পদং ভূষণ ভূষণাঙ্গম্ ॥ ২৪ ॥

পরীক্ষিৎ শুকম্ [১০।৮।৪৬]

নন্দঃ কিমকরোদ্ ব্রহ্মন্ শ্রেয় এবং মহোদয়ম্।
যশোদা চ মহাভাগা পপৌ যস্যাঃ স্তনং হরিঃ ॥২৫

শুকঃ পরীক্ষিতম্ [১০।৯।১৩]

ন চান্তর্ন বহির্যস্য ন পূর্বং নাপি চাপরম্।
পূর্বাপরং বহিস্তান্তর্জগতো যো জগচ্চ যঃ ॥২৬।

করে তদ্রূপ। চিচ্ছক্তিই তাহার যোজয়িতা। চিচ্ছক্তি অচিন্ত্য ॥ ১৬ ॥

(মৈত্রেয় ঋষি বিদুরকে বলিতেছেন),—ভাগবতী মায়া মায়িদিগেরও মোহন করে। স্বেচ্ছাপুরুষ স্বয়ং সেই মায়াকে জানেন না, অন্যলোকে কি জানিবে? অনন্তর প্রত্যেক শক্তিই অনন্ত। মায়া ছায়াশক্তি হইলেও মূলশক্তির আনন্ত্য লাভ করিয়াছে। অনন্তের সীমা অনন্তও জানেন না। কালশক্তিকে ধারণ করিয়া ভগবান্ ত্রয়োবিংশতি তত্ত্বের মধ্যে যুগপৎ প্রবেশ করিলেন। তাহাতে সৃষ্টি হইল ॥ ১৭ ॥

(ব্রহ্মার উক্তি),—যাঁহাকে না পাইয়া বাক্য মনের সহিত নিবৃত্ত হয়, আমি যে ব্রহ্মা এবং এই সমস্ত দেবও তাহা হইতে নিবৃত্ত হয়, সেই ভগবান্‌কে নমস্কার বৈ আর কি করিব ॥ ১৮ ॥

(বিদুর মৈত্রেয় ঋষিকে বলিতেছেন).—হে ব্রহ্মন্! চিন্মাত্র-অধিকারী ভগবান্ কিরূপে লীলার দ্বারা মায়াযুক্ত হন? নির্গুণের গুণক্রিয়া কিরূপে হয়? কামই ক্রীড়ায় উদ্যত বালককে কার্য্য করায়; তিনি কামহীন, স্বতঃতৃপ্ত ও নিবৃত্ত, তাঁহার অন্য হইতে কি প্রকার লাভ হয়? যিনি দেশ-কাল-অবস্থার বশীভূত নন স্বভাবতঃ যিনি অবিলুপ্ত অববোধাত্ম, তিনি কিরূপে মায়াশক্তিতে যুক্ত হইতে প্রবৃত্ত হন? ॥ ১৯-২১ ॥

(উত্তরে মৈত্রেয় বিদুরকে বলিতেছেন),—ইহার উত্তর আর আমি কিরূপে দিব? ভগবন্মায়াব্যতীত আর কোন কারণ নাই। তুমি বুদ্ধিজনিত ন্যায়ের দ্বারা তাহা বুঝিতে চাও, তাহা হইবে না। বুদ্ধিবিচার সসীম, অসীমতত্ত্বে তাহার গতি নাই। সুতরাং তোমার বিতর্ক হইতেছে। ভগবৎ-শক্তি অচিন্ত্য ॥২২

সেই অচিন্ত্যশক্তিক্রমে কৃষ্ণলীলা। ইহা যুক্তি-দ্বারা কে বুঝিতে পারে? প্রাকৃতাপ্রাকৃত যত বস্তু আছে তাহার সত্তা কৃষ্ণশক্তির পরিণতি, এরূপ নিশ্চিত হইয়াছে। সেই শক্তির একান্ত আশ্রয়স্থান ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ। অতএব কৃষ্ণব্যতীত অন্যবস্তুর কি প্রকার সত্তা নিরূপণ করিতে পার ॥ ২৩ ॥

(উদ্ধব বিদুরকে বলিতেছেন),—শ্রীকৃষ্ণমূর্ত্তিটি গোলোকের নিত্যধন। প্রপঞ্চ জগতে স্বীয় যোগমায়া-বলে প্রকটিত করা হইয়াছে। সেই মূর্ত্তি মর্ত্ত্যলীলার উপযোগী। সে এত সুন্দর যে তাহাতে কৃষ্ণের নিজের বিস্মাপন হয়। তাহা সৌভগ ঋষির পরম পদ এবং সমস্ত ভূষণের ভূষণ অর্থাৎ সমস্ত লৌকিক দৃশ্যের অলৌকিক এবং অলৌকিক দৃশ্যের মধ্যে পরম লৌকিক ॥ ২৪ ॥

(পরীক্ষিৎ শুকদেবকে বলিতেছেন),—হে ব্রহ্মন্! নন্দ মহোদয় এমন কি শ্রেয় আচরণ করিয়াছিলেন, আর মহাভাগা যশোদাই বা কি শ্রেয় আচরণ করিয়াছিলেন যে, হরি তাঁহার স্তন্য পান করেন ॥ ২৫ ॥

[১০।৯।২০-২১]

নেমং বিরিঞ্চো ন ভবো ন শ্রীরপ্যঙ্গসংশ্রয়া ।
প্রসাদং লেভিরে গোপী যত্তৎ প্রাপ বিমুক্তিদাৎ ।।২৭

নায়ং সুখাপো ভগবান্ দেহিনাং গোপিকাসুতঃ ।
জ্ঞানিনাং চাত্মভূতানাং যথা ভক্তিমতামিহ ।।২৮।।

(শুকদেব পরীক্ষিৎকে বলিতেছেন),—সেই কৃষ্ণমূর্ত্তির অলৌকিকতা এই যে, তাঁহার অন্তর নাই, বাহির নাই—পূর্ব্ব নাই, অপর নাই। জগতের পূর্ব্বাপর বহিঃ অন্তরে যিনি আছেন এবং যিনি জগৎ স্বরূপ ।। ২৬ ।।

বিমুক্তিদাতা কৃষ্ণ হইতে গোপী যশোদা যে প্রসাদ লাভ করেন—বিরিঞ্চ, ভব বা অঙ্গসংশ্রয়া শ্রীও সে প্রসাদ পান না ।। ২৭ ।।

এই গোপিকাসুত শ্রীকৃষ্ণ আত্মভূত জ্ঞানী দেহী-দিগের নিকট সেরূপ সুখলভ্য নন, যেরূপ ভক্তদিগের নিকট সর্ব্বদা সুখলভ্য থাকেন ।। ২৮ ।।

(ক্রমশঃ)

নাম-মাহাত্ম্য

[১]

[পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রমোদ পুরী মহারাজ]

বৃহন্নারদীয় পুরাণে (৩৮।১২৬) কথিত হইয়াছে—

"হরের্নাম হরের্নাম হরের্নামৈব কেবলম্ ।
কলৌ নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব গতিরন্যথা ।।"

অর্থাৎ "কলিতে হরিনাম ব্যতীত আর গতি নাই। হরিনামই একমাত্র গতি।"—চৈঃ চঃ আ ৭।৭৬

"নাম বিনা কলিকালে নাহি আর ধর্ম্ম ।
সর্ব্বশাস্ত্রসার নাম,—এই শাস্ত্র-মর্ম্ম ।।"

—ঐ ৭৪ সংখ্যা

কলিযুগপাবনাবতারী ভগবান্ শ্রীগৌরসুন্দর স্বয়ং তাঁহার শ্রীমুখে উক্ত 'হরের্নাম' শ্লোকের যাহা ব্যাখ্যা করিয়াছেন, শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী তাহাই পয়ার-ছন্দে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন—

"কলিকালে নামরূপে কৃষ্ণ-অবতার ।
নাম হৈতে হয় সর্ব্ব জগৎ নিস্তার ।।
দার্ঢ্য লাগি' হরের্নাম উক্তি তিনবার ।
জড়লোক বুঝাইতে পুনঃ 'এব'-কার ।।
'কেবল' শব্দে পুনরপি নিশ্চয়-করণ ।
জ্ঞান-যোগ-তপ আদি কর্ম্ম-নিবারণ ।।
অন্যথা যে মানে, তার নাহিক নিস্তার ।
নাহি, নাহি, নাহি—তিন উক্ত 'এব'কার ।।"

—চৈঃ চঃ আ ১৭।২২-২৫

[দার্ঢ্য—দৃঢ়তা, জড়লোক—অজ্ঞলোক]

কৃষ্ণনাম, কৃষ্ণবিগ্রহ ও কৃষ্ণস্বরূপ—এই তিনটিই এক অদ্বয়জ্ঞান—অখণ্ড চিন্ময়তত্ত্ব। কৃষ্ণের দেহ-দেহী বা নাম-নামীর মধ্যে কোন পার্থক্য নাই। জীবের নাম, দেহ ও স্বরূপ—পরস্পর পৃথক্ ধর্ম্ম-বিশিষ্ট। তাই বলিতেছেন—

"'নাম', 'বিগ্রহ', 'স্বরূপ'—তিন একরূপ ।
তিনে ভেদ নাই, তিন চিদানন্দ-রূপ ।।
দেহ-দেহীর নাম-নামীর কৃষ্ণে নাহি ভেদ ।
জীবের নাম-দেহ-স্বরূপে বিভেদ ।।"

—চৈঃ চঃ ম ১৭।১৩১-১৩২

শ্রীকৃষ্ণনামের স্বরূপ সম্বন্ধে পদ্মপুরাণ ও বিষ্ণু-ধর্ম্মোত্তরে লিখিত আছে—

"নাম চিন্তামণিঃ কৃষ্ণশ্চৈতন্যরসবিগ্রহঃ ।
পূর্ণঃ শুদ্ধো নিত্যমুক্তোহভিন্নত্বান্নামনামিনঃ ।।"

—চৈঃ চঃ ম ১৭।১৩৩ ধৃত

"কৃষ্ণনাম—চিৎস্বরূপ চিন্তামণিবিশেষ, তাহা কৃষ্ণ, চৈতন্যরসের বিগ্রহস্বরূপ, তাহা পূর্ণ অর্থাৎ মায়িকবস্তুর ন্যায় আবদ্ধ ও খণ্ড নয়, তাহা শুদ্ধ অর্থাৎ মায়ামিশ্র নয়, তাহা নিত্যমুক্ত অর্থাৎ সর্ব্বদা চিন্ময়, কখনও জড়সম্বন্ধে আবদ্ধ হন না; যেহেতু নাম ও নামীর স্বরূপে কোন ভেদ নাই।"

—ঐ অঃ প্রঃ ভাঃ দ্রষ্টব্য

অর্থাৎ কৃষ্ণনাম ও স্বয়ং নামী কৃষ্ণ—ইঁহারা একই তত্ত্ব, ইঁহাদের মধ্যে স্বরূপগত কোন ভেদ না

থাকায় কৃষ্ণ যেমন সাক্ষাৎ স্বয়ংরূপ ব্রজেন্দ্রনন্দন অদ্বয়জ্ঞানতত্ত্ব, দ্বাদশরসের মূর্ত্তবিগ্রহ—অখিলরসামৃতমূর্ত্তি, ভক্তবাঞ্ছাকল্পতরু, কৃষ্ণনামও তদ্রূপ চিদ্‌রসবিগ্রহ—চিন্ময়রসমূর্ত্তি, মায়াতীতত্বহেতু অচিৎ—জড় বৈরস্যের আশ্রয় নহেন, চিন্তামণি—চিন্ময়রসের খনি—সেবকের সকল সেবাভীষ্টপ্রদাতা। নামিস্বরূপ কৃষ্ণের সকল চিন্ময়গুণ কৃষ্ণনামে বিদ্যমান, নাম পরিপূর্ণতত্ত্ব। কৃষ্ণ যেমন সর্ব্বশক্তিমান্, কৃষ্ণের নামও তদ্রূপ সর্ব্বশক্তিমত্তত্ত্ব—'সর্ব্বশক্তি নামে দিলা করিয়া বিভাগ'—'নিজসর্ব্বশক্তিস্তত্রার্পিতা', সেই নাম স্মরণে কোন কালাকাল শুদ্ধ্যশুদ্ধিবিচার নাই—"খাইতে শুইতে যথা তথা নাম লয়। দেশকাল নিয়ম নাহি সর্ব্বসিদ্ধি হয় ॥" (চৈঃ চঃ অ ২০।১৮)—বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরে কথিত আছে—"ন দেশনিয়মস্তস্মিন্ ন কালনিয়মস্তথা। নোচ্ছিষ্টাদৌ নিষেধোঽস্তি শ্রীহরের্নাম্নি লুব্ধকে ॥" (অর্থাৎ 'শ্রীহরিনাম-লোভীর পক্ষে হরিনামগ্রহণে দেশকালের নিয়ম নাই, উচ্ছিষ্টাদি বিষয়েও নিষেধ নাই।") নামের আর একটি বিশেষ গুণ—নামী অপেক্ষা নামের করুণা অধিক। নাম—পূর্ণ অর্থাৎ মায়য়া খণ্ডনানর্হতনুঃ অর্থাৎ মায়াদ্বারা খণ্ডনের অযোগ্য, শুদ্ধ অর্থাৎ মায়াতীত, মায়য়াবিমিশ্রঃ অর্থাৎ মায়া-মিশ্র নহে; নিত্যমুক্ত অর্থাৎ সদা জড়াতীত—চিন্ময়তত্ত্ব, কখনও জড় সম্বন্ধে আবদ্ধ হন না। কৃষ্ণের নাম-রূপ-গুণ-লীলা—সকলই কৃষ্ণস্বরূপের ন্যায় অপ্রাকৃত—চিন্ময়তত্ত্ব এজন্য উঁহারা আমাদের ভোগপর প্রাকৃত ইন্দ্রিয়দ্বারা গ্রাহ্য হন না। যখন আমাদের চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয় জড়ভোগপরতা—আত্মেন্দ্রিয়তর্পণস্পৃহা পরিত্যাগপূর্ব্বক কৃষ্ণেন্দ্রিয়তর্পণতৎপরতা লাভ করতঃ কৃষ্ণসেবায় উন্মুখতা লাভ করে, প্রত্যেক ইন্দ্রিয় নিজেকে কৃষ্ণ-ভোগ্যবিচারে কৃষ্ণসেবার জন্য অত্যন্ত ব্যাকুল হইয়া উঠে, তখন সেই কৃষ্ণসেবা-ব্যাকুল ইন্দ্রিয়ের নিকট কৃষ্ণ আত্মপ্রকাশ করিয়া—স্বতঃস্ফূর্ত্ত হইয়া তাহাদিগকে (সেবোন্মুখ ইন্দ্রিয়গণকে) তাঁহার সেবা-সৌভাগ্য প্রদান করেন। তখন সেবোন্মুখ কৃষ্ণের রূপ দর্শন করিতে গিয়া চোখের পলককেও পর্য্যন্ত নিন্দা করিতে করিতে বলেন—"কোটিনেত্র নাহি দিলা, দিলা মাত্র দুই। তাহাতে নিমেষ, কৃষ্ণ কি দেখিব মুই ॥" কর্ণ তাঁহার বেণুধ্বনি বা শ্রীমুখ-নিঃসৃত বাণী শ্রবণ করিতে গিয়া অর্ব্বুদ অর্ব্বুদ কর্ণের প্রার্থনা জানায় ইত্যাদি। তাই পদ্মপুরাণে উক্ত হইয়াছে—

"অতঃ শ্রীকৃষ্ণনামাদি ন ভবেদ্ গ্রাহ্যমিন্দ্রিয়ৈঃ।
সেবোন্মুখে হি জিহ্বাদৌ স্বয়মেব স্ফুরত্যদঃ ॥"
—চৈঃ চঃ ম ১৭।১০৬ ধৃত

শ্রীশ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ তাঁহার 'জৈবধর্ম্ম' গ্রন্থে নামতত্ত্ব আলোচনা-প্রসঙ্গে 'মুখ্য' ও 'গৌণ'—এই দুইপ্রকার নামের উল্লেখ করিয়াছেন। তিনি লিখিয়াছেন—জগৎসৃষ্টি হইতে মায়াগুণ অবলম্বন করিয়া যে সকল নাম প্রচলিত হইয়াছে, সে সমস্তই গৌণ অর্থাৎ গুণসম্বন্ধীয়—যেমন 'সৃষ্টিকর্ত্তা', 'জগৎ-পাতা', 'বিশ্বনিয়ন্তা', 'বিশ্বপালক', 'পরমাত্মা' প্রভৃতি বহুবিধ গৌণ নাম; আবার মায়াগুণের ব্যতিরেক সম্বন্ধে 'ব্রহ্ম' প্রভৃতি কএকটি নামও গৌণ-নাম-মধ্যে পরিগণিত। এইসমস্ত গৌণ-নামে বহুবিধ ফল থাকিলেও সাক্ষাৎ চিৎফল সহসা উদিত হয় না। ভগবানের চিজ্জগতে যে মায়িক কাল ও দেশের অতীত নামসকল নিত্যবর্ত্তমান, সেই সমস্ত নামই চিন্ময় ও মুখ্য। 'নারায়ণ', 'বাসুদেব', 'জনার্দ্দন', 'হৃষীকেশ', 'হরি', 'অচ্যুত', 'গোবিন্দ', 'গোপাল', 'রাম' ইত্যাদি সমস্তই মুখ্য নাম, এসমস্ত নাম চিদ্ধামে ভগবৎস্বরূপের সহিত ঐক্যভাবে নিত্যবর্ত্তমান। এই নাম জড়জগতে মহাসৌভাগ্যবান্ পুরুষদিগের জিহ্বায় ভক্তিদ্বারা আকৃষ্ট হইয়া নৃত্য করেন। নামের সহিত মায়িক জগতের কিছুমাত্র সম্বন্ধ নাই। নাম স্বভাবতঃ ভগবানের সর্ব্বশক্তি-সম্পন্ন—মায়িক জগতে অবতীর্ণ হইয়া মায়াকে ধ্বংস করিতে প্রবৃত্ত হন। এই জড়জগতে বর্ত্তমান জীববৃন্দের হরিনাম ব্যতীত আর বন্ধু নাই। অতএব **'বৃহন্নারদীয়পুরাণে'** কথিত হইয়াছে—

'হরের্নামৈব নামৈব নামৈব মম জীবনম্।
কলৌ নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব গতিরন্যথা ॥'

['শ্রীহরিনামই, হরিনামই, হরিনামই আমার জীবন; এই কলিকালে জীবের নাম ব্যতীত আর অন্য গতি নাই, অন্য গতি নাই, অন্য গতি নাই।']

নামের অনন্ত শক্তি। পাপানলদগ্ধ জীবের পক্ষে হরিনাম অখিলপাপের উন্মূলক ; যথা গারুড়ে—

'অবশেনাপি যন্নাম্নি কীর্ত্তিতে সর্ব্বপাতকৈঃ।
পুমান্ বিমুচ্যতে সদ্যঃ সিংহত্রস্তৈর্মৃগৈরিব ॥'

['সিংহগর্জ্জনশ্রবণে মৃগগণ যেমন ভয়ে পলায়ন করে, তদ্রূপ পুরুষ অবশেও—যদৃচ্ছা-ক্রমে নাম উচ্চারণ করিলে তাঁহার সর্ব্বপাপ দূরীভূত হইয়া তৎক্ষণাৎ তিনি মুক্ত হন।']

নামাশ্রিত ব্যক্তির সকল দুঃখই নামকর্ত্তৃক প্রশমিত হয় ; সর্ব্বব্যাধিনাশকত্ব ধর্ম্মও নামে আছে, যথা স্কান্দে—

"আধয়োব্যাধয়ো যস্য স্মরণান্নামকীর্ত্তনাৎ।
তদৈব বিলয়ং যান্তি তমনন্তং নমাম্যহম্ ॥"

['যাঁহার নাম স্মরণ-কীর্তন হইতে যাবতীয় আধিব্যাধি তৎক্ষণাৎ বিনষ্ট হয়, সেই অনন্তদেবকে আমি নমস্কার করি।']

হরিনামকারী ব্যক্তি কুল-সঙ্গাদি (পংক্তি) পবিত্র করেন ; যথা 'ব্রহ্মাণ্ডপুরাণে'—

'মহাপাতকযুক্তোঽপি কীর্ত্তয়ন্ননিশং হরিম্।
শুদ্ধান্তঃকরণো ভূত্বা জায়তে পংক্তিপাবনঃ ॥'

['মহাপাপিষ্ঠও যদি নিরন্তর হরিকীর্ত্তন করেন, তাহা হইলে তাঁহার অন্তঃকরণ শুদ্ধ হইয়া যায় ও তিনি পংক্তিপাবন হন (অর্থাৎ দ্বিজশ্রেষ্ঠত্ব লাভ করেন)।']

নামপরায়ণব্যক্তির সর্ব্বদুঃখের উপশম হয়। যথা বৃহদ্‌বিষ্ণুপুরাণে—

'সর্ব্বরোগোপশমং সর্ব্বোপদ্রবনাশনম্।
শান্তিদং সর্ব্বরিষ্টানাং হরের্নামানুকীর্ত্তনম্ ॥'

['অনুক্ষণ হরির নামকীর্ত্তন সর্ব্বপ্রকার রোগ ও উপদ্রবনাশক এবং সর্ব্বপ্রকার বিঘ্ন নাশ করেন বলিয়া মঙ্গলপ্রদ।']

নামোচ্চারণকারীর কলিবাধা থাকে না ; যথা বৃহন্নারদীয়ে—

'হরে কেশব গোবিন্দ বাসুদেব জগন্ময়।
ইতীরয়ন্তি যে নিত্যং ন হি তান্ বাধতে কলিঃ ॥'

['যাঁহারা নিত্যকাল হরে, কেশব, গোবিন্দ, বাসুদেব—এই বলিয়া নামসমূহ কীর্ত্তন করেন, তাঁহাদের উপর কলির আধিপত্য থাকে না।']

নাম শ্রবণ করিবামাত্র নারকীর উদ্ধার হয় ; যথা নারসিংহে—

'যথা যথা হরের্নাম কীর্ত্তয়ন্তি স্ম নারকাঃ।
তথা তথা হরৌ ভক্তিমুদ্‌বহন্তো দিবং যযুঃ ॥'

['নারকিগণ যে যে স্থানে হরিনাম কীর্ত্তন করিয়াছিল, সেই সেই স্থানে তাঁহারা হরিভক্তি লাভ করিয়া দিব্যধাম প্রাপ্ত হইয়াছেন।']

—জৈবধর্ম্ম ত্রয়োবিংশ অধ্যায়

[আমরা এস্থলে শ্রীপত্রিকার পাঠকগণের অবগতির নিমিত্ত নাম-মাহাত্ম্য সম্বন্ধে শ্রীশ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ কর্ত্তৃক উদ্ধৃত মাত্র কএকটি শাস্ত্রবাক্য উদ্ধার করিলাম। এতদ্ব্যতীত এই জৈবধর্ম্ম গ্রন্থে ও অন্যান্য শাস্ত্রগ্রন্থে নাম-মহিমা সম্বন্ধে যে সকল শাস্ত্র-বিচার প্রদত্ত হইয়াছে, আমরা তাহা ক্রমশঃ বিভিন্ন প্রবন্ধে প্রকাশ করিবার ইচ্ছা করিতেছি।]

হরিনামই কলিহত দুর্গত নানাদুঃখদৈন্যপ্রপীড়িত মাদৃশ মায়াবদ্ধজীবগণের একমাত্র বান্ধব, কায়মনোবাক্যে তাঁহাতে শরণাগতি ব্যতীত আমাদের এ মায়াবন্ধ হইতে পরিত্রাণলাভের আর দ্বিতীয় কোন উপায় নাই। কলিযুগপাবনাবতারী শ্রীভগবান্ গৌরসুন্দর ভক্তভাব অঙ্গীকারপূর্ব্বক স্বয়ং এই নামভজনাদর্শ প্রদর্শন করিয়া গিয়াছেন। নামকীর্ত্তনকেই কলিযুগের পরমধর্ম্ম—পরম উপায় বলিয়া জানাইয়াছেন, সর্ব্বশক্তি নামে অর্পণ করিয়াছেন, নামকেই সর্ব্বসিদ্ধিদাতা বলিয়া গিয়াছেন, সুতরাং সঙ্কল্পবিকল্পাত্মক মনের সকল সংশয় পরিত্যাগ পূর্ব্বক নামকেই দৃঢ়রূপে আশ্রয় করিতে হইবে, মহাজন যে পথ অবলম্বন করিবার আদর্শ প্রদর্শন করেন, সেই পথই নিঃসংশয়িতভাবে অনুসরণীয়। অনন্তকল্যাণগুণবারিধি স্বয়ং ভগবান্ মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্য চন্দ্রই আমাদের সর্ব্বোত্তম মহাজন। তাঁহার পার্ষদ গোস্বামিবৃন্দ, পরম প্রিয়তম নামাচার্য্য ঠাকুর হরিদাস—সকলেই নামাশ্রয়ের—নামভজনের জ্বলন্ত আদর্শ স্বরূপ। অনন্ত ভক্ত্যঙ্গের মধ্যে চতুঃষষ্টি অঙ্গ শ্রেষ্ঠ, তন্মধ্যে আবার শ্রীল রূপ গোস্বামী ও তদনুগবর কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামি প্রমুখ মহাজনগণ 'সাধুসঙ্গ, নামকীর্ত্তন, ভাগবত শ্রবণ, মথুরাবাস ও শ্রীমূর্ত্তির শ্রদ্ধায় সেবন'—এই পঞ্চ অঙ্গকে দুরূহাদ্ভুতবীর্য্যসম্পন্ন সকল সাধন শ্রেষ্ঠ বলি-

য়াছেন। আবার স্বয়ং শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীল সনাতন গোস্বামি প্রভুকে উপলক্ষ্য করিয়া বলিয়াছেন—"ভক্ত্যঙ্গ সকলের মধ্যে নববিধাভক্তি শ্রেষ্ঠা, তন্মধ্যে নামসংকীর্ত্তনই সর্ব্বশ্রেষ্ঠা। নববিধা ভক্তিরূপ অভিধেয়ই প্রয়োজন-তত্ত্বরূপ কৃষ্ণপ্রেম ও সম্বন্ধতত্ত্বরূপ কৃষ্ণকে প্রদান করিবার মহাশক্তি ধারণ করেন। সাধনভক্তিই অভিধেয় রূপে প্রকট হইয়া পরে প্রেমভক্তির স্বরূপ লাভ করেন। প্রয়োজনরূপ কৃষ্ণপ্রেমই সর্ব্বতোভাবে কৃষ্ণকে প্রদান করেন।" (চৈঃ চঃ অ ৪।৭০-৭১ অনুভাষ্য দ্রষ্টব্য)

অর্থাৎ নাম-সংকীর্ত্তনই শীঘ্র শীঘ্র প্রেমফল প্রদান করেন। প্রেমবশ্য—প্রেমাধীন কৃষ্ণ সেই প্রেমিক-ভক্তের নিকটই তাঁহার সম্পূর্ণ স্বরূপ প্রকট করিয়া তৎকৃত সকল সেবাই অঙ্গীকার করেন।

শ্রীগৌরপার্ষদ ও গৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্যগণের সংক্ষিপ্ত চরিতামৃত

[ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ]

(৩৯)

শ্রীল কাশীশ্বর পণ্ডিত

শ্রীল কাশীশ্বর পণ্ডিত (ব্রহ্মচারী, গোস্বামী) পূর্ব্বলীলায় বৃন্দাবনে কৃষ্ণভৃত্য 'ভৃঙ্গার' অথবা 'শশী-রেখা'—"পুরা বৃন্দাবনে চেটৌ স্থিতৌ ভৃঙ্গার-ভঙ্গুরৌ। শ্রীকাশীশ্বর-গোবিন্দৌ তৌ জাতৌ প্রভু-সেবকৌ॥" (গৌঃ গঃ ১৩৭)। কাশীশ্বর পণ্ডিতের শ্রীপাট হুগলী জেলায় শ্রীরামপুর ষ্টেশন হইতে ১ মাইল দূরে চাতরা গ্রামে। কাশীশ্বর পণ্ডিতের পিতা কাঞ্জীলাল কানুবংশোদ্ভব বাৎস্য গোত্রীয় শ্রীবাসুদেব ভট্টাচার্য্য। ইঁহাদের উপাধি চৌধুরী। এইজন্য চাত্‌রাগ্রামে যেখানে কাশীশ্বর পণ্ডিতের দেবালয়, তাহা চৌধুরী-পাড়া নামে খ্যাত। উক্ত মন্দিরে কাশীশ্বর পণ্ডিতের প্রতিষ্ঠিত শ্রীগৌরাঙ্গ বিগ্রহ ও শ্রীরাধাগোবিন্দ বিরাজিত আছেন। দোলযাত্রার সময় এখানে উৎসবাদি অনুষ্ঠিত হয়। কাশীশ্বর পণ্ডিত খুব বলবান্ ছিলেন। বল্লভপুরের শ্রীরুদ্রপণ্ডিত তাঁহার ভাগিনেয়।

কাশীশ্বর পণ্ডিত শ্রীঈশ্বরপুরীপাদের কৃপাসিক্ত শিষ্য ছিলেন। এইজন্য ইনি শ্রীচৈতন্য-শাখায় গণিত হন।

'ঈশ্বর পুরীর শিষ্য—ব্রহ্মচারী কাশীশ্বর।
শ্রীগোবিন্দ নাম—তাঁর প্রিয় অনুচর॥'

—চৈঃ চঃ আ ১০।১৩৮

শ্রীগোবিন্দও ঈশ্বরপুরীপাদের শিষ্য ছিলেন। ঈশ্বরপুরীপাদের প্রকটকালে শ্রীকাশীশ্বর পণ্ডিত ও গোবিন্দ উভয়েই নিষ্ঠার সহিত গুরুসেবা করিতেন। ঈশ্বরপুরীপাদ অপ্রকটকালের অব্যবহিত পূর্ব্বে দুই-জনকেই মহাপ্রভুর সেবা করিবার জন্য আজ্ঞা করায় তাঁহারা ঈশ্বরপুরীপাদের অন্তর্দ্ধানের পর মহাপ্রভুর সেবায় নিয়োজিত হইয়াছিলেন। প্রথমে শ্রীগোবিন্দ মহাপ্রভুর নিকট আসেন। পরে কাশীশ্বর পণ্ডিত তীর্থ ভ্রমণান্তে মহাপ্রভুর পাদপদ্মে আসিয়া উপনীত হন।

'ঈশ্বর-পুরীর ভৃত্য—'গোবিন্দ' মোর নাম।
পুরী-গোসাঞির আজ্ঞায় আইনু তোমার স্থান॥
সিদ্ধিপ্রাপ্তিকালে গোসাঞি আজ্ঞা কৈল মোরে।
কৃষ্ণ-চৈতন্য নিকটে যাই' সেবিহ তাঁহারে॥
কাশীশ্বর আসিবেন সব তীর্থ দেখিয়া।
প্রভু-আজ্ঞায় মুঞি আইলুঁ তোমা-পদে ধাঞা॥'

—চৈঃ চঃ ম ১০।১৩২-৩৪

'কাশীশ্বর গোসাঞি আইলা আর দিনে।
সম্মান করিয়া প্রভু রাখিলা নিজস্থানে॥'

—চৈঃ চঃ ম ১০-১৮৫

'গুরুর কিঙ্কর হয় মান্য আপনার।' —এই বিচারে গুরুর সেবকের নিকট হইতে সেবা গ্রহণ অনুচিত, আবার গুরুর আজ্ঞা পালন না করিলেও অপরাধ, এমতাবস্থায় কি করণীয়,—মহাপ্রভু জিজ্ঞাসা করিলে সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য গুরুর আজ্ঞা অবশ্য

পালনীয়* এইরূপ বলিলেন। এই হেতু মহাপ্রভু কাশীশ্বর ও গোবিন্দের সেবা গ্রহণে স্বীকৃত হইলেন।

শ্রীমন্মহাপ্রভু যখন শ্রীজগন্নাথ দর্শনে যাইতেন, বলবান্ কাশীশ্বর মনুষ্যের ভীড় ঠেলিয়া মহাপ্রভুর গমন সুগম করিতেন যাহাতে মহাপ্রভুর শ্রীঅঙ্গে কাহারও স্পর্শ না হয়।

"ঈশ্বর পুরীর শিষ্য—ব্রহ্মচারী কাশীশ্বর।
শ্রীগোবিন্দ নাম তাঁর প্রিয় অনুচর॥
তাঁর সিদ্ধিকালে দোঁহে তাঁর আজ্ঞা পাঞা।
নীলাচলে প্রভুস্থানে মিলিলা আসিয়া॥
গুরুর সম্বন্ধে মান্য কৈল দুঁহাকারে।
তাঁর আজ্ঞা মানি' সেবা দিলেন দোঁহারে॥
অঙ্গসেবা গোবিন্দেরে দিলেন ঈশ্বর।
জগন্নাথ দেখিতে আগে চলে কাশীশ্বর॥
অপরশ যায় গোসাঞি মনুষ্য-গহনে।
মনুষ্য ঠেলি' পথ করে কাশী-বলবানে॥"

—চৈঃ চঃ আ ১০।১৩৮-৪২

'মহাপ্রভু সুখে লঞা সব ভক্তগণ।
জগন্নাথ-দরশনে করিলা গমন॥
আগে কাশীশ্বর যায় লোক নিবারিয়া।
পাছে গোবিন্দ যায় জল-করঙ্গ লঞা॥'

—চৈঃ চঃ মধ্য ১২।২০৬-২০৭

পুরুষোত্তমধামে শ্রীরথযাত্রাকালে শ্রীমন্মহাপ্রভু রথাগ্রে যখন নৃত্য করিতেন, ভীড় নিয়ন্ত্রণের জন্য মহাপ্রভুকে বেষ্টন করিয়া তিনটি মণ্ডল রচনা হইত। প্রথম মণ্ডলে নিত্যানন্দপ্রভু ভক্তগণসহ, দ্বিতীয় মণ্ডলে কাশীশ্বর মুকুন্দাদি ভক্তগণ-সহ এবং তৃতীয় মণ্ডলে থাকিতেন মহারাজ প্রতাপরুদ্র তাঁহার পাত্রগণসহ।

'কাশীশ্বর মুকুন্দাদি যত ভক্তগণ।
হাতাহাতি করি' হৈল দ্বিতীয় আবরণ।"

—চৈঃ চঃ ম ১৩।৮৯

পুরুষোত্তমধামে মহাপ্রভু ভক্তগণের সহিত সংকীর্ত্তনান্তে যখন তাঁহাদিগকে লইয়া মহাপ্রসাদ সেবা করিতে বসিতেন, তখন পরিবেশনকারিগণের মধ্যে কাশীশ্বর পণ্ডিত অন্যতম ছিলেন। 'স্বরূপ গোঁসাই জগদানন্দ দামোদর। কাশীশ্বর গোপীনাথ বাণীনাথ শঙ্কর॥ পরিবেশন করে তাঁহা এই সাতজন।'

শ্রীনবদ্বীপধামে শ্রীমন্মহাপ্রভুর গার্হস্থ্যলীলাকালে শ্রীবাস অঙ্গনে সংকীর্ত্তন-বিলাসে এবং গঙ্গাস্নানকালে কাশীশ্বর পণ্ডিত মহাপ্রভুর লীলার সঙ্গী হইয়াছিলেন। যেকালে শ্রীমন্মহাপ্রভু ভক্তগণের সহিত সংকীর্ত্তন করিতে করিতে শ্রীধরের গৃহে উপনীত হইয়া তাঁহার লৌহ পাত্রে জলপান করিয়াছিলেন, মহাপ্রভুর সেই ভক্তবাৎসল্য-লীলা দর্শন করিয়া কাশীশ্বর পণ্ডিতাদি ভক্তগণ ক্রন্দন করিয়াছিলেন।

"গোবিন্দ গোবিন্দানন্দ শ্রীগর্ভ শ্রীমান্।
কান্দে কাশীশ্বর, শ্রীজগদানন্দ, রাম॥"

—চৈঃ ভাঃ ম ২৩।৪৫১

কাশীশ্বর পণ্ডিত শ্রীমন্মহাপ্রভুর কত প্রিয় ছিলেন, তাহা শ্রীল বৃন্দাবনদাস ঠাকুর লিখিত চৈতন্য ভাগবত গ্রন্থপাঠে জানা যায়। 'জয় জগদানন্দ প্রিয় অতিশয়। জয় বক্রেশ্বর কাশীশ্বরের হৃদয়॥' —চৈঃ ভাঃ ম ১।৬; 'জয় জয় শ্রীজগদানন্দ জীবন। জয় হরিদাস-কাশীশ্বর-প্রাণধন॥' —চৈঃ ভাঃ ম ২৪।৩

নীলাচলে সগোষ্ঠী শ্রীমদদ্বৈতাচার্য্য প্রভু যেকালে শুভাগমন করিয়াছিলেন, শ্রীমন্মহাপ্রভু উক্ত শুভাগমন-সংবাদ জানিতে পারিয়া যখন তাঁহাকে অভ্যর্থনার্থ গমন করিয়াছিলেন, সেই সময়েও কাশীশ্বর পণ্ডিত মহাপ্রভুর সঙ্গী হইয়াছিলেন।

শ্রীকাশীশ্বর পণ্ডিত কার্ত্তিক মাসের শুক্লা-চতুর্দ্দশী তিথিতে তিরোধান-লীলা করেন। (মতান্তরে, আশ্বিন মাসে শ্রীরাধাকৃষ্ণের রাস পূর্ণিমা তিথিতে ইঁহার তিরোভাব।)

* 'স শুশ্রুবান্মাতরি ভার্গবেণ পিতুর্নিয়োগাৎ প্রহৃতং দ্বিষদ্বৎ।
প্রত্যগৃহীদগ্রজশাসনং তদাজ্ঞা গুরূণাং হ্যবিচারণীয়া॥'

—রঘুবংশ ১৪ সর্গ ৪৬ শ্লোক

'পিতৃ আজ্ঞায় পরশুরামকর্ত্তৃক তন্মাতা (রেণুকা) শত্রুর ন্যায় নিহত হইয়াছিলেন—ইহা শ্রবণ করিয়া লক্ষ্মণ জ্যেষ্ঠভ্রাতা শ্রীরামচন্দ্রের আজ্ঞা গ্রহণ করিয়াছিলেন, যেহেতু গুরুবর্গের আজ্ঞা অবিচারণীয়া।

'নির্ব্বিচারং গুরোরাজ্ঞা ময়া কার্য্যা মহাত্মনঃ।
শ্রেয়ো হ্যেবং ভবত্যাশ্চ মম চৈব বিশেষতঃ॥'

—রামায়ণ-অযোধ্যাকাণ্ড ২২।৯

'মহাত্মা গুরুদেবের আজ্ঞা আমার নির্ব্বিচার পূর্ব্বকই অনুষ্ঠেয়; ইহাতে আপনারও শ্রেয়ঃ আছে, বিশেষতঃ আমারও শ্রেয়ঃ আছে।'

শ্রীবলদেবাবতার

[পূর্ব্বপ্রকাশিত ২৭শ বর্ষ ১১শ সংখ্যা ২১৬ পৃষ্ঠার পর]

বিষ্ণুতত্ত্ব মাত্রেই ত্রিশক্তিধৃক্ শ্রী-ভূ-লীলা (নীলা বা দুর্গাশক্তি স্বরূপ ধাম) ত্রিশক্তির প্রকাশ ব্যতীত বিষ্ণুর সম্পূর্ণতা হয় না। গৌর নারায়ণের তিনটি শক্তি—শ্রীশক্তিস্বরূপা শ্রীলক্ষ্মীপ্রিয়া, ভূশক্তিস্বরূপিণী শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া এবং লীলা বা নীলা শক্তি স্বরূপ শ্রীনবদ্বীপধাম। শ্রীবলদেবও ত্রিশক্তি-সমন্বিত। রেবতী, বারুণী, লীলা বা নীলা। 'তোমার কৃপায় সৃষ্টি করে অজ দেবে। তোমারে সে রেবতী বারুণী কান্তি সেবে॥ (পাঠান্তরে রেবতী বারুণী সদা সেবে) চৈঃ ভাঃ মধ্য ১৫।৩৮। শ্রীচৈতন্য ভাগবতে শ্রীবলদেবের শক্তি—রেবতী, বারুণী ও কান্তি এইরূপ উল্লিখিত হইয়াছে। শ্রীমদ্ভাগবত নবমস্কন্ধে তৃতীয় অধ্যায়ের বর্ণনানুযায়ী এইরূপ জানা যায়—মনু-পুত্র শর্যাতির উত্তানবর্হিঃ, আনর্ত্ত ও ভূরিসেন নামক তিনটি পুত্র ছিল। আনর্ত্ত-পুত্র রেবতের একশত পুত্রমধ্যে 'ককুদ্মি' জ্যেষ্ঠ পুত্র ছিলেন। এই ককুদ্মি ব্রহ্মার উপদেশে নিজকন্যা রেবতীকে বিষ্ণুতত্ত্বমূল মহাবলী শ্রীবলদেবকে সমর্পণ করিয়াছিলেন। কন্যা সমর্পণান্তে ককুদ্মি তপস্যার জন্য বদরিকাশ্রমে গমন করিয়াছিলেন। 'শ্রীবসু-জাহ্নবা নিত্যানন্দের প্রেয়সী। শ্রীবারুণী-রেবতী—সকল গুণরাশি।।' ভক্তিরত্নাকর ১২।৩৭৯১

'শ্রীবারুণীরেবত্যোরংশ-সম্ভবে
তস্য প্রিয়ে দ্বে বসুধা চ জাহ্নবা।
শ্রীসূর্য্যদাসাখ্য-মহাত্মনঃ সুতে
ককুদ্মিরূপস্য চ সূর্যতেজসঃ ॥'

—গৌরগণোদ্দেশদীপিকা

'শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর প্রিয়াদ্বয় শ্রীবারুণী ও শ্রীরেবতীর অংশসম্ভূত এবং সূর্য্যের ন্যায় তেজস্বী ককুদ্মির অবতার মহাত্মা শ্রীসূর্য্যদাসের কন্যাদ্বয়।'

শ্রীবলদেব প্রভু বিষ্ণুতত্ত্ব হইয়াও স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের শ্রেষ্ঠ সেবকরূপে সেবা করিয়া এবং অপরকে সেবায় নিয়োজিত করিয়া গুরুতত্ত্বের আকর-লীলা প্রদর্শন করিয়াছেন। তৎসত্ত্বেও তিনি ভৌমজগতে প্রকটলীলাকালে গুরু-পদাশ্রয়ের অত্যাবশ্যকতা শিক্ষা প্রদানের জন্য স্বয়ং গুরু-পদাশ্রয়লীলা করিয়াছেন। শ্রীমদ্ভাগবত ১০ম স্কন্ধ ৪৫ অধ্যায়ে ইহা বর্ণিত হইয়াছে।

'প্রভবৌ সর্ব্ববিদ্যানাং সর্ব্বজ্ঞৌ জগদীশ্বরৌ।
নান্যসিদ্ধামলং জ্ঞানং গূহমানৌ নরেহিতৈঃ ॥
অথো গুরুকুলে বাসমিচ্ছন্তাবুপজগ্মতুঃ।
কাশ্যং সান্দীপনিং নাম হ্যবন্তিপুরবাসিনম্ ॥'

—ভাঃ ১০।৪৫।৩০-৩১

'অতঃপর নিখিল বিদ্যার আকর-স্বরূপ, সর্ব্বজ্ঞ জগদীশ্বর রাম-কৃষ্ণ মনুষ্যোচিত আচরণে স্বকীয় স্বতঃসিদ্ধ বিমলজ্ঞান গোপন করিয়া গুরুকুলে বাসের জন্য কাশীদেশজাত অবন্তীপুরবাসী সান্দীপনি নামক গুরুর নিকট গমন করিলেন।'

সান্দীপনি মুনি কৃষ্ণবলরামের সেবায় সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাদিগকে নিখিলবেদ ও রাজনীতি এবং চতুঃষষ্টি দিবসে চতুঃষষ্টি কলা বিদ্যা শিক্ষা প্রদান করিলেন। কৃষ্ণ-বলরাম গুরুদেবকে দক্ষিণা প্রদান করিতে ইচ্ছা করিলে সান্দীপনি মুনি প্রভাস তীর্থে মহাসমুদ্রে নিমজ্জিত মৃত নিজপুত্রকে পাইতে ইচ্ছা করিলেন। গুরুদেবের ইচ্ছাপূর্ত্তির জন্য কৃষ্ণ-বলরাম প্রভাস তীর্থে আসিয়া মহাসুর পঞ্চজন কর্ত্তৃক সমুদ্র জলমধ্যে বালক পুত্রের হৃত হওয়ার সংবাদ জানিতে পারিলেন। কৃষ্ণ জলমধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া অসুরকে বিনাশ করিলেও তাহার উদর মধ্যে গুরু-পুত্রকে দেখিতে পাইলেন না। অসুরের অঙ্গজাত শঙ্খ শ্রীকৃষ্ণ গ্রহণ করিলেন। উক্ত শঙ্খই 'পাঞ্চজন্য শঙ্খ' নামে প্রসিদ্ধ হইল। অতঃপর কৃষ্ণবলরাম উভয়ে যমলোকে যাইয়া পাঞ্চজন্য-শঙ্খধ্বনি করিলে যমরাজ তাঁহাদের নিকট সমুপস্থিত হইয়া তাঁহাদের সম্যক্ পূজা বিধান করিলেন। অতঃপর যমরাজের নিকট হইতে গুরু-পুত্রকে গ্রহণ করিয়া কৃষ্ণ গুরুদেবকে দক্ষিণাস্বরূপ প্রদান করিলেন। সান্দীপনি মুনি শ্রীবলরাম ও কৃষ্ণের ন্যায় এইরূপ শিষ্য লাভ করিয়া তাঁহাদের নিকট হৃদয়ের উল্লাস প্রকাশ করতঃ তাঁহাদিগকে নিজগৃহে যাইতে অনুমতি প্রদান করিলেন।

'সম্যক্ সম্পাদিতো বৎস ভবদ্ভ্যাং গুরুনিষ্ক্রয়ঃ।
কো নু যুষ্মদ্বিধগুরোঃ কামানামবশিষ্যতে ॥'
—ভাঃ ১০।৪৫-৪৭

'হে বৎস, তোমরা দুইজনে যথাযথ গুরু-দক্ষিণা সম্পাদন করিয়াছ। যিনি তোমাদের ন্যায় পুরুষের গুরু তাঁহার আর কোন্ কাম অপূর্ণ থাকিতে পারে?'

শ্রীবলদেব ভীম ও দুর্য্যোধনের গদাযুদ্ধ শিক্ষার গুরু ছিলেন।

বিদর্ভরাজ ভীষ্মক-কন্যা রুক্মিণীর অভিলাষ-পূর্ত্তির জন্য যেকালে অদ্ভুতকর্ম্মা শ্রীকৃষ্ণ রাজগণ-সমক্ষে রুক্মিণীকে হরণ করিলে জরাসন্ধপ্রমুখ যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়াও কৃষ্ণের নিকট পরাজিত হইলে কৃষ্ণ-বিদ্বেষী রুক্মিণী-ভ্রাতা রুক্মী উহা সহ্য করিতে না পারিয়া পুনরায় কৃষ্ণকে আক্রমণ করিয়াছিলেন। কৃষ্ণ রুক্মীর সমস্ত অস্ত্র ছেদন পূর্ব্বক বিনাশ করিতে উদ্যত হইলে রুক্মিণীর প্রার্থনায় তাঁহাকে বিরূপ করিয়া ছাড়িয়া দিয়াছিলেন। তৎকালে শ্রীবলদেব তথায় উপস্থিত হইয়া রুক্মিণীকে অজ্ঞানজনিত শোক পরিহার করিতে উপদেশ প্রদান করিয়াছিলেন।

শ্রীকৃষ্ণের প্রতি বৈরভাব যুক্ত রুক্মী শত্রুর সহিত বৈবাহিক সম্বন্ধ ধর্ম্ম-বিরুদ্ধ জানিয়াও স্নেহাতিশয্য-বশতঃ ভগিনী রুক্মিণীর প্রীতি সাধনের জন্য তাঁহার পৌত্র অনিরুদ্ধের নিকট নিজ পৌত্রী রোচনাকে প্রদান করিয়াছিলেন। অনিরুদ্ধের বিবাহে ভোজকট নগরে রুক্মিণী, বলদেব, শ্রীকৃষ্ণ, সাম্ব, প্রদ্যুম্ন প্রভৃতি সকলেই উপস্থিত ছিলেন। বিবাহ মহোৎসব সমাপ্ত হইলে কালিঙ্গ আদি রাজগণের পরামর্শে রুক্মী বলদেবের সহিত অক্ষক্রীড়ায় প্রবৃত্ত হইলেন। প্রথমে বলদেব অক্ষক্রীড়ায় রুক্মীর নিকট পরাজিত হইলে কালিঙ্গ দাঁত বাহির করিয়া হাস্য করিয়াছিলেন। পরে বলদেব পুনঃ পুনঃ জয়লাভ করিলেও রুক্মী কপটতা-দ্বারা মিথ্যার আশ্রয় গ্রহণ করতঃ জয়ী হইয়াছেন, এইরূপ বলিলে এবং বলদেবাদি গোপালনেই সুনিপুণ, এইরূপ কটাক্ষ আদি করিতে থাকিলে বলদেব রুক্মীর দম্ভ বিনাশের জন্য তাঁহাকে পরিঘ দ্বারা আঘাত করিলে তিনি নিহত হন। অন্যান্য রাজগণও প্রাণভয়ে পলায়ন করিলেন।

শ্রীবলদেব প্রভুর অংশ কারণোদশায়ী মহাবিষ্ণুর ঈক্ষণকণ হইতে জীবসমূহের উৎপত্তি হওয়ায় জীবগণের সহিত বলদেবের সাক্ষাৎ সম্বন্ধ। শ্রীবলদেবের স্বাভাবিক প্রীতি জীবগণের প্রতি থাকায় তাহাদিগকে তিনি যেমন স্নেহ করেন, তেমন তাহাদের হিতের জন্য শাসনও করেন। এইজন্য তিনি হল-মুষল-আয়ুধযুক্ত। শ্রীমদ্ভাগবত দশম স্কন্ধ ৬৫ তম অধ্যায়ে শ্রীবলরামের গোকুলে আগমন, গোপীগণকে কৃষ্ণের কুশল-সংবাদ দিয়া সান্ত্বনা প্রদান, গোপী-গণসহ যমুনা-পুলিন-কুঞ্জে বিহার এবং যমুনা-আকর্ষণ লীলা বর্ণিত হইয়াছে। শ্রীবলদেব দুই মাসকাল গোকুলে অবস্থান করিয়া গোপীগণের সহিত যমুনা-পুলিন-কুঞ্জে বিহার করিতে থাকিলে তাঁহার সৌন্দর্য্য দর্শনে মুনিগণ মোহিত হইয়া বলদেবের মহিমা গান করিতে করিতে আকাশে দুন্দুভি-ধ্বনি এবং আকাশ হইতে পুষ্প বর্ষণ করিয়াছিলেন। তৎকালে শ্রীবলদেব একদিন বরুণদেব-প্রেরিত দিব্য বারুণী পান করিয়া মদোন্মত্তাবস্থায় বনে বিচরণকালে যমুনাতে জলক্রীড়ার জন্য যমুনাকে আহ্বান করিয়াছিলেন। কিন্তু যমুনা বলদেবকে মদোন্মত্ত দেখিয়া তাঁহার আহ্বান অগ্রাহ্য করায় বলদেব যমুনাকে শাসন করিবার জন্য লাঙ্গলের অগ্রভাগের দ্বারা আকর্ষণ পূর্ব্বক যমুনাকে শতধা বিভক্ত করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। তাহাতে যমুনা অত্যন্ত ভীতা ও কম্পিতা হইয়া বলদেবের চরণে পতিত হইয়া পুনঃ পুনঃ ক্ষমা প্রার্থনা ও স্তব করিলে বলদেব তাঁহাকে ক্ষমা করেন। পরে তিনি গোপীগণের সুখ বিধানের জন্য তাঁহাদের সহিত যমুনা-জলে অবগাহন-স্নান ও ক্রীড়া করেন। জলক্রীড়ান্তে বলদেব জল হইতে উত্থিত হইলে লক্ষ্মী-মূর্ত্তি বিশিষ্টা কান্তিদেবী বলদেবকে নীলবসনযুগল, বহু মূল্য ভূষণরাশি ও মনোরম মাল্য প্রদান করিলেন। বলদেব উক্ত নীলবসনযুগল পরিধান ও সুবর্ণমালা ধারণ করিয়া সুন্দররূপে শোভিত হইলেন। অদ্যাবধি যমুনা লাঙ্গলঘাতযুক্তা হইয়া বলদেবের বিক্রম সূচনা করিতেছেন।

'কামং বিহৃত্য সলিলাদুত্তীর্ণায়াসি তাম্বরে।
ভূষণানি মহার্হানি দদৌ কান্তিঃ শুভাং স্রজম্ ॥'
—ভাঃ ১০।৬৫।৩১

'অনন্তর স্বেচ্ছানুরূপ জলক্রীড়ান্তে তিনি জল

হইতে উত্থিত হইলে কান্তি:দেবী (লক্ষ্মীর মূর্ত্তিবিশেষ) তাঁহাকে নীলবসনযুগল, বহুমূল্য ভূষণরাশি এবং মনোরম মাল্য প্রদান করিলেন।'

শ্রীল জয়দেব গোস্বামী প্রভু তাঁহার রচিত দশাবতার স্তোত্রে হলধররূপী জগদীশের এইরূপ স্তব করিয়াছেন ঃ—

'বহসি বপুষি বিশদে বসনং জলদাভং
হলহতিভীতি মিলিত যমুনাভম্।
কেশব ধৃত-হলধররূপ জয় জগদীশ হরে ॥'

'হে কেশব! আপনি হলধর মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া হলাঘাত ভয়ে ভীতা যমুনার সলিল সদৃশ নীলবস্ত্র পরিধান করিয়াছিলেন। হে জগদীশ হরে! হলধররূপী আপনি জয়যুক্ত হউন।'

শ্রীমদ্ভাগবত দশম স্কন্ধ ৬৮তম অধ্যায়ে শ্রীবলদেবের হস্তিনাকর্ষণলীলা বর্ণিত হইয়াছে। শ্রীকৃষ্ণের মহিষী জাম্ববতীর পুত্র সাম্ব দুর্য্যোধনের কন্যা লক্ষ্মণাকে স্বয়ম্বরসভা হইতে হরণ করিয়াছিলেন। কৌরবগণ সাম্বের উক্তপ্রকার কার্য্যে ক্রুদ্ধ হইয়া সাম্বকে বন্ধন করিবার জন্য যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন। যুদ্ধে সাম্বের অদ্ভুত বীরত্ব দেখিয়া সকলেই তাঁহার প্রশংসা করিতে লাগিলেন। কিন্তু কৌরবপক্ষের চারিজন বীর একত্রে সাম্বকে ঘেরাও করিয়া অন্যায় যুদ্ধে পরাস্ত করতঃ লক্ষ্মণাসহ তাঁহাকে বন্দী করিয়া হস্তিনাপুরে লইয়া গেলেন। দেবর্ষি নারদের নিকট কৌরবগণের ঐরূপ অন্যায় আচরণের কথা শুনিয়া শ্রীকৃষ্ণ ও যাদবগণ ক্রুদ্ধ হইলেন। মহারাজ উগ্রসেনের অনুমতি লইয়া শ্রীকৃষ্ণ যাদবগণসহ যুদ্ধ করিবার জন্য প্রস্তুত হইলেন। শ্রীবলদেবের গদাশিক্ষার শিষ্য দুর্য্যোধন। শ্রীকৃষ্ণের মহিমাজ্ঞাতা শ্রীবলদেব চিন্তা করিলেন, শ্রীকৃষ্ণ যুদ্ধযাত্রা করিলে দুর্য্যোধনের প্রাণ বিনষ্ট হইতে পারে। এইজন্য তিনি শিষ্যবাৎসল্যবশতঃ শ্রীকৃষ্ণ ও যাদবগণকে বুঝাইয়া শান্ত করিয়া স্বয়ং ব্রাহ্মণ ও কুলবৃদ্ধগণসহ হস্তিনাপুরীতে গেলেন। বলদেব এইরূপ চিন্তা করিলেন,—তিনি বুঝাইয়া বলিলে শিষ্য দুর্য্যোধন তাঁহার কথা মানিয়া লইবে এবং সাম্বকে লক্ষ্মণাসহ ছাড়িয়া দিবে। হস্তিনাপুর নগরের প্রান্তে অবস্থিত হইয়া বলদেব ধৃতরাষ্ট্রের অভিপ্রায় কি জানিবার জন্য প্রথমে উদ্ধবকে প্রেরণ করিলেন। উদ্ধব কৌরবগণকে বলদেবের আগমনবার্ত্তা জানাইলে দুর্য্যোধনাদি কৌরবগণ উল্লসিত হইয়া বিবিধ মাঙ্গলিক দ্রব্যসহ বলদেবের নিকট আসিয়া তাঁহার পূজা বিধান করিলেন। পরস্পর কুশল জিজ্ঞাসার পর বলদেব কৌরবগণকে বলিলেন, 'তোমরা অন্যায়যুদ্ধে সাম্বকে আবদ্ধ করিয়াছ। তোমাদের সহিত যাদবগণের যাহাতে বিরোধ না হয়, মহারাজ উগ্রসেনের হুকুমে এইজন্য তোমাদিগকে জানাইতেছি, তোমরা সাম্বকে আমার নিকট সমর্পণ কর।' বলদেবের এইপ্রকার বাক্য শুনিয়া কৌরবগণ অপমানিত ও ক্রুদ্ধ হইয়া এইরূপ বলিলেন, 'অহো! যাদবগণ কৌরবগণকে আদেশ করিতেছে। কালের কি কুটিলা গতি! আজ চর্ম্মপাদুকাও মুকুটসেবিত শিরোদেশে আরোহণ করিতে আগ্রহ প্রকাশ করিতেছে! কুন্তীদেবীর বিবাহ সম্বন্ধের দ্বারা যাদবগণ আত্মীয়রূপে গণ্য হওয়ায় আমাদের সহিত একত্রে শয়ন, উপবেশন ও ভোজন করার সুযোগ লাভ করিয়া আমাদের অনুগ্রহেই রাজসিংহাসন পাইয়া আমাদের সমান হইয়া গিয়াছে,—এইরূপ অভিমান করিতেছে! বস্তুতঃ আমাদের অনুগ্রহেই তাহারা রাজমুকুট রাজশয্যাদি উপভোগ করিতেছে। কিরূপ নির্লজ্জভাবে তাহারা প্রভুর ন্যায় আমাদিগকে আদেশ করিতেছে! সুতরাং যাদবগণকে রাজপদবী হইতে খারিজ করিতে হইবে।' বলদেব কৌরবগণের দুর্ব্যবহার ও দুর্বাক্য শ্রবণ করিয়া ক্রোধান্বিত হইয়া হাস্যসহকারে বলিলেন—

'নূনং নানামদোন্নদ্ধাঃ শান্তিং নেচ্ছন্ত্যসাধবঃ।
তেষাং হি প্রশমো দণ্ডঃ পশূনাং লগুড়ো যথা ॥'

—ভাঃ ১০।৬৮।৩১

'ধনাদিগর্বে যে অসাধুগণ উন্মত্ত, তাহারা কখনও শান্তি চায় না। লগুড়ের দ্বারা আঘাত ব্যতীত পশুগণ যেমন বুঝে না, তদ্রূপ অসাধুগণকেও দণ্ডপ্রদান না করিলে তাহাদের বোধোদয় হয় না। আমি যাদবগণকে শান্ত করিয়া কৌরবগণের হিতকামনায় আসিয়াছিলাম, কিন্তু তাহারা গর্ব্বিত হইয়া আমাকেই অবজ্ঞা করিল। ইন্দ্রাদি লোকপালগণ যাঁর আজ্ঞানুবর্ত্তী, সেই মহারাজ উগ্রসেন কুরুগণকে আদেশ করিতে পারেন না? লক্ষ্মীদেবী যাঁর দাসী, ইন্দ্রাদি

লোকপালগণ যাঁর পদরজঃ মস্তকে ধারণ করেন, ব্রহ্মা-শিব আমরা যাঁর অংশ বা অংশাংশস্বরূপ, সেই কৃষ্ণ রাজপদবী পাওয়ার যোগ্য নহেন ? তাঁহারা সব পাদুকাসদৃশ, আর কৌরবগণ মস্তকসদৃশ ? আমি এইসব দুর্ব্বিনীত ব্যক্তিগণকে এখনই দণ্ডবিধান করিতেছি।' শ্রীবলদেব পৃথিবীকে কৌরবশূন্য ও হস্তিনাপুরকে গঙ্গায় নিমজ্জিত করিবার জন্য নগরের দক্ষিণদিক লাঙ্গলাগ্রভাগের দ্বারা বিদীর্ণ করিয়া হস্তিনাপুরকে আকর্ষণ করিলেন। অলৌকিক-শক্তি বলদেব এই হস্তিনাপুর নিমজ্জনে সাম্বকে বাদ দিলেন। হলাগ্রভাগে আকৃষ্ট হইয়া হস্তিনাপুর গঙ্গায় পতনোন্মুখ হইলে কৌরবগণ অত্যন্ত ভয়ার্ত্ত-চিত্তে 'ত্রাহি বলদেব' 'ত্রাহি বলদেব' বলিয়া আর্ত্তনাদ করিয়া উঠিলেন। তাঁহারা লক্ষ্মণাসহ সাম্বকে অগ্রবর্ত্তী করিয়া বলদেবের নিকট আসিয়া শরণাপন্ন হইলেন এবং এইরূপ স্তব করিয়া বলিলেন,—'প্রভো ! আপনি অনন্তরূপে পৃথিবীকে শিরোদেশে ধারণ করেন এবং প্রলয়কালে নিজদেহে নিখিল বিশ্বকে সংহার করিয়া শেষশয্যায় শয়ন করেন। আপনি তত্ত্বজ্ঞান-শূন্য কৌরবগণকে রক্ষা করুন।' শরণাগত-রক্ষক বলদেব সঙ্গে সঙ্গে তাঁহাদিগকে 'মা ভৈঃ' শব্দের দ্বারা অভয় প্রদান করিলেন। বলদেব নরকাসুরের মিত্র মহাবলশালী দ্বিবিদ বানরকেও মুষল ও লাঙ্গলের দ্বারা বধ করিয়াছিলেন।

'যাদবেন্দ্রোঽপি তং দোর্ভ্যাং ত্যক্ত্বা মুষল-লাঙ্গলে।
জত্রাবভ্যর্দয়ৎ ক্রুদ্ধঃ সোঽপতদ্রুধিরং বমন্ ॥'
—ভাঃ ১০।৬৭।২৫

'তখন বলদেবও ক্রুদ্ধ হইয়া ভুজদ্বয়ে মুষল ও লাঙ্গল নিক্ষেপপূর্ব্বক তাহার কণ্ঠ ও বাহমূলে আঘাত করায় সে রক্তবমন করিতে করিতে ভূপাতিত হইল।'

"নমস্তে তু হলগ্রাম ! নমস্তে মুষলায়ুধ ! ।
নমস্তে রেবতীকান্ত ! নমস্তে ভক্তবৎসল ! ॥
নমস্তে বলিনাং শ্রেষ্ঠ ! নমস্তে ধরণীধর ! ।
প্রলম্বারে ! নমস্তে তু ত্রাহি মাং কৃষ্ণ-পূর্ব্বজ ! ॥"

শ্রীবলদেব প্রভু লোকশিক্ষার্থ ভাগবতপাঠের অনধিকারী রোমহর্ষণ সূতকে বধ করিয়াছিলেন, আবার মুনিগণ কর্ত্তৃক ব্রহ্মহত্যার প্রায়শ্চিত্তের ব্যবস্থাও গ্রহণ করিয়াছিলেন। শ্রীমদ্ভাগবত দশম স্কন্ধ ৭৮তম অধ্যায়ে প্রসঙ্গটি এইরূপভাবে বর্ণিত আছে ঃ—পাণ্ডবগণের সহিত কৌরবগণের যুদ্ধের সম্ভাবনার কথা শুনিয়া শ্রীবলদেব প্রভু তাহাতে নির্লিপ্ত থাকিবার জন্য তীর্থস্নানচ্ছলে দ্বারকা হইতে বাহির হইয়া প্রভাসাদি বিভিন্ন তীর্থে স্নান করিয়া নৈমিষারণ্যে দীর্ঘসত্র-দীক্ষিত মুনিগণের যজ্ঞস্থলে আসিয়া উপনীত হইলেন। মুনিগণ অভ্যুত্থান করতঃ বলদেবের পূজা বিধান করিলেন। বলদেব আসনে উপবিষ্ট হইয়া ব্যাসদেবশিষ্য প্রতিলোমজাত রোমহর্ষণকে উচ্চাসনে উপবিষ্ট দেখিতে পাইলেন। রোমহর্ষণকে ঋষিগণ অপেক্ষা উচ্চাসনে উপবিষ্ট এবং বিনয় প্রত্যুত্থানাদি ক্রিয়ারহিত দেখিয়া বলদেব বিচার করিলেন—'ইহার ভাগবত পাঠের অধিকার নাই, কেবল জীবিকানির্ব্বাহের জন্য এই ব্যক্তি ভাগবত পাঠের অভিনয় করিতেছে নিজে পণ্ডিত এইরূপ বৃথাভিমানে দৃপ্ত হইয়াছে, এ ব্যক্তি সাক্ষাৎ পাপরত ব্যক্তিগণ অপেক্ষাও অধিক পাপানুষ্ঠানকারী।' ধর্ম্ম-বর্ম্ম প্রভু বলদেব হস্তস্থিত কুশের দ্বারা রোমহর্ষণ-সূতকে বিনাশ করিলেন। রোমহর্ষণসূতের মৃত্যুতে মুনিগণ দুঃখিতচিত্ত হইয়া বলদেবকে নিবেদন করিলেন, তাঁহারাই রোমহর্ষণ-সূতকে ব্রহ্মাসন ও উত্তমায়ুঃ প্রদান করিয়াছিলেন, যাহাতে তিনি তাঁহাদের যজ্ঞ-সমাপ্তিকাল পর্য্যন্ত অবস্থান করিয়া থাকেন। কিন্তু বলদেব মুনিগণের অভিপ্রায় বুঝিতে না পারিয়া ব্রহ্মবধ করিলেন। লোকশিক্ষার জন্য ব্রহ্মহত্যার প্রায়শ্চিত্ত করা সমীচীন। বলদেব তাঁহাদের নিকট প্রায়শ্চিত্তবিধি জানিতে চাহিলে মুনিগণ বলদেবের রোমহর্ষণসূত বিনাশাদি কার্য্য এবং তাঁহাদের রোমহর্ষণসূতকে দীর্ঘায়ুঃ প্রদানের বাক্য উভয়ের সত্যতা রক্ষার জন্য অনুরোধ করিলেন। বলদেব প্রভু 'আত্মাই পুত্ররূপে জন্মগ্রহণ করে' এই বেদের অনুশাসনানুসারে রোমহর্ষণের পুত্র উগ্রশ্রবাকে পুরাণবক্তা এবং আয়ুঃ ও ইন্দ্রিয়পটুতা প্রভৃতি প্রদান করিলেন।

যদুবংশধ্বংসের পর শ্রীবলদেব প্রভু অন্তর্ধানলীলা করিলেন।

বর্ষারম্ভে

কলিযুগপাবনাবতারী শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যচন্দ্রের শুদ্ধভক্তিসিদ্ধান্তবাণী-কীর্ত্তন-বিগ্রহস্বরূপ অস্মদীয় 'শ্রীচৈতন্যবাণী' পত্রিকা সপ্তবিংশতি বর্ষব্যাপী কৃষ্ণকীর্ত্তন করিতে করিতে অধুনা অষ্টাবিংশতিতম বর্ষে শুভ পদার্পণ করিলেন। আমরা সর্ব্বান্তঃকরণে তাঁহার জয়গান করতঃ তাঁহার নিষ্কপট সেবাধিকার প্রার্থনা করিতেছি, তিনি প্রসন্না হউন।

শ্রীভগবানের নাম-রূপ-গুণ-লীলাদির উচ্চভাষণই কীর্ত্তন-ভক্ত্যঙ্গ। শ্রীশ্রীরূপ গোস্বামিপাদ তাঁহার ভক্তি-রসামৃতসিন্ধু গ্রন্থে লিখিয়াছেন—

"নাম-রূপ-গুণ-লীলাদীনামুচ্চৈর্ভাষা তু কীর্ত্তনম্।" (—ভঃ রঃ সিঃ পূঃ বিঃ ২।৬৩) অর্থাৎ নাম-রূপ-গুণ-লীলাদি উচ্চৈঃস্বরে কথনকে কীর্ত্তন বলে।

কীর্ত্তন-ভক্ত্যঙ্গের মাহাত্ম্য সর্ব্বশাস্ত্রে কীর্ত্তিত হইলেও সংকীর্ত্তন-মাহাত্ম্যকে আবার ততোঽধিক শ্রেষ্ঠ বলা হইয়াছে। শ্রীল শ্রীজীব গোস্বামিপাদ তাঁহার ভক্তিসন্দর্ভে ২৬৯ সংখ্যার শেষাংশে লিখিয়াছেন—

"অত্র চ বহুভির্মিলিত্বা কীর্ত্তনং সঙ্কীর্ত্তনমিত্যুচ্যতে। তত্তু চমৎকারবিশেষপোষাৎ পূর্ব্বতোঽপ্যধিকমিতি জ্ঞেয়ম্। অত্র চ নামসংকীর্ত্তনে যথোপদিষ্টং কলিযুগপাবনাবতারেণ শ্রীভগবতা—

'তৃণাদপি সুনীচেন তরোরপি সহিষ্ণুনা।
অমানিনা মানদেন কীর্ত্তনীয়ঃ সদা হরিঃ॥'

অর্থাৎ "এস্থলে অনেক পুরুষের একত্রিতভাবে কীর্ত্তন 'সংকীর্ত্তন' নামে অভিহিত হইয়া থাকে। তাদৃশ সংকীর্ত্তন চমৎকারবিশেষের পোষণ-হেতু কীর্ত্তন অপেক্ষাও অধিক (মাহাত্ম্যবিশিষ্ট) রূপে জ্ঞাতব্য। এই নামসংকীর্ত্তন বিষয়ে কলিযুগপাবনাবতার শ্রীভগবান্ গৌরসুন্দর এরূপ নিয়ম বলিয়াছেন যে—'তৃণ অপেক্ষা সুনীচ, তরু অপেক্ষাও সহিষ্ণু, অমানী, মানদ ব্যক্তি কর্ত্তৃক নিরন্তর শ্রীহরি কীর্ত্তনীয় হইয়া থাকেন'।"

শ্রীল সনাতন গোস্বামিপাদ তাঁহার বৃহদ্ভাগবতামৃত গ্রন্থে লিখিয়াছেন—**"কৃষ্ণস্য নানাবিধ কীর্ত্তনেষু তন্নামসংকীর্ত্তনমেব মুখ্যম্। তৎপ্রেমসম্পজ্জননে স্বয়ং দ্রাক্ শক্তং ততঃ শ্রেষ্ঠতমং মতং তৎ॥"** —(বৃঃ ভাঃ ২।৩।১৫৮) **"নামসংকীর্ত্তনং প্রোক্তং কৃষ্ণস্য প্রেমসম্পদি। বলিষ্ঠং সাধনশ্রেষ্ঠং পরমাকর্ষমন্ত্রবৎ॥" (বৃঃ ভাঃ ২।৩।১৬৪)**

অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণের নানাবিধ কীর্ত্তনের মধ্যে (অর্থাৎ বেদপুরাণাদি পাঠ, কথা, গীত ও স্তুতি ইত্যাদিভেদে বহুপ্রকার কীর্ত্তনমধ্যে) নামসংকীর্ত্তনই মুখ্য। ইহাদ্বারা অবিলম্বে শ্রীকৃষ্ণে প্রেমসম্পত্তির আবির্ভাব হয়। এই আবির্ভাবনে নামসংকীর্ত্তনই স্বয়ং অর্থাৎ অন্যনিরপেক্ষভাবে প্রেমসম্পত্তি-উৎপাদনে সমর্থ। সুতরাং ইহাই ধ্যানাদি ভক্ত্যঙ্গের মধ্যে শ্রেষ্ঠতম—সাধুগণ এইরূপ নিশ্চয় করিয়াছেন। এই নামসংকীর্ত্তনকেই কৃষ্ণে প্রেমসম্পদুৎপাদনে পরমাকর্ষক মন্ত্রের ন্যায় অতীব বলিষ্ঠ ও শ্রেষ্ঠ সাধন বলা হইয়াছে।

আমরা একজন প্রত্যক্ষদ্রষ্টার মুখে শুনিয়াছি—একজন সাপের ওঝা এক বিষাক্ত সর্পদষ্ট ব্যক্তিকে চিকিৎসা করিতে আসিয়া একটি কড়িকে মন্ত্রপূত করতঃ ছাড়িয়া দিল, মন্ত্রপ্রভাবে ঐ কড়িটি উড়িতে উড়িতে যেখানে সেই সাপ ছিল, তাহার মাথা কামড়াইয়া তাহাকে ওঝার নিকট লইয়া আসিল। ওঝা পূর্ব্ব হইতেই উপস্থিত ব্যক্তিগণকে বলিয়া রাখিয়াছিল, সাপকে কেহ যেন আঘাত না করে। আর, একটি পাত্রে একটু দুধ রাখিয়া দিয়াছিল। অত্যন্ত আশ্চর্য্যের বিষয়—সাপ আসিয়া গেল। কড়িটা সাপের মাথায় লাগিয়া আছে। ওঝা সাপকে আদেশ করিল—যেখানে কামড়াইয়াছিস্, সেখান হইতে বিষ উঠাইয়া নে। সাপ তাহার মুখ দিয়া বিষ চুষিয়া লইল, পুনরায় ওঝার আদেশে বিষ দুধে ছাড়িয়া দিল, দুধ কালো হইয়া গেল। পরে ওঝার আদেশে সাপ যথাস্থানে চলিয়া গেল।

আসামপ্রদেশের এক গুরুভ্রাতার নিকট কামরূপে ঐরূপ মন্ত্রের বহু অলৌকিকী শক্তির সত্যঘটনার কথা শুনিয়া আমরা অতীব বিস্মিত হইয়াছি। কামরূপে কামাখ্যামাতা বা ঐরূপ শিবের দোহাই দেওয়া

প্রাকৃত ভাষাবিশিষ্ট মন্ত্রের যখন এত অমোঘবীর্য্য থাকিতে পারে, তখন সাক্ষাৎ শ্রীভগবান্ বা তন্নিজ-জনগণের শ্রীমুখনিঃসৃত মন্ত্রের কি কোন শক্তিই নাই? অবশ্যই আছে। শ্রীমন্মহাপ্রভু স্বয়ং শিক্ষাষ্টকের দ্বিতীয় শ্লোকে নামে নিজসর্ব্বশক্তি অর্পণের কথা বলিয়াছেন। হতভাগ্য আমাদের ভগবদ্‌বাক্যে শ্রদ্ধা বা দৃঢ়বিশ্বাসের অভাব থাকায় আমরা কোটি কোটি সংখ্যা নাম গ্রহণ করিয়াও নামের প্রেমফল পাই না। শাস্ত্রার্থে দৃঢ়বিশ্বাসের নামই 'আস্তিক্য' (গীঃ ১৮।৪২ শ্লোকের শ্রীচক্রবর্ত্তী ঠাকুরের সারার্থবর্ষিণী টীকা দ্রষ্টব্য)। বর্ত্তমান কলিযুগে সেই আস্তিক্যের অত্যন্ত অভাব হইয়া পড়িয়াছে বলিয়াই জীবের এতাদৃশী দুর্গতি বা দুর্দ্দশা। আমাদের সৃষ্টিকর্ত্তা ব্রহ্মা সর্ব্বপ্রথম শ্রীগর্ভোদকশায়ী দ্বিতীয় পুরুষাবতারের নিকট যে কৃষ্ণমন্ত্র ও কামগায়ত্রী পাইয়াছিলেন, তাহা শতাধ্যায়ী ব্রহ্মসংহিতার ৫ম অধ্যায়ের ২৪ হইতে ২৮ শ্লোকে বর্ণিত আছে। ব্রহ্মা সেই মন্ত্র ও গায়ত্রীজপদ্বারা তপস্যা করিয়াই সর্ব্বার্থসিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন। আমরাও গুরুপরম্পরাক্রমে সেই সর্ব্বসিদ্ধিপ্রদ অষ্টাদশাক্ষর মন্ত্র ও সাড়ে চব্বিশাক্ষর গায়ত্রী পাইয়াও কেবল বিশ্বাসাভাববশতঃ বা নিষ্ঠার অভাবে তাহার কোন সুফল অনুভব করিতে পারিতেছি না।

শ্রীমন্মহাপ্রভু যে 'মহামন্ত্র' জপ করিতে বলিয়াছেন, সেই 'জপ' শব্দের অর্থ 'হৃদুচ্চারে' অর্থাৎ হৃদয়ের সহিত ভাবযুক্ত হইয়া উচ্চারণ, ভাব অর্থাৎ ভক্তিভাব। ভক্তিভরে 'জপ' না করিলে জপের ফল পাওয়া যাইবে কেন? এই জপ তিনপ্রকার যথা—বাচিক, উপাংশু ও মানসিক। অর্থাৎ অন্যে শুনিতে পায় এইভাবে উচ্চ কীর্ত্তন—বাচিক জপ; উপাংশু অর্থাৎ নিজে শুনিতে পাওয়া যায় এইরূপ ওষ্ঠস্পন্দন-সহকারে কীর্ত্তন, মানসিক বলিতে মনে মনে স্মরণ, ওষ্ঠ নড়িবে না। এই তিনপ্রকার জপের মধ্যে উচ্চ-কীর্ত্তনেরই প্রশস্তি সর্ব্বশাস্ত্রে কীর্ত্তিত হইয়াছে, 'নির্ব্বন্ধ' শব্দে আগ্রহাতিশয্য বা অভিনিবেশ অর্থাৎ গাঢ়মনোযোগ-সহকারে, অথবা অভিলষিত প্রাপ্তির নিমিত্ত পুনঃ পুনঃ প্রয়াস—এইরূপ নির্ব্বন্ধ-সহকারে নামগ্রহণ করিতে পারিলে নামের ফল প্রেম শীঘ্র শীঘ্রই পাওয়া যায়, ইহাই মহাজনবাক্য।

শ্রীমন্মহাপ্রভু নামসংকীর্ত্তন হইতেই সর্ব্বসিদ্ধি লাভের কথা বলিয়াছেন। আরও বলিয়াছেন—

"সাধ্য-সাধনতত্ত্ব যে কিছু সকল।
হরিনাম-সংকীর্ত্তনে মিলিবে সকল॥"

আমাদের পরমারাধ্য প্রভুপাদ শ্রীধামমায়াপুর ব্রজপত্তনে বসিয়া অত্যধিক কঠোর বৈরাগ্যের সহিত প্রত্যহ অপতিতভাবে তিনলক্ষ মহামন্ত্র নামজপসহকারে শতকোটি নামগ্রহণব্রত পালনের জ্বলন্ত আদর্শ প্রদর্শন করিয়াছেন। প্রভুপাদ আমাদিগকে উপদেশ করিতেন—

(১) 'পরং বিজয়তে শ্রীকৃষ্ণসংকীর্ত্তনম্'ই গৌড়ীয় মঠের একমাত্র উপাস্য, জীবকে শ্রীকৃষ্ণনামভজনে উদ্বুদ্ধ করাই তাহার প্রতি সর্ব্বশ্রেষ্ঠ দান।

(২) শ্রীকৃষ্ণনামোচ্চারণকেই 'ভক্তি' বলিয়া জানিবেন।

(৩) আমরা অকৈতব হরিজনের পাদত্রাণবাহী, 'কীর্ত্তনীয়ঃ সদা হরিঃ' মন্ত্রে দীক্ষিত। সহিষ্ণুতা, দৈন্য ও পরপ্রশংসা প্রভৃতি এখানে ভজনের সহায়।

(৪) **ভগবদ্‌ভক্তমাত্রই প্রত্যহ লক্ষনাম গ্রহণ করিবেন, নতুবা বিবিধ বিষয়ে আসক্ত হইয়া ভগবৎসেবা করিতে অসমর্থ হইবেন। তজ্জন্যই শ্রীচৈতন্য মঠের আশ্রিত সকলেই ন্যূনপক্ষে লক্ষনাম গ্রহণ করিয়া থাকেন। যাঁহারা প্রত্যহ লক্ষনাম গ্রহণ করেন না, তাঁহাদের প্রদত্ত নৈবেদ্য ভগবান্ গ্রহণ করেন না।**

(৫) অধঃপতিত বা 'অধঃপেতে'গণ 'একমাত্র ভজন' শব্দবাচ্য শ্রীনামভজনে বিমুখতাবশতঃ লক্ষনাম গ্রহণ করিবার পরিবর্ত্তে অন্যভজনের ছলনা করেন, তদ্দ্বারা তাঁহাদের কোন মঙ্গল হয় না।

(৬) **যাহাতে প্রত্যহ লক্ষনাম গ্রহণ করিতে পারেন, সেইরূপ সময় করিয়া লইবেন।**

আমরা অনেক সময়ে শ্রীমঠে নানাপ্রকার সেবাকার্য্যে রত থাকিবার জন্য লক্ষ সংখ্যা পূরাইবার সময় পাই না ইত্যাদি বলিয়া প্রভুপাদের শ্রীমুখ হইতে অল্পসংখ্যা অনুমোদন করাইয়া লইবার চেষ্টা করিলেও প্রভুপাদ বলিতেন—'সময় করিয়া লইতে হইবে'। ইহা ব্যতীত লক্ষসংখ্যার কম করিলেও চলিবে, এরূপ কথা তাঁহার শ্রীমুখে কোনদিনই শুনি নাই।

নামভজনে শৈথিল প্রদর্শনপূর্ব্বক রাগমার্গীয় ভজনাভিনয়নের প্রশ্রয় প্রভুপাদ কখনই দেন নাই। প্রভুপাদ বলিতেন—নামই রাগভজনাধিকারপ্রদাতা। অষ্টকালীয় লীলা স্মরণাদি সম্বন্ধে প্রভুপাদ বলিয়াছেন—

"শ্রীদয়িতদাস, কীর্ত্তনেতে আশ,
কর উচ্চৈঃস্বরে হরিনাম রব।
কীর্ত্তন-প্রভাবে, স্মরণ হইবে,
সেকালে ভজন নির্জ্জন সম্ভব ॥"

আমরা আজ পত্রিকার নববর্ষ শুভারম্ভে শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গের এইসকল পরম কল্যাণকর অমৃতময় উপদেশ স্মরণমুখে যাহাতে তৎসমুদয়ের আচার-প্রচারে নিষ্কপটে ব্রতী হইতে পারি, তজ্জন্য তাঁহাদের শ্রীপাদপদ্মে একান্তভাবে প্রার্থনা জানাইতেছি।

শ্রীমন্মহাপ্রভুর শ্রীমুখোচ্চারিত শিক্ষাষ্টকের প্রারম্ভে প্রথম শ্লোকেই শ্রীনামসংকীর্ত্তন-যজ্ঞাগ্নির সপ্ত-শিখা হইতে যে সপ্ত শ্রেয়ঃ উত্থিত হইবার কথা উক্ত হইয়াছে, সেই শ্রেয়ঃসপ্তকই আমাদের যেন একমাত্র প্রার্থনীয় বিষয় হয়।

আমরা আমাদের গ্রাহক-গ্রাহিকা, পাঠক-পাঠিকা —সকলকেই আমাদের যথাযোগ্য অভিবাদন ও হার্দ্দ অভিনন্দন জ্ঞাপনপূর্ব্বক তাঁহাদের সকলেরই আন্তরিক সহানুভূতি প্রার্থনা করিতেছে। তাঁহারা সকলেই জয়যুক্ত হউন। অয়মারম্ভঃ শুভায় ভবতু —ওঁ স্বস্তি ওঁ স্বস্তি ওঁ স্বস্তি।

শ্রীব্রজমণ্ডল-পরিক্রমা

[পূর্ব্বপ্রকাশিত ২৭শ বর্ষ ১১শ সংখ্যা ২২০ পৃষ্ঠার পর]

কৃষ্ণ বাল্যলীলায় চাপল্য প্রকাশ করতঃ বালকগণের সহিত গোপ-গোপীগণের গৃহে যাইয়া ননী মাখন চুরি করিতে থাকিলে গোপ-গোপীগণ প্রত্যহ নন্দমহারাজ ও যশোদাগোপীর নিকট কৃষ্ণের দৌরাত্ম্যের কথা অভিযোগ করিতে লাগিলেন। পুত্রের প্রতি অত্যন্ত বাৎসল্যবশতঃ নন্দমহারাজ ও যশোদাগোপী তাঁহার পুত্র এইরূপ কার্য্য করিতে পারে প্রথমে বিশ্বাস করিতে পারেন নাই। একদিন নন্দালয়ে দাসীর অনুপস্থিতিতে যশোদাগোপী নিজেই দধিমন্থন করিলে এবং বালকৃষ্ণ আসিয়া বার বার স্তন্যদুগ্ধপানে আব্দার করিতে থাকিলে যশোদাগোপী পুত্রকে কোলে করিয়া স্তন পান করাইবার সময় পাত্রে রক্ষিত দুগ্ধ উত্তপ্ত হইয়া উৎলাইয়া পড়িতেছে দেখিয়া কৃষ্ণকে জোর করিয়া নীচে রাখিয়া চুলা হইতে পাত্রটি নামাইতে ছুটিয়া গেলেন। স্তন্যদুগ্ধ পান করিতে না পারিয়া বালকৃষ্ণ ক্রোধে দধিমন্থনের মৃদ্‌ভাণ্ডটি ভাঙ্গিয়া ফেলিলেন এবং তাঁহার জন্য বিভিন্ন পাত্রে রক্ষিত দধি, মাখন প্রভৃতি নষ্ট করিতে লাগিলেন। এমনকি কৃষ্ণ ক্রোধে ভিতরদিকের ছাদে লটকানো দধি-মাখনের মৃদ্‌ভাণ্ডগুলিও উদূখলে খাড়া হইয়া যষ্টির সাহায্যে নষ্ট করিলেন, নিজে খাইলেন ও বান্দরকে খাওয়াইলেন। যশোদামাতা ফিরিয়া আসিয়া মৃদ্‌ভাণ্ড ভগ্ন দেখিয়া যষ্টিহস্তে গোপালের অন্বেষণ করিতে গিয়া গোপালকে উদূখলে খাড়া হইয়া ঐরূপ গর্হিত কার্য্য করিতে দেখিলেন। দুষ্ট গোপালকে প্রহারের দ্বারা সংশোধনের জন্য যশোদামাতা সংগোপনে যষ্টি হাতে লইয়া উদূখলের নিকট আসিলে কৃষ্ণ মায়ের প্রহারের ভয়ে ভীত হইয়া উদূখল হইতে লাফ দিয়া পড়িয়া দৌড়াইয়া পলায়ন করিলেন। যশোদাগোপীও পুত্রকে ধরিবেন ও দণ্ড দিবেন এইরূপ সঙ্কল্প গ্রহণ করিয়া গোপালের পিছনে দৌড়াইতে লাগিলেন। যশোদাগোপী স্থূলকায়া ছিলেন এইজন্য দৌড়াইতে দৌড়াইতে শ্রান্তা-ক্লান্তা হইয়া পড়িলেন। যশোদামাতার শুদ্ধবাৎসল্যে বশীভূত হইয়া গোপালের গতি মন্থর হইলে, মা তাঁহাকে ধরিয়া ফেলিলেন। ভগবান্ নিজেকে ধরা না দিলে কেহই তাঁহাকে ধরিতে পারেন না। যশোদা-মাতা কৃষ্ণকে ভৎর্সনা ও প্রহার করিতে উঠিলে কৃষ্ণ চিৎকার করিয়া কাঁদিতে লাগিলেন। যাঁহাকে ব্রহ্মা,

শিব, স্বয়ং যম পর্য্যন্ত ভয় পান, তিনিই মাতার যষ্টি দেখিয়া কাঁদিতেছেন, এই এক অপূর্ব্ব চমৎকারময়ী লীলা। ছেলেটি দুর্দ্দান্ত হইয়াছে এবং অবোধ এই-প্রকার বিবেচনা করিয়া যশোদামাতা তাঁহাকে বান্ধিয়া রাখিবেন সঙ্কল্প করিলেন। গোপালের পেটের মাপানুযায়ী দড়ি আনিয়া বান্ধিবার সময় দুই আঙ্গুল কম হইলে তিনি অত্যন্ত বিস্মিত হইলেন। তথাপি তাঁহাকে বান্ধিবার সঙ্কল্প তিনি পরিত্যাগ করিলেন না। নন্দালয়ের সমস্ত রজ্জু জোড় দিয়া দড়িকে সুদীর্ঘ করিলেও গোপালকে বান্ধিতে না পারিয়া গলদ-ঘর্ম্ম হইয়া পড়িলেন। মাতার কষ্ট দেখিয়া গোপাল বন্ধন স্বীকার করিলেন। প্রতিবার দুই আঙ্গুল করিয়া কম হওয়ার তাৎপর্য্য শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী তাঁহার ভাষ্যে লিখিয়াছেন—একটি ভক্তের নিষ্কপট সেবা-চেষ্টা এবং অপরটি কৃষ্ণের কৃপা—এই দুইটী হইলে কৃষ্ণপ্রাপ্তি হয়। কৃষ্ণকে উদূখলে বান্ধিয়া রাখিয়া মাতা যশোদা গৃহকার্য্যে ব্যস্ত হইয়া পড়িলে শ্রীকৃষ্ণ নারদের বাক্যকে সত্য করিবার জন্য যমলার্জ্জুন বৃক্ষ-রূপে প্রকটিত কুবেরের পুত্রদ্বয়কে উদ্ধারার্থ উদূখলকে আকর্ষণ করিয়া হামাগুড়ি দিতে দিতে অর্জ্জুন বৃক্ষ-দ্বয়ের নিকট পৌঁছিলেন। দুইটী বৃক্ষের মাঝপথে প্রবিষ্ট হইয়া কৃষ্ণ উদূখলকে জোরে টানিলে বৃক্ষদ্বয় ভীষণ মড়্ মড়্ শব্দে ভাঙ্গিয়া পড়িল এবং তাহা হইতে কুবেরের পুত্রদ্বয় নির্গত হইয়া দিব্যদেহ ধারণ করিয়া কৃষ্ণের স্তব করিতে লাগিলেন। গোপবালকগণ এইরূপ অলৌকিক ব্যাপার সন্দর্শন করিয়া নন্দমহারাজ যশোদাগোপীর নিকট জ্ঞাপন করিলেন। মহাভাগবত নারদের কৃপায় নলকুবের ও মণিগ্রীব ভগবদ্দর্শন লাভ করতঃ কৃতার্থ হইয়া ভগবান্‌কে বারত্রয় পরিক্রমা করতঃ উত্তরাভিমুখে প্রস্থান করিলেন। নন্দ-মহারাজ গাঢ় পুত্রবাৎসল্যবশতঃ কৃষ্ণকে বান্ধিয়া রাখায় অত্যন্ত দুঃখিত হইলেন। তিনি নিজে গিয়া পুত্রের বন্ধন খুলিয়া দিলেন।

শ্রীযমলার্জ্জুনভঞ্জনস্থানে একটি প্রস্তরনির্ম্মিত উদূখল পরিদৃষ্ট হয়। ভক্তগণ সেইস্থানে আনন্দে নৃত্য কীর্ত্তন করিলেন। উদূখলে অনেকে প্রণামীও দিলেন।

যমলার্জ্জুনভঞ্জন তাৎপর্য্য সম্বন্ধে শ্রীল ভক্তি-বিনোদ ঠাকুর লিখিয়াছেন—শ্রী-মদ্ হইতে আভিজাত্যদোষে যে অভিমান হয় তাহাতে ভূতহিংসা, স্ত্রীসঙ্গ ও আসবসেবাদি উৎপন্ন হইয়া জিহ্বালাম্পট্য ও নির্দ্দয়তাপ্রযুক্ত ভূতহিংসা নির্লজ্জতাদি দোষ হয়। সে দোষ কৃষ্ণ কৃপা করিয়া যমলার্জ্জুন ভঙ্গ করতঃ দূর করিয়া থাকেন।

নন্দকূপ ঃ— যমলার্জ্জুন ভঞ্জনস্থান দর্শন করিয়া নন্দভবনাভিমুখে প্রান্তরের মধ্য দিয়া সংকীর্ত্তনসহ যাত্রার প্রারম্ভে ব্রজবাসী পাণ্ডা একটুকু উঁচা টীলাতে একটি ইন্দারাকে নির্দ্দেশ করিয়া বলিলেন—'ইহা নন্দকূপ'। ভক্তগণের মধ্যে কেহ কেহ টীলাতে উঠিয়া নন্দকূপটি স্পর্শ করিয়া আসিলেন।

নন্দভবন (চৌরাশি-খাম্বা) ঃ— শ্রীনন্দ-যশোদার আলয় আশীটি স্তম্ভযুক্ত গৃহ বলিয়া উহা 'আশীখাম্বা' নামে অভিহিত হয়। অধুনা নন্দভবনকে চৌরাশী-খাম্বা বলা হয়। নন্দ-গোকুলের পাণ্ডাগণ মাঝের চারিটি খাম্বাকে সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর, কলির প্রতীক-স্বরূপ বলেন। তাঁহারা চারিটী খাম্বাকে স্পর্শ করিয়া 'ওঁ', 'সীতারাম', 'রাধেশ্যাম' ও 'ব্রহ্মা' এই চারিটী শব্দ উচ্চারণের কথা যাত্রিসাধারণকে বলেন, তাহাতে মুক্তি হয়। এখানে বিচার্য্য বিষয় এই প্রণব 'ওঁ' সকলের পক্ষে উচ্চারণবিধি শাস্ত্রে দেন নাই। দ্বিতীয়তঃ কলিযুগের প্রতীক 'ব্রহ্মা' না হইয়া 'গৌরহরি' হওয়া যুক্তিযুক্ত ছিল, জানি না কোন্ বিচারে তাঁহারা ইহা করিয়াছেন। অনুমিত হয় পরবর্ত্তিকালে চারিটী খাম্বা যুক্ত হইয়াছে।

নন্দভবনে মূল মন্দিরের মধ্যে কৃষ্ণ-বলরামের বড় শ্রীমূর্ত্তি, তাঁহাদের বামপার্শ্বে বড় নন্দমহারাজের শ্রীমূর্ত্তি ও দক্ষিণপার্শ্বে যশোদাদেবীর শ্রীমূর্ত্তি বিরাজিত আছেন। নীচে বালগোপাল দোলনায় আছেন। ভক্তগণ উহা আকর্ষণের সুযোগ লাভ করিয়া থাকেন, অবশ্য উপযুক্ত প্রণামী সেবা দিয়া। উক্ত মন্দিরের সম্মুখে ভক্তগণ কিয়ৎকাল নৃত্য-কীর্ত্তন করিয়া চৌরাশী-খাম্বার মধ্যে অন্যান্য মন্দির ও পদচিহ্নাদি দর্শন করিয়া আরও একটি বড় মন্দিরে যান। উক্ত মন্দিরের মধ্যে যোগমায়াদেবী, তাঁহার বামপার্শ্বে বসুদেব ও দক্ষিণে রোহিণীদেবী বিরাজিত আছেন।

উক্ত মন্দির হইতে কীর্ত্তনপার্টি বহির্গত হইয়া একটি পিপ্পলবৃক্ষকে পরিক্রমা করেন। তৎপরে নন্দভবন হইতে বাহির হইবার সময় দক্ষিণপার্শ্বস্থ মন্দিরে দর্শন করেন নন্দমহারাজের জ্যেষ্ঠভ্রাতা উপানন্দ *, উপানন্দের সহধর্ম্মিণী ও শ্রীকৃষ্ণবলরাম এবং নীচে শ্রীগোপালমূর্ত্তি। নন্দভবন হইতে বাহির হইয়া ভক্তগণ বামে ও দক্ষিণে বহু ছোট ছোট মন্দিরে সাক্ষীগোপাল, শ্রীল সনাতন গোস্বামীর ভজনস্থান-গোফা, যশোদাদেবী, গর্গঋষি, ধর্ম্মরাজ, লক্ষ্মীনারায়ণ, যমুনাজী, বাসুদেব মূর্ত্তি, দাউজী মূর্ত্তি, তৃণাবর্ত্তাসুর বধের দৃশ্য, পর্জ্জন্যগোপ প্রভৃতি দর্শন করিয়া কিছু উঁচুস্থানে সিঁড়ি অতিক্রম করিয়া যোগমায়া মন্দিরে পৌঁছেন। ইহাই নন্দনন্দন শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাবস্থলী মহাযোগপীঠ। মন্দিরাভ্যন্তরে নন্দমহারাজ, যশোদাদেবী ও শ্রীকৃষ্ণ-বলরামের বড় মূর্ত্তি, নীচে গোবিন্দজী দোলনায় বিরাজিত আছেন। গোকুল মহাবন মিউনিসিপ্যালিটীর প্রাক্তন চেয়ারম্যান শ্রীহরি পাঠকজী তথায় অবস্থিত থাকিয়া যাত্রীসাধারণকে স্থানের মহিমা বুঝাইয়া উক্ত মন্দিরের সেবা করিবার জন্য উৎসাহিত করিতেছিলেন। ভক্তগণ উক্ত মন্দির হইতে অবতরণ করতঃ সংকীর্ত্তন-সহযোগে গোকুল মহাবন মঠে প্রত্যাবর্ত্তনের পথে দ্বারকাধীশ মন্দিরও দর্শন করেন।

গোকুল মহাবনে কৃষ্ণের শকটভঞ্জন ও তৃণাবর্ত্তাসুর বধলীলা সম্পাদিত হইয়াছে।

শকটভঞ্জনঃ—শ্রীমদ্ভাগবত দশম স্কন্ধ সপ্তম অধ্যায়ে কৃষ্ণের শকটভঞ্জন লীলা বর্ণিত হইয়াছে। শ্রীকৃষ্ণের বাল্যলীলা শ্রবণে পরীক্ষিৎ মহারাজ আগ্রহান্বিত হইলে শুকদেব গোস্বামী কৃষ্ণের বাল্যলীলা বর্ণনকালে শকটাসুর বধ-লীলা এইরূপভাবে বলেন—যখন কৃষ্ণের বয়স মাত্র তিন মাস, কৃষ্ণ উত্থানের চেষ্টা করিয়া পার্শ্ব পরিবর্ত্তন করিলে, উহা দর্শন করিয়া নন্দমহারাজ, যশোদাদেবী, গোপগোপীগণের পরমানন্দ হইল। নন্দমহারাজ, যশোদাদেবী পুত্রের পার্শ্ব পরিবর্ত্তন-মহোৎসবের আয়োজন করিলেন। গোপগোপীগণ আমন্ত্রিত হইয়া নন্দালয়ে একত্রিত হইলেন। পুত্রের পার্শ্বপরিবর্ত্তনকালে পুত্রকে যথাবিধি অভিষেকাদি মাঙ্গলিক অনুষ্ঠান কর্ত্তব্য। যশোদাদেবী শুভক্ষণে রোহিণীনক্ষত্রযুক্ত দিবসে পুরস্ত্রীগণকে লইয়া মঙ্গলগীত ও বাদ্য এবং ব্রাহ্মণোক্ত মন্ত্রের দ্বারা পুত্রের অভিষেক-ক্রিয়া সম্পাদন করিলেন। পুত্রের স্নানক্রিয়া সম্পন্ন হওয়ার পর অন্ন-উত্তমবসন-মাল্যাদির দ্বারা ব্রাহ্মণগণের পূজাবিধান করিলেন। অভিষেকের পর কৃষ্ণ নিদ্রাভিভূত হইলে যশোদামাতা চিন্তিত হইলেন। অভ্যাগতগণকে ভোজন ও বস্ত্রাদির দ্বারা সৎকারের ব্যবস্থার জন্য যশোদাদেবী পুত্রকে ধীরে ধীরে শয্যায় শয়ন করাইয়া প্রাঙ্গণের এক পার্শ্বে অবস্থিত একটি শকটের নীচে পালঙ্কে শোয়াইয়া রাখিলেন। এদিকে বালগোপাল জাগ্রত হইয়া স্তন্যপানের জন্য ক্রন্দন এবং চরণযুগল উর্দ্ধে নিক্ষেপ করিতে থাকিলেও যশোদাদেবী মহোৎসবকার্য্যে অত্যন্ত ব্যস্ত থাকায় ও অভ্যাগতগণের কোলাহলে শিশুর ক্রন্দন শুনিতে পান নাই। শিশু কৃষ্ণ তাঁহার ক্ষুদ্র অতীব রমণীয় কোমল চরণযুগলের দ্বারা শকটকে আঘাত করিলে শকটটি উল্টাইয়া যায়। তাহাতে শকটের উপরে রক্ষিত নানাবিধ রসযুক্ত দ্রব্যপূর্ণ সোনা, রূপা, তামার পাত্রসমূহ দুমদাম শব্দে চতুর্দ্দিকে বিক্ষিপ্ত হইয়া পড়ে। শকটের চক্র, অক্ষও ভগ্ন হইয়া যায়। অকস্মাৎ এইরূপ ঘটনা হওয়ায় সকলেই হতভম্ব হইয়া পড়িলেন। যশোদাদেবী ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। পরে জিনিষপত্র অপসারিত হইলে বালগোপালকে অক্ষতাবস্থায় দেখিয়া সকলে আরও আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন। ব্রজবাসিগণ শকটটি কি করিয়া আপনা আপনি বিধ্বস্ত হইল বুঝিতে পারিলেন না। ব্রজশিশুগণ বলিল, কৃষ্ণ কাঁদিতে কাঁদিতে পা দিয়া আঘাত করার পর এইরূপ হই-

* উপানন্দ—পর্জ্জন্যগোপের পাঁচ পুত্র—উপানন্দ, অভিনন্দ, নন্দ, সনন্দ, নন্দন। নন্দ অপুত্রক হইলে নন্দের পিতা পর্জ্জন্যগোপ তপস্যা করিয়াছিলেন। তাঁহার তপস্যায় সন্তুষ্ট হইয়া কৃষ্ণ নন্দের পুত্ররূপে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন।

পর্জ্জন্য তড়াগতীর্থে তপস্যা করিল।
নিজাভীষ্টপূর্ণ—পঞ্চ নন্দন হইল॥
উপানন্দ, অভিনন্দ, নন্দ নাম আর।
সনন্দ, নন্দন—পঞ্চভ্রাতা এ প্রচার॥

—ভক্তিরত্নাকর ৫।৯৫৭-৫৮

য়াছে। ব্রজবাসিগণ শুদ্ধবাৎসল্যবশতঃ শিশুগণের কথায় বিশ্বাস করিতে পারিলেন না, মনে করিলেন কোন দৈত্যাদির কার্য্য হইবে।

কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাসমুনি লিখিত ব্রহ্মাণ্ডপুরাণে শকটাসুর ভঞ্জনের কথা লিখিত হইয়াছে। তাহাতে এইরূপ বর্ণিত হইয়াছে,—শকটে অসুরের আবেশ হইয়াছিল। অসুরাবেশহেতু গাড়ীর অক্ষটি নীচে নামিয়া আসিলে তাহাতে কৃষ্ণের পদস্পৃষ্ট হওয়ায় শকটাসুর ভঞ্জন হয়।

নন্দনন্দন শ্রীকৃষ্ণের লীলাবৈশিষ্ট্য এই, তিনি মাধুর্য্যকে সম্পূর্ণভাবে সংরক্ষণ করিয়া ঐশ্বর্য্য প্রকাশ করিয়াছেন। মাধুর্য্যরসাশ্রিত ব্রজবাসিগণের কৃষ্ণ ঐশ্বর্য্য প্রকাশ করিলেও কৃষ্ণেতে ঈশ্বরবুদ্ধি কখনও হয় নাই। বাৎসল্যরসের সেবক-সেবিকা নন্দমহারাজ ও যশোদাদেবী সর্ব্বদাই কৃষ্ণকে পুত্রবোধে লালনপালন করিয়াছেন।

শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর শকটভঞ্জনের তাৎপর্য্য সম্বন্ধে এইরূপ লিখিয়াছেন—প্রাক্তনী ও আধুনিকী অসৎসংস্কার, জাড্য ও অভিমানজনিত ভারবাহিত্ব—বালকৃষ্ণ-ভাব শকটভঞ্জনপূর্ব্বক সেই অনর্থকে দূর করেন।

তৃণাবর্ত্তাসুর বধঃ—যশোদাদেবী শুদ্ধবাৎসল্য-হেতু রোদনশীল বালকৃষ্ণকে গ্রহ আক্রমণ করিয়াছে আশঙ্কা করিয়া পুত্রের কল্যাণের জন্য ব্রাহ্মণগণের দ্বারা মাঙ্গলিক কার্য্য সম্পাদন করাইলেন। অতঃপর যশোদাদেবী ক্রন্দনরত শিশুকে স্তনপান করাইয়া শান্ত করিলে বলবান্ গোপগণ শকটটিকে উঠাইয়া যথাস্থানে স্থাপন করিলেন। গ্রহশান্তির জন্য ব্রাহ্মণ-গণের দ্বারা হোমক্রিয়া ও শকটের পূজা সম্পাদিত হইল। শকটের পূজার উপকরণ ছিল দধিযুক্ত অক্ষত ও কুশসমন্বিত জল। সদ্ব্রাহ্মণগণের আশীর্ব্বাদ কখনও নিষ্ফল হয় না। এইজন্য নন্দ-মহারাজ উত্তম ব্রাহ্মণগণের দ্বারা বালকৃষ্ণের অভি-ষেকাদি কার্য্য সম্পন্ন করাইয়া তাঁহাদিগকে উৎকৃষ্ট ভোজ্যের দ্বারা পরিতুষ্ট করিলেন। নন্দমহারাজ পুত্রের কল্যাণ চিন্তা করিয়া ব্রাহ্মণগণকে বস্ত্র-পুষ্প-মাল্যে বিভূষিত সর্ব্বগুণসম্পন্ন গাভীও দান করিলেন। ব্রাহ্মণগণও দান প্রাপ্ত হইয়া প্রসন্নমনে বালকৃষ্ণের প্রতি আশীর্ব্বাদ বর্ষণ করিতে লাগিলেন।

কৃষ্ণের বয়স যখন এক বৎসর, একদিন যশোদা-দেবী ক্রোড়স্থিত পুত্রের গিরিশৃঙ্গের ন্যায় ভার অনুভব করিয়া নীচে নামাইয়া রাখিলেন। যশোদাদেবী ছেলের ভার এইরূপ হইল কেন বুঝিতে না পারিয়া নারায়ণকে স্মরণ করিলেন। তিনি শুদ্ধবাৎসল্যহেতু অতিশয় আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া গৃহকর্ম্মে নিযুক্তা হইলেন, কৃষ্ণকে জগন্নিবাস বলিয়া বুঝিতে পারিলেন না। এমন সময় কংসপ্রেরিত তৃণাবর্ত্তাসুর ঘূর্ণি-বাত্যারূপে আসিয়া বালকৃষ্ণকে ঊর্দ্ধ্বে উঠাইয়া অন্তর্হিত হইল। প্রবল ঘূর্ণিবাত্যাহেতু সকলের দৃষ্টিশক্তি আচ্ছাদিত হইয়া পড়িল, কেহই কিছু দেখিতে পাইলেন না, ঘূর্ণিবাত্যার ভীষণ শব্দে কোন-কিছুই শ্রুত হইল না। কিয়ৎকাল পরে ধূলিরাশি কিছুটা অপসারিত হইলে যশোদাদেবী শিশুকে যে-স্থানে রাখিয়াছিলেন, সেখানে তাঁহাকে দেখিতে না পাইয়া পাগলিনীর ন্যায় ছুটাছুটি করিতে লাগিলেন, মৃতবৎসা গাভীর ন্যায় ভূমিতে পড়িয়া উচ্চৈঃস্বরে 'গোপাল', 'গোপাল' চিৎকার করিতে করিতে কাষ্ঠ-পাষাণ বিদারক বিলাপ করিতে লাগিলেন। গোপীগণ যশোদার চিৎকার ও ক্রন্দন শুনিয়া ছুটিয়া আসিলেন। তাঁহারাও কৃষ্ণকে দেখিতে না পাইয়া কাঁদিতে লাগি-লেন। ভক্তার্ত্তিহর কৃষ্ণ গুরুভারের দ্বারা তৃণাবর্ত্তা-সুরের ঊর্দ্ধ্বগতি শান্ত করিলেন। তৃণাবর্ত্ত পর্ব্বতের ন্যায় ভারবিশিষ্ট কৃষ্ণ হইতে মুক্ত হইবার চেষ্টা করিয়াও মুক্ত হইতে পারিল না। কৃষ্ণ অসুরের গলদেশটী সুদৃঢ়ভাবে আঁকড়াইয়া ধরিয়াছিলেন। কৃষ্ণের দ্বারা গলদেশে আক্রান্ত হইয়া তৃণাবর্ত্তাসুর নিষ্ক্রিয় হইয়া পড়িল। তাহার লোচনদ্বয় বাহির হইয়া আসিল। সে অস্ফুটশব্দে উদ্গতপ্রাণ হইয়া ভূতলে পতিত হইল।* তৎকালে ক্রন্দনরত গোপ-গোপীগণ প্রস্তরখণ্ডের উপর অকস্মাৎ নিপতিত বিদ্ধস্ত শরীর তৃণাবর্ত্তকে দেখিয়া ভীত ও বিস্মিত

* তৃণাবর্ত্ত বধ—বৃথা পাণ্ডিত্যাভিমান, তজ্জনিত কুতর্ক, শুষ্ক যুক্তি, শুষ্ক ন্যায়াদি ও তৎপ্রিয়লোকসঙ্গ। হৈতুক পাষণ্ডমতসমূহ ইহাতেই থাকে। বালকৃষ্ণভাব সাধকের দৈন্যে কৃপাবিষ্ট হইয়া এই অসুরকে বধ করেন।

হইলেন, আরও আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন বালকৃষ্ণকে অসুরের বক্ষে অক্ষত অবস্থায় বিরাজিত দেখিয়া। বালকৃষ্ণকে পুনরায় ফিরিয়া পাইয়া যশোদাদেবী, নন্দমহারাজ এবং অন্যান্য গোপগোপীগণ সকলেই পরমানন্দিত হইলেন। গোপগোপীগণ পরস্পর কথোপকথন-প্রসঙ্গে বলিতে লাগিলেন— তাঁহারা অধোক্ষজ ভগবানের সম্যক্ আরাধনা করিয়াছেন বা প্রাণীহিতকর এমন কোনও কার্য্য করিয়াছেন, যাহার জন্য বালকৃষ্ণ মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াও বাঁচিয়া গেল। এইরূপ ঘটনায় যশোদাদেবীর পুত্রের জন্য চিন্তা ও আতঙ্ক আরও বৃদ্ধি পাইল, সবসময়ই ছেলেকে কোলে কোলে রাখেন, একদিন পুত্রস্নেহে আতুর হইয়া পুত্রকে স্তন পান করাইতেছেন এবং মনোহর ঈষৎ হাস্যযুক্ত মুখকমল চুম্বন করিতেছেন, কৃষ্ণ মায়ের দিকে তাকাইয়া মায়ের আতঙ্ক দূরীভূত করার জন্য যেন বলিতেছেন—'মা তুমি আমাকে কি মনে কর, আমি কি মানুষ, যে আমাকে কেহ মারিতে পারে।' 'হাঁ' করিয়া মাকে নিজের স্বরূপ দেখাইলেন। কৃষ্ণের মুখবিবরে যশোদাদেবী, আকাশ, স্বর্গ, মর্ত্ত্য, সূর্য্য, চন্দ্র, নক্ষত্র, অগ্নি, বায়ু, সমুদ্র, দ্বীপ, নদী, পর্ব্বত, বন ও স্থাবরজঙ্গম সমস্ত প্রাণী দেখিতে পাইলেন। কৃষ্ণ নিজের স্বরূপ দেখাইলেও যশোদামাতা কৃষ্ণের ভগবত্তা না বুঝিয়া উহাকে অদ্ভুত ঘটনা মনে করিয়া কম্পিত কলেবরে চোখ মুদ্রিত করিলেন ও বিস্ময়ান্বিত হইলেন। কৃষ্ণও নিজের ঐশ্বররূপ সম্বরণ করিলেন। ব্রহ্মাণ্ডঘাটেও কৃষ্ণ নিজমুখবিবরে যশোদামাকে ব্রহ্মাণ্ড দেখাইয়াছিলেন, ইহা পূর্ব্বে বর্ণিত হইয়াছে।

দ্রষ্টব্য ঃ—গোকুল মহাবনস্থ 'রমণরেতি' দর্শনে ভক্তগণ ৬ কার্ত্তিক, ২৩ অক্টোবর অপরাহ্ণে গিয়াছিলেন। সুতরাং উক্ত তারিখে 'রমণরেতির' মাহাত্ম্য প্রদত্ত হইয়াছে।

নিবাস গোকুল মহাবন ঃ—(৫ কার্ত্তিক, ১৩৯১; ২২ অক্টোবর, ১৯৮৪ সোমবার)—অদ্য প্রাতঃ ৭-৩০ ঘটিকায় পরিক্রমাকারী ভক্তবৃন্দ চারিটী রিজার্ভ বাসযোগে গোকুল মহাবন মঠ হইতে যাত্রা করতঃ দ্বাদশবনের সপ্তম বন—ভদ্রবন, অষ্টম বন—ভাণ্ডীরবন, দশম বন—লৌহবন এবং চব্বিশ উপবনের অন্তর্গত মাঠবন দর্শন করিয়া বেলা ১-৩০ ঘটিকায় মঠে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। প্রসাদ সেবনান্তে সকলে শ্রান্ত-ক্লান্ত হইয়া পড়ায় সেইদিন অপরাহ্ণে পরিক্রমা বাহির হয় নাই। সন্ধ্যারাত্রিকান্তে রাত্রিতে ধর্ম্মসভায় হিন্দী ও বাংলা ভাষায় বক্তৃতা হয়।

ভদ্রবন ঃ—

'সুরুখুরু' হৈতে করি' প্রভাতে গমন।
শ্রীনিবাসে কহে,—"এই দেখ 'ভদ্রবন'॥
কৃষ্ণপ্রিয় হয় ভদ্রবন-গমনেতে।
নাকপৃষ্ঠ-লোক-প্রাপ্তি বন-প্রভাবেতে।"

আদিবরাহে—

অস্তি ভদ্রবনং নাম ষষ্ঠঞ্চ বনমুত্তমম্।
তত্র গত্বা চ বসুধে মদ্ভক্তো মৎপরায়ণঃ।
তদ্বনস্য প্রভাবেন নাকলোকং স গচ্ছতি॥

—ভক্তিরত্নাকর ৫।১৬৭৪-৭৬

'ভদ্রবন-নামক ষষ্ঠ উত্তম বন আছে। হে বসুধে! তথায় গমন করিলে আমার ভক্ত আমাতে একনিষ্ঠ হয় এবং সেই বনের প্রভাবে সেই ভক্ত স্বর্গে গমন করে।'

শ্রীভক্তিরত্নাকরে ভদ্রবন সপ্তমবন, আবার আদিবরাহপুরাণে ষষ্ঠবনরূপে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। এই বনে শ্রীকৃষ্ণ-বলদেব বিবিধ ক্রীড়া ও গোচারণ করিয়াছিলেন। ভদ্রবন হইতে **নন্দঘাট** দৃষ্ট হয়। দূর হইতে সকলে নন্দঘাটের উদ্দেশ্যে প্রণতি জ্ঞাপন করিলেন। পূর্ব্বে যখন পদব্রজে পরিক্রমা হইত ভক্তগণ সেখানে যাইয়া একরাত্র অবস্থান করিতেন। সেখানে পদব্রজে ছাড়া যাওয়ার কোন দ্বিতীয় উপায় নাই। নন্দঘাট সম্বন্ধে শ্রীল নরহরি চক্রবর্ত্তী ঠাকুর এইরূপ লিখিয়াছেন—

'এই 'নন্দঘাট' দেখ—নন্দাদিক এথা।
করিলা যমুনা-স্নান—ইথে বহু কথা॥
একাদশী নিরাহার করি' দ্বাদশীতে।
স্নানহেতু প্রবেশয়ে কালিন্দীজলেতে॥
বরুণের দূত নন্দে হরিয়া লইল।
কৃষ্ণ তথা হৈতে নন্দে কৌতুকে আনিল॥'

—ভক্তিরত্নাকর ৫।১৫৯৫-৯৭ (ক্রমশঃ)

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ হইতে প্রকাশিত গ্রন্থাবলী

(১) প্রার্থনা ও প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা—শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর রচিত
(২) শরণাগতি—শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর রচিত
(৩) কল্যাণকল্পতরু ,, ,, ,,
(৪) গীতাবলী ,, ,, ,,
(৫) গীতমালা ,, ,, ,,
(৬) জৈবধর্ম্ম ,, ,, ,,
(৭) শ্রীচৈতন্য-শিক্ষামৃত ,, ,, ,,
(৮) শ্রীহরিনাম-চিন্তামণি ,, ,, ,,
(৯) শ্রীশ্রীভজনরহস্য ,, ,, ,,
(১০) মহাজন-গীতাবলী (১ম ভাগ)—শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর রচিত ও বিভিন্ন মহাজনগণের রচিত গীতিগ্রন্থসমূহ হইতে সংগৃহীত গীতাবলী
(১১) মহাজন-গীতাবলী (২য় ভাগ) ঐ
(১২) শ্রীশিক্ষাষ্টক—শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমহাপ্রভুর স্বরচিত (টীকা ও ব্যাখ্যা সম্বলিত)
(১৩) উপদেশামৃত—শ্রীল শ্রীরূপ গোস্বামী বিরচিত (টীকা ও ব্যাখ্যা সম্বলিত)
(১৪) SREE CHAITANYA MAHAPRABHU, HIS LIFE AND PRECEPTS ; by Thakur Bhaktivinode
(১৫) ভক্ত-ধ্রুব—শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ সঙ্কলিত
(১৬) শ্রীবলদেবতত্ত্ব ও শ্রীমন্মহাপ্রভুর স্বরূপ ও অবতার—ডাঃ এস্ এন্ ঘোষ প্রণীত
(১৭) শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা [শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তীর টীকা, শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের মর্ম্মানুবাদ, অন্বয় সম্বলিত]
(১৮) প্রভুপাদ শ্রীশ্রীল সরস্বতী ঠাকুর (সংক্ষিপ্ত চরিতামৃত)
(১৯) গোস্বামী শ্রীরঘুনাথ দাস—শ্রীশান্তি মুখোপাধ্যায় প্রণীত
(২০) শ্রীশ্রীগৌরহরি ও শ্রীগৌরধাম-মাহাত্ম্য
(২১) শ্রীধাম ব্রজমণ্ডল পরিক্রমা—দেবপ্রসাদ মিত্র
(২২) শ্রীশ্রীপ্রেমবিবর্ত্ত—শ্রীগৌর-পার্ষদ শ্রীল জগদানন্দ পণ্ডিত বিরচিত
(২৩) শ্রীভগবদর্চ্চনবিধি—শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ সঙ্কলিত
(২৪) শ্রীব্রজমণ্ডল-পরিক্রমা ,, ,, ,, ,,
(২৫) শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত—শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী-কৃত
(২৬) শ্রীচৈতন্যভাগবত—শ্রীল বৃন্দাবনদাস ঠাকুর রচিত
(২৭) শ্রীশ্রীকৃষ্ণবিজয়—গুণরাজ খাঁন বিরচিত
শ্রীমন্মহাপ্রভুর শ্রীমুখে উচ্চ প্রশংসিত বাংলা ভাষার আদিকাব্যগ্রন্থ
(২৮) একাদশীমাহাত্ম্য—শ্রীমদ্ভক্তিবিজয় বামন মহারাজ কর্ত্তৃক সঙ্কলিত

Regd. No. WB/SC-258

Sree Chaitanya Bani
35, Satish Mukherjee Road
Calcutta-26

BOOK POST

Serial No.
To
Name...
Vill...
P. O...
Dist...
Pin...

★◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆★

নিয়মাবলী

১। "শ্রীচৈতন্য-বাণী" প্রতি বাঙ্গালা মাসের ১৫ তারিখে প্রকাশিত হইয়া দ্বাদশ মাসে দ্বাদশ সংখ্যা প্রকাশিত হইয়া থাকেন। ফাল্গুন মাস হইতে মাঘ মাস পর্য্যন্ত ইহার বর্ষ গণনা করা হয়।

২। বার্ষিক ভিক্ষা ১২.০০ টাকা, ষাণ্মাসিক ৬.০০ টাকা, প্রতি সংখ্যা ১.০০ টাকা। ভিক্ষা ভারতীয় মুদ্রায় অগ্রিম দেয়।

৩। জ্ঞাতব্য বিষয়াদি অবগতির জন্য রিপ্লাই কার্ডে কার্য্যাধ্যক্ষের নিকট নিম্নলিখিত ঠিকানায় পত্র ব্যবহার করিয়া জানিয়া লইতে হইবে।

৪। শ্রীমন্মহাপ্রভুর আচরিত ও প্রচারিত শুদ্ধভক্তিমূলক প্রবন্ধাদি সাদরে গৃহীত হইবে। প্রবন্ধাদি প্রকাশিত হওয়া সম্পাদক-সঙ্ঘের অনুমোদন সাপেক্ষ। অপ্রকাশিত প্রবন্ধাদি ফেরৎ পাঠান হয় না। প্রবন্ধ কালিতে স্পষ্টাক্ষরে একপৃষ্ঠায় লিখিত হওয়া বাঞ্ছনীয়।

৫। পত্রাদি ব্যবহারে গ্রাহকগণ গ্রাহক নম্বর উল্লেখ করিয়া পরিষ্কারভাবে ঠিকানা লিখিবেন। ঠিকানা পরিবর্ত্তিত হইলে এবং কোন সংখ্যা ঐ মাসের শেষ তারিখের মধ্যে না পাইলে কার্য্যাধ্যক্ষকে জানাইতে হইবে। তদন্যথায় কোনও কারণেই পত্রিকার কর্ত্তৃপক্ষ দায়ী হইবেন না। পত্রোত্তর পাইতে হইলে রিপ্লাই কার্ডে লিখিতে হইবে।

৬। ভিক্ষা, পত্র ও প্রবন্ধাদি কার্য্যাধ্যক্ষের নিকট নিম্নলিখিত ঠিকানায় পাঠাইতে হইবে।

কার্য্যালয় ও প্রকাশস্থান ঃ—

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ৩৫, সতীশ মুখার্জ্জী রোড, কলিকাতা-৭০০০২৬ ফোন ঃ ৪৬-৫৯০০

মুদ্রণালয় ঃ— শ্রীচৈতন্যবাণী প্রেস, ৩৪।১এ, মহিম হালদার ষ্ট্রীট, কালীঘাট, কলিকাতা-৭০০০২৬

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাতা নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ ১০৮শ্রী
শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী মহারাজ বিষ্ণুপাদ প্রবর্ত্তিত
একমাত্র-পারমার্থিক মাসিক পত্রিকা

অষ্টাবিংশ বর্ষ—২য় সংখ্যা

চৈত্র, ১৩৯৪

সম্পাদক-সঙ্ঘপতি

পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রমোদ পুরী মহারাজ

সম্পাদক

রেজিষ্টার্ড শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠানের বর্ত্তমান আচার্য্য ও সভাপতি
ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ

সহকারী সম্পাদক-সঙ্ঘ ঃ—

১। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসুহৃদ্ দামোদর মহারাজ। ২। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিজ্ঞান ভারতী মহারাজ।

কার্য্যাধ্যক্ষ ঃ—

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিললিত গিরি মহারাজ

প্রকাশক ও মুদ্রাকর ঃ—

মহোপদেশক শ্রীমঙ্গলনিলয় ব্রহ্মচারী, ভক্তিশাস্ত্রী, বিদ্যারত্ন, বি, এস্-সি

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, তৎশাখা মঠ ও প্রচারকেন্দ্রসমূহ ঃ—

মূল মঠ ঃ—১। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ঈশোদ্যান, পোঃ শ্রীমায়াপুর-৭৪১৩১৩ (নদীয়া)

প্রচারকেন্দ্র ও শাখামঠ ঃ—

২। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ৩৫, সতীশ মুখার্জ্জি রোড, কলিকাতা-৭০০০২৬। ফোন ঃ ৪৬-৫৯০০

৩। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, গোয়াড়ী বাজার, পোঃ কৃষ্ণনগর-৭৪১১০১ (নদীয়া)

৪। শ্রীশ্যামানন্দ গৌড়ীয় মঠ, পোঃ ও জেঃ মেদিনীপুর-৭২১১০১

৫। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, মথুরা রোড, পোঃ বৃন্দাবন-২৮১১২১ (মথুরা)

৬। শ্রীবিনোদবাণী গৌড়ীয় মঠ, ৩২, কালিয়দহ, পোঃ বৃন্দাবন-২৮১১২১ (মথুরা)

৭। শ্রীগৌড়ীয় সেবাশ্রম, মধুবন মহোলি, পোঃ কৃষ্ণনগর, জেঃ মথুরা

৮। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, দেওয়ান দেউড়ী, হায়দ্রাবাদ-৫০০০০২ (অঃ প্রঃ) ফোন ঃ ৫২২০০১

৯। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, পল্টন বাজার, পোঃ গৌহাটী-৭৮১০০৮ (আসাম) ফোন ঃ ২৭১৭০

১০। শ্রীগৌড়ীয় মঠ, পোঃ তেজপুর-৭৮৪০০১ (আসাম)

১১। শ্রীল জগদীশ পণ্ডিতের শ্রীপাট, পোঃ যশড়া, ভায়া চাকদহ-৭৪১২২২ (নদীয়া)

১২। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, পোঃ ও জিলা গোয়ালপাড়া-৭৮৩১০১ (আসাম)

১৩। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, সেক্টর—২০বি, পোঃ চণ্ডীগড়-১৬০০২০ (পাঞ্জাব) ফোন ঃ ২৩৭৮৮

১৪। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, গ্র্যাণ্ড রোড্, পোঃ পুরী-৭৫২০০১ (ওড়িষ্যা)

১৫। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, শ্রীজগন্নাথমন্দির, পোঃ আগরতলা-৭৯৯০০১ (ত্রিপুরা) ফোন ঃ ৪৪৯৭

১৬। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, গোকুল মহাবন, পোঃ মহাবন-২৮১৩০৫ জিলা—মথুরা

১৭। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ১৮৭, ডি, এল রোড্, পোঃ দেরাদুন-২৪৮০০১ (ইউ, পি)

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠের পরিচালনাধীন ঃ—

১৮। সরভোগ শ্রীগৌড়ীয় মঠ, পোঃ চক্‌চকাবাজার-৭৮১৩২০ জেঃ বরপেটা (আসাম)

১৯। শ্রীগদাই গৌরাঙ্গ মঠ, পোঃ বালিয়াটী, জেঃ ঢাকা (বাংলাদেশ)

"চেতোদর্পণমার্জ্জনং ভবমহাদাবাগ্নি-নির্ব্বাপণং
শ্রেয়ঃকৈরবচন্দ্রিকাবিতরণং বিদ্যাবধূজীবনং।
আনন্দাম্বুধিবর্দ্ধনং প্রতিপদং পূর্ণামৃতাস্বাদনং
সর্ব্বাত্মস্নপনং পরং বিজয়তে শ্রীকৃষ্ণসংকীর্ত্তনম্ ॥"

২৮শ বর্ষ } শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, চৈত্র, ১৩৯৪
২৬ বিষ্ণু, ৫০২ শ্রীগৌরাব্দ ; ১৫ চৈত্র, মঙ্গলবার, ২৯ মার্চ্চ ১৯৮৮ { ২য় সংখ্যা

শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের বক্তৃতা

[পূর্ব্বপ্রকাশিত ১ম সংখ্যা ৩ পৃষ্ঠার পর]

মানুষের কাণে চৈতন্যদেবের একটী কথাও যাচ্ছে না ; চৈতন্যদেবকে নিজের মনগড়া-মত এঁকে —অখণ্ড চৈতন্যকে—অদ্বয়জ্ঞানকে 'আমার গৌরাঙ্গ', 'তোমার গৌরাঙ্গ', 'ভূতপ্রেতবাদীর গৌরাঙ্গ' 'ইন্দ্রিয়-তর্পণকারীর গৌরাঙ্গ', 'আউল-বাউল-কর্ত্তাভজা-কিশোরীভজা-নেড়া-নেড়ী-সখীভেকী-নবরসিকের গৌরাঙ্গ', 'প্রাকৃত-সহজিয়ার গৌরাঙ্গ', 'নাগরীর গৌরাঙ্গ', 'অন্যাভিলাষীর গৌরাঙ্গ', 'কর্ম্মি-জ্ঞানি-যোগীর গৌরাঙ্গ', 'স্মার্ত্তের গৌরাঙ্গ' প্রভৃতি কত কি ক'রে ফেল্ছে! এগুলো—সবই ব্যক্তিবিশেষের মনগড়া পৌত্তলিকতা।

সাধুগণের বিশুদ্ধচিত্তে প্রেমাঞ্জনচ্ছুরিত-ভক্তি-বিলোচনে যে অধোক্ষজ সচ্চিদানন্দ শ্রীকৃষ্ণের দর্শন হয়, তাহাই কৃষ্ণের বাস্তবস্বরূপ। তা' পরিত্যাগ ক'রে মানুষের ইন্দ্রিয়তৃপ্তিকামনার জড়-কল্পনায় যে সকল কৃষ্ণের (?) মূর্ত্তি আঁকা হয়, যেমন—'রবি-বর্ম্মার কৃষ্ণ', 'কলিকাতার আর্ট স্কুলের কৃষ্ণ', 'বাঙ্গা-লার কৃষ্ণ', 'বোম্বাইর অঙ্কিত কৃষ্ণ', 'জার্ম্মেণীর চিত্রিত কৃষ্ণ' সেগুলি যেমন সবই মনগড়া পুতুল, সেরূপ 'আমার গৌরাঙ্গ', 'তোমার গৌরাঙ্গ', 'সহজিয়াদের গৌরাঙ্গ', 'স্মার্ত্তের গৌরাঙ্গ', 'নাগরীর গৌরাঙ্গ',—সবই পুতুল ; সবই মায়া—সব অচৈতন্য। গৌরাঙ্গ 'পুতুল' নহেন, তিনি পূর্ণচেতন—স্বয়ং ভগবান্, বদ্ধ-জীবের মনগড়া পুতুল না হওয়াতেই তিনি শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্য। তিনি বিশ্বের কোন অচৈতন্য জীবের দ্বারা নিয়মিত হন না। অচৈতন্য জীব শ্রীচৈতন্যকে অচেতন-মনোধর্ম্মের কারখানায় অচেতনের ছাঁচে ঢালিয়া ইন্দ্রিয়তৃপ্তির পুতুলরূপে ইচ্ছামত পিটিয়া গড়িয়া লইতে পারে না।

চৈতন্যদেবকে লোকে এমন ক'রে এঁকেছে যে, চৈতন্যদেবের চরণানুচর বল্তে গিয়ে আমাদিগকেও লজ্জার পাত্র ক'রে ফেলেছে! আমাদের এমনই পোড়া কপাল যে, শ্রীচৈতন্যদেবের আবির্ভাবের পর আমাদের দেশে আবার নানা-বিরুদ্ধ মতবাদ প্রচারিত হোল। আমরা শ্রীচৈতন্যদেবের সনাতনী কথা শুন্বার কাণ করিনি ব'লে আমাদের দেশে নবীন-

মতের সৃষ্টি হয়েছে ও হচ্ছে। শ্রীচৈতন্য বাংলার দ্বারে-দ্বারে অযাচকে সকলকে চেতনোন্মুখ কর্বার জন্য হরিদাস ও নিত্যানন্দকে প্রতিষ্ঠা ক'রেছিলেন। আমরা যে নিত্য হরিদাস—চেতনের নিত্য সহজ-ধর্ম্ম যে হরিদাস্য—হরিদাস্যই যে নিত্যানন্দ দান করতে পারে—যা'তে খণ্ড, অনিত্য আনন্দের তৃষ্ণা আর থাকে না—যা'তে আমাদের পূর্ণ স্বাধীনতা লাভ হয়, আমরা চৈতন্যদেবের সেই কথায় উদাসীন হ'য়ে—আমাদের ঘরের অমূল্য নিধি ছেড়ে বাইরে কাচ অন্বেষণ ক'রে বেড়াচ্ছি।

আমরা বেঙের আধুলি-সম্বল কর্ম্মকাণ্ড নিয়ে ভগবদ্ভক্তের কার্য্যকলাপের সমালোচনা কর্তে যাই! আমরা মনে করি,—'আয় চাঁদ, আয় চাঁদ, আমার যাদুমণির কপালে টিপ্ দিয়ে যারে চাঁদ'—এইরূপ ছেলে-ভুলানো ছড়ার ন্যায় বুঝি ভগবদ্ভক্তির কথা! বহু নিষ্কপট ও সমর্থ লোকের সঞ্চিত বহু গ্যালন রক্ত—'গৌড়ীয়' পত্র ও 'গৌড়ীয় মঠ'। বাহ্যদর্শনে অন্য লোক হইতে Suck-up করা—ভগবানের সেবার জন্য উৎসর্গীকৃত রক্ত। তথাপি লোকে শ্রীচৈতন্যের কথা একান্তভাবে শুনুক্—বুঝুক্—আর নিজেদের সত্যিকার মঙ্গল গ্রহণ করুক্।

মানবজাতি বল্ছে,—প্রত্যক্ষবাদের কথার দ্বারা যদি সময় নষ্ট কর্তে পারেন—সে সকল কথার যদি ইন্ধন দিতে পারেন—রোগি-সমাজের যদি dictation শুন্তে পারেন, তা' হ'লে আপনাদিগকে 'সাধু' বল্ব। আমরা জনসমাজের নিকট ঐরূপ 'সাধু হওয়ার প্রতিষ্ঠা'কে মলমূত্রের ন্যায় বিসর্জ্জন ক'রে প্রকৃত চৈতন্যচরণানুচর সাধুগণের পথ অনুসরণ করব।

গৌড়ীয় মঠের প্রচার আরম্ভ হ'লে হাওড়ার কয়েকজন উকিল বল্লেন, অমুক মিশনের সহিত ত' আপনারা যোগদান কর্তে পারেন। আমরা বল্লাম, —ওরূপ হাজার হাজার মিশনের প্রস্তাবিত পথের সম্পূর্ণ বিপরীত হচ্ছে আমাদের পন্থা। তাঁ'রা বল্লেন,—তা'হলে ত' আপনাদের বড় অসুবিধার—কথা, আপনাদের কথায় দয়া নেই। আমি বল্লাম, —ইহাদ্বারাই একমাত্র প্রকৃত দয়া হ'বে, আর জগতের প্রস্তাবিত দয়া—দয়ার আপাতমনোহারিণী মূর্ত্তিগুলি দয়ার নামে প্রচ্ছন্নমূর্ত্তিমতী হিংসা—আমি এই কথা প্রমাণ কর্বার ভার গ্রহণ কর্লাম—যিনি পারেন খণ্ডন করুন। কেউ বল্লেন—Maternity home করাই মহাপ্রভুর দয়ার উদাহরণ। পাশ্চাত্যদেশের Maternity home-এর অনুসরণে লোক-দেখানো গলায় মালা-দেওয়া-লোক দু'পয়সা পকেটস্থ কর্বার জন্যে, আর দয়া কর্বার নাম ক'রে নিজের ব্যভিচারটা গোপনে চা'লাবার জন্য ঐসকল কারখানা খুলে লোকগুলিকে অমন্দোদয়-দয়ানিধি চৈতন্যের দয়া বুঝ্তে বাধা দিল। সে রকম ধরণের কার্য্যে লোকপ্রিয়তা কেনা হ'তে পারে, কিন্তু সেরূপ আত্মবঞ্চনা ও পরবঞ্চনা মহাপ্রভুর অকৈতব দয়া-ধর্ম্মের কাছ থেকে বহুযোজন দূরে। আচারহীনা নারীগণকে প্রসব করিয়ে রক্ষা করা—নীতিশাস্ত্রের নামে দুর্নীতির প্রশ্রয় দেওয়া অনেক স্থানে মহাপ্রভুর দয়ার উদাহরণ হ'য়ে দাঁড়িয়েছে। গৌড়ীয় মঠ বল্ছেন, এসকল ভণ্ডগুলিকে Indian Penal Code যে শাস্তি দিতে পারে না, তা' অপেক্ষাও অধিক শাস্তি দেওয়া আবশ্যক। মহাপ্রভু ছোট হরিদাসের দণ্ডলীলায় এ শিক্ষা দিয়াছিলেন। হরিদাস ভগবান্ আচার্য্যের আদেশে মহাপ্রভুর সেবার নাম ক'রে মাধবীমাতার নিকট হ'তে তণ্ডুল ভিক্ষা ক'রেছিল। সেই হরিদাসের ওপর বিধাতার death Sentence ব্যবস্থাপিত হ'য়েছিল। ত্যাগীর বেশ নিয়ে পরদার হরণ কর্বার প্রবৃত্তি—কৌপীন নেবার প্রতিষ্ঠার সহিত গোপনে কপটতা-ধর্ম্মবশে পরদার হরণ কর্বার প্রবৃত্তি—যা'র, চৈতন্যদেবের দুয়ারে তা'র দ্বারমানা—চৈতন্যদেব বা তাঁ'র দাসগণ তা'র মুখ-দর্শন করেন না—তা'র শাস্তি নদীতে ডুবে মরা—

"প্রকৃতি দর্শন কৈলে ঐছে প্রায়শ্চিত্ত"।

প্রপঞ্চকের কপটতা-লাম্পট্য নষ্ট কর্বার জন্য কামদেব শ্রীকৃষ্ণের লীলা ইহজগতে প্রকাশিত। শ্রীনিবাস, শ্রীশ্যামানন্দপ্রভুর নাম দিয়ে যে রাইকানুর গান হচ্ছে, গৌড়ীয় মঠ তা'র বিরুদ্ধে প্রচারক কিন্তু রাইকানুর শুদ্ধ গীতিতে নিজমঙ্গল-সাধনাই মঠের প্রচার। শ্রীগৌড়ীয় মঠ ঐরূপ কনক-কামিনী-প্রতিষ্ঠালুব্ধ বদ্ধ জীবকে কখনই পাশমুক্ত সদাশিবের পানযোগ্য কালকূট পান কর্তে যেতে দিবেন না।

এটা দেখ্‌তে আপাততঃ বড় নির্দ্দয়তার কার্য্য, কিন্তু গৌড়ীয় মঠ জীবকে ওরূপভাবে বঞ্চনা ক'রে বদ্ধ-জীবের রুচির অনুকূল প্রেয় জিনিষগুলি যুগিয়ে দিয়ে তা'দের ভীষণ হিংসা কর্‌বার পক্ষপাতী ন'ন। রোগীর কটূক্তি সহ্য ক'রে—রোগি-সমাজের কাছে অপ্রিয় হ'য়েও গৌড়ীয় মঠ রোগীকুলের পরিণামে মঙ্গল দেখ্‌ছেন। এটা কত বড় প্রতিষ্ঠাত্যাগ—এখানে কত বড় পরোপকারপ্রবৃত্তি—বঞ্চিত মনুষ্য-সমাজ তা' বুঝ্‌বে না।

(ক্রমশঃ)

শ্রীশ্রীমদ্ভাগবতার্কমরীচিমালা

[পূর্ব্বপ্রকাশিত ১ম সংখ্যা ৫ পৃষ্ঠার পর]

কৃষ্ণস্বরূপস্যাপ্রাকৃতত্বং সর্ব্বোৎকৃষ্টত্বঞ্চ। ব্রহ্মা কৃষ্ণম্ [১০।১৪।২]

অস্যাপি দেব বপুষো মদনুগ্রহস্য
স্বেচ্ছাময়স্য ন তু ভূতময়স্য কোঽপি।
নেশে মহি ত্ববসিতুং মনসান্তরেণ
সাক্ষাৎ তবৈব কিমুতাত্মসুখানুভূতেঃ ॥২৯॥

[১০।১৪।১৪]

নারায়ণস্ত্বং নহি সর্ব্বদেহিনা-
মাত্মাস্যধীশাখিল লোকসাক্ষী।
নারায়ণোঽঙ্গং নরভূজলায়না-
ত্তচ্চাপি সত্যং ন তবৈব মায়া ॥ ৩০ ॥

কৃষ্ণতত্ত্বজ্ঞানাধিকারী কঃ। [১০।১৪।২৯]

অথাপি তে দেব পদাম্বুজদ্বয়-
প্রসাদলেশানুগৃহীত এব হি।
জানাতি তত্ত্বং ভগবন্মহিম্নো
ন চান্য একোঽপি চিরং বিচিন্বন্ ॥৩১॥

ব্রহ্মা নারদম্। [৩।৯।২৩]

এষঃ প্রপন্নবরদো রময়াত্মশক্ত্যা
যদযৎ করিষ্যতি গৃহীতগুণাবতারঃ।
তস্মিন্ স্ববিক্রমমিদং সৃজতোঽপি চেতো
যুঞ্জীত কর্ম্মশমলঞ্চ যথা বিজহ্যাম্ ॥৩২॥

শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-কৃত "মরীচিপ্রভা"-নাম্নী ব্যাখ্যা

(ব্রহ্মা কৃষ্ণকে বলিতেছেন),—কৃষ্ণ-স্বরূপের অপ্রাকৃতত্ব এবং সর্ব্বোৎকৃষ্টত্ব এই যে, আমার প্রতি অনুগ্রহ করিয়া, হে দেব! যে বিস্ময় দেখিতেছ তাহা স্বেচ্ছাময়, ভূতময় নয়। এই প্রপঞ্চাতীত স্বরূপের মহিমা আমি স্থির করিতে পারিতেছি না, তবে আর তোমার গোলোকস্থিত আত্মসুখানুভূতিরূপ এই গোবিন্দমূর্ত্তির মহিমা কি বুঝিব ॥ ২৯ ॥

ব্রহ্মা কহিলেন,—হে কৃষ্ণ! আপনি কি মৎ-পিতা নারায়ণ নন, বস্তুতঃ আপনিই মূল নারায়ণ, অখিললোকসাক্ষী, সর্ব্বদেহীর আত্মা ও অধীশ্বর। ক্ষীরোদশায়ী নারায়ণ আপনার অংশ। তিনি সর্ব্ব-নার জাত জলশায়ী। তিনি আপনার স্বাংশ বলিয়া সত্য সচ্চিদানন্দময়। তাঁহাতেও আপনার মায়া থাকে না ॥ ৩০ ॥

কৃষ্ণতত্ত্ব সর্ব্বোপরি। কৃষ্ণের বিলাসমূর্ত্তি পর-ব্যোমপতি ও বলদেব। কৃষ্ণের অংশ বিষ্ণু। কৃষ্ণের অঙ্গকান্তি ব্রহ্ম। কৃষ্ণলোক বা গোলোক পরব্যোমে সর্ব্বোচ্চ ও সর্ব্বগূঢ় প্রকোষ্ঠ। সেই গোলোকলীলাকে (শ্রীকৃষ্ণ) অচিন্ত্যশক্তিদ্বারা এই প্রপঞ্চে ভক্তসুখ-বিধানের জন্য আনিয়াছেন, তথাপি (তাহা) পর-ব্যোমাদির অতীত তত্ত্ব। এবম্ভূত কৃষ্ণকে কে জানিতে পারে? ব্রহ্মা কহিলেন,—"হে ভগবন্! তোমার পাদাম্বুজদ্বয়-প্রসাদ-লেশে যাঁহারা অনুগৃহীত, তাঁহারাই কৃষ্ণ-মহিমা ও কৃষ্ণ-তত্ত্ব জানেন, অন্য কেহ শাস্ত্র ও বুদ্ধিদ্বারা চিরকাল আলোচনা করিয়াও জানিতে পারেন না ॥ ৩১ ॥

এই কৃষ্ণ প্রপন্নের প্রতি বরদ হইয়া রমারূপা আত্মশক্তিদ্বারা অবতারভাবে যাহা যাহা করেন, সেই

নারদঃ যুধিষ্ঠিরম্ [৭।১৫।৭৫]

যূয়ং নৃলোকে বত ভূরিভাগা
লোকং পুনানা মুনয়োঽভিযন্তি।
যেষাং গৃহানাবসতীতি সাক্ষাদ্
গূঢ়ং পরং ব্রহ্ম মনুষ্যলিঙ্গম্ ॥ ৩৩ ॥

দেবাঃ কৃষ্ণম্ [১০।২।৩৪-৩৭]

সত্বং বিশুদ্ধং শ্রয়তে ভবান্ স্থিতৌ
শরীরিণাং শ্রেয়উপায়নং বপুঃ।
বেদক্রিয়াযোগতপঃসমাধিভি-
স্তবার্হণং যেন জনঃ সমীহতে ॥ ৩৪ ॥

সত্বং ন চেদ্ধাতরিদং নিজং ভবেদ্-
বিজ্ঞানমজ্ঞানভিদাপমার্জনম্।
গুণপ্রকাশৈরনুমীয়তে ভবান্
প্রকাশতে যস্য চ যেন বা গুণঃ ॥৩৫॥

ন নামরূপে গুণকর্ম্মজন্মভি-
র্নিরূপিতব্যে তব তস্য সাক্ষিণঃ।
মনোবচোভ্যামনুমেয়বর্ত্মনো
দেবক্রিয়ায়াং প্রতিযন্ত্যথাপি হি ॥৩৬॥

শৃণ্বন্ গৃণন্ সংস্মরয়ংশ্চ চিন্তয়ন্
নামানি রূপাণি চ মঙ্গলানি তে।
ক্রিয়াসু যুষ্মচ্চরণারবিন্দয়ো-
রাবিষ্টচিত্তো ন ভবায় কল্পতে ॥ ৩৭ ॥

শুকঃ পরীক্ষিতম্ [৯।২৪।৬৫]

যস্যাননং মকরকুণ্ডলচারুকর্ণ-
ভ্রাজৎকপোলসুভগং সবিলাসহাসম্।
নিত্যোৎসবং ন ততৃপুর্দৃশিভিঃ পিবন্ত্যো
নার্য্যো নরাশ্চ মুদিতাঃ কুপিতা নিমেশ্চ ॥৩৮॥

স্ববিক্রমে চিত্ত সংযোগ করিলে কর্ম্ম-শমল দূর হয়। ॥ ৩২ ॥ (শমল শব্দের অর্থ বিষ্ঠা, পাপ।)

আপনারা নৃলোকে ভাগ্যবান্, কেন না লোক-পবিত্রকারী ভক্ত মুনিগণ আপনাদের গৃহে আইসেন, যেহেতু সাক্ষাৎ মনুষ্যলিঙ্গ কৃষ্ণরূপ ব্রহ্ম এখানে সময়ে সময়ে অবস্থিত হন ॥ ৩৩ ॥

এই স্থিতি-সময়ে তুমি বিশুদ্ধসত্ত্বময় স্বরূপ প্রকট করিলে, তাহাই শ্রেয়োলাভের একমাত্র উপায়। রসিক ভক্তদিগের কথা দূরে থাকুক, এই রূপকে আশ্রয় করিয়া বৈধ-ব্যক্তিগণ বেদক্রিয়া-যোগ-তপ-সমাধিদ্বারা তোমাকে অর্চ্চনা করিয়া থাকেন ॥৩৪॥

তোমার রূপ-গুণ বিজ্ঞান-প্রকাশক এবং অজ্ঞান-ভেদনাশক শুদ্ধসত্ত্বাত্মক। কিন্তু মায়িকচক্ষে ইহাকে যদি কেহ মিশ্র-তত্ত্ব মনে করেন এবং (যদিও) মিশ্র-সত্ত্ব তোমার নিজের নয় বটে, তথাপি তোমার নির্গুণতা-প্রকাশের ফল এই যে, তিনি ইহাকে চিন্তা করিলে ক্রমে স্বরূপগত নির্গুণতা লাভ করিবেন। তোমার গুণ ক্রমশঃ প্রকাশ হয় ॥ ৩৫-৩৬ ॥

তোমার মঙ্গলময় নাম-রূপ শ্রবণ, উচ্চারণ, সংস্মরণ ও চিন্তনরূপ তোমার উপাসনা-ক্রিয়ায় তোমার পাদপদ্মে আবিষ্টচিত্ত হইলে আর জড়-সম্বন্ধের জন্ম হয় না ॥ ৩৭ ॥

যাঁহার সুন্দর মুখশ্রী তথা মকরকুণ্ডলশোভিত কপোলসৌন্দর্য্য এবং সুবিলাস হাসরূপ নিত্যোৎসবামৃত চক্ষুদ্বারা নরনারীগণ পান করিয়া আনন্দিত হইয়াছিলেন, কিন্তু অতৃপ্তিবশতঃ চক্ষের নিমেষ-কর্ত্তা নিমিকে অভিশাপ করিতেন ॥ ৩৮ ॥

(ক্রমশঃ)

মহাভারত-ইতিহাস ও পুরাণের পঞ্চমবেদত্ব

[পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রমোদ পুরী মহারাজ]

স্বতঃপ্রমাণশিরোমণি বেদ—ধর্ম্ম ও ব্রহ্ম-প্রতিপাদক। বেদাঙ্গ 'নিরুক্ত' বলেন—'বেদয়তি ধর্ম্মং ইতি ব্রহ্ম চ বেদঃ'। বেদান্তমতে—'ধর্ম্ম-ব্রহ্ম-প্রতিপাদকমপৌরুষেয়বাক্যং বেদঃ'—অর্থাৎ ধর্ম্ম ও ব্রহ্ম-প্রতিপাদক অপৌরুষেয় বাক্যই বেদ। ইহা কোন পুরুষরচিত গ্রন্থবিশেষ নহে। মহাপুরাণ শ্রীমদ্ভাগবতের ৬ষ্ঠ স্কন্ধে যমদূত ও বিষ্ণুদূত-সংবাদে যমদূত-বাক্যে কথিত হইয়াছে—

"বেদপ্রণিহিতো ধর্ম্মো হ্যধর্ম্মস্তদ্‌বিপর্য্যয়ঃ।
বেদো নারায়ণঃ সাক্ষাৎ স্বয়ম্ভূরিতি শুশ্রুমঃ॥"
—ভাঃ ৬।১।৪০

[অর্থাৎ যমদূতগণ বলিলেন—"যাহা (যে কর্ম্ম) বেদবিহিত, তাহাই ধর্ম্ম এবং যাহা বেদনিষিদ্ধ, তাহাই অধর্ম্ম। বেদ (নারায়ণ হইতে নিঃশ্বাসের ন্যায় অনায়াসে আবির্ভূত হন বলিয়া তাহা) সাক্ষাৎ নারায়ণ এবং স্বয়ম্ভূ অর্থাৎ স্বপ্রকাশ, ইহা আমরা শুনিয়াছি।"]

পুরাণকর্ত্তা বলেন—"ব্রহ্মমুখনির্গত ধর্ম্মজ্ঞাপক-শাস্ত্রং বেদঃ"—অর্থাৎ ব্রহ্মার মুখনিঃসৃত ধর্ম্মজ্ঞাপক শাস্ত্রই বেদ।

ইতিহাস (মহাভারত) ও পুরাণকে চতুর্ব্বেদাভিন্ন পঞ্চম বেদ বলা হয়। মহাভারতে (আঃ ১।২৬৭) ও মনুস্মৃতিতে বলা হইয়াছে—

"ইতিহাস-পুরাণাভ্যাং বেদং সমুপবৃংহয়েৎ।"

অর্থাৎ ইতিহাস ও পুরাণদ্বারা বেদার্থ স্পষ্ট বা পূরণ করিবে। শ্রীল বলদেব বিদ্যাভূষণপাদ 'সমুপবৃংহয়েৎ' শব্দের অর্থ করিয়াছেন—বেদার্থং স্পষ্টী-কুর্য্যাদিত্যর্থঃ। অন্যত্রও লিখিত আছে—'পূরণাৎ পুরাণম্'। শ্রীল শ্রীজীব গোস্বামিপাদ এস্থলে তাঁহার তত্ত্বসন্দর্ভে বিচার প্রদর্শন করিতেছেন—অবেদদ্বারা বেদের বৃংহণ বা পূরণ হয় না। দৃষ্টান্তস্বরূপ সুবর্ণ বলয়ের কোন অপরিপূর্ণ অংশ পূরণ করিতে হইলে ত্রপু বা সীসক-দ্বারা সেই পূরণকার্য্য সম্পাদিত হইতে পারে না। ঋগাদি বেদের সহিত ইতিহাস-পুরাণাদির অপৌরুষেয়ত্বপক্ষে যে কোন ভেদ নাই, ইহা মাধ্যন্দিন শ্রুতিতেও ব্যঞ্জিত বা প্রকাশিত হইয়াছে। মুনিবর যাজ্ঞবল্ক্য তাঁহার পত্নী মৈত্রেয়ীকে সম্বোধন করিয়া বলিতেছেন—

"এবং বা আরহস্য মহতোভূতস্য নিঃশ্বসিতমেতদ্ যদৃগ্বেদো যজুর্ব্বেদঃ সামবেদোঽথর্ব্বাঙ্গিরস ইতিহাসঃ পুরাণম্"—বৃঃ আঃ ২।৪।১০।

অর্থাৎ অরে মৈত্রেয়ি! ঋগ্বেদ, যজুর্ব্বেদ, সামবেদ, অথর্ব্ববেদ, ইতিহাস এবং পুরাণ—এই সমস্তই সেই পূর্ব্বসিদ্ধ পরমেশ্বরের নিঃশ্বাসস্বরূপ অর্থাৎ নিঃশ্বাসের ন্যায় অনায়াসে তাঁহা হইতে প্রকাশিত হইয়াছে।

ভবিষ্যপুরাণে কথিত হইয়াছে—

'কার্ষ্ণঞ্চ পঞ্চমং বেদং যন্মহাভারতং স্মৃতম্'

অর্থাৎ কার্ষ্ণ (কৃষ্ণদ্বৈপায়ন-প্রণীত) মহাভারতকে পঞ্চম বেদরূপে জানিতে হইবে।

শ্রীভগবান্ বেদব্যাসের সমাধিলব্ধ সর্ব্ববেদান্ত-সার মহাপুরাণ শ্রীমদ্ভাগবতে লিখিত হইয়াছে ঃ—

"ঋগ্‌যজুঃসামাথর্ব্বাখ্যা বেদাশ্চত্বার উদ্ধৃতাঃ।
ইতিহাসং পুরাণঞ্চ পঞ্চমো বেদ উচ্যতে॥"
—ভাঃ ১।৪।২০

"ঋগ্‌যজুঃসামাথর্ব্বাখ্যান্ বেদান্ পূর্ব্বাদিভির্মুখৈঃ।
শস্ত্রমিজ্যাং স্তুতিস্তোমং প্রায়শ্চিত্তং ব্যধাৎ ক্রমাৎ॥
আয়ুর্ব্বেদং ধনুর্ব্বেদং গান্ধর্ব্বং বেদমাত্মনঃ।
স্থাপত্যঞ্চাসৃজদ্বেদং ক্রমাৎ পূর্ব্বাদিভির্মুখৈঃ॥
ইতিহাসপুরাণানি পঞ্চমং বেদমীশ্বরঃ।
সর্ব্বেভ্য এব বক্ত্রেভ্যঃ সসৃজে সর্ব্বদর্শনঃ॥"
—ভাঃ ৩।১২।৩৭-৩৯

অর্থাৎ "ঋগ্, যজুঃ, সাম ও অথর্ব্ব নামক চারিবেদ পৃথক্ করিলেন এবং ইতিহাস (মহাভারত) ও পুরাণ পঞ্চম বেদ বলিয়া কথিত হইল।"

(মৈত্রেয় ঋষি কহিলেন—) ব্রহ্মার পূর্ব্বাদি মুখচতুষ্টয় হইতে যথাক্রমে ঋক্, যজুঃ, সাম ও অথর্ব্ব—এই চারিবেদ প্রকাশ করেন এবং হোতার কর্ম্মরূপে শস্ত্র বা অপ্রণীত মন্ত্র-স্তোত্র এবং অধ্বর্য্যুর কর্ম্মরূপে ইজ্যা, উদ্গাতার কর্ম্মরূপে স্তুতি-স্তোম অর্থাৎ স্তোত্রার্থে রচিত কর্ম্মসমুদায় এবং ব্রহ্মার কর্ম্মরূপে প্রায়শ্চিত্ত প্রভৃতি যথাক্রমে বিধান করিলেন।

সর্ব্বদর্শী ব্রহ্মা স্বীয় পূর্ব্বাদি মুখ হইতে যথাক্রমে আয়ুর্ব্বেদ, ধনুর্ব্বেদ, গান্ধর্ব্ববেদ এবং স্থাপত্যবেদ বা বিশ্বকর্ম্মশাস্ত্র ইত্যাদি উপবেদাখ্য চতুর্ব্বেদ সৃষ্টি করিলেন।

ব্রহ্মা পঞ্চমবেদ ইতিহাস ও পুরাণসমূহও তাঁহার সমস্ত বদন হইতেই সৃষ্টি করিলেন। সমস্ত বদন হইতেই সৃষ্টির তাৎপর্য্য—সর্ব্ববেদবিবরণ বা বিবৃতিরূপত্বহেতু সর্ব্ববদন হইতে সৃষ্টি।

সামকৌথুমীয় শাখায় ছান্দোগ্য উপনিষদ্‌বাক্যেও (৩।১৫।৭) দৃষ্ট হয়,—

"ঋগ্বেদং ভগবোঽধ্যেমি যজুর্ব্বেদং সামবেদ-

মাথর্ব্বণং চতুর্থমিতিহাসং পুরাণং পঞ্চমং বেদানাং বেদম্ ।"

অর্থাৎ হে ভগবন্, আমি ঋগ্‌বেদ, যজুর্ব্বেদ, সামবেদ, চতুর্থ অথর্ব্ববেদ এবং বেদের মধ্যে পঞ্চম-বেদ বলিয়া কথিত ইতিহাস ও পুরাণ অধ্যয়ন করিতেছি।

অতএব স্পষ্টই প্রতীত হইতেছে—পঞ্চমবেদ ইতিহাস ও পুরাণ শ্রীভগবন্নিঃশ্বসিতভূত চতুর্ব্বেদেরই অন্তর্ভূত, ইহা হইতে স্বতন্ত্র নহেন। স্কন্দপুরাণের প্রভাসখণ্ডে কথিত হইয়াছে—'পুরাকালে দেবগণের পিতামহ উগ্র তপস্যা করিয়াছিলেন। সেই তপস্যার ফলে ষড়ঙ্গ-পদক্রমের সহিত বেদ আবির্ভূত হন। অতঃপর সেই ব্রহ্মার চতুর্ব্বদন হইতে নিত্যশব্দময় শতকোটি শ্লোকে নিবদ্ধ পরম পবিত্র সর্ব্বশাস্ত্রময় অখিল পুরাণ আবির্ভূত হন। তৎসমুদয়ের ভেদ বলিতেছি, শ্রবণ কর,—ব্রহ্ম, পদ্ম, বিষ্ণু, বায়ু, শ্রী-ভাগবত, নারদীয়, মার্কণ্ডেয়, অগ্নি, ভবিষ্য, ব্রহ্ম-বৈবর্ত্ত, লিঙ্গ, বরাহ, স্কন্দ, বামন, কূর্ম্ম, মৎস্য, গরুড় ও ব্রহ্মাণ্ড—এই অষ্টাদশ পুরাণ ও উপপুরাণ। উহার মধ্যে ব্রহ্মপুরাণই প্রথম। ব্রহ্মলোকে এই সমস্ত পুরাণের শতকোটি সংখ্যক শ্লোক বিরাজমান। আমরা ইতঃপূর্ব্বেই শ্রীমদ্ভাগবত ৩য় স্কন্ধের ১২শ অধ্যায়ের ৩৭-৩৯ শ্লোক উদ্ধার করিয়া দেখাইয়াছি, ব্রহ্মা স্বীয় পূর্ব্বাদি মুখচতুষ্টয় হইতে যথাক্রমে ঋগ্, যজুঃ, সাম ও অথর্ব্ববেদ এবং সকল মুখ হইতে ঐ বেদচতুষ্টয়ের বিবৃতিস্বরূপ ইতিহাস-পুরাণাত্মক পঞ্চমবেদ আবির্ভাব করাইয়াছিলেন। ['সসৃজে—আবির্ভাবয়ামাস'—শ্রীবলদেবটীকা দ্রষ্টব্য।]

বায়ুপুরাণে শ্রীসূতবাক্যে ইতিহাস ও পুরাণের পঞ্চমবেদত্ব ও আবির্ভাবের কারণ এইরূপ বর্ণিত আছে, যথা—

"ইতিহাস পুরাণানাং বক্তারং সম্যগেব হি।
মাঞ্চৈব প্রতিজগ্রাহ ভগবানীশ্বরঃ প্রভুঃ ॥
এক আসীদ্ যজুর্ব্বেদস্তং চতুর্দ্ধা ব্যকল্পয়ৎ।
চাতুর্হোত্রমভূত্তস্মিংস্তেন যজ্ঞমকল্পয়ৎ ॥
আধ্বর্য্যবং যজুর্ভিস্তু ঋগ্‌ভির্হোত্রং তথৈব চ।
ঔদ্‌গাত্রং সামভিশ্চৈব ব্রহ্মত্বঞ্চাপ্যথর্ব্বভিঃ ॥
আখ্যানৈশ্চাপ্যুপাখ্যানৈর্গাথাভির্দ্বিজসত্তমাঃ।
পুরাণসংহিতাশ্চক্রে পুরাণার্থ-বিশারদঃ ॥
যচ্ছিষ্টং তু যজুর্ব্বেদ ইতি শাস্ত্রার্থনির্ণয়ঃ ।"

[অর্থাৎ শ্রীসূত গোস্বামী কহিতেছেন—"ভগবান্ ঈশ্বর প্রভু (শ্রীবেদব্যাস) আমাকে (অর্থাৎ শ্রীসূত গোস্বামীকে) ইতিহাস ও পুরাণের সম্যগ্ বক্তা (প্রধান বক্তা) বলিয়া স্বীকার করিয়াছিলেন। পূর্ব্বে একমাত্র যজুর্ব্বেদ ছিলেন, বেদবিভাগকর্ত্তা বেদব্যাস সেই যজুর্ব্বেদকে চারিভাগে বিভক্ত করেন। সেই বিভাগচতুষ্টয়ে চাতুর্হোত্র অর্থাৎ ঋত্বিক্‌চতুষ্টয়ের নিষ্পাদ্য কর্ম্ম নিশ্চয় করিয়া যজ্ঞ কল্পনা করা হইয়াছিল। তন্মধ্যে যজুর্ব্বেদবিভাগে অধ্বর্য্যু-কর্ম্ম, ঋগ্-বেদবিভাগে হোতৃ কর্ম্ম, সামবেদবিভাগে উদ্‌গাতার কর্ম্ম এবং অথর্ব্ববেদবিভাগে ব্রহ্মার কর্ম্ম—এইরূপ চারিটি কর্ম্ম কল্পনা করা হয়। হে দ্বিজসত্তমগণ, অতঃপর সেই পুরাণার্থবিশারদ বেদব্যাস আখ্যান, উপাখ্যান এবং গাথা—এই কএকটির সন্নিবেশে পুরাণ ইতিহাস সংগ্রহ করিয়াছিলেন। অধ্বর্য্যুত্ব-লক্ষণ বেদ হইতে কতকগুলি অংশ গ্রহণ করতঃ যজুঃ প্রভৃতি নামে চারিবেদ বিভক্ত হইবার পর, যাহা অবশিষ্ট থাকে, তাহাও যজুর্ব্বেদ নামেই অভিহিত হয়, পরে তদ্দ্বারাই পুরাণ-ইতিহাসের প্রকাশ হয়, এইজন্যই পুরাণ-ইতিহাসকে 'পঞ্চম বেদ' বলা হইয়াছে,—ইহাই সমস্ত শাস্ত্রের নির্ণীত অর্থ।"]

মৎস্যপুরাণে কথিত ভগবদ্‌বাক্যের সংক্ষিপ্ত সারার্থ এইপ্রকার যে, পুরাণসমষ্টি অমর্ত্ত্য বা দেব-লোকে শতকোটি শ্লোকে বিরাজিত, তাহারই সারাংশ এই মর্ত্ত্যলোকে বা পৃথিবীতে চতুর্লক্ষ শ্লোকাত্মক অষ্টাদশ পুরাণরূপে প্রতিষ্ঠিত।

উপরিউক্ত বায়ুপুরাণের 'যচ্ছিষ্টং তু যজুর্ব্বেদে' এইরূপ উক্তি থাকায়, যজুর্ব্বেদের অবশিষ্ট অভি-ধেয়ভাগ অর্থাৎ সারাংশ মর্ত্ত্যলোকে চতুর্লক্ষ শ্লোকা-ত্মক পুরাণরূপে সন্নিবেশিত হইয়াছে, শ্রীভগবান্ বেদব্যাস উহা পৃথগ্‌ভাবে রচনা করিয়া সন্নিবেশ করেন নাই (ন তু রচনান্তরেণ)।

আরও একটি বিষয় বিশেষ করিয়া লক্ষ্য করিতে হইবে—ব্রহ্মযজ্ঞাত্মক বেদাধ্যয়নকালে ইতিহাস-পুরাণাদির যে 'বিনিয়োগ' দৃষ্ট হয়, তাহা উক্ত

ইতিহাসপুরাণাদির অবেদত্বে কি করিয়া সম্ভাবিত হইতে পারে ? সুতরাং ইতিহাসপুরাণাদির পঞ্চম-বেদত্ব নিঃসংশয়িতভাবে স্বীকার্য্য ।

শ্রীল শ্রীজীব গোস্বামিপাদ তাঁহার তত্ত্বসন্দর্ভের ১৪শ সংখ্যায় মৎস্যপুরাণে ভগবদুক্ত—'কালেনাগ্রহণং মত্বা পুরাণস্য দ্বিজোত্তমাঃ । ব্যাসরূপমহং কৃত্বা সংহরামি যুগে যুগে ॥' (অর্থাৎ 'হে দ্বিজোত্তমগণ, কালদোষে মানবগণের বিপুল পুরাণার্থ গ্রহণ করিবার শক্তি থাকে না বলিয়া প্রতিযুগে আমি ব্যাসরূপ ধারণপূর্ব্বক ঐ পুরাণকে সংহরণ অর্থাৎ সংক্ষেপ করিয়া থাকি ।') —এই শ্লোকের ব্যাখ্যা-প্রসঙ্গে লিখিয়াছেন—'পূর্ব্বসিদ্ধমেব পুরাণং সুখসংগ্রহণায় সঙ্কলয়ামীতি তত্ত্বার্থঃ ।" (অর্থাৎ উক্ত 'কালেন' ইত্যাদি ভগবদ্‌বাক্যের এইরূপ অর্থই বুঝিতে হইবে যে, পুরাণসমূহ পূর্ব্বসিদ্ধই, লোকে যাহাতে উহা অনায়াসে আয়ত্ত করিতে পারে, তজ্জন্য ভগবান্ উহা সংক্ষেপ করিয়া থাকেন (সংকলয়ামি—সংক্ষিপামি —শ্রীবলদেব বিদ্যাভূষণ-টীকা) ।

যজুর্ব্বেদের ইতিহাস-পুরাণাত্মক শতকোটি শ্লোকের সারাংশ গ্রহণপূর্ব্বক পাঁচলক্ষ শ্লোকে সংক্ষেপ করিয়া উক্ত ইতিহাস ও পুরাণ মর্ত্ত্যলোকে আবির্ভাবিত হইয়াছেন । তন্মধ্যে মহাভারত ইতিহাসের একলক্ষ ও পুরাণসমূহের চারিলক্ষ শ্লোক নির্দ্ধারিত হইয়া থাকেন । উহা যজুর্ব্বেদেরই অবশিষ্টাংশ বলিয়া উঁহাদিগকে পঞ্চমবেদ বলা হইয়াছে ।

পূর্ব্বে এক বেদ হইতেই হোতা, অধ্বর্য্যু, উদ্গাতা ও ব্রহ্মা—এই চারিজন ঋত্বিকের অনুষ্ঠেয় চাতুর্হোত্র কর্ম্ম সম্পাদন করা হইত । অতঃপর ঐ চাতুর্হোত্র কর্ম্মের সুবিধার জন্য ঋগ্‌বেদাধ্যায়ী হোতার হোম-কর্ম্ম, যজুর্ব্বেদাধ্যায়ী অধ্বর্য্যুর যজ্ঞীয় বেদীনির্ম্মাণাদি রূপ কর্ম্ম, সামবেদাধ্যায়ী উদ্গাতার যজ্ঞের বৈগুণ্যাদি-নাশক শ্রীভগবান্ বিষ্ণুর স্মরণ-কীর্ত্তনাদিরূপ কর্ম্ম এবং অথর্ব্ববেদাধ্যায়ী ব্রহ্মার যজ্ঞের ত্রুটিসংশোধন ও পর্য্যবেক্ষণাদিরূপ কর্ম্ম—শ্রীবেদব্যাসকর্ত্তৃক ঋগাদি চারিবেদে পৃথক্ পৃথক্‌ভাবে সন্নিবেশিত হইয়াছে ।

আখ্যান, উপাখ্যান ও গাথা সম্বন্ধে শ্রীমদ্ বলদেব বিদ্যাভূষণ প্রভু তাঁহার টীকায় লিখিয়াছেন ঃ—আখ্যান—পঞ্চলক্ষণাত্মক পুরাণ, উপাখ্যান—পুরাবৃত্ত, গাথা—ছন্দোবিশেষ । শ্রীবিষ্ণুপুরাণের ৩।৬।১৬-১৭ শ্লোকের টীকায় শ্রীল শ্রীধর স্বামিপাদ ব্যাখ্যা করিয়াছেন—

"স্বয়ং দৃষ্টার্থকথনং প্রাহুরাখ্যানকং বুধাঃ ।
শ্রুতস্যার্থস্য কথনমুপাখ্যানং প্রচক্ষতে ।
গাথাস্তু পিতৃ পৃথিব্যাদি গীতয়ঃ ।
কল্পশুদ্ধিঃ—বারাহাদি কল্পনির্ণয়ঃ ।"

অর্থাৎ আখ্যান—নিজের দৃষ্টবিষয়ের বর্ণন, উপাখ্যান—শ্রুত অর্থের কথন, গাথা—পিতৃলোক এবং পৃথিবী প্রভৃতির গীতি, কল্পশুদ্ধি—বারাহ পাদ্মাদি কল্পের নির্ণয় ।

পুরাণের পঞ্চ লক্ষণ ঃ—সর্গ, বিসর্গ, বংশ, মন্বন্তর এবং বংশানুচরিত ।

সর্গ—ত্রিগুণের বৈষম্যে কর্ত্তা পরমেশ্বর হইতে বিরাট্‌রূপে এবং স্বরূপতঃ আকাশাদি পঞ্চমহাভূত, শব্দাদি পঞ্চতন্মাত্র, একাদশ ইন্দ্রিয়, মহত্তত্ত্ব ও অহঙ্কারতত্ত্ব,—ইহাদের সৃষ্টিই সর্গ ।

বিসর্গ—ব্রহ্মাকর্ত্তৃক স্থাবর-জঙ্গম সৃষ্টি ।

বংশ—ব্রহ্মার সৃষ্ট রাজন্যবর্গের বংশাবলী ।

মন্বন্তর—মনু এবং মনুপুত্রগণের সচ্চরিত্র কীর্ত্তন-দ্বারা উপদেশ ।

বংশানুচরিত—পূর্ব্বোক্ত রাজন্যবর্গের এবং তাঁহাদের বংশধরগণের চরিত্র-কীর্ত্তন ।

সাধারণ পুরাণাদিতে ঐ পাঁচটি লক্ষণ বিদ্যমান, মহাপুরাণ—দশলক্ষণাত্মক । শ্রীমদ্ভাগবত ১২শ স্কন্ধে ৭ম অধ্যায়ে ৯-১০ শ্লোকে কথিত হইয়াছে—

"পুরাণজ্ঞ পণ্ডিতগণ বিশ্বের সৃষ্টি, বিসর্গ বৃত্তি (জীবিকা), রক্ষা (পোষণ), মন্বন্তর, বংশ বংশানুচরিত, সংস্থা (বিশ্বের নৈমিত্তিক, প্রাকৃতিক, নিত্য ও আত্যন্তিক—এই চতুর্ব্বিধ মায়িক লয়), হেতু ও অপাশ্রয়—এই দশলক্ষণযুক্ত শাস্ত্রকে পুরাণ বলিয়া অবগত হইয়া থাকেন । হে মুনিবর, কেহ কেহ দশলক্ষণযুক্ত শাস্ত্রকে 'মহাপুরাণ' এবং পঞ্চলক্ষণযুক্ত শাস্ত্রকে 'উপপুরাণ' বলিয়া থাকেন ।" (এই সকলের বিশেষ বিবরণ শ্রীমদ্ভাগবতে দ্রষ্টব্য ।)

শ্রীনারদীয়পুরাণে উক্ত হইয়াছে—

'বেদার্থাদধিকং মন্যে পুরাণার্থং বরাননে ।
বেদাঃ প্রতিষ্ঠিতাঃ সর্ব্বে পুরাণে নাত্র সংশয়ঃ ॥

পুরাণমন্যথা কৃত্বা তির্য্যগ্‌যোনিমবাপ্নুয়াৎ।
সুদান্তোঽপি সুশান্তোঽপি ন গতিং কৃচিদাপ্নুয়াৎ॥"

অর্থাৎ "হে বরাননে, আমি পুরাণার্থকে বেদার্থ হইতেও অধিক মনে করি। [এস্থলে অধিক বলিবার তাৎপর্য্য—'নিঃসন্দেহত্বাৎ' (শ্রীবিদ্যাভূষণ-টীঃ) ইহাই বুঝিতে হইবে] কারণ নিখিল বেদশাস্ত্র পুরাণেই প্রতিষ্ঠিত, ইহাতে কোনই সন্দেহ নাই।

সুদান্তই হউক আর সুশান্তই হউক, যে ব্যক্তি পুরাণকে অবজ্ঞা করিয়া বেদ হইতে অন্যপ্রকার মনে করে, সে তির্য্যগ্‌ যোনি লাভ করে। সে কখনই উত্তমা গতি লাভ করিতে পারে না।"

স্কন্দপুরাণে প্রভাসখণ্ডে উক্ত হইয়াছে—

"বেদবন্নিশ্চলং মন্যে পুরাণার্থং দ্বিজোত্তমাঃ।
বেদাঃ প্রতিষ্ঠিতাঃ সর্ব্বে পুরাণে নাত্র সংশয়ঃ॥
বিভেত্যল্পশ্রুতাদ্‌বেদো মাময়ং চালয়িষ্যতি।
ইতিহাসপুরাণৈস্তু নিশ্চলোঽয়ং কৃতঃ পুরা॥
যন্ন দৃষ্টং হি বেদেষু তদ্দৃষ্টং স্মৃতিষু দ্বিজাঃ।
উভয়োর্যন্ন দৃষ্টং হি তৎপুরাণৈঃ প্রগীয়তে॥
যো বেদ চতুরো বেদান্‌ সাঙ্গোপনিষদো দ্বিজাঃ।
পুরাণং নৈব জানাতি ন চ স্যাদ্‌ বিচক্ষণঃ॥"

[অর্থাৎ "হে দ্বিজোত্তমগণ, বেদের অর্থ যেমন অনাদিকাল হইতে সর্ব্ববাদি-সম্মতিক্রমে গৃহীত হইয়া আসিতেছে, কেহই তাহাকে অন্যথা করিতে পারে না, পুরাণার্থকেও আমি তদ্রূপ মনে করিয়া থাকি। বেদের যাবতীয় বিষয় যে পুরাণে প্রতিষ্ঠিত, তদ্বিষয়ে কোনই সন্দেহ নাই। 'নানাবিধ পণ্ডিতের রচিত বেদের ভাষ্য হইতে তো তাঁহার অর্থ অবগত হওয়া যায়',—এইরূপ পূর্ব্বপক্ষ উত্থাপিত হইবার আশঙ্কায় বেদ বলিতেছেন—'অল্পশাস্ত্রজ্ঞ (ইতিহাস-পুরাণাদি শাস্ত্রে অনভিজ্ঞ ব্যক্তিই অল্পশ্রুত) ব্যক্তি আমার অর্থ বিচার করিতে গিয়া আমার প্রকৃত সত্যার্থ বিপর্য্যয় করিয়া আমাকে বিচালিত করিবে'। বেদের এইরূপ ভয় উপস্থিত হওয়ায়, সৃষ্টির পূর্ব্বে শ্রীভগবান্‌ কর্ত্তৃকই ইতিহাসপুরাণদ্বারা বেদকে নিশ্চল করা হইয়াছে। হে ব্রাহ্মণগণ! যে বিষয় বেদে পরিলক্ষিত হয় না, তাহা মন্বাদি স্মৃতিতে দেখা যায়, আবার বেদ ও স্মৃতিতে যাহা পাওয়া যায় না, তাহা পুরাণে উক্ত হইয়াছে দেখা যায়, সুতরাং যে ব্যক্তি অঙ্গ ও উপনিষদের সহিত চারি বেদ জ্ঞাত আছেন, কিন্তু পুরাণার্থ অবগত নহেন, তাঁহাকে বিচক্ষণ বলা যাইতে পারে না।"

গরুড়পুরাণে উক্ত হইয়াছে—নিগমকল্পতরুর প্রপক্ব রসময় ফল—মহাপুরাণ শ্রীমদ্ভাগবতই ব্রহ্মসূত্রের তাৎপর্য্য-স্বরূপ, মহাভারতের অর্থ নির্ণায়ক, বেদমাতা ব্রহ্মগায়ত্রীর ভাষ্যস্বরূপ, বেদের নিগূঢ় তাৎপর্য্যও শ্রীভাগবতে সন্নিবিষ্ট। শ্রীবিষ্ণুর মহিমাগানহেতু যেমন সামবেদের শ্রেষ্ঠতা, সেইরূপ পরমপরাৎপর স্বয়ং ভগবান্‌ অখিলরসামৃতমূর্ত্তি অদ্বয়জ্ঞানতত্ত্ব ব্রজেন্দ্রনন্দনের সর্ব্বোত্তম নাম-রূপ-গুণ-লীলার অসমোর্দ্ধ মাধুর্য্য-বর্ণনহেতু নিখিলবেদ-বেদান্তাদি সর্ব্বশাস্ত্রের সার মীমাংসাস্বরূপ শ্রীমদ্‌ভাগবতেরই সর্ব্বশ্রেষ্ঠতা। শ্রীভগবান্‌ বেদব্যাসের সর্ব্বশেষ সমাধিলব্ধ বস্তু শ্রীমদ্ভাগবতই প্রকৃত ধর্ম্ম ও ব্রহ্মপ্রতিপাদক—প্রকৃত সম্বন্ধাভিধেয়-প্রয়োজন-জ্ঞানদাতা।
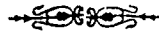
মুদ্রাকর-প্রমাদ

শ্রীল নরহরি সরকার ঠাকুর

(শ্রীচৈতন্যবাণী পত্রিকা সপ্তবিংশ বর্ষ ১১শ সংখ্যায় প্রকাশিত)

অশুদ্ধ	শুদ্ধ			
আনুমানিক ১৯৪০ খৃষ্টাব্দে	আনুমানিক ১৫৪০ খৃষ্টাব্দে	২১০ পৃষ্ঠা	২য় স্তম্ভ	৩০ পঙ্‌ক্তি

শ্রীগৌরপার্ষদ ও গৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্যগণের সংক্ষিপ্ত চরিতামৃত

[ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ]

(৪০)

শ্রীগৌরীদাস পণ্ডিত

'সুবলো যঃ প্রিয়শ্রেষ্ঠঃ স গৌরীদাস পণ্ডিতঃ।'
—গৌঃ গঃ ১২৮

শ্রীগৌরীদাস পণ্ডিত দ্বাদশ গোপালের অন্তর্গত শ্রীসুবলসখা, শ্রীনিত্যানন্দপ্রভুর অন্যতম মুখ্য প্রিয়-পার্ষদ।

'গৌরীদাস পণ্ডিত—পরম ভাগ্যবান।
কায় মনো বাক্যে নিত্যানন্দ যাঁর প্রাণ ॥'
—চৈঃ ভাঃ অ ৫।৭৩০

ইনি পূর্ব্বে মুরাগাছা ষ্টেশনের অনতিদূরে অবস্থিত 'শালিগ্রামে' নিবাস করিতেন। পরবর্ত্তিকালে ইনি বর্দ্ধমান জেলায় অম্বিকা কাল্নাতে যাইয়া স্থায়ীভাবে বসবাস করিলে অম্বিকা কালনায় তাঁহার অবস্থিতি শ্রীপাটের প্রসিদ্ধি হয়। শ্রীকংসারি মিশ্র ইঁহার পিতৃদেব এবং কমলাদেবী ইঁহার জননী। শ্রীকংসারি মিশ্র বাৎসগোত্রীয় ছিলেন এবং ইঁহার পদবী ঘোষাল। কংসারি মিশ্রের ছয়টী পুত্রের মধ্যে চতুর্থ পুত্র ছিলেন শ্রীগৌরীদাস পণ্ডিত। শ্রীদামোদর, শ্রীজগন্নাথ ও শ্রীসূর্য্যদাস সরখেল—গৌরীদাস পণ্ডিতের জ্যেষ্ঠ সহোদর ভ্রাতৃত্রয়ের মধ্যে শ্রীনিত্যানন্দশক্তি শ্রীবসুধা ও শ্রীজাহ্নবার পিতা ছিলেন শ্রীসূর্য্যদাস সরখেল। গৌরীদাস পণ্ডিতের কনিষ্ঠ ভ্রাতৃদ্বয়ের নাম যথাক্রমে কৃষ্ণদাস সরখেল ও শ্রীনৃসিংহচৈতন্য।

'সরখেল সূর্য্যদাস পণ্ডিত উদার।
তাঁর ভ্রাতা গৌরীদাস পণ্ডিত প্রচার ॥
শালিগ্রাম হৈতে জ্যেষ্ঠ ভ্রাতায় কহিয়া।
গঙ্গাতীরে কৈলা বাস অম্বিকা আসিয়া ॥'
—ভক্তিরত্নাকর ৭।৩৩০-৩৩১

গৌরীদাস পণ্ডিতের এবং তাঁহার শিষ্য শ্রীহৃদয়চৈতন্যের কেবলমাত্র শিষ্যশাখাবংশ আছে। শ্রীগৌড়ীয় বৈষ্ণব অভিধানে এইরূপ উল্লিখিত হইয়াছে, শ্রীগৌরীদাস পণ্ডিত ও তাঁহার পত্নী বিমলাদেবীকে অবলম্বন করিয়া দুইটী পুত্র হয়। পুত্রদ্বয়ের নাম বলরাম ও রঘুনাথ। এই শৌক্রবংশের প্রামাণিকতা না থাকায় শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুর উহা স্বীকার করেন নাই। শ্রীল সরস্বতী ঠাকুর চৈতন্যচরিতামৃতে তাঁহার অনুভাষ্যে এইরূপ লিখিয়াছেন—'গৌরীদাসের শিষ্য হৃদয়চৈতন্য, হৃদয়চৈতন্যের শিষ্য (অন্নপূর্ণাদেবীর পুত্র) গোপীরমণ। ইঁহার বংশাবলী সম্প্রতি কালনার মহাপ্রভুর অধিকারিগণ।' শ্রীগৌরীদাস পণ্ডিতের শ্রীপাটে যে শ্রীমন্দিরটি বর্ত্তমান আছে তাহার তিনটি প্রকোষ্ঠে 'শ্রীগৌরীদাস', 'শ্রীরাধাকৃষ্ণ', 'শ্রীগৌর-নিত্যানন্দ', 'শ্রীজগন্নাথ', 'শ্রীবলরাম', 'শ্রীরামসীতা' শ্রীবিগ্রহগণ বিরাজিত আছেন। শ্রীগৌরীদাস পণ্ডিতের মন্দিরের প্রবেশপথে একটি অপূর্ব্ব তেঁতুল বৃক্ষ আছে। এইরূপ কথিত হয় যে, উক্ত তেঁতুল বৃক্ষের নীচে মহাপ্রভুর সহিত গৌরীদাস পণ্ডিত মিলিত হইয়াছিলেন।

'দেবাদিদেব গৌরচন্দ্র গৌরীদাস মন্দিরে।
গৌরীদাস মন্দিরে প্রভু অম্বিকাতে বিহরে ॥'
—প্রাচীন পদ

গৌরীদাস পণ্ডিতের শ্রীমন্দিরটি অম্বিকায় অবস্থিত। অম্বিকার উত্তরে কালনা। এই দুইটী যুক্ত হইয়া অম্বিকাকালনা এই নাম হইয়াছে। শ্রীমন্দিরে শ্রীমন্মহাপ্রভুর শ্রীহস্তবাহিত বৈঠা ও শ্রীহস্তলিখিত গীতা প্রদর্শিত হয়।

'একদিন শান্তিপুর হৈতে গৌররায়।
গঙ্গা পার হৈয়া আইলেন অম্বিকায় ॥
পণ্ডিতে কহয় শান্তিপুর গিয়াছিলু।
হরিনদীগ্রামে আসি নৌকায় চড়িলু।
গঙ্গা পার হৈলু—নৌকা বাহিরে বৈঠায়।
এই লেহ বৈঠা—এবে দিলাম তোমায় ॥
ভবনদী হৈতে পার করহ জীবেরে।
এত কহি আলিঙ্গন কৈলা পণ্ডিতেরে ॥'
—ভক্তিরত্নাকর ৭।৩৩৩-৩৩৬

'প্রভুদত্ত গীতা, বৈঠা প্রভু-সন্নিধানে।
অদ্যাপিহ অম্বিকায় দেখে ভাগ্যবানে ॥'
—ভক্তিরত্নাকর ৭।৩৪১

পতিতপাবন শ্রীমন্নিত্যানন্দ প্রভু যেমন অধিকার-অনধিকার বিচার না করিয়া সর্ব্বত্র প্রেমপ্রদানে উন্মত্ত, তদ্রূপ শ্রীনিত্যানন্দপার্ষদ শ্রীগৌরীদাস পণ্ডিতের মধ্যেও সেই মহাশক্তির প্রাকট্য হইয়াছিল।

'শ্রীগৌরীদাস পণ্ডিতে প্রেমোদ্দণ্ডভক্তি।
কৃষ্ণপ্রেমা দিতে, নিতে, ধরে মহাশক্তি ॥
নিত্যানন্দে সমর্পিল জাতি-কুল-পাঁতি।
শ্রীচৈতন্য-নিত্যানন্দে করি' প্রাণপতি ॥'

—চৈঃ চঃ আ ১১।২৬-২৭

শ্রীগৌরীদাস পণ্ডিতের নিজালয়ের পশ্চিমদিকে শ্রীসূর্য্যদাস পণ্ডিতের দেবালয় এবং কিছুদূরে শ্রীভগবান্‌দাস বাবাজীর আশ্রম অবস্থিত।

অম্বিকা কালনায় শ্রীগৌরীদাস পণ্ডিতের একটি অলৌকিক মহিমার কথা শ্রুত হয়—শ্রীমন্মহাপ্রভু যে সময়ে হরিনদী গ্রাম হইতে নৌকায় বৈঠা চালাইয়া গৌরীদাস পণ্ডিতের আলয়ে অম্বিকায় শুভাগমন করতঃ তেঁতুল বৃক্ষতলে উপবেশন করিয়াছিলেন, গৌরীদাস পণ্ডিত শ্রীমন্মহাপ্রভুকে তথায় চিরদিন অবস্থানের জন্য সনির্ব্বন্ধ প্রার্থনা জানাইয়াছিলেন। ভক্তের ইচ্ছাপূর্ত্তির জন্য সম্মুখস্থ নিম্ববৃক্ষের কাষ্ঠ হইতে শ্রীমন্মহাপ্রভু নিজের ও শ্রীমন্নিত্যানন্দ প্রভুর বিগ্রহদ্বয় প্রকটিত করিলেন। আবার এইরূপও শুনা যায়, শ্রীবিগ্রহ নির্ম্মাণকালে শ্রীমন্নিত্যানন্দপ্রভুও তথায় সাক্ষাৎভাবে উপস্থিত ছিলেন। গৌরীদাস পণ্ডিতের অনন্যনিষ্ঠ শুদ্ধাভক্তিতে বশীভূত হইয়া তাঁহার প্রদত্ত সমস্ত দ্রব্য শ্রীগৌরনিত্যানন্দ বিগ্রহদ্বয় সাক্ষাৎভাবে ভোজন করিয়াছিলেন। শ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভু শ্রীনিত্যানন্দপ্রভু তথা হইতে চলিয়া যাইতে উদ্যত হইলে গৌরীদাস পণ্ডিত প্রভু বিরহব্যাকুল অন্তঃকরণে বিহ্বল হইয়া তাঁহাদিগকে যাইতে বাধাপ্রদান করিয়াছিলেন। শ্রীমন্মহাপ্রভু তখন গৌরীদাস পণ্ডিতকে প্রবোধ দিয়া বলিলেন—'আমরা সাক্ষাৎভাবে এবং বিগ্রহরূপে প্রকটিত আছি। এই দুই যুগলের মধ্যে যাঁহাদিগকে তুমি থাকিতে বলিবে সেই যুগল থাকিবে অপর যুগল চলিয়া যাইবে।' তচ্ছ্রবণে গৌরীদাস পণ্ডিত বিগ্রহযুগলকে যাইতে বলিলেন এবং তাঁহাদের দুইজনকে থাকিতে বলিলেন। গৌরীদাস পণ্ডিতের ইচ্ছা পূর্ত্তির জন্য বিগ্রহযুগল চলিয়া গেলেন, শ্রীগৌরনিত্যানন্দ শ্রীমন্দিরে বিরাজিত রহিলেন। 'নাম-বিগ্রহ-স্বরূপ তিন একরূপ। তিনে ভেদ নাহি তিন চিদানন্দরূপ ॥' শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে উল্লিখিত এই বাক্যের সত্যতা এখানে প্রদর্শিত হইল।

শ্রীজাহ্নবাদেবী শ্রীবৃন্দাবনে শ্রীগৌরীদাস পণ্ডিতের সমাজ দেখিয়া ক্রন্দন করিয়াছিলেন। 'গৌরীদাস পণ্ডিতের সমাধি দেখিতে। বহে বারিধারা নেত্রে নারে নিবারিতে ॥'—ভক্তিরত্নাকর ১১।২৫৯

শ্রাবণমাসে শুক্লা দ্বাদশী তিথিতে শ্রীল গৌরীদাস পণ্ডিত গোস্বামীর তিরোভাব হয়।

শ্রীবুদ্ধাবতার

দশাবতারের মধ্যে নবম অবতার শ্রীবুদ্ধ। শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুর শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত মধ্য ২০শ পরিচ্ছেদে ২৪৫ পয়ারের অনুভাষ্যে যে ২৫টী মুখ্য লীলাবতারের নামোল্লেখ করিয়াছেন, তন্মধ্যে চতুর্ব্বিংশতি অবতার শ্রীবুদ্ধ। শ্রীল জয়দেব গোস্বামী তাঁহার রচিত দশাবতারস্তোত্রে পশুহননযজ্ঞের নিন্দার জন্য ভগবান্ বিষ্ণু বুদ্ধরূপে অবতীর্ণ হইয়াছেন এইরূপভাবে জগদীশ্বরের স্তব করিয়াছেন।

"নিন্দসি যজ্ঞবিধেরহহ শ্রুতিজাতং
সদয়হৃদয়দর্শিত পশুঘাতম্।
কেশবধৃত বুদ্ধশরীর জয় জগদীশ হরে ॥"

দশাবতার-বর্ণন শ্লোকেও বুদ্ধের নাম উল্লিখিত হইয়াছে, যথা—

মৎস্য কূর্ম্মো বরাহশ্চ নৃসিংহ বামনস্তথা।
রামো রামশ্চ রামশ্চ বুদ্ধ কল্কি চ তে দশঃ ॥

সাহিত্যদর্পণে দশাবতার শ্লোকে বুদ্ধ ও কল্কির

নাম এবং অগ্নিপুরাণ, বায়ুপুরাণ, স্কন্দপুরাণাদিতেও বুদ্ধের নামের উল্লেখ দৃষ্ট হয়।

ততঃ কলৌ সংপ্রবৃত্তে সংমোহায় সুরদ্বিষাম্।
বুদ্ধোনাম্নাঞ্জনসুতঃ কীকটেষু ভবিষ্যতি ॥*
—ভাঃ ১।৩।২৪

(পাঠান্তরে 'অজিনসুতঃ')

তৎপরে একবিংশাবতারে কলিযুগ সমাগত হইলে দেববিদ্বেষী তামসিক লোকসমূহের সম্মোহনের নিমিত্ত বুদ্ধ এই নামে অঞ্জন (অজিন) পুত্ররূপে গয়া-প্রদেশে অবতীর্ণ হইবেন।

বিষ্ণুপুরাণেও তৃতীয় অংশে ১৭-১৮ অধ্যায়ে বুদ্ধ 'মায়ামোহ' নামে অভিহিত হইয়াছেন।

অক্রূর যেকালে কালিন্দীর জলে নিমজ্জিত হইয়া জলমধ্যে প্রথমে কৃষ্ণ-বলরামকে দেখিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া উপরে উঠিয়া তাঁহাদিগকে রথারূঢ় এবং পরে পুনরায় নিমজ্জিত হইলে সহস্রফণাধর শ্রীঅনন্তদেবের ক্রোড়ে পীতাম্বর চতুর্ভুজ বাসুদেবরূপে কৃষ্ণকে পার্ষদগণ পরিবেষ্টিত ও ব্রহ্মাদি দেবগণের দ্বারা স্তুত হইয়া বিরাজিত দেখিতে পাইলেন, তৎকালে শ্রীকৃষ্ণের এইরূপ স্তব করিয়াছিলেন ঃ—

'নমো বুদ্ধায় শুদ্ধায় দৈত্য-দানব-মোহিনে।
ম্লেচ্ছপ্রায় ক্ষত্রহন্ত্রে নমস্তে কল্কিরূপিনে ॥'
—ভাঃ ১০।৪০।২২

'হে ভগবন্, বেদবিরুদ্ধ শাস্ত্রপ্রণয়নে দৈত্যাদানবগণের মোহনশীল নির্দ্দোষস্বভাব বুদ্ধরূপী এবং ম্লেচ্ছতুল্য ক্ষত্রিয়বিনাশন কল্কিরূপী আপনাকে নমস্কার করিতেছি।'

বেদে জীবের অধিকার অনুসারে উপদেশ প্রদত্ত হইলেও কালক্রমে তামসিক উপদেশকেই (যাহাতে পশুবলির ব্যবস্থা আছে ক্রমমার্গে হিংসা হইতে নিবৃত্তির জন্য) একমাত্র বেদের উপদেশ মনে করিয়া মনুষ্য যেকালে ব্যাপকভাবে পশুহননকার্য্যে প্রবৃত্ত হইল, এমনকি দেবদেবীর পূজায় নরবলি পর্য্যন্ত হইতে লাগিল, সেকালে ভগবান্ বুদ্ধরূপে অবতীর্ণ হইয়া বেদের শিক্ষার তাৎপর্য্য অনুধাবনে অসমর্থ মানবগণের কল্যাণের জন্য বেদকে নাকচ অর্থাৎ নিজেই নিজের বাক্যকে নাকচ করতঃ ঈশ্বর বিশ্বাসের নিরর্থকতা প্রতিপাদন করিয়া মনুষ্যগণকে চারিটী আর্য্যসত্যের বিষয় উপদেশের দ্বারা হিংসা হইতে নিবৃত্ত করিলেন। বুদ্ধদেবের এই কার্য্যটী জীবের তাৎকালিক কল্যাণসাধক। বুদ্ধদেব ভগবান্ হওয়ায় তাঁহার প্রভাবে অধিকাংশ মনুষ্য 'অহিংসাধর্ম্ম' প্রতিপালনে ব্রতী হইলেন। অহিংসার দ্বারা জীবের হৃদয়ের পবিত্রতা সাধিত হইয়া ক্রমশঃ অধিকার উন্নত হইলে মহাদেব শঙ্করাচার্য্যরূপে অবতীর্ণ হইয়া বেদের সর্ব্বোত্তম প্রামাণিকতা ও মর্য্যাদা এবং ব্রহ্ম-কারণবাদ পুনঃ সংস্থাপন করিলেন। উহার উপর ভিত্তি করিয়া বৈষ্ণবাচার্য্যগণ পরবর্ত্তিকালে ভক্তিসৌধ নির্ম্মাণ করিয়াছেন। ব্যক্তিগতভাবে ও সমষ্টিগতভাবে উন্নতির সোপান পরপর এইরূপ। স্বয়ং ভগবান্ শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু অচিন্ত্যভেদাভেদ-দর্শনের দ্বারা পূর্ব্ব প্রচারিত দার্শনিক বিচারসমূহের অসম্পূর্ণতা দূর করিলেন।

বুদ্ধদেবের পূর্ব্বপুরুষ সম্বন্ধে সংক্ষিপ্ত সারকথা এই—পশ্চিম সাকেত মহানগরে সুজাত নামে ইক্ষ্বাকু বংশীয় একজন রাজা ছিলেন। সুজাতের পাঁচ পুত্র ও পাঁচ কন্যা। পাঁচ পুত্রের প্রতি সুজাত বিশেষভাবে মমতাযুক্ত ছিলেন। ঘটনাচক্রে সুজাতের 'জেন্তী' নামক একটি বিলাসিনীর সঙ্গ হওয়ায় তাহার গর্ভে জেন্ত বা জয়ন্ত নামক পুত্র জন্মগ্রহণ করে। সুজাত জেন্তীর প্রেমে আকৃষ্ট হইয়া তাহাকে বর দিবার জন্য উৎসুক হইলে জেন্তী মহারাজার পূর্ব্বজাত পাঁচ পুত্রকে বনে নির্ব্বাসন দিয়া তাহার পুত্র জয়ন্তকে যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করার জন্য বর প্রার্থনা করিলেন। সুজাত জেন্তীর প্রার্থনা শুনিয়া অত্যন্ত মর্ম্মাহত হইলেও প্রতিশ্রুত বাক্য রক্ষার জন্য উক্ত বর দিতে বাধ্য হইলেন। সুজাতার পুত্রগণের বন-গমন বার্ত্তা শুনিয়া প্রজাগণ দুঃখিত হইয়া সকলেই তাঁহাদের সহিত বনে গমন করিলেন। তাঁহারা প্রথমে কাশিকোশল রাজ্যে আসিয়া উপনীত হইলেন। তথা হইতে ক্রমশঃ তাঁহারা হিমালয়ের প্রান্তদেশে ঋষি কপিলের আশ্রমে আসিলেন। ঋষি কপিলের আশ্রমে

* বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তিপাদটীকা—'অঞ্জনসুতোঽজিনসুতশ্চেতি পাঠদ্বয়ম্ কীকটেষু মধ্যে গয়াপ্রদেশে।'

কন্যাগণের সহিত সুজাতার পুত্রগণের সম্প্রীতি হইলে তাঁহারা বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হইলেন। সুজাত পুত্রগণের বিবাহসংবাদ জানিতে পারিয়া তথায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তিনি ঘটনার বিবরণ সম্পূর্ণরূপে শ্রবণের পর বিবাহকার্য্য সঙ্গত হইয়াছে বলিয়া অভিমত প্রকাশ করিলে সুজাতের পুত্রগণ 'শক্য' নামে পরিচিত হইলেন। শক্য-কুমারগণ ঋষি কপিলের অনুমতিক্রমে 'কপিলবস্তু' নামে এক মহানগর নির্ম্মাণ করিলেন। জ্যেষ্ঠপুত্র 'অপুর' উক্ত কপিলবস্তু নগরের রাজা হইলেন। অপুর রাজার বংশে 'অমিতা' নাম্নী একটি পরমা সুন্দরী কন্যার জন্ম হয়। অমিতা কিছুদিন বাদে কুষ্ঠরোগগ্রস্তা হইলে তাহার ভ্রাতাগণ তাহাকে হিমালয় পাহাড়ে লইয়া গিয়া একটি গর্ত্তের মধ্যে প্রচুর খাদ্যদ্রব্য দিয়া আবদ্ধ করিয়া চলিয়া আসিলেন। দৈববশতঃ হিমালয় পাহাড়ের গহ্বরের উষ্ণতায় অমিতা কুষ্ঠরোগ হইতে মুক্ত হইয়া পুনরায় পরমা সুন্দরী হইলেন। ক্রমশঃ কোন ব্যাঘ্রের দ্বারা উক্ত গহ্বরের রুদ্ধদ্বার উন্মোচিত হইল। 'কোল' নামক একজন রাজা তথায় আসিয়া পরমাসুন্দরী কন্যাকে দেখিতে পাইয়া তাহাকে বিবাহ করিলেন। অমিতার গর্ভে বত্রিশটি পুত্র হইল। পুত্রগণ জননীর নিকট তাঁহাদের পূর্ব্বপুরুষগণের স্থান বিষয়ে জ্ঞাত হইয়া কপিলবস্তু নগরে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। কপিলবস্তু নগরে তাঁহাদের সহিত ক্রমশঃ শাক্য-কন্যাগণের বিবাহ হয়।

কোল নামক ঋষির ঔরসে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন বলিয়া ইঁহারা 'কোলিয় বংশ' নামে অভিহিত হইলেন। শাক্যগণের দেবদেহ' নামে একটি জনপদ ছিল। দেবদেহের রাজা সুভূতির পাঁচটি কন্যা জন্মিয়াছিল। কপিলবস্তুর তৎকালীন রাজা 'শুদ্ধোদন' দেবদেহের রাজা সুভূতির 'মায়া' ও 'মহাপ্রজাবতী গৌতমী' নাম্নী দুইটী কন্যাকে বিবাহ করিলেন। বৈশাখ মাসের পূর্ণিমা তিথিতে মায়াদেবীকে অবলম্বন করিয়া কপিলবস্তু নগরের নিকটে 'লুম্বিনী' নামক রমণীয় উদ্যানে একটি পুত্রের জন্ম হয়। পুত্র জন্মিবামাত্রই শুদ্ধোদনের সর্ব্বার্থ সংসিদ্ধি হয়। এইজন্য তিনি পুত্রের নাম 'সর্ব্বার্থসিদ্ধ' বা সিদ্ধার্থ' রাখিলেন। সিদ্ধার্থের জন্মের সাতদিন বাদেই তাঁহার জননী মায়াদেবীর প্রয়াণ হয়। তখন সিদ্ধার্থ কপিলবস্তু নগরে নীত হইলেন। সিদ্ধার্থের প্রতিপালনভার মাতৃস্বসা মহাপ্রজাবতী গৌতমীর উপর ন্যস্ত হইল।

হিমালয় পর্ব্বতের নিকটে 'অসিত' নামক মহর্ষি বাস করিতেন। তিনি কপিলবস্তু নগরে আসিয়া সিদ্ধার্থের দ্বাদশপ্রকার মহাপুরুষোচিত লক্ষণ দেখিয়া বলিলেন, তিনি যদি সংসার আশ্রমে থাকেন তাহা হইলে রাজচক্রবর্ত্তি হইবেন, আর যদি গৃহত্যাগ করেন তাহা হইলে 'সংবোধি' হইবেন। এইজন্য বুদ্ধদেব প্রথমে সিদ্ধার্থ, গৌতম ও শাক্যসিংহ নামে খ্যাত হইয়াছিলেন। পরে বুদ্ধদেবের অপর নাম 'বোধিসত্ত্ব' হয়।

তৎকালোচিত ভারতীয় প্রথানুযায়ী সিদ্ধার্থ শিক্ষা গ্রহণে উপযুক্ত বয়স প্রাপ্ত হইলে গুরুগৃহে প্রেরিত হইলেন। তিনি বিশ্বামিত্র উপাধ্যায়ের নিকট ব্রাহ্মী, খরোষ্ট্রী, পুষ্করসারী, অঙ্গলিপি প্রভৃতি চৌষট্টি প্রকার নানাদেশীয় লিপি শিক্ষালাভ করিলেন। ক্রমশঃ তিনি বেদ, উপনিষদ্ বিষয়ে পারঙ্গতি লাভ করিলেন। পাঠ সমাপনান্তে সিদ্ধার্থ কপিলবস্তু রাজধানীতে ফিরিয়া আসিলে তাঁহার পিতৃদেব শুদ্ধোদন দণ্ডপাণি শাক্যের কন্যা গোপার সহিত তাঁহার বিবাহকার্য্য সম্পাদন করেন।* পিতা সিদ্ধার্থকে বিবাহের দ্বারা সংসারে আবদ্ধ করিতে চেষ্টা করিলেও সিদ্ধার্থের সংসারে মন বসিল না। সংসার অনিত্য এইরূপ বিবেকের কষাঘাতে বাল্যকাল হইতেই সিদ্ধার্থের সংসারের প্রতি ঔদাসীন্য ভাব প্রকটিত হইয়াছিল। সিদ্ধার্থের সংসারবৈরাগ্যের কারণসমূহ এইরূপভাবে বর্ণিত হইয়াছে। সিদ্ধার্থ একদিন রথে চড়িয়া উদ্যানভূমি দর্শনকালে একটি জরাজীর্ণ বৃদ্ধলোককে আত্মীয়স্বজন পরিত্যক্ত হইয়া অত্যন্ত দুর্ব্বল ও অসহায় অবস্থায় থাকিতে দেখিয়া বিচার করিলেন, জগতের লোক সব নির্ব্বোধ, যৌবন মদে মত্ত হইয়া বার্দ্ধক্য দেখিতে পাইতেছে না, সকলকেই একদিন

* ষোল বৎসর বয়সে বুদ্ধদেবের বিবাহ হয়। পত্নীর নাম 'যশোধরা'। ২৯ বৎসর বয়সে বুদ্ধদেব সংসারত্যাগী হন। প্রায় ৮০ বৎসর বয়সে ইনি কুশীনগরে প্রয়াণ লাভ করেন। —আশুতোষ দেবের নূতন বাংলা অভিধান।

বার্দ্ধক্য আক্রমণ করিবে। অন্য একদিন সিদ্ধার্থ নগরের দক্ষিণদ্বারে মূত্র ও বিষ্ঠার মধ্যে অত্যন্ত কদর্য্যাবস্থায় একটি ব্যাধিগ্রস্ত ব্যক্তিকে দেখিতে পাইলেন। উহা দেখিয়া সিদ্ধার্থ বিচার করিলেন, ব্যাধিসমূহ অত্যন্ত ভয়ঙ্কর ইহা দেখিয়াও বিজ্ঞ ব্যক্তিগণ আমোদ-প্রমোদে মত্ত থাকেন। ইহা বড় আশ্চর্য্যের বিষয়। অন্য আর এক সময় সিদ্ধার্থ নগরের পশ্চিমদ্বারে একটি মৃত ব্যক্তিকে দেখিতে পাইলেন। তাহার চতুর্দ্দিকে বেষ্টন করিয়া কতকগুলি লোক বুক চাপড়াইতেছে ও বিলাপ করিতেছে। তখন তিনি বিচার করিলেন এ জীবনেরও কোন মূল্য নাই, কারণ যে কোন সময়েই ইহার মৃত্যু ঘটিতে পারে। অতঃপর সিদ্ধার্থ নগরের উত্তরদ্বারে একটি শান্ত-সংযত ব্রহ্মচারী ভিক্ষুককে দেখিতে পাইলেন। তিনি ভিক্ষাপাত্র লইয়া শান্তভাবে বিচরণ করিতেছেন। ব্রহ্মচারী ভিক্ষুক কামসুখ ত্যাগ করিয়া প্রব্রজ্যা গ্রহণপূর্ব্বক শান্তি অন্বেষণ করিতেছেন। সামান্য আহার সংগ্রহ করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করিতেছেন। তাঁহার আসক্তিহীন বিদ্বেষহীন প্রশান্তমূর্ত্তি দেখিয়া সিদ্ধার্থ বিচার করিলেন,—এইপ্রকার জীবনই জীবগণের প্রকৃত হিতসাধন করিতে পারে। (ক্রমশঃ)

কলিকাতা শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠের বার্ষিক উৎসব উপলক্ষে পঞ্চদিবসব্যাপী ধর্ম্মানুষ্ঠান

নিখিল ভারত শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাতা নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী মহারাজের কৃপাপ্রার্থনামুখে শ্রীকৃষ্ণের পুষ্যাভিষেক যাত্রা তিথিতে কলিকাতা মঠের অধিষ্ঠাতৃ শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-রাধানয়ননাথজীউর প্রতিষ্ঠা-বার্ষিক কৃত্য উপলক্ষে শ্রীমঠের পরিচালক সমিতির সেবাপরিচালনায় গত ১৬ পৌষ, ১ জানুয়ারী শুক্রবার হইতে ২০ পৌষ, ৫ জানুয়ারী মঙ্গলবার পর্য্যন্ত পঞ্চদিবসব্যাপী ধর্ম্মানুষ্ঠান নির্ব্বিঘ্নে সুসম্পন্ন হইয়াছে। কলিকাতার নাগরিকগণ ব্যতীতও মফঃস্বল হইতে বিপুল সংখ্যক নরনারী এই উৎসবানুষ্ঠানে যোগদানের জন্য আসিয়াছিলেন। ১৭ পৌষ, ২ জানুয়ারী শনিবার শ্রীমঠের অধিষ্ঠাতৃ শ্রীবিগ্রহগণ সুসজ্জিত রথারোহণে বিরাট সংকীর্ত্তন-শোভাযাত্রা ও বাদ্যভাণ্ডাদিসহ অপরাহ্ন ৩-৩০ ঘটিকায় শ্রীমঠ হইতে বাহির হইয়া দক্ষিণ কলিকাতার প্রধান প্রধান রাজপথ পরিভ্রমণান্তে শ্রীমঠে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। শ্রীমঠের আচার্য্য এবং ।বশিষ্ট ত্রিদণ্ডিযতিবৃন্দ উদ্দণ্ড নৃত্যকীর্ত্তন সহযোগে অগ্রসর হইলে অগণিত নরনারী তৎপশ্চাৎ পশ্চাৎ কীর্ত্তন করিতে করিতে চলিতে থাকিলে এবং মাঝে মাঝে শঙ্খধ্বনি ও মহিলাগণের উলুধ্বনি হইতে থাকিলে এক দিব্য অপ্রাকৃত আনন্দের প্লাবন আসিয়া উপস্থিত হয়। রথাকর্ষণেও নরনারীগণের মধ্যে প্রবল উৎসাহ ও উদ্দীপনা পরিলক্ষিত হয়। ১৮ পৌষ, ৩ জানুয়ারী রবিবার শ্রীকৃষ্ণের পুষ্যাভিষেক তিথিতে পরমপূজ্যপাদ ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রমোদ পুরী গোস্বামী মহারাজ মূল-পুরোহিতরূপে পূর্ব্বাহ্নে শ্রীবিগ্রহগণের পূজা ও মহাভিষেক এবং মধ্যাহ্নে ভোগরাগ সম্পন্ন করেন। উক্তদিবস মহোৎসবে সহস্র সহস্র নরনারীকে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত বিচিত্র মহাপ্রসাদের দ্বারা আপ্যায়িত করা হয়। পঞ্চদিবসব্যাপী সান্ধ্যধর্ম্মসভায় কাল্না শ্রীগোপীনাথ গৌড়ীয় মঠের অধ্যক্ষ ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রমোদ পুরী গোস্বামী মহারাজ, শ্রীজয়ন্ত কুমার মুখোপাধ্যায়, পশ্চিমবঙ্গের প্রাক্তন আই-জি-পি শ্রীসুনীল চন্দ্র চৌধুরী, শ্রীমদ্ বিনোদকিশোর গোস্বামী, পশ্চিমবঙ্গের প্রাক্তন আই-জি-পি শ্রীউপানন্দ মুখোপাধ্যায়, অধ্যাপক শ্রীবিষ্ণুকান্ত শাস্ত্রী ও ডাঃ সমীর কুমার বিশ্বাস বিভিন্ন দিনে সভাপতি ও প্রধান অতিথিরূপে উপস্থিত থাকিয়া অভিভাষণ প্রদান করেন। সভার বক্তব্য

বিষয় যথাক্রমে নির্দ্ধারিত ছিল 'সংসারজ্বালা নিবৃত্তির উপায়', 'ঈশ্বর বিশ্বাসের উপকারিতা', 'শ্রীবিগ্রহসেবা হইতে পৌত্তলিকতার পার্থক্য', 'সর্ব্বশাস্ত্রসার শ্রীমদ্ ভাগবত', ও 'সংকীর্ত্তনধর্ম্মপ্রবর্ত্তক শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু'। শ্রীমঠের আচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজের প্রাত্যহিক ভাষণ ব্যতীত বিভিন্ন দিনে অভিভাষণ প্রদান করেন কলিকাতা (বেহালা) ও খড়্গপুরস্থ শ্রীচৈতন্য আশ্রমের অধ্যক্ষ পরমপূজ্যপাদ ত্রিদণ্ডিযতি শ্রীমদ্ভক্তিকুমুদ সন্ত গোস্বামী মহারাজ, পরমপূজ্যপাদ ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিকঙ্কণ তপস্বী মহারাজ, পূজ্যপাদ শ্রীমদ্ কৃষ্ণকেশব ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী ও শ্রীগৌড়ীয় সঙ্ঘের বর্ত্তমান আচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসুহৃদ্ অকিঞ্চন মহারাজ। এতদ্ব্যতীত শ্রীমঠের সম্পাদক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিজ্ঞান ভারতী মহারাজ, কলিকাতা মঠের মঠরক্ষক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিললিত গিরি মহারাজ, কৃষ্ণনগর মঠের মঠরক্ষক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসুহৃদ্ দামোদর মহারাজ, শ্রীমঠের সহ-সম্পাদক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসুন্দর নারসিংহ মহারাজ, হায়দ্রাবাদ মঠের মঠরক্ষক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবৈভব অরণ্য মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিজয় বামন মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসৌরভ আচার্য্য মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিরক্ষক নারায়ণ মহারাজ প্রভৃতি মঠের বিশিষ্ট প্রচারক ত্রিদণ্ডিযতিবৃন্দ বিভিন্ন দিনে বক্তৃতা করেন। প্রত্যহ সভায় বিপুল সংখ্যক নরনারীর সমাবেশ হইয়াছিল। শ্রীমঠে কৃষ্ণলীলা প্রদর্শনী দর্শনের জন্যও বহু দর্শনার্থীর সমাগম হয়।

শ্রীজয়ন্ত কুমার মুখোপাধ্যায় প্রথম দিনের অধিবেশনে প্রধান অতিথির অভিভাষণে বলেন—'আমরা রাজনীতি করি না, ধর্ম্মালোচনা করি। তথাপি তাহাতেও বাধা। হিন্দুধর্ম্মে সহনশীলতা আছে। তৎসত্ত্বেও হিন্দুধর্ম্মের উপর আজকাল সবদিক দিয়ে আঘাত আসছে। হিন্দুধর্ম্মের কথা বল্‌লেই নাকি আমরা সাম্প্রদায়িক হই। অন্য ধর্ম্মাবলম্বিগণ তাঁদের ধর্ম্মের কথা বল্‌লে তাঁ'রা সাম্প্রদায়িক হন না। এই এক অদ্ভুত পরিস্থিতি। সুতরাং এখন আমাদিগকে জোরের সঙ্গে, গর্ব্বের সঙ্গে বল্‌তে হবে আমরা হিন্দু। হিন্দুধর্ম্মের ঋষিগণই 'সংসারজ্বালা নিবৃত্তির উপায়' আজকের বক্তব্য বিষয়ের প্রকৃত সমাধান দিতে পারেন। তাঁ'দের শিক্ষাকে অনাদর করার জন্যই আমরা সংসারজ্বালায় জ্বলছি। বিশ্ববাসী সকলেই ত্রিতাপজ্বালায় দগ্ধ। সাধুগণ মঙ্গলময় ও আনন্দময় ভগবানের সর্ব্বক্ষণ আরাধনা করেন, চিন্তা করেন, এজন্য তাঁ'রা পরম শান্তিতে আছেন। আমরা সাংসারিক ব্যক্তিগণ সংসারের নানাপ্রকার চিন্তায় জর্জ্জরিত, সকাল হ'তে রাত্রি পর্য্যন্ত কত রকম অভাবে ও জ্বালায় জ্বলছি, তার ইয়ত্তা নাই। সংসারজ্বালায় জ্বলিত ব্যক্তিগণ এর উদ্ধারের উপায় জানে না। সাধুগণই সংসারজ্বালা নিবৃত্তির প্রকৃত রাস্তা প্রদর্শন করতে পারেন। মঠে আসার উদ্দেশ্য সাধুদের নিকট কথা শুনে সান্ত্বনা লাভ করা। এখানে আস্‌লেই মনটা হাল্‌কা হয়। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠানের সেবকগণ বিভিন্ন স্থানে সভা-সমিতি ক'রে, বিভিন্ন স্থানে মঠমন্দির ক'রে, সংসারজ্বালার নিবৃত্তির উপায়ের কথা ব'লে সকলকে শান্তি দিচ্ছেন। সম্প্রতি ভারতের রাজধানী দিল্লীতেও মঠ সংস্থাপন করার পরিকল্পনা গ্রহণ করেছেন। মঠের ক্রমোন্নতি দেখে খুবই উল্লাস হয়।'

শ্রীসুনীল চন্দ্র চৌধুরী দ্বিতীয় অধিবেশনে সভাপতির অভিভাষণে বলেন—"আমরা এতক্ষণ অনেক জ্ঞানী-গুণী বিচক্ষণ ব্যক্তিগণের নিকট আজকের বিষয়বস্তু 'ঈশ্বর বিশ্বাসের উপকারিতা' সম্বন্ধে শুনলাম। আমি তাঁ'দের নিকট একটী প্রশ্ন রেখে আমার বক্তব্য শেষ করবো। আশা করি সেই প্রশ্নের যথোচিত উত্তর দিয়ে আমাদের সংশয় তাঁ'রা দূর করবেন তাঁ'রা বল্লেন ভারতবাসীর রক্তের মধ্যে ঈশ্বর বিশ্বাস নিহিত। আমিও ইহা বিশ্বাস করি। প্রশ্ন হলো এই—যাঁ'রা জগতে ভাল লোক, পরের জন্য উৎসর্গীকৃত জীবন, প্রায়ই দেখা যায় তাঁ'রা বেশী কষ্ট পান। একজন সরকারী কলেজের অধ্যাপকের কথা আমি জানি, তিনি তাঁ'র ৮০০ আটশত মাসিক বেতন সম্পূর্ণই অপরের কল্যাণের জন্য ব্যয় কর্‌তেন। নিজে কষ্ট করে জীবন যাপন কর্‌তেন, কিন্তু অপরের দুঃখ অপনোদনের জন্য বহু কষ্ট স্বীকার ক'রে

তাঁদের নিকট গিয়ে তাঁদের অভাব দূর কর্‌তেন। কিন্তু এইপ্রকার ব্যক্তির দুইটী ছেলের মধ্যে ছোট ছেলেটী ম্যাট্রিক পরীক্ষার পর মারা গেল। এতবড় শিষ্ট ব্যক্তিরও নিদারুণ দুঃখ হলো। দেখা যায় দুষ্ট ব্যক্তিগণ অনেক ক্ষেত্রে সুখী হয় এবং শিষ্ট ব্যক্তিগণ দুঃখী হন। ইহার কারণ কি? যদি পূর্ব্ব কর্ম্মের ফলস্বরূপ ঐরূপ সুখ দুঃখের কারণ নির্দ্দেশ করা হয় তাহাও ত' অজানার কথা হলো। এমতাবস্থায় আমরা 'ঈশ্বর বিশ্বাস'টা কিভাবে সংরক্ষণ করতে পারি এবং ঈশ্বর বিশ্বাসের উপকারিতা কি ভাবে বুঝতে পারি—সাধু মহারাজগণের নিকট আমার এই প্রশ্ন রইল।"

শ্রীমৎ বিনোদকিশোর গোস্বামী প্রধান অতিথির অভিভাষণে বলেন—"ঈশ্বর বিশ্বাসের উপকারিতা" এ বিষয়টি নির্দ্ধারণের মধ্যে ঈশ্বর বিশ্বাসের দ্বারা অপকারও হয় এরূপ চিন্তাস্রোতযুক্ত ব্যক্তিগণের অস্তিত্ব নির্দ্দেশিত হয়। ধর্ম্মক্ষেত্র ভারতবর্ষে ঈশ্বর বিশ্বাসের দ্বারা অপকার হ'তে পারে এরূপ চিন্তা অস্বাভাবিক। সাধারণ যুক্তিতে যে বস্তুর অস্তিত্ব আছে তা' মানা না মানার প্রশ্ন আসে। যে বস্তুর অস্তিত্ব নাই তা' মানা না মানার কোন প্রশ্নই উত্থাপিত হয় না। ঈশ্বর মানি না এই কথা দ্বারাই ঈশ্বরের অস্তিত্ব সংস্থাপিত হয়। চেতন প্রাণীমাত্রেরই ঈশ্বর বিশ্বাস স্বতঃসিদ্ধ। আদিমযুগে বৃহৎ পর্ব্বত, বৃহৎ নদী, বৃহদ্বস্তুর আরাধনা পরিদৃষ্ট হয়। বস্তুতঃ পরমেশ্বর প্রকৃতির অন্তর্গত কোনও বস্তু নহেন। সেই পরমেশ্বরের বহিরঙ্গা শক্তির কার্য্য এই জড়জগৎ। পরমেশ্বর অখণ্ড জ্ঞানময় তত্ত্ববস্তু, প্রাকৃত অপ্রাকৃত সমস্ত বস্তুর কারণ। এজন্য শুদ্ধভক্ত মহদ্ব্যক্তির কৃপা ব্যতীত পরমেশ্বরের তত্ত্ব ও মহিমা অনুভূতির বিষয় হয় না। যথার্থ ঈশ্বরবিশ্বাসী সাধুর সঙ্গেতেই অপর ব্যক্তিগণের মধ্যে ঈশ্বরবিশ্বাস আসে। ঈশ্বর বিশ্বাসের দ্বারাই তাঁহাতে প্রপত্তি ও তাঁ'র স্মরণের দ্বারাই জীবের সংসার হ'তে ত্রাণ লাভ হয়। সাধুসঙ্গের দ্বারা পরমেশ্বরের স্মৃতি হয় বলিয়াই সর্ব্ববিধ মঙ্গল লাভের উপায় সাধুসঙ্গ। 'ক্ষণমিহ সজ্জনসঙ্গতিরেকা। ভবতি ভবার্ণব তরণে নৌকা॥' ভগবদ্বিস্মৃতিই জীবের দুঃখের মূলীভূত কারণ। শ্রীমুকুন্দের স্মৃতির দ্বারা এবং তাঁ'র চরণসেবা দ্বারা সর্ব্বপ্রকার দুঃখ দূরীভূত ও সর্ব্বাভীষ্ট লাভ হয়। ঈশ্বর বিশ্বাসের উপকারিতা ইহাই। পরমেশ্বরে সমর্পিতাত্ম ব্যক্তিগণ সর্ব্ববিধ দুঃখ সহনের যোগ্যতা লাভ করেন এবং সর্ব্বাবস্থায় সুখে দুঃখে নির্ব্বিকাররূপে প্রশান্তভাবে অবস্থান কর্‌তে পারেন। শ্রীমদ্ ভাগবতে ত্রিদণ্ডিভিক্ষু-গীতিতে অবন্তীনগরের ব্রাহ্মণের চরিত্র এতৎসম্পর্কে উদাহরণস্বরূপ উল্লিখিত হ'তে পারে। মনই সুখ দুঃখের কারণ। মন হ'তেই বন্ধন. মন হ'তেই মুক্তি। মন সাংসারিক দুঃখপ্রদ বস্তুতে লগ্ন হ'লে বদ্ধ, নির্গুণ পরমানন্দস্বরূপ শ্রীহরিতে লগ্ন হ'লে মুক্তি। তত্ত্বজ্ঞ মহাপুরুষগণ পরমেশ্বরের সুষ্ঠু ভজন কর্‌তে অসমর্থ হ'লে অথবা সুষ্ঠুভাবে হরিনাম কর্‌তে না পার্‌লে দুঃখী হন, সাংসারিক লাভ-লোকসানের প্রতি তাঁ'রা উদাসীন—তার দ্বারা কখনও তাঁ'রা মুহ্যমান হন না। দৃষ্টান্তস্বরূপ নামাচার্য্য হরিদাস ঠাকুর মহাপ্রয়াণের পূর্ব্বে পুরুষোত্তমধামে শ্রীমন্মহাপ্রভুর নিকট দুঃখ নিবেদন কর্‌ছেন—'আমার শরীর সুস্থ, কিন্তু অসুস্থ বুদ্ধি মন, কেন না আমি হরিনাম কর্‌তে পার্‌ছি না।' সুষ্ঠুভাবে হরিনাম কর্‌তে পার্‌ছেন না ব'লে তিনি মহাপ্রসাদ পর্য্যন্ত ত্যাগ কর্‌লেন, কেবল মহাপ্রসাদের মর্য্যাদার জন্য এক বঞ্চ গ্রহণ কর্‌লেন। আমরা জাগতিক অত্যন্ত ক্ষুদ্র চিন্তাস্রোতে ব্যাপৃত, এজন্য মহৎ ব্যক্তিগণের ভাবধারা বুঝ্‌তে অসমর্থ। জাগতিক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বস্তুর লাভ-লোকসানে আমরা মুহ্যমান হ'য়ে পড়ি। জাগতিক সুখ দুঃখের মাপকাঠিতে আমরা ঈশ্বরকে বিচার কর্‌তে যাই। বস্তুতঃ মঙ্গলময় শ্রীহরির ইচ্ছায় যা হয় তা' মঙ্গলের জন্যই হয়, ইহা বুঝ্‌তে পার্‌লে সর্ব্বাবস্থায় আমরা সুখী হ'তে পারি। দুর্ল্লভ মনুষ্যজন্ম লাভ ক'রে এইসব বিচার যদি আমরা গ্রহণ না করি, চিন্তা না করি, চার্ব্বাক্ ঋষির নীতি গ্রহণ করতঃ সর্ব্বদা পশুপক্ষীর ন্যায় আহার-নিদ্রা-ভয়-মৈথুন ইন্দ্রিয়সুখে প্রমত্ত থাকি, তা'হলে আমাদের মনুষ্যজন্ম লাভ বৃথা হ'লো। পরমেশ্বরের আরাধনা মনুষ্যজন্মের বৈশিষ্ট্য। উহা পরিত্যক্ত হ'লে মনুষ্যের মনুষ্যত্ব থাকে না।'

শ্রীউপানন্দ মুখোপাধ্যায় তৃতীয় দিবসের অধিবেশনে প্রধান অতিথির অভিভাষণে বলেন—"'শ্রীবিগ্রহসেবা হ'তে পৌত্তলিকতার পার্থক্য' আজকের এই বিষয়বস্তু সম্বন্ধে শ্রীমঠের প্রতিষ্ঠাতা শ্রীমদ্ মাধব গোস্বামী মহারাজের উপদেশের কথা পুনঃ পুনঃ স্মরণ হ'চ্ছে। সনাতনীগণ পুতুল পূজা করেন না, তাঁরা শ্রীবিগ্রহের আরাধনা করেন। শ্রীভগবান্ ভক্তের ইচ্ছাপূর্ত্তির জন্য শ্রীবিগ্রহরূপে প্রকটিত হন। শ্রীভগবানের কৃপা ব্যতীত তর্কবিতর্কের দ্বারা শ্রীবিগ্রহতত্ত্ব বুঝা যায় না। 'বিশ্বাসে মিলায় বস্তু তর্কে বহুদূর।' ভক্তের ভক্তিতে বশীভূত হ'য়ে ভগবান্ শ্রীবিগ্রহরূপে প্রকটিত হন, তাঁ'র সঙ্গে কথা বলেন, চলেন, ফিরেন, সবকিছু করেন। কূটতার্কিকগণের এসব বিশ্বাস হয় না। সর্ব্বশক্তিমান্ ভগবান্‌কে আমরা জড়ীয় বুদ্ধির দাড়ি-পাল্লায় মেপে নিব, বুঝে নিব, এরূপ চেষ্টা নিতান্ত মূঢ়তা। ভগবান্‌কে সর্ব্বশক্তিমান্ বলে, তাঁ'র সর্ব্বশক্তিমত্তাকে না মানা নিতান্ত গোয়ার্ত্তুমি বিচার। ভক্তি—বিশ্বাস—নিষ্ঠাকে পরিত্যাগ ক'রে যা'রা তর্কপথ গ্রহণ করে তা'রা বঞ্চিত হয়। অনন্যনিষ্ঠ ভক্তই শ্রীবিগ্রহেতে ভগবানের সান্নিধ্য ও তাঁ'র প্রেমসেবা লাভ ক'রে ধন্য হন। এই সবের ভূরি ভূরি দৃষ্টান্তের কথা আপনারা শুনেছেন আরও শুন্‌বেন, আমি এ সম্বন্ধে অধিক বল্‌তে ইচ্ছা করি না।"

শ্রীবিষ্ণুকান্ত শাস্ত্রী চতুর্থ অধিবেশনে প্রধান অতিথির অভিভাষণে বলেন,—

"নিগমকল্পতরোর্গলিতং ফলং
শুকমুখাদমৃতদ্রবসংযুতম্।
পিবত ভাগবতং রসমালয়ং মুহুরহো
রসিকা ভুবি ভাবুকাঃ।।" —ভাঃ ১।১।৩

বেদরূপ কল্পবৃক্ষের গলিত ফল শ্রীমদ্ভাগবত। শ্রীল শুকদেব গোস্বামী এই ফল আস্বাদন ক'রেছেন। এজন্য ভাগবতের অমৃতত্ব সম্বন্ধে কোন সন্দেহ নাই। স্বর্গের দেবতাগণ যে অমৃত পান ক'রেছেন তা ক্ষয়িষ্ণু। 'আলয়ং' অর্থাৎ আজীবন মৃত্যু পর্য্যন্ত ভাগবত-অমৃতই পান কর্‌তে হবে। ভাগবতামৃত পানের দ্বারা অর্থাৎ শ্রবণের দ্বারা আমাদের কি লাভ হবে? 'যস্যাং বৈ শ্রূয়মাণায়াং কৃষ্ণে পরমপুরুষে। ভক্তিরুৎপদ্যতে পুংসঃ শোকমোহভয়াপহা।।' —ভাঃ ১।৭।৭। ভগবানের কথা শুন্‌লে অতীতের জন্য দুঃখ-শোক, বর্ত্তমানের দুঃখ-মোহ এবং ভবিষ্যতের দুঃখ-ভয় নাশ হ'য়ে থাকে। শ্রীমদ্ভাগবতের মহিমা অত্যদ্ভুত। শুদ্ধভক্তি নিরপেক্ষ কর্ম্ম-জ্ঞান-যোগাদিকে অপেক্ষা করে না। পক্ষান্তরে ভক্তিরহিত হ'লে কর্ম্ম-জ্ঞানাদি ফল দিতে পারে না। 'ভক্তিমুখ নিরীক্ষক কর্ম্ম-যোগ-জ্ঞান।' বর্ণাশ্রমধর্ম্মের অধিকার বিচার কর্‌লেও, ভাগবতধর্ম্মে মনুষ্যমাত্রেরই অধিকার থাক্‌লেও ভাগবতধর্ম্মের মূল্য সর্ব্বাধিক। ভাগবত-ধর্ম্মে প্রথমেই ভগবানেতে প্রপত্তি। ভগবান্ শরণাগতকে রক্ষা করেন, পালন করেন। সেখানে তিনি জাতি, বয়স, ভাষা কিছুই দেখেন না। আমাদের অভাব থাক্‌লে, দৈন্য থাক্‌লে, নিজেদের অযোগ্যতা বুঝ্‌তে পার্‌লে, আমরা ঠাকুরের কাছে যেতে পারি। অহঙ্কারী কর্ত্তাভিমানী ব্যক্তি ঠাকুরের কাছে যেতে পারে না। দেবরাজ ইন্দ্রেরও অহঙ্কার হয়েছিল, ব্রজকে ডুবিয়ে দিতে চেয়েছিলেন, ব্রহ্মারও অহঙ্কার হয়েছিল। তা'দের অহঙ্কারকে দূরীভূত ক'রে কৃষ্ণ তা'দিগকে কৃপা ক'রেছিলেন। অসুরকুলে জাত হ'য়ে প্রহলাদ, বলি মহারাজ শুদ্ধ ভগবদ্ভক্ত হ'য়েছিলেন। ভগবান্ ভক্তির বশীভূত, তিনি জাতিকুল দেখেন না। বৃত্রাসুর অসুরকুলে আবির্ভূত হয়েও মৃত্যুর পূর্ব্বে যে সমস্ত স্তব ক'রেছেন তা শুদ্ধভক্তি সম্মত অতীব রমণীয়। 'অহং হরে তব পাদৈকমূল দাসানুদাসো ভবিতাস্মি ভূয়ঃ। মনঃ স্মরেতাসুপতের্গুণানাং গৃণীতবাক্ কর্ম্ম করোতু কায়ঃ।। ন নাকপৃষ্ঠং ন চ পারমেষ্ঠ্যং ন সার্ব্বভৌমং ন রসাধিপত্যম্। ন যোগসিদ্ধীরপুনর্ভবং বা সমঞ্জস ত্বা বিরহয্য কাঙ্ক্ষে।। অজাতপক্ষা ইব মাতরং খগাঃ স্তন্যং যথা বৎসতরাঃ ক্ষুধার্ত্তাঃ। প্রিয়ং প্রিয়েব ব্যুষিতং বিষণ্ণা মনোহর-বিন্দাক্ষ দিদৃক্ষতে ত্বাম্।।' —ভাঃ ৬।১১।২৪-২৬। আমরা যখন ভগবানের স্তবস্তুতি করি তা'তে ভগবানের মহিমা এককণাও কীর্ত্তিত হয় না বরং ভগবানের নিন্দাই হয়। ভগবান্ তা'তে রাগ করেন না, তিনি সুখী হন। যেমন, ছোট ছেলের আধ আধ ভাঙ্গা বুলি পিতামাতাকে সুখ দেয় ঠিক তদ্রূপ। এক সময়ে

একজন গুরু তাঁর শিষ্যকে এরূপ উপদেশ কর্‌লেন—'তুমি অনেক পাপ ক'রেছ, তুমি পাপী, পাপের ফল দুঃখের হাত থেকে যদি রেহাই পেতে চাও তা'হলে ভগবান্‌কে 'অঘমোচন' এইনামে ব্যাকুলভাবে ডাক।' শিষ্য গুরুদেবের উপদেশ শুনে 'ঘমোচন' 'ঘমোচন' বলে ডাক্‌তে লাগলেন। সেই সরল শিষ্যটি ভগবানের কৃপালাভ ক'রে ধন্য হ'লেন। ভগবান্ ভাষা দেখেন না, ভাব দেখেন।"

ডাঃ সমীর কুমার বিশ্বাস পঞ্চম অধিবেশনে সভাপতির অভিভাষণে বলেন,—"সর্ব্বাগ্রে শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্য মহাপ্রভুর পাদপদ্মে প্রণতি জ্ঞাপন করি। আজকের বক্তব্যবিষয় সংকীর্ত্তনধর্ম্ম প্রবর্ত্তক শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু' সম্বন্ধে অনেক জ্ঞানগর্ভ আলোচনা আমরা শুন্‌লাম। আমার ন্যায় গৃহী ব্যক্তির পক্ষে এই বিষয়ে কিছু বলা ধৃষ্টতা মাত্র। দেশ-কাল-পাত্র-ভেদে মানবগণের অধিকারানুযায়ী ভগবদারাধনার ব্যবস্থা প্রদত্ত হ'য়েছে। বর্ত্তমানযুগে অর্থাৎ কলিযুগে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু শ্রীহরিনাম সংকীর্ত্তনধর্ম্ম প্রবর্ত্তন ক'রেছেন। এযুগের মানুষ ধ্যান, যজ্ঞ, পূজা কর্‌তে অসমর্থ হওয়ায় তা'দের জন্য সর্ব্বাপেক্ষা সহজ আরাধনা হরিনাম সংকীর্ত্তন উপদিষ্ট হ'য়েছে। আজ হ'তে পাঁচশত বৎসর পূর্ব্বে দেশের পরিস্থিতি খুবই সঙ্কটাপূর্ণ ছিল। সেই সময় শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু অবতীর্ণ হ'য়ে হরিনাম সংকীর্ত্তনধর্ম্ম প্রবর্ত্তন ক'রে জাতি-বর্ণ নির্ব্বিশেষে সকলকে আলিঙ্গন ক'রে সনাতন ধর্ম্মকে রক্ষা ক'রেছিলেন। হরিনাম সংকীর্ত্তনের দ্বারা সমস্ত পাপ ধ্বংস ও সর্ব্বাভীষ্ট লাভ হয়। অধুনা পৃথিবীর সর্ব্বত্র হরিনাম সংকীর্ত্তন প্রচারিত হ'য়েছে। মহাপ্রভু ভবিষ্যদ্বাণী ক'রেছিলেন, 'পৃথিবীতে আছে যত নগরাদি গ্রাম। সর্ব্বত্র প্রচার হইবে মোর নাম॥' কলিযুগের মহামন্ত্র 'হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে। হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে॥' এই তারকব্রহ্ম-নাম কীর্ত্তনের জন্য মহাপ্রভু উপদেশ ক'রেছেন।"
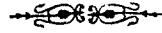
Statement about ownership and other particulars about newspaper 'Sree Chaitanya Bani'

1. Place of publication :	Sri Chaitanya Gaudiya Math 35, Satish Mukherjee Road, Calcutta-26
2. Periodicity of its publication :	Monthly
3. & 4. Printer's and Publisher's name :	Sri Mangalniloy Brahmachary
Nationality :	Indian
Address :	Sri Chaitanya Gaudiya Math 35, Satish Mukherjee Road, Calcutta-26
5. Editor's name :	Srimad Bhakti Ballabh Tirtha Maharaj
Nationality :	Indian
Address :	Sri Chaitanya Gaudiya Math 35, Satish Mukherjee Road, Calcutta-26
6. Name & Address of the owner of the newspaper :	Sri Chaitanya Gaudiya Math 35, Satish Mukherjee Road, Calcutta-26

I, Mangalniloy Brahmachary, hereby, declares that the particulars given above are true to the best of my knowledge and belief.

Sd. MANGALNILOY BRAHMACHARY
Signature of Publisher

Dated 29. 3. 1988

ত্রিদণ্ড-সন্ন্যাস গ্রহণ

নিখিল ভারত শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাতা অস্মদীয় শ্রীগুরুপাদপদ্ম নিত্যলীলা-প্রবিষ্ট ওঁ ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী মহারাজ বিষ্ণুপাদের কৃপাসিক্ত মঠবাসী দীক্ষিত শিষ্য শ্রীগোলোকনাথ দাস ব্রহ্মচারী বিগত ৩০ গোবিন্দ, ১৯ ফাল্গুন, ৩ মার্চ্চ বৃহস্পতিবার শ্রীগৌরপূর্ণিমা-তিথি শুভবাসরে জীবনের অবশিষ্টকাল কায়মনোবাক্যে একান্তভাবে মুকুন্দসেবায় আত্মনিয়োগের জন্য শ্রীমঠের বর্ত্তমান আচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজের নিকট তাঁহার সতীর্থ ত্রিদণ্ডিযতিবৃন্দের সমক্ষে শ্রীধাম মায়াপুর ঈশোদ্যানস্থ মূল শ্রীমঠে শ্রীল গুরুদেবের সমাধি মন্দিরে বৈদিক ত্রিদণ্ড-সন্ন্যাসবেষ গ্রহণ করতঃ ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রদীপ সাগর মহারাজ এই নাম প্রাপ্ত হইয়াছেন। ত্রিদণ্ডসন্ন্যাসের দশবিধ সংস্কারে সহায়তা করিয়াছেন ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসুহৃদ্ দামোদর মহারাজ। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিসৌরভ আচার্য্য মহারাজ বৈষ্ণবহোম-কার্য্য সম্পাদন করেন।

ইং ১৯৮৮ সালে শ্রীধামমায়াপুর—ঈশোদ্যানস্থ শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠে শ্রীগৌরপূর্ণিমা তিথিবাসরে গৃহীত ভক্তিশাস্ত্রী পরীক্ষার ফল

গুণানুসারে

দ্বিতীয় বিভাগ

(১) শ্রীদেবকীসুত দাস ব্রহ্মচারী, শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, কৃষ্ণনগর

(২) শ্রীবলরাম দাস, যশড়া (চাকদহ)

তৃতীয় বিভাগ

(৩) শ্রীনিতাই সাহা, সুভাষনগর, ময়নাগুড়ি

(৪) শ্রীপূর্ণিমা পাল, ষষ্ঠীতলা, কৃষ্ণনগর

শ্রীব্রজমণ্ডল-পরিক্রমা

[পূর্ব্বপ্রকাশিত ১ম সংখ্যা ২০ পৃষ্ঠার পর]

নন্দমহারাজ এখানে কালিন্দীজলে স্নান করিবার সময় বরুণদেবের দ্বারা হৃত এবং কৃষ্ণের দ্বারা পুনঃ আনীত হইয়াছিলেন বলিয়া এই স্থানের নাম নন্দঘাট।

শ্রীবৃন্দাবনে শ্রীবল্লভ ভট্ট শ্রীরূপ গোস্বামী-রচিত ভক্তিরসামৃতসিন্ধু সংশোধন করিয়া দিবেন বলিলে জীবগোস্বামী তাহা সহ্য করিতে না পারিয়া তাঁহাকে বিচারে পরাস্ত করিয়াছিলেন। ইহাতে রূপগোস্বামী অসন্তুষ্ট হইয়া তাহাকে শাসন করতঃ পূর্ব্বদেশে চলিয়া যাইতে আদেশ করিয়াছিলেন। সেই সময় জীবগোস্বামী নন্দঘাটে আসিয়া তীব্র বিরহে ফলমূল গ্রহণ করিয়া ভজন করিয়াছিলেন। কঠোর তপস্যায় অত্যন্ত জীর্ণ শীর্ণ হইয়া পড়িলে সনাতন গোস্বামী তথায় যাইয়া তাঁহার ঐরূপ অবস্থা দেখিয়া তাঁহাকে রূপ গোস্বামীর পাদপদ্মে লইয়া আসিয়াছিলেন। কেহ কেহ এইরূপও বলেন—রূপগোস্বামী ও সনাতন গোস্বামী যে দিগ্বিজয়ী পণ্ডিতকে জয়পত্র লিখিয়া দিয়াছিলেন, গুরুর মহিমা স্থাপনের জন্য জীবগোস্বামী তাঁহার সহিত বিচার করিয়া তাঁহাকে পরাস্ত করিলে রূপ গোস্বামী অপ্রসন্ন হইয়া জীবগোস্বামীকে শাসন করিয়াছিলেন। সেইহেতু নন্দঘাটে আসিয়া জীব-গোস্বামী তীব্র ভজন করিয়াছিলেন। নন্দঘাটে যাঁহারা যান তাঁহারা সেই ভজনস্থান দর্শন করিয়া তথাকার ধূলি মস্তকে ধারণ করেন।

শ্রীল গুরুদেবের কনিষ্ঠ সতীর্থ পূজ্যপাদ ত্রিদণ্ডি-স্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিকাশ হৃষীকেশ মহারাজ ভদ্রবনের মহিমা বলিতে গিয়া এইরূপ বলিতেন—কৃষ্ণ-বলরাম এখানে মস্তক মুণ্ডন করিয়া ভদ্র হইয়াছিলেন বলিয়া ইহাকে ভদ্রবন বলে। এইরূপও কিংবদন্তী শুনা যায়, কৃষ্ণের এখানে চূড়াকরণ লীলা হইয়াছিল।

ভাণ্ডীরবন ঃ—দ্বাদশবনের মধ্যে ভাণ্ডীরবনকে শ্রীভক্তিরত্নাকরে অষ্টমবন এবং আদিবরাহে একাদশ বনরূপে নির্দ্দেশ করা হইয়াছে।

'একাদশন্তু ভাণ্ডীরং যোগিনাং প্রিয়মুত্তমম্।
তস্য দর্শনমাত্রেণ নরো গর্ভং ন গচ্ছতি ॥
ভাণ্ডীরং সমনুপ্রাপ্য বনানাং বনমুত্তমম্।
বাসুদেবং ততো দৃষ্ট্বা পুনর্জন্ম ন বিদ্যতে ॥
তস্মিন্ ভাণ্ডীরকে স্নাতো নিয়তো নিয়তাশনঃ।
সর্ব্বপাপবিনির্মুক্ত ইন্দ্রলোকং স গচ্ছতি ॥'
—আদিবরাহ

'ভাণ্ডীর-নামক একাদশবন উত্তম ও যোগিগণ-প্রিয়। ভাণ্ডীরের দর্শনমাত্রে লোক আর গর্ভে প্রবিষ্ট হয় না। সকলবন-মধ্যে উত্তম বন ভাণ্ডীরে গমন করিয়া তথায় বাসুদেব দর্শন করিলে লোকের আর পুনর্জন্ম হয় না। সে-ব্যক্তি সংযতেন্দ্রিয় ও সংযতাহারী হইয়া সেই ভাণ্ডীরে স্নানপূর্ব্বক সকল পাপ হইতে মুক্ত হইয়া ইন্দ্রলোকে গমন করিয়া থাকে।'

প্রলম্বাসুর বধ ঃ—ভদ্রবনের দুই মাইল দক্ষিণে ভাণ্ডীরবন। শ্রীকৃষ্ণ-বলরাম এখানে সখাগণের সহিত মল্লক্রীড়া করিতেন। ভাণ্ডীরবনেই শ্রীবলরাম প্রলম্বাসুরকে বধ করেন। শ্রীমদ্ভাগবত দশমস্কন্ধে ১৮শ অধ্যায়ে প্রলম্বাসুর বধলীলা বর্ণিত হইয়াছে। তাহার সংক্ষিপ্ত বিবৃতি এইরূপ—শ্রীকৃষ্ণ-বলরামের বিহারস্থলী বৃন্দাবনধাম গ্রীষ্মকালেও বসন্তঋতুর গুণে শোভাবিশিষ্ট ছিল। কৃষ্ণ-বলরাম গোপবালকগণকে লইয়া একদিন খেলাধূলায় নৃত্যগীতে প্রমত্ত হইলে প্রলম্ব নামক অসুর গোপবেশে সেখানে প্রবিষ্ট হইল। সর্ব্বজ্ঞ শ্রীকৃষ্ণ উক্ত নবাগত গোপকে কপট গোপ-বেশধারী অসুর বুঝিতে পারিয়া তাহার বধোপায় চিন্তাপূর্ব্বক তাহাকে সখারূপে গ্রহণ করিলেন। বয়স ও বলের অনুরূপ দলভুক্তভাবে খেলা করিবার জন্য গোপবালকগণকে দুইভাগে বিভক্ত করিয়া একদলের নায়ক হইলেন কৃষ্ণ, আর একদলের নায়ক বলরাম। খেলাতে এইরূপ সর্ত্ত হইল যে, যাহার দ্বারা পরাস্ত হইবে তাহাকে সে স্কন্ধে বহন করিবে। দুইদিকে দুইদল সারি হইয়া দাঁড়াইল। খেলা আরম্ভ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বলরামের পক্ষে শ্রীদাম ও বৃষভ জয়ী হইল। তখন কৃষ্ণ শ্রীদামকে ও তাঁহার পক্ষভুক্ত বালকগণের মধ্যে ভদ্রসেন বৃষভকে স্কন্ধে বহন করিল। এদিকে প্রলম্বাসুর বলরামের কাছে পরাস্ত হইয়া শ্রীকৃষ্ণের অন্তরালে বলরামকে স্কন্ধে বহন করিয়া দ্রুতগতি পলায়ন করিল। [ব্রজে বিশ্রম্ভ সখ্যরসের ইহা একটী উদাহরণ। "উবাহ কৃষ্ণো ভগবান্ শ্রীদামানাং পরাজিতঃ। বৃষভং ভদ্রসেনস্তু প্রলম্বো রোহিণীসুতম্ ॥" ভাঃ ১০।১৮।২৪। মল্লযুদ্ধে পরাজিত হইয়া ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ শ্রীদামকে, ভদ্রসেন বৃষভকে ও প্রলম্বাসুর বলদেবকে বহন করিলেন।] বলরাম অসুরের অসৎ অভিপ্রায় বুঝিতে পারিয়া তাহার স্কন্ধে গুরুভার প্রদান করিলেন। তখন বলরামকে বহন করিতে অসমর্থ হইয়া কপট গোপবেশধারী অসুর নিজমূর্ত্তি ধারণ করিল। অসুরের ভয়ঙ্কর মূর্ত্তি দর্শন করিয়া বলদেব প্রথমে শঙ্কিতভাব প্রকাশ করিলেও দৈত্যবধের জন্যই তাঁহার অবতার স্মরণ করিয়া ইন্দ্র যেরূপ বজ্রবেগে গিরিকে প্রহার করেন, সেইরূপ নিঃশঙ্কচিত্তে অপহরণকারী অসুরের মস্তকে মুষ্ট্যাঘাত করিলেন। উক্ত মুষ্ট্যাঘাতে প্রলম্বাসুরের মস্তক বিদীর্ণ হইল। সে রক্তবমি করিতে করিতে ভূতলশায়ী হইয়া প্রাণত্যাগ করিল। বলদেবের এই অলৌকিক কার্য্য দেখিয়া গোপগণ ও দেবতাগণ সাধুবাদ প্রদান করতঃ ভূয়সী প্রশংসা করিতে লাগিলেন। শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর প্রলম্বাসুর বধের তাৎপর্য্য সম্বন্ধে লিখিয়াছেন—স্ত্রী-লাম্পট্য, লাভ, পূজা, প্রতিষ্ঠাশার প্রতীক প্রলম্বাসুর। শ্রীবলদেবের কৃপায় এই অনর্থগুলি দূরীভূত হইলে কৃষ্ণসান্নিধ্য লাভের যোগ্যতা হয়।

ভাণ্ডীরবট, বেণুকূপ প্রভৃতি ঃ—ভদ্রবন হইতে ভাণ্ডীরবনে যাইবার জন্য বাসযোগে ভক্তবৃন্দ রওনা হইলে বাসওয়ালারা ভদ্রবনের ভিতরে বাস যাইবার রাস্তা না থাকায় বড় রাস্তায় ভক্তগণকে নামাইয়া দিলেন। তথা হইতে ভাণ্ডীরবনের দর্শনীয় গ্রামটি প্রায় ছয় ফার্লং। ভক্তগণ বনের শোভা দেখিতে দেখিতে সংকীর্ত্তন-সহযোগে সেইস্থানে পৌঁছিলেন। সেখানকার দর্শনীয় **ভাণ্ডীরবট বা অক্ষয়বট, বংশী-কূপ (বেণুকূপ)**, দাউজীর মন্দির, রাধাকৃষ্ণের ঝুলনমন্দির, ঝুলনমন্দিরে রাধাকৃষ্ণের নীচে অষ্ট-সখীর অবস্থিতি প্রভৃতি। শ্রীল নরহরি চক্রবর্ত্তী

ঠাকুর ভক্তিরত্নাকরে ভাণ্ডীরবটের মহিমা বর্ণন-প্রসঙ্গে লিখিয়াছেন—একদিন কৃষ্ণ ভাণ্ডীরবটের তলায় একাকী অবস্থান করতঃ বংশীবাদন করিলে উক্ত বংশীধ্বনি শুনিয়া শ্রীমতী রাধারাণী অধৈর্য্য হইয়া গোপীগণসহ শীঘ্র তথায় আসিয়া কৃষ্ণের সহিত মিলিত হইলেন। রাধাকৃষ্ণের মিলনে পরমানন্দের প্রাকট্য হইল। রাধারাণী কৃষ্ণকে সখাগণের সহিত এখানে কি ক্রীড়া করেন জিজ্ঞাসা করিলে কৃষ্ণ গর্ব্ব-ভরে বলিলেন—'আমি মল্লবেশ ধরিয়া এখানে সখা-গণের সহিত মল্লযুদ্ধ করি। আমি মল্লযুদ্ধে সকলকে পরাস্ত করি, কেহই আমার সহিত পারে না।' কৃষ্ণের সদম্ভ বচন শুনিয়া রাধারাণীর প্রধানা সখী ললিতা-দেবী হাসিয়া কহিলেন—'আমরাও এখানে মল্লবেশে সজ্জিত হইয়া মল্লযুদ্ধ করিব। দেখি কে আমাদিগকে হারাইতে পারে।' ইহা শুনিয়া কৃষ্ণ আস্ফালন করিয়া মল্লযুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন। ভীষণ মল্লযুদ্ধ আরম্ভ হইল। কেহই কাহাকে পরাজয় করিতে পারিলেন না।

'মল্লীকৃত্য নিজাঃ সখীঃ প্রিয়তমা গর্ব্বেণ সম্ভাবিতা
মল্লীভূয় মদীশ্বরী রসময়ী মল্লত্বমুৎকণ্ঠয়া।
যস্মিন্ সম্যগুপেয়ুষা বকভিদা রাধা নিযুদ্ধং মুদা
কুর্বাণা মদনস্য তোষমতনোত্তাণ্ডীরকং তং ভজে॥'
—দাস গোস্বামী রচিত স্তবাবলীর অন্তর্গত
ব্রজবিলাস-স্তবের ৯৩ শ্লোক

'যথায় আমার অধীশ্বরী কৃষ্ণপ্রিয়তমা রসময়ী শ্রীরাধা মল্লযুদ্ধের কৌতূহলবশতঃ স্বয়ং মল্লবেশে সজ্জিতা হইয়া ও নিজসখীগণকে মল্লবেশে সজ্জিত করিয়া গর্ব্বিতা হইয়াছিলেন এবং মল্লবেশধারী বকারি কৃষ্ণের সহিত আনন্দভরে মল্লযুদ্ধ করিয়া মদনের আনন্দবর্দ্ধন করিয়াছিলেন, আমি সেই ভাণ্ডীরকে ভজনা করি।'

স্থানীয় ব্রজবাসিগণ স্থানের মহিমা বলিতে গিয়া এইরূপও বলেন—ভাণ্ডীরবটের তলায় রাধাকৃষ্ণের বিবাহলীলা সম্পাদিত হইয়াছিল।

এইস্থানে সখাগণ তৃষ্ণার্ত্ত হইলে কৃষ্ণ বংশীর দ্বারা কূপ খনন করতঃ কূপের জলের দ্বারা সখাগণের তৃষ্ণা নিবারণ করিয়াছিলেন। আবার কেহ কেহ এইরূপও বলেন, কৃষ্ণ বংশীধ্বনি করিলে বংশী-ধ্বনিতে আকৃষ্ট হইয়া পাতাল হইতে সুশীতল জল উপরে উঠিয়া আসে ও সখাগণের তৃষ্ণা নিবারণ করে।

ভাণ্ডীরবনের নিকটে মুঞ্জাটবী* বা ঈষিকাটবী, যেস্থানে কৃষ্ণ **দাবানল পান** করিয়াছিলেন। গোপ-বালকগণ ক্রীড়ায় প্রমত্ত হইলে গাভীগণ স্বাধীনভাবে বিচরণ করিতে করিতে দুর্গম বনমধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া-ছিল। সেখানে অকস্মাৎ দাবানল প্রজ্বলিত হইয়া উঠায় গাভীগণ সন্তপ্ত ও তৃষ্ণার্ত্ত হইয়া দৌড়াইতে দৌড়াইতে ঈষিকাবনে ঢুকিয়া পড়ে। এদিকে গোপ-বালকগণ খেলা হইতে নিবৃত্ত হইলে গাভীগণকে দেখিতে না পাইয়া অত্যন্ত উদ্বিগ্ন হইয়া তাহাদিগকে অন্বেষণ করিতে লাগিলেন। ভূমিতে গাভীর পদ-চিহ্ন এবং তাহাদের দাঁতের দ্বারা ছিন্ন তৃণাদি লক্ষ্য করিয়া চলিতে চলিতে তাহারা পথভ্রষ্ট গোধনগণকে শরবনে দেখিতে পাইলেন। গাভীগণকে উদ্ধার করিয়া ফিরিবারকালে গোপবালকগণ দাবানলদ্বারা আক্রান্ত হইলে তাহারা ভীত হইয়া কৃষ্ণের শরণাপন্ন হইলেন। যোগাধীশ কৃষ্ণ গোপবালকগণকে বলিলেন—'তোমরা চক্ষু বন্ধ কর, এখনই আমি তোমাদিগকে দাবানল হইতে রক্ষা করিতেছি।' সখাগণ সঙ্গে সঙ্গে চক্ষু মুদ্রিত করিলেন। কৃষ্ণও মুহূর্ত্তমধ্যে সেই সুতীব্র দাবানল† পান করিয়া ফেলিলেন। তৎপরে কৃষ্ণ সখাগণকে লইয়া ভাণ্ডীরবনে ফিরিয়া আসিলেন। গোপবালকগণ কৃষ্ণের আশ্চর্য্য যোগবল দর্শন করিয়া তাঁহাকে পরদেবতা জ্ঞানে স্তব করিতে করিতে গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন।

'দেখহ 'ভাণ্ডীরবট'-স্থান অনুপম।
এথা ভাল বিলসয়ে কৃষ্ণ-বলরাম॥
সখাসহ মল্লবেশে খেলা খেলাইতে।
প্রলম্ব-অসুর আসি' মিশাইল তা'তে॥
বলরাম কৌতুকে প্রলম্ব-বধ কৈলা।
সখাসহ ভাণ্ডীরে কৃষ্ণের নানা লীলা॥'
—ভক্তিরত্নাকর ৫।১৫৬৯-৭১ (ক্রমশঃ)

* মুঞ্জাটবী—মুঞ্জ+অটবী। মুঞ্জ শব্দের অর্থ তৃণ এবং 'অটবীর' অর্থ কানন।

† দাবানল—শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর—'নাস্তিকাদি-দ্বারা ধর্ম্ম ও ধার্ম্মিকের প্রতি উপদ্রব' এর প্রতীক 'দাবানল' এইরূপ বলিয়াছেন। কৃষ্ণই এই দাবানল হইতে উদ্ধার করিতে পারেন।

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ হইতে প্রকাশিত গ্রন্থাবলী

(১) প্রার্থনা ও প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা—শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর রচিত
(২) শরণাগতি—শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর রচিত
(৩) কল্যাণকল্পতরু ,, ,, ,,
(৪) গীতাবলী ,, ,, ,,
(৫) গীতমালা ,, ,, ,,
(৬) জৈবধর্ম্ম ,, ,, ,,
(৭) শ্রীচৈতন্য-শিক্ষামৃত ,, ,, ,,
(৮) শ্রীহরিনাম-চিন্তামণি ,, ,, ,,
(৯) শ্রীশ্রীভজনরহস্য ,, ,, ,,
(১০) মহাজন-গীতাবলী (১ম ভাগ)—শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর রচিত ও বিভিন্ন মহাজনগণের রচিত গীতিগ্রন্থসমূহ হইতে সংগৃহীত গীতাবলী
(১১) মহাজন-গীতাবলী (২য় ভাগ) ঐ
(১২) শ্রীশিক্ষাষ্টক—শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমহাপ্রভুর স্বরচিত (টীকা ও ব্যাখ্যা সম্বলিত)
(১৩) উপদেশামৃত—শ্রীল শ্রীরূপ গোস্বামী বিরচিত (টীকা ও ব্যাখ্যা সম্বলিত)
(১৪) SREE CHAITANYA MAHAPRABHU, HIS LIFE AND PRECEPTS ; by Thakur Bhaktivinode
(১৫) ভক্ত-ধ্রুব—শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ সঙ্কলিত
(১৬) শ্রীবলদেবতত্ত্ব ও শ্রীমন্মহাপ্রভুর স্বরূপ ও অবতার—ডাঃ এস্ এন্ ঘোষ প্রণীত
(১৭) শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা [শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তীর টীকা, শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের মর্ম্মানুবাদ, অন্বয় সম্বলিত]
(১৮) প্রভুপাদ শ্রীশ্রীল সরস্বতী ঠাকুর (সংক্ষিপ্ত চরিতামৃত)
(১৯) গোস্বামী শ্রীরঘুনাথ দাস—শ্রীশান্তি মুখোপাধ্যায় প্রণীত
(২০) শ্রীশ্রীগৌরহরি ও শ্রীগৌরধাম-মাহাত্ম্য
(২১) শ্রীধাম ব্রজমণ্ডল পরিক্রমা—দেবপ্রসাদ মিত্র
(২২) শ্রীশ্রীপ্রেমবিবর্ত্ত—শ্রীগৌর-পার্ষদ শ্রীল জগদানন্দ পণ্ডিত বিরচিত
(২৩) শ্রীভগবদর্চ্চনবিধি—শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ সঙ্কলিত
(২৪) শ্রীব্রজমণ্ডল-পরিক্রমা ,, ,, ,, ,,
(২৫) শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত—শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী-কৃত
(২৬) শ্রীচৈতন্যভাগবত—শ্রীল বৃন্দাবনদাস ঠাকুর রচিত
(২৭) শ্রীশ্রীকৃষ্ণবিজয়—গুণরাজ খাঁন বিরচিত শ্রীমন্মহাপ্রভুর শ্রীমুখে উচ্চ প্রশংসিত বাংলা ভাষার আদিকাব্যগ্রন্থ
(২৮) একাদশীমাহাত্ম্য—শ্রীমদ্ভক্তিবিজয় বামন মহারাজ কর্ত্তৃক সঙ্কলিত

Regd. No. WB/SC-258

Sree Chaitanya Bani
35, Satish Mukherjee Road
Calcutta-26

BOOK POST

Serial No.
To
Name.........................
Vill.........................
P. O.........................
Dist.........................
Pin.........................

★◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆★

নিয়মাবলী

১। "শ্রীচৈতন্য-বাণী" প্রতি বাঙ্গালা মাসের ১৫ তারিখে প্রকাশিত হইয়া দ্বাদশ মাসে দ্বাদশ সংখ্যা প্রকাশিত হইয়া থাকেন। ফাল্গুন মাস হইতে মাঘ মাস পর্য্যন্ত ইহার বর্ষ গণনা করা হয়।

২। বার্ষিক ভিক্ষা ১২.০০ টাকা, ষাণ্মাসিক ৬.০০ টাকা, প্রতি সংখ্যা ১.০০ টাকা। ভিক্ষা ভারতীয় মুদ্রায় অগ্রিম দেয়।

৩। জ্ঞাতব্য বিষয়াদি অবগতির জন্য রিপ্লাই কার্ডে কার্য্যাধ্যক্ষের নিকট নিম্নলিখিত ঠিকানায় পত্র ব্যবহার করিয়া জানিয়া লইতে হইবে।

৪। শ্রীমন্মহাপ্রভুর আচরিত ও প্রচারিত শুদ্ধভক্তিমূলক প্রবন্ধাদি সাদরে গৃহীত হইবে। প্রবন্ধাদি প্রকাশিত হওয়া সম্পাদক-সঙ্ঘের অনুমোদন সাপেক্ষ। অপ্রকাশিত প্রবন্ধাদি ফেরৎ পাঠান হয় না। প্রবন্ধ কালিতে স্পষ্টাক্ষরে একপৃষ্ঠায় লিখিত হওয়া বাঞ্ছনীয়।

৫। পত্রাদি ব্যবহারে গ্রাহকগণ গ্রাহক নম্বর উল্লেখ করিয়া পরিষ্কারভাবে ঠিকানা লিখিবেন। ঠিকানা পরিবর্ত্তিত হইলে এবং কোন সংখ্যা ঐ মাসের শেষ তারিখের মধ্যে না পাইলে কার্য্যাধ্যক্ষকে জানাইতে হইবে। তদন্যথায় কোনও কারণেই পত্রিকার কর্ত্তৃপক্ষ দায়ী হইবেন না। পত্রোত্তর পাইতে হইলে রিপ্লাই কার্ডে লিখিতে হইবে।

৬। ভিক্ষা, পত্র ও প্রবন্ধাদি কার্য্যাধ্যক্ষের নিকট নিম্নলিখিত ঠিকানায় পাঠাইতে হইবে।

কার্য্যালয় ও প্রকাশস্থান ঃ—

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ৩৫, সতীশ মুখার্জ্জী রোড, কলিকাতা-৭০০০২৬ ফোন ঃ ৪৬-৫৯০০

মুদ্রণালয় ঃ— শ্রীচৈতন্যবাণী প্রেস, ৩৪।১এ, মহিম হালদার ষ্ট্রীট, কালীঘাট, কলিকাতা-৭০০০২৬

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাতা নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ ১০৮শ্রী
শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী মহারাজ বিষ্ণুপাদ প্রবর্ত্তিত
একমাত্র-পারমার্থিক মাসিক পত্রিকা

অষ্টাবিংশ বর্ষ—৩য় সংখ্যা
বৈশাখ, ১৩৯৫

সম্পাদক-সঙ্ঘপতি
পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রমোদ পুরী মহারাজ

সম্পাদক
রেজিষ্টার্ড শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠানের বর্ত্তমান আচার্য্য ও সভাপতি
ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ

সহকারী সম্পাদক-সঙ্ঘ ঃ—

১। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসুহৃদ্ দামোদর মহারাজ। ২। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিজ্ঞান ভারতী মহারাজ।

কার্য্যাধ্যক্ষ ঃ—

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিললিত গিরি মহারাজ

প্রকাশক ও মুদ্রাকর ঃ—

মহোপদেশক শ্রীমঙ্গলনিলয় ব্রহ্মচারী, ভক্তিশাস্ত্রী, বিদ্যারত্ন, বি, এস্-সি

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, তৎশাখা মঠ ও প্রচারকেন্দ্রসমূহ ঃ—

মূল মঠ ঃ—১। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ঈশোদ্যান, পোঃ শ্রীমায়াপুর-৭৪১৩১৩ (নদীয়া)

প্রচারকেন্দ্র ও শাখামঠ ঃ—

২। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ৩৫, সতীশ মুখার্জ্জি রোড, কলিকাতা-৭০০০২৬। ফোন ঃ ৪৬-৫৯০০

৩। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, গোয়াড়ী বাজার, পোঃ কৃষ্ণনগর-৭৪১১০১ (নদীয়া)

৪। শ্রীশ্যামানন্দ গৌড়ীয় মঠ, পোঃ ও জেঃ মেদিনীপুর-৭২১১০১

৫। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, মথুরা রোড, পোঃ বৃন্দাবন-২৮১১২১ (মথুরা)

৬। শ্রীবিনোদবাণী গৌড়ীয় মঠ, ৩২, কালিয়দহ, পোঃ বৃন্দাবন-২৮১১২১ (মথুরা)

৭। শ্রীগৌড়ীয় সেবাশ্রম, মধুবন মহোলি, পোঃ কৃষ্ণনগর, জেঃ মথুরা

৮। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, দেওয়ান দেউড়ী, হায়দ্রাবাদ-৫০০০০২ (অঃ প্রঃ) ফোন ঃ ৫২২০০১

৯। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, পল্টন বাজার, পোঃ গৌহাটী-৭৮১০০৮ (আসাম) ফোন ঃ ২৭১৭০

১০। শ্রীগৌড়ীয় মঠ, পোঃ তেজপুর-৭৮৪০০১ (আসাম)

১১। শ্রীল জগদীশ পণ্ডিতের শ্রীপাট, পোঃ যশড়া, ভায়া চাকদহ-৭৪১২২২ (নদীয়া)

১২। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, পোঃ ও জিলা গোয়ালপাড়া-৭৮৩১০১ (আসাম)

১৩। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, সেক্টর—২০বি, পোঃ চণ্ডীগড়-১৬০০২০ (পাঞ্জাব) ফোন ঃ ২৩৭৮৮

১৪। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, গ্র্যাণ্ড রোড্, পোঃ পুরী-৭৫২০০১ (ওড়িষ্যা)

১৫। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, শ্রীজগন্নাথমন্দির, পোঃ আগরতলা-৭৯৯০০১ (ত্রিপুরা) ফোন ঃ ৪৪৯৭

১৬। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, গোকুল মহাবন, পোঃ মহাবন-২৮১৩০৫ জিলা—মথুরা

১৭। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ১৮৭, ডি, এল রোড্, পোঃ দেরাদুন-২৪৮০০১ (ইউ, পি)

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠের পরিচালনাধীন ঃ—

১৮। সরভোগ শ্রীগৌড়ীয় মঠ, পোঃ চক্‌চকাবাজার-৭৮১৩২০ জেঃ বরপেটা (আসাম)

১৯। শ্রীগদাই গৌরাঙ্গ মঠ, পোঃ বালিয়াটী, জেঃ ঢাকা (বাংলাদেশ)

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

"চেতোদর্পণমার্জ্জনং ভবমহাদাবাগ্নি-নির্ব্বাপণং
শ্রেয়ঃকৈরবচন্দ্রিকাবিতরণং বিদ্যাবধূজীবনং।
আনন্দাম্বুধিবর্দ্ধনং প্রতিপদং পূর্ণামৃতাস্বাদনং
সর্ব্বাত্মস্নপনং পরং বিজয়তে শ্রীকৃষ্ণসংকীর্ত্তনম্ ॥"

২৮শ বর্ষ } শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, বৈশাখ, ১৩৯৫
২৬ মধুসূদন, ৫০২ শ্রীগৌরাব্দ ; ১৫ বৈশাখ, বৃহস্পতিবার, ২৮ এপ্রিল ১৯৮৮ { ৩য় সংখ্যা

শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের বক্তৃতা

[পূর্ব্বপ্রকাশিত ২য় সংখ্যা ২৩ পৃষ্ঠার পর]

গৌড়ীয় মঠের প্রচারের মত জগতের পারমার্থিক ইতিহাসে এমন মহা-বিপ্লবের ইতিহাস আর ক'টা হ'য়েছে পারমার্থিকগণ বিচার করবেন। গৌড়ীয় মঠের প্রত্যেক লোক আত্মোৎসর্গ করেছেন—মানুষের কাছে যেটা প্রথম-মুখে সম্পূর্ণ অভিনব—কত বড় একটা বিপ্লব, সেইরূপ কথা প্রচার কর্ছেন। তাঁ'রা জগতের লাখ্ লাখ্ পণ্ডিতম্মন্য ব্যক্তিগণের ভয়ে ভীত নহেন,—তাঁ'রা লম্পটগণের কাপট্যলাম্পট্য প্রশ্রয় দেবার জন্য প্রস্তুত নহেন। জগতের অসংখ্য অসংখ্য কৃষ্ণবহির্ম্মুখ-জীবনের দুর্ব্বুদ্ধি একচ্ছত্র অপ্রাকৃত—রাজরাজেশ্বর বিশ্বম্ভরের রাজস্ব অপহরণ কর্‌বার জন্যে যে সকল Policy devise (মতলব আঁট্‌ছে) ক'রেছে, সেই দুর্ব্বুদ্ধিকে গৌড়ীয় মঠ যূপকাষ্ঠে বলি দিতে প্রস্তুত, তাঁ'রা জগতের কাছে এক পয়সা চান না তাঁ'রা জগৎকে পূর্ণ বস্তু—চেতন বস্তু চৈতন্যদেবকে সম্পূর্ণভাবে প্রদান কর্‌তে চান। তাঁ'রা বলেন,—যাঁ'র কাছে যা' কিছু সম্পত্তি গচ্ছিত আছে, সব সর্ব্বেশ্বর কৃষ্ণের চরণে ডালি দাও। যাঁ'রা যাঁ'রা সর্ব্বস্ব ভগবানের চরণে দিতে প্রস্তুত, গৌড়ীয় মঠ তাঁ'দিগকে ভগবৎপাদপদ্মের পূর্ণ সন্ধান দিয়ে থাকেন।

গৌড়ীয় মঠ খাওয়া-দাওয়ার জন্য একটা আড্ডা নহে—মলমূত্রের মাত্রা বৃদ্ধি করার জন্য খাওয়া-দাওয়া বা ধূমপানের দোকান খোলা গৌড়ীয় মঠের উদ্দেশ্য নহে। ধূমপানপ্রিয়, কৃষ্ণভক্তি বিনা ইতর-কার্য্যতৎপর ব্যক্তিগণকে সত্যকথা শুন্‌বার অবসর দিবার জন্যে—তা'দের মঙ্গল কর্‌বার জন্যে গৌড়ীয় মঠের উৎসবাদি।

কৃষ্ণের উৎকট প্রেমাকে নাকচ্ ক'রে নিজের ঘৃণিত লাম্পট্য বৃদ্ধি কর্‌বার জন্য আমরা ভগবান্‌কে "নিরাকার" শব্দে অভিহিত কর্‌তে চাই। ভগবানের নিত্যরূপ নেই—ভগবান্ হস্তপদাদিরহিত হ'লেই আমরা রূপবান্ ও হস্ত-পদাদি সহিত হ'য়ে বেশ দুনিয়া লুট্‌তে পারি! আর ভগবানের যদি রূপ না থাক্‌ল—চক্ষু না থাক্‌ল, তা' হ'লে আমরা গোপনে ব্যভিচার করি—আর যা'ই করি না কেন, ভগবান্

ত' আর তা' দেখ্‌তে পাবেন না! আমরা মনে করি, কনক-কামিনী-প্রতিষ্ঠাগুলি কিংবা এই দুনিয়া-টা আমাদের ভোগ্য ; ভগবানের ভোগ্য নহে। এই-জন্য ভগবান্‌কে নির্ব্বিশেষ কর্‌বার জন্য আমাদের আন্তরিক চেষ্টা। এক শুদ্ধ ভগবদ্ভক্ত ব্যতীত কর্ম্মী, জ্ঞানী, যোগী, তপস্বী সকলেই ভগবান্‌কে নির্ব্বিশেষ কর্‌তে চা'ন। জগতের সকল মনোধর্ম্মি লোকেরই ভগবান্‌কে নির্ব্বিশেষ কর্‌বার জন্য আন্তরিক চেষ্টা। তাঁ'রা মনে করেন, ভোগ আমরা কর্‌বো—প্রতিষ্ঠা আমরা পাবো—ভগবান্ পাবেন কেন?

কিন্তু গৌড়ীয় মঠ শ্রুতির অনুসরণ ক'রে বলেন,—ভগবান্‌ই সব ভোগ কর্‌বেন—ভগবানেই উৎকট আসক্তি থাক্‌বে। একটা বিচারে ও ভাষায় যা'কে 'লাম্পট্য' বলা যায়, আবার আর একটা বিচারে ও ভাষায় স্থানান্তরে তা'কেই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ নীতি বলা যেতে পারে। যখন পরা ও অপরা সকল সম্পদের মালিকই কৃষ্ণ, তখন তাঁ'র সম্পত্তি তিনি ভোগ কর্‌বেন। এতে অনৈতিকতা বা কিছু আপত্তিজনক লাম্পট্য থাক্‌তে পারে না। আবার এ জগতের জীবের পক্ষে যে লাম্পট্যটা অত্যন্ত হেয়, ঘৃণিত, সেইটাই কৃষ্ণের পক্ষে অনিন্দ্য, চিদ্ধামে পরমোপাদেয় ও নিত্যরসের চমৎ-কারিতাবর্দ্ধনকারী।

আত্মবঞ্চক লুব্ধ ভোগিসম্প্রদায় ও ত্যাগিসম্প্রদায় মনে করে, নরকে যা'বার জন্য ভোগ কর্‌বো ত' আমরা—দোলা ঘোড়া চড়্‌বো—অট্টালিকায় বাস কর্‌বো—ভাল ভাল রূপ দেখ্‌বো—সুন্দর গন্ধ শুঁক্‌বো—চর্ব্ব-চূষ্য-লেহ্য-পেয় আস্বাদন কর্‌বো—মধুর স্বর শুন্‌বো—কোমল জিনিষ স্পর্শ কর্‌বো! আর ত্যাগী ও-গুলিকে বেশীদিন ভোগ কর্‌তে পারে না ব'লে, স্ত্রৈণের স্ত্রীর সঙ্গে ঝগ্‌ড়া করার ন্যায় ভোগ্য বস্তুগুলির ওপর ক্রোধ ক'রে একটা ফল্গুত্যাগের পোষাক নিয়ে থাকে। ত্যাগী—অতৃপ্ত-আসক্ত ক্রোধী ও ভোগী মাত্র। ঐরূপ ত্যাগ ও ভোগের কথা গৌড়ীয় মঠ বলেন না। গৌড়ীয় মঠ বলেন,—কৃষ্ণই অদ্বিতীয় ভোক্তা, কৃষ্ণই দোলা-ঘোড়া চড়্‌বেন—কৃষ্ণই অট্টালিকায় বাস কর্‌বেন—কৃষ্ণের নয়নোৎসবের জন্য যাবতীয় রূপ—কৃষ্ণের জিহ্বার লাম্পট্য বর্দ্ধনের জন্যই যাবতীয় উৎকৃষ্ট ভোজ্য সামগ্রী—কৃষ্ণের মুক্তপ্রগ্রহ-স্পর্শ-মহোৎসবের জন্যই যাবতীয় সুকোমল বস্তু। ইহ জগতে যা'রা পরম-ভোক্তা কৃষ্ণের সেবা-বিস্মৃত হ'য়ে এক একটা ছোট-খাট কৃষ্ণ সেজে ব'সেছে, তা'দিগকে বিদ্ধ কর্‌বার জন্য মায়া রূপ-রস-গন্ধ-স্পর্শ-শব্দের এক একটী টোপ ফেলেছে।

মহাপ্রভুর ভক্তগণের ত্যাগ—গৌড়ীয় মঠের ত্যাগ—ফল্গুত্যাগীর ভুয়ো ত্যাগের মত নহে। কেউ বল্লেন, ইনি দশহাত কাপড় ত্যাগ ক'রে পাঁচহাত কাপড় পর্‌ছেন—কেউ বল্লেন, তিনি জুতো ত্যাগ করেছেন—কেউ বল্লেন, তিনি খাওয়া পরিত্যাগ করে-ছেন, এসব ত্যাগের চেহারা ভোগীর কাছে বাহাদুরী নিতে পারে, কিন্তু মহাপ্রভুর ভক্তগণের কাছে এগুলির কপটতা ধরা পড়ে।

গৌড়ীয় মঠের প্রত্যেক ব্যক্তির সমস্ত ধন-প্রাণ ভগবানের উপলব্ধি করিয়ে দিচ্ছে। যাঁহার যে পরিমাণে উপলব্ধি, তিনি তা'তে সেই পরিমাণে সহায়তা কর্‌ছেন। Stipend-holder—পুরুৎ-শ্রেণী—গুরুশ্রেণীর মত নিজে খাবো দাবো আর কতকগুলি মরণশীল আত্মীয়স্বজন নামধারীর ব্যভি-চার লাম্পট্য ইন্দ্রিয়তর্পণের প্রশ্রয় দেবো, এই জন্য গৌড়ীয় মঠ এক কাণা কড়ি কখনও সংগ্রহ করেন না। গৌড়ীয় মঠের সেবকগণের উদয়াস্ত পরিশ্রমের ফলে যে অর্থ সংগৃহীত হয়, তাহার শেষ 'পাই' পর্য্যন্ত জগতের (ভ্রান্তিজন্য ক্লেশপর) ইন্দ্রিয়-তর্পণের কথায় ব্যয়িত হয় না। গৌড়ীয় মঠের লোকেরা বেশী মোহনভোগ খেতে পারেন না—চা, পান, ডিম্ব, কর্কট, রক্তমাংস, তামাক, নস্য, চুরুট, সিল্কের গেরুয়া প্রভৃতি পান-ভোজনে রত হ'তে পারেন না—সকল প্রকার বোগ্‌ড়া মোটাচাউল, বিশ্বম্ভর যাহা প্রসাদরূপে প্রদান করেন, তাহাই অত্যুত্তম প্রসাদসহ গ্রহণ করেন—উদয়াস্ত ভগবৎসেবার জন্য নিযুক্ত থাকেন।

চৈতন্যচন্দ্র ৪৪০ বৎসর পূর্ব্বের লোক—তিনি ম'রে গেছেন এরূপ নহে—তিনি নিত্যকাল আছেন—তিনি গৌড়ীয় মঠকে এইকার্য্যে নিযুক্ত করেছেন।

শ্রীগৌরহরি জগতের অতিবিচক্ষণ বুদ্ধিমান্ জনগণের দ্বারা মঠবাসীকে দণ্ডিত জীবের ন্যায় কেবল ব্যবহারিক দুঃখও প্রদান করেন না। তজ্জন্য বৈষ্ণবে গুরুবুদ্ধি বিচার নষ্ট না ক'রে মঠসেবকের সেবকগণ তাঁদের সেবা করেন। মূঢ়গণেরও হিংসা কর্‌তে দেন না।
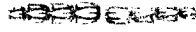
শ্রীশ্রীমদ্ভাগবতার্কমরীচিমালা

[পূর্ব্বপ্রকাশিত ২য় সংখ্যা ২৫ পৃষ্ঠার পর]

উদ্ধবো বিদুরম্ [৩।২।১১]

প্রদর্শ্যাতপ্ততপসামবিতৃপ্তদৃশাং নৃণাম্।
আদায়ান্তরধাদযস্তু স্ববিম্বং লোকলোচনম্ ॥৩৯॥

[৩।২।১৩-১৪]

যদ্ধর্ম্মসূনোবর্ত রাজসূয়ে
নিরীক্ষ্য দৃক্‌স্বস্ত্যয়নং ত্রিলোকঃ।
কার্ৎস্ন্যেন চাদ্যেহ গতং বিধাতু-
রর্বাক্‌সৃতৌ কৌশলমিত্যমন্যত ॥ ৪০ ॥

যস্যানুরাগপ্লুতহাসবাস-
লীলাবলোকপ্রতিলব্ধমানাঃ।
ব্রজস্ত্রিয়ো দৃগ্‌ভিরনুপ্রবৃত্ত-
ধিয়োঽবতস্থুঃ কিল কৃত্যশেষাঃ ॥৪১॥

[৩।২।২১, ২৩]

স্বয়ন্ত্বসাম্যাতিশয়স্ত্র্যধীশঃ
স্বারাজ্যলক্ষ্ম্যাপ্তসমস্তকামঃ।
বলিং হরিদ্ভিশ্চিরলোকপালৈঃ
কিরীটকোটীড়িতপাদপীঠঃ ॥ ৪২ ॥

অহো বকীয়ং স্তনকালকূটং
জিঘাংসয়াপায়য়দপ্যসাধ্বী।
লেভে গতিং ধাত্র্যুচিতাং ততোঽন্যং
কং বা দয়ালুং শরণং ব্রজেম ॥ ৪৩ ॥

শ্রীমদ্গোলোকীয়নিত্যলীলা চিচ্ছক্ত্যা আনীতা [৩।২।২৭, ২৯, ৩৪]

পরীতো বৎসপৈর্বৎসাংশ্চারয়ন্ ব্যহরদ্বিভুঃ।
যমুনোপবনে কূজদ্দ্বিজসঙ্কুলিতাঙ্ঘ্রিপে ॥ ৪৪ ॥

শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-কৃত "মরীচিপ্রভা"-নাম্নী ব্যাখ্যা

অবিদ্যাতাপতপ্ত ব্যক্তিদিগের অবিতৃপ্ত চক্ষুকে স্ববিম্ব লোকলোচন শ্রীমূর্ত্তি দেখাইয়া অন্তর্দ্ধান হইলেন। সেই গোলোকস্থিত নিত্য গোবিন্দমূর্ত্তির প্রকাশান্তর শ্রীব্রজেন্দ্রনন্দন-মূর্ত্তি। লোকসকল প্রাকৃত। যদ্দৃষ্টে অপ্রাকৃত তত্ত্ব দৃষ্ট হয় তাহাই লোকলোচন ॥ ৩৯ ॥

ত্রিলোকস্থিত ব্যক্তিগণ ধর্ম্মপুত্র যুধিষ্ঠিরের রাজসূয়-যজ্ঞে জীবের দৃক্ স্বস্ত্যয়ন (মঙ্গলদর্শন) কৃষ্ণরূপ দেখিয়া বিধাতার মানব-নির্ম্মাণের কৌশলের পরাকাষ্ঠা বলিয়া মনে করিয়াছিল ॥ ৪০ ॥

যাঁহার অনুরাগপ্লুত হাস্য-লাস্য লীলা অবলোকন করিয়া নিজের বহুভাগ্য লাভ করতঃ ব্রজস্ত্রীগণ চক্ষু-সংলগ্নরূপে অনুপ্রবৃত্তবুদ্ধি হইয়া সমস্ত কৃত্য শেষ হইয়াছে, এরূপভাবে অবস্থান করিয়াছিলেন ॥৪১॥

কৃষ্ণ কেমন? তিনি স্বয়ং ত্রিশক্তির অধীশ্বর। তাঁহার সমান বা অধিক কেহ নাই। (তিনি) স্বীয় চিদ্রাজ্যলক্ষ্মীসেবিত, পূর্ণকাম, লোকপালগণদ্বারা প্রদত্ত উপহার এবং তদীয় কিরীটকোটি-স্পৃষ্ট ও স্তুতপাদপীঠ ॥ ৪২ ॥

অহো? আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে বক-ভগিনী পূতনা কৃষ্ণকে মারিবার আশায় অসাধ্বীভাবে স্তন-কালকূট পান করাইয়াও ধাত্রীপ্রাপ্য গতি লাভ করিয়াছিল। অতএব কৃষ্ণ বিনা আর কে দয়ালু আছে যে, তাঁহার শরণাপন্ন হইব? ৪৩ ॥

কিছু কিছু গোলোকীয় অষ্টকালীন লীলাও বর্ণিত হইয়াছে। বৎসপালদিগের দ্বারা বেষ্টিত হইয়া কূজনকারি পক্ষিসমূহাশ্রিত-বৃক্ষমণ্ডিত যমুনা-কূলে বৎসচারণ করিতে করিতে কৃষ্ণ বিহার করেন ॥৪৪॥

স এব গোধনং লক্ষ্ম্যা নিকেতং সিতগোবৃষম্।
চারয়ন্ননুগান্ গোপান্ রণদ্বেণুররীরমৎ ॥৪৫॥

শরশ্ছশিকরৈর্মৃষ্টং মানয়ন্ রজনীমুখম্।
গায়ন্ কলপদং রেমে স্ত্রীণাং মণ্ডলমণ্ডনঃ ॥৪৬॥

নিত্যলীলাগতনাম্নামপি নিত্যতা। গর্গঃ নন্দম্। [১০।৮।১৩]
আসন্ বর্ণাস্ত্রয়োহ্যস্য গৃহ্ণতোহনুযুগং তনূঃ।
শুক্লো রক্তস্তথা পীত ইদানীং কৃষ্ণতাং গতঃ ॥৪৭॥

[১০।৮।১৫]
বহূনি সন্তি নামানি রূপাণি চ সুতস্য তে।
গুণকর্ম্মানুরূপাণি তান্যহং বেদ নো জনাঃ ॥৪৮

শ্রবণফলমপি। রুক্মিণী কৃষ্ণম্। [১০।৫২।৩৭]
শ্রুত্বা গুণান্ ভুবনসুন্দর শৃণ্বতাং তে
নির্ব্বিশ্য কর্ণবিবরৈর্হরতোহঙ্গতাপম্।
রূপং দৃশাং দৃশিমতামখিলার্থলাভং
ত্বয্যচ্যুতাবিশতি চিত্তমপত্রপং মে ॥ ৪৯ ॥

শৌনকাদয়ঃ সূতম্। [১।১৮।১৪]
কো নাম তৃপ্যেদ্রসবিৎ কথায়াং
মহত্তমৈকান্তপরায়ণস্য।
নান্তং গুণানামগুণস্য জগ্মু-
র্যোগেশ্বরা যে ভবপাদ্মমুখ্যাঃ ॥ ৫০ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতার্কমরীচিমালায়াং ভগবৎসম্বন্ধ-জ্ঞানবিষয়ে ভগবচ্ছক্তিতত্ত্বনিরূপণং নাম পঞ্চমঃ কিরণঃ।

তিনি লক্ষ্মীর আবাসভূমি। শ্বেত-গো-বৃষ-মিলিত গোধনসহিত অনুগত গোপসমভিব্যাহারে বংশীবাদনপূর্ব্বক গোচারণ করেন ॥ ৪৫ ॥

শরচ্চন্দ্রের কিরণ-মার্জ্জিত রজনীতে আনন্দিত হইয়া (শ্রীকৃষ্ণ) কলগীত গান করতঃ স্ত্রীগণের মণ্ডলে মণ্ডনস্বরূপে রমণ করিয়াছিলেন। শারদীয় রসের নিত্যতা কথিত হইল ॥ ৪৬ ॥

গর্গ কহিলেন,—হে নন্দ! তোমার নন্দনের পূর্ব্বে তিনটী বর্ণ প্রকাশ হইয়াছিল অর্থাৎ শুক্ল, রক্তবর্ণ ও পীতবর্ণ। প্রতি যুগে ইনি শরীর প্রকট করেন। এখন কৃষ্ণতা প্রকট করিয়াছেন ॥ ৪৭ ॥

ইঁহার গুণকর্ম্মানুরূপ অনেক নাম ও রূপ আছে। সেগুলি আমি শাস্ত্র দ্বারা জানি কিন্তু সাধারণ লোকে জানে না ॥ ৪৮ ॥

(কৃষ্ণকথা) শ্রবণ-ফল শ্রীরুক্মিণী (শ্রীকৃষ্ণকে) লিখিলেন,—"হে ভুবনসুন্দর! হে অচ্যুত! শ্রবণ-শক্তি যাঁহাদের আছে, তাঁহাদের কর্ণবিবরদ্বারা প্রবিষ্ট তোমার গুণগণ তাপ হরণ করে। যাঁহাদের দর্শন-শক্তি আছে তাঁহারা চক্ষুদ্বারা তোমার রূপ দর্শন করিয়া অখিলার্থ লাভ করেন। তোমার রূপ-গুণ শ্রবণ করিয়া আমার চিত্ত তোমাতে নির্লজ্জ হইয়া প্রবেশ করিয়াছে" ॥ ৪৯ ॥

(শৌনকাদি ঋষিগণ শ্রীসূত গোস্বামীকে বলিতে-ছেন),—মহত্তমদিগের একান্ত পরায়ণ শ্রীকৃষ্ণ; তাঁহার কথা শুনিয়া কে তৃপ্তিলাভ করে অর্থাৎ যত তাঁহার কথা শুনেন ততই শুনিতে আগ্রহ বৃদ্ধি হয়। ব্রহ্মা-শিব প্রভৃতি যোগেশ্বরগণ অগুণস্বরূপ যে শ্রীকৃষ্ণ, তাঁহার গুণসকল গান করিতে করিতে অন্ত পান নাই ॥ ৫০ ॥

হ্লাদিনীসারসম্প্রাপ্তা রাধাশক্তিপরাৎপরা।
সৈব গৌরমহালক্ষ্মী র্ভজে গৌড়ে গদাধরম্ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতার্কমরীচিমালায়াং সম্বন্ধজ্ঞানবিষয়ে ভগবৎ-শক্তি-বর্ণনে পঞ্চম-কিরণে মরীচি-প্রভানাম-গৌড়ীয়ব্যাখ্যা সমাপ্তা।

বৈশাখমাস-মাহাত্ম্য

[পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রমোদ পুরী মহারাজ]

সাত্বতস্মৃতিরাজ শ্রীহরিভক্তিবিলাস গ্রন্থের ১৪শ বিলাসে পদ্মপুরাণের পাতাল খণ্ডের নারদাম্বরীষ-সংবাদ তথা বরাহ-ধরণীসংবাদাদি হইতে বহু শ্লোক উদ্ধার করিয়া বলা হইয়াছে—

"ন মাধবসমো মাসো ন মাধবসমো বিভুঃ।
পোতোহধিদুরিতাম্ভোধিমজ্জমানজনস্য যঃ ॥
দত্তং জপ্তং হুতং স্নাতং যদ্ভক্ত্যা মাসি মাধবে।
তদক্ষয়ং ভবেদ্ভূপ পুণ্যং মাধববল্লভে ॥"
—হঃ ভঃ বিঃ ১৪।১২২-১২৩

অর্থাৎ যেরূপ শ্রীকৃষ্ণসদৃশ ঈশ্বর নাই, সেরূপ অতীব পাপ-সাগরে নিমগ্ন ব্যক্তির পক্ষে বৈশাখসদৃশ (ঐ পাপসমুদ্র উত্ত-

রণের) তরণীও আর দৃষ্ট হয় না। হে রাজন্ হরিপ্রিয় বৈশাখমাসে ভক্তিসহকারে দান, জপ, হোম ও স্নানাদি যে কোন ক্রিয়ার অনুষ্ঠান করিলে তৎসমুদয় অক্ষয় পুণ্যস্বরূপ হইয়া থাকে।

এই বৈশাখমাসে শ্রীভগবৎপ্রীত্যর্থ কেশবব্রতানুষ্ঠান এবং মধুসমন্বিত তিল, যব, ঘৃত, জলপূর্ণ কুম্ভ, স্বর্ণ, অন্ন, শর্করা, বস্ত্র, ধেনু, পাদুকা, ছত্র প্রভৃতি শ্রীহরিকে ভক্তিসহকারে নিবেদন করতঃ তৎপ্রসাদ ভক্তগণকে সম্প্রদান করিলে শ্রীভগবান্ বিশেষ প্রীত হন। তুলারাশিস্থ ভাস্করে কার্ত্তিকমাসে এবং মকররাশিস্থ ভাস্করে মাঘমাসে অনুষ্ঠিত পুণ্যকর্ম্ম অপেক্ষাও মেষরাশিস্থ ভাস্করে বৈশাখমাসে অনুষ্ঠিত পুণ্যকর্ম্ম অধিকতর ফলপ্রদ হইয়া থাকে।

এই বৈশাখমাসের অক্ষয়-তৃতীয়া তিথিমাহাত্ম্য মৎস্যপুরাণে এইরূপ লিখিত আছে যে, শ্রীভগবান্ বৈশাখের শুক্লা-তৃতীয়া তিথিতে যব সৃষ্টি করেন, সত্যযুগের শুভারম্ভ বিধান করেন এবং ত্রিপথগামিনী সুরধুনীকে ব্রহ্মলোক হইতে ধরাধামে অবতরণ করান। এইদিন হইতেই বেদত্রয়ী-প্রতিপাদিত ধর্ম্ম প্রবর্ত্তিত হন। এইদিন হইতেই শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের ত্রিসপ্তাহ-ব্যাপী চন্দনযাত্রার শুভারম্ভ হয়। এই তিথিতে যাবতীয় পুণ্য কর্ম্ম অক্ষয় ফলপ্রদ হয়।

এই বৈশাখের জহ্নুসপ্তমী তিথিরও অনন্ত মাহাত্ম্য শাস্ত্রে বর্ণিত হইয়াছে। এই শুক্লাসপ্তমী তিথিতে জহ্নুমুনি রোষবশতঃ গঙ্গাদেবীকে পান করিয়া আবার দক্ষিণ কর্ণ দিয়া তাঁহাকে বাহির করিয়া দেন। এইজন্য গঙ্গার এক নাম জাহ্নবী। এই তিথিতে গঙ্গাস্নান ও পূজাদির বহু মাহাত্ম্য শাস্ত্রে কীর্ত্তিত হইয়াছে। অতঃপর শ্রীনৃসিংহ-চতুর্দ্দশী তিথিবরার বিশেষ মহিমা কীর্ত্তিত হইয়াছে।

বৃহন্নারসিংহপুরাণে ভক্তবৎসল শ্রীভগবান্ নৃসিংহদেব তাঁহার ভক্তপ্রবর প্রহ্লাদকে লক্ষ্য করিয়া ভবভয়ে ভীত জনগণকে প্রত্যব্দ এই অতিগোপনীয় ব্রতরাজ—শ্রীনৃসিংহ-চতুর্দ্দশী-ব্রত তৎপ্রীত্যর্থ অনুষ্ঠানের একান্ত প্রয়োজনীয়তা উপদেশ করিয়াছেন। শ্রীনৃসিংহভক্ত ও তন্নিষ্ঠ ব্যক্তিগণের সম্বন্ধে ত' কথাই নাই, পরন্তু যাবতীয় লোকেরই এই ব্রতপালনে অধিকার আছে,—বিশেষতঃ 'ভক্তৌ নৃমাত্রস্যাধিকারিতা'— ভক্তিতে নৃণাং সর্ব্বেষামেব—মনুষ্যমাত্রেরই অধিকার আছে। ভক্তরাজ প্রহ্লাদ তদারাধ্য শ্রীনৃসিংহদেবকে প্রণাম করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—প্রভো, আপনার পাদপদ্মে আমার কিরূপে ভক্তির উদয় হইল এবং কিরূপেই বা আমি আপনার প্রিয়পাত্র হইলাম? ইহার উত্তরে শ্রীনৃসিংহদেব কহিলেন—"বৎস প্রহ্লাদ, তোমার পূর্ব্বজন্মের কথা বলিতেছি, শ্রবণ কর। পুরাকালে অবন্তীনগরে বসুশর্ম্মা নামক একজন পরমধার্ম্মিক বেদজ্ঞ যাজ্ঞিক ব্রাহ্মণ ছিলেন। তাঁহার পতিভক্তি পরায়ণা ধর্ম্মজ্ঞা পত্নীর নাম ছিল সুশীলা। তিনি ৫টি পুত্রসন্তান লাভ করেন। তন্মধ্যে সর্ব্বকনিষ্ঠ পুত্রটির নাম বসুদেব, তুমিই সেই কনিষ্ঠ পুত্র, তোমার অন্যান্য ভ্রাতা শাস্ত্রজ্ঞ, সদাচারপরায়ণ ও পিতৃভক্তিমান্ ছিলেন। কিন্তু তুমি অধ্যয়নাদি কিছুমাত্র করিলে না, সর্ব্বদা সুরাপান ও নানা পাপ কর্ম্মে রত হইয়া বেশ্যালয়েই পড়িয়া থাকিতে। দৈবক্রমে একদিন সেই বেশ্যার সহিত তোমার তুমুল কলহ উপস্থিত হইল। তাহাতে তোমরা উভয়েই অহোরাত্র উপবাসী ছিলে এবং তোমাদের নিশা-জাগরণও ঘটিয়া গেল। সেই দিনটি ছিল—আমারই ব্রতরাজের দিন, অজ্ঞাতসারেই তোমাদের এই-দিনে উপবাস ও রাত্রিজাগরণ সংঘটিত হওয়ায় আমার বহু পুণ্যপ্রদ এই ব্রতের প্রসাদে তোমার আমার প্রতি উত্তমা ভক্তি জন্মিয়াছে। সেই বেশ্যাও এই ব্রতপ্রসাদে ত্রিভুবন সুখচারিণী ও আমার প্রিয়পাত্রী হইয়াছে এবং সুরপুরে অপ্সরারূপে বহুপ্রকার ভোগসুখ লাভ করিয়া আমাতে বিলীনা হইয়াছে। তুমিও আমাতে প্রবেশ করিয়াছ এবং কার্য্যার্থ (ভক্তিপ্রবর্ত্তনার্থ) আমার দেহ হইতে পৃথক্ হইয়া তোমার এই অবতার হইয়াছে, অতঃপর প্রয়োজনীয় কার্য্য সম্পাদনপূর্ব্বক শীঘ্রই আবার আমাতে প্রবিষ্ট হইবে, এইব্রত অনুষ্ঠান করিলে শতকোটি-কালেও আর সংসারে পুনরাগমন করিতে হইবে না। এই ব্রতাচরণফলেই সুরগণ সুরধামে আনন্দ উপভোগ করিতেছেন, ব্রহ্মা এই ব্রতপ্রসাদে চরাচর বিশ্বের স্রষ্টা, মহেশ্বরও এই ব্রতপ্রসাদে ত্রিপুরাসুরকে নিধন করেন। অন্যান্য বহুসংখ্যক দেবতা, প্রাচীন ঋষি ও মহামতি নৃপতিগণ এই ব্রতোত্তমের অনুষ্ঠান করিয়া সিদ্ধিলাভ করিয়াছেন। এই ব্রতপালনের মাহাত্ম্য অনন্ত। ত্রয়োদশীবিদ্ধা চতুর্দ্দশী বর্জ্জনপূর্ব্বক বৈশাখী শুদ্ধা শুক্লাচতুর্দ্দশীর সন্ধ্যায় অগ্রে ভক্তবর প্রহ্লাদের পূজা করিয়া শ্রীনৃসিংহদেবের পূজা বিধেয়।

অতঃপর বৈশাখী পৌর্ণমাসীর মাহাত্ম্য বর্ণনপ্রসঙ্গে বলা হইয়াছে—এই তিথি বরাহকল্পের আদি ও মহাফলদায়িনী! পদ্মপুরাণে যমব্রাহ্মণ-সংবাদে কথিত হইয়াছে—

"ন বেদেন সমং শাস্ত্রং ন তীর্থং গঙ্গয়া সমম্।
ন দানং জল-গো-তুল্যং ন বৈশাখীসমা তিথিঃ॥"

[অর্থাৎ বেদের সদৃশ শাস্ত্র নাই, জাহ্নবীসদৃশ তীর্থ নাই, জলদান ও গোদান তুল্য দান নাই এবং বৈশাখী পূর্ণিমার তুল্য তীর্থ আর নাই।] —হঃ ভঃ বিঃ ১৪।১৫৭

ঐস্থলে ধনশর্ম্মার প্রতি এইরূপ প্রেতোক্তি আছে যে, "আমি স্নান, দান, অর্চ্চনা, শ্রাদ্ধাদি রূপ সুকৃত অর্থাৎ পুণ্যকর্ম্মদ্বারা একটিমাত্রও পূর্ণফলপ্রদা বৈশাখী পূর্ণিমা পালন করি নাই, তজ্জন্য আমার কৃত যাবতীয় বৈদিক কর্ম্ম নিষ্ফল হইয়াছে এবং অহঙ্কারবশতঃ আমাকে বৈশাখ-নামক প্রেত হইয়া জন্ম-গ্রহণ করিতে হইয়াছে।"

শ্রীল সনাতন গোস্বামিপাদকৃতা 'দিগ্দর্শিনী' টীকায় এতৎ-সম্বন্ধে এইরূপ একটি আখ্যায়িকা প্রদত্ত হইয়াছে—জনৈক শ্রোত্রিয় ব্রাহ্মণ পূর্ব্বজন্মে নিখিল বৈদিক ক্রিয়া সুষ্ঠুভাবে অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন, কেবল পৌরাণিক বৈশাখী কৃত্য একটিও অনুষ্ঠান করেন নাই; তজ্জন্য তাঁহার যাবতীয় বৈদিক কর্ম্ম নিষ্ফল

হইয়া গিয়াছিল। প্রত্যুত ভগবৎপ্রিয় বৈশাখের অনাদর-হেতু তাঁহাকে বৈশাখ-নামক প্রেতযোনি লাভ করিতে হইয়াছিল।

বৈদিকত্ব অভিমান-বশতঃ বেদার্থপরিপূরক পুরাণ-বাক্যে অনাদর-হেতু বৈশাখী-পূর্ণিমা অপালন জন্যই উক্ত ব্রাহ্মণের প্রেতত্বপ্রাপ্তি রূপ দুর্গতি হইয়াছিল।

পদ্মপুরাণে বরাহ-ধরণীসংবাদে লিখিত আছে—

"অবৈশাখী ভবেচ্ছাখী বিপ্রঃ শ্রৌতপরোঽপি চ।"

—হঃ ভঃ বিঃ ১৪।১২১

অর্থাৎ বৈশাখ ব্রতের অনুষ্ঠান না করিলে বেদপারগ ব্রাহ্মণকেও বৃক্ষজন্ম লাভ করিতে হয়।

ঐ পাদ্মে যম-ব্রাহ্মণ-সংবাদেও কথিত হইয়াছে—

"অব্রতা যস্য বৈশাখী স বৈ শাখী ভবেন্নরঃ।
দশজন্মানি চ ততস্তির্য্যগ্ যোনিষু জায়তে॥"

—হঃ ভঃ বিঃ ১৪।১৬২

অর্থাৎ "বৈশাখী পূর্ণিমা যে ব্যক্তির সম্বন্ধে ব্রতবর্জ্জিত হয়, সে নিশ্চিতই বৃক্ষরূপে জন্মগ্রহণ করে এবং তদনন্তর তাহাকে দশজন্ম তির্য্যগ্‌যোনিতে দেহ ধারণ করিতে হয়।"

সমগ্র বৈশাখকৃত্যে অসমর্থ হইলে শেষে শুক্লা ত্রয়োদশী, চতুর্দ্দশী ও পূর্ণিমা—এই দিবসত্রয় অন্ততঃ যথাবিধানে নিয়ম পালন করিবার চেষ্টা করা উচিত।

মহাবিষুব সংক্রান্তি হইতে বিষ্ণুপদী সংক্রান্তি ৩১শে বৈশাখ পর্য্যন্ত শ্রীকেশবব্রত পালন এবং শ্রীশালগ্রাম ও তুলসীতে জলধারা দান বিশেষভাবে পালনীয়।

এই পৌর্ণমাসী দিনে শ্রীকৃষ্ণের ফুলদোল ও সলিলবিহার, শ্রীল মাধবেন্দ্র পুরীপাদের আবির্ভাব, শ্রীপরমেশ্বরী দাস ঠাকুরের তিরোভাব এবং শ্রীল শ্রীনিবাসাচার্য্যের আবির্ভাব ও শ্রীবুদ্ধ-পূর্ণিমা। মহাপুণ্য তিথি।

শ্রীল মাধবেন্দ্র পুরীপাদ নবদ্বীপে শ্রীচৈতন্যরোপিত প্রেমকল্পতরুর প্রথম অঙ্কুর-স্বরূপ। সুতরাং তাঁহার ন্যায় মহাপুরুষের আবির্ভাবতিথি মহাপুণ্যফলপ্রদা। অবশ্য ভক্তিরসরসিক ভজনবিজ্ঞ ভক্ত শ্রীভগবচ্চরণে শুদ্ধভক্তি ব্যতীত অন্য কিছুই প্রার্থনা করেন না। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষানুসরণে তাঁহার প্রার্থনা—

ন ধনং ন জনং সুন্দরীং কবিতাং বা জগদীশ কাময়ে।
মম জন্মনি জন্মনীশ্বরে ভবতাদ্ভক্তিরহৈতুকী ত্বয়ি॥
ধন জন নাহি মাগোঁ কবিতা সুন্দরী।
শুদ্ধভক্তি দেহ মোরে কৃষ্ণ কৃপা করি॥

আত্মেন্দ্রিয়প্রীতিবাঞ্ছামূলা ভুক্তি-মুক্তি-সিদ্ধ্যাদি কামনায় কৃষ্ণেন্দ্রিয়-প্রীতিবাঞ্ছার লেশমাত্রই নাই।
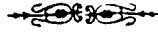
শ্রীগৌরপার্ষদ ও গৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্যগণের সংক্ষিপ্ত চরিতামৃত

[ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ]

(৪১)

শ্রীল সুন্দরানন্দ ঠাকুর

শ্রীল সুন্দরানন্দ ঠাকুর দ্বাদশ গোপালের অন্যতম শ্রীসুদাম সখা। 'পুরা সুদাম-নামাসীদ্ অদ্য ঠক্কুরঃ।'—গৌঃ গঃ ১২৭।

"প্রেমরস সমুদ্র সুন্দরানন্দ নাম।
নিত্যানন্দ স্বরূপের পার্ষদ-প্রধান॥"

—চৈঃ ভাঃ অ ৫।৭২৮

ইঁহার শ্রীপাট যশোহর জেলার অন্তর্গত মহেশপুর গ্রামে। মহেশপুর গ্রাম মাজদিয়া রেলষ্টেশন হইতে চৌদ্দ মাইল পূর্ব্বে অবস্থিত। নিকটে বেত্রবতী নদী প্রবাহিতা। স্থানটিতে প্রাচীন স্মৃতিচিহ্নস্বরূপ একমাত্র সুন্দরানন্দ ঠাকুরের জন্মভিটা দৃষ্ট হয়। শ্রীসুন্দরানন্দ ঠাকুর নিত্যানন্দ শাখায় গণিত হন।

'সুন্দরানন্দ—নিত্যানন্দের শাখা, ভৃত্য মর্ম্ম।
যাঁর সঙ্গে নিত্যানন্দ করে ব্রজনর্ম্ম॥'

—চৈঃ চঃ আ ১১।২৩

তাঁহার সেবিত বিগ্রহদ্বয় শ্রীশ্রীরাধাবল্লভ ও শ্রীশ্রীরাধারমণ। শ্রীশ্রীরাধাবল্লভ, শ্রীশ্রীরাধারমণজীউ মূল শ্রীবিগ্রহগণ গোস্বামিগণ কর্ত্তৃক সৈদাবাদে নীত হইলে পরে মহেশপুরে দারুময় বিগ্রহ প্রতিষ্ঠিত হন।

শ্রীল সুন্দরানন্দ ঠাকুর চিরকুমার ছিলেন। এইজন্য তাঁহার বংশ নাই। তবে সেবাইত শিষ্যবংশ বর্ত্তমানে তথায় আছেন। বীরভূম জেলায় মঙ্গলডিহি গ্রামে যাঁহারা আছেন, তাঁহারা সুন্দরানন্দ ঠাকুরের

জ্ঞাতিবংশ। বৈষ্ণব-বন্দনায় সুন্দরানন্দ ঠাকুরের মহিমা এইরূপভাবে বর্ণিত আছে—

সুন্দরানন্দ ঠাকুর বন্দিব বড় আশে।
ফুটাল কদম্বফুল জম্বীরের গাছে॥

নিত্যানন্দপার্ষদ শ্রীল সুন্দরানন্দ ঠাকুর অলৌকিক শক্তিসম্পন্ন ছিলেন। তিনি জম্বীরের বৃক্ষে অর্থাৎ জামীর (গোঁড়ালেবু) গাছে কদম্বফুল ফুটাইয়া শ্রীরাধারমণের সেবা করিয়াছিলেন। একবার সুন্দরানন্দ ঠাকুর গাঢ় প্রেমাবেশে নদীর জলে ঝাঁপ দিয়া একটি কুম্ভীরকে টানিয়া আনিয়াছিলেন। নিত্যানন্দ প্রভু যে প্রকার পতিতপাবন, তাঁহার পার্ষদগণও তদ্রূপ পতিতপাবনত্ব শক্তি ধারণ করেন।

কার্ত্তিক-পূর্ণিমা তিথিতে সুন্দরানন্দ ঠাকুর তিরোধান লীলা করেন।

নববর্ষের সাদর সম্ভাষণ

আমরা আমাদের 'শ্রীচৈতন্যবাণী' মাসিক পত্রিকার ২৮শ বর্ষের শুভারম্ভে সহৃদয়/সহৃদয়া গ্রাহক গ্রাহিকা এবং পাঠক পাঠিকাবর্গকে ৫০২ গৌরাব্দ ও ১৩৯৫ বঙ্গাব্দ নববর্ষের শুভ অভিনন্দন, অভিবাদন ও সাদর-সম্ভাষণ জ্ঞাপন করিতেছি।

শ্রীপত্রিকার শ্রীমন্মহাপ্রভুর শ্রীমুখনিঃসৃতা শুদ্ধভক্তিসিদ্ধান্ত-বাণী তাঁহাদের সকলেরই হৃদয়মন্দিরে বিরাজিত হইয়া পরাশান্তি —পরানন্দ বিধান করুন, ইহাই আমরা শ্রীভগবান্ গৌরসুন্দরের অশোক অভয়-অমৃতাধার শ্রীপাদপদ্মে সর্ব্বদা সকাতরে প্রার্থনা জানাইতেছি। মহাবিষ্ণুর অবতার পরদুঃখদুঃখী শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্য প্রভু কলিহত জগজ্জীবের দুঃখ দূর করিবার জন্য যাঁহাকে চোখের জলে বুক ভাসাইয়া অত্যন্ত ব্যাকুলহৃদয়ে কাঁদিয়া কাঁদিয়া ডাকিয়া আনিয়াছেন, সেই পরমদয়াল মহাবদান্য মহাপ্রভু কি আমাদের ন্যায় নানা দুঃখদৈন্য প্রপীড়িত—নানা দুর্দ্দশা-প্রাপ্ত হতভাগ্য জীবের প্রতি উদাসীন হইতে পারেন? তিনি অবশ্যই তাঁহার নিজজনগণ-দ্বারা আমাদের প্রতি স্নেহধারা বর্ষণে কখনই বিরত হইবেন না। অদোষদর্শী পতিতপাবন গৌরহরির অপ্রকট লীলাকালেও তাঁহার প্রকটকালীয় মহাবদান্য-লীলা অন্তর্হিত হন নাই। "অদ্যাপিহ সেই লীলা করে গোরা রায়"। অপ্রকটকালেও তাঁহার নিত্য প্রকটলীলা। "হা গৌর-নিতাই তোরা দুটি ভাই পতিত জনার বন্ধু, অধমপতিত আমি হে দুর্জ্জন, হও মোরে কৃপাসিন্ধু" বলিয়া নিষ্কপটে কাঁদিয়া কাঁদিয়া তাঁহার শ্রীপাদপদ্ম স্মরণ করিতে পারিলে তিনি অবশ্যই আমাদিগকে কৃপা করিবেন। "প্রেমে মত্ত নিত্যানন্দ, কৃপা-অবতার। যে আগে পড়য়ে তারে করয়ে নিস্তার॥" দয়াময় নিতাইচাঁদের শ্রীচরণে নিষ্কপটে আছাড় খাইয়া পড়িতে পারিলে তাঁহার অহৈতুকী কৃপা হইতে কখনই বঞ্চিত হইতে হইবে না, ইহা ধ্রুব সত্য।

শ্রীমন্মহাপ্রভুর পার্ষদপ্রবর শ্রীল প্রবোধানন্দ সরস্বতীপাদ বলিতেছেন—

"দন্তে নিধায় তৃণকং পদয়োর্নিপত্য
কৃত্বা চ কাকুশতং এতদহং ব্রবীমি।
হে সাধব, সকলমেব বিহায় দূরাদ্-
গৌরাঙ্গচন্দ্র চরণে কুরুতানুরাগম্॥"

অর্থাৎ "হে সাধুগণ! আমি দন্তে তৃণধারণপূর্ব্বক আপনাদের পদমূলে নিপতিত হইয়া শত শত কাকুতিসহকারে এইমাত্র বলিতেছি (ভিক্ষা চাহিতেছি) আপনারা সমস্তই (আপনাদের মনঃকল্পিত সাধুত্ব বা ধর্ম্মকেই) দূর হইতেই পরিত্যাগপূর্ব্বক (দুঃসঙ্গজ্ঞানে বর্জ্জনপূর্ব্বক) শ্রীচৈতন্যচন্দ্রের চরণে অনুরাগ-বিশিষ্ট হউন।"

একমাত্র গৌরপদাশ্রয় ব্যতীত সংসারসিন্ধুতরণ, সংকীর্ত্তন-রসাস্বাদন ও প্রেমসম্পত্তি লাভ সম্পূর্ণ অসম্ভব, তাই বলিতেছেন—

"সংসারসিন্ধুতরণে হৃদয়ং যদি স্যাৎ
সংকীর্ত্তনামৃতরসে রমতে মনশ্চেৎ।
প্রেমামৃতৌ বিহরণে যদি চিত্তবৃত্তি-
শ্চৈতন্যচন্দ্রচরণে শরণং প্রযাতু॥"

অর্থাৎ "যদি সংসারসাগরে উত্তীর্ণ হইবার বাসনা থাকে, যদি সংকীর্ত্তনামৃত রসমাধুরীতে রমণ করিতে মন হয়, যদি প্রেমসমুদ্রে বিহার করিবার অভিলাষ হইয়া থাকে, তাহা হইলে শ্রীচৈতন্যচন্দ্রচরণে শরণাপন্ন হও।"

"প্রেমা নামাদ্ভুতার্থঃ শ্রবণপথগতঃ কস্য নাম্নাং মহিম্নঃ।
কো বেত্তা কস্য বৃন্দাবিপিন মহামাধুরীষু প্রবেশঃ।
কো বা জানাতি রাধাং পরমরসচমৎকার মাধুর্য্যসীমা-
মেকশ্চৈতন্যচন্দ্রঃ পরমকরুণয়া সর্ব্বমাধিশ্চকার॥"

অর্থাৎ "প্রেম নামক পরমপুরুষার্থ কাহারই বা শ্রবণগোচর হইয়াছিল? কেই বা শ্রীনামের মহিমা জানিত? কাহারই বা বৃন্দারণ্যের গহন, মহামাধুরীকদম্বে প্রবেশ ছিল? কেই বা পরম চমৎকার অধিরূঢ় মহাভাবমাধুর্য্যের পরাকাষ্ঠা শ্রীবার্ষ-

ভানবীকে (উপাস্য বস্তুরূপে) জানিত ? এক চৈতন্যচন্দ্রই পরম ঔদার্য্যলীলা প্রকট করিয়া এই সমস্ত আবিষ্কার করিয়াছেন।" তাই ঠাকুর মহাশয় গাহিয়াছেন—

"গৌরাঙ্গের মধুর লীলা, যা'র কর্ণে প্রবেশিলা,
হৃদয় নির্ম্মল ভেল তা'র ॥"

অনর্পিতচর ব্রজপ্রেমবিতরণকারী মহাবদান্য মহাপ্রভু শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য ব্যতীত এ জৈবজগতের প্রকৃত কল্যাণবিধাতা আর কেহই নাই। তাঁহার দয়াই সত্যসত্যই অমন্দউদয়া দয়া। এই নববর্ষে নবানুরাগে সেই দয়ার প্রার্থী হইলেই কলিহত দুর্গত জীব সকল সুকল্যাণগুণভাজন হইতে পারিবেন। শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ গাহিয়াছেন—

"কলিকুক্কুর কদন যদি চাও হে
কলিযুগপাবন, কলিভয়নাশন,
শ্রীশচীনন্দন গাও হে ॥"
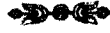
শ্রীবুদ্ধাবতার

[পূর্ব্বপ্রকাশিত ২য় সংখ্যা ৩৩ পৃষ্ঠার পর]

সিদ্ধার্থের বিষয়বৈরাগ্য দেখিয়া শুদ্ধোদন তাঁহাকে গৃহস্থাশ্রমে রাখিবার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করিলেন। কিন্তু তাঁহার সমস্ত চেষ্টা ব্যর্থ হইল। সিদ্ধার্থের সারথি ছন্দোগও সিদ্ধার্থকে 'কপিলবস্তু রাজ্যের ন্যায় সুসমৃদ্ধ ও রমণীয় স্থান, বিপুল সম্পদ যাহা বহু তপস্যাফলেও পাওয়া যায় না, তদুপরি পরমাসুন্দরী পত্নীকে পরিত্যাগ করা ঠিক নহে'—এইরূপ বহুবিধ বাক্যের দ্বারা তাঁহাকে সংসার পরিত্যাগের সঙ্কল্প হইতে চেষ্টা করিয়াও নিবৃত্ত করিতে পারেন নাই। পুষ্যা নক্ষত্র তিথিতে মধ্যরাত্রিতে সিদ্ধার্থ গৃহত্যাগ করিলেন। গৃহত্যাগকালে সারথি ছন্দোগকে নিজের শরীরের সমস্ত অলঙ্কারসমূহ প্রদান করিলেন। তিনি মস্তকের চূড়াও ছিন্ন করিয়া ফেলিলেন। পরে তিনি কাষায়বস্ত্র গ্রহণ করিলেন। ছন্দোগ যেখানে প্রতিনিবৃত্ত হইলেন, যেখানে চূড়া নিক্ষিপ্ত হইল, যেখানে কাষায়বস্ত্র পরিহিত হইল সেই তিনটি স্থানে 'চৈত্য' সংস্থাপিত হইল। ছন্দোগ রাজধানীতে ফিরিয়া সিদ্ধার্থের আভরণসমূহ শুদ্ধোদনকে প্রদান করতঃ সিদ্ধার্থের সংসার ত্যাগের সকল বৃত্তান্ত বলিলে পিতা শুদ্ধোদন গভীর শোকে নিমগ্ন হইয়া ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। সিদ্ধার্থের গৃহে প্রত্যাগমনের সম্ভাবনা নাই জানিতে পারিয়া শুদ্ধোদন শোকাহত হইয়া তাঁহার বহু মূল্যবান আভরণসমূহ পুষ্করিণীতে নিক্ষেপ করিলেন। তদবধি পুষ্করিণীটি আভরণ নামে খ্যাত হইল। সিদ্ধার্থের সহধর্ম্মিণী নিদ্রা হইতে উত্থিত হইয়া পতির সংসার ত্যাগের সংবাদ পাইয়া সুন্দর কেশসমূহ কর্ত্তন করিয়া শরীর হইতে অলঙ্কারসমূহ ফেলিয়া দিয়া বজ্রাহতের ন্যায় ধরণীতলে নিপতিত হইয়া ক্রন্দন করিতে লাগিলেন, বিলাপ করিতে করিতে এইরূপ বলিলেন, 'হায় আমি জীবনের সমস্ত প্রকার প্রিয়বস্তু হইতে বিযুক্ত হইলাম।'

বুদ্ধদেব বা বোধিসত্ত্ব সংসার ত্যাগ করতঃ প্রথমে বৈশালী মহানগরীতে উপস্থিত হইয়া আরাড়-কালাম নামক উপাধ্যায়ের নিকট দীক্ষা গ্রহণ করিলেন। কিছুকাল তথায় অবস্থান করতঃ ব্রহ্মচর্য্য পালন করিয়া সুখী হইতে না পারিয়া তিনি বৈশালীনগর ছাড়িয়া মগধে যাইয়া উপস্থিত হইলেন। তিনি নগরে ভিক্ষা করিয়া আহার সংগ্রহ করিতে লাগিলেন। মগধরাজ বিম্বিসার উহা জানিতে পারিয়া তাঁহার নিকট আসিয়া তাঁহাকে সমগ্র রাজ্য প্রদানের অভিপ্রায় জ্ঞাপন করিলেন। কিন্তু বোধিসত্ত্ব এই বলিয়া উহা প্রত্যাখ্যান করিলেন যে, 'বিষয়ভোগ বিষতুল্য অনন্ত দোষের আকর, কামের বশে বিষয়ভোগ করিতে গিয়া লোক নরকযন্ত্রণা ভোগ করে। আমি বিষয়ভোগকে শ্লেষ্মা-পিত্তের ন্যায় ঘৃণিত মনে করি। বৌদ্ধত্ব লাভের আশায় আমি প্রব্রজ্যা গ্রহণ করিয়াছি।' বিম্বিসার বলিলেন, 'আমি আপনার পিতা শুদ্ধোদনের শিষ্য, সুতরাং আপনার যদি 'বোদ্ধত্ব' লাভ হয় আমিও সেই ধর্ম্ম গ্রহণ করিব।' অতঃপর বোধিসত্ত্ব উপাধ্যায় রুদ্রকের নিকট কিছুকাল থাকিয়া ধর্ম্মশিক্ষা গ্রহণ করিলেন। সেখানে শিক্ষালাভ করিয়া

তিনি এইপ্রকার অনুভূতি লাভ করিলেন রাগাদি সম্পূর্ণরূপে তিরোহিত হইলেই জ্ঞানাগ্নি প্রজ্বলিত হয়।

অতঃপর তিনি গয়াপ্রদেশে* উরুবিল্বা গ্রামের নিকটে নৈরঞ্জনা নদীর তটে ষড়বর্ষ ব্যাপী কঠোর তপস্যায় প্রবৃত্ত হইলেন। তাঁহার শরীর ক্রমে ক্ষীণ হইতে লাগিল। বোধিসত্ত্ব নৈরঞ্জনা নদীর তীরে বোধিদ্রুমমূলে যোগাসনে উপবিষ্ট হইলে তাঁহাকে বোদ্ধত্ব লাভ হইতে বিচ্যুত করিবার জন্য সদ্ধর্ম্মের শত্রু 'মার' (কন্দর্প), তৎপরে রতি, তৃষ্ণা ও আরতি তিন যুবতী কন্যা বহুপ্রকারে প্রচেষ্টা করিয়াও ব্যর্থ হইল। বোধিসত্ত্ব এইরূপভাবে মার (কামদেব) এবং তাহার সেনা রতি, তৃষ্ণা ও আরতিকে পরাভূত করিয়া পরমা শান্তি লাভ করিলেন। বোধিসত্ত্ব জগতের দুঃখ সমূহের উৎপত্তি ও নিরোধের কারণ নির্দ্ধারণ করিয়া বুদ্ধ এইনাম ধারণ করিলেন। তিনি দুঃখের কারণ এইভাবে নির্দ্ধারণ করিলেন—অবিদ্যা হইতে সংস্কার, সংস্কার হইতে বিজ্ঞান, বিজ্ঞান হইতে নামরূপ, নামরূপ হইতে ষড়ায়তন, ষড়ায়তন হইতে স্পর্শ, স্পর্শ হইতে বেদনা, বেদনা হইতে তৃষ্ণা, তৃষ্ণা হইতে উপাদান, উপাদান হইতে ভব, ভব হইতে জাতি এবং জাতি হইতে জরা-মরণ-শোক প্রভৃতি। অবিদ্যা বা অজ্ঞানই দুঃখের কারণ। বোদ্ধত্বলাভের পর বুদ্ধদেব বোধিদ্রুমে সপ্তাহকাল অবস্থান করিয়াছিলেন।

বুদ্ধদেবের প্রভাবে চুয়ান্ন জন যুবরাজ, একসহস্র তৈথিক, মগধের অধিপতি মহারাজ বিম্বিসার, সারিপুত্র মৌদ্‌গল্যায়ন প্রভৃতি বহু ব্যক্তি বৌদ্ধধর্ম্ম গ্রহণ করিলেন। বুদ্ধদেব কপিলবাস্তু নগরে আসিলে পিতা শুদ্ধোদন তাঁহাকে দেখিয়া বিস্মিত হইলেন। বুদ্ধদেবের পুত্র রাহুল, বৈমাত্রেয় ভ্রাতা নন্দ, পিতৃব্য পুত্র অনিরুদ্ধ ও আনন্দ এবং দেবদত্ত বুদ্ধের প্রবর্তিত ধর্ম্ম আশ্রয় করিলেন। কোশলরাজ প্রসেনজিৎ বৌদ্ধধর্ম্মে দীক্ষিত হইলেন। অতঃপর মগধরাজ বিম্বিসার তাঁহার পত্নী এবং অনেকেই বৌদ্ধধর্ম্ম গ্রহণ করিলেন।

বুদ্ধদেব পাটলীগ্রামে উপস্থিত হইয়া তথাকার উপাসকগণকে দুঃখনিবৃত্তি বিষয়ে শিক্ষা প্রদান করিয়াছিলেন। তিনি চারিটী মহাসত্য বা আর্য্যসত্যের কথা বলিয়াছিলেন যথা—দুঃখ, দুঃখসমুত্থায়, দুঃখনিরোধ ও দুঃখনিরোধমার্গ। এই সংসার দুঃখময়, দুঃখের একটি কারণ আছে, দুঃখকে নিরোধ করা যায়, নিরোধের একটি মার্গ আছে। বুদ্ধদেবের বিচারে জীবের স্বরূপ, পরতত্ত্বের স্বরূপ, জগতের স্বরূপ এইসবের বিচার লইয়া শাস্ত্রযুক্তি ও তর্ক করা নিরর্থক। দৃষ্টান্তস্বরূপ কাহারও বক্ষে তীর বিদ্ধ হইয়াছে, সে যন্ত্রণায় ছট্‌ফট্ করিতেছে, সে অবস্থায় তীর কোথা হইতে আসিল, কিভাবে লাগিল এসব বিচার নিরর্থক। সেখানে তীরকে উৎপাটিত করাই দুঃখের হাত হইতে নিষ্কৃতির উপায়। কিন্তু বুদ্ধদেবের এই বিচারের যৌক্তিকতা সংস্থাপনের জন্য পরবর্ত্তিকালে বৌদ্ধদর্শনের প্রাকট্য হয়। দার্শনিক সিদ্ধান্ত ব্যতীত কাহারও মত সুষ্ঠুভাবে সংস্থাপিত হয় না।

বৌদ্ধশাস্ত্রমতে যেমন ক্ষুধা ব্যাধি হইতেও অধিক কষ্টদায়ক, তদ্রূপ জীবন' দুঃখ অপেক্ষাও অধিক ক্লেশদায়ক। জরা, ব্যাধি, মৃত্যু, দুঃখ সবই দেহজাত। এইজন্য স্থূলদেহের জন্ম-মৃত্যু নাশ না হওয়া পর্য্যন্ত দুঃখের অবসান হয় না। দুঃখস্কন্ধ নিরোধের নাম নির্ব্বাণ। একমাত্র নির্ব্বাণই পরমসুখ। 'জিঘচ্ছা পরমা রোগা সঙ্খার পরম দুঃখম্। এতং ঞত্বা যথাভূতং নির্ব্বাণং পরমং সুখং ॥' বৌদ্ধদর্শনে এক ক্ষণের বেশী কোন বস্তুর স্থায়িত্ব না থাকায় আত্মা ও পরমাত্মার স্থায়ী অস্তিত্ব নাই। এখানে বিচার্য্য এই আত্মা যদি স্থায়ী না হয় জন্মান্তরবাদ কিভাবে স্বীকৃতি হইতে পারে। বৌদ্ধদর্শনে জন্মান্তরবাদ স্বীকৃত আছে। এমত স্থলে বৌদ্ধ দার্শনিকগণ বলেন, রূপস্কন্ধ (স্থূল-সূক্ষ্ম শরীর),

* গয়াপ্রদেশ—ইহা বোধগয়া অথবা বুদ্ধগয়া নামে প্রসিদ্ধ। বৌদ্ধদিগের প্রধানতম তীর্থক্ষেত্র। খৃষ্টজন্মের পূর্ব্ব হইতেই এইস্থানের মাহাত্ম্য চারিদিকে ব্যাপ্ত হইয়াছিল। সম্রাট অশোকের নির্ম্মিত স্তূপ ও মহাবোধি মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ এই বিষয়ে সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে। যে পিপ্পলবৃক্ষের নিম্নে বুদ্ধদেব সমাধিস্থ হইয়া সিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন, সেই পিপ্পলবৃক্ষ আজও বিদ্যমান। চীন পরিব্রাজক ফা-হিয়েন তাঁহার লিখিত মন্তব্যে উরুবিল্বার মহাবোধি মন্দিরের উল্লেখ করিয়াছেন।

বেদনাস্কন্ধ, সংজ্ঞাস্কন্ধ, সংস্কারস্কন্ধ, বিজ্ঞানস্কন্ধ যখন সমষ্টিগত বস্তুরূপে প্রতিভাত হয় তখন আমরা ভুল বশতঃ তাহাকে আত্মা বলিয়া মনে করি। রূপ-বেদনা স্কন্ধগুলি যেমন প্রতিমুহূর্ত্তে প্রকাশিত হইতেছে, আবার প্রতিমুহূর্ত্তে ধ্বংসও হইতেছে। বৌদ্ধমতে দেহের নাশের সঙ্গে সঙ্গে জীবত্বের নাশ হয় না। মৃত্যুর পরে পাঁচ প্রকার জন্মান্তর হয়। বস্তুতঃ উহা পুনর্জ্জন্ম নহে, নূতন জন্ম এইরূপ বলা যাইতে পারে। তৃষ্ণা ও কর্ম্ম বিনষ্ট হইলে এই ধারা বন্ধ হয় এবং তখন নির্ব্বাণাবস্থা লাভ হয়। অর্থাৎ বৌদ্ধদর্শনে নিত্য জীবাত্মার ও ঈশ্বরের সত্যত্বের স্বীকৃতি নাই। বেদ ও ঈশ্বর না মানার দরুণ বৌদ্ধদর্শনকে নাস্তিক দর্শন বলা হয়। বুদ্ধদেবের অন্তর্ধানের পরে বৌদ্ধমত হীনযান ও মহাযান দুইশাখায় বিভক্ত। হীনযান মতাবলম্বিগণের নিকট বুদ্ধদেবের উপদেশ অবিকৃতভাবে গৃহীত হইয়াছে। হীনযানমত শক্তিমান সাবলম্বী সাধকের পথ হওয়ায় সকলের উপযোগী নহে।

কালক্রমে বৌদ্ধধর্ম্ম দেশদেশান্তরে প্রসারিত হইলে বিভিন্নদেশের ও বিভিন্নধর্ম্মের লোক স্ব স্ব ধর্ম্ম ত্যাগ করিয়া বৌদ্ধধর্ম্ম গ্রহণ করিলেন। তৎফলে তাহাদের পূর্ব্বাচরিত ধর্ম্মের ভাবগুলি আংশিকভাবে বৌদ্ধধর্ম্মে প্রবিষ্ট হইল। তাহাতে বৌদ্ধধর্ম্মের বিশুদ্ধতা ও কঠোরতা কতকাংশে নষ্ট হইল। এইরূপ পরিবর্ত্তিত ও পরিবর্দ্ধিত বৌদ্ধধর্ম্মশাখাকে মহাযান বলে। এই মহাযানমত সকলের পক্ষেই উপযোগী। মহাযান মতাবলম্বিগণের এক শাখা বলেন, শূন্য হইতে সৃষ্টি ও শূন্য হইতে প্রলয়। শূন্যই সত্য আর সমস্ত মিথ্যা। অধুনা মহাযান সম্প্রদায়ভুক্ত অপর এক শাখা বুদ্ধদেবকে পরমেশ্বররূপে মানিয়া ঈশ্বর-বিশ্বাস সমীচীন এইরূপ বিচার গ্রহণ করিয়াছেন।

বৌদ্ধমতে সম্বোধি অবস্থা বা নির্ব্বাণমুক্তি লাভের প্রণালী এইরূপভাবে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে—প্রথমতঃ কাম, হিংসা, আলস্য, বিচিকিৎসা ও মোহ এই পাঁচটি প্রতিবন্ধককে নিবারণ করিবে। তৎপর ক্রোধ, উপনাহ, ম্রক্ষপ্রদান, ঈর্ষা, মাৎসর্য্য, শাঠ্য, মায়া, মদ, নিহিংসা, অহ্রী, অনপত্রতা, স্ত্যান, ঔদ্ধত্য, অশ্রাদ্ধ, কৌপিন্য, প্রমাদ, মুষিতস্মৃতিতা, বিক্ষেপ, অসংপ্রজন্য কৌকৃত্য, সিদ্ধ, বিতর্ক ও বিচার এই চব্বিশ প্রকার চিত্তের দূষিতভাব বর্জ্জন করিবে। সংক্ষেপতঃ শরীর অপবিত্র, বেদনা-দুঃখময়ী, চিত্ত-চঞ্চল, পদার্থসমূহ অলীক—সর্ব্বদা এই চারিপ্রকার চিন্তা করিবে। সর্ব্বশেষ স্মৃতি, পুণ্য বীর্য্য, প্রীতি, প্রশ্রব্ধি, সমাধি ও উপেক্ষা পরমজ্ঞানের এইপ্রকার ভাবনা বিধিসম্মত। তবেই সম্বোধি অবস্থা লাভ হয়।

গৌতম বুদ্ধদেবের নিজরচিত কোন গ্রন্থ নাই। বুদ্ধদেবের শিষ্য-প্রশিষ্যগণ বুদ্ধদেবের উপদেশগুলি পালিভাষায় লিখিয়াছেন। উহা তিনভাগে বিভক্ত। (১) সুত্তপিটক, (২) বিনয়পিটক, (৩) অভিধম্মপিটক। বৌদ্ধধর্ম্মে ভবচক্র অর্থাৎ দুঃখের কার্য্য-কারণ শৃঙ্খলে দ্বাদশ নিদান এইরূপভাবে সন্নিবেশিত হইয়াছে ঃ—

পূর্ব্বজীবন—(১) অবিদ্যা (২) সংস্কার ; বর্ত্তমান জীবন—(৩) বিজ্ঞান (৪) নামরূপ (৫) ষড়ায়তন (৬) স্পর্শ (৭) বেদনা (৮) তৃষ্ণা (৯) উপাদান (১০) ভব ; ভবিষ্যৎ জীবন—(১১) জাতি (১২) জরা-মরণ।

যেকালে বেদের শিক্ষার প্রকৃত তাৎপর্য্য অনুধাবন করিতে না পারিয়া ধর্ম্মের নামে হিংসার তাণ্ডব প্রসারিত হইয়াছিল, সেইকালে ভগবান্ বুদ্ধরূপে প্রকটিত হইয়া জীবগণকে হিংসা হইতে নিবৃত্ত করিয়াছিলেন, এইজন্য অহিংসাই বৌদ্ধধর্ম্মের মূল এইরূপ কথিত হয়।

ভারতবর্ষে মগধের বিখ্যাত সম্রাট অশোক বর্দ্ধনের রাজত্বকালে বৌদ্ধধর্ম্ম বিশেষভাবে পরিব্যাপ্ত হইয়া পড়িয়াছিল। কলিঙ্গ যুদ্ধে নরহত্যার নিষ্ঠুরতা দেখিয়া অশোকের নিদারুণ দুঃখ হয়। তাঁহার মনোভাবের পরিবর্ত্তন ঘটে। তখন তিনি উপগুপ্ত নামক বৌদ্ধ সন্ন্যাসীর নিকট বৌদ্ধধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়া বৌদ্ধধর্ম্ম প্রচারে ব্যাপক প্রচেষ্টা করেন। বৌদ্ধধর্ম্ম ভারতবর্ষের বাহিরে চীন, ব্রহ্মদেশ, তিব্বত, জাপান, শ্যাম, কোরিয়া, দক্ষিণ সিংহল প্রভৃতি স্থানে প্রসারিত হইয়াছে। বৌদ্ধধর্ম্মের জন্ম ও প্রসার ভারতবর্ষে হইলেও শঙ্করাচার্য্যের প্রচারফলে উক্ত ধর্ম্মের প্রভাব বর্ত্তমানে ভারতবর্ষে লক্ষিত হয় না। বৌদ্ধ ধর্ম্মাবলম্বীর সংখ্যা ভারতবর্ষে অত্যল্প।

আসামের মঠসমূহে বার্ষিক অনুষ্ঠান এবং বিভিন্ন স্থানে শ্রীচৈতন্যবাণী প্রচার

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠানের বর্ত্তমান আচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ তাঁহার জ্যেষ্ঠ সতীর্থদ্বয় ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিললিত গিরি মহারাজ ও ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসুহৃদ্ দামোদর মহারাজ এবং আরও মঠের ছয়মূর্ত্তি সন্ন্যাসী, ব্রহ্মচারী—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসৌরভ আচার্য্য মহারাজ, শ্রীপরেশানুভব ব্রহ্মচারী, শ্রীসচ্চিদানন্দ ব্রহ্মচারী, শ্রীশচীনন্দন ব্রহ্মচারী, শ্রীঅনন্তরাম ব্রহ্মচারী, শ্রীগৌতম দাস ব্রহ্মচারী এবং একজন গৃহস্থভক্ত শ্রীতারক রায় সমভিব্যাহারে বিগত ২৫ পৌষ, ১০ জানুয়ারী রবিবার হাওড়া ষ্টেশন হইতে যাত্রা করতঃ পরদিবস অপরাহ্নে নিউবঙ্গাইগাঁও ষ্টেশনে শুভপদার্পণ করেন। সেদিন কোকরাঝাড় জেলায় বাসধর্ম্মঘট থাকায় উক্ত জেলার অন্তর্গত কাশীকোটরার কতিপয় ভক্তবৃন্দ তথা হইতে পদব্রজে আসিয়া নিউবঙ্গাইগাঁও ষ্টেশনে পৌঁছেন। ধর্ম্মঘট সন্ধ্যা ৫ ঘটিকা পর্য্যন্ত থাকায় তাঁহারা তৎপরে নিউবঙ্গাইগাঁও সহরে যাইয়া একটি বাস রিজার্ভ করিয়া লইয়া আসেন।

কাশীকোটরা (কোকরাঝাড়)—উক্ত বাসে শ্রীমঠের আচার্য্য এবং মঠের সাধুগণ নিউবঙ্গাইগাঁও ষ্টেশন হইতে সন্ধ্যা ৬ঘটিকায় রওনা হইয়া রাত্রি ৭ ঘটিকায় কাশীকোটরায় শ্রীমদ্ সজ্জনকিঙ্কর দাসাধিকারীর গৃহে আসিয়া উপনীত হইলে স্থানীয় ভক্তগণ কর্ত্তৃক সঙ্কীর্ত্তন সহযোগে বিপুলভাবে সম্বর্দ্ধিত হন। উক্ত দিবস রাত্রিতে শ্রীমদ্ সাধুচরণ দাসাধিকারীর গৃহে ধর্ম্মসম্মেলনে শ্রীল আচার্যদেব ও ত্রিদণ্ডিযতিগণ ভাষণ প্রদান করেন। কাশীকোটরার নিকটবর্ত্তী বাসুগাঁওস্থিত শ্রীবাসুদেব গৌড়ীয় মঠের প্রাচীন সন্ন্যাসী ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত শান্ত মহারাজ উক্ত মঠের সেবকসহ কাশীকোটরার ধর্ম্মানুষ্ঠানে যোগদান করিয়াছিলেন। দ্বিতীয় দিনের ধর্ম্মসভার অধিবেশনে তিনি সভাপতিরূপে ভাষণ প্রদান করেন। ১২ জানুয়ারী শ্রীভবমোচন দাসাধিকারীর গৃহে পূর্ব্বাহ্নে হরিকথা ও কীর্ত্তন এবং মধ্যাহ্নে মহোৎসবে বহু ভক্ত মহাপ্রসাদ সম্মান করেন। সস্ত্রীক শ্রীসজ্জনকিঙ্কর দাসাধিকারী, সস্ত্রীক শ্রীসাধুচরণ দাসাধিকারী এবং তাঁহাদের পুত্র পরিজনবর্গের বৈষ্ণবসেবা-প্রচেষ্টা খুবই প্রশংসার্হ। শ্রীল আচার্য্যদেব এবং সাধুগণ শ্রীসজ্জনকিঙ্কর দাসাধিকারীর গৃহে এবং তাঁহার ভ্রাতা শ্রীসাধুচরণ প্রভুর গৃহে অবস্থান করেন। এই উৎসব অনুষ্ঠানে সরভোগের শ্রীমদ্ অচ্যুতানন্দ দাসাধিকারী প্রভু ও শ্রীগোপালদাস প্রভু যোগদান করিয়াছিলেন। ১২ জানুয়ারী রাত্রির ধর্ম্মসভায় শ্রীঅচ্যুতানন্দ দাসাধিকারী ও শ্রীনিত্যানন্দ দাসাধিকারী প্রভুদ্বয়ও বক্তৃতা দিয়াছিলেন।

রুণীখাতা (কোকরাঝাড়)—কোকরাঝাড় জেলার অন্তর্গত রুণীখাতা ভুটান রাজ্যের সংলগ্ন স্থান। সেখানে ভুটান সরকারের কারেন্সী নোটের প্রচলন দৃষ্ট হইল। রুণীখাতানিবাসী মঠাশ্রিত গৃহস্থভক্ত শ্রীমদ্ রাধামোহন দাসাধিকারী এবং অন্যান্য ভক্তগণের বিশেষ আহ্বানে শ্রীল আচার্য্যদেব সদলবলে ২৮ পৌষ, ১৩ জানুয়ারী রিজার্ভ বাসযোগে কাশীকোটরা হইতে রুণীখাতায় শ্রীমদ্ রাধামোহন দাসাধিকারী এবং তাঁহার ভ্রাতাগণের গৃহে আসিয়া উপনীত হইলে সঙ্কীর্ত্তনসহ সম্বর্দ্ধিত হন। উক্তদিবস এবং পরদিবস তাঁহাদের গৃহস্থিত নাট্যমন্দিরে প্রত্যহ রাত্রিতে শ্রীল আচার্য্যদেব ত্রিদণ্ডিযতিগণ এবং অচ্যুতানন্দ দাসাধিকারী প্রভু বক্তৃতা করেন। পরদিবস পূর্ব্বাহ্নে ১১ঘটিকায় নগর-সঙ্কীর্ত্তন-শোভাযাত্রা বাহির হইয়া রুণীখাতার প্রধান রাস্তা পরিক্রমা করিয়া ফিরিয়া আসে। ফিরিবার কালে প্রচুর বর্ষণফলে ভক্তগণ স্নাত হইয়া পড়েন। বর্ষণেতেও ভক্তগণের সঙ্কীর্ত্তনোদ্যম দমিত হয় নাই। শ্রীরাধামোহন প্রভুর গৃহে দ্বিপ্রহরে ও রাত্রিতে মহোৎসবে বহু নরনারীকে বিচিত্র মহাপ্রসাদের দ্বারা পরিতৃপ্ত করা হয়। শ্রীরাধামোহন প্রভু ও তাঁহার ভ্রাতাগণের গৃহসমূহে শ্রীল আচার্যদেব, মঠের সাধুগণ এবং গৃহস্থ অতিথিগণ অবস্থান করেন। বৈষ্ণব সেবার জন্য তাঁহারা অক্লান্ত পরিশ্রম করিয়া শ্রীহরি-গুরু-বৈষ্ণবের আশীর্ব্বাদ ভাজন হইয়াছেন।

কোকরাঝাড়—কোকরাঝাড় নিবাসী মঠাশ্রিত গৃহস্থভক্ত শ্রীমদ্ রাধাবল্লভ দাসাধিকারীর (ডাঃ রামকৃষ্ণ দোলয়ের) পুনঃ পুনঃ প্রার্থনায় এবং তত্রস্থ

কোকরাঝাড় ব্যবসায়ী সমিতির সভ্যগণের আহ্বানে শ্রীরাধাবল্লভ দাসাধিকারীর প্রেরিত রিজার্ভবাসে শ্রীল আচার্য্যদেব ত্যক্তাশ্রমী ও গৃহস্থ ভক্তগণসহ রুণীখাতা হইতে ১৫জানুয়ারী প্রাতঃ ৬-৩০ ঘটিকায় যাত্রা করতঃ প্রাতঃ ৭-৩০ ঘটিকায় কোকরাঝাড়ে আসিয়া উপনীত হন। কোকরাঝাড়ের বিশিষ্ট ব্যক্তি শ্রীযুক্ত পরেশ চন্দ্র সাহা মহোদয়ের বাসভবনে সাধুগণ অবস্থান করেন। কোকরাঝাড়ে স্থানীয় ব্যবসায়ী সমিতির কালীমন্দির প্রাঙ্গণে ১৫ জানুয়ারী হইতে ১৭জানুয়ারী পর্য্যন্ত প্রত্যহ রাত্রিতে বিশেষ ধর্ম্মসভার অধিবেশন হয়। কোকরাঝাড় জেলার জেলাধীশ শ্রীযুক্ত বিদ্যাধর ভূইঞা মহোদয় ১৫ জানুয়ারী শুক্রবার সন্ধ্যা ৬ ঘটিকায় দিবসত্রয়ব্যাপী ধর্ম্মানুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন। প্রত্যহ শ্রীল আচার্য্যদেবের দীর্ঘ অভিভাষণ ব্যতীত সভায় বক্তৃতা করেন—পূজ্যপাদ ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত পরিব্রাজক মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিললিত গিরি মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসুহৃদ্ দামোদর মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসৌরভ আচার্য্য মহারাজ এবং শ্রীঅচ্যুতানন্দ দাসাধিকারী প্রভু। ১৬ জানুয়ারী শনিবার পূর্ব্বাহ্ন ১০-৩০ ঘটিকায় শ্রীগৌরাঙ্গের প্রতিকৃতিসহ কালীমন্দির-প্রাঙ্গণ হইতে বিরাট নগর-সঙ্কীর্ত্তন-শোভাযাত্রা বাহির হইয়া কোকরাঝাড় সহরের বহু রাস্তা পরিভ্রমণ করিয়া অপরাহ্ন প্রায় ২ঘটিকায় কালীমন্দিরে ফিরিয়া আসে। উক্তদিবস মহোৎসবেও বহু নরনারী মহাপ্রসাদ সম্মান করেন। ধর্ম্মসম্মেলনে বিপুলসংখ্যক নরনারীর সমাবেশ হইয়াছিল। সস্ত্রীক শ্রীমদ্ রাধাবল্লভ দাসাধিকারী, সস্ত্রীক শ্রীপরেশ চন্দ্র সাহা ও তাঁহাদের পরিজনবর্গের এবং ব্যবসায়ী সমিতির সভ্যগণের অক্লান্ত পরিশ্রম ও সেবা-প্রচেষ্টায় ধর্ম্মসম্মেলন, নগর-সঙ্কীর্ত্তন-শোভাযাত্রা এবং মহোৎসব নির্ব্বিঘ্নে সুচারুরূপে সম্পন্ন হইয়াছে।

ধনুভাঙ্গা (গোয়ালপাড়া)—গোয়ালপাড়া জেলার অন্তর্গত ধনুভাঙ্গা গ্রামনিবাসী ভক্তগণের বিশেষ আহ্বানে শ্রীমঠের বর্ত্তমান আচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ, ত্রিদণ্ডিযতিবৃন্দ ও ব্রহ্মচারিগণ সমভিব্যাহারে ৩ মাঘ, ১৮ জানুয়ারী সোমবার প্রাতঃ ৮-৩০ ঘটিকায় কোকরাঝাড় হইতে রিজার্ভ ম্যাটাডোর যোগে যাত্রা করতঃ লঞ্চযোগে যোগীগোফা হইতে ব্রহ্মপুত্র নদ পার হইয়া পূর্ব্বাহ্ন ১১-১৫মিনিটে ধনুভাঙ্গা গ্রামে আসিয়া শুভপদার্পণ করেন। পূজ্যপাদ শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত পরিব্রাজক মহারাজ ও শ্রীসুমঙ্গল দাস ব্রহ্মচারী কোকরাঝাড় হইতে একই সঙ্গে রওনা হইয়া যোগীগোফার পথে উত্তর শালমারায় নামিয়া যথাক্রমে বঙ্গাইগাঁওয়ে এবং সরভোগে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। সাধুগণ যোগীগোফায় পৌছিয়া ব্রহ্মপুত্র নদের তটে মুক্ত হাওয়ায় কোকরাঝাড় নিবাসী ভক্তগণের প্রেরিত প্রসাদ গ্রহণ করিয়া বিশেষ পরিতৃপ্তি লাভ করেন। যোগীগোফায় ঋষিগণের তপস্যাস্থলের নিদর্শন-স্বরূপ পাহাড়ের মধ্যে বহু গোফা আজও বিদ্যমান রহিয়াছে। বিশাল ব্রহ্মপুত্র নদের এবং তাহার দুইপার্শ্বে যোগীগোফার পঞ্চরত্ন পাহাড়ের দৃশ্যাবলী অতীব মনোরম। পঞ্চরত্ন পাহাড়ের অলৌকিক ইতিবৃত্ত রহিয়াছে। যোগীগোফা হইতে ব্রহ্মপুত্র নদ পার হইয়া পঞ্চরত্ন পাহাড় অতিক্রম করিয়া ধনুভাঙ্গা যাওয়ার পথে ভক্তগণ গোয়ালপাড়া সহরস্থ শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠে শুভপদার্পণ করতঃ শ্রীমঠের অধিষ্ঠাতৃ শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-রাধাদামোদরজীউ শ্রীবিগ্রহগণের শ্রীচরণে প্রণতি জ্ঞাপন করেন। কোন কোন ভক্ত তথায় মহাপ্রসাদ পাইবার সুযোগ পাইয়া সুখী হন।

ধনুভাঙ্গা গ্রামে গৌহাটী শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠের পূজারী-সেবক শ্রীপ্রাণগোবিন্দ ব্রহ্মচারীর পূর্ব্বাশ্রমের ভ্রাতার গৃহে সকলে অবস্থান করেন। নির্জ্জন গ্রাম্য পরিবেশ ও উন্মুক্ত আবহাওয়ায় উপনীত হইয়া ভক্তগণের হৃদয় প্রফুল্লিত হয়। বিশেষতঃ শীতের দিনে মধ্যাহ্নে প্রাঙ্গণে সূর্য্যালোকের নীচে অবস্থান খুবই সুখদায়ক। তবে অধিক রাত্রিতে টীনের ঘরে শয়নেতে অতিরিক্ত ঠাণ্ডা অনুভূত হয়। যেখানে সাধুরা অবস্থান করিয়াছিলেন, তাহার অপর পার্শ্বে বড় রাস্তার সংলগ্ন স্থানে ধর্ম্মসম্মেলনের জন্য বড় সভামণ্ডপের ব্যবস্থা হইয়াছিল। সেখানে অস্থায়ী একটি ঠাকুর ঘর এবং ভক্তগণের থাকিবার অস্থায়ী ঘরও নির্ম্মিত হইয়াছিল। উক্তস্থানেই যোগদানকারী ভক্তগণের মাধ্যাহ্নিক ভোজনের ব্যবস্থা হয়। প্রাণগোবিন্দ প্রভুর পূর্ব্বাশ্রমের ভ্রাতার গৃহে সাধুগণ প্রসাদ সেবা

করেন। ৩ মাঘ, ১৮ জানুয়ারী সোমবার হইতে ৫ মাঘ, ২০ জানুয়ারী বুধবার পর্য্যন্ত সান্ধ্য-ধর্ম্মসভায় ভাষণ প্রদান করেন ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিললিত গিরি মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসুহৃদ্ দামোদর মহারাজ এবং ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসৌরভ আচার্য্য মহারাজ। দ্বিতীয় দিনের ধর্ম্মসভার অধিবেশনে ধনুভাঙ্গা হাইস্কুলের প্রেসিডেণ্ট শ্রীপবিত্র কুমার রায় সভাপতিরূপে বৃত হন। তিনি সভাপতির অভিভাষণে শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠানের প্রচারকবৃন্দের সর্ব্বসাধারণের মধ্যে ধর্ম্মভাব জাগ্রত করার জন্য ব্যাপক প্রচার-প্রচেষ্টার ভূয়সী প্রশংসা করিলেন। সনাতন ধর্ম্মের বিচার সর্ব্বোত্তম হইলেও প্রচারের অভাবে বহু সরলমতি গ্রামবাসিগণ ধর্ম্মান্তরিত হইয়া পড়িতেছেন বলিয়া তিনি দুঃখও প্রকাশ করিলেন।

৪ মাঘ, ১৯ জানুয়ারী মঙ্গলবার সভামণ্ডপ হইতে অপরাহ্ন ৩ঘটিকায় বিরাট নগর-সঙ্কীর্ত্তন-শোভাযাত্রা বাহির হইয়া ধনুভাঙ্গা ও তৎপার্শ্ববর্ত্তী গ্রামসমূহ পরিভ্রমণ করিয়া সন্ধ্যার সময় প্রত্যাবর্ত্তন করে। সঙ্কীর্ত্তন-শোভাযাত্রায় বৃদ্ধ-বৃদ্ধা, যুবক-যুবতী, বালক-বালিকা নির্ব্বিশেষে সহস্রাধিক নরনারী যোগদান করিয়া সমস্ত রাস্তা সাধুগণের সহিত নৃত্য-কীর্ত্তন করেন। তাহাদের গ্রামে এইপ্রকার নগর-সঙ্কীর্ত্তন প্রথম সম্পন্ন হইল। নগর-সঙ্কীর্ত্তনের পথ দীর্ঘ ৬ মাইল হইলেও সঙ্কীর্ত্তনানন্দে কাহারও কষ্টানুভূতি হয় নাই।

তৃতীয় দিবস পূর্ব্বাহ্নে বিশেষ ধর্ম্মসভায় বিপুল সংখ্যক নরনারীর সমাবেশ হইয়াছিল। উক্ত দিবস মধ্যাহ্নে মহোৎসবও অনুষ্ঠিত হয়।

শ্রীল আচার্য্যদেব ১৯ জানুয়ারী পূর্ব্বাহ্নে ভক্তগণ কর্ত্তৃক আহূত হইয়া শ্রীমদ্ পরমানন্দ দাসাধিকারী প্রভু, স্বধামগত শ্রীগোকুলানন্দ দাসাধিকারী, শ্রীনবকুমার দাসাধিকারী ও শ্রীনিশিকান্ত দাসের গৃহে সদলবলে শুভপদার্পণ করেন। শ্রীপরমানন্দ দাসাধিকারী ও শ্রীনবকুমার দাসাধিকারীর গৃহে হরিসঙ্কীর্ত্তন অনুষ্ঠিত হয়। শ্রীমদ্ পরমানন্দ দাসাধিকারী বিশেষ বৈষ্ণব-সেবার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র শ্রীগোকুলানন্দ দাসাধিকারী শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠাতা ওঁ শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী মহারাজ বিষ্ণুপাদের শ্রীচরণাশ্রয় করতঃ বহুদিন মঠে ব্রহ্মচারীরূপে থাকিয়া বহু সেবা করিয়াছিলেন। পরে তিনি গার্হস্থ্যাশ্রমে প্রবিষ্ট হন। তাঁহার প্রকটকালে তিনি বহুবার মঠের বর্ত্তমান আচার্য্যদেবকে তাঁহাদের স্থানে যাইবার জন্য অনুরোধ করিয়াছিলেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ শ্রীল আচার্য্যদেব তাঁহার ইচ্ছাক্রমে তাঁহার প্রকটকালে উক্ত স্থানে যাইতে পারেন নাই, এইজন্য তিনি মর্ম্মান্তিক ব্যথিত। বস্তুতঃ গোকুলানন্দ প্রভুর পূর্ব্ব প্রার্থনার কথা স্মরণ করিয়াই শ্রীল আচার্য্যদেব ধনুভাঙ্গায় যাইতে স্বীকৃতি প্রদান করিয়াছিলেন।

ধনুভাঙ্গায় ধর্ম্মসম্মেলনের প্রধান উদ্যোক্তারূপে গোয়ালপাড়া মঠের মঠরক্ষক শ্রীজগদানন্দ দাস ব্রহ্মচারী, স্থানীয় ভক্ত শ্রীনবকুমার দাসাধিকারী, দরংগিরির শ্রীনন্দদুলাল দাস, কাশীকোটরার শ্রীসুরেশ্বর দাস এবং গৌহাটীর শ্রীপ্রাণগোবিন্দ ব্রহ্মচারী প্রভৃতির অক্লান্ত পরিশ্রম ও সেবা-প্রচেষ্টায় ধর্ম্মানুষ্ঠান ও মহোৎসবাদি নির্ব্বিঘ্নে সুসম্পন্ন হইয়াছে।

শ্রীগৌড়ীয় মঠ, তেজপুর — শ্রীল আচার্য্যদেব ত্রিদণ্ডিযতিবৃন্দ ও ব্রহ্মচারিগণ সমভিব্যাহারে রিজার্ভ বাসযোগে ধনুভাঙ্গা (গোয়ালপাড়া) হইতে ৬ মাঘ, ২১ জানুয়ারী বৃহস্পতিবার প্রাতঃ ৬ ঘটিকায় যাত্রা করতঃ গৌহাটী (কামরূপ), মঙ্গলদৈ হইয়া শোণিতপুর জেলাসদর তেজপুরস্থ শ্রীগৌড়ীয় মঠে মধ্যাহ্নে আসিয়া পৌঁছিলে তেজপুর মঠের মঠরক্ষক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিভূষণ ভাগবত মহারাজ বহু ভক্তবৃন্দসহ পুষ্পমাল্য ও সংকীর্ত্তনের দ্বারা সম্বর্দ্ধনা জ্ঞাপন করেন। তেজপুর মঠে বার্ষিক উৎসবে যোগদানের জন্য আসামের বিভিন্ন স্থান হইতে, বিশেষতঃ শোণিতপুর, নওগাঁও, শিবসাগর, ডিব্রুগড় জেলা হইতে বহু ভক্তের সমাবেশ হইয়াছিল। শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গের কৃপায় তেজপুর মঠের দিবসত্রয়ব্যাপী বার্ষিক ধর্ম্মানুষ্ঠান ৬ মাঘ, ২১ জানুয়ারী বৃহস্পতিবার হইতে ৮ মাঘ, ২৩জানুয়ারী শনিবার পর্য্যন্ত সুসম্পন্ন হইয়াছে। সান্ধ্য-ধর্ম্মসভায় এস্-আই-বির ডেপুটী ডাইরেক্টর শ্রীঅঞ্জন কুমার ঘোষ, ন্যাশনাল সার্ভিস স্কীমের অফিসার ডাঃ আনন্দমোহন মুখার্জ্জি, শোণিতপুর

জেলার উন্নয়ন বিভাগের অতিরিক্ত উপায়ুক্ত শ্রীকনক চন্দ্র শর্ম্মা সভাপতি ও প্রধান অতিথিরূপে ভাষণ প্রদান করেন। সান্ধ্য-ধর্ম্মসভায় শ্রীল আচার্য্যদেবের দীর্ঘ প্রাত্যহিক অভিভাষণ ব্যতীত বক্তৃতা করেন ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিললিত গিরি মহারাজ, ত্রিদণ্ডি-স্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসুহৃদ্ দামোদর মহারাজ ও ত্রিদণ্ডি-স্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসৌরভ আচার্য্য মহারাজ। ৭ মাঘ, ২২জানুয়ারী শুক্রবার মধ্যাহ্নে মহোৎসবে সহস্রাধিক নরনারীকে বিচিত্র মহাপ্রসাদের দ্বারা তৃপ্ত করা হয়। পরদিন শ্রীকৃষ্ণের বসন্ত-পঞ্চমী-তিথি ও শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া দেবীর আবির্ভাব-তিথিবাসরে পূর্ব্বাহ্নে শ্রীমঠের অধিষ্ঠাতৃ শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-রাধানয়নমোহনজীউ শ্রীবিগ্রহগণের বিশেষ পূজা, মহাভিষেক এবং মধ্যাহ্নে ভোগরাগ অনুষ্ঠিত হয়। উক্তদিবস অপরাহ্ন ৩-৩০ ঘটিকায় শ্রীমঠের অধিষ্ঠাতৃ শ্রীবিগ্রহগণ সুরম্য রথা-রোহণে বিরাট সংকীর্ত্তন-শোভাযাত্রা ও বাদ্য সহ শ্রীমঠ হইতে বাহির হইয়া তেজপুর সহরের মুখ্য মুখ্য রাস্তা পরিভ্রমণ করেন। শ্রীবিগ্রহদর্শনে ও রথাকর্ষণে নরনারীগণের মধ্যে প্রবল উৎসাহ পরি-লক্ষিত হয়।

শ্রীল আচার্য্যদেব ২২জানুয়ারী শুক্রবার পূর্ব্বাহ্নে বিশেষভাবে আহূত হইয়া মহাভৈরবস্থিত শ্রীরবীন্দ্র বাবুর গৃহে সদলবলে শুভপদার্পণ করতঃ হরিকথা পরিবেশন করেন। রবীন্দ্রবাবু বিশেষ বৈষ্ণবসেবার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। রবীন্দ্রবাবু ও তাঁহার পরি-জনবর্গের বৈষ্ণবসেবা প্রবৃত্তি খুবই প্রশংসার্হ।

স্থানীয় মঠের বিশেষ শুভানুধ্যায়ী ও বিশিষ্ট সজ্জন শ্রীনকুল চন্দ্র পাল মহোদয়ের বিশেষ আহ্বানে শ্রীল আচার্য্যদেব, শ্রীপাদ দামোদর মহারাজ, শ্রীপাদ ভাগবত মহারাজ ও শ্রীমদ্ আচার্য্য মহারাজ সহ ২৫ জানুয়ারী পূর্ব্বাহ্নে প্রথমে তাঁর বাড়ীতে শুভপদার্পণ করেন এবং পরে তাঁহার কারখানা পরিদর্শন করিয়া আসেন।

গোয়ালপাড়া মঠের বার্ষিক উৎসবের প্রাক্-ব্যবস্থাদির জন্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিললিত গিরি মহারাজ শ্রীগৌতম ব্রহ্মচারীকে সঙ্গে লইয়া ২৪ জানু-য়ারী রবিবার প্রাতে বাসযোগে গোয়ালপাড়া যাত্রা করেন।

শ্রীমদনগোপাল ব্রহ্মচারী, শ্রীপরেশানুভব ব্রহ্মচারী, শ্রীসচ্চিদানন্দ ব্রহ্মচারী, শ্রীঅনন্তরাম ব্রহ্মচারী, শ্রীতারক রায় ও শ্রীসুভাষ দাস ২৫ জানুয়ারী প্রাতে বাসযোগে এবং শ্রীল আচার্য্যদেব, শ্রীপাদ দামোদর মহারাজ, শ্রীমদ্ আচার্য্য মহারাজ, শ্রীশচীনন্দন ব্রহ্ম-চারী ও শ্রীবৈকুণ্ঠ ব্রহ্মচারী নকুলবাবুর প্রাইভেট কারযোগে অপরাহ্নে রওনা হইয়া উক্তদিবস গৌহাটী মঠে পৌঁছেন।

২৬ জানুয়ারী প্রাতে শ্রীতারক রায় ভগবল্লীলা প্রদর্শনীর সেবাকার্য্যের জন্য কামরূপ এক্সপ্রেসযোগে গৌহাটী হইতে শ্রীমায়াপুর যাত্রা করেন। শ্রীল আচার্য্য-দেব নয়মূর্ত্তি ত্রিদণ্ডিযতি, ব্রহ্মচারী ও শ্রীঘনশ্যাম দাসাধিকারী সহ উক্তদিবস প্রাতে প্রাইভেট বাসযোগে যাত্রা করতঃ পূর্ব্বাহ্নে গোয়ালপাড়া মঠে পৌঁছেন।

তেজপুর মঠের মঠরক্ষক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তি-ভূষণ ভাগবত মহারাজ, শ্রীকরুণা দাস বনচারী, শ্রীরাধাগোবিন্দ দাস বনচারী, শ্রীপুলক সরকার, শ্রীবৈকুণ্ঠ দাস ব্রহ্মচারী, শ্রীদারিদ্রভঞ্জন দাস ব্রহ্মচারী, শ্রীসুভাষ দাস ও শ্রীসদাশিব দাসাধিকারী প্রভৃতি তক্ত্যাশ্রমী ও গৃহস্থ ভক্তগণের অক্লান্ত পরিশ্রম ও সেবা-প্রচেষ্টায় উৎসবটী সাফল্যমণ্ডিত হইয়াছে।

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, গোয়ালপাড়া—নিখিল ভারত শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাতা নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী মহারাজ বিষ্ণুপাদ মাঘী শুক্লা-দশমী তিথি-বাসরে শ্রীরামানুজাচার্য্যের তিরোভাব তিথিতে গোয়াল পাড়া শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠের অধিষ্ঠাতৃ শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-রাধাদামোদরজীউ শ্রীবিগ্রহগণের প্রতিষ্ঠা-কার্য্য সম্পন্ন করিয়াছিলেন। পরবর্ত্তিকালে তিনি গোয়ালপাড়া মঠের বার্ষিকোৎসব উক্ত তিথিকে অব-লম্বন করিয়া প্রবর্ত্তন করায় প্রতিবৎসর উক্ত তিথিতেই গোয়ালপাড়া মঠের বার্ষিকোৎসব সম্পন্ন হইয়া আসি-তেছে। পরমারাধ্য শ্রীল গুরুদেবের প্রকটকালে উক্ত উৎসব পাঁচদিন ব্যাপী হইত। কতিপয় বৎসর যাবৎ তিনদিন ব্যাপী ধর্ম্মানুষ্ঠান হইতেছে। পূর্ব্ব পূর্ব্ব বৎসরের ন্যায় গোয়ালপাড়া মঠের বার্ষিকোৎসব এই বার ১১ মাঘ, ২৬ জানুয়ারী মঙ্গলবার হইতে ১৩ মাঘ, ২৮ জানুয়ারী বৃহস্পতিবার পর্য্যন্ত সুসম্পন্ন

হইয়াছে। ধর্ম্মসভায় ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিললিত গিরি মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসুহৃদ্ দামোদর মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসৌরভ আচার্য্য মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিনিকেতন তুর্য্যাশ্রমী মহারাজ, গোয়ালপাড়া বি-টি কলেজের অধ্যাপক শ্রীদেবেন্দ্রপতি গোস্বামী ও শ্রীমদ্ উদ্ধব দাসাধিকারী অসমীয়া, বাংলা ও রাভা (পার্ব্বত্যভাষা) ভাষায় ভাষণ প্রদান করেন। গোয়ালপাড়া মঠের উৎসবে স্থানীয় নর-নারীগণ ব্যতীত গোয়ালপাড়া জেলার বিভিন্ন স্থান হইতে ও মেঘালয় হইতে অগণিত পার্ব্বত্যদেশীয় ভক্তগণের সমাবেশ হয়। আর্থিক অবস্থা খুব স্বচ্ছল না হইলেও তাঁহাদের বিষ্ণুবৈষ্ণব সেবার জন্য আন্তরিকতা, আর্ত্তি ও উৎসাহ খুবই প্রশংসনীয়। তাঁহারা সকলেই চাল, তরিতরকারী প্রভৃতি সেবোপ-করণ প্রচুর পরিমাণে লইয়া আসেন। তাঁহাদের মধ্যে যাঁহারা মঠের দীক্ষিত শিষ্য ও শিষ্যা তাঁহারা তরকারী আমান্য, রন্ধন ও পরিবেশনাদি সেবায় রাত্রিদিন অক্লান্ত পরিশ্রম করেন। তাঁহাদের নিষ্কপট সেবাপ্রচেষ্টা দেখিয়া চমৎকৃত হইতে হয়। সংকীর্ত্তন-শোভাযাত্রায় যোগদানের জন্য তাঁহারা তাঁহাদের দেশীয় বিচিত্র বাদ্যভাণ্ডাদিও লইয়া আসেন। ১২ মাঘ, ২৭ জানুয়ারী বুধবার শ্রীমঠের অধিষ্ঠাতৃ শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-রাধাদামোদরজীউ শ্রীবিগ্রহগণ সু-সজ্জিত রথারোহণে বিশাল সংকীর্ত্তন-শোভাযাত্রাসহ শ্রীমঠ হইতে অপরাহ্ণ ৩ ঘটিকায় যাত্রা করতঃ সহর পরিভ্রমণান্তে সন্ধ্যায় প্রত্যাবর্ত্তন করেন। সাধু-গণের নৃত্যকীর্ত্তন দর্শন করিয়া স্থানীয় ব্যক্তিগণের মধ্যে দিব্যানন্দের প্রাকট্য হয়। ১৩ মাঘ, ২৮ জানুয়ারী বৃহস্পতিবার মহোৎসবে সর্ব্বসাধারণ মহা-প্রসাদ সেবা করেন।

তেজপুর মঠে ও গোয়ালপাড়া মঠে বহু নরনারী ভক্তিসদাচার গ্রহণ করতঃ গৌরবিহিত ভজনে ব্রতী হইয়াছেন।

শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুরের প্রকটকালে গোয়ালপাড়া সহরে হুলুকান্দা পাহাড়ে ব্রহ্মপুত্র নদের তটে পূজ্যপাদ শ্রীমদ্ নিমানন্দ দাসাধি-কারী প্রভু প্রপন্নাশ্রম সংস্থাপন করিয়াছিলেন, পরে উহা লুপ্ত হয়। শ্রীল আচার্য্যদেব একদিন ভক্তগণকে লইয়া উক্তস্থানে পৌঁছিয়া প্রণতি জ্ঞাপন ও হরিকীর্ত্তন করেন। নিমানন্দ প্রভুর পূর্ব্বাশ্রমের ব্যক্তিগণ আনন্দিত হইয়া ধূপ-দীপাদি দিয়া শ্রদ্ধার্ঘ্য অর্পণ করেন। ব্রহ্মপুত্র নদের তটে পাহাড়ে বৃক্ষাদি পরি-বেষ্টিত নির্জ্জন স্থানটি অতীব মনোরম।

গোয়ালপাড়া মঠের মঠরক্ষক শ্রীজগদানন্দ ব্রহ্ম-চারী, শ্রীকর্ম্মেশ্বর দাস ব্রহ্মচারী, শ্রীদীনতারণ ব্রহ্ম-চারী, শ্রীগোলোকবিহারী প্রভু, শ্রীসুরেশ্বর দাস, শ্রীনন্দদুলাল দাস, শ্রীধনঞ্জয় দাস, শ্রীরাধাগোবিন্দ দাস, শ্রীনন্দসুত দাস (নির্ম্মল), শ্রীপরমেশ্বর দাস প্রভৃতি গোয়ালপাড়া মঠের সেবকগণের এবং শ্রীগৌতম দাস, শ্রীবৈকুণ্ঠ দাস ব্রহ্মচারী প্রভৃতি প্রচার পার্টির সেবকগণের সেবাপ্রচেষ্টা প্রশংসনীয়।

সরভোগ শ্রীগৌড়ীয় মঠের বার্ষিকোৎসবে প্রাক্ ব্যবস্থাদির বিষয়ের সহায়তার জন্য শ্রীল আচার্য্য-দেবের নির্দ্দেশক্রমে শ্রীকর্ম্মেশ্বর দাস, শ্রীরাধাগোবিন্দ দাস, শ্রীগৌতম দাস ও শ্রীনন্দসুত দাস (নির্ম্মল) ২৯ জানুয়ারী পূর্ব্বাহ্ণে সরভোগ যাত্রা করেন। শ্রীপরেশানুভব ব্রহ্মচারী, শ্রীমদনগোপাল ব্রহ্মচারী, শ্রীসচ্চিদানন্দ ব্রহ্মচারী ও শ্রীসুভাষ দাস উক্ত দিবস প্রাতের বাসে গৌহাটী রওনা হইয়া যান।

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, গৌহাটীঃ—বিগত ১৫ মাঘ, ৩০ জানুয়ারী শনিবার পূর্ব্বাহ্ণে ১০-৫০ ঘটিকায় গোয়ালপাড়া হইতে ষ্টেটবাসে যাত্রা করিয়া ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিললিত গিরি মহারাজ, ত্রিদণ্ডি-স্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসৌরভ আচার্য্য মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিনিকেতন তুর্য্যাশ্রমী মহারাজ, শ্রীজগদানন্দ দাস ব্রহ্মচারী, শ্রীশচীনন্দন ব্রহ্মচারী, শ্রীঅনন্তরাম ব্রহ্মচারী, শ্রীবৈকুণ্ঠ ব্রহ্মচারী গৌহাটী—পল্টনবাজারস্থ শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠে অপরাহ্ণ ৪ ঘটিকায় আসিয়া শুভ পদার্পণ করেন। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসুহৃদ্ দামোদর মহারাজ গোয়ালপাড়া জেলার বরদামালের নিকটস্থ দর্ণী গ্রামে বৈষ্ণববিধানমতে শ্রাদ্ধকৃত্য সম্প-ন্নের জন্য ২৯ জানুয়ারী গিয়াছিলেন। তিনি তজ্জন্য একদিন বিলম্বে ৩১ জানুয়ারী গৌহাটী মঠে আসিয়া পৌঁছেন। ৩০ জানুয়ারী শনিবার হইতে ১ফেব্রুয়ারী

সোমবার পর্য্যন্ত গৌহাটী মঠের সঙ্কীর্ত্তন ভবনে বিশেষ সান্ধ্য-ধর্ম্মসভার অধিবেশনে গৌহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূগোল বিভাগের অধ্যাপক শ্রীমীনধর বড়ঠাকুর, পাণ্ডু কলেজের অধ্যাপক শ্রীহরিদাস সরকার এবং পাণ্ডু কলেজের অধ্যক্ষ শ্রীপ্রবীণ চন্দ্র শর্ম্মা যথাক্রমে সভাপতি পদে বৃত হন। শ্রীরাজেশ্বর দাস আই-এ-এস্ ও গোহাটী বেঙ্গলী উচ্চমাধ্যমিক বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ শ্রীমানবেন্দ্র চৌধুরী যথাক্রমে ধর্ম্মসভার প্রথম ও তৃতীয় অধিবেশনে প্রধান অতিথির আসন গ্রহণ করেন। শ্রীল আচার্য্যদেবের প্রাত্যহিক অভিভাষণ ব্যতীত বিভিন্নদিনে বক্তৃতা করেন ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিললিত গিরি মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তি-সুহৃদ্ দামোদর মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তি-সৌরভ আচার্য্য মহারাজ ও শ্রীহরিদাস ব্রহ্মচারী।

১৬ মাঘ, ৩১ জানুয়ারী রবিবার শ্রীনিত্যানন্দ-ত্রয়োদশী তিথি-বাসরে শ্রীমঠের অধিষ্ঠাতৃ শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-রাধানয়নানন্দজীউ শ্রীবিগ্রহগণের মহাভিষেক পূজা, ভোগরাগাদি পূর্ব্বাহ্নে অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত দিবস অপরাহ্ন ৩-৩০ ঘটিকায় শ্রীমঠের অধিষ্ঠাতৃ শ্রীবিগ্রহগণ সুরম্য রথারোহণে বিরাট সঙ্কীর্ত্তন-শোভাযাত্রা ও বাদ্যাদিসহ শ্রীমঠ হইতে যাত্রা করিয়া গৌহাটী সহরের এ-টি রোড, ফ্যান্সি বাজার, পান বাজর, উজান বাজার, আমবাড়ী, গৌহাটী ক্লাব ষ্টেডিয়াম, উলুবাড়ী, চারিয়ালী, মিলনপুর ও রিহা-বাড়ী হইয়া মঠে সন্ধ্যা ৬-৩০ ঘটিকায় প্রত্যাবর্ত্তন করেন। পরদিবস মহোৎসবে সহস্রাধিক নরনারীকে বিচিত্র মহাপ্রসাদ দ্বারা আপ্যায়িত করা হয়।

গৌহাটী কালাপাহাড়স্থ শ্রীরাম ঠাকুর আশ্রমের সভ্যগণের এবং গৌহাটী ভাস্কর নগরস্থ মঠাশ্রিত গৃহস্থভক্ত শ্রীজগদীশ দাসাধিকারীর (বিনয় চক্রবর্ত্তীর) আহ্বানে শ্রীল আচার্য্যদেব ২ ফেব্রুয়ারী মঙ্গলবার, ৩ ফেব্রুয়ারী বুধবার যথাক্রমে শ্রীরাম ঠাকুর আশ্রমে ও শ্রীবিনয় বাবুর বাসভবনে সদলবলে শুভপদার্পণ করতঃ হরিকথামৃত পরিবেশন করেন। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসুহৃদ্ দামোদর মহারাজ শ্রীরাম ঠাকুর আশ্রমে ভাষণ প্রদান করিয়াছিলেন। এতদ্ব্যতীত ১৮ মাঘ, ২ ফেব্রুয়ারী মঙ্গলবার পূর্ব্বাহ্নে মঠের শুভানুধ্যায়ী শ্রীসুনীল দাস মহাশয়ের গৃহে, উক্তদিবস তৎপরে স্বধামগত উপেন্দ্র দাসাধিকারীর বাসভবনে এবং ৪ ফেব্রুয়ারী শ্রীবিজয় বণিক মহাশয়ের গৃহে শ্রীল আচার্য্যদেব ত্রিদণ্ডিযতি, ব্রহ্মচারী ও গৃহস্থভক্ত-গণসহ শুভপদার্পণ করতঃ হরিকথা বলেন। প্রত্যেক স্থানে নাম-সঙ্কীর্ত্তন অনুষ্ঠিত হয়। স্বধামগত উপেন্দ্র দাসাধিকারীর গৃহে বিশেষ বৈষ্ণব-সেবারও ব্যবস্থা হইয়াছিল।

শ্রীনৃসিংহানন্দ ব্রহ্মচারী, শ্রীপ্রাণগোবিন্দ ব্রহ্মচারী, শ্রীঅনন্ত দাস, শ্রীরাঘব ব্রহ্মচারী, শ্রীঅনিল বনচারী, শ্রীকানু দাস, শ্রীপুলিনবিহারী দাসাধিকারী, শ্রীগৌর-গোবিন্দ দাসাধিকারী প্রভৃতি ত্যক্তাশ্রমী ও গৃহস্থ ভক্তগণের সম্মিলিত সেবা-প্রচেষ্টায় উৎসবটি সাফল্য-মণ্ডিত হইয়াছে।

শ্রীগৌড়ীয় মঠ, সরভোগ— শ্রীল আচার্য্যদেব ১০ মূর্ত্তি সন্ন্যাসী ও ব্রহ্মচারী সমভিব্যাহারে গৌহাটী শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ হইতে ২১ মাঘ, ৫ ফেব্রুয়ারী শুক্রবার প্রাতঃ ৬-৩০ ঘটিকায় রওনা হইয়া এবং বাসষ্ট্যাণ্ড হইতে ৭-৩০ ঘটিকায় বাস ধরিয়া বেলা ১১-১৫ মিনিটে সরভোগস্থ শ্রীগৌড়ীয় মঠে আসিয়া পৌঁছেন। সরভোগ শ্রীগৌড়ীয় মঠ পরমগুরুপাদ-পদ্ম শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ প্রতিষ্ঠিত আসামের প্রথম ও প্রাচীন মঠ। পূর্ব্বে সরভোগ গৌড়ীয় মঠে আসামের সমস্ত ভক্তগণ সম্মি-লিত হইতেন। পরবর্ত্তিকালে শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠাতা অস্মদীয় শ্রীগুরুপাদপদ্ম আসামে তেজপুরে, গৌহাটীতে ও গোয়ালপাড়ায় তিনটি মঠ সংস্থাপন করিলে তত্তদঞ্চলের ভক্তগণ উক্ত মঠত্রয়ে সম্মিলিত হইতে পারায় সরভোগ গৌড়ীয় মঠে বহিরাগত অতি-থির সংখ্যা হ্রাস পায়। শ্রীল প্রভুপাদের পদাঙ্কপূত স্থান ও প্রতিষ্ঠিত মঠ বলিয়া পরমারাধ্য শ্রীল গুরু-দেব শ্রীল প্রভুপাদের আবির্ভাব তিথিতে সরভোগ গৌড়ীয় মঠেই শ্রীব্যাসপূজা সম্পন্ন করিতেন। এই বৎসরও সরভোগ গৌড়ীয় মঠের সেবকগণ শ্রীব্যাস-পূজা উপলক্ষে তথায় ২২ মাঘ, ৬ ফেব্রুয়ারী শনিবার হইতে ২৫ মাঘ, ৮ ফেব্রুয়ারী সোমবার পর্য্যন্ত ধর্ম্মা-নুষ্ঠানের আয়োজন করেন। প্রাত্যহিক বিশেষ সান্ধ্য ধর্ম্মসভায় শ্রীল আচার্য্যদেব ও ত্রিদণ্ডিযতিগণের, প্রথম ও দ্বিতীয় দিনের সভাপতিদ্বয় শ্রীসর্ব্বানন্দ

পাঠক ও শ্রীঘনশ্যামদাস তালুকদার মহোদয়ের, প্রথম দিনের প্রধান অতিথি শ্রীপ্রভুনারায়ণ সিং এর ভাষণ ব্যতীত সভায় বক্তৃতা করেন শ্রীমদ্ অচ্যুতানন্দ দাসাধিকারী ও মঠরক্ষক শ্রীসুমঙ্গল ব্রহ্মচারী।

২৩ মাঘ রবিবার অপরাহ্ণ ৪ ঘটিকায় শ্রীমঠ হইতে নগর-সংকীর্ত্তন-শোভাযাত্রা বাহির হইয়া সরভোগ সহরের রাস্তাসমূহ পরিভ্রমণ করিয়া সন্ধ্যায় ফিরিয়া আসে। এইবার শোভাযাত্রায় ভক্তগণ বিপুল সংখ্যায় যোগ দেন এবং শ্রীল আচার্য্যদেব ও পূজনীয় বৈষ্ণবগণের অনুগমনে সমস্ত রাস্তা মহোল্লাসে উদ্দণ্ড নৃত্যকীর্ত্তন করেন।

২৪ মাঘ, ৮ ফেব্রুয়ারী সোমবার শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের ১১৪ বর্ষ পূর্ত্তি শুভাবির্ভাব তিথিপূজা উপলক্ষে পূর্ব্বাহ্নে শ্রীব্যাসপূজা অনুষ্ঠিত হয়। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিললিত গিরি মহারাজ তাঁহার সতীর্থ ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসুহৃদ দামোদর মহারাজের সহায়তায় শ্রীব্যাসপঞ্চকের পূজাসহ বিবিধ উপচারে শ্রীল প্রভুপাদের আলেখ্যার্চ্চার পূজা ও আরতি বিধান করেন। তৎপরে বৈষ্ণবগণ কর্ত্তৃক ক্রমানুযায়ী শ্রীল প্রভুপাদপদ্মে পুষ্পাঞ্জলি প্রদত্ত হয়। উক্ত দিবস মধ্যাহ্নে অগণিত নরনারী মহোৎসবে বিচিত্র মহাপ্রসাদ সেবা করিয়া পরিতৃপ্ত হন।

সরভোগ মঠের মঠরক্ষক শ্রীসুমঙ্গল ব্রহ্মচারী, শ্রীমদ্ গোপাল দাসাধিকারী, শ্রীমদ্ অচ্যুতানন্দ দাসাধিকারী, শ্রীকর্ম্মেশ্বর ব্রহ্মচারী, শ্রীগৌতম দাস ব্রহ্মচারী, শ্রীরাধাগোবিন্দ দাস ব্রহ্মচারী, শ্রীনন্দসুত দাস, শ্রীঅনিরুদ্ধ দাস, শ্রীধনঞ্জয় দাস, শ্রীসুরেশ্বর দাস, শ্রীদামোদর দাস, শ্রীহরমোহন দাস প্রভৃতি মঠবাসী ও গৃহস্থ ভক্তগণের আন্তরিক সেবাপ্রচেষ্টায় উৎসবটি সাফল্যমণ্ডিত হইয়াছে।

৯ ফেব্রুয়ারী আসাম দেশীয় বহু নরনারী শ্রীগৌরবিহিত ভজনে ব্রতী হওয়ার জন্য শ্রীল গুরুপাদপদ্মাশ্রিত হইয়া নামমন্ত্রে দীক্ষিত হইয়াছেন। উক্ত দিবস শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠের প্রতিষ্ঠাতা পরমারাধ্য শ্রীল গুরুদেবের শ্রীচরণাশ্রিত পুরাতন গৃহস্থ শিষ্য শ্রীউপানন্দ দাসাধিকারী প্রভুর আহ্বানে মঠের ত্রিদণ্ডিযতি ও ব্রহ্মচারী সাধুগণ সরভোগের নিকটবর্ত্তী বরপেটা জেলার অন্তর্গত চুক্রুমবাড়ী গ্রামস্থিত তাঁহার আলয়ে বাসযোগে যাইয়া পেঁ ছেন। বাসটি কামারগাঁওয়ে আসিলে ভক্তগণ বাস হইতে উত্তীর্ণ হইয়া পদব্রজে প্রথমে মঠাশ্রিত ভক্ত শ্রীমদ্ নিত্যানন্দ দাসাধিকারীর গৃহে তথা হইতে পুনঃ একজন ভক্তের বাড়ী হইয়া উপানন্দ প্রভুর গৃহে চুক্রুমবাড়ীতে যাইয়া মাধ্যাহ্নিক ভোজন সমাপন করেন। উপানন্দ প্রভু বৈষ্ণবসেবার প্রচুর ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। উপানন্দ দাসাধিকারী সুকণ্ঠ কীর্ত্তনীয়া। তিনি গোয়ালপাড়া মঠের উৎসবেও যোগ দিয়াছিলেন।

সরভোগ (বয়নগরস্থ) শ্রীশ্রীগরখিয়া গোঁসাই মন্দিরের সভাপতি ও সভ্যগণের আহ্বানে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসুহৃদ্ দামোদর মহারাজ বিগত ১ মাঘ, ১৬ জানুয়ারী শনিবার পূর্ব্বাহ্নে বিশেষ ধর্ম্মসভায় বিশিষ্ট বক্তারূপে উপস্থিত থাকিয়া ভাষণ প্রদান করিয়াছিলেন। উক্ত সভায় শক্তি আশ্রম উচ্চমাধ্যমিক বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ শ্রীজীতেন রায় সভাপতিরূপে এবং আসামের পঞ্চায়েত বিভাগের মন্ত্রী শ্রীচন্দ্র আরান্ধরা মুখ্য অতিথিরূপে উপস্থিত ছিলেন। শ্রীমদ্ অচ্যুতানন্দ দাসাধিকারী প্রভুও বক্তৃতা করেন।

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠের আচার্য্য এবং ত্রিদণ্ডিযতি ও ব্রহ্মচারী প্রচারকবৃন্দ ১০ ফেব্রুয়ারী বুধবার সরভোগ শ্রীগৌড়ীয় মঠ হইতে প্রাতঃ ৭-৩০ ঘটিকায় রিজার্ভ বাসযোগে যাত্রা করতঃ নিউবঙ্গাইগাঁও ষ্টেশনে পেঁ ছিয়া কামরূপ এক্সপ্রেস ধরিয়া পরদিন প্রাতে কলিকাতা মঠে প্রত্যাবর্ত্তন করেন।

পুরুলিয়া ও বাঁকুড়ায় শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠাচার্য্য

পুরুলিয়া—চাঁদড়া-নিবাসী শ্রীবিশ্বনাথ সেনাপতি মহোদয়ের পুনঃ পুনঃ প্রার্থনায় এবং পুরুলিয়া মানবাজারের ডাঃ সত্যকিঙ্কর পতি, শ্রীবিজয় কুমার দত্ত, শ্রীদিলীপ মুখার্জ্জি, শ্রীদেবাশীষ নারায়ণ দেব প্রভৃতি ভক্তগণের আহ্বানে শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠাচার্য্য তাঁহার জ্যেষ্ঠ সতীর্থ কলিকাতা মঠের মঠরক্ষক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিললিত গিরি মহারাজ এবং ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসৌরভ আচার্য্য মহারাজ, শ্রীসচ্চিদানন্দ ব্রহ্মচারী, শ্রীরাম ব্রহ্মচারী, শ্রীরাইমোহন ব্রহ্মচারী, শ্রীশচীনন্দন ব্রহ্মচারী ও শ্রীঅনন্তরাম ব্রহ্মচারী সমভিব্যাহারে বিগত ২৯ মাঘ, ১৩ ফেব্রুয়ারী শনিবার কলিকাতা হাওড়া হইতে চক্রধরপুর প্যাসেঞ্জারে যাত্রা করতঃ পরদিন শেষরাত্রি ৪ ঘটিকায় বাঁকুড়া ষ্টেশনে শুভ পদার্পণ করেন। মানবাজারস্থ ভক্তগণের প্রেরিত প্রতিনিধিকে সঙ্গে লইয়া শ্রীগোবিন্দসুন্দর ব্রহ্মচারী একটী জীপ-ভ্যানসহ তথায় পূর্ব্বেই আসিয়া পৌঁছিয়াছিলেন। উক্ত ভ্যান গাড়ীতে সাধুগণ প্রাতঃ ৬-৩০ ঘটিকায় মানবাজারস্থ নির্দ্দিষ্ট আবাসস্থান জেনার‍্যাল হাসপাতালের অপর পার্শ্ববর্ত্তী ডাঃ গোপাল চন্দ্র লায়েক মহোদয়ের নবনির্ম্মিত বাসভবনে আসিয়া উপনীত হইলেন। নূতন গৃহে জল পায়খানার সুব্যবস্থা থাকায় সাধুগণ তথায় সুখেই অবস্থান করিয়াছিলেন। প্রাক্ ব্যবস্থাদির জন্য শ্রীপ্রেমময় ব্রহ্মচারী শ্রীকান্ত ব্রহ্মচারীকে লইয়া তিনদিন পূর্ব্বেই তথায় পৌঁছিয়াছিলেন। বস্তুতঃ পুরুলিয়ার নূতন স্থানদ্বয়ে প্রচারের জন্য মুখ্যরূপে উদ্যোগী হইয়াছিলেন শ্রীপ্রেমময় ব্রহ্মচারী। হায়দ্রাবাদ মঠের মঠরক্ষক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবৈভব অরণ্য মহারাজ—শ্রীগোবিন্দসুন্দর ব্রহ্মচারী ও শ্রীগৌরগোপাল ব্রহ্মচারীকে লইয়া শ্রীনবদ্বীপধাম পরিক্রমার সেবানুকূল্য সংগ্রহের জন্য পূর্ব্বেই বাঁকুড়া ও পুরুলিয়া জেলায় প্রচারে আসিয়াছিলেন। তাঁহারাও মানবাজারে আসিয়া প্রচারপার্টিতে যোগদান করিয়াছিলেন।

মানবাজার যোগাশ্রমের মুক্ত প্রাঙ্গণে বিরাট সভামণ্ডপে ধর্ম্মসভার আয়োজন হয়। কাশীডির সি-আর-সি-জি বিদ্যাপীঠের প্রধান শিক্ষক শ্রীপ্রমথনাথ মাহাত এবং ডাঃ সত্যকিঙ্কর পতি ১৪ ও ১৫ ফেব্রুয়ারী যথাক্রমে সান্ধ্য ধর্ম্মসভার অধিবেশনে সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। শ্রীমঠের আচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজের প্রত্যহ দীর্ঘ অভিভাষণ শ্রবণ করিয়া শ্রোতৃবৃন্দ বিশেষভাবে প্রভাবান্বিত হন। এতদ্ব্যতীত ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিললিত গিরি মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবৈভব অরণ্য মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসৌরভ আচার্য্য মহারাজ নির্দ্দিষ্ট বক্তব্যবিষয়সমূহের উপর ভাষণ প্রদান করিয়া আলোক সম্পাত করেন। সভায় সহস্রাধিক নরনারীর সমাবেশ হইয়াছিল।

২ ফাল্গুন, ১৫ ফেব্রুয়ারী ডাঃ গোপাল চন্দ্র লায়েকের বাসভবন হইতে প্রাতঃ ৮-৩০ ঘটিকায় নগর-সংকীর্ত্তন-শোভাযাত্রা বাহির হইয়া মানবাজারের প্রধান প্রধান রাস্তা ঘুরিয়া যোগাশ্রম সভামণ্ডপে পূর্ব্বাহ্ন ১০ ঘটিকায় সমাপ্ত হয়। শ্রীল আচার্য্যদেব, ত্রিদণ্ডিযতি ও ব্রহ্মচারিগণের উদ্দণ্ড নৃত্য-কীর্ত্তন দর্শন করিয়া স্থানীয় নরনারীগণ বিস্মিত ও চমৎকৃত হন। তাঁহারা বলেন, এইজাতীয় নগর-সংকীর্ত্তন কখনও তাঁহারা পূর্ব্বে দেখেন নাই এবং এইজাতীয় শুদ্ধভক্তিসিদ্ধান্তমূলক কথাবার্ত্তাও তাঁহারা পূর্ব্বে শুনেন নাই।

১৬ ফেব্রুয়ারী, ৩ ফাল্গুন সাধুগণ প্রাতে রিজার্ভ বাসযোগে মানবাজার হইতে রওনা হইয়া একটি ছোট স্বল্প জলযুক্ত নদী পার হইয়া চাঁদড়া গ্রামে শ্রীবিশ্বনাথ সেনাপতি মহোদয়ের বাসভবনের নিকটবর্ত্তী স্থানে যাইয়া পৌঁছেন। বিশ্বনাথ বাবুর বৃহৎ অট্টালিকায় নিম্নতলায় ও দ্বিতলে সাধুগণের থাকিবার সুব্যবস্থা হয়। সকাল হইতে সেদিন আবহাওয়া মেঘলা মেঘলা ছিল। বৈকালের দিকে বেশ বৃষ্টি হয়। এইজন্য সেইদিন তাঁহারা নগর-সংকীর্ত্তন-শোভাযাত্রা বাহির করিতে না পারিয়া দুঃখিত হইয়াছিলেন। বৃষ্টি থামিয়া যাওয়ায় স্থানীয় হরিমন্দিরে রাত্রিতে ধর্ম্মসভার আয়োজন হয়। ধর্ম্মসভায় আবহাওয়া খারাপ থাকা সত্ত্বেও নরনারীগণ বিপুল সংখ্যায়

যোগ দিয়াছিলেন। নিকটবর্ত্তি গ্রামসমূহ ব্যতীতও বহু দূর দূর হইতে ভক্তগণ আসিয়াছিলেন। সেদিন রাত্রির সভায় সময় সঙ্কীর্ণতাহেতু একমাত্র শ্রীল আচার্য্যদেবই একঘণ্টা ভাষণ প্রদান করেন। বিশ্বনাথ বাবু বৈষ্ণবসেবার প্রচুর আয়োজন করিয়াছিলেন। তাঁহার, তাঁহার সহধর্ম্মিণী ও তাঁহার বাটীস্থ সকলের বৈষ্ণবসেবা প্রচেষ্টা খুবই প্রশংসনীয়।

বাঁকুড়া ঃ— পরদিবস ১৭ ফেব্রুয়ারী সাধুগণ চাঁদড়া হইতে দুইটী জীপে প্রাতঃ ৮-৩০টায় রওনা হইয়া বাঁকুড়া সহরে প্রতাপবাগানস্থিত শ্রীরাধাবল্লভ কুণ্ডু মহোদয়ের গৃহে বেলা ১১ ঘটিকায় আসিয়া পেঁছেন। রাধাবল্লভ বাবুর নবনির্ম্মিত দ্বিতলে সাধুগণ অবস্থান করেন। অপরাহ্ন ৪-৩০ ঘটিকায় সমবেত কতিপয় ভক্তবৃন্দের সমক্ষে শ্রীল আচার্য্যদেব হরিকথামৃত পরিবেশন করেন। ব্রহ্মচারিগণ কর্ত্তৃক হরিসংকীর্ত্তন অনুষ্ঠিত হয়। শ্রীরাধাবল্লভ বাবু ও তাঁহার পরিবারবর্গের বৈষ্ণবসেবা-প্রচেষ্টা খুবই প্রশংসার্হ।

শ্রীমঠের সহ-সম্পাদক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তি-সুন্দর নারসিংহ মহারাজ বাঁকুড়া অঞ্চলে পরিক্রমার আনুকূল্য সংগ্রহের জন্য প্রচারে ছিলেন। তিনি কিছুক্ষণের জন্য বৈষ্ণবগণের সহিত মিলিত হইতে রাধাবল্লভ বাবুর বাড়ীতে আসিয়াছিলেন।

১৭ ফেব্রুয়ারী বাঁকুড়া হইতে চক্রধরপুর প্যাসেঞ্জারে রওনা হইয়া পরদিন প্রাতে সকলে কলিকাতায় প্রত্যাবর্ত্তন করেন।
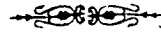
শ্রীব্রজমণ্ডল-পরিক্রমা

[পূর্ব্বপ্রকাশিত ২য় সংখ্যা ৪০ পৃষ্ঠার পর]

লৌহবন (লোহবন) ঃ—

দ্বাদশবনের মধ্যে লৌহবন ভক্তিরত্নাকরমতে দশম এবং আদিবরাহ পুরাণমতে নবম বন। মথুরা হইতে প্রায় ৪ মাইল পূর্ব্বদিকে যমুনা নদীর ব্যবধানে মথুরার পরপারে লৌহবনের স্থিতি। লৌহবন হইতে সোয়া দুই মাইল দক্ষিণে যমুনার তীরে রাভেল গ্রাম। লোহজঙ্ঘ নামে একজন অসুর এই স্থানের রক্ষক ছিলেন বলিয়া এইস্থানের নাম লৌহবন হয়। কৃষ্ণ লোহজঙ্ঘাসুরকে বধ করিয়াছিলেন। লৌহবন শ্রীকৃষ্ণ-বলরামের গোচারণস্থল।

'অহে শ্রীনিবাস! এই দেখ 'লোহবন'।
লোহবনে কৃষ্ণের অদ্ভুত গোচারণ ॥
নানাপুষ্প-সুগন্ধে ব্যাপিত রম্যস্থান।
এথা লোহজঙ্ঘাসুরে বধে ভগবান্ ॥
লোহজঙ্ঘবন-নাম হয় ত' ইহার।
এ সর্ব্বপাতক হৈতে করয়ে উদ্ধার ॥'

—ভক্তিরত্নাকর ৫।১৬৯৬-৯৮

'লোহজঙ্ঘবনং নাম লোহজঙ্ঘেন রক্ষিতম্।
নবমন্তু বনং দেবি সর্ব্বপাতকনাশনম্ ॥'—আদিবরাহ

'হে দেবি! লোহজঙ্ঘ-কর্ত্তৃক রক্ষিত লোহজঙ্ঘ নামক বন সর্ব্বপাতকনাশক।'

স্থানীয় ব্রজবাসিগণ লোহজঙ্ঘাসুরের অবস্থিতিস্থান একটি গোফাকে দেখাইলে ভক্তগণের মধ্যে অনেকে যাইয়া দেখিয়া আসিলেন। লৌহবনে দর্শনীয় শ্রীবজ্রনাভ প্রতিষ্ঠিত শ্রীগোপীনাথজীর মন্দির। সেখানে কৃষ্ণকুণ্ড নামে একটি কুণ্ডও আছে। সকলে কুণ্ডকে প্রণাম করিয়া কুণ্ডের জল মস্তকে ধারণ করিলেন।

মাঠবন ঃ—

চব্বিশ উপবনের অন্যতম মাঠবন। যমুনার পূর্ব্বপারে ভদ্রবনের প্রায় সাড়ে তিন মাইল দক্ষিণে। মাঠ শব্দের অর্থ বৃহৎ মাটির পাত্র। ব্রজবাসিগণ বৃহৎ মৃদ্ভাণ্ডে দধিমন্থন করিতেন। সকলেই এইস্থান হইতে মৃদ্ভাণ্ড লইতেন। বহু মৃদ্ভাণ্ড বা মাঠের উৎপত্তিস্থান বলিয়া এইস্থানের নাম মাঠবন হইয়াছে।

'এই 'মাঠগ্রাম'—মহা আনন্দ এখানে।
নানা ক্রীড়া করে রাম-কৃষ্ণ সখাসনে ॥
মৃত্তিকা-নির্ম্মিত বৃহৎ পাত্র—'মাঠ' নাম।
মাঠোৎপত্তি-প্রশস্ত—এ হেতু মাঠ-গ্রাম ॥
দধিমন্থনাদি লাগি' ব্রজবাসিগণ।
লয়েন অসংখ্য 'মাঠ'—ঐছে সবে কন ॥'

—ভক্তিরত্নাকর ৫।১৬৮৬-৮৮

গোকুল মহাবন মঠে নিবাস ঃ—

(৬ কার্ত্তিক, ১৩৯১ ; ২৩ অক্টোবর, ১৯৮৪ মঙ্গলবার)

—গোকুল মহাবনে পরিক্রমাকারী ভক্তের সংখ্যা বৃদ্ধি হইয়া প্রায় তিনশত হয়। গোকুল মহাবনের পরেই ভক্তগণের নিবাসস্থান বৃন্দাবনে। শ্রীবৃন্দাবনস্থ শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠে নিখিল ভারত শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাতা পরমারাধ্য শ্রীল গুরুদেব নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী মহারাজ বিষ্ণুপাদের শুভাবির্ভাব তিথিপূজা অনুষ্ঠানে যোগদানের জন্য ভারতের বিভিন্ন স্থান হইতে ভক্তগণের আগমনহেতু ভক্তসংখ্যা তথায় পাঁচ শতের অধিক হইবে অনুমিত হওয়ায় শ্রীমঠের আচার্য্য শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ শ্রীবাসুদেব প্রভু ও শ্রীভূধারী ব্রহ্মচারীসহ ২৩ অক্টোবর প্রাতে বৃন্দাবনে পেঁাছেন যাত্রিগণের থাকিবার প্রাক্ ব্যবস্থাদির জন্য। এইজন্য সেদিন প্রাতে পরিক্রমা বাহির না হইয়া অপরাহ্নে পরিক্রমা বাহির হইবে এইরূপ স্থির হয়। ২১ অক্টোবর রবিবার গোকুল মহাবন পরিক্রমার দিন অধিক বেলা হইয়া যাওয়ায় ভক্তগণ সেদিন রমণরেতি দর্শনে যাইতে পারেন নাই। আজ ভক্তগণ রমণরেতি দর্শনের জন্য সংকীর্ত্তন-শোভাযাত্রাসহ বৈকাল ৫ ঘটিকায় গোকুল মহাবনস্থ মঠ হইতে বাহির হইয়া প্রায় সন্ধ্যা ৬ ঘটিকায় রমণরেতিতে পেঁাছেন। ভক্তগণ শ্রীরাধামদনমোহন মন্দির পরিক্রমা করতঃ শ্রীবিগ্রহের অগ্রে বহুক্ষণ নৃত্যকীর্ত্তন করেন। তাঁহারা শ্রীবিগ্রহ দর্শনান্তে মন্দিরের পশ্চাতে রমণক বালুতে দণ্ডবন্নতি জ্ঞাপন করতঃ বালুকা মস্তকে ধারণ করিলেন। শাস্ত্রদৃষ্টে বৈষ্ণবগণ স্থান-মহিমা কীর্ত্তন করিলে ব্রজবাসী পাণ্ডা সেইস্থানের মহিমা কীর্ত্তন করিয়া শুনাইলেন। সন্ধ্যা হইয়া যাওয়ায় সকলের পক্ষে গোপকূপে যাওয়া সম্ভব হয় নাই। তাঁহারা তদুদ্দেশ্যে দণ্ডবৎ প্রণতি জ্ঞাপন করিলেন। ভক্তগণের মঠে ফিরিয়া আসিতে রাত্রি প্রায় পৌনে ৮ ঘটিকা হয়। গোকুল মহাবন মঠে শ্রীবিগ্রহগণের সন্ধ্যারতি ও শ্রীমন্দির পরিক্রমান্তে সভা-মণ্ডপে সংকীর্ত্তন ও সভা যথারীতি অনুষ্ঠিত হয়।

রমণরেতি ঃ—

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর পার্ষদ ষড়্গোস্বামীর অন্যতম শ্রীল সনাতন গোস্বামী গোকুল মহাবনে কিছুদিন অবস্থান করিয়া-ছিলেন। সনাতন গোস্বামীকে ব্রজবাসিগণ খুবই শ্রদ্ধার চক্ষে দেখিতেন এবং তাঁহাকে অত্যন্ত প্রিয় প্রাণস্বরূপ মনে করিতেন। গোকুল মহাবনে নন্দনন্দন মদনগোপাল 'রমণক-বালুতে' বা 'রমণরেতি'তে গোপশিশুগণের সহিত খেলা করেন। সনাতন গোস্বামী একদিন প্রেমনেত্রে উহা দর্শন করিয়া পরমানন্দে বিভোর হইলেন। সনাতন গোস্বামী বিচার করিলেন গোপ-শিশুগণের সহিত খেলারত অপরূপ রূপলাবণ্যবিশিষ্ট শিশুটি সামান্য শিশু নহেন। একদিন খেলাশেষে শিশুটি গমন করিলে সনাতন গোস্বামী তাঁহার পিছনে পিছনে চলিতে লাগিলেন। শিশুটি মন্দিরে প্রবিষ্ট হইয়া অন্তর্হিত হইলেন। সনাতন গোস্বামী মন্দিরে শিশু না দেখিয়া মদনমোহনকে দেখিতে পাইলেন। তিনি মদনগোপালকে প্রণাম করিয়া গৃহে ফিরিয়া আসিলেন। সনাতন গোস্বামীর প্রেমাধীন মদনমোহন, এই খ্যাতি সর্ব্বত্র ব্যাপ্ত হইয়া পড়িল। মাধুকরী বৃত্তিদ্বারা জীবন ধারণকারী সনাতন গোস্বামী বৃন্দাবনে মদনমোহনের বিশাল মন্দির নির্ম্মাণ করিয়া তাঁহার রাজসেবার ব্যবস্থা করিলেন। ম্লেচ্ছের অত্যাচার হইলে মদনমোহন প্রথমে বৃন্দাবন হইতে ভরতপুর স্টেটে, পরে রাজস্থানে জয়পুরে, সর্ব্বশেষে করোলীতে শুভবিজয় করিয়া তথায় অবস্থান করিতেছেন। রমণরেতিতে দর্শনীয় রমণবিহারী রাধামদনমোহন। পরবর্ত্তিকালে উক্ত মন্দিরের সেবাসংরক্ষণকারী সাধুগণ তথায় আরও কয়েকটি মন্দির স্থাপন করিয়াছেন—শ্রীহনুমানজী, রমণেশ্বর শিব, পার্ব্বতীদেবী, গণপতি ও ব্রহ্মা। তথায় বর্ত্তমানে সাধুগণের অবস্থিতির জন্য বহু ছোট ছোট কুটীর আছে। উক্ত আশ্রম হইতে তাঁহাদের ভোজনেরও ব্যবস্থা রহিয়াছে। আশ্রমে অনেক গাভীও দৃষ্ট হইল। চিরাচরিত প্রথানুযায়ী সকলেই সেখানে আসিয়া বালুকারাশিতে গড়াগড়ি দেন। কিন্তু অপ্রাকৃত ধামে অপ্রাকৃত চিন্ময় বালুর স্পর্শের সৌভাগ্য কয়জনের হয় জানি না। স্পর্শ হইলে তাহার ফলস্বরূপ মদনমোহনেতে প্রেমের উদয় ও তদিতর প্রবৃত্তি বিনষ্ট হইয়া যায়।

"'রমণক'-বালু এই যমুনার তীরে।
এথা রঙ্গে মদনগোপাল ক্রীড়া করে॥
একদিন মহাবনবাসী শিশুসনে।
গোপশিশুরূপে আইলা এ দিব্য পুলিনে॥
নানা খেলা খেলয়ে—তা' দেখি' সনাতন
মনে বিচারয়ে—এ সামান্য শিশু ন'ন॥
খেলা সাঙ্গ করি' শিশু গমন করিতে।
সনাতন চলিলেন তাহার পশ্চাতে॥
মন্দিরে প্রবেশে শিশু, তথা সনাতন।
শিশু না দেখিয়া দেখে মদনমোহন॥
সনাতন মদনগোপালে প্রণমিয়া।
আইলেন বাসাঘরে কিছু না কহিয়া॥
গোস্বামীর প্রেমাধীন মদনগোপাল।
ব্যাপিল জগতে যাঁ'র চরিত্র রসাল॥"

—ভক্তিরত্নাকর ৫।১৭৮০-৮৬

গোপকূপ ঃ—

'দেখ এই কূপে 'গোপকূপ' সবে কয়।
শ্রীগোকুল, মহাবন—দুই এক হয়॥'

—ভক্তিরত্নাকর ৫।১৭৮৭

স্থানীয় কিংবদন্তী এইরূপ—কৃষ্ণ বংশীদ্বারা মাটি খুঁড়িয়া এই কূপের সৃষ্টি করিয়া সখাগণের তৃষ্ণা নিবারণ করিয়াছিলেন।

(ক্রমশঃ)

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ হইতে প্রকাশিত গ্রন্থাবলী

(১) প্রার্থনা ও প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা—শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর রচিত
(২) শরণাগতি—শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর রচিত
(৩) কল্যাণকল্পতরু ,, ,, ,,
(৪) গীতাবলী ,, ,, ,,
(৫) গীতমালা ,, ,, ,,
(৬) জৈবধর্ম্ম ,, ,, ,,
(৭) শ্রীচৈতন্য-শিক্ষামৃত ,, ,, ,,
(৮) শ্রীহরিনাম-চিন্তামণি ,, ,, ,,
(৯) শ্রীশ্রীভজনরহস্য ,, ,, ,,
(১০) মহাজন-গীতাবলী (১ম ভাগ)—শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর রচিত ও বিভিন্ন মহাজনগণের রচিত গীতিগ্রন্থসমূহ হইতে সংগৃহীত গীতাবলী
(১১) মহাজন-গীতাবলী (২য় ভাগ) ঐ
(১২) শ্রীশিক্ষাষ্টক—শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমহাপ্রভুর স্বরচিত (টীকা ও ব্যাখ্যা সম্বলিত)
(১৩) উপদেশামৃত—শ্রীল শ্রীরূপ গোস্বামী বিরচিত (টীকা ও ব্যাখ্যা সম্বলিত)
(১৪) SREE CHAITANYA MAHAPRABHU, HIS LIFE AND PRECEPTS ; by Thakur Bhaktivinode
(১৫) ভক্ত-ধ্রুব—শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ সঙ্কলিত
(১৬) শ্রীবলদেবতত্ত্ব ও শ্রীমন্মহাপ্রভুর স্বরূপ ও অবতার—ডাঃ এস্ এন্ ঘোষ প্রণীত
(১৭) শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা [শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তীর টীকা, শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের মর্ম্মানুবাদ, অন্বয় সম্বলিত]
(১৮) প্রভুপাদ শ্রীশ্রীল সরস্বতী ঠাকুর (সংক্ষিপ্ত চরিতামৃত)
(১৯) গোস্বামী শ্রীরঘুনাথ দাস—শ্রীশান্তি মুখোপাধ্যায় প্রণীত
(২০) শ্রীশ্রীগৌরহরি ও শ্রীগৌরধাম-মাহাত্ম্য
(২১) শ্রীধাম ব্রজমণ্ডল পরিক্রমা—দেবপ্রসাদ মিত্র
(২২) শ্রীশ্রীপ্রেমবিবর্ত্ত—শ্রীগৌর-পার্ষদ শ্রীল জগদানন্দ পণ্ডিত বিরচিত
(২৩) শ্রীভগবদর্চ্চনবিধি—শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ সঙ্কলিত
(২৪) শ্রীব্রজমণ্ডল-পরিক্রমা ,, ,, ,, ,,
(২৫) শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত—শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী-কৃত
(২৬) শ্রীচৈতন্যভাগবত—শ্রীল বৃন্দাবনদাস ঠাকুর রচিত
(২৭) শ্রীশ্রীকৃষ্ণবিজয়—গুণরাজ খাঁন বিরচিত শ্রীমন্মহাপ্রভুর শ্রীমুখে উচ্চ প্রশংসিত বাংলা ভাষার আদিকাব্যগ্রন্থ
(২৮) একাদশীমাহাত্ম্য—শ্রীমদ্ভক্তিবিজয় বামন মহারাজ কর্ত্তৃক সঙ্কলিত

Regd. No. WB/SC-258

Sree Chaitanya Bani
35, Satish Mukherjee Road
Calcutta-26

BOOK POST

Serial No.
To
Name..............................
Vill..............................
P. O..............................
Dist..............................
Pin..............................

নিয়মাবলী

১। "শ্রীচৈতন্য-বাণী" প্রতি বাঙ্গালা মাসের ১৫ তারিখে প্রকাশিত হইয়া দ্বাদশ মাসে দ্বাদশ সংখ্যা প্রকাশিত হইয়া থাকেন। ফাল্গুন মাস হইতে মাঘ মাস পর্য্যন্ত ইহার বর্ষ গণনা করা হয়।

২। বার্ষিক ভিক্ষা ১২.০০ টাকা, ষাণ্মাসিক ৬.০০ টাকা, প্রতি সংখ্যা ১.০০ টাকা। ভিক্ষা ভারতীয় মুদ্রায় অগ্রিম দেয়।

৩। জ্ঞাতব্য বিষয়াদি অবগতির জন্য রিপ্লাই কার্ডে কার্য্যাধ্যক্ষের নিকট নিম্নলিখিত ঠিকানায় পত্র ব্যবহার করিয়া জানিয়া লইতে হইবে।

৪। শ্রীমন্মহাপ্রভুর আচরিত ও প্রচারিত শুদ্ধভক্তিমূলক প্রবন্ধাদি সাদরে গৃহীত হইবে। প্রবন্ধাদি প্রকাশিত হওয়া সম্পাদক-সঙ্ঘের অনুমোদন সাপেক্ষ। অপ্রকাশিত প্রবন্ধাদি ফেরৎ পাঠান হয় না। প্রবন্ধ কালিতে স্পষ্টাক্ষরে একপৃষ্ঠায় লিখিত হওয়া বাঞ্ছনীয়।

৫। পত্রাদি ব্যবহারে গ্রাহকগণ গ্রাহক নম্বর উল্লেখ করিয়া পরিষ্কারভাবে ঠিকানা লিখিবেন। ঠিকানা পরিবর্ত্তিত হইলে এবং কোন সংখ্যা ঐ মাসের শেষ তারিখের মধ্যে না পাইলে কার্য্যাধ্যক্ষকে জানাইতে হইবে। তদন্যথায় কোনও কারণেই পত্রিকার কর্ত্তৃপক্ষ দায়ী হইবেন না। পত্রোত্তর পাইতে হইলে রিপ্লাই কার্ডে লিখিতে হইবে।

৬। ভিক্ষা, পত্র ও প্রবন্ধাদি কার্য্যাধ্যক্ষের নিকট নিম্নলিখিত ঠিকানায় পাঠাইতে হইবে।

কার্য্যালয় ও প্রকাশস্থান ঃ—
শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ৩৫, সতীশ মুখার্জ্জী রোড, কলিকাতা-৭০০০২৬ ফোন ঃ ৪৬-৫৯০০

মুদ্রণালয় ঃ— শ্রীচৈতন্যবাণী প্রেস, ৩৪।১এ, মহিম হালদার ষ্ট্রীট, কালীঘাট, কলিকাতা-৭০০০২৬

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাতা নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ ১০৮শ্রী
শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী মহারাজ বিষ্ণুপাদ প্রবর্ত্তিত
একমাত্র-পারমার্থিক মাসিক পত্রিকা

অষ্টাবিংশ বর্ষ—৪র্থ সংখ্যা

জ্যৈষ্ঠ, ১৩৯৮

সম্পাদক-সঙ্ঘপতি

পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রমোদ পুরী মহারাজ

সম্পাদক

রেজিষ্টার্ড শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠানের বর্ত্তমান আচার্য্য ও সভাপতি
ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ

সহকারী সম্পাদক-সঙ্ঘ ঃ—

১। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসুহৃদ্ দামোদর মহারাজ। ২। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিজ্ঞান ভারতী মহারাজ।

কার্য্যাধ্যক্ষ ঃ—

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিললিত গিরি মহারাজ

প্রকাশক ও মুদ্রাকর ঃ—

মহোপদেশক শ্রীমঙ্গলনিলয় ব্রহ্মচারী, ভক্তিশাস্ত্রী, বিদ্যারত্ন, বি, এস্-সি

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, তৎশাখা মঠ ও প্রচারকেন্দ্রসমূহ ঃ—

মূল মঠ ঃ—১। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ঈশোদ্যান, পোঃ শ্রীমায়াপুর-৭৪১৩১৩ (নদীয়া)

প্রচারকেন্দ্র ও শাখামঠ ঃ—

২। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ৩৫, সতীশ মুখার্জ্জি রোড, কলিকাতা-৭০০০২৬। ফোন ঃ ৪৬-৫৯০০

৩। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, গোয়াড়ী বাজার, পোঃ কৃষ্ণনগর-৭৪১১০১ (নদীয়া)

৪। শ্রীশ্যামানন্দ গৌড়ীয় মঠ, পোঃ ও জেঃ মেদিনীপুর-৭২১১০১

৫। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, মথুরা রোড, পোঃ বৃন্দাবন-২৮১১২১ (মথুরা)

৬। শ্রীবিনোদবাণী গৌড়ীয় মঠ, ৩২, কালিয়দহ, পোঃ বৃন্দাবন-২৮১১২১ (মথুরা)

৭। শ্রীগৌড়ীয় সেবাশ্রম, মধুবন মহোলি, পোঃ কৃষ্ণনগর, জেঃ মথুরা

৮। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, দেওয়ান দেউড়ী, হায়দ্রাবাদ-৫০০০০২ (অঃ প্রঃ) ফোন ঃ ৫২২০০১

৯। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, পল্টন বাজার, পোঃ গৌহাটী-৭৮১০০৮ (আসাম) ফোন ঃ ২৭১৭০

১০। শ্রীগৌড়ীয় মঠ, পোঃ তেজপুর-৭৮৪০০১ (আসাম)

১১। শ্রীল জগদীশ পণ্ডিতের শ্রীপাট, পোঃ যশড়া, ভায়া চাকদহ-৭৪১২২২ (নদীয়া)

১২। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, পোঃ ও জিলা গোয়ালপাড়া-৭৮৩১০১ (আসাম)

১৩। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, সেক্টর—২০বি, পোঃ চণ্ডীগড়-১৬০০২০ (পাঞ্জাব) ফোন ঃ ২৩৭৮৮

১৪। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, গ্র্যাণ্ড রোড্, পোঃ পুরী-৭৫২০০১ (ওড়িষ্যা)

১৫। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, শ্রীজগন্নাথমন্দির, পোঃ আগরতলা-৭৯৯০০১ (ত্রিপুরা) ফোন ঃ ৪৪৯৭

১৬। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, গোকুল মহাবন, পোঃ মহাবন-২৮১৩০৫ জিলা—মথুরা

১৭। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ১৮৭, ডি, এল রোড্, পোঃ দেরাদুন-২৪৮০০১ (ইউ, পি)

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠের পরিচালনাধীন ঃ—

১৮। সরভোগ শ্রীগৌড়ীয় মঠ, পোঃ চক্‌চকাবাজার-৭৮১৩২০ জেঃ বরপেটা (আসাম)

১৯। শ্রীগদাই গৌরাঙ্গ মঠ, পোঃ বালিয়াটী, জেঃ ঢাকা (বাংলাদেশ)

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

"চেতোদর্পণমার্জ্জনং ভবমহাদাবাগ্নি-নির্ব্বাপণং
শ্রেয়ঃকৈরবচন্দ্রিকাবিতরণং বিদ্যাবধূজীবনং।
আনন্দাম্বুধিবর্দ্ধনং প্রতিপদং পূর্ণামৃতাস্বাদনং
সর্ব্বাত্মস্নপনং পরং বিজয়তে শ্রীকৃষ্ণসংকীর্ত্তনম্ ॥"

২৮শ বর্ষ } শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, জ্যৈষ্ঠ, ১৩৯৫
১৪ পুরুষোত্তম, ৫০২ শ্রীগৌরাব্দ ; ১৫ জ্যৈষ্ঠ, রবিবার, ২৯ মে ১৯৮৮ { ৪র্থ সংখ্যা

শ্রীল প্রভুপাদের পত্রাবলী

শ্রীশ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচন্দ্রো বিজয়তেতমাম্

শ্রীমায়াপুর-ব্রজপত্তন
২৪শে ভাদ্র ১৩২২

স্নেহবিগ্রহেষু—

আপনার ১৫ শ্রীধর তারিখের স্নেহপূর্ণ পত্র যথাকালে পাইয়াছিলাম। নানাকার্য্যে ব্যস্ত থাকিয়া কাহারো পত্রের উত্তর যথাকালে দিতে পারি নাই।

হরিভজন না করিলে জীব জ্ঞানী, কর্ম্মী বা অন্যাভিলাষী হইয়া যায়, সেজন্য সর্ব্বদা ভগবানকে মহামন্ত্র উচ্চারণ করিয়া ডাকিবেন। সংখ্যা নির্ব্বন্ধ করিয়া কৃষ্ণনাম উচ্চৈঃস্বরে কীর্ত্তন করিলে অনর্থ নিবৃত্ত হয়, জাড্য প্রভৃতি পলায়ন করে; এমন কি হরিবিমুখ বহির্ম্মুখগণ আর বিদ্রূপ করিতেও পারে না। শাস্ত্রীয় সাধুসঙ্গই ভাল। পরে ভজন শিক্ষার জন্য সাধুসঙ্গ স্বতন্ত্র। নিরপরাধে হরিনাম গৃহীত হইলে সকল সিদ্ধিই করতলগত হয়। বিষয়ী লোকেরা কিছুই করিতে পারে না।

শ্রীসজ্জনতোষণী তৃতীয় সংখ্যা প্রকাশিত হইলে আপনার নিকট শীঘ্রই প্রেরণ করিব। ঐ পত্রিকা ভাল করিয়া পাঠ করিবেন। সময় সময় 'জৈবধর্ম্ম' আলোচনা করিতে পারেন। * * *

গ্রাম্যকথা লোকমুখে হইতেই থাকিবে, তাহাতে অমনস্ক থাকিবেন। নিজের কর্ত্তব্যপথে অগ্রসর হইতে ইচ্ছা থাকিলে কোন বাধাবিপত্তি আপনার কিছুই করিতে পারিবে না। 'কল্যাণকল্পতরু', 'প্রার্থনা', 'প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা' প্রভৃতি গ্রন্থ অবকাশমত আলোচনা করিবেন। জগতের বহির্ম্মুখ লোকদিগকে সম্মান করিবেন, কিন্তু তাঁহাদের ব্যবহার আদর করিতে শিখিবেন না। মনে মনে ত্যাগ করিবেন। অত্রস্থ কুশল। আপনার ভজনকুশল জানাইবেন।

নিত্যাশীর্ব্বাদক
শ্রীসিদ্ধান্ত সরস্বতী

শ্রীশ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচন্দ্রো বিজয়তেতমাম্

শ্রীমায়াপুর,
১৫ পদ্মনাভ, ৪২৯ শ্রীগৌরাব্দ

স্নেহবিগ্রহেষু—

আপনার ৫ পদ্মনাভ তারিখের পত্র পাইয়াছি। সময়ের সঙ্কীর্ণতার জন্য বিস্তৃত পত্র লিখিবার আশঙ্কায় বিলম্ব হইল দেখিয়া সংক্ষেপে লিখিতেছি। নির্ব্বন্ধ করিয়া শ্রীকৃষ্ণনামগ্রহণে সকল মঙ্গল হয়, আপনি বুঝিতে পারিয়াছেন জানিয়া পরমানন্দিত হইলাম। শ্রীনাম গ্রহণকালীন জড়চিন্তার উদয় হয় বলিয়া শ্রীনাম-গ্রহণে শিথিলতা করিবেন না। শ্রীনাম-গ্রহণের অবান্তর ফল স্বরূপে ক্রমশঃ ঐপ্রকার বৃথা চিন্তা অপনোদিত হইবে, তজ্জন্য ব্যস্ত হইবেন না। অগ্রেই ফলের সম্ভাবনা নাই। কৃষ্ণনামে অত্যন্ত প্রীতির উদয়ে জড়চিন্তার লোভ কমিয়া যাইবে। কৃষ্ণনামে অত্যাগ্রহ না হইলে জড়চিন্তা কিরূপে যাইবে ?

বিলাতী চিনি বা মিশ্রিত ঘৃত অপবিত্র, দেশী খাঁটি চিনি ও অবিমিশ্র ঘৃত পবিত্র। পবিত্র ও অপবিত্র উভয় দ্রব্যই জড়বস্তু। হৃদয়ে ভাবের সহ দ্রব্যাদি না দিলে ভগবান্ পবিত্র ও অপবিত্র কোন দ্রব্যই গ্রহণ করেন না। সেবাপরাধ যাহাতে না হয়, তদ্রূপ করিয়া সেবা করা কর্ত্তব্য। কায়মনো-বাক্যে শ্রীনামের সেবা করিলেই শ্রীনামী পরমমঙ্গল-ময় স্বরূপ প্রদর্শন করেন।

আশা করি, আপনার ভজন কুশল।

নিত্যাশীর্ব্বাদক
শ্রীসিদ্ধান্ত সরস্বতী

শ্রীশ্রীমদ্ভাগবতার্কমরীচিমালা

ষষ্ঠ-কিরণঃ—ভগবদ্রসতত্ত্বম্

শুকঃ পরীক্ষিতং কৃষ্ণস্যাখিলরসত্বম্ [১০।৪৩।১৭]

মল্লানামশনির্নৃণাং নরবরঃ
স্ত্রীণাং স্মরো মূর্ত্তিমান্
গোপানাং স্বজনোঽসতাং
ক্ষিতিভুজাং শাস্তা স্বপিত্রোঃ শিশুঃ।
মৃত্যুর্ভোজপতের্বিরাড়বিদুষাং
তত্ত্বং পরং যোগিনাং
বৃষ্ণীনাং পরদেবতেতি বিদিতো
রঙ্গং গতঃ সাগ্রজঃ ॥ ১ ॥

শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-কৃত "মরীচিপ্রভা"-নাম্নী ব্যাখ্যা

যেন বিস্তারিতো গৌরকৃপয়া রসসাগরঃ।
বিশাখিকাস্বরূপং তং রামানন্দমহং ভজে ॥

অখিলরসকদম্বস্বরূপ শ্রীকৃষ্ণের কয়েকটী রসের পরিচয়। যখন বলদেবের সহিত শ্রীকৃষ্ণ কংসের রঙ্গে উপস্থিত হইলেন, তখন যাহার যে রস সেই রসে কৃষ্ণকে দেখিতে লাগিল। বীররসপ্রিয় মল্ল-সকল দেখিল যে, সাক্ষাৎ বজ্রস্বরূপ কৃষ্ণ উদয় হইলেন। মধুররসপ্রিয় স্ত্রীগণ (শ্রীকৃষ্ণকে) সাক্ষাৎ মূর্ত্তিমান্ মন্মথ দেখিলেন। নরসমূহ জগতের এক নরপতি দেখিলেন; (এখানে বিস্ময় অর্থাৎ অদ্ভুত রস)। সখ্য বাৎসল্য-(হাস্য) প্রিয় গোপসকল 'স্বজন' বলিয়া তাঁহাকে দেখিলেন। ভয়ার্ত্ত অসৎ রাজাসকল শাসনকর্ত্তারূপে কৃষ্ণকে দেখিল; (এখানে রৌদ্ররসাভাস)। পিতামাতা অতি সুন্দর শিশু দর্শন করিলেন; (এখানে বাৎসল্য ও করুণ-রস)। ভোজপতি সাক্ষাৎ মৃত্যুকে দেখিলেন; (এখানে

শৌনকাদয়ঃ সূতম্ [১।১।১৯]

বয়ন্তু ন বিতৃপ্যাম উত্তমঃশ্লোকবিক্রমে।
যচ্ছৃণ্বতাং রসজ্ঞানাং স্বাদু স্বাদু পদে পদে ॥২॥

বীরকরুণাদিরসসপ্তকং গৌণং ভাগবতে বহুস্থলে বর্ণিতং যথা কপিলঃ দেবহূতিম্ [৩।২৫।৪২]

মদ্ভয়াদ্বাতি বাতোঽয়ং সূর্য্যস্তপতি মদ্ভয়াৎ।
বর্ষতীন্দ্রো দহত্যগ্নি-মৃর্ত্যুশ্চরতি মদ্ভয়াৎ ॥৩॥

শুকঃ পরীক্ষিতম্ [১০।৯।১৮]

স্বমাতুঃ স্বিন্নগাত্রায়া বিস্রস্তকবরস্রজঃ।
দৃষ্ট্বা পরিশ্রমং কৃষ্ণঃ কৃপয়াসীৎ স্ববন্ধনে ॥৪॥

শ্রীশৌনকঃ সূতম্ [২।৩।১৮]

তরবঃ কিং ন জীবন্তি ভস্ত্রাঃ কিং ন শ্বসন্ত্যুত।
ন খাদন্তি ন মেহন্তি কিং গ্রামে পশবোঽপরে ॥৫॥

সর্ব্বগৌণরসানাং বিচারো নাবশ্যকমেব। তত্র মুখ্যরসাঃ; আদৌ শান্তরসঃ। মনু ধ্রুবম্ [৪।১১।৩০]

ত্বং প্রত্যগাত্মনি তদা ভগবত্যানন্ত
আনন্দমাত্র উপপন্নসমস্তশক্তৌ।
ভক্তিং বিধায় পরমাং শনকৈরবিদ্যা-
গ্রন্থিং বিভেৎস্যসি মমাহমিতি প্ররূঢ়ম্ ॥৬॥

তথা দাস্যং পরীক্ষিৎ শুকম্ [১০।১২।১১]

ইত্থং সতাং ব্রহ্মসুখানুভূত্যা
দাস্যং গতানাং পরদৈবতেন।
মায়াশ্রিতানাং নরদারকেণ
সাকং বিজহ্রুঃ কৃতপুণ্যপুঞ্জাঃ ॥৭॥

তথা সখ্যং ব্রহ্মা কৃষ্ণম্ [১০।১৪।৩২]

অহো ভাগ্যমহোভাগ্যং নন্দগোপব্রজৌকসাম্।
যন্মিত্রং পরমানন্দং পূর্ণং ব্রহ্ম সনাতনম্ ॥৮॥

শুকঃ পরীক্ষিতম্ [১০।১৮।২৪]

উবাহ কৃষ্ণো ভগবান্ শ্রীদামানং পরাজিতঃ।
বৃষভং ভদ্রসেনস্তু প্রলম্বো রোহিণীসুতম্ ॥৯॥

তথা দাস্যমিশ্রং সখ্যম্। ব্রহ্মা কৃষ্ণম্ [১০।১৪।৩৪-৩৫]

তদ্ভূরিভাগ্যমিহ জন্ম কিমপ্যটব্যাং
যদ্গোকুলেঽপি কতমাঙ্ঘ্রিরজোভিষেকম্।
যজ্জীবিতং তু নিখিলং ভগবান্ মুকুন্দ-
স্ত্বদ্যাপি যৎপদরজঃ শ্রুতিমৃগ্যমেব ॥১০॥

ভয়ানক রসাভাস)। জড়বুদ্ধি ব্যক্তিগণ বিরাট্ বিশ্বরূপ দেখিল; (এখানে বীভৎস-রসাভাস)। শান্তরসের পরম যোগিসকল পরমতত্ত্ব দেখিতে পাইল। (দাস্যরসের) বৃষ্ণিবংশীয় পুরুষগণ পর-দেবতারূপে তাঁহাকে লক্ষ্য করিল ॥ ১ ॥

ঋষিগণ কহিলেন,—"হে সূত! আমরা কৃষ্ণ-লীলা শুনিয়া তৃপ্ত হইতেছি না, যে লীলা শ্রবণ করিয়া রসজ্ঞ পুরুষ পদে পদে স্বাদু লোভ করেন॥" ২ ॥

বীরকরুণাদি-রসের দৃষ্টান্ত ভাগবতে অনেক স্থলে আছে। দুই একটী বলিতেছেন। রৌদ্ররস যথা,—আমার ভয়ে পবন বহিতেছে, সূর্য্য তাপ দান করিতেছে, ইন্দ্র বর্ষণ করিতেছে, অগ্নি দহন করি-তেছে ও মৃত্যু বিচরণ করিতেছে ॥ ৩ ॥

কৃপারস বাৎসল্যগত। কৃষ্ণ যখন দেখিলেন যে, মাতা যশোদা পরিশ্রমে স্বিন্ন-গাত্র বিস্রস্তকবরমালা হইয়াছেন তখন কৃপা করিয়া স্বীয় বন্ধন স্বীকার করিলেন ॥৪॥ (স্বিন্ন-শব্দের অর্থ স্বেদযুক্ত, ঘর্ম্মাক্ত)।

জুগুপ্সা যথা। তরুগণ কি বাঁচে না, ভস্ত্রা কি শ্বাস বহন করে না? গ্রামে পশুগণ কি আহার-প্রস্রাবাদি করে না? তবে কেন সংসারী লোক বৃথা জীবন ধারণ করে ॥ ৫ ॥

গৌণরসের উদাহরণে আর প্রয়োজন নাই। মুখ্য পঞ্চরসের মধ্যে আদৌ শান্তরস। মনু (ধ্রুবকে) কহিলেন,—"প্রত্যগাত্মা অনন্ত ভগবান্ আনন্দমাত্র সমস্ত শক্তি উৎপন্ন পুরুষের ভক্তিবিধানপূর্ব্বক ক্রমে ক্রমে 'মম' 'অহং' এইরূপ অবিদ্যাগ্রন্থি নাশ করিবে" ॥ ৬ ॥

দাস্যের উদাহরণ। কৃষ্ণের বনবিহারে রক্তক পত্রক প্রভৃতি দাস্যরসের কৃতাতিপুণ্যপুঞ্জ ভক্তসকল যোগমায়াশ্রিততা-প্রযুক্ত পরদেবতা নররূপী কৃষ্ণের সহিত ব্রহ্মসুখানুভূতিক্রমে বিহার করিয়াছিলেন ॥৭॥

সখ্যের উদাহরণ। অহো কত ভাগ্য যে পূর্ণব্রহ্ম সনাতন পরমানন্দস্বরূপ কৃষ্ণ নন্দ-(প্রমুখ) ব্রজবাসী গোপদিগের মিত্রস্বরূপ প্রতীত হইতেছেন ॥ ৮ ॥

মল্লযুদ্ধে পরাজিত হইয়া ভগবান্ কৃষ্ণ শ্রীদামকে বহন করিতে লাগিলেন। ভদ্রসেন ছদ্মবেশী বৃষকে এবং বলদেব ছদ্মবেশী প্রলম্বকে বহন করিতে লাগি-লেন ॥ ৯ ॥

এষাং ঘোষনিবাসিনামুত ভবান্ কিং দেবরাতেতি
নশ্চেতো বিশ্বফলাৎ ফলং ত্বদপরং কুত্রাপ্যয়ন্মুহ্যতি।
সদ্বেষাদিব পূতনাপি সকুলা ত্বামেব দেবাপিতা
যদ্ধামার্থসুহৃৎপ্রিয়াত্মতনয় প্রাণায়স্তুৎকৃতে ।।১১।।

ধ্রুবঃ কৃষ্ণম্ [৪।৯'১০]
সত্যাশিষো হি ভগবংস্তব পাদপদ্ম-
মাশীস্তথানুভজতঃ পুরুষার্থমূর্তেঃ।
অপ্যেবমর্য ভগবান্ পরিপাতি দীনান্
বাশ্রেব বৎসকমনুগ্রহকাতরোঽস্মান্ ।।১২।।

তথা বাৎসল্যম্। শুকঃ পরীক্ষিতম্ [১০।৬।৪০]
তাসামবিরতং কৃষ্ণে কুর্ব্বতীনাং সুতেক্ষণম্।
ন পুনঃ কল্পতে রাজন্ সংসারোঽজ্ঞানসম্ভবঃ ।।১৩।।

[১০।১১।৫৮]
ইতি নন্দাদয়ো গোপাঃ কৃষ্ণরামকথাং মুদা।
কুর্ব্বন্তো রমমাণাশ্চ নাবিন্দন্ ভববেদনাম্ ।।১৪।।

ব্রহ্মা কহিলেন,—অহো! এই বৃন্দাবনে জন্মগ্রহণ করা ভূরিভাগ্যের বিষয়। বিশেষ গোকুলবন-মধ্যে তদ্বাসী কাহার পদরজদ্বারা অভিষিক্ত হওয়া যায়। সেই গোকুলবাসীদিগের পক্ষে ভগবান্ মুকুন্দই জীবনস্বরূপ; সেই কৃষ্ণের পদরজ অদ্যাবধি শ্রুতিগণ অনুসন্ধান করিতেছেন ।। ১০ ।।

হে দেব! এই ঘোষবাসীদিগকে যে তুমি কি ফল দিবে তাহা বুঝিতে পারি না। বিশ্বফলস্বরূপ তুমি, তোমার অতিরিক্ত অন্য কি ফল আছে, তাহা আমাদের চিত্তে মোহ হয়। হে দেব! পূতনা সদ্বেশদ্বারা নিজকুল সহিত তোমাকে পাইয়াছে। কিন্তু ঘোষবাসিগণের গৃহ, অর্থ, সুহৃৎ, প্রিয়, আত্মা, তনয়, প্রাণ, আশয় সকলই তোমার উদ্দেশে। এস্থলে ইহাদের ফল কি দিবে ।। ১১ ।।

হে ভগবন্! অনুভজনকারীর সম্বন্ধে তুমি পুরুষার্থ-মূর্ত্তি। তোমার পাদপদ্মই সত্য আশীষ স্বরূপ ফল। হে আর্য! তুমি ভগবৎস্বরূপ; গাভী যেরূপ বৎসকে দুগ্ধ পান করায় এবং অন্য বিঘ্নরূপ বৃকাদি হইতে রক্ষা করে, (তদ্রূপ) দীনস্বরূপ আমাদিগকে অনুগ্রহপূর্ব্বক পরিপালন কর ।। ১২ ।।

সেই মাতৃবৎ গোপীগণের কৃষ্ণে সর্ব্বদা পুত্র-দৃষ্টি ছিল। পুনরায় তাঁহাদের আর সংসাররূপ অজ্ঞানসম্ভব কল্পনা করা যাইতে পারে না ।। ১৩ ।।

নন্দাদি গোপ এইপ্রকার আনন্দের সহিত রাম-কৃষ্ণকথা বলাতে তাঁহারা আর ভববেদনা পান নাই। দ্রোণাদির পরে বৈকুণ্ঠগমন হইয়াছিল। গোলোকীয় নন্দাদির কথা এরূপ নয় ।। ১৪ ।।

(ক্রমশঃ)
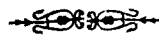
নাম-মাহাত্ম্য

[২]

[পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রমোদ পুরী মহারাজ]

ধর্ম্ম ও ব্রহ্মপ্রতিপাদক স্বতঃপ্রমাণশিরোমণি বেদ নামের মাহাত্ম্য সম্বন্ধে এইরূপ লিখিয়াছেন ঃ—

"ওঁ আঽস্য জানন্তো নাম চিদ্‌বিবক্তন্ মহস্তে বিষ্ণো সুমতিং ভজামহে ওঁ তৎসৎ।"

—ঋগ্‌বেদ ১ম মণ্ডল, ১৫৬সূক্ত ৩য়া ঋক্

ঐ মন্ত্রটি শ্রীশ্রীল শ্রীজীব গোস্বামিপাদের ভগবৎ-সন্দর্ভ ৪৯ সংখ্যা, সাত্বতস্মৃতিরাজ শ্রীহরিভক্তিবিলাস ১১।২৭৬ সংখ্যা এবং শ্রীমদ্ভাগবত ৮।৩।৮-৯ শ্লোকের শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুরের টীকায় এইরূপ ব্যাখ্যাত হইয়াছে ঃ—

"হে বিষ্ণো তে তব নাম চিৎ চিৎস্বরূপং অতএব মহঃ স্বপ্রকাশরূপং। তস্মাৎ অস্য নাম্নঃ আ ঈষদপি জানন্তো (বয়ং) ন তু সম্যক্ উচ্চারণ-মাহাত্ম্যাদি-পুরস্কারেণ (ইত্যর্থঃ) তথাপি বিবক্তন্ ব্রুবাণাঃ কেবলং তদক্ষরাভ্যাসমাত্রং কুর্ব্বাণাঃ সুমতিং (শোভনাং) তদ্বিষয়াং বিদ্যাং (বুদ্ধিং)

ভজামহে প্রাপ্নুমঃ। যতস্তদেব প্রণবব্যঞ্জিতং বস্তু সৎ স্বতঃসিদ্ধমিতি (যতস্তদেব নাম ওঁ প্রণবঃ সৎ স্বতঃসিদ্ধমিতি—চঃ টীঃ)। অতএব ভয়-দ্বেষাদৌ শ্রীমূর্ত্তেঃ স্ফূর্ত্তেরিব সাঙ্কেত্যাদাবপ্যস্য মুক্তিদত্বং শ্রূয়তে ॥" — ভগবৎসন্দর্ভ ৪৯ সংখ্যা

"হে প্রভো, তোমার নাম চিৎস্বরূপ, অতএব তাহা স্বপ্রকাশরূপ, সুতরাং এই নামের সম্যক্ উচ্চারণাদি মাহাত্ম্য না জানিয়াও যদি তাহা (মাহাত্ম্য) ঈষন্মাত্র অবগত হইয়াই নামোচ্চারণ করি অর্থাৎ সেই নামাক্ষরগুলির অভ্যাসমাত্র করি, তবেই আমরা তদ্বিষয়া-শোভনামতি—বিদ্যা—জ্ঞান বা ভক্তি প্রাপ্ত হইব। যেহেতু সেই প্রণবব্যঞ্জিতবস্তু অর্থাৎ প্রণব-স্বরূপ নাম সৎ অর্থাৎ স্বতঃসিদ্ধ ; অতএব ভয় ও দ্বেষাদি স্থলে শ্রীমূর্ত্তির স্ফূর্ত্তির ন্যায় তাদৃশ অবস্থায় নামোচ্চারণ করিলেও মুক্তিলাভ হইবে ; কারণ 'সাঙ্কেত্য'-ইত্যাদি স্থলেও নামোচ্চারণের (নামাভাসের) মুক্তিদত্ব শ্রুত হওয়া যায়।"

বেদার্থবোধক স্মৃতিশাস্ত্রাদিতেও নাম-মাহাত্ম্য এইরূপ দৃষ্ট হয় ঃ—

"বেদে রামায়ণে চৈব পুরাণে ভারতে তথা।
আদাবন্তে চ মধ্যে চ হরিঃ সর্ব্বত্র গীয়তে ॥"
(হরিবংশে)

অর্থাৎ বেদে, রামায়ণে, পুরাণে তথা মহাভারতের আদি, অন্ত ও মধ্য—সর্ব্বত্রই একমাত্র শ্রীহরিই কীর্ত্তিত হইয়া থাকেন।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা ১৫।১৫ শ্লোকে শ্রীভগবান্ কৃষ্ণ-চন্দ্র অর্জ্জুনকে উপলক্ষ্য করিয়া বলিতেছেন—

"বেদৈশ্চ সর্ব্বৈরহমেব বেদ্যো বেদান্তকৃদ্বেদবিদেব চাহম্।"

অর্থাৎ সমস্ত বেদদ্বারা একমাত্র আমিই জ্ঞাতব্য বেদব্যাসদ্বারা বেদার্থনির্ণয়কারী বেদান্ত বা উপনিষৎ-কর্ত্তা ও বেদার্থবেত্তা আমিই। আমি ব্যতীত অন্য কেহই বেদার্থ জানেন না। (চঃ টীঃ—'বেদব্যাস-দ্বারা বেদান্তকৃদহমেব, যতো বেদবিৎ বেদার্থতত্ত্বজ্ঞো-ঽহমেব—মত্তোঽন্যো বেদার্থং ন জানাতীত্যর্থঃ ॥")

শ্রীভগবদুক্তগীতা ৯ম অধ্যায়ের ১১শ হইতে ১৪শ শ্লোকের মর্ম্মার্থ আমরা শ্রীশ্রীল ঠাকুর ভক্তি-বিনোদকৃত 'মর্ম্মানুবাদ' হইতে এইরূপ প্রাপ্ত হই ঃ—

" * * আমার (কৃষ্ণের) স্বরূপ সচ্চিদানন্দ-ময় * * * মানবগণ যে অণুত্ব, বৃহত্ত্ব, অব্যক্তত্ব প্রভৃতি অসীমভাবের বিশেষ আদর করেন, উহা তাঁহাদের মায়াবদ্ধ বুদ্ধির কার্য্যমাত্র ; আমার পরম-ভাব তাহা নয়। আমার পরমভাব এই যে, আমি নিতান্ত অলৌকিক ও মধ্যমাকারস্বরূপ হইয়াও আমার শক্তিদ্বারা আমি যুগপৎ সর্ব্বব্যাপী ও পরমাণু অপেক্ষা ক্ষুদ্র। আমার এই স্বরূপপ্রকাশ কেবল আমার অচিন্ত্যশক্তিক্রমেই ঘটে। মূঢ় লোকসমূহ আমার এই সচ্চিদানন্দমূর্ত্তিকে মানবতনু মনে করিয়া এই স্থির করে যে, আমি প্রপঞ্চবিধির বাধ্য হইয়া ঔপাধিক শরীর গ্রহণ করিয়াছি। আমি যে এই স্বরূপেই সমস্ত ভূতের মহেশ্বর, তাহা তাহারা বুঝিতে পারে না ; অতএব অবিদ্বৎপ্রতীতিদ্বারা আমাতে একটি ক্ষুদ্রভাব অর্পণ করে। যাঁহাদের বিদ্বৎপ্রতীতি উদিত হইয়াছে, তাঁহারা আমার এই স্বরূপকে 'নিত্য-সচ্চিদানন্দতত্ত্ব' বলিয়া বুঝিতে পারেন।"

"যদি বল, অবিদ্বৎপ্রতীতি কি জন্য উদিত হয় ? তবে শুন, মূঢ়লোকগণ রাক্ষসী ও আসুরী-প্রকৃতিতে মোহিত হওয়ায় তাহাদের আশা, কর্ম্ম ও জ্ঞান—সবই নিরর্থক হয়। (স্বর্গাদি নশ্বর) লোকপ্রাপ্তির আশা-দ্বারা তাহাদের চিত্ত কর্ম্মে বিক্ষিপ্ত হয় ; তুচ্ছ-ফলদ কর্ম্ম অনুষ্ঠান করতঃ তাহারা আর বিশুদ্ধজ্ঞান লাভ করিতে পারে না। যদি কখনও তাহারা জ্ঞানের অনুসন্ধান করে, তবে 'অভেদবাদ'রূপ দুষ্ট জ্ঞানদ্বারা তাহাদের 'বিদ্যা' লোপ পায়, তখন তাহারা মনে করে যে, আমার (কৃষ্ণের) এই মূর্ত্তি—মায়াময়ী, আমি (কৃষ্ণ)—'ঈশ্বর', সুতরাং 'ব্রহ্ম' অপেক্ষা 'হীনতত্ত্ব', সাধনীভূত আমার উপাসনা-দ্বারা চিত্ত শুদ্ধ হইলে তৎসিদ্ধিস্বরূপ নির্গুণব্রহ্ম লাভ হইবে। তাহাতে ফল এই হয় যে, অবশেষে রাক্ষস ও আসুরস্বভাব দ্বারা জীবের দৈবীপ্রকৃতি লুপ্ত হইয়া পড়ে।"

"হে পার্থ, যাঁহারা বিদ্বৎপ্রতীতি লাভ করেন, তাঁহারা মহাত্মা। তাঁহারা দৈবীপ্রকৃতি আশ্রয় করতঃ অনন্যমনা হইয়া অর্থাৎ তুচ্ছফলদ কর্ম্ম ও আত্ম-বিনাশী শুষ্ক অভেদবাদরূপ জ্ঞানের প্রতি আস্থা না করিয়া সকলভূতের আদি ও অব্যয় যে আমার এই

(মনুষ্যাকৃতি) কৃষ্ণস্বরূপ, তাঁহাকেই চরমতত্ত্ব বলিয়া ভজনা করেন।"

"(এই ভজনটি কিপ্রকার, তাহাই বলিতেছেন—) সেই বিদ্বৎপ্রতীতিযুক্ত মহাত্মা ভক্তসকল সর্ব্বদা আমার নাম, রূপ, গুণ ও লীলার কীর্ত্তন করেন অর্থাৎ শ্রবণ-কীর্ত্তনাদি নববিধা ভক্তি আচরণ করেন। আমার এই সচ্চিদানন্দস্বরূপের নিত্যদাস্য লাভের জন্য তাঁহারা সমস্ত শারীরিক, মানসিক, সামাজিক ও আধ্যাত্মিক ক্রিয়াতে দৃঢ়ব্রত হইয়া আমার অনুশীলন করেন। সাংসারিক কর্ম্মে চিত্ত যাহাতে বিক্ষিপ্ত না হয়, এইজন্য সংসারনির্ব্বাহকালে ভক্তিযোগ দ্বারা আমার শরণাপত্তি স্বীকার করেন।"

উক্ত "সততং কীর্ত্তয়ন্তো মাং যতন্তশ্চ দৃঢ়ব্রতাঃ।
নমস্যন্তশ্চ মাং ভক্ত্যা নিত্যযুক্তা উপাসতে॥"

—এই ৯।১৪শ শ্লোকের 'সারার্থবর্ষিণী' নাম্নী টীকায় শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুর মহাশয় লিখিতেছেন—

"ভজন্তীত্যুক্তং তদ্ভজনমেব কিমিত্যত আহ— সততং—সদেতি নাত্র কর্ম্মযোগ ইব কালদেশপাত্রশুদ্ধ্যাদ্যপেক্ষা কর্ত্তব্যেত্যর্থঃ—'ন দেশনিয়মস্তত্র ন কালনিয়মস্তথা। নোচ্ছিষ্টাদৌ নিষেধোঽস্তি শ্রীহরের্নাম্নি লুব্ধক॥' ইতি স্মৃতেঃ। যতন্তো যতমানাঃ—যথা কুটুম্বপালনার্থং দীনাঃ গৃহস্থাঃ ধনিক-দ্বারাদৌ ধনার্থং যতন্তে, তথৈব মদ্ভক্তাঃ কীর্ত্তনাদিভক্তিপ্রাপ্ত্যর্থং সাধুসভাদৌ যতন্তে, প্রাপ্য চ ভক্তিম্ অধীয়মানং শাস্ত্রং পঠন্তঃ ইব পুনঃ পুনরভ্যস্যন্তি চ। এতাবন্তি নামগ্রহণানি, এতাবত্যঃ প্রণতয়ঃ, এতাবত্যঃ পরিচর্য্যাশ্চাবশ্যকর্ত্তব্যাঃ, ইত্যেবং দৃঢ়ানি ব্রতানি নিয়মাঃ যেষাং তে ; যদ্বা, দৃঢ়ানি অপতিতানি একাদশ্যাদিব্রতানি নিয়মাঃ যেষাং তে। নমস্যন্তশ্চ ইতি চকারঃ শ্রবণপাদসেবনাদ্যনুক্ত সর্ব্বভক্তিসংগ্রহার্থঃ। নিত্যযুক্তাঃ ভাবিনং মন্নিত্যসংযোগম্ আকাঙ্ক্ষন্তঃ আশংসায়াং ভূতবচ্চেতি বর্ত্তমানেঽপি ভূতকালিকঃ 'ক্ত'-প্রত্যয়ঃ। অত্র মাং কীর্ত্তয়ন্ত এব মামুপাসত ইতি মৎকীর্ত্তনাদিকমেব মদুপাসনমিতি বাক্যার্থঃ। অতো মামিতি ন পৌনরুক্ত্যমাশঙ্কনীয়ম্॥"

উহার মর্ম্মানুবাদ এই যে—পূর্ব্বশ্লোকে মহাত্মা ভক্তসকল অনন্যচিত্তে ভজন করেন, এইরূপ বলা হইয়াছে, সেই ভজনটি কি প্রকার, তাহাই এই শ্লোকে বলা হইতেছে। সতত বা সদা শ্রীহরিনাম কীর্ত্তনই ভজন। এস্থলে 'সদা' বলিবার তাৎপর্য্য এই যে, এই নামকীর্ত্তনে কর্ম্মযোগের ন্যায় কাল, দেশ, পাত্রশুদ্ধি প্রভৃতির কোন অপেক্ষা করিতে হইবে না। সাত্বতস্মৃতিরাজ শ্রীহরিভক্তিবিলাস ১১শ বিঃ ২০৮ সংখ্যাধৃত 'বিষ্ণুধর্ম্মোত্তর' স্মৃতিবচনে কথিত হইয়াছে —'হে লুব্ধক (ব্যাধ), শ্রীহরির নাম-কীর্ত্তন-বিষয়ে দেশ (স্থান) ও কালের কোন নিয়ম নাই। এমনকি উচ্ছিষ্টমুখে কিম্বা কোনপ্রকার অশুচি অবস্থাতেও নিষেধ নাই।' 'যতন্তঃ' অর্থে 'আমার স্বরূপ-গুণাদি নির্ণয়ে যত্নশীল'। সেই যত্নটি কি প্রকার, তাহা এইরূপ দৃষ্টান্তসহকারে বুঝাইয়া দেওয়া হইতেছে যে—যেমন দরিদ্র গৃহস্থগণ স্ত্রীপুত্রাদি কুটুম্বপালনার্থ ধনী ব্যক্তিগণের দ্বারাদিতে ধন উপার্জ্জনার্থ যত্ন করেন, তদ্রূপ আমার (কৃষ্ণের) ভক্তগণ কীর্ত্তনাদি ভক্তিধন-প্রাপ্তিনিমিত্ত সাধুসভাদিতে তজ্জন্য যত্ন করিয়া থাকেন। সেই সাধুসভায় সাধুকৃপায় ভক্তিধন পাইয়া অধীয়মান শাস্ত্র পুনঃ পুনঃ পাঠের ন্যায় সেই নামকীর্ত্তনাদি ভক্ত্যঙ্গ পুনঃ পুনঃ অভ্যাস করিতে থাকেন। এত সংখ্যক নাম গ্রহণ অর্থাৎ জপ বা কীর্ত্তন করিতে হইবে, শ্রীহরিগুরুবৈষ্ণবে এতসংখ্যক প্রণতি বিধান করিতে হইবে, এই সমস্ত পরিচর্য্যা অর্থাৎ সেবাকার্য্য আমার অবশ্য কর্ত্তব্য—এইরূপ দৃঢ়ব্রত অর্থাৎ নামগ্রহণাদি নিয়ম দৃঢ়ভাবে পালনকারী হইয়া অথবা—একাদশ্যাদি ব্রত অপতিতভাবে পালন-পরায়ণ হইয়া যাঁহারা আমাতে নমস্কার বিধান করেন। 'নমস্যন্তশ্চ'—এস্থলে 'চ'কার-দ্বারা শ্রবণ-পাদসেবনাদি অনুক্ত সর্ব্ববিধ ভক্তিসংগ্রহার্থ যত্ন করেন,—এইরূপ বুঝিতে হইবে। 'নিত্যযুক্তাঃ' বলিতে ভক্তগণ ভবিষ্যতে আমার নিত্যসংযোগাকাঙ্ক্ষায় ভক্তিযোগ দ্বারা আমার উপাসনা করেন— এইরূপ বুঝিতে হইবে। বর্ত্তমানেও ভূতকালিক (অতীতকালীয়) ক্ত প্রত্যয় হইয়াছে। সুতরাং এস্থলে আমার ভক্তগণ (আমার নামরূপগুণলীলাদি) কীর্ত্তন করিতে করিতে আমার উপাসনা করেন, ইহা বলায় ভগবৎকীর্ত্তনাদিই ভগবদুপাসনা, ইহাই বাক্যার্থ। 'মাং' শব্দ দুইবার বলায় পুনরুক্তি-

দোষের আশঙ্কা করিতে হইবে না।

উক্ত শ্রীভগবদ্গীতার নিম্নোক্ত (১০।৯) শ্লোকেও শ্রীভগবান্ কীর্ত্তনাখ্যা ভক্তির উল্লেখ করিয়াছেন ঃ—

"মচ্চিত্তা মদ্গতপ্রাণা বোধয়ন্তঃ পরস্পরম্।
কথয়ন্তশ্চ মাং নিত্যং তুষ্যন্তি চ রমন্তি চ ॥"

অর্থাৎ "এতাদৃশ অনন্যভক্তদিগের চরিত্র এইরূপ, —তাঁহারা আমাতে চিত্ত ও প্রাণকে সম্যক্ সমর্পণ করতঃ পরস্পর ভাববিনিময় ও হরিকথার কথোপকথন করিয়া থাকেন। সেইরূপ শ্রবণ-কীর্ত্তন-দ্বারা সাধনাবস্থায় ভক্তিসুখ ও সাধ্যাবস্থায় অর্থাৎ লব্ধপ্রেম অবস্থায় আমার সহিত রাগমার্গে ব্রজরসান্তর্গত মধুর রস পর্য্যন্ত সম্ভোগ পূর্ব্বক রমণসুখ লাভ করিয়া থাকেন।"—শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদকৃত মর্ম্মানুবাদ

ঐ শ্লোকের শ্রীল চক্রবর্ত্তিপাদকৃত টীকার মর্ম্মানুবাদও এইরূপ—শ্রীভগবান্ বলিতেছেন—এতাদৃশ অনন্যভক্তগণও আমার অনুগ্রহে বুদ্ধিযোগ লাভ করতঃ আমার পূর্ব্বোক্ত লক্ষণ দুর্ব্বোধ্য তত্ত্বজ্ঞান লাভ করিয়া থাকেন। তাই বলিতেছেন—'মচ্চিত্তা' অর্থাৎ আমার রূপ-নাম-গুণ-লীলা মাধুর্য্যাস্বাদনে লুব্ধচিত্ত; 'মদ্গতপ্রাণাঃ' অর্থাৎ আমা ব্যতীত প্রাণধারণে অসমর্থ—যেমন মানুষকে বলা হয়—অন্নগতপ্রাণ অর্থাৎ অন্ন ব্যতীত জীবনধারণে অসমর্থ, তদ্রূপ; 'বোধয়ন্তঃ' অর্থাৎ ভক্তিস্বরূপপ্রকারাদি জ্ঞাপন করিতে করিতে মহামধুর রূপগুণলীলাবারিধিস্বরূপ আমার নামরূপগুণাদি ব্যাখ্যান-দ্বারা উচ্চ কীর্ত্তন করিতে করিতে তুষ্ট হন এবং রতিভক্তি প্রাপ্ত হন। এইরূপে স্মরণ-শ্রবণ-কীর্ত্তনকে সমস্ত ভক্তিঅঙ্গ মধ্যে অতি শ্রেষ্ঠ বলা হইয়াছে। এইরূপ ভক্তিদ্বারাই সন্তোষ ও রমণ হয়,—ইহাই রহস্য। অথবা সাধনদশায়ও ভাগ্যবশে ভজন নির্ব্বিঘ্নে সম্পদ্যমান হইলে সন্তোষ এবং তৎকালেই ভাবি স্বীয় সাধ্যদশা অনুস্মরণে নিজ প্রভুর সহিত রমণ-সুখ অনুভব করিয়া থাকেন। ইহাতে রাগানুগা ভক্তিই দ্যোতিত হইতেছে।

উক্ত গীতাশাস্ত্রে ১১।৩৩শ শ্লোকে শ্রীঅর্জ্জুনোক্তিতে কথিত হইয়াছে—

"স্থানে হৃষীকেশ তব প্রকীর্ত্ত্যা জগৎ প্রহৃষ্যত্যনুরজ্যতে চ। রক্ষাংসি ভীতানি দিশো দ্রবন্তি সর্ব্বে নমস্যন্তি চ সিদ্ধসংঘাঃ।"

অর্থাৎ "হে হৃষীকেশ, তোমার যশঃকীর্ত্তন শুনিয়া জগৎ তুষ্ট হইয়া অনুরাগ লাভ করে, রক্ষঃসকল ভীত হইয়া দিগ্‌বিদিকে পলায়ন করে এবং সিদ্ধসকল নমস্কার করে,—ইহা তাহাদের পক্ষে যুক্ত কার্য্য।"—শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদকৃত মর্ম্মানুবাদ

শ্রীভগবদ্গীতার এই শ্লোকেও শ্রীভগবন্মাহাত্ম্য সংকীর্ত্তনদ্বারা শ্রীভগবানের ভক্তগণের ইন্দ্রিয় তদাভিমুখ্য লাভ করতঃ প্রহৃষ্ট ও অনুরক্ত হইতেছে, অভক্ত রাক্ষসগণের ইন্দ্রিয় তদ্‌বৈমুখ্যবশতঃ উহারা ভীত হইয়া চতুর্দ্দিকে পলায়ন করিতেছে এবং তদ্ভক্ত সিদ্ধগণ—সকলেই তাঁহাকে নমস্কার বিধান করিতেছেন, এই সমস্তই 'স্থানে' অর্থাৎ যুক্তিযুক্ত। শ্রীল চক্রবর্ত্তী ঠাকুর তাঁহার টীকায় লিখিয়াছেন—

"শ্লোকোঽয়ং রক্ষোঘ্ন-মন্ত্রত্বেন মন্ত্রশাস্ত্রে প্রসিদ্ধঃ।" অর্থাৎ এই শ্লোকটি রক্ষোঘ্ন-মন্ত্রস্বরূপে মন্ত্রশাস্ত্রে প্রসিদ্ধ। সুতরাং বেদার্থবোধক স্মৃতিশাস্ত্র গীতোক্ত এই শ্লোকেও শ্রীভগবানের সংকীর্ত্তন-মাহাত্ম্য অভিব্যক্ত হইয়াছে। মহাভারতে সর্ব্ববেদার্থ এবং ভারতার্থও আবার সম্পূর্ণরূপে গীতাশাস্ত্রে প্রদত্ত হইয়াছে বলিয়া গীতাকে সর্ব্বশাস্ত্রময়ী বলা হয়। সেই বেদার্থবোধক গীতায়ও এইরূপ নাম-মাহাত্ম্য স্পষ্টভাবেই ব্যক্ত হইয়াছে।

[আমরা অতঃপর শ্রীমদ্ভাগবতাদি শাস্ত্র হইতে নাম-মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিবার চেষ্টা করিব। কলৌ নামৈব পরমা গতিঃ।]

[ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ]

(৪২)

শ্রীল রসিকানন্দ দেব গোস্বামী

শ্রীল রসিকানন্দ দেব গোস্বামী ১৫১২ শকাব্দে মেদিনীপুর জেলান্তর্গত সুবর্ণরেখা নদীর তটবর্ত্তী রোহিণী বা রয়নী* গ্রামে আবির্ভূত হইয়াছিলেন। ইঁহার পিতার নাম রাজা শ্রীঅচ্যুতানন্দ, মাতার নাম শ্রীভবানীদেবী।

'সুবর্ণরেখা নদীর তীরে হয় সেই গ্রাম।
তথি আছে রাজা অচ্যুতানন্দ নাম ॥'

—(প্রেমবিলাস ২৪)

মহাপাপনাশিনী সুবর্ণরেখানদী বর্ত্তমানে মেদিনীপুরে ও ওড়িষ্যায় প্রবাহিতা। পূর্ব্বে মেদিনীপুর জেলা ওড়িষ্যার অন্তর্গত ছিল। রাজা অচ্যুতানন্দ ওড়িষ্যার করণকুলোদ্ভূত ছিলেন, যাহাকে বঙ্গদেশে 'কায়স্থ' বলা হয়। বৈষ্ণব নির্গুণ, জাতিকুলের অন্তর্গত নহেন। করণকুলকে ধন্য করিবার জন্যই রাজা অচ্যুতানন্দের ও শ্রীরসিকানন্দের উক্ত কুলে আবির্ভাব-লীলা। শ্রীরসিকানন্দ দেব গোস্বামী রাজপুত্র ছিলেন। শ্রীল রসিকানন্দ কৃষ্ণলীলায় মধুররসাশ্রিতা সেবিকা ছিলেন এইরূপ অনুমিত হয়। শ্রীল শ্যামানন্দ প্রভু সখ্যরসাশ্রিত শ্রীল হৃদয়চৈতন্য প্রভুর শিষ্য হইলেও শ্রীল শ্রীজীব গোস্বামীর সঙ্গপ্রভাবে মধুররসাশ্রিতা হইয়াছিলেন। তিনি রসিকানন্দ দেবকে রাধাকৃষ্ণের উপাসনামন্ত্র প্রদান করিয়াছিলেন। শ্রীরসিকানন্দের অপর নাম শ্রীরসিকমুরারি। কোথায়ও লিখিত আছে শ্যামানন্দ প্রভুর দুইটী প্রধান শিষ্য শ্রীরসিক ও শ্রীমুরারি, কোথায়ও বা এইরূপ লিখিত হইয়াছে প্রধান শিষ্য একটী—দুইটী নামে পরিচিত, দুইটী নাম যুক্ত হইয়া রসিক-মুরারি হইয়াছে। মাতা জাহ্নবার শিষ্য শ্রীনিত্যানন্দ দাস রচিত 'প্রেমবিলাসে' শ্রীরসিক ও মুরারি দুইটী পৃথক্ ব্যক্তিরূপে নির্দ্দেশিত হইয়াছে, যথা ঃ—

শ্রেষ্ঠ শাখা রসিকানন্দ আর শ্রীমুরারি।
যাঁর যশোগুণ গায় উৎকলদেশ ভরি' ॥
শ্যামানন্দের প্রিয় শিষ্য দুই মহাশয়।
সুবর্ণরেখা নদীতীরে রয়নী আলয় ॥

—(প্রেমবিলাস ২০)

শ্রীনরহরি চক্রবর্ত্তী ঠাকুর (শ্রীঘনশ্যামদাস) রচিত ভক্তিরত্নাকরে একই ব্যক্তির দুই নাম এইরূপভাবে লিখিত আছে ঃ—

রয়নীগ্রামে প্রসিদ্ধ অচ্যুত-তনয়।
শ্রীরসিকানন্দ, শ্রীমুরারি নামদ্বয় ॥
'রসিক-মুরারি' নাম প্রসিদ্ধ লোকেতে।
সর্ব্বশাস্ত্রে বিচক্ষণ অল্পকাল হৈতে ॥

—১৫।২৭-২৮

দশরথনন্দন ভগবান্ শ্রীরামচন্দ্র বন-ভ্রমণকালে রয়নীর নিকটবর্ত্তী বারায়িত (বারাজিত) গ্রামে 'রামেশ্বর' শিব স্থাপন করিয়া জানকী-লক্ষ্মণসহ কিছুদিন অবস্থান করিয়াছিলেন, 'ভক্তিরত্নাকর' গ্রন্থে এইরূপ ইতিবৃত্ত বর্ণিত হইয়াছে। সুতরাং উক্ত পবিত্র দেশের অধিপতি ছিলেন রাজা শ্রীঅচ্যুত। তিনি প্রজাবৎসল শুদ্ধাচারী ধার্ম্মিক রাজা ছিলেন। তাঁহার সহধর্ম্মিণীরও আদর্শ পতিব্রতারূপে খ্যাতি ছিল। রসিক-মুরারি অতি নিপুণতার সহিত পিতামাতার সেবা করিয়া তাঁহাদের সন্তোষ বিধান করিয়াছিলেন। রসিকমুরারির ভক্তিমতী ভার্য্যা 'ইচ্ছাময়ী দেবীর' নাম ভক্তিরত্নাকরে উল্লিখিত আছে। 'ইচ্ছাদেই' অর্থাৎ ইচ্ছাময়ী দেবী ঘণ্টাশিলা গ্রামে কিছুদিন

* রয়নী বা রোহিণী গ্রাম মেদিনীপুর জেলায় মল্লভূমিতে সুবর্ণরেখানদী ও দোলঙ্গ নদীর সঙ্গমস্থলে অবস্থিত। পরগণা মৌভাণ্ডা। শ্যামানন্দপ্রভুর পিতা পূর্ব্বে গৌড়ে বাস করিতেন। পরে তিনি উৎকলে দণ্ডেশ্বর গ্রামে, ধারেন্দা-বাহাদুরপুর—অম্বুয়ায় বাস করিয়াছিলেন। দণ্ডেশ্বর গ্রাম সুবর্ণরেখানদীর তটবর্ত্তী। খড়্গপুর রেলষ্টেশনের নিকটবর্ত্তী ধারেন্দা-বাহাদুরপুর গ্রাম শ্যামানন্দপ্রভুর আবির্ভাবস্থলী। ধারেন্দা-বাহাদুরপুর, রয়নী, গোপীবল্লভপুর ও নৃসিংহপুর শ্যামানন্দপ্রভুর শিষ্যগণের প্রিয় স্থান।

অবস্থান করিয়াছিলেন। ঘণ্টাশিলা গ্রামটীও ঐতিহাসিক স্থান। এখানে পাণ্ডবগণ বনবাসকালে অবস্থান করিয়াছিলেন। ঘণ্টাশিলায় রসিকমুরারির কিভাবে অলৌকিকরূপে গুরুদর্শন ও গুরুকৃপালাভ হইল, তাহা সুন্দররূপে বর্ণিত হইয়াছে। উক্ত গ্রামে নির্জ্জন প্রদেশে একদিন রসিকমুরারি সদ্‌গুরু প্রাপ্তির জন্য ব্যাকুল হইয়া ধ্যানমগ্ন হইলে, আকাশবাণী শুনিতে পাইলেন—'হে মুরারি, তুমি চিন্তা করিও না, তোমার গুরুদেব শ্রীশ্যামানন্দ, শীঘ্র তাঁহার দর্শন পাইবে, তাঁহার শ্রীচরণাশ্রিত হইয়া তুমি কৃতার্থ হইবে।' মুরারি উক্ত আকাশবাণী শুনিয়া পরমোৎসাহে ও আনন্দে 'শ্যামানন্দ' নামমন্ত্র জপ করিতে লাগিলেন। 'শ্যামানন্দপ্রভুর' দর্শনের জন্য ব্যাকুল হইয়া সমস্ত রাত্রি ক্রন্দন করিলে নিশান্তে শ্যামানন্দ প্রভু স্বপ্নে দর্শন প্রদান করিয়া বলিলেন—"উদ্বিগ্ন হইও না, রাত্রি প্রভাত হইলে আমার দর্শন পাইবে।' প্রভাতে রসিকমুরারি প্রভু আর্ত্ত হইয়া নিরীক্ষণ করিতেছেন, এমন সময় দেখিতে পাইলেন সূর্য্যসম তেজোময় দীর্ঘ কলেবর শ্যামানন্দ প্রভু সহাস্যবদনে কিশোরদাস আদি ভক্তগণের দ্বারা পরিবেশিষ্ট হইয়া 'হা শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য, হা নিত্যানন্দ' নাম উচ্চারণমুখে প্রেমবিহ্বলাবস্থায় নৃত্য করিতে করিতে তাঁহার নিকট অগ্রসর হইতেছেন। রসিকমুরারি বহু প্রত্যাশিত গুরুদর্শন করিয়া তৎক্ষণাৎ মহানন্দে গুরুপাদপদ্মে পতিত হইলেন। শ্যামানন্দ প্রভু স্নেহাতিশয্যবশতঃ রসিকানন্দকে কোলে করিয়া নেত্রজলে সিক্ত করতঃ তাঁহাকে 'রাধাকৃষ্ণ' মন্ত্র প্রদানের পর শ্রীনিত্যানন্দ ও শ্রীচৈতন্যচরণে সমর্পণ করিলেন। নিষ্কপট আর্ত্তি হইলে যে সদ্‌গুরু লাভ হয়, ইহা তাহার একটী জ্বলন্ত প্রত্যক্ষ দৃষ্টান্ত।

শ্রীরসিকানন্দ দেব গোস্বামী সর্ব্বতোভাবে সর্ব্বেন্দ্রিয়ে ঐকান্তিকতার সহিত গুরুসেবা করিয়া অল্পদিনের মধ্যে শ্যামানন্দপ্রভুর প্রধান শিষ্য ও মহাশক্তিশালী আচার্য্যরূপে পরিণত হইলেন। বস্তুতঃ সচ্ছিষ্যই সদ্‌গুরু হন। তথাকথিত শিষ্যনামধারী ব্যক্তি বহু হইতে পারেন, কিন্তু প্রকৃত গুরুনিষ্ঠ অনন্যসেবাপরায়ণ শিষ্যেতেই গুরুর সমস্ত শক্তি অর্পিত হয়। রসিকানন্দ দেব গোস্বামী গুরুকৃপার দ্বারা সমৃদ্ধ হইয়া বহু দস্যু, পাষণ্ড, যবন, পতিত জীবকে ভগবদ্ভক্তিরূপ প্রেমরত্ন প্রদানের দ্বারা উদ্ধার করিলেন। একটী দুষ্ট যবন রসিকমুরারিকে জব্দ করিবার জন্য মত্ত হস্তীকে তাঁহার নিকট প্রেরণ করিয়াছিল; কিন্তু 'রসিকমুরারি' প্রভু সেই মত্ত হাতীকে শিষ্য করিয়া তাহাকে বিষ্ণু-বৈষ্ণব সেবায় নিয়োজিত করিয়াছিলেন। তাঁহার এই অলৌকিক শক্তির প্রভাব দেখিয়া সকলে পরম বিস্ময়ান্বিত ও চমৎকৃত হইয়াছিলেন। শ্যামানন্দ প্রভুর নিজারাধ্য গোপীবল্লভপুরের শ্রীগোবিন্দজীর সেবা তাঁহার প্রধান শিষ্য শ্রীরসিকানন্দ দেব গোস্বামীকে প্রদান করিয়াছিলেন।

"শ্রীগোপীবল্লভপুরে প্রেমবৃষ্টি কৈলা।
'শ্রীগোবিন্দসেবা' শ্রীরসিকে সমর্পিলা॥
রসিকানন্দের মহা-প্রভাব-প্রচার।
কৃপা করি' কৈল দস্যু পাষণ্ডী উদ্ধার॥
ভক্তিরত্ন দিলা কৃপা করিয়া যবনে।
গ্রামে গ্রামে ভ্রমিলেন লৈয়া শিষ্যগণে॥
দুষ্টের প্রেরিত হস্তী, তা'রে শিষ্য কৈল।
তা'রে কৃষ্ণ-বৈষ্ণব-সেবায় নিয়োজিল॥
সে দুষ্ট যবন-রাজা প্রণত হইল।
না গণিলা ঘর—কত জীব উদ্ধারিল॥
শ্রীরসিকানন্দ সদা মত্ত সঙ্কীর্ত্তনে।
কেবা না বিহ্বল হয় তা'র গুণগানে॥"

—ভক্তিরত্নাকর ১৫।৮১-৮৬

'তিঁহো কৈল বহু যবন দস্যুরে উদ্ধার'

—প্রেমবিলাস ১৯

শ্রীল রসিকানন্দ দেব গোস্বামীর মহাপুরুষোচিত অলৌকিক শক্তিপ্রভাবে আকৃষ্ট হইয়া ময়ূরভঞ্জের রাজা শ্রীবৈদ্যনাথ ভঞ্জ, পটাশপুরের রাজা শ্রীগজপতি, ময়নার রাজা চন্দ্রভানু, পাঁচেটের রাজা শ্রীহরিনারায়ণ, ধারেন্দার রাজা শ্রীভীম, শ্রীকর, ওড়িষ্যার তদানীন্তন শাসনকর্ত্তা নবাব ইব্রাহিম খাঁর ভ্রাতুষ্পুত্র আহম্মদ বেগ প্রভৃতি তাঁহার শিষ্য হইয়াছিলেন।

শ্রীল রসিকানন্দ দেব গোস্বামী শ্রীশ্যামানন্দশতক, শ্রীমদ্‌ভক্তভাগবতাষ্টক ও কুঞ্জকেলি দ্বাদশক গ্রন্থসমূহ রচনা করিয়াছিলেন।

যে কালে শ্রীবৃন্দাবন হইতে শ্রীল শ্রীজীব গোস্বামী

কর্ত্তৃক প্রেরিত হইয়া শ্রীশ্যামানন্দপ্রভু গোস্বামিগণের রচিত গ্রন্থাদি লইয়া শ্রীনিবাস আচার্য্য ও নরোত্তম ঠাকুর সহ রাজা বীরহাম্বীরের স্থান বনবিষ্ণুপুরে আসিয়াছিলেন এবং তথা হইতে পুনঃ শ্রীনিবাস আচার্য্য কর্ত্তৃক আদিষ্ট হইয়া উৎকলে আসিয়াছিলেন, তৎকালে বহুদিন বাদে শ্রীল গুরুদেবের দর্শন লাভ করিয়া শ্রীরসিকানন্দ ও অন্যান্য ভক্তগণ অতীব হর্ষান্বিত হইয়াছিলেন। শ্যামানন্দপ্রভু তখন নৃসিংহপুরে আসিয়া অবস্থান করিয়াছিলেন।

"বনবিষ্ণুপুর হৈতে বহু জনসনে।
শ্যামানন্দ উৎকলে গেলেন অল্পদিনে ॥
সর্ব্বত্রই বিদিত হইল আগমন।
চতুর্দ্দিকে ধায় লোক করিতে দর্শন ॥
শ্রীরসিকানন্দ—আদি মহা হর্ষ হৈলা।
শ্যামানন্দ নৃসিংহপুরেতে স্থিতি কৈলা ॥"

—ভক্তিরত্নাকর ৯।২৫৬-২৫৮

শ্রীরসিকমুরারি ও শ্রীদামোদর আদি ভক্তগণকে লইয়া ধারেন্দা গ্রামেতে শ্যামানন্দপ্রভু যে মহোৎসব করিয়াছিলেন, তাহার মহিমা আজও শ্রীশ্যামানন্দ প্রভুর পরিবারের ভক্তগণ কীর্ত্তন করিয়া থাকেন।

এইরূপ কথিত হয় যে শ্রীরসিকানন্দ দেব গোস্বামী অন্তর্ধানলীলার অব্যবহিত পূর্ব্বে বাঁশদহ* হইতে সাতজন সেবককে লইয়া সংকীর্ত্তন করিতে করিতে রেমুণায় শ্রীগোপীনাথের প্রাঙ্গণে আসিয়াছিলেন। রসিকানন্দপ্রভু গর্ভমন্দিরে প্রবেশ করিয়া গোপীনাথের শ্রীঅঙ্গে লীলাপ্রবিষ্ট হইলেন। তাঁহার সঙ্গিগণও তথায় দেহরক্ষা করিলেন। আজও রেমুণায় ক্ষীরচোরা গোপীনাথের প্রাঙ্গণে একটী বেড়ের মধ্যে রসিকমুরারির পুষ্পসমাধি ও সাতজন তাঁহার সেবকভক্তের সমাধি দৃষ্ট হয়।

শ্রীরসিকানন্দ দেব গোস্বামীর তিরোভাব উপলক্ষে রেমুণায় শিব-চতুর্দ্দশীর পর হইতে বারদিনব্যাপী প্রতিবৎসর বিশেষ মহোৎসব অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে।

প্রসিদ্ধ 'আস্তিক্য দর্শনের' রচয়িতা পণ্ডিত শ্রীবিশ্বম্ভরানন্দ—শ্রীরসিকানন্দ দেব গোস্বামীর বংশেই আবির্ভূত হইয়াছিলেন।

শ্রীকল্কি অবতার

দশাবতারের শেষ অবতার ভগবান শ্রীকল্কী। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে মধ্য বিংশ পরিচ্ছেদে শ্রীল সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুর ২৪৫ পয়ারের অনুভাষ্যে ২৫টী মুখ্য লীলাবতারের নাম উল্লেখ করিয়াছেন। তাহাতেও পঞ্চবিংশতি বা সর্ব্বশেষ অবতার ভগবান কল্কী এইরূপ লিখিত হইয়াছে। এই পঁচিশটী লীলাবতার প্রায় প্রতিকল্পেই (ব্রহ্মার একদিনে) আবির্ভূত হন বলিয়া কল্পাবতার নামেও অভিহিত। শ্রীল জয়দেব গোস্বামী বিরচিত দশাবতার স্তোত্রে ভগবান কল্কী এইরূপভাবে স্তুত হইয়াছেন—

'ম্লেচ্ছনিবহনিধনে কলয়সি করবালং, ধূমকেতুমিব কিমপি করালম্। কেশব ধৃতকল্কিশরীর জয় জগদীশ হরে ॥'

'ভগবান কেশব ম্লেচ্ছগণকে নিধন করিবার জন্য ধূমকেতুর ন্যায় ভীষণ তরবারি সহ কল্কীরূপ ধারণ করিয়া থাকেন। হে জগদীশ হরে! কল্কীরূপী আপনার জয় হউক।'

শম্ভল† নামক গ্রামে সজ্জনশ্রেষ্ঠ শ্রীবিষ্ণুযশা (ব্রহ্মযশার পুত্র) নামক সদাশয় ধার্ম্মিক ব্রাহ্মণের গৃহে কল্কীরূপী বিষ্ণু ভগবান্ অবতীর্ণ হইবেন।

* বাঁশদহ ঃ—জলেশ্বরের নিকটবর্ত্তী বাঁশদা বা বাঁশধা। শ্রীমন্ মহাপ্রভুর ও শ্রীনিত্যানন্দপ্রভুর পদাঙ্কপূত স্থান।
'এই মতে জলেশ্বরে সে রাত্রি রহিয়া। উষঃকালে চলিলা সকলভক্ত লঞা ॥
বাঁশদহ-পথে এক শাক্ত ন্যাসি-বেশ। আসিয়া প্রভুরে পথে করিল আদেশ ॥' —চৈতন্যভাগবত অ ২।২৬৩-২৬৪

† শম্ভল ঃ—ইহার বর্ত্তমান নাম শম্বলপুর। বিশ্বকোষের বর্ণনানুযায়ী স্থানটী গোণ্ডবানার অন্তর্গত, মতান্তরে মোরাদা-

জগদীশ্বর কল্কীদেব অণিমাদি অষ্ট ঐশ্বর্য্যের দ্বারা সমন্বিত ও অতুলনীয় কান্তিসম্পন্ন হইবেন। যে দ্রুত-গামী অশ্বে আরোহণ করিয়া তিনি অসাধুগণকে দমন করিবেন, সেই অশ্বের নাম হইবে দেবদত্ত। দেবদত্ত অশ্বে আরোহণ করিয়া কল্কীদেব দ্রুতগতি সমস্ত ভূমণ্ডল পরিভ্রমণ করতঃ খড়্গদ্বারা ছদ্মরাজবেশধারী বিশ্বের ভারস্বরূপ অসংখ্য দস্যু ও ম্লেচ্ছগণকে বিনাশ করিবেন। তৎপর কল্কিদেবশ্রীহরির চন্দনাদি অঙ্গ-রাগে সৌরভযুক্ত বায়ুর স্পর্শে পুরবাসিগণের চিত্তের পবিত্রতা সাধিত হইবে। শুদ্ধসত্ত্বময় বিগ্রহ ভগবান বাসুদেবের ইচ্ছায় পুনরায় বিপুল সংখ্যক সন্তানের প্রাদুর্ভাব হইবে। ধর্ম্মরক্ষক কল্কীরূপী ভগবানের আবির্ভাবে ম্লেচ্ছগণ বিনষ্ট হইলে সত্যযুগের প্রারম্ভ ও সাত্ত্বিকগুণসম্পন্ন প্রজাগণের জন্ম হইবে।

যদা যদা হি ধর্ম্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত।
অভ্যুত্থানমধর্ম্মস্য তদাত্মানম্ সৃজাম্যহম্ ॥
পরিত্রাণায় সাধূনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্।
ধর্ম্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে ॥

—গীতা ৪।৭-৮

'যখন যখন ধর্ম্মের গ্লানি ও অধর্ম্মের প্রাদুর্ভাব হয়, তখন তখন ভগবান যুগে যুগে অবতীর্ণ হইয়া সাধুগণের পরিত্রাণ, অসাধুগণের বিনাশ ও ধর্ম্ম সং-স্থাপন করিয়া থাকেন।'

কলিকালে ভীষণ অধর্ম্মের প্রাদুর্ভাবে ধর্ম্মহানি ঘটিতে থাকিলে দেবতাগণ বিষ্ণুর শরণাপন্ন হইবেন। বিষ্ণু দেবতাগণের অভিপ্রায় বুঝিতে পারিয়া পূর্ব্বোল্লিখিত শম্ভল নামক গ্রামে ব্রাহ্মণ বিষ্ণুযশা ও তাঁহার পত্নী 'সুমতিকে' পিতামাতারূপে অঙ্গীকার করতঃ আবি-র্ভাব লীলা করিবেন। বৈশাখ মাসে শুক্লা দ্বাদশী তিথিতে তিনি অবতীর্ণ হইবেন। তিনি বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে বৌদ্ধপ্রধান কীকটপুর প্রদেশের ম্লেচ্ছগণকে, কালকঞ্জের রাক্ষসের পত্নী কুথোদেবীকে, সমস্ত ম্লেচ্ছগণকে, এমনকি কলিকেও সংহার করতঃ ধর্ম্ম সংস্থাপন করিবেন। এইরূপও কথিত হয় যে, ভগ-বান কল্কী পরশুরামের নিকট বেদবিষয়ক শিক্ষা ও মহাদেবের নিকট অস্ত্রবিদ্যা শিক্ষা লাভ করিবেন। যে অশ্বের পৃষ্ঠে উঠিয়া তিনি ম্লেচ্ছ সংহার কার্য্য করিবেন, তাহার বর্ণ শ্বেত।

শ্রীমদ্ভাগবত প্রথম স্কন্ধে কল্কী ২২শ অবতার-রূপে উল্লিখিত হইয়াছে—

'অথাসৌ যুগসন্ধ্যায়াং দস্যুপ্রায়েষু রাজসু।
জনিতা বিষ্ণুযশসো নাম্না কল্কির্জ্জগৎপতিঃ ॥'

—ভাঃ ১।৩।২৫

'তদনন্তর দ্বাবিংশাবতারে যুগসন্ধিকালে অর্থাৎ কলির অন্তে নৃপতিগণ দস্যুপ্রায় হইলে ঐ জগন্নাথ বিষ্ণু কল্কি নামে খ্যাত হইয়া বিষ্ণুযশা নামক ব্রাহ্মণ হইতে অবতীর্ণ হইবেন।'

ভগবান কল্কীদেব জীবগণকে কলিকাল হইতে রক্ষা করিয়া ধর্ম্মে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন, ইহা শ্রীমদ্ভা-গবত ৬ষ্ঠ স্কন্ধেও উল্লিখিত হইয়াছে—

দ্বৈপায়নো ভগবানপ্রবোধাদ্-
বুদ্ধস্তু পাষণ্ডগণপ্রমাদাৎ।
কল্কিঃ কলেঃ কালমলাৎ প্রপাতু
ধর্ম্মাবনায়োরুকৃতাবতারঃ ॥

—ভাঃ ৬।৮।১৯

'ভগবান্ ব্যাসদেব আমাকে অজ্ঞান হইতে রক্ষা করুন, বুদ্ধদেব আমাকে বেদবিরুদ্ধ আচরণ এবং আলস্য বশতঃ বেদবিহিত অনুষ্ঠান বিষয়ে বিমুখতা-রূপ প্রমাদ হইতে রক্ষা করুন, এবং ধর্ম্মরক্ষার্থে যিনি শ্রেষ্ঠ অবতাররূপে পরিগণিত, সেই ভগবান কল্কিদেব আমাকে নিকৃষ্ট কলিকাল হইতে রক্ষা করুন।'

শ্রীল নরহরি চক্রবর্ত্তিঠাকুর তাঁহার রচিত ভক্তি-রত্নাকর গ্রন্থে এইরূপ লিখিয়াছেন যে, যাহারা নিজে-দিগকে ভগবান বলেন, তাহারা কলির চেলা, তাহাদের শাস্তা ভগবান কল্কিদেব।

সে পাপিষ্ঠ আপনারে বোলায় 'গোপাল'।
অতএব তারে সবে বোলয়ে 'শিয়াল' ॥
কেহ কহে,—মহা অমঙ্গল এ সবার।
এ-সব ম্লেচ্ছের শাস্তা কল্কি-অবতার ॥

—ভক্তিরত্নাকর ১৪।১৭৫-৬

শ্রীকৃষ্ণদ্বৈপায়ণ বেদব্যাস মুনি রচিত কল্কীপুরাণে

বাদের অন্তর্গত জানা যায়। কল্কীপুরাণে এইরূপ লিখিত আছে,—এই স্থানে ৬০টি তীর্থ আছে। কলিকল্মষনাশের জন্য ভগবান কল্কীরূপে এখানে অবতীর্ণ হইয়া পার্ষদগণের সহিত সহস্র বৎসর পর্য্যন্ত বাস করিবেন।

শ্রীকল্কীদেবের পূতচরিত্র ও মহিমা বিস্তৃতভাবে বর্ণিত হইয়াছে—

শম্ভলে বিষ্ণুযশসো গৃহে প্রাদুর্ভবাম্যহম্ ।
সুমত্যাং মাতরি বিভো । কন্যায়াং ত্বন্নিদেশতঃ ।।
চতুর্ভির্ভ্রাতৃভির্দেব ! করিষ্যামি কলিক্ষয়ম্ ।
ভবন্তো বান্ধবা দেবাঃ স্বাংশেনাবতরিষ্যথ ।।

—কল্কিপুরাণ ২।৪, ৫

শ্রীহরি পদ্মযোনি ব্রহ্মাকে এইরূপ বলেন—'আমি তোমার অনুরোধে অবনীতলে শম্ভলগ্রামে বিষ্ণুযশা নামক বিপ্রের আলয়ে তৎপত্নী সুমতির গর্ভে জন্মগ্রহণ করিব । আমি চারিভ্রাতা সহ কলিকে সংহার করিব । হে সুরবৃন্দ ! তোমরা (স্বর্গবাসিগণের হিতার্থ) নিজ অংশে জন্মগ্রহণ পূর্ব্বক আমার সহিত সৌহার্দ্দ স্থাপন করিবে ।'

কল্কি-ভগবানের প্রিয়া কমলাদেবী 'পদ্মা' নাম ধারণ পূর্ব্বক সিংহলপতি বৃহদ্রথের পত্নী কৌমুদীর গর্ভে অবতীর্ণ হইবেন । কল্কীদেব প্রথমে চতুর্ভুজ, পরে ব্রহ্মার প্রার্থনানুসারে দ্বিভুজ হইবেন । রাম, পরশুরাম, কৃপ, ব্যাস ও অশ্বত্থ ভিক্ষুদেহ ধারণ করিয়া কল্কিদেবকে দর্শন করিতে উপস্থিত হইবেন । ভগবান কল্কী অশ্বারোহণে অসি হস্তে সেনাগণসহ ভল্লাট নগরে উপস্থিত হইবেন । ভল্লাটেশ্বর মহাতেজস্বী কৃষ্ণভক্ত শশিধ্বজের সহিত তাঁহার যুদ্ধ হইবে । শশিধ্বজের পত্নী সুশান্তা হরিভক্তিপরায়ণা হইবেন । শশিধ্বজের সহিত কল্কীর ভীষণ যুদ্ধে বহু পদাতিক, অশ্বারোহী, গজারোহী সৈন্য ধ্বংস হইবে । ভক্ত শশিধ্বজ কল্কীকে স্তব করিয়া যুদ্ধের রীতি অনুযায়ী কল্কী ভগবানকে আঘাত করিলে কল্কীদেব মূর্চ্ছাগত হইবেন । মূর্চ্ছারছলে কল্কীদেব শশিধ্বজের সহিত তাঁহার গৃহে আসিবেন এবং শশিধ্বজের ভক্তিমতী সহধর্ম্মিনী সুশান্তার পূজা গ্রহণ করিবেন । সেই সময় ধর্ম্ম ও কৃতযুগ তথায় তাঁহাদের সহিত আসিবেন । সুশান্তা বহুক্ষণ কল্কীদেবের স্তবস্তুতি এবং সকাতর প্রার্থনা জ্ঞাপন করিলে সুশান্তার স্তবে সন্তুষ্ট হইয়া স্বয়ং কল্কীদেব মূর্চ্ছাভাব পরিত্যাগ করিয়া বীরের ন্যায় গাত্রোত্থান করিবেন । তৎকালে কল্কীর পুরভাগে সুশান্তা, বামপার্শ্বে কৃতযুগ, দক্ষিণ পার্শ্বে ধর্ম্ম এবং পশ্চাতে ভক্তপ্রবর নরপতি শশিধ্বজ অবস্থান করিবেন । নরপতি শশিধ্বজ পুত্রগণকে আহ্বান পূর্ব্বক নিজপত্নী সুশান্তার ইচ্ছানুসারে স্বীয় কন্যা 'রমা'কে ভগবান কল্কীদেবের পাদপদ্মে সমর্পণ করিবেন ।

রাজা শশিধ্বজ কি করিয়া ভক্ত হইলেন তৎসম্বন্ধে কল্কিপুরাণে এইরূপ লিখিত হইয়াছে । শশিধ্বজ ও তাঁহার পত্নী পূর্ব্বে পূতিমাংসভোজী গৃধ্রযোনিতে জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন । একটি ব্যাধ তাহাদিগকে জালে আবদ্ধ করিয়া জাহ্নবী সলিলে গণ্ডকীশিলায় আঘাতের দ্বারা মস্তক চূর্ণ করিয়া তাহাদিগকে মারিয়া ফেলেন । গঙ্গায় ও চক্রাঙ্কিত শিলায় প্রাণত্যাগ করার সঙ্গে সঙ্গে তাহারা চতুর্ভুজ মূর্ত্তি ধারণ করিয়া বৈকুণ্ঠে গমন করেন । তথায় শতযুগ অবস্থানের পর ব্রহ্মধামে আসিয়া পঞ্চশতযুগ ও তৎপরে দেবলোকে চারিশত যুগ অতিবাহিত করার পর হরিভক্তরূপে মনুষ্য জন্ম প্রাপ্ত হইলেন ।

কল্কিপুরাণে কল্কিদেবের বিস্তৃত বর্ণনের সারবিষয় ও ঘটনাগুলি এই—মার্কণ্ডেয় মুনির সহিত শুকের সংবাদ, অধর্ম্ম বংশ বৃত্তান্ত, কলির বিবরণ, গোরূপধারিণী ধরার সহিত সুরগণের ব্রহ্মধামে গমন, ব্রহ্মার বচনে বিষ্ণুযশার আলয়ে হরির জন্ম, শম্ভল গ্রামে সুমতির উদরে হরির অংশে চারিভ্রাতার জন্ম, পিতা-পুত্র সংবাদ, কল্কীর যজ্ঞ সূত্র-ধারণ, পিতা-পুত্র সহবাস, কল্কীর বেদশিক্ষা, কল্কীর অস্ত্রশস্ত্র শিক্ষা ও শিবের সহিত সাক্ষাৎকার, কল্কীর শিবস্তুতি, শিবের নিকট কল্কীর বর প্রাপ্তি, শুকলাভ, শম্ভল গ্রামে কল্কীর পুনরাগমন, জ্ঞাতিগণের নিকট শিবের বরসম্বন্ধে কথন, বিশাখযূপ, রাজার বচনানুসারে কল্কীর নিজস্বরূপ বর্ণন, বিপ্র মাহাত্ম্য, শুকের আগমন, কল্কীসহ শুকের সম্ভাষণ, শুককৃত সিংহল বৃত্তান্ত বর্ণন, হরদত্তবরে পদ্মার স্বয়ম্বরস্থলে পদ্মার দর্শনমাত্র নৃপতিগণের নারীভাব প্রাপ্তি, পদ্মার বিষাদ, বিবাহের জন্য কল্কীর উদ্যম, শুককে দূতরূপে প্রেরণ, শুক ও পদ্মার পরস্পর পরিচয়, হরিপূজা বিধি, হরির পাদ হইতে কেশ পর্য্যন্ত ধ্যান, শুকের নিকট পদ্মার অলঙ্কার দান, কল্কীর সহিত পুনরায় শুকের মিলন, পদ্মাকে বিবাহের জন্য কল্কীর গমন, জলক্রীড়াচ্ছলে পদ্মার সহিত কল্কীর সাক্ষাৎকার ও

তৎপরে বিবাহ, কল্কীর দর্শন মাত্র নৃপতিগণের পুরুষত্বলাভ, অনন্তের আগমন, সভায় নৃপতিগণের সহিত অনন্তের কথোপকথন, অনন্তের ষণ্ডজন্ম বৃত্তান্ত, শিবস্তুতি, অনন্তের পিতার পরলোকান্তে বিষ্ণুক্ষেত্রে মায়া দর্শন, অনন্ত চরিত্র, অনন্তের জ্ঞান-বৈরাগ্যাদি, নৃপতিগণের প্রস্থান, পদ্মার সহিত কল্কীর শম্ভলে গমন, বিশ্বকর্ম্মা কর্ত্তৃক শম্ভলে পুরীগঠন, কল্কীর পদ্মা জ্ঞাতিবৃন্দ ও সেনাগণের সহিত বিশ্বকর্ম্মানির্ম্মিত গৃহে অবস্থান, বৌদ্ধদমন, বৌদ্ধনারীগণের রণযাত্রা, বালখিল্য সংজ্ঞক ঋষিদের উপস্থিতি, আত্মনিবেদন, পুত্রগণসহ কথোদরী নাম্নী রাক্ষসী সংহার ; হরিদ্বারে কল্কীর সহিত মুনিবৃন্দের সাক্ষাৎকার, চন্দ্র-সূর্য্য বংশ কীর্ত্তন,রাম-চরিত, যুদ্ধের জন্য আগত মরু দেবাপির সহিত মিলন, দুরন্ত কোকবিকোকের সংহার, ভল্লাটনগরে কল্কীর যাত্রা, শয্যকর্ণাদির সহিত যুদ্ধ, শশিধ্বজ নৃপতির সহিত কল্কীর সংগ্রাম, সুশান্তার ভক্তি, রণক্ষেত্র হইতে কল্কীর ধর্ম্মের ও কৃতযুগের আনয়ন, সুশান্তা-কর্ত্তৃক কল্কীর স্তুতি, কল্কীর সহিত রমার বিবাহ, সভাতলে শশিধ্বজের পূর্ব্বচরিত্র বর্ণন, তাহার বৃদ্ধত্ব প্রাপ্তির হেতু, কল্কীর নিকট শশিধ্বজের মুক্তি প্রাপ্তি, বিষকন্যা মোচন, নৃপতিগণের অভিষেক, মায়াস্তব, শম্ভল গ্রামে বিবিধ যজ্ঞ, নারদ হইতে বিষ্ণুযশার মুক্তি, কৃতযুগের ও ধর্ম্মের প্রকৃতি, রুক্মিণীব্রত, কল্কীর বিহার, কল্কীর পুত্র-পৌত্রাদির উদ্ভব। শম্ভল গ্রামে দেবগন্ধর্ব্বাদির উপস্থিতি এবং তৎপরে কল্কীর বৈকুণ্ঠে প্রস্থান।
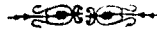
শ্রীনবদ্বীপধাম পরিক্রমা ও শ্রীগৌরজন্মোৎসব উপলক্ষে শ্রীধামমায়াপুর ঈশোদ্যানস্থ শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠে নয়দিনব্যাপী ধর্ম্মানুষ্ঠান

নিখিল ভারত শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাতা পরমারাধ্য শ্রীল গুরুদেব নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী মহারাজ বিষ্ণুপাদের কৃপাশীর্ব্বাদ প্রার্থনামুখে প্রতিষ্ঠানের পরিচালক সমিতির পরিচালনায় এবং প্রতিষ্ঠানের বর্ত্তমান আচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজের সাক্ষাৎ উপস্থিতিতে শ্রীনবদ্বীপধাম পরিক্রমা ও শ্রীগৌরজন্মোৎসব উপলক্ষে নয়দিন ব্যাপী বিরাট ধর্ম্মানুষ্ঠান শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর আবির্ভাব ও লীলাভূমি শ্রীধাম মায়াপুর-ঈশোদ্যানস্থ মূল শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠে বিগত ২৩ গোবিন্দ ৫০১ শ্রীগৌরাব্দ ; ১২ ফাল্গুন ১৩৯৪ বঙ্গাব্দ ; ২৫ ফেব্রুয়ারী, ১৯৮৮ খৃষ্টাব্দ বৃহস্পতিবার হইতে ১ বিষ্ণু (৫০২ শ্রীগৌরাব্দ) ২০ ফাল্গুন, ৪ মার্চ্চ শুক্রবার পর্য্যন্ত নির্ব্বিঘ্নে সুসম্পন্ন হইয়াছে। অনুষ্ঠানে যোগদানের জন্য ভারতের বিভিন্ন স্থান হইতে এবং বাংলাদেশ হইতেও বহুশত ভক্তের সমাবেশ হইয়াছিল। শ্রীধাম মায়াপুরে গৌরাবির্ভাবতিথি পালনের জন্য এবং নবদ্বীপধাম পরিক্রমায় যোগদান করিতে পৃথিবীর বিভিন্ন স্থান হইতে বিপুল সংখ্যক বিদেশী ভক্তগণেরও সমাগম হইয়া থাকে। উৎসবকালে শ্রীমন্মহাপ্রভুর আবির্ভাবস্থলী শ্রীমায়াপুর বিশ্বের সমস্ত জাতির নরনারীগণের পবিত্র মহামিলনক্ষেত্ররূপে পরিণত হয়। এবৎসর শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠেও অষ্ট্রেলিয়ার একজন মহিলা এবং একজন ইংরেজ উৎসবানুষ্ঠানে যোগ দিয়াছিলেন।

১২ ফাল্গুন, ২৫ ফেব্রুয়ারী বৃহস্পতিবার নবদ্বীপধাম পরিক্রমার অধিবাস বাসরে সান্ধ্য ধর্ম্মসভায় নবধাভক্তির পীঠস্বরূপ ১৬ ক্রোশ শ্রীনবদ্বীপধাম, 'শ্রীধাম মায়াপুর', শ্রীমন্মহাপ্রভুর মাধ্যাহ্নিক লীলাভূমি শ্রীধাম মায়াপুর-ঈশোদ্যানের মহিমা এবং শ্রীনবদ্বীপধাম পরিক্রমার তাৎপর্য্য সম্বন্ধে বক্তৃতা প্রদানমুখে বুঝাইয়া বলেন পরম পূজ্যপাদ শ্রীমদ্ভক্তি প্রমোদ পুরী গোস্বামী মহারাজ, শ্রীমঠের আচার্য্য শ্রীমদ্ভক্তি বল্লভ তীর্থ মহারাজ ও ত্রিদণ্ডিযতিবৃন্দ।

১৩ ফাল্গুন শুক্রবার আত্মনিবেদন-ভক্তিক্ষেত্র শ্রীঅন্তর্দ্বীপ পরিক্রমা ও শ্রীধাম মায়াপুরের দর্শনীয়

স্থানসমূহের দর্শন ; ১৪ ফাল্গুন শনিবার শ্রবণাখ্য ভক্তিক্ষেত্র শ্রীসীমন্তদ্বীপ পরিক্রমা এবং মহাপ্রভুর ঘাট, মাধাইয়ের ঘাট, বারকোণা ঘাট, শ্রীজয়দেবের শ্রীপাট, গঙ্গানগর, সিমুলিয়া, বেলপুকুর (নীলাম্বর চক্রবর্ত্তীর স্থান), শরডাঙ্গা, শ্রীজগন্নাথ মন্দির, শ্রীধর অঙ্গন, শ্রীচাঁদকাজীর সমাধি প্রভৃতির দর্শন ; ১৫ ফাল্গুন রবিবার শ্রীএকাদশী তিথিবাসরে কীর্ত্তন,- ভক্তিক্ষেত্র শ্রীগোদ্রুমদ্বীপ ও স্মরণভক্তিক্ষেত্র শ্রীমধ্য-দ্বীপ পরিক্রমা হয়। এই দিবস শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের ভজনস্থলী ও সমাধি, সুবর্ণবিহার, দেব-পল্লীস্থ শ্রীনৃসিংহদেব, শ্রীহরিহর ক্ষেত্র, শ্রীমহাবারাণসী ভক্তগণ বিরাট সংকীর্ত্তন-শোভাযাত্রা সহযোগে বিপুল উৎসাহ ও উদ্দীপনার মধ্যে দর্শন করেন। প্রত্যেক স্থানের মহিমা পরম পূজ্যপাদ শ্রীমদ্ পুরী গোস্বামী মহারাজ নবদ্বীপ ধাম মাহাত্ম্য গ্রন্থ পাঠ করিয়া বাংলা ভাষায় বুঝাইয়া দেন। পরিক্রমাকারী ভক্তগণের মধ্যে পাঞ্জাবদেশীয় ভক্ত থাকায় পূজ্যপাদ পুরী গোস্বামী মহারাজের নির্দ্দেশক্রমে শ্রীমঠের আচার্য্য প্রত্যেক স্থানে হিন্দী ভাষায় কিছুক্ষণের জন্য বলেন। প্রত্যেকদিন পরিক্রমা প্রাতঃ ৬-৩০ ঘটিকায় বাহির হইয়া প্রথমদিন অপরাহ্ন ২ ঘটিকায়, দ্বিতীয় দিন সায়াহ্ন ৫ ঘটিকায়, তৃতীয় দিন রাত্রি ৮ ঘটিকায় সমাপ্ত হয়। এ বৎসর আবহাওয়া গরম না থাকায় পরিক্রমাকারী ভক্তগণ সমস্তদিন চলিয়াও, ব্রহ্ম-চারিগণ নৃত্যকীর্ত্তন এবং কীর্ত্তনীয়াগণ কীর্ত্তন করি-য়াও শ্রান্তি বোধ করেন নাই। দ্বিতীয় দিবস পরি-ক্রমাকারী ভক্তগণ বেলপুকুর হইতে বেলা ১ টায় শোনডাঙ্গায় আসিয়া পৌঁছিলে তাঁহাদিগকে জল খাবারের মত চিড়া প্রসাদ দেওয়া হয়। শোনডাঙ্গা হইতে ভক্তগণ শরডাঙ্গা—শ্রীজগন্নাথ মন্দির ও শ্রীধর অঙ্গন যাওয়ার পথে যখন ধান্যক্ষেত্রের মধ্যে সরু আলির উপর দিয়া চলিতে থাকেন, তখন তাঁহাদের খুবই কষ্ট হইয়াছিল। রাস্তা সরু ও পিছল হওয়ায় অনেকেই পড়িয়া যান এবং তাঁহাদের বস্ত্রাদি কর্দ্দমাক্ত হয়। ভক্তগণের অপর পার্শ্বস্থ আমবাগানে পৌঁছিতে অনেক বিলম্ব হয়। কষ্টপ্রাপ্ত যাত্রিগণের দুঃখ লাঘবের জন্য কতিপয় ব্রহ্মচারী আমবাগানে নানা হাবভাব প্রদর্শন করতঃ কীর্ত্তন করেন। প্রেমময় ব্রহ্মচারী প্রভৃতি কয়েকজন ভক্তসহ মাঠের রাস্তায় না গিয়া পীচের রাস্তা দিয়া চলিয়া বহু পূর্ব্বেই আম-বাগানে যাইয়া পৌঁছিয়াছিলেন। তাহাদিগকে বহুক্ষণ তথায় যাত্রিগণের জন্য বসিয়া থাকিতে হইয়াছিল। তাহাদের মতে রাস্তার দূরত্ব কমাইবার জন্য মাঠের রাস্তায় যাত্রিগণকে লইয়া যাওয়া সমীচীন কার্য্য হয় নাই। ভক্তগণ জগন্নাথ মন্দিরে বিলম্বে পৌঁছায় শ্রীমন্দির বন্ধ হইয়া যাওয়ায় শ্রীবলদেব, শ্রীসুভদ্রা ও শ্রীজগন্নাথ শ্রীবিগ্রহগণকে দর্শন করিতে পারেন নাই। পূজনীয় বৈষ্ণবগণের নিকট স্থানের মহিমা শ্রবণ করিয়া তাঁহারা কর্ণের মাধ্যমে দর্শন করেন। আজকাল অধিকাংশ মাঠ-ময়দান ধান্যক্ষেত্রে পরিণত হওয়ায় সব স্থানে পদব্রজে যাতা-য়াত খুবই দুর্ঘট হইয়াছে। ভক্তগণ কোনওপ্রকারে শ্রীধর অঙ্গনে যাইয়া পৌঁছিলেন। শ্রীশ্রীল ভক্তি-সিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ তাঁহার প্রকট-কালে যখন শ্রীধর অঙ্গনের সেবা প্রকাশ করিয়াছিলেন, তখন তাহাতে সেবকখণ্ড, মন্দির, টিউবওয়েল, কলা-বাগান ও ফল ফুলের বাগান প্রভৃতি সবই ছিল। তৎকালে শ্রীধর অঙ্গনের বাহ্যদর্শনও খুব রমণীয় ছিল। স্থানটি একান্ত হওয়ায় অবাঞ্ছিত ব্যক্তির দৌরাত্মহেতু তথায় সেবক রক্ষা করা সম্ভব হয় নাই। শ্রীমন্দিরের ভগ্নাবস্থা দেখিয়া ভক্তগণ হৃদয়ে খুবই বেদনা অনুভব করিলেন। শ্রীশ্রীগুরু গৌরা-ঙ্গের বিশেষ কৃপা ব্যতীত উক্ত স্থানের পুনঃ প্রাকট্য ও ঔজ্জ্বল্য বিধান হইতে পারিবে বলিয়া মনে হয় না।

১৬ ফাল্গুন সোমবার দ্বাদশীতিথিতে পরিক্রমা বাহির হয় নাই। সেইদিন ভক্তগণকে বিশ্রাম গ্রহণের সুযোগ দেওয়া হয়। উক্তদিবস শ্রীল মাধবেন্দ্র পুরী-পাদের তিরোভাব তিথি-বাসর থাকায় রাত্রিতে ধর্ম্ম-সভায় বৈষ্ণবগণ তাঁহার পূত-চরিত্র ও শিক্ষা বিষয়ে কীর্ত্তন করতঃ তাঁহার কৃপা প্রার্থনা করেন। সভার প্রারম্ভে শ্রীগৌড়ীয় সংস্কৃত বিদ্যাপীঠের বার্ষিক অধি-বেশন অনুষ্ঠিত হয়। বিদ্যাপীঠের অধ্যাপক ও সম্পাদক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসুহৃদ দামোদর মহা-রাজ গৌড়ীয় সংস্কৃত বিদ্যাপীঠের বার্ষিক বিবরণী পাঠ করেন এবং সংস্কৃত শিক্ষার অনুশীলন ও বিস্তা-রের জন্য ধ্যান দিতে ও সামর্থ্যানুযায়ী সহায়তা

করিতে সমুপস্থিত নরনারীগণের নিকট আবেদন জানান।

পরদিবস ১৭ ফাল্গুন, ১ মার্চ্চ মঙ্গলবার পাদসেবন-ভক্তিক্ষেত্র শ্রীকোলদ্বীপ, অর্চ্চন-ভক্তিক্ষেত্র শ্রীঋতুদ্বীপ, বন্দন-ভক্তিক্ষেত্র শ্রীজহ্নুদ্বীপ ও দাস্য-ভক্তিক্ষেত্র শ্রীমোদদ্রুম দ্বীপ পরিক্রমা এবং তত্তৎস্থানের দর্শনীয় স্থানসমূহের দর্শন সংকীর্ত্তন-শোভাযাত্রা-সহযোগে সম্পন্ন হয়। উক্ত দিবস ভক্তগণকে শ্রীধাম মায়াপুর-ঈশোদ্যানস্থ শ্রীমঠ হইতে প্রাতঃ ৬ টায় বাহির হইয়া গঙ্গাতটে পেঁছিয়া নৌকাযোগে গঙ্গা পার হইয়া তৎপরপারে সম্মিলিত হইতে প্রায় ৮ টা বাজিয়া যায়। অদ্য প্রথম দিনের পরিক্রমার ন্যায় শ্রীমহাপ্রভুর বিগ্রহ পাল্কীতে সুসজ্জিত হইয়া সংকীর্ত্তন শোভাযাত্রার সহিত ভ্রমণে বহির্গত হন। শ্রীমন্মহাপ্রভুর অনুগমনে ভক্তগণ নৃত্য-কীর্ত্তন করিতে করিতে নবদ্বীপ সহরের রাস্তা দিয়া চলিতে থাকেন। শোভাযাত্রার অগ্রে সহরের মধ্যে ব্যাণ্ড বাদ্যেরও ব্যবস্থা ছিল। ভক্তগণ পোড়ামাতলা, শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠ দর্শনান্তে দীর্ঘপথ পদব্রজে চলিয়া প্রথমে সমুদ্রগড়ে, পরে চাঁপাহাটীতে দ্বিজবাণীনাথ সেবিত শ্রীগৌর-গদাধরের স্থানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তথায় শ্রীগৌর-গদাধর দর্শনে, শ্রীমন্দির পরিক্রমায়, উক্ত স্থানের মহিমা শ্রবণে এবং ভক্তগণের প্রদত্ত ডাবের জল ফলমিষ্টান্নাদি প্রসাদ সেবায় কিছু অধিক সময় অতিবাহিত হয়। তথা হইতে বিদ্যানগর অভিমুখে যাত্রাকালে কালমেঘের দ্বারা আকাশ ঘোরঘনঘটাচ্ছন্ন হইয়া পড়ে। কালমেঘে লাল আভা দেখিয়া ভীষণ ঝড় বৃষ্টি শিলা বর্ষণের পূর্ব্বাভাস আশঙ্কা করিয়া ভক্তগণ আতঙ্কিত হইয়া পড়িলেন। ঝড়, প্রবল বর্ষণ ও শিলাবৃষ্টি আরম্ভ হইলে ভক্তগণের কোনও আশ্রয় স্থল নাই। তদুপরি বিদ্যানগরে মধ্যাহ্নিক ভোজনের জন্য যে ব্যবস্থা করা হইয়াছে তাহাও উন্মুক্ত আকাশের নীচে হওয়ায় ঝড়বৃষ্টির দ্বারা বিনষ্ট হইলে সমস্ত দিন অভুক্তাবস্থায় চলিয়া অপরাহ্নকালে ভক্তগণের ভোজনের সুযোগও নষ্ট হইবে। এই দৈবদুর্যোগের প্রতিকারের কোন উপায় না দেখিয়া পরিক্রমার ব্যবস্থাপকগণ অত্যন্ত দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হইয়া পড়িলেন। কিন্তু তন্মুহূর্ত্তে এক অলৌকিক ঘটনা ঘটিল। ফোটা ফোটা বৃষ্টি পড়িতেছিল ও ঠাণ্ডা হাওয়া প্রবাহিত হইতেছিল। এমন সময় এক প্রবল দমকা হাওয়া আসিয়া কিছু সময়ের মধ্যেই মেঘগুলিকে দূরে অপসারিত করিল। ভক্তগণ বিদ্যানগরে শ্রীবাসুদেব সার্ব্বভৌমের স্থানে আসিয়া সূর্য্যালোক দেখিতে পাইয়া স্বস্তির নিশ্বাস ফেলিলেন। শ্রীমন্মহাপ্রভুর অত্যদ্ভুত ভক্তবাৎসল্য দেখিয়া সকলেই পুলকিত হইলেন। শ্রীমন্মহাপ্রভু তাঁহার ধামে আগত আশ্রিত ভক্তগণের আর্ত্তিকে হরণ করিলেন। শ্রীভগবান যে শরণাগত-রক্ষক তাহা প্রত্যক্ষরূপে অনুভূত হইল। পরিক্রমাকারী ভক্তগণের অগ্রে, পশ্চাতে, স্থানে স্থানে প্রবল বর্ষণের ও শিলা বৃষ্টির কথা শ্রুত হইল। কিন্তু পরিক্রমাকারী ভক্তগণের উপর বর্ষণ হইল না, ইহা এক অত্যাশ্চর্য্য ঘটনা। বিদ্যানগরে যেখানে ভক্তগণের প্রসাদের ব্যবস্থা হইয়াছিল, তথায় কিছু বর্ষণ হইলেও খাদ্যদ্রব্য কিছুই নষ্ট হয় নাই। ভক্তগণ ক্ষুধার্ত্ত অবস্থায় অপরাহ্নে তথায় পেঁছিয়া পরম তৃপ্তি সহকারে প্রসাদ সেবা করিয়া শ্রান্তি, ক্লান্তি দূর করিলেন। অবশ্য প্রথমে শ্রীগৌর বিগ্রহের মাধ্যাহ্নিক ভোগ ও আরতি যথারীতি অনুষ্ঠিত হওয়ার পর প্রসাদ বিতরিত হয়। বিদ্যানগরবাসী নরনারীগণ শ্রীগৌরবিগ্রহ ও শ্রীগৌরভক্তগণকে দর্শন করিবার জন্য তথায় বিপুল সংখ্যায় উপস্থিত ছিলেন। প্রতি বৎসরই বিদ্যানগর গ্রামস্থ নরনারী ও বালক বালিকাগণ প্রবল উৎসাহ ও আনন্দের সহিত যোগদান করেন এবং বিভিন্ন প্রকারে পরিক্রমাকারী ভক্তগণের সেবার জন্য প্রযত্ন করিয়া থাকেন। তাঁহাদের এই সেবাপ্রবৃত্তি খুবই উৎসাহ-ব্যঞ্জক ও উল্লাসকর। পরিক্রমাকারী ভক্তগণ কিয়ৎকাল বিশ্রাম গ্রহণের পর পুনরায় সংকীর্ত্তন-শোভাযাত্রাসহ জহ্নুদ্বীপাভিমুখে যাত্রা করিলে স্থানীয় সেবকগণ মহোৎসবে যোগদানকারী স্থানীয় নরনারীগণকে মহাপ্রসাদের দ্বারা পরিতৃপ্ত কারইলেন। জহ্নুমুনির তপস্যাস্থল জহ্নুদ্বীপ দর্শনান্তে মোদদ্রুম দ্বীপে (মামগাছিতে) শ্রীশার্ঙ্গ ঠাকুরের শ্রীপাটে শ্রীশার্ঙ্গঠাকুরের সেবিত শ্রীরাধাগোপীনাথ ও শ্রীবাসুদেব দত্ত ঠাকুরের সেবিত শ্রীরাধামদনগোপাল দর্শন করিয়া শ্রীবৃন্দাবন দাস ঠাকুরের শ্রীপাটে পেঁছিতে সন্ধ্যা হয়। যাঁহারা রিক্সা যোগে তথা

হইতে নবদ্বীপ সহর হইয়া গঙ্গাঘাটে পেঁ ৗছিবেন, তাঁহাদের অধিক বিলম্ব করা সমীচীন হইবে না বলায় পূজ্যপাদ শ্রীমদ্ পুরী গোস্বামী মহারাজ মোদ-দ্রুমদ্বীপের মহিমা গ্রন্থ পাঠ করিয়া সংক্ষেপে বুঝা-ইয়া দেন। পূজ্যপাদ শ্রীমদ পুরী গোস্বামী মহারাজ এবং রিক্সার যাত্রিগণ শ্রীমায়াপুরে প্রত্যাবর্ত্তনের জন্য রিক্সা যোগে যাত্রা করিলেন। মামগাছি হইতে নবদ্বীপের গঙ্গাঘাট অনেকটা দূর পথ। যাত্রিগণের কষ্ট লাঘবের জন্য মঠের ব্যবস্থাপকগণ যাত্রিগণকে মামগাছি হইতে নবদ্বীপের গঙ্গাঘাটে পেঁ ৗছাইতে ট্রাকের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। ট্রাক তিনবারে সব যাত্রি ও ভক্তগণকে গঙ্গাঘাটে পেঁ ৗছাইয়া দেয়। কিন্তু দ্বিতীয়বারে ট্রাকেতে মহিলা যাত্রিগণকে দাঁড়াইয়া থাকিতে হওয়ায় অধিক ভীড় জনিত তাঁহাদের পেঁ ৗছিতে খুবই কষ্ট হইয়াছিল। ট্রাকের মধ্যে ধরিবার কোন অবলম্বন না থাকায় ট্রাকের ঝাকুনিতে তাল সামলাইতে না পারায় তাঁহারা আতঙ্কিত হইয়াছিলেন। ট্রাকেতে অধিক সংখ্যায় যাত্রী লইয়া যাওয়া সুসমী-চীন কার্য্য হয় নাই। শ্রীবিগ্রহসহ ট্রাকে আসিয়া তৃতীয়বারে সর্ব্বশেষ ভক্তগণ নৌকাযোগে গঙ্গা পার হইয়া রাত্রি ৯-৩০ টায় শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠে পেঁ ৗছেন। অধিক রাত্রি হওয়ায় সেইদিন রাত্রিতে ধর্ম্মসভা অনুষ্ঠিত হইতে পারে নাই।

১৮ ফাল্গুন, ২ মার্চ্চ বুধবার ভক্তগণ পূজ্যপাদ শ্রীমদ্ভক্তিপ্রমোদ পুরী গোস্বামী মহারাজের আনুগত্যে সংকীর্ত্তন-শোভাযাত্রাসহ সখ্য ভক্তিক্ষেত্র শ্রীরুদ্রদ্বীপ পরিক্রমা করেন। উক্তদিবস প্রাতে নবদ্বীপ সহরস্থ শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠের ভক্তবৃন্দ পরিক্রমায় বাহির হইয়া শ্রীধাম মায়াপুরে ঈশোদ্যানস্থ শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠে আসিয়া পেঁ ৗছিলে তাঁহাদের সাদর সম্বর্দ্ধনায় এবং বক্তৃতা কীর্ত্তনাদিতে কিছু সময় অতিবাহিত হওয়ায় সেইদিন শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ হইতে পরি-ক্রমা বাহির হইতে বিলম্ব হয়। রাত্রিতে শ্রীগৌরা-বির্ভাব অধিবাস বাসরে বিশেষ ধর্ম্মসভার অধিবেশনে পূজনীয় বৈষ্ণবগণ বক্তৃতা করেন।

পরদিবস শ্রীগৌরাবির্ভাব তিথিপূজা—উপবাস, সমস্ত দিন শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত পারায়ণ, সায়ংকালে শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত হইতে শ্রীগৌরাবির্ভাব প্রসঙ্গ পাঠ, শ্রীগৌরবিগ্রহের বিশেষ পূজা, মহাভিষেক, ভোগরাগ, আরাত্রিক ও সংকীর্ত্তন-সহযোগে পালিত হইয়াছে। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠের বার্ষিক সাধারণ অধিবেশন ও শ্রীচৈতন্যবাণী প্রচারিণী সভার বার্ষিক অধিবেশন শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠাচার্য্যের সভাপতিত্বে উক্তদিবস অপরাহ্ণ ৪-৩০ ঘটিকায় শ্রীমঠের সংকীর্ত্তন ভবনে অনুষ্ঠিত হয়। শ্রীমঠের সম্পাদক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিজ্ঞান ভারতী মহারাজ শ্রীমঠের সাধারণ সভার বার্ষিক বিবরণী পাঠ করিয়া শুনান এবং শ্রীমঠের ১৯৮১-৮২ ও ১৯৮২-৮৩ দুই বৎসরের হিসাব পরীক্ষকের দ্বারা পরীক্ষিত হিসাব সভায় পেশ করেন এবং হিসাব দুইটী অনুমোদিত হইলে তাহা সভাপতি, সেক্রেটারী ও সভ্যগণ কর্ত্তৃক স্বাক্ষরিত হয়।

রাত্রি ৭ ঘটিকায় পরম পূজ্যপাদ শ্রীমদ্ভক্তিপ্রমোদ পুরী গোস্বামী মহারাজের মূল পৌরোহিত্যে শ্রীগৌর-বিগ্রহের পূজা, মহাভিষেক, ভোগরাগ ও আরতি অনু-ষ্ঠিত হয়। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিললিত গিরি মহারাজ শ্রীচৈতন্য চরিতামৃত হইতে শ্রীগৌরাবির্ভাব প্রসঙ্গ পাঠ করেন। সন্ধ্যারতি ও শ্রীমন্দির পরিক্র-মান্তে শ্রীবিগ্রহগণের অগ্রে ভক্তগণের উদ্দণ্ড নৃত্য কীর্ত্তনে দিব্য আনন্দের প্রাকট্য হয়। অতঃপর ভক্তগণ ফলমূল অনুকল্প প্রসাদ গ্রহণ করেন।

শ্রীনবদ্বীপধাম পরিক্রমার জন্য যাঁহারা মুখ্যভাবে সেবানুকূল্য সংগ্রহ করিয়াছেন, তাঁহাদিগকে শ্রীচৈতন্য-বাণী প্রচারিণী সভার পক্ষ হইতে ধন্যবাদ প্রদান করা হয়। মুখ্য সেবানুকূল্যকারিগণ ঃ—

(১) শ্রীমঠের সহ-সম্পাদক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তি সুন্দর নারসিংহ মহারাজ। (সেবক-শ্রীনিমাই দাস ব্রহ্মচারী)।

(২) হায়দ্রাবাদ মঠের মঠরক্ষক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রী-মদ্ভক্তিবৈভব অরণ্য মহারাজ। (সেবকদ্বয়-শ্রীগোবিন্দসুন্দর ব্রহ্মচারী ও শ্রীগৌরগোপাল ব্রহ্মচারী)।

(৩) ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিজয় বামন মহারাজ। (সেবক-শ্রীবিশ্বম্ভর দাস ব্রহ্মচারী)।

শ্রীচৈতন্যবাণীপ্রচারিণী সভার পক্ষ হইতে সভা-পতি শ্রীমঠের আচার্য্য নিম্নলিখিত পূজনীয় ত্রিদণ্ডি-যতি এবং গৃহস্থ ভক্ত দ্বয়ের স্বধাম প্রাপ্তিতে বিরহ-বেদনা জ্ঞাপন করেন ঃ—

(১) ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিশ্রীরূপ সজ্জন মহারাজ (উদালা, ওড়িষ্যা)।
(২) ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিলাস হরিজন মহারাজ (উদালা, ওড়িষ্যা)।
(৩) ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রকাশ গোবিন্দ মহারাজ (শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ঈশোদ্যান, শ্রীমায়াপুর)
(৪) শ্রীজগন্নাথ দাসাধিকারী (শ্রীজ্ঞানরঞ্জন সেন-গুপ্ত, কলিকাতা)
(৫) শ্রীযুক্তা নবনীবালা বাগ (আনন্দপুর, মেদিনীপুর)।

শ্রীচৈতন্যবাণী-প্রচার সেবায় বিশেষভাবে আনুকূল্য করার জন্য সভাপতি মহোদয় শ্রীচৈতন্যবাণী-প্রচারিণী-সভার পক্ষ হইতে নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণকে শ্রীগৌরাশীর্ব্বাদস্বরূপ ভক্তিসূচক উপাধি প্রদান করেন ঃ—

(১) অধ্যাপক শ্রীসুধীর কুমার ঘোষ—বিদ্যাভূষণ (বোলপুর)।
(২) শ্রীভোলানাথ ঘোষ—ভক্তিবিজয় (বোলপুর)
(৩) শ্রীসন্তোষ রক্ষিত—ভক্তবান্ধব (ঝাণ্টিপাহাড়ী)
(৪) শ্রীবিশ্বনাথ সেনাপতি—ভক্তিসুধাকর (চাঁদরা, পুরুলিয়া , ।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গের সেবায় শরীর, মন ও বাক্যের দ্বারা সর্ব্বতোভাবে আত্মনিয়োগের সঙ্কল্প গ্রহণ করতঃ শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠাতা পরমারাধ্য শ্রীল গুরুদেব নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী মহারাজ বিষ্ণুপাদের দীক্ষিত মঠবাসী শিষ্য শ্রীমদ্ গোলোক নাথ ব্রহ্মচারী শ্রীগৌরাবির্ভাব তিথিবাসরে শ্রীধাম মায়াপুর-ঈশোদ্যানস্থ শ্রীল গুরুদেবের সমাধি মন্দিরে শ্রীমঠের বর্ত্তমান আচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজের নিকট ত্রিদণ্ড সন্ন্যাসবেশ গ্রহণ করতঃ 'ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তি প্রদীপ সাগর মহারাজ' এইনাম প্রাপ্ত হইয়াছেন।

শ্রীনবদ্বীপধাম পরিক্রমা ও শ্রীগৌরজন্মোৎসব উপলক্ষে শ্রীধাম মায়াপুর ঈশোদ্যানস্থ শ্রীমঠের মুখ্য তোরণদ্বারের প্রবেশ পথের দুইপার্শ্বে যে অপূর্ব্ব শ্রীগৌরলীলা প্রদর্শনীর ব্যবস্থা হইয়াছিল, তাহাতে মুখ্যভাবে প্রযত্ন করিয়া শ্রীপরেশানুভব ব্রহ্মচারী এবং তাঁহার সহায়করূপে শ্রীতারক রায় সাধুগণের প্রচুর আশীর্ব্বাদভাজন হইয়াছেন।

শ্রীমন্মহাপ্রভুর আচরিত ও প্রচারিত শুদ্ধ ভক্ত্যনুশীলনে উৎসাহ প্রদানের জন্য প্রতি বৎসরের ন্যায় এ বৎসরও শ্রীচৈতন্যবাণী-প্রচারিণী-সভার পক্ষ হইতে গৌরাবির্ভাব-তিথিতে 'ভক্তিশাস্ত্রী' পরীক্ষা গ্রহণের ব্যবস্থা হয়।

২০ ফাল্গুন, ৪ মার্চ্চ শুক্রবার শ্রীজগন্নাথ মিশ্রের আনন্দোৎসবে অগণিত নরনারীকে মহাপ্রসাদের দ্বারা আপ্যায়িত করা হয়।

শ্রীনবদ্বীপধাম পরিক্রমা ও শ্রীগৌরজন্মোৎসব উপলক্ষে নয়দিন ব্যাপী সান্ধ্যধর্ম্মসভার অধিবেশনে পরম পূজ্যপাদ শ্রীমদ্ভক্তি প্রমোদ পুরী গোস্বামী মহারাজ ও শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠাচার্য্যের প্রাত্যহিক ভাষণ ব্যতীত বিভিন্ন দিনে বক্তৃতা করেন—শ্রীমঠের সম্পাদক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিজ্ঞান ভারতী মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিললিত গিরি মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসুহৃদ্ দামোদর মহারাজ, শ্রীমঠের সহসম্পাদক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রসাদ পুরী মহারাজ, শ্রীমঠের সহসম্পাদক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসুন্দর নারসিংহ মহারাজ ও ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসর্ব্বস্ব নিষ্কিঞ্চন মহারাজ। যাত্রিগণের বাসস্থান ও আহারাদি বিষয়ের দায়িত্বশীল সেবায় নিয়োজিত ছিলেন ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিশরণ ত্রিবিক্রম মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিভূষণ ভাগবত মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবৈভব অরণ্য মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসৌরভ আচার্য্য মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিনিকেতন তুর্য্যাশ্রমী মহারাজ ও ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিরক্ষক নারায়ণ মহারাজ। কীর্ত্তন, মৃদঙ্গবাদন, প্রসাদ-পরিবেশন, শ্রীমন্মহাপ্রভুর উৎসবের দ্রব্যাদি ক্রয়, ভাণ্ডার সংরক্ষণ, গ্রন্থপ্রচার প্রভৃতি বিবিধ সেবায় শ্রীমঠের ব্রহ্মচারিগণের ও কতিপয় গৃহস্থ ভক্তবৃন্দের আন্তরিকতা ও অক্লান্ত পরিশ্রম খুবই প্রশংসনীয়।

চণ্ডীগড়স্থ শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠে বার্ষিক উৎসব

পঞ্চদিবসব্যাপী ধর্ম্মানুষ্ঠান

নিখিল ভারত শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাতা নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ভক্তি-দয়িত মাধব গোস্বামী মহারাজ বিষ্ণুপাদ (শ্রীরাম-নবমী-তিথির পূর্ব্বে) চৈত্র মাসের শুক্লা সপ্তমী তিথি-বাসরে চণ্ডীগড়স্থ (সেক্টর ২০ বি) শ্রীমঠের অধিষ্ঠাতৃ শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-রাধামাধব জীউ শ্রীবিগ্রহগণের প্রাকট্য বিধান করিয়াছিলেন। তদুপলক্ষে তাঁহার প্রবর্ত্তিত বার্ষিক উৎসব প্রতি বৎসর চণ্ডীগড় মঠে অনুষ্ঠিত হইয়া আসিতেছে। এই বৎসর উক্ত বার্ষিক উৎসব বিগত ৯ চৈত্র, ২৩ মার্চ্চ বুধবার হইতে ১৩ চৈত্র, ২৭ মার্চ্চ রবিবার পর্য্যন্ত মহাসমারোহে নির্ব্বিঘ্নে সুসম্পন্ন হইয়াছে। পাঞ্জাব, হরিয়াণা, হিমাচল প্রদেশ ও জম্মুর ভক্তগণ এই উৎসবানুষ্ঠানে বিপুল সংখ্যায় যোগ দিয়াছিলেন। শ্রীমঠের বর্ত্তমান আচার্য্য ত্রিদণ্ডি-স্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ ও তাঁহার জ্যেষ্ঠ সতীর্থ ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিললিত গিরি মহারাজ—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবান্ধব জনার্দ্দন মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসৌরভ আচার্য্য মহারাজ—যতি-দ্বয় এবং শ্রীনৃত্যগোপাল ব্রহ্মচারী, শ্রীপরেশানুভব ব্রহ্মচারী, শ্রীসচ্চিদানন্দ ব্রহ্মচারী, শ্রীরাম ব্রহ্মচারী, শ্রীশচীনন্দন ব্রহ্মচারী, শ্রীঅনন্তরাম ব্রহ্মচারী সমভি-ব্যাহারে কলিকাতা হইতে যাত্রা করতঃ গত ৪ চৈত্র, ১৮ মার্চ্চ শুক্রবার চণ্ডীগড় মঠে আসিয়া শুভপদার্পণ করেন। শ্রীমঠের সহ-সম্পাদক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তি-প্রসাদ পুরী মহারাজও দিল্লী হইতে একই গাড়ীতে কাল্‌কা মেলে উঠিয়া শ্রীমঠে আসিয়া পৌঁছেন। চণ্ডী-গড় মঠের মঠরক্ষক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসর্ব্বস্ব নিষ্কিঞ্চন মহারাজ কএকটী মোটরকার ও বি-ডি-ও সহযোগে বহু ত্যক্তাশ্রমী ও গৃহস্থ ভক্তগণকে লইয়া চণ্ডীগড় ষ্টেশনে উপস্থিত হইয়া বিপুল সম্বর্দ্ধনা জ্ঞাপন করেন। পরে সকলে মঠে আসিয়া পৌঁছিলে স্থানীয় ভক্তগণ কর্ত্তৃকও পুনঃ সম্বর্দ্ধিত হন। শ্রীমঠের অন্যতম সহ-সম্পাদক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসুন্দর নারসিংহ মহারাজ চণ্ডীগড় মঠের বার্ষিক উৎসবের আনুকূল্য সংগ্রহের জন্য পূর্ব্বে আসিয়া পৌঁছিলেও বার্ষিক অনুষ্ঠানের পূর্ব্ব দিবস কলিকাতায় ফিরিয়া যান আগরতলা মঠের জরুরী সেবাকার্য্যের ব্যবস্থার জন্য। শ্রীমঠের সম্পাদক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিজ্ঞান বিজ্ঞান ভারতী মহারাজ পুরী মঠের জরুরী সেবাকার্য্য সমাপন করিয়া বার্ষিক অনুষ্ঠানের শেষ দিবস ২৭ মার্চ্চ পূর্ব্বাহ্নে পুরী হইতে দিল্লী হইয়া চণ্ডীগড় মঠে আসিয়া পৌঁছেন। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিললিত নিরীহ মহারাজ, শ্রীঅরবিন্দলোচন ব্রহ্মচারী ও শ্রীফাল্গুনীসখা ব্রহ্মচারী বৃন্দাবন মঠদ্বয়ের সেবক-গণও এই উৎসবে যোগ দেন। উৎসবানুষ্ঠানে যোগ-দানের জন্য কলিকাতা হইতে শ্রীদেবপ্রসাদ মিত্র ও শ্রীমাণিক কুণ্ডু—সজ্জনদ্বয় শ্রীভূধারী ব্রহ্মচারীসহ ২৪ মার্চ্চ প্রত্যুষে মঠে আসিয়া পৌঁছেন।

১০ চৈত্র, ২৪ মার্চ্চ বৃহস্পতিবার গৌর-সপ্তমী তিথিবাসরে শ্রীমঠের অধিষ্ঠাতৃ শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-রাধা-মাধব জীউ শ্রীবিগ্রহগণের শুভ প্রতিষ্ঠা-দিবস-বাসরে তাঁহাদের বিশেষ পূজা, মহাভিষেক ত্রিদণ্ডি-স্বামী শ্রীমদ্ভক্তিললিত গিরি মহারাজের পৌরোহিত্যে পূর্ব্বাহ্নে সংকীর্ত্তন সহযোগে অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত-দিবস মধ্যাহ্নে ভোগরাগান্তে মহোৎসবে অগণিত নরনারী বিচিত্র মহাপ্রসাদ সেবা করেন।

১২ চৈত্র, ২৬ মার্চ্চ শনিবার শ্রীরামনবমী তিথি-বাসরে শ্রীমঠের অধিষ্ঠাতৃ শ্রীবিগ্রহগণ সুরম্য রথা-রোহণে বিরাট সংকীর্ত্তন-শোভাযাত্রা ও বাদ্যাদি সহযোগে অপরাহ্ন ৪ ঘটিকায় শ্রীমঠ হইতে যাত্রা করতঃ ২০, ২১, ১৮, ১৯ সেক্টরের রাস্তাসমূহ পরি-ভ্রমণ করিয়া সন্ধ্যা ৬ টার পূর্ব্বেই শ্রীমঠে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। পাঞ্জাবের পরিস্থিতি অশান্ত হইলেও নর-নারী নির্ব্বিশেষে অগণিত ভক্তগণ মহোল্লাসে সমস্ত রাস্তা রথাকর্ষণে এবং নৃত্য-কীর্ত্তনে যোগ দেন। অবশ্য চণ্ডীগড় কেন্দ্রীয় শাসনবিভাগের তরফ হইতে শান্তি-শৃঙ্খলার জন্য বহু পুলীশ নিয়োজিত হইয়াছিল।

শ্রীমঠের সংকীর্ত্তনভবনে পাঁচদিনব্যাপী ধর্ম্ম-সভার সান্ধ্য অধিবেশনে সভাপতিপদে বৃত হন যথা-ক্রমে মেজর জেনারেল শ্রীরাজেন্দ্র নাথ, চণ্ডীগড় কেন্দ্রীয় শাসন বিভাগের জনসংযোগ ও সংস্কৃতি বিভাগের ডিরেক্টর শ্রীরাকেশ চন্দ্র গুপ্ত, চণ্ডীগড়

কেন্দ্রীয় শাসন বিভাগের উপদেষ্টা শ্রীঅশোক প্রধান, আই-এ-এস্, পাঞ্জাব ও হরিয়াণা হাইকোর্টের মাননীয় বিচারপতি শ্রীশিবচরণ দাস বাজাজ এবং হরিয়াণা রাজ্য সরকারের গৃহমন্ত্রী শ্রীসুভাষ ভাটিয়াল। প্রথম দিনের অধিবেশনে হরিয়াণার ডেপুটী মুখ্যমন্ত্রী শ্রীযুক্ত বনারসি দাস গুপ্ত প্রধান অতিথিরূপে অভিভাষণ প্রদান করেন। দ্বিতীয় দিবস শ্রীসনাতন ধর্ম্ম মহাবিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ শ্রী ডি-এন্-শর্ম্মা এবং ট্রিবিউন পত্রিকার সম্পাদক শ্রীরাধেশ্যাম শর্ম্মা যথাক্রমে প্রধান অতিথি ও বিশিষ্ট অতিথিরূপে উপস্থিত ছিলেন। 'বিশ্বকে ধ্বংসোন্মুখতা হইতে উদ্ধারের উপায়', 'শ্রীহরির তুষ্টির দ্বারাই সকলের তুষ্টি', 'শিক্ষার বৈশিষ্ট্য', 'মানব জাতির ঐক্য বিধানে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর অবদান', 'মনুষ্যের দুষ্কর্ম্মের জন্য মনুষ্য দায়ী কিংবা ভগবান দায়ী' নির্দ্ধারিত বক্তব্য বিষয় সমূহের উপর শ্রীমঠের আচার্য্য প্রত্যহ দীর্ঘভাষণ প্রদান করেন। সভাপতি, প্রধান অতিথি, বিশিষ্ট অতিথির অভিভাষণ ব্যতীত বিভিন্নদিনে বক্তৃতা করেন শ্রীমঠের সম্পাদক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিজ্ঞান ভারতী মহারাজ কলিকাতা মঠের মঠরক্ষক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিললিত গিরি মহারাজ, শ্রীমঠের সহ-সম্পাদক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রসাদ পুরী মহারাজ, চণ্ডীগড় মঠের মঠরক্ষক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসর্ব্বস্ব নিষ্কিঞ্চন মহারাজ, আগরতলা মঠের মঠরক্ষক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবান্ধব জনার্দ্দন মহারাজ ও ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসৌরভ আচার্য্য মহারাজ। সভার আদি ও অন্তে মুখ্যভাবে ভজন কীর্ত্তন করেন ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিললিত গিরি মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রসাদ পুরী মহারাজ, শ্রীসচ্চিদানন্দ ব্রহ্মচারী, শ্রীঅরবিন্দলোচন ব্রহ্মচারী, শ্রীরাম ব্রহ্মচারী, শ্রীঅনঙ্গ মোহন ব্রহ্মচারী, শ্রীঅনন্তরাম ব্রহ্মচারী।

চণ্ডীগড় মঠের মঠবাসী সেবক শ্রীঅভয়চরণ দাস ব্রহ্মচারী এবং মঠাশ্রিত ভক্ত ডক্টর শ্রীঅরুণ মিত্তলের উদ্যোগে শ্রীমঠের সংকীর্ত্তনভবনে ২৭ মার্চ্চ রবিবার অপরাহ্ন ৪ ঘটিকায় শ্রীমঠের বর্ত্তমান আচার্য্য শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজের পৌরোহিত্যে 'ধর্ম্ম ও শান্তি' (Religion & Peace) সম্বন্ধে একটি আলোচনা-চক্র ও সাংবাদিক সম্মেলন (Seminar and Press Conference) অনুষ্ঠিত হয়। অধ্যাপক ডক্টর গোয়েল ডক্টর এ যোশী, ডক্টর রমাকান্ত, শ্রী এস-এল ধনি আই-এ-এস মন্বন্তর আচার্য্য, ডক্টর বিক্রম কুমার, প্রাক্তন চীফ ইঞ্জিনিয়ার শ্রী পি-এল্ বর্ম্মা প্রভৃতি চণ্ডীগড় সহরের বিশিষ্ট নাগরিক এবং প্রতিভান্বিত বিদ্বান ব্যক্তিগণ এই আলোচনা-চক্রে যোগ দিয়াছিলেন। ধর্ম্ম ও শান্তির তাৎপর্য্য বিশ্লেষণ মুখে বিশ্বে ধর্ম্মের দ্বারা শান্তি সংস্থাপিত হওয়া সম্ভব কিনা বিষয়টি বিভিন্নভাবে আলোচিত হয়। সর্ব্বশেষে সভাপতি মহোদয় শ্রীমঠের আচার্য্য আলোচনাসমূহের প্রশংসা করতঃ সংক্ষিপ্তভাবে নিজের অভিমত প্রকাশ করিয়া বলেন—জগতের যত ধর্ম্ম আছে ঈশ্বর-বিশ্বাসযুক্ত বা ঈশ্বরবিশ্বাসহীন—উক্ত ধর্ম্মমতাবলম্বিগণ যদি ধর্ম্মের প্রকৃত শিক্ষা যথাযথ ভাবে গ্রহণ করেন ও মানিয়া চলেন, তাহা হইলে পৃথিবীতে হিংসার তাণ্ডব দমিত হইয়া অবশ্যই শান্তি সংস্থাপিত হইতে পারে। মনুষ্যের মধ্যে সদ্‌গুণের প্রাকট্যের জন্য তত্তদ্ধর্ম্মের প্রবর্ত্তকগণ যে আনুষ্ঠানিক উপাসনাসমূহের ব্যবস্থা দিয়াছেন, তাহার উদ্দেশ্য তাঁহাদের বিচারানুযায়ী কল্যাণকর হইলেও ধর্ম্মের অনুষ্ঠানকারী ব্যক্তিগণ উদ্দেশ্য বিষয়ে বিস্মৃত হইয়া যখন কেবলমাত্র আনুষ্ঠানিক ক্রিয়াতেই আবদ্ধ হইয়া পড়ে, তখন অনুষ্ঠানসমূহের বাহ্য পার্থক্য হেতু বিরোধের উদ্ভব হয়। ধর্ম্ম প্রকৃতপক্ষে অশান্তি আনয়ন করে না, কিন্তু ধর্ম্মের নামে গোঁড়ামি এবং ধর্ম্ম রাজনৈতিক উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য ব্যবহৃত হইলে বিশ্বে অশান্তির সৃষ্টি করে। যদি বিষয়টী তাত্ত্বিকভাবে বিচার করা হয়, তাহা হইলে আমরা দেখিতে পাইব সৃষ্টিকর্ত্তা ভগবান্ বহির্ম্মুখ বদ্ধজীবের দণ্ডবিধানের জন্য এই ব্রহ্মাণ্ডরূপ কারাগার সৃজন করিয়াছেন। ভগবানের বহিরঙ্গামায়া প্রকটিত ব্রহ্মাণ্ডে বাস্তব শান্তির অধিষ্ঠান নাই। শান্তিস্বরূপ ভগবান মায়াতীত বস্তু। শরণাগতের হৃদয়ে শান্তির অবতরণ হয়।

'তমেব শরণং গচ্ছ সর্ব্বভাবেন ভারত।
তৎপ্রসাদাৎ পরাং শান্তিং স্থানং প্রাপ্স্যসি শাশ্বতম্ ॥'
—গীতা ১৮।৬২

ব্রহ্মাণ্ডরূপ কারাগারে আবদ্ধ অপরাধী কয়েদীগণ

একত্রে মিলিত হইয়া কখনও নিজেরা শান্তি লাভ করিতে বা বিশ্বে শান্তি সংস্থাপনে সমর্থ হইতে পারে না। পূর্ণ ব্যতীত খণ্ডের দ্বারা বাস্তব শান্তি লাভ সম্ভব নহে।

'ওঁ পূর্ণমদঃ পূর্ণমিদং পূর্ণাৎ পূর্ণমুদচ্যতে। পূর্ণস্য পূর্ণমাদায় পূর্ণমেবাবশিষ্যতে।। ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।' —(বৃঃ আঃ ৫।১)

'নাল্পে সুখমস্তি ভূমৈব সুখম্।'

"যে ধর্ম্ম যতটা মঙ্গলময় পূর্ণবস্তু ভগবানের সান্নিধ্যে পৌঁছাইতে পারে, সে ধর্ম্মে ততটা মঙ্গল ও শান্তি বিরাজিত আছে।"

হিন্দী 'দৈনিক ট্রিবিউন', ইংরাজী 'দি ট্রিবিউন', ইংরাজী 'ইণ্ডিয়ান এক্সপ্রেস', হিন্দী 'জনসত্তা' প্রভৃতি স্থানীয় দৈনিক পত্রিকাসমূহে চণ্ডীগড় মঠের বার্ষিক অনুষ্ঠান সমূহের সংবাদ ছবিসহ প্রচারিত হয়।

বিশ্বশান্তি সম্বন্ধে শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠাচার্য্যের বাণী চণ্ডীগড় ভারতীয় বেতারবার্ত্তার (All India Radio) মাধ্যমেও প্রচারিত হয়। স্বামীজীর হিন্দী ভাষায় প্রদত্ত বার্ত্তার সারমর্ম্ম এই—'একমাত্র কৃষ্ণ-প্রেমানুশীলনের দ্বারাই বিশ্বে স্থায়ী শান্তি সংস্থাপিত হওয়া সম্ভব ইহাই শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর শিক্ষা। স্বার্থের কেন্দ্র এক না হইয়া যদি বহু হয়, ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে, গোষ্ঠীতে গোষ্ঠীতে সংঘর্ষ অবশ্যম্ভাবী। সমস্ত জীব পরমেশ্বর শ্রীকৃষ্ণের শক্ত্যংশ, তাঁহার নিত্য দাস। কৃষ্ণপ্রেমই জীবের স্বার্থ। কৃষ্ণকে যিনি ভালবাসেন, তিনি কৃষ্ণের শক্ত্যংশ কোনও জীবকে হিংসা করিতে পারেন না। হিংসাতে কোনও লাভ নাই। হিংসা করিলেই হিংসিত হইতে হইবে। এজন্য বেদেরও উপদেশ—'মা হিংসাৎ সর্ব্বাণি ভূতানি'। অহিংসা অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ প্রেম। কৃষ্ণেরই জীব এইরূপ সম্বন্ধ-দর্শনে প্রেম হয়। কৃষ্ণপ্রেম সাধনের জন্য সর্ব্বোত্তম সহজ উপায় কৃষ্ণনামসংকীর্ত্তন। কৃষ্ণনাম-কীর্ত্তনে সকলেরই অধিকার। শ্রীকৃষ্ণসংকীর্ত্তনরূপ ধ্বজার নীচে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র, অন্ত্যজ সকলেই একত্রিত হইতে পারেন।'

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠাচার্য্য চণ্ডীগড় ও পাঁচকুল্লা সহরদ্বয়ের বিভিন্ন স্থানে আহূত হইয়া ২২ মার্চ্চ মঙ্গলবার শ্রীচন্দ্রশেখর প্রকাশ, ২৫ মার্চ্চ শুক্রবার চৌধুরী শ্রীলালসিং (পাঁচকুল্লা) ও শ্রীরমেশ চন্দ্র শর্ম্মা (পাঁচকুল্লা), ২৭ মার্চ্চ রবিবার শ্রী এস-পি-ভরদ্বাজ, ৩১ মার্চ্চ বৃহস্পতিবার শ্রীযদুনন্দন দাসাধিকারীর (যশপাল শর্ম্মার) গৃহে ত্রিদণ্ডিযতি ও ব্রহ্মচারিগণ সমভিব্যাহারে শুভপদার্পণ করতঃ হরিকথামৃত পরিবেশন করেন। ২৮ মার্চ্চ সোমবার শ্রীধনঞ্জয় দাসাধিকারীর (শ্রীধরমপাল শেখরীর) ৪৬ সেক্টরস্থ জমীতে মঠের সন্ন্যাসী, ব্রহ্মচারী ও গৃহস্থ ভক্তগণ সহ শ্রীল আচার্য্যদেবের উপস্থিতিতে গৃহের ভিত্তি-সংস্থাপন অনুষ্ঠান যথারীতিভাবে সর্ব্বক্ষণ হরিসংকীর্ত্তন ও প্রসাদ পরিবেশনমুখে অনুষ্ঠিত হয়। বৈষ্ণববিধান মতে বিষ্ণু বৈষ্ণবের প্রসন্নতা বিধানের দ্বারাই সর্ব্ব শুভকার্য্যে সাফল্য হয়—বিষয়টী শ্রীল আচার্য্যদেব শাস্ত্র প্রমাণ সহ বুঝাইয়া বলেন।

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসর্ব্বস্ব নিষ্কিঞ্চন মহারাজ, শ্রীঅনঙ্গমোহন ব্রহ্মচারী, শ্রীননীগোপাল দাস বনচারী, শ্রীদীনার্ত্তিহর দাস ব্রহ্মচারী, শ্রীঅভয় চরণ দাস, শ্রীচিদ্ঘনানন্দ দাস ব্রহ্মচারী, শ্রীদেবকীনন্দন ব্রহ্মচারী, শ্রীঅম্বরীষ দাস ব্রহ্মচারী, শ্রীনিমাই দাস, শ্রীভগবান দাস ব্রহ্মচারী, শ্রীবিষ্ণুদাস, শ্রীনিরঞ্জনদাস, শ্রীলাডু, শ্রীশুকদেব রাজবক্সী, শ্রীকৃষ্ণগোপাল কারাকা, শ্রীধনঞ্জয় দাসাধিকারী, শ্রীজয়দেব দাস, শ্রীগৌরসুন্দর দাস, শ্রীকৃষ্ণকারণ্য দাস, শ্রীচৈতন্য চরণ দাস, শ্রীরতন সিং প্রভৃতি ত্যক্তাশ্রমী ও গৃহস্থ ভক্তগণের সেবা-প্রচেষ্টায় উৎসবটি সাফল্য মণ্ডিত হইয়াছে।

বুদ্ধাবতার

শ্রীচৈতন্যবাণী পত্রিকার অষ্টাবিংশ বর্ষের ২য় ও ৩য় সংখ্যায় বুদ্ধ-চরিত্র বর্ণিত হইয়াছে। 'বুদ্ধদেব' সম্বন্ধে আরও কিছু তথ্য ও বিচার পত্রিকায় পরবর্ত্তিকালে প্রকাশিত হইবে।

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ হইতে প্রকাশিত গ্রন্থাবলী

(১) প্রার্থনা ও প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা—শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর রচিত
(২) শরণাগতি—শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর রচিত
(৩) কল্যাণকল্পতরু " " "
(৪) গীতাবলী " " "
(৫) গীতমালা " " "
(৬) জৈবধর্ম্ম " " "
(৭) শ্রীচৈতন্য-শিক্ষামৃত " " "
(৮) শ্রীহরিনাম-চিন্তামণি " " "
(৯) শ্রীশ্রীভজনরহস্য " " "
(১০) মহাজন-গীতাবলী (১ম ভাগ)—শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর রচিত ও বিভিন্ন মহাজনগণের রচিত গীতিগ্রন্থসমূহ হইতে সংগৃহীত গীতাবলী
(১১) মহাজন-গীতাবলী (২য় ভাগ) ঐ
(১২) শ্রীশিক্ষাষ্টক—শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমহাপ্রভুর স্বরচিত (টীকা ও ব্যাখ্যা সম্বলিত)
(১৩) উপদেশামৃত—শ্রীল শ্রীরূপ গোস্বামী বিরচিত (টীকা ও ব্যাখ্যা সম্বলিত)
(১৪) SREE CHAITANYA MAHAPRABHU, HIS LIFE AND PRECEPTS ; by Thakur Bhaktivinode
(১৫) ভক্ত-ধ্রুব—শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ সঙ্কলিত
(১৬) শ্রীবলদেবতত্ত্ব ও শ্রীমন্মহাপ্রভুর স্বরূপ ও অবতার—ডাঃ এস্ এন্ ঘোষ প্রণীত
(১৭) শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা [শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তীর টীকা, শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের মর্ম্মানুবাদ, অন্বয় সম্বলিত]
(১৮) প্রভুপাদ শ্রীশ্রীল সরস্বতী ঠাকুর (সংক্ষিপ্ত চরিতামৃত)
(১৯) গোস্বামী শ্রীরঘুনাথ দাস—শ্রীশান্তি মুখোপাধ্যায় প্রণীত
(২০) শ্রীশ্রীগৌরহরি ও শ্রীগৌরধাম-মাহাত্ম্য
(২১) শ্রীধাম ব্রজমণ্ডল পরিক্রমা—দেবপ্রসাদ মিত্র
(২২) শ্রীশ্রীপ্রেমবিবর্ত্ত—শ্রীগৌর-পার্ষদ শ্রীল জগদানন্দ পণ্ডিত বিরচিত
(২৩) শ্রীভগবদর্চ্চনবিধি—শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ সঙ্কলিত
(২৪) শ্রীব্রজমণ্ডল-পরিক্রমা " " " "
(২৫) শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত—শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী-কৃত
(২৬) শ্রীচৈতন্যভাগবত—শ্রীল বৃন্দাবনদাস ঠাকুর রচিত
(২৭) শ্রীশ্রীকৃষ্ণবিজয়—গুণরাজ খাঁন বিরচিত শ্রীমন্মহাপ্রভুর শ্রীমুখে উচ্চ প্রশংসিত বাংলা ভাষার আদিকাব্যগ্রন্থ
(২৮) একাদশীমাহাত্ম্য—শ্রীমদ্ভক্তিবিজয় বামন মহারাজ কর্ত্তৃক সঙ্কলিত

Regd. No. WB/SC-258

Sree Chaitanya Bani

35, Satish Mukherjee Road

Calcutta-26

BOOK POST

Serial No.

To

Name..............................

Vill..............................

P. O..............................

Dist..............................

Pin..............................

নিয়মাবলী

১। "শ্রীচৈতন্য-বাণী" প্রতি বাঙ্গালা মাসের ১৫ তারিখে প্রকাশিত হইয়া দ্বাদশ মাসে দ্বাদশ সংখ্যা প্রকাশিত হইয়া থাকেন। ফাল্গুন মাস হইতে মাঘ মাস পর্য্যন্ত ইহার বর্ষ গণনা করা হয়।

২। বার্ষিক ভিক্ষা ১২.০০ টাকা, ষাণ্মাসিক ৬.০০ টাকা, প্রতি সংখ্যা ১.০০ টাকা। ভিক্ষা ভারতীয় মুদ্রায় অগ্রিম দেয়।

৩। জ্ঞাতব্য বিষয়াদি অবগতির জন্য রিপ্লাই কার্ডে কার্য্যাধ্যক্ষের নিকট নিম্নলিখিত ঠিকানায় পত্র ব্যবহার করিয়া জানিয়া লইতে হইবে।

৪। শ্রীমন্মহাপ্রভুর আচরিত ও প্রচারিত শুদ্ধভক্তিমূলক প্রবন্ধাদি সাদরে গৃহীত হইবে। প্রবন্ধাদি প্রকাশিত হওয়া সম্পাদক-সঙ্ঘের অনুমোদন সাপেক্ষ। অপ্রকাশিত প্রবন্ধাদি ফেরৎ পাঠান হয় না। প্রবন্ধ কালিতে স্পষ্টাক্ষরে একপৃষ্ঠায় লিখিত হওয়া বাঞ্ছনীয়।

৫। পত্রাদি ব্যবহারে গ্রাহকগণ গ্রাহক নম্বর উল্লেখ করিয়া পরিষ্কারভাবে ঠিকানা লিখিবেন। ঠিকানা পরিবর্ত্তিত হইলে এবং কোন সংখ্যা ঐ মাসের শেষ তারিখের মধ্যে না পাইলে কার্য্যাধ্যক্ষকে জানাইতে হইবে। তদন্যথায় কোনও কারণেই পত্রিকার কর্ত্তৃপক্ষ দায়ী হইবেন না। পত্রোত্তর পাইতে হইলে রিপ্লাই কার্ডে লিখিতে হইবে।

৬। ভিক্ষা, পত্র ও প্রবন্ধাদি কার্য্যাধ্যক্ষের নিকট নিম্নলিখিত ঠিকানায় পাঠাইতে হইবে।

কার্য্যালয় ও প্রকাশস্থান :—

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ৩৫, সতীশ মুখার্জ্জী রোড, কলিকাতা-৭০০০২৬ ফোন : ৪৬-৫৯০০

মুদ্রণালয় :— শ্রীচৈতন্যবাণী প্রেস, ৩৪।১এ, মহিম হালদার ষ্ট্রীট, কালীঘাট, কলিকাতা-৭০০০২৬

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাতা নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ ১০৮শ্রী
শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী মহারাজ বিষ্ণুপাদ প্রবর্ত্তিত
একমাত্র-পারমার্থিক মাসিক পত্রিকা

অষ্টাবিংশ বর্ষ—৫ম সংখ্যা
আষাঢ়, ১৩৯৮

সম্পাদক-সঙ্ঘপতি
পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রমোদ পুরী মহারাজ

সম্পাদক
রেজিষ্টার্ড শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠানের বর্ত্তমান আচার্য্য ও সভাপতি
ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ

সহকারী সম্পাদক-সঙ্ঘ ঃ—

১। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসুহৃদ্ দামোদর মহারাজ। ২। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিজ্ঞান ভারতী মহারাজ।

কার্য্যাধ্যক্ষ ঃ—

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিললিত গিরি মহারাজ

প্রকাশক ও মুদ্রাকর ঃ—

মহোপদেশক শ্রীমঙ্গলনিলয় ব্রহ্মচারী, ভক্তিশাস্ত্রী, বিদ্যারত্ন, বি, এস্-সি

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, তৎশাখা মঠ ও প্রচারকেন্দ্রসমূহ ঃ—

মূল মঠ ঃ—১। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ঈশোদ্যান, পোঃ শ্রীমায়াপুর-৭৪১৩১৩ (নদীয়া)

প্রচারকেন্দ্র ও শাখামঠ ঃ—

২। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ৩৫, সতীশ মুখার্জ্জি রোড, কলিকাতা-৭০০০২৬। ফোন ঃ ৪৬-৫৯০০

৩। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, গোয়াড়ী বাজার, পোঃ কৃষ্ণনগর-৭৪১১০১ (নদীয়া)

৪। শ্রীশ্যামানন্দ গৌড়ীয় মঠ, পোঃ ও জেঃ মেদিনীপুর-৭২১১০১

৫। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, মথুরা রোড, পোঃ বৃন্দাবন-২৮১১২১ (মথুরা)

৬। শ্রীবিনোদবাণী গৌড়ীয় মঠ, ৩২, কালিয়দহ, পোঃ বৃন্দাবন-২৮১১২১ (মথুরা)

৭। শ্রীগৌড়ীয় সেবাশ্রম, মধুবন মহোলি, পোঃ কৃষ্ণনগর, জেঃ মথুরা

৮। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, দেওয়ান দেউড়ী, হায়দ্রাবাদ-৫০০০০২ (অঃ প্রঃ) ফোন ঃ ৫২২০০১

৯। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, পল্টন বাজার, পোঃ গৌহাটী-৭৮১০০৮ (আসাম) ফোন ঃ ২৭১৭০

১০। শ্রীগৌড়ীয় মঠ, পোঃ তেজপুর-৭৮৪০০১ (আসাম)

১১। শ্রীল জগদীশ পণ্ডিতের শ্রীপাট, পোঃ যশড়া, ভায়া চাকদহ-৭৪১২২২ (নদীয়া)

১২। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, পোঃ ও জিলা গোয়ালপাড়া-৭৮৩১০১ (আসাম)

১৩। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, সেক্টর—২০বি, পোঃ চণ্ডীগড়-১৬০০২০ (পাঞ্জাব) ফোন ঃ ২৩৭৮৮

১৪। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, গ্র্যাণ্ড রোড্, পোঃ পুরী-৭৫২০০১ (ওড়িষ্যা)

১৫। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, শ্রীজগন্নাথমন্দির, পোঃ আগরতলা-৭৯৯০০১ (ত্রিপুরা) ফোন ঃ ৪৪৯৭

১৬। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, গোকুল মহাবন, পোঃ মহাবন-২৮১৩০৫ জিলা—মথুরা

১৭। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ১৮৭, ডি, এল রোড্, পোঃ দেরাদুন-২৪৮০০১ (ইউ, পি)

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠের পরিচালনাধীন ঃ—

১৮। সরভোগ শ্রীগৌড়ীয় মঠ, পোঃ চক্চকাবাজার-৭৮১৩২০ জেঃ বরপেটা (আসাম)

১৯। শ্রীগদাই গৌরাঙ্গ মঠ, পোঃ বালিয়াটী, জেঃ ঢাকা (বাংলাদেশ)

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

"চেতোদর্পণমার্জ্জনং ভবমহাদাবাগ্নি-নির্ব্বাপণং
শ্রেয়ঃকৈরবচন্দ্রিকাবিতরণং বিদ্যাবধূজীবনং।
আনন্দাম্বুধিবর্দ্ধনং প্রতিপদং পূর্ণামৃতাস্বাদনং
সর্ব্বাত্মস্নপনং পরং বিজয়তে শ্রীকৃষ্ণসংকীর্ত্তনম্ ॥"

২৮শ বর্ষ } শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, আষাঢ়, ১৩৯৫
১ বামন, ৫০২ শ্রীগৌরাব্দ ; ১৫ আষাঢ়, বৃহস্পতিবার, ৩০ জুন ১৯৮৮ { ৫ম সংখ্যা

শ্রীল প্রভুপাদের পত্রাবলী

শ্রীশ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচন্দ্রো বিজয়তেতমাম্

শ্রীধাম-মায়াপুর, নদীয়া
৪ দামোদর, শ্রীচৈতন্যাব্দ ৪২৯

স্নেহবিগ্রহেষু,—

শুভাশীষাং রাশয়ঃ সন্তু বিশেষাঃ

আপনার ২ দামোদর তারিখের পত্র পাইয়া সমাচার অবগত হইলাম।

শ্রীনামগ্রহণে আপনার উৎসাহ বৃদ্ধি হইয়াছে জানিয়া পরমানন্দিত হইলাম। শ্রীনামগ্রহণ করিতে করিতে অনর্থ অপসারিত হইলে শ্রীনামেই রূপ, গুণ ও লীলা আপনা হইতে স্ফূর্ত্তি হইবে। চেষ্টা করিয়া কৃত্রিমভাবে রূপ, গুণ ও লীলা স্মরণ করিতে হইবে না।

নাম ও নামী অভিন্ন বস্তু। আমাদের অনর্থ ঘুঁচিয়া গেলে উহা বিশেষরূপে উপলব্ধি হইবে। কৃষ্ণনাম নিরপরাধে উচ্চারিত হইলেই আপনি স্বয়ং বুঝিতে পারিবেন যে, 'নাম' হইতেই সকল সিদ্ধি হয়।

যিনি নাম উচ্চারণ করেন, তাঁহার নিজ অস্মিতায় স্থূল সূক্ষ্ম শরীরের ব্যবধান ক্রমশঃ রহিত হইয়া নিজ সিদ্ধরূপ উদিত হয়। নিজসিদ্ধ স্বরূপ উপস্থিত হইয়া নাম উচ্চারিত হইতে হইতেই কৃষ্ণরূপের অপ্রাকৃত দৃগ্‌গোচর হয়। শ্রীনামই জীবের স্বরূপ উদয় করাইয়া কৃষ্ণরূপে আকর্ষণ করান। শ্রীনামই জীবের স্বগুণের উদয় করাইয়া কৃষ্ণগুণে আকর্ষণ করান। শ্রীনামই জীবের স্বক্রিয়া উৎপন্ন করাইয়া কৃষ্ণলীলায় আকর্ষণ করান। 'নাম-সেবা' বলিলে নামোচ্চারণকারীর নিজ প্রয়োজনীয় অনুষ্ঠানাদিও তন্মধ্যে অন্তর্নিবিষ্ট। কায়মনোবাক্যে নামের সেবা আপনার হৃদয়াকাশে আপনা হইতেই উদিত হইবে। শ্রীনাম কি বস্তু তদ্বিষয়িণী সকল আলোচনা আপনা হইতে নামোচ্চারণকারী, হৃদয়ে উপলব্ধি করিতে পারিবেন। শাস্ত্র-শ্রবণ, পঠন ও তদ্বিষয়ক

অনুশীলন দ্বারা শ্রীনামের স্বরূপ উদিত হন। এ সম্বন্ধে অধিক লিখা নিষ্প্রয়োজন। শ্রীনামগ্রহণ করিতে করিতে আপনার সকল বিষয় স্ফূর্ত্তি লাভ করিবে।

পবিত্র ও অপবিত্র উভয় বস্তু জড় সত্য, কিন্তু ভগবৎসেবাসম্বন্ধে অপবিত্রতা ত্যাগ করিতে হইবে। সত্ত্বগুণে—পবিত্র বস্তু, রজস্তমোগুণে অপবিত্রতা আবদ্ধ। সত্ত্বগুণ-দ্বারা রজস্তমো নিরাশ করিতে হইবে অর্থাৎ বিশুদ্ধ সত্ত্বেই অবস্থান করিয়া বিশুদ্ধ সত্ত্বগুণকে পবিত্র জানিয়া তাদৃশ উপাদানে হরিসেবা করিতে হইবে। অপবিত্র বুদ্ধিবিচারে অর্থাৎ রজস্তমোগুণজাত বস্তু ভগবানে অর্পিত হইবে না। আবার পবিত্র বস্তু নির্গুণ না হইলে ভগবান্ গ্রহণ করেন না, তাহা প্রদাতার চিত্তবৃত্তির উপর নির্ভর করে। পবিত্র অবশ্যই বিচার্য্য। অপ্রাকৃত বুদ্ধির উদয় হইলে পবিত্র ও অপবিত্র বিচার ছাড়িয়া অপ্রাকৃতের বিবেক আসিয়া পড়িবে।

অত্রস্থ কুশল। আপনার ভজন-কুশল মধ্যে মধ্যে জানাইয়া আনন্দ বর্দ্ধন করিবেন। শ্রীমদ্ভক্তিবিলাস ঠাকুর মহাশয় ভাল আছেন। তাঁহার ভজন-সংবাদ মধ্যে মধ্যে পাইয়া আমরা কৃতার্থ। * * * 'শ্রীসজ্জনতোষণী' পাঠ করিবেন।

নিত্যাশীর্ব্বাদক

অকিঞ্চন শ্রীসিদ্ধান্ত সরস্বতী

শ্রীশ্রীমদ্ভাগবতার্কমরীচিমালা

[পূর্ব্বপ্রকাশিত ৪র্থ সংখ্যা ৬৪ পৃষ্ঠার পর]

কুন্তী কৃষ্ণম্ [১।৮।৩১]

গোপ্যাদদে ত্বয়ি কৃতাগসি দাম তাবদ্
যা তে দশাশ্রুকলিলাঞ্জনসম্ভ্রমাক্ষম্।
বক্ত্রং নিনীয় ভয়ভাবনয়া স্থিতস্য
সা মাং বিমোহয়তি ভীরপি যদ্বিভেতি ॥১৫॥

গোপ্যঃ উদ্ধবম্ [১০।৪৬।১৮]

অপি স্মরতি নঃ কৃষ্ণো মাতরং সুহৃদঃ সখীন্।
গোপান্ ব্রজঞ্চাত্মনাথং গাবো বৃন্দাবনং গিরিম্ ॥১৬

[১০।৪৬।২৯]

তয়োরিত্থং ভগবতি কৃষ্ণে নন্দযশোদয়োঃ।
বীক্ষ্যানুরাগং পরমং নন্দমাহোদ্ধবো মুদা ॥১৭॥

অত্র মধুররসে অচিন্ত্যশক্তিপ্রকাশঃ। শুকঃ পরীক্ষিতম্ [১০।৬৯।২]

চিত্রং বতৈতদেকেন বপুষা যুগপৎ পৃথক্।
গৃহেষু দ্ব্যষ্টসাহস্রংস্ত্রিয় এক উদাবহৎ ॥১৮॥

শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-কৃত "মরীচিপ্রভা"-নাম্নী ব্যাখ্যা

কুন্তী কহিলেন,—"হে কৃষ্ণ! যশোদা গোপী তোমাকে অপরাধী দেখিয়া দামবদ্ধ করিলেন। তখন তোমার অশ্রুসমূহদ্বারা অঞ্জন বিলুপ্ত হইল। তুমি আপনার মুখ লুকাইয়া ভয়-ভাবনায় স্থিত হইলে তোমার যে দশা হইল তাহা আমাকে বিমোহিত করে। ভয় যাহাকে ভয় করে, তাহার এরূপ দশা!" ১৫ ॥

উদ্ধবকে গোপীগণ কহিলেন,—"আহা! আমাদিগকে, স্বীয় মাতাকে, সুহৃৎ সখাদিগকে, স্বীয় ব্রজকে, গাভীসকলকে, বৃন্দাবনকে ও গোবর্দ্ধন গিরিকে কৃষ্ণ কি স্মরণ করেন?" ১৬ ॥

নন্দ-যশোদার ভগবান্ কৃষ্ণে এইপ্রকার ভাব অনুরাগ দেখিয়া আনন্দে উদ্ধব প্রশ্নাদি করিলেন ॥১৭

ঐশ্বর্য্যগত মধুররসে অচিন্ত্যশক্তিপ্রকাশ। নারদ কহিলেন,—"ইহা বড় বিচিত্র, একস্বরূপে কৃষ্ণ একই সময়ে ষোড়শসহস্র স্ত্রীকে ভিন্ন ভিন্ন স্থানে বিবাহ করিলেন। ইহা কোনপ্রকার যোগদ্বারা সিদ্ধ হয় না, কেবল যোগমায়েশ্বর কৃষ্ণই করিতে পারেন॥" ১৮॥

ঐশ্বর্য্যাৎ মাধুর্য্যস্যোৎকর্ষম্। নাগপত্ন্যঃ কৃষ্ণম্ [১০।১৬।৩৬]

কস্যানুভাবোঽস্য ন দেব বিদ্মহে
তবাঙ্ঘ্রিরেণুস্পর্শাধিকারঃ।
যদ্বাঞ্ছয়া শ্রীর্ললনাচরত্তপো
বিহায় কামান্ সুচিরং ধৃতব্রতা ॥১৯॥

ঐশ্বর্য্যভাবস্য ন কৃষ্ণসেবা। উদ্ধবঃ [১০।৪৭।৬০-৬১]

নায়ং শ্রিয়োঽঙ্গ উ নিতান্তরতেঃ প্রসাদঃ
স্বর্যোষিতাং নলিনগন্ধরুচাং কুতোঽন্যাঃ।
রাসোৎসবেঽস্য ভুজদণ্ডগৃহীতকণ্ঠ-
লব্ধাশিষাং য উদগাদ্ব্রজসুন্দরীণাম্ ॥ ২০ ॥

আসামহো চরণরেণুজুষামহং স্যাং
বৃন্দাবনে কিমপি গুল্মলতৌষধীনাম্।
যা দুস্ত্যজং স্বজনমার্য্যপথঞ্চ হিত্বা
ভেজুর্মুকুন্দপদবীং শ্রুতিভির্বিমৃগ্যাম্ ॥ ২১ ॥

[১০।৪৭।৬৩]

বন্দে নন্দব্রজস্ত্রীণাং পাদরেণুমভীক্ষ্ণশঃ।
যাসাং হরিকথোদ্গীতং পুনাতি ভুবনত্রয়ম্ ॥২২

নন্দঃ উদ্ধবম্ [১০।৪৭।৬৬]

মনসো বৃত্তয়ো নঃ স্যুঃ কৃষ্ণপাদাম্বুজাশ্রয়াঃ।
বাচোঽভিধায়িনীর্নাম্নাং কায়স্তৎ প্রহ্বণাদিষু ॥২৩

উদ্ধবঃ [১০।৪৭।৫৮]

এতাঃ পরং তনুভৃতো ভুবি গোপবধ্বো
গোবিন্দ এব নিখিলাত্মনি রূঢ়ভাবাঃ।
বাঞ্ছন্তি যদ্ভবভিয়ো মুনয়ো বয়ঞ্চ
কিং ব্রহ্মজন্মভিরনন্তকথারসস্য ॥২৪॥

ব্রহ্মা [১০।১৪।৩১]

অহোঽতিধন্যা ব্রজগোরমণ্যঃ
স্তন্যামৃতং পীতমতীব তে মুদা।
যাসাং বিভো বৎসতরাত্মজাত্মনা
যত্তৃপ্তয়েঽদ্যাপি নচালমধ্বরাঃ ॥২৫॥

নাগপত্নীগণ কহিলেন,—'হে দেব! এই কালীয়ের কি সুকৃতি ছিল যে, সে তোমার পাদরেণু স্পর্শাধিকার লাভ করিল? আমরা সে সুকৃতির অনুভাব বুঝিতে পারি না। কেননা এই পদরেণু-প্রার্থনায় ললনা লক্ষ্মী নারায়ণ-সেবাদি কাম ত্যাগ করিয়া বহুদিন ধৃতব্রত হইয়া তপ করিয়াছিলেন। তাহাতে তিনি পাইলেন না। বোধ হয় যে, তোমার অহৈতুকী কৃপাই মূল ॥" ১৯ ॥

ঐশ্বর্য্যময়ী লক্ষ্মীর কৃষ্ণসেবা ভাগ্যে হয় নাই। উদ্ধব কহিলেন,—ব্রজসুন্দরী গোপীদিগের ভাগ্যের কথা কি বলিব, (তাঁহারা) রাসোৎসবে কৃষ্ণের ভুজদণ্ডগৃহীতকণ্ঠা হইয়া যে আশিষ লাভ করিয়াছিলেন, তাহা নিতান্ত রতিপ্রসাদ বলিয়া লক্ষ্মী প্রাপ্ত হন নাই, নলিনগন্ধবিশিষ্ট স্বর্যোষিদ্‌গণও প্রাপ্ত হন নাই। অন্য যোষিদ্‌দিগের কথা কি বলিব? ২০॥

ব্রজসুন্দরীদিগের ভাগ্য কেহই পাইল না, বৃন্দাবনে গুল্মলতৌষধিগণের মধ্যে জন্মলাভ করিলে ইহাদের চরণরেণু সেবা করিতে পাই, কেননা ইহারা দুস্ত্যজ স্বজন ও আর্য্যপথ পরিত্যাগ করিয়া শ্রুতিগণের বিমৃগ্য কৃষ্ণপদবী ভজন করিয়াছিলেন ॥২১॥

যে নন্দব্রজস্ত্রীগণের হরিকথায় উদগীত ত্রিভুবন পবিত্র করে, তাঁহাদিগকে আমি নিরন্তর বন্দনা করি ॥ ২২ ॥

নন্দ কহিলেন,—আমাদের মনোবৃত্তি কৃষ্ণপাদপদ্মাশ্রয় করুক্। বাক্য তাঁহার নামের অভিধান করুক্। কায় সেই কৃষ্ণবন্দনাদি করুক্ ॥ ২৩ ॥

জগতে গোপবধূগণ যে তনু ধারণ করিয়াছেন, তাহা ধন্য। সিদ্ধ গোপীদিগের অপ্রাকৃত দেহের ত' কথাই নাই। সাধনসিদ্ধদিগের ব্রজে গোপীদেহপ্রাপ্তিরও মহাফল। এই দেহধারী নন্দব্রজবাসী গোপীগণ সর্ব্বতোভাবে পরম ধন্য। অখিলাত্মা গোবিন্দে তাঁহাদের এরূপ অধিরূঢ় ভাব। ভবভীত মুনিগণ ও আমরা দাস্যাদি-রসের পার্ষদবর্গ এই ভাব সর্ব্বদা বাঞ্ছা করি, কেননা ইহা আমাদের পক্ষেও দুর্ল্লভ। অনন্তকথারসে যাঁহারা মগ্ন, তাঁহাদের পক্ষে ব্রহ্মজন্মও অকিঞ্চিৎকর ॥ ২৪ ॥

ব্রজের গো-রমণীসকলও অতি ধন্য, কেননা কৃষ্ণ তাঁহাদের স্তন্য আনন্দের সহিত পান করিয়াছেন। কেননা বহু যজ্ঞাদিতে যাঁহার প্রসাদ এ পর্য্যন্ত কর্ম্মিগণ পান নাই, সেই প্রভু তাঁহাদের তৃপ্তির জন্য বৎসতর ও আত্মজরূপ হইয়া স্তন পান করিতেছেন ॥২৫॥

(ক্রমশঃ)

নাম-মাহাত্ম্য

[৩]

[পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রমোদ পুরী মহারাজ]

শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামিপ্রভু তাঁহার শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত গ্রন্থের মধ্যলীলা নবম পরিচ্ছেদে (১৭-৩৮ সংখ্যক পয়ার) শ্রীমন্মহাপ্রভুর দাক্ষিণাত্য তীর্থ-ভ্রমণ-বর্ণন প্রসঙ্গে শ্রীকৃষ্ণনামের এক অপূর্ব্ব মাহাত্ম্যবৈশিষ্ট্য বর্ণন করিয়াছেন। যদ্যপি ব্রজেন্দ্র-নন্দন কৃষ্ণ ও দশরথ-তনয় রাম—উভয়েই পরং ব্রহ্ম তত্ত্ব এবং সমানার্থক, কৃষ্ণই রামরূপে অবতীর্ণ হইয়া রাবণবধাদি লীলা করিয়াছেন, তথাপি রস-তারতম্য বিচারে মর্য্যাদা-পুরুষোত্তম রামনাম হইতে লীলা-পুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণনামের মাহাত্ম্য অধিক।

মহাপ্রভু যখন 'সিদ্ধবট'তীর্থে শ্রীরামসীতা বিগ্রহ দর্শন করেন, সেই সময়ে তত্রত্য এক রামসেবক বৈষ্ণব বিপ্র তাঁহাকে তাঁহার গৃহে ভিক্ষাগ্রহণার্থ নিমন্ত্রণ করেন। মহাপ্রভু সেইদিন সেই বিপ্রগৃহে অবস্থানপূর্ব্বক ভিক্ষা গ্রহণ করতঃ তাঁহাকে কৃপা করিয়া অন্যান্য তীর্থভ্রমণে অগ্রসর হন। ঐ বিপ্র নিরন্তর রামনাম গ্রহণ করিতেন। 'রাম' 'রাম' ব্যতীত তাঁহার মুখে অন্য বাণী উচ্চারিত হইত না, কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয়—মহাপ্রভু স্কন্দক্ষেত্রতীর্থে স্কন্দ ও ত্রিমঠতীর্থে বামন-বিগ্রহ দর্শন করতঃ পুনরায় যখন সিদ্ধবটতীর্থে সেই বিপ্রগৃহে আগমন করিলেন, তখন দেখিলেন,—সেই বিপ্র নিরন্তর কৃষ্ণনাম লই-তেছেন। ভক্ত বিপ্রবরের আগ্রহাতিশয্যে মহাপ্রভু তাঁহার গৃহে ভিক্ষাগ্রহণান্তে তাঁহাকে প্রশ্ন করিলেন—'হে বিপ্রবর, তুমি পূর্ব্বে নিরন্তর রামনাম জপ করিতে, এখন দেখিতেছি, তুমি নিরন্তর কৃষ্ণনাম জপ করিতেছ, ইহার কারণ কি?' শ্রীমন্মহাপ্রভুর এই প্রশ্ন শ্রবণে ব্রাহ্মণ কহিতে লাগিলেন—'প্রভো, আপনার দর্শন-প্রভাবে আমার জন্মাবধি যে রামনাম জপা স্বভাব হইয়াছিল, তাহা সহসা পরিবর্ত্তিত হইয়া কৃষ্ণ-নাম জপা স্বভাব হইয়া পড়িল। আপনাকে দর্শনমাত্র আমার মুখে যে কৃষ্ণনাম আসিয়া পড়িল, রামনামের পরিবর্ত্তে সেই কৃষ্ণনামই আমার জিহ্বায় বসিয়া গেল। আমি তদবধি কৃষ্ণনাম গ্রহণ করিতেছি। বাল্যকাল হইতে নামের মহিমা-শাস্ত্র সঞ্চয় করা আমার এক স্বভাব আছে, তাহাতে দেখি—পদ্মপুরাণে শ্রীরামচন্দ্রের শতনামস্তোত্রের অষ্টম শ্লোকে 'রাম' শব্দের ব্যুৎপত্তিগত অর্থ এইরূপ কথিত হইয়াছে—

'রমন্তে যোগিনোঽনন্তে সত্যানন্দে চিদাত্মনি।
ইতি রামপদে নামৌ পরংব্রহ্মাভিধীয়তে॥'

[অর্থাৎ 'অনন্ত সত্যানন্দ-চিদাত্মস্বরূপ পরমতত্ত্বে যোগিসকল রমণ (আনন্দ লাভ) করেন। এইজন্যই পরমব্রহ্মবস্তুকে রামনামে অভিহিত করা হয়।']

শ্রীধর স্বামিধৃত মহাভারত উদ্যোগ পর্ব্বের ৭১ অধ্যায়ে ৪র্থ শ্লোকে 'কৃষ্ণ' শব্দের ব্যুৎপত্তিগত অর্থ এইরূপ কথিত হইয়াছে—

'কৃষির্ভূবাচকঃ শব্দো ণশ্চ নির্বৃতিবাচকঃ।
তয়োরৈক্যং পরংব্রহ্ম কৃষ্ণ ইত্যভিধীয়তে॥'

[অর্থাৎ 'কৃষ্ ধাতু ভূ অর্থাৎ আকর্ষক সত্তা-বাচক, ণ-শব্দ নির্বৃতি অর্থাৎ পরমানন্দ-বাচক। কৃষ ধাতুতে ণ প্রত্যয় করিয়া তদুভয়ের ঐক্যে কৃষ্ণ-শব্দে পরমব্রহ্ম প্রতিপাদিত হইয়াছে।']

উপরিউক্ত দুই শ্লোকে রাম ও কৃষ্ণ—এই দুই নামই পরমব্রহ্ম, তাহাতে সমত্ব বর্ত্তমান, তথাপি এই দুই পরব্রহ্ম নামের রসতারতম্য বিচারে কিছু বৈশিষ্ট্য দৃষ্ট হয়।

পদ্মপুরাণে শ্রীরামচন্দ্রের শতনামস্তোত্রে ৯ম শ্লোক ও উত্তরখণ্ডে ৭২ অধ্যায়ে শ্রীবিষ্ণুর সহস্র নামস্তোত্রের শেষ শ্লোক বিচারে দেখা যায়—সহস্র বিষ্ণুনামতুল্য এক রামনাম, যথা—

'রাম রামেতি রামেতি রমে রামে মনোরমে।
সহস্রনামভিস্তুল্যং রামনাম বরাননে॥'

[অর্থাৎ 'রাম, রাম, রাম বলিয়া মনোরম যে রাম-(নাম) তাহাতে আমি রমণ (আনন্দ লাভ) করি। হে বরাননে, একটি রামনাম সহস্র বিষ্ণু-নামের তুল্য।']

আবার ব্রহ্মাণ্ডপুরাণবচন হইতে পাওয়া যায়—তিনবার রামনামতুল্য এক কৃষ্ণনাম, যথা—

'সহস্রনাম্নাং পুণ্যানাং ত্রিরাবৃত্ত্যা তু যৎ ফলম্ ।
একাবৃত্ত্যা তু কৃষ্ণস্য নামৈকং তৎ প্রযচ্ছতি ।।'

[অর্থাৎ "(বিষ্ণুর) পবিত্র সহস্রনাম তিনবার পাঠ করিলে যে ফল হয়, কৃষ্ণনাম একবার উচ্চারণ করিলে সেই ফল দিয়া থাকেন। তাৎপর্য্য এই,— এক রামনাম সহস্র বিষ্ণুনামের তুল্য। সুতরাং তিনবার রামনামের ফল একবার কৃষ্ণনামেই পাওয়া যায়।"]

সুতরাং এই শাস্ত্রবাক্য হইতে কৃষ্ণনামের অপার মহিমা শ্রবণ করা সত্ত্বেও আমি যে তাহা লইতে পারি নাই, হে প্রভো, তাহার কারণ শ্রবণ করুন,—আমার ইষ্টদেব শ্রীশ্রীরামচন্দ্র, তাঁহার নামে আমি সুখ পাই বলিয়া দিবারাত্র রামনাম গাহিতেছিলাম। কিন্তু আপনার দর্শনসৌভাগ্য প্রাপ্তিমাত্র আমার শ্রদ্ধায় যখন কৃষ্ণনাম মহিমা স্বতঃস্ফূর্ত্ত হইল, মুখে কৃষ্ণনাম আসিয়া গেল, তখন জানিলাম—আপনিই সাক্ষাৎ সেই শ্রীকৃষ্ণমূর্ত্তি। কৃষ্ণবিগ্রহই কৃষ্ণনামদানে সমর্থ, তাই আমি এখন নিরন্তর কৃষ্ণনামগানে রত।

'সেই কৃষ্ণ তুমি,—ইহা সাক্ষাৎ নির্দ্ধারিল।
এত কহি বিপ্র প্রভুর চরণে পড়িল ।।'

এইরূপে মহাপ্রভু পরমভক্ত বিপ্রকে কৃপা করিয়া তথা হইতে বৃদ্ধকাশী প্রভৃতি তীর্থদর্শনে চলিলেন।

শ্রীল রূপগোস্বামিপাদ তাঁহার ভক্তিরসামৃতসিন্ধু পূর্ব্ববিভাগ সাধনভক্তিলহরীতে (৩২ শ্লোকে) লিখিয়াছেন—

"সিদ্ধান্ততস্ত্বভেদেঽপি শ্রীশ-কৃষ্ণস্বরূপয়োঃ।
রসেনোৎকৃষ্যতে কৃষ্ণরূপমেষা রসস্থিতিঃ ।।"

অর্থাৎ "নারায়ণ ও কৃষ্ণের স্বরূপদ্বয়ের সিদ্ধান্ততঃ কোন ভেদ নাই, তথাপি শৃঙ্গাররসবিচারে শ্রীকৃষ্ণরূপই রসের দ্বারা উৎকর্ষতা লাভ করিয়াছে। এইরূপেই রসতত্ত্বের সংস্থান হয়।" (রসস্থিতিঃ বলিতে রসস্বভাব—অনুভাষ্য দ্রষ্টব্য)

শ্রীরঙ্গমে শ্রীব্যেঙ্কটভট্টসহ কথা-প্রসঙ্গে মহাপ্রভু কহিতেছেন—শ্রীকৃষ্ণ—স্বয়ং ভগবান্ (ভাঃ ১।৩।৪৮) বা স্বয়ং রূপতত্ত্ব। শ্রীনারায়ণ শ্রীকৃষ্ণেরই বিলাসমূর্ত্তি, এইজন্য শ্রীলক্ষ্মী প্রভৃতির চিত্ত স্বয়ংরূপ শ্রীকৃষ্ণে আকৃষ্ট হয়। কিন্তু বৈকুণ্ঠপতি নারায়ণ ব্রজগোপিকার মন হরণ করিতে পারেন না। নারায়ণের কি কথা, স্বয়ং কৃষ্ণও ব্রজের পৈঠগ্রামে গোপীগণকে পরিহাস করিবার জন্য চতুর্ভুজ নারায়ণরূপে প্রকাশ পাইলেও গোপীগণ তাঁহাতে অনুরক্ত হন নাই। শ্রীনারায়ণে ষাটটি গুণ বিদ্যমান। সেই ষাটটি গুণ কৃষ্ণে আরও নবনবায়মান রসচমৎকারিতা পরিপূর্ণরূপে বিরাজিত থাকার পরও শ্রীকৃষ্ণে আরও চারিটি অসাধারণ গুণ বিরাজমান্, যাহা তাঁহার বিলাসমূর্ত্তি নারায়ণ-স্বরূপে নাই। তাঁহার সর্ব্বাদ্ভুতচমৎকারলীলাসমুদ্রবিশিষ্টতা, অতুল মধুর প্রেমমণ্ডিত প্রিয়মণ্ডলযুক্ততা, ত্রিজগন্মানসাকর্ষি মুরলীগীতপরায়ণতা, চরাচর বিস্ময়কারি সমোর্দ্ধরহিতরূপ শ্রীযুক্ততা অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণে নারায়ণ অপেক্ষা আরও অসমোর্দ্ধ লীলা, প্রেম, বেণু ও রূপমাধুর্য্যচতুষ্টয় থাকায় ঐশ্বর্য্যস্বরূপিণী লক্ষ্মীরও তাঁহাতে স্পৃহা জন্মে অর্থাৎ লক্ষ্মীও তাঁহাতে অনুরক্তা হন। এই সমস্ত সিদ্ধান্ত শ্রবণ করিয়া যাহাতে কাহারও কৃষ্ণ-নারায়ণতত্ত্বে বা সর্ব্বলক্ষ্মীময়ী শ্রীরাধা ও লক্ষ্মীতত্ত্বে কোন ভেদবুদ্ধি না জন্মে, তজ্জন্য মহাপ্রভু স্পষ্ট করিয়া কহিলেন—

'কৃষ্ণ-নারায়ণ যৈছে একই স্বরূপ।
গোপীলক্ষ্মী-ভেদ নাহি হয় একরূপ ।।
একই বিগ্রহে করে নানাকার রূপ।
গোপী-লক্ষ্মী-ভেদ নাহি, জানিহ 'স্বরূপ' ।।
গোপী-দ্বারে লক্ষ্মী করে কৃষ্ণসঙ্গাস্বাদ।
ঈশ্বরত্বে ভেদ মানিলে হয় অপরাধ ।।
এক ঈশ্বর—ভক্তের ধ্যান-অনুরূপ।
একই বিগ্রহে করে নানাকার রূপ ।।"

(লঘুভাগবতামৃতে পূর্ব্বখণ্ডে শ্রীকৃষ্ণের পরাবস্থা-বর্ণনে ধৃত শ্রীনারদপঞ্চরাত্র-বচন—)

'মণির্যথা বিভাগেন নীলপীতাদিভির্যুতঃ।
রূপভেদমবাপ্নোতি ধ্যানভেদাত্তথাচ্যুতঃ ।।'

[অর্থাৎ 'বৈদূর্য্যমণি যেরূপ দ্রব্যান্তর সম্বন্ধস্থিতি-ভেদে নীলপীতাদি বর্ণভেদে দৃষ্ট হইয়া রূপভেদ লাভ করে, সেইরূপ ভক্তভাবানুসারে ধ্যানভেদে এক অদ্বিতীয় অচ্যুতের ধ্যানে পৃথক্ পৃথক্ অবস্থা লক্ষিত হয়।']

শ্রীশ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ তাঁহার অমৃতপ্রবাহ-ভাষ্যে উহার তাৎপর্য্য এইরূপ বর্ণন করিয়াছেন ঃ—

"কৃষ্ণ ও নারায়ণে যেরূপ অভেদ, গোপী ও

লক্ষ্মীতেও সেইরূপ অভেদ,—সর্ব্বলক্ষ্মীময়ী শ্রীরাধিকা একই বিগ্রহে নানাকার রূপ প্রকাশ করেন। গোপী-দ্বারে লক্ষ্মী কৃষ্ণসঙ্গাস্বাদন করিয়া থাকেন অর্থাৎ স্বরূপশক্তি মাধুর্য্যস্বরূপে গোপীদেহে কৃষ্ণসঙ্গাস্বাদ করেন এবং ঐশ্বর্য্যদেহে লক্ষ্মীরূপে নারায়ণসঙ্গাস্বাদন করেন। ঈশ্বরতত্ত্বে ভেদ নাই। ভক্তদিগের ভাব-ভেদে একই চিদ্‌বিগ্রহে নানা আকার ও রূপের ধ্যান-ভেদমাত্র জানিতে হইবে।" —চৈঃ চঃ ম ৯।১০৮-১৫৭ ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য।

শ্রীমন্মহাপ্রভু তাঁহার শিক্ষাষ্টকের ২য় শ্লোকে কহিতেছেন—

"নাম্নামকারি বহুধা নিজসর্ব্বশক্তি-
স্তত্রার্পিতা নিয়মিতঃ স্মরণে ন কালঃ।
এতাদৃশী তব কৃপা ভগবন্মমাপি
দুর্দ্দৈবমীদৃশমিহাজনি নানুরাগঃ॥"

—চৈঃ চঃ অ ২০।১৬

[অর্থাৎ "হে ভগবন্! তোমার নামই জীবের সর্ব্বমঙ্গল বিধান করেন, এইজন্য তোমার কৃষ্ণ, গোবিন্দাদি বহুবিধ নাম তুমি বিস্তার করিয়াছ। সেই নামে তুমি স্বীয় সর্ব্বশক্তি অর্পণ করিয়াছ এবং সেই নাম-স্মরণের কালাদি নিয়ম (বিধি বা বিচার) কর নাই। প্রভো, জীবের পক্ষে এরূপ কৃপা করিয়া তুমি তোমার নামকে সুলভ করিয়াছ, তথাপি আমার নামাপরাধরূপ দুর্দ্দৈব এরূপ করিয়াছে যে, তোমার সুলভ নামে আমার অনুরাগ জন্মিতে দেয় না।"]

—অঃ প্রঃ ভাঃ

শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী ঐ শ্লোকার্থের এইরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন—

"অনেকলোকের বাঞ্ছা অনেক প্রকার।
কৃপাতে করিল অনেক নামের প্রচার॥
খাইতে শুইতে যথা তথা নাম লয়।
কাল দেশ নিয়ম নাহি, সর্ব্বসিদ্ধি হয়॥
সর্ব্বশক্তি নামে দিলা করিয়া বিভাগ।
আমার দুর্দ্দৈব—নামে নাহি অনুরাগ॥"

অতঃপর যেরূপে নাম গ্রহণ করিলে নামে প্রেমোদয় হয়, শ্রীস্বরূপরামরায়কে উপলক্ষ্য করিয়া তাহার লক্ষণশ্লোক কহিতেছেন—

"তৃণাদপি সুনীচেন তরোরিব সহিষ্ণুনা।
অমানিনা মানদেন কীর্ত্তনীয়ঃ সদা হরিঃ॥"

[অর্থাৎ "যিনি তৃণাপেক্ষা আপনাকে ক্ষুদ্রজ্ঞান করেন, যিনি তরুর ন্যায় সহিষ্ণু হন, নিজে মানশূন্য ও অপর লোককে সম্মান প্রদান করেন, তিনিই সদা হরিকীর্ত্তনের অধিকারী।"—চৈঃ চঃ আ ১৭।৩১]

শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী ঐ শ্লোকের ব্যাখ্যায় লিখিতেছেন—

'উত্তম হঞা আপনাকে মানে তৃণসম।
দুইপ্রকারে সহিষ্ণুতা করে রক্ষসম॥
বৃক্ষ যেন কাটিলেহ কিছু না বোলয়।
শুকাইয়া মৈলেহ কারে পানী না মাগয়॥
যেই যে মাগয়ে তা'রে দেয় আপন ধন।
ঘর্ম্ম বৃষ্টি সহে, আনের করয়ে রক্ষণ॥
উত্তম হঞা বৈষ্ণব হবে নিরভিমান।
জীবে সম্মান দিবে জানি কৃষ্ণ অধিষ্ঠান॥
এইমত হঞা যেই কৃষ্ণনাম লয়।
শ্রীকৃষ্ণচরণে তাঁর প্রেম উপজয়॥'

—চৈঃ চঃ অ ২০।২২-২৬

সেই প্রেমিক ভক্তের লক্ষণও এইরূপ জানাইতে-ছেন—

'প্রেমের স্বভাব,—যাঁহা প্রেমের সম্বন্ধ।
সেই মানে,—'কৃষ্ণে মোর নাহি ভক্তিগন্ধ'॥'

—ঐ ২০।২৮

সুতরাং উপরিউক্ত ঐ চারিগুণে গুণী হইয়া কৃষ্ণ-নাম গ্রহণ করিতে না পারিলে কৃষ্ণপদে প্রেমধন পাওয়া যাইবে না, আবার প্রেমের স্বভাবও এইরূপ যে, যাঁহাতে প্রেমের কোনপ্রকার সম্বন্ধ গন্ধমাত্রও থাকিবে, তাঁহাতে কোনপ্রকার দম্ভ অহঙ্কার থাকিবে না, নিজেকে প্রেমিকভক্ত বলিয়া জাহির করিবারও কোন চেষ্টা থাকিবে না। তিনি সুনীচত্ব, সহিষ্ণুত্ব, অমানিত্ব ও মানদত্ব—এই চারিগুণে গুণী হইয়া সর্ব্বদা নাম গ্রহণ করিবেন, যথালাভে সন্তুষ্ট থাকি-বেন। এইরূপ আচার-পরায়ণ হইলে তিনি অবশ্যই অচিরে কৃষ্ণপাদপদ্মে প্রেমসম্পদ্ লাভের সৌভাগ্যবরণ করিবেন। শ্রীমন্মহাপ্রভু আমাদিগকে যেভাবে নাম-গ্রহণ করিবার উপদেশ করিতেছেন, সেইভাবে নাম-গ্রহণ করিবার চেষ্টা না করিলে শ্রীনামের মাহাত্ম্য কি করিয়া উপলব্ধি করিব ?

শ্রীগৌরপার্ষদ ও গৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্যগণের সংক্ষিপ্ত চরিতামৃত

[ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ]

(৪৩)

শ্রীপরমানন্দ পুরী

যিনি শ্রীকৃষ্ণলীলায় শ্রীউদ্ধব, তিনিই শ্রীপরমানন্দ পুরীরূপে অবতীর্ণ হইয়া গৌরলীলার পুষ্টিবিধান করিয়াছেন। 'পুরী পরমানন্দো য আসীদুদ্ধবঃ পুরা' —গৌরগণোদ্দেশ ১১৮ শ্লোক। শ্রীল পরমানন্দ পুরীপাদের পিতা-মাতার, তাঁহার আবির্ভাব ও তিরোভাব সন-তিথি অপরিজ্ঞাত। তিনি ত্রিহুতদেশে* আবির্ভূত হইয়াছিলেন, এইরূপ জ্ঞাত হওয়া যায়। শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ 'ত্রিহুত-দেশোৎপন্ন বিপ্র' এইরূপভাবে তাঁহার পূর্ব্ব পরিচয় প্রদান করিয়াছেন। ইঁহার দীক্ষাগুরু শ্রীল মাধবেন্দ্র পুরীপাদ। শ্রীমাধবেন্দ্র পুরীপাদের সম্বন্ধ ধারণ করায় ইনি শ্রীমন্মহাপ্রভুর পরম প্রিয় ও মর্য্যাদার পাত্র হইয়াছিলেন। শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত আদিলীলা নবম পরিচ্ছেদে শ্রীল পরমানন্দ পুরীকে ভক্তিকল্পতরুর মধ্যমূলরূপে বর্ণন করিয়াছেন। ভক্তিকল্পতরুর প্রথম অঙ্কুর শ্রীল মাধবেন্দ্র পুরীপাদ, পুষ্ট দ্বিতীয় অঙ্কুর শ্রীঈশ্বরপুরী-পাদ, শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু উঁহার স্কন্ধ, পরমানন্দ পুরী —কেশব ভারতী—ব্রহ্মানন্দপুরী—ব্রহ্মানন্দ ভারতী —বিষ্ণুপুরী—কেশবপুরী—কৃষ্ণানন্দ পুরী—নৃসিংহ-তীর্থ—সুখানন্দপুরী এই নয়টী মূল 'ভক্তিকল্পতরু'কে নিশ্চল করিয়াছেন। এই নয়টী মূলের মধ্যমূল শ্রীপরমানন্দ পুরী। এখানে পরমরহস্য এই স্বয়ং ভগবান্ শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু মালী হইয়াও তাঁহার অচিন্ত্যশক্তিপ্রভাবে 'ভক্তিকল্পতরু'র স্কন্ধ হইয়াছেন।

> মধ্যমূল পরমানন্দ পুরী মহাধীর।
> এই নবমূলে বৃক্ষ করিল সুস্থির ॥
>
> —চৈঃ চঃ আ ৯।১৬

শ্রীমন্মহাপ্রভু নীলাচল হইতে 'কৃষ্ণদাস' বিপ্রসহ দক্ষিণভারত ভ্রমণে বহির্গত হইয়া কূর্ম্মস্থান, জিয়ড়-নৃসিংহ, বিদ্যানগর (রায় রামানন্দের সহিত মিলন স্থান), গৌতমীগঙ্গা, মল্লিকার্জ্জুন, অহোবল নৃসিংহ, সিদ্ধবট, স্কন্দক্ষেত্র, ত্রিমঠ, বৃদ্ধকাশী, বৌদ্ধস্থান, ত্রিপতি, ত্রিমল্ল, পানানৃসিংহ, শিবকাঞ্চী, বিষ্ণুকাঞ্চী, ত্রিকালহস্তী, বৃদ্ধকোল, শিয়ালী-ভৈরবী, কাবেরীতীর, কুম্ভকর্ণকপাল, শ্রীরঙ্গক্ষেত্র (সপরিবার শ্রীব্যেঙ্কট-ভট্টকে কৃষ্ণভক্তি প্রদান স্থান) দর্শনান্তে যখন ঋষভ পর্ব্বতে† আসিয়া পেঁৗছিলেন, তখন তাঁহার সহিত শ্রীপরমানন্দ পুরীর প্রথম সাক্ষাৎকার হয়। শ্রীপরমানন্দ পুরী ঋষভ পর্ব্বতে চাতুর্ম্মাস্য ব্রত পালন করিতেছিলেন। শ্রীমন্মহাপ্রভু তথায় উপনীত হইয়া শ্রীপরমানন্দ পুরীর পাদপদ্ম বন্দনা করিলে, পুরী গোস্বামী পরম প্রীত হইয়া তাঁহাকে আলিঙ্গন করিলেন। তিন দিন কৃষ্ণকথা আলাপের পর পুরী গোস্বামী পুরুষোত্তমধাম দর্শনান্তে গৌড়ে গঙ্গাস্নানে যাইবার অভিপ্রায় ব্যক্ত করিলে মহাপ্রভু গৌড়দেশ হইতে তাঁহাকে পুনঃ নীলাচলে আসিবার জন্য প্রার্থনা জানাইলেন। মহাপ্রভুর ইচ্ছা সেতুবন্ধ হইতে সত্বর পুরীতে ফিরিয়া তাঁহার সহিত মিলিত হইবেন।

> "পুরী গোসাঞি বলে—আমি যাব পুরুষোত্তমে।
> পুরুষোত্তম দেখি' গৌড়ে যাব গঙ্গাস্নানে ॥
> প্রভু কহে, তুমি পুনঃ আইস নীলাচলে।
> আমি সেতুবন্ধ হৈতে আসিব অল্পকালে ॥
> তোমার নিকটে রহি, হেন বাঞ্ছা হয়।
> নীলাচলে আসিবে মোরে হঞা সদয় ॥"
>
> —চৈঃ চঃ ম ৯।১৭১-১৭৩

শ্রীমন্মহাপ্রভুর দক্ষিণভারত হইতে নীলাচলে প্রত্যাবর্ত্তন সংবাদ শ্রীমন্মহাপ্রভুর ইচ্ছাক্রমে শ্রীনিত্যা-

---

* ত্রিহুত ঃ—মুজঃফরপুর, দ্বারভাঙ্গা, ছাপরা প্রভৃতি জেলা ত্রিহুতের অন্তর্গত। সুতরাং ত্রিহুত বিহার প্রদেশের মধ্যে।

† ঋষভ পর্ব্বত—'দক্ষিণ কর্ণাটে মাদুরা-জিলার একপ্রান্তে। মাদুরার ১২ মাইল উত্তরে 'আনাগড়মলয় পর্ব্বত' কুট-কাচলের উপবনে যে-স্থলে ঋষভদেব দাবানলের দ্বারা ভস্মীভূত হইয়াছিলেন। ইহা এক্ষণে 'পাল্‌নি হিল' নামে খ্যাত।' —শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী
স্থানীয় নাম—বরাহপর্ব্বত।

নন্দ-শ্রীজগদানন্দাদি ভক্তগণ কর্ত্তৃক প্রেরিত হইয়া কালাকৃষ্ণদাস নবদ্বীপে আসিয়া শচীমাতা ও অন্যান্য ভক্তগণকে প্রদান করিলে গৌরভক্তগণ পরমানন্দিত হইলেন। শ্রীশচীমাতার অনুমতিক্রমে শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্যাদি ভক্তগণ নীলাচলে যাইতে উদ্যোগী হইলেন। এমন সময় দক্ষিণ হইতে শ্রীপরমানন্দ পুরী গঙ্গাতীরে তীরে চলিয়া তথায় আসিয়া পৌঁছিলেন। তিনি শ্রীমায়াপুরে শ্রীশচীমাতার গৃহে অবস্থান করিলেন। শচীমাতাও অত্যন্ত প্রীতিভরে তাঁহাকে ভোজন করাইলেন। পরমানন্দ পুরী তথায় কালাকৃষ্ণদাসের নিকট শ্রীমন্মহাপ্রভুর পুরীতে প্রত্যাগমন সংবাদ জানিতে পারিলেন। শ্রীমন্মহাপ্রভুর সহিত মিলিত হইবার জন্য উৎকণ্ঠিত হইয়া মহাপ্রভুর ভক্ত দ্বিজ কমলাকান্তকে সঙ্গে লইয়া শ্রীপরমানন্দ পুরী গৌড়দেশ হইতে শীঘ্র পুরীতে চলিয়া আসিলেন। মহাপ্রভু পুরীর চরণ বন্দনা করিলে প্রেমাবিষ্ট হইয়া তিনি মহাপ্রভুকে আলিঙ্গন করিলেন। উভয়ে উভয়ের সঙ্গলাভেচ্ছা এইরূপভাবে জ্ঞাপন করিলেন ঃ—

প্রভু কহে, তোমা সঙ্গে রহিতে বাঞ্ছা হয়।
মোরে কৃপা করি কর নীলাদ্রি আশ্রয় ॥
পুরী কহে,—তোমা সঙ্গে রহিতে বাঞ্ছা করি।
গৌড় হৈতে চলি' আইলাঙ নীলাচল-পুরী ॥

—চৈঃ চঃ ম ১০।৯৭-৯৮

শ্রীমন্মহাপ্রভু কাশীমিশ্রভবনে একটী নিভৃতঘরে পরমানন্দ পুরীর আবাসস্থান নির্দ্দেশ করিলেন এবং তাঁহার সেবার জন্য একটী সেবকের ব্যবস্থা করিয়া দিলেন। চাতুর্ম্মাস্যকালে মহাপ্রভুর পার্ষদভক্তগণের মধ্যে যাঁহারা নিত্য তাঁহার সন্নিধানে অবস্থান করিতেন, তাঁহাদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন শ্রীপরমানন্দ পুরী।

শ্রীপরমানন্দ পুরী শ্রীমন্মহাপ্রভুর কতটা প্রিয়পাত্র ছিলেন, তাহা শ্রীবৃন্দাবনদাস ঠাকুর লিখিত শ্রীচৈতন্য ভাগবতপাঠে জানা যায়।

"দূরে প্রভু—দেখিয়া পরমানন্দপুরী।
সম্ভ্রমে উঠিলা প্রভু গৌরাঙ্গ শ্রীহরি ॥
প্রিয় ভক্ত দেখি' প্রভু পরম-হরিষে।
স্তুতি করি' নৃত্য করে মহা প্রেম-রসে ॥
বাহু তুলি' বলিতে লাগিলা "হরি হরি।
দেখিলাম নয়নে পরমানন্দপুরী ॥
আজি ধন্য লোচন, সফল ধন্য জন্ম।
সফল আমার আজি হৈল সর্ব্বধর্ম্ম ॥"
প্রভু বলে,—'আজি মোর সফল সন্ন্যাস।
আজি মাধবেন্দ্র মোরে হইলা প্রকাশ ॥"
এত বলি' প্রিয়ভক্ত লই' প্রভু কোলে।
সিঞ্চিলেন অঙ্গ তা'ন পদ্মনেত্রজলে ॥
পুরীও প্রভুর চন্দ্রশ্রীমুখ দেখিয়া।
আনন্দে আছেন আত্ম-বিস্মৃত হইয়া ॥
কতক্ষণে অন্যোহন্যে করেন পরণাম।
পরমানন্দ পুরী—চৈতন্যের প্রেমধাম ॥"

—চৈঃ ভাঃ অ ৩।১৬৮-১৭৫

যত প্রীতি ঈশ্বরের পুরী গোসাঞিরে।
দামোদরস্বরূপেরে তত প্রীতি করে ॥

—চৈঃ ভাঃ অ ১০।৪২

সন্ন্যাসীর মধ্যে ঈশ্বরের প্রিয়পাত্র।
আর নাহি, এক পুরী গোসাই সে মাত্র ॥
দামোদরস্বরূপ, পরমানন্দ পুরী।
সন্ন্যাসি-পার্ষদে এই দুই অধিকারী ॥
নিরবধি নিকটে থাকেন দুইজন।
প্রভুর সন্ন্যাসে করে দণ্ডের গ্রহণ ॥
পুরী ধ্যানপর, দামোদরের কীর্ত্তন।
ন্যাসিরূপে ন্যাসি-দেহে বাহু দুইজন ॥

—চৈঃ ভাঃ অ ১০।৪৬-৪৯

শ্রীমন্মহাপ্রভু ছোট হরিদাসকে প্রকৃতিসম্ভাষণহেতু পরিত্যাগ ও নিজগৃহে প্রবেশ করিতে নিষেধ করিয়াছিলেন। হরিদাস তজ্জন্য দুঃখী হইয়া তিনদিন উপবাসী ছিলেন। স্বরূপদামোদরাদি ভক্তগণ তাঁহার প্রতি সদয় হইবার জন্য পুনঃ পুনঃ নিবেদন করিলেও মহাপ্রভু তাঁহার আদেশকে প্রত্যাহার করেন নাই, তীব্র ভর্ৎসনাই করিয়াছিলেন। মহাপ্রভুর দর্শন না পাইলে ছোট হরিদাস প্রাণত্যাগ করিবেন এইরূপ সঙ্কল্পের বিষয় অবগত হইয়া ভক্তগণ হরিদাসের অপরাধকে মার্জ্জনার জন্য মহাপ্রভুর নিকট নিবেদন করিতে সর্ব্বশেষে শ্রীপরমানন্দ পুরীকে প্রার্থনা জ্ঞাপন করিলেন। শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীল গুরুদেবের গুরুভ্রাতারূপে পরমানন্দ পুরীকে গুরুবৎ পূজ্যবুদ্ধি করিতেন।

ছোট হরিদাসের জন্য পরমানন্দ পুরী নিবেদন করিলে মহাপ্রভু উহা মানিয়া লইবেন ভক্তগণের এইরূপ ভরসা ছিল। মহাপ্রভু পরমানন্দ পুরীর বাক্যকে অমর্য্যাদা না করিয়া হরিদাসকে গৃহে প্রবেশের আদেশ দিয়া নিজে স্বয়ং আলালনাথে যাইবার জন্য প্রস্তুত হইলেন। মহাপ্রভু চলিয়া যাইতেছেন দেখিয়া শ্রীপরমানন্দ পুরী অপ্রস্তুত হইয়া মহাপ্রভুকে পুনঃ বুঝাইয়া তাঁহার আলালনাথে গমন নিবৃত্ত করিলেন এবং বলিলেন ঈশ্বর স্বতন্ত্র, তাঁহার ইচ্ছাতে প্রতিবন্ধকতা করা সমীচীন নহে। গুরুদেবের গুরুভ্রাতা গুরুবৎ পূজ্য, ইহা শ্রীমন্মহাপ্রভু আচরণমুখে শিক্ষা দিলেন। গুরুবর্গের অমর্য্যাদা করা অত্যন্ত ভক্তি-প্রতিকূল। 'মর্য্যাদালঙ্ঘন আমি না পারোঁ সহিতে।'
—চৈঃ চঃ আ ৪।১৬৬

শ্রীপুরুষোত্তমধামে শ্রীগুণ্ডিচামন্দির মার্জ্জনলীলা, শ্রীরথযাত্রা উৎসব, শ্রীনরেন্দ্র-সরোবরে জলকেলি—প্রায় সমস্ত লীলাতেই শ্রীপরমানন্দ পুরী শ্রীমন্মহাপ্রভুর সঙ্গী হইয়াছিলেন। শ্রীল হরিদাস ঠাকুরের নির্য্যাণ উৎসবেও তিনি উপস্থিত ছিলেন। শ্রীরথযাত্রার পরে গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণ গৌড়দেশে প্রত্যাবর্ত্তন করিলে শ্রীসার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য শ্রীমন্মহাপ্রভুকে এবং স্বরূপ-দামোদর, শ্রীপরমানন্দ পুরী আদি দশজন সন্ন্যাসীকে* নিজগৃহে নিমন্ত্রণ করিয়া একমাস ধরিয়া ভোজন করাইয়াছিলেন. তন্মধ্যে পাঁচদিন নিমন্ত্রণ করিয়া পরমপ্রীতি সহকারে বিচিত্র মহাপ্রসাদের দ্বারা পরমানন্দ পুরীর সেবাবিধান করিয়াছিলেন। শ্রী-গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণ এবং পুরীবাসী ভক্তবৃন্দ সকলেই শ্রীপরমানন্দ পুরীকে পূজ্যবুদ্ধিতে মর্য্যাদা প্রদান করিতেন। শ্রীমন্মহাপ্রভু রথযাত্রাকালে সর্ব্বাগ্রে শ্রীপরমানন্দ পুরী, শ্রীব্রহ্মানন্দ ভারতী প্রভৃতি গুরু-বর্গের মস্তকে চন্দন লেপন করিয়া মর্য্যাদা প্রদর্শন করিয়াছিলেন এবং গুণ্ডিচামন্দির মার্জ্জনলীলায় পরমানন্দ পুরী আদি গুরুবর্গকে জল আনয়নকার্য্যে নিযুক্ত করেন নাই, ভক্তগণ কর্ত্তৃক আনীত জলের দ্বারা শ্রীমন্মহাপ্রভু এবং গুরুবর্গ গুণ্ডিচামন্দির ধৌত-কার্য্যে একই সঙ্গে নিযুক্ত হইয়াছিলেন।

পরমানন্দ পুরী আর ভারতী ব্রহ্মানন্দ।
শ্রীহস্তের চন্দন পাঞা বাড়িল আনন্দ ॥
অদ্বৈত-আচার্য্য, আর প্রভু নিত্যানন্দ।
শ্রীহস্তস্পর্শে দুঁহার হইল আনন্দ ॥
—চৈঃ চঃ ম ১৩।৩০-৩১

নিত্যানন্দ, অদ্বৈত, স্বরূপ. ভারতী, পুরী।
ইঁহা বিনা আর সব আনে জলভরি ॥
—চৈঃ চঃ ম ১২।১০৯

শ্রীচৈতন্যলীলার ব্যাস শ্রীল বৃন্দাবনদাস ঠাকুর তাঁহার রচিত শ্রীচৈতন্যভাগবত গ্রন্থে অন্ত্যখণ্ড তৃতীয় অধ্যায়ে শ্রীপরমানন্দ পুরীর মহিমা এবং তাঁহার কূপের মহিমা অতি সুন্দরভাবে বর্ণন করিয়াছেন। শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুর শ্রীপরমানন্দ পুরীর কূপ সম্বন্ধে চৈতন্যভাগবতে তাঁহার ভাষ্যে এইরূপ লিখিয়াছেন—'শ্রীজগন্নাথ মন্দিরের পশ্চিমের রাস্তার কিয়দ্দুরে অবস্থিত কূপটি। শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর এই কূপটি নির্দ্দেশ করিয়া দিয়াছেন। উহার নিকটেই পুলিশষ্টেশন।' শ্রীকৃষ্ণলীলায় শ্রীকৃষ্ণ নিজসখা অর্জ্জুনের সহিত যেরূপ অত্যন্ত প্রীতিভরে আলাপ আলোচনা করিতেন, তদ্রূপ শ্রীমন্মহাপ্রভু পরমানন্দ পুরীর সহিত কৃষ্ণকথা প্রসঙ্গে দিনাতিপাত করিতেন। শ্রীপুরী গোস্বামী কূপের জল ভাল নহে ইহা অন্তর্য্যামিসূত্রে এবং পরে পুরী গোঁসাইর নিকট সাক্ষাদ্ভাবে জানিয়া শ্রীমন্মহাপ্রভু দুঃখিত হইলেন। পুরী গোঁসাইর কূপের জল স্পর্শ করিলে সকল জীব সর্ব্বপাপ হইতে মুক্ত হইবে, ইহা জানিতে পারিয়াই শ্রীজগন্নাথদেব কূপের জলকে কর্দ্দমাক্ত করিয়াছেন, যাহাতে সেই জল কেহ স্পর্শ ও পান করিতে ইচ্ছা না করে। সহজে পাপ হইতে মুক্তির উপায়ের সুযোগ না দিয়া শ্রীজগন্নাথদেব মায়াসৃষ্টি ও কৃপণতা প্রদর্শন করিয়াছেন। এইজন্য শ্রীজগন্নাথের অভিন্নস্বরূপ শ্রীমন্ মহাপ্রভু দুইহস্ত উত্তোলনপূর্ব্বক জীবের প্রতি কৃপা

* দশজন সন্ন্যাসী ঃ—(১) পরমানন্দ পুরী, (২) দামোদর-স্বরূপ, (৩) ব্রহ্মানন্দপুরী, (৪) ব্রহ্মানন্দ ভারতী, (৫) বিষ্ণুপুরী, (৬) কেশবপুরী, (৭) কৃষ্ণানন্দপুরী, (৮) নৃসিংহ-তীর্থ, (৯) সুখানন্দপুরী ও (১০) সত্যানন্দ ভারতী। এক মাস নিমন্ত্রণে শ্রীমন্মহাপ্রভুকে পাঁচদিন, শ্রীপরমানন্দ পুরীকে পাঁচদিন, স্বরূপদামোদরকে চারদিন ও অন্যান্য আটজন সন্ন্যাসীকে দুইদিন করিয়া সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য ভিক্ষা করাইয়াছিলেন।

প্রদর্শনের জন্য শ্রীজগন্নাথের নিকট এই প্রার্থনা জ্ঞাপনের লীলা প্রদর্শন করিলেন—

'জগন্নাথ মহাপ্রভু, মোরে এই বর।
গঙ্গা প্রবেশুক এই কূপের ভিতর ।।
ভোগবতী গঙ্গা যে আছেন পাতালেতে।
তা'রে আজ্ঞা কর এই কূপে প্রবেশিতে ।।'

শ্রীমন্মহাপ্রভুর এইপ্রকার করুণাপূর্ণ মধুর বাক্য শুনিয়া ভক্তগণ আনন্দে উচ্চৈঃস্বরে হরিধ্বনি করিলেন। শ্রীমন্মহাপ্রভুর আদেশ শিরোধার্য্য করিয়া গঙ্গাদেবী কূপেতে প্রবিষ্ট হইলেন। পরদিন প্রভাতে কূপটী পরম নির্ম্মলজলে পরিপূরিত হইয়াছে দেখিয়া ভক্তগণ আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন। শ্রীপরমানন্দ পুরীও কূপেতে নির্ম্মল জল দেখিয়া পরমানন্দ লাভ করিলেন। শ্রীমন্মহাপ্রভু পুরী গোস্বামীর কূপের মহিমা বর্ণনমুখে বলিলেন, এই কূপের জলে যে স্নান করিবে ও কূপের জল যে পান করিবে সে গঙ্গাস্নানফল ও কৃষ্ণভক্তি লাভ করিবে। মহাপ্রভু স্বয়ং কূপের জলে স্নান ও কূপের জল পান করিলেন। ভক্ত যেরূপ ভগবানের মহিমা কীর্ত্তন করিয়া থাকেন, ভগবান্‌ও তদ্রূপ ভক্তের মহিমা কীর্ত্তন ও বর্দ্ধন করেন। ভগবদ্বিমুখ জীব ভক্তের মহিমা জানিতে অসমর্থ। ভক্তের সঙ্গ ও কৃপা ব্যতীত জীবের মঙ্গল নাই, ইহা জানিয়াই করুণাময় ভগবান্ ভক্তের মহিমা জ্ঞাপন করিয়া থাকেন।

প্রভু বলে, 'আমি যে আছিয়ে পৃথিবীতে।
জানিহ কেবল পুরী গোসাঞির প্রীতে ।।
পুরী গোসাঞির আমি—নাহিক অন্যথা।
পুরী বেচিলেও আমি বিকাই সর্ব্বথা ।।
সকৃৎ যে দেখে পুরী গোসাঞিরে মাত্র।
সেই হইবেক শ্রীকৃষ্ণের প্রেমপাত্র ।।

—চৈঃ ভাঃ অ ৩।২৫৫-২৫৭

শ্রীগৌড়ীয় বৈষ্ণবঅভিধানে এইরূপ লিখিত আছে—শ্রীপরমানন্দ পুরী 'গোবিন্দবিজয়' নামক গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন।

ON DEEPABALI

[Swami B. H. Mangal Maharaj]

Deepabali awakens me from the deep long sleep in the nasty bed of 'Maya'—the nescience to the state of clear awakening wherefrom I extend welcome to my beloved Lord SriKrishna in his 'Maryada-Purusottam' (God in the role of an ideal man) pastime as Lord Rama with innumerable deepaks (lamps) on His happy return to Ayodhya after fourteen years of exile with His loving consort Sitadevi and brother Lakshman. May it be also my proud privilege to extend that deepabali to the greatest devotee Hanuman, all other devotees of God and to those who are still in the bed of ignorance to arise to welcome Lord Rama with warmest and heartiest reception on His arrival.

Love Begets Love. Nature of love is to get the lover and the beloved together even after playing various kinds of tragedies. Two kinds of ingredients are seen in pure love—tragedy and comedy. One complements the other for nourishment of love. Another main symtom in love is, both lover and the beloved act as waiters to each other. So, delight is relished in love in union.

Now the point is God is imbued with innumerable potencies out of which jiva-potency is very close to Him. But under some providence when jivas come under 'Maya'-the nescience and pass through various kinds of problems being averse to God, ultimately the same providence guides him towards God, when God is also seen waiting ardently to receive him. After a great lapse of time when Bhagawan and His potency get together at the same mood to receive each other, the

ecstatic mood that develops therein between the devotee and the Devoted is called love. Pure love is not motivated by anything else but love only. This love-dominating area is called 'Vaikuntha'—the Transcendental Realm or the Abode of God and His pure devotees. The pure love is always selfless. This cosmic domain is full of selfishness. So, there is no love in this domain but it is full with lust, anger, greed, fascination, pride and jealousy only. So, this sense perceptive Viswa-(Universe) is like a cell or dungeon for jiva-souls averse to God. This Viswa is not the real Viswa where Viswanath (Lord of Viswa) lives in, but this is called 'Prativiswa' i.e. the real Viswa reflected in 'Maya' (nescience) to catch or allure aversed Jiva-Souls to get them segregated from Vaikuntha where real Viswa is visualized.

Bhagawan Krishna takes His lucid descents to this cosmic world and makes His charming pastimes to attract the attention of jiva-souls, especially the human beings who are called the topmost of creation, to get them back towards Him.

Sree Rama-Leela is one of the innumerable pastimes of Lord Krishna which was played in Ayodhya during 'Treta-yuga' in India with His own associates. There it was seen in one part of the Leela, that all His associates were waiting ardently to receive Him after fourteen years of His exile. The particular day of extending welcome to God Ramchandra is called 'Deepabali' which means innumerable 'Deepaks' (Lamps) are being lighted for decorating Ayodhyadham with individual houses of all devotees all over India to pay respects to Sree Rama on His happy return to Sree Ayodhya.

In this connection we may recall to our memory that only those sincere waiters like blessed Sabari (Vilani), Bharat and all inhabitants of Ayodhya enjoyed the fullest aspect of divine-love or the ecstatic bliss after meeting Sree Rama. From the social point of view, Sabari was a mere vilani—untouchable, inauspicious woman. But as she was a sincere waiter for God, as advised by her Gurudev Matanga Muni, with her celibate character all along she was not neglected by Sree Rama, but was counted as full-fledged associate of His Lordship.

Bhakti (Devotion to God) is not in anytime conditioned by any cosmic boundary, by any ritual or by any nationality, but it is all pervading. It pervades all sentients and insentients for all times. Bhakti is the innate nature of all jiva-souls. But that cannot be felt in Jiva-Soul in his conditioned state, being misdirected by the providence for achieving cosmic interest undergoing re-birth process with various kinds of pains. It (Bhakti) can be cultivated amongst groups or individuals by hearing and chanting the glories of Lord Vishnu as depicted in the Vedic-lore scriptures like The Geeta, The Bhagwatam etc. in the holy company of genuine devotees who feel nectre in chanting the Divine Names of the Lord like 'Krishna', 'Govinda', 'Rama', 'Narayana' etc or "Hare Krishna Hare Krishna Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama Hare Rama Rama Rama Hare Hare"—the Mahamantra specified for Kali-yuga. By chanting the Divine Name 'Rama' as advised by Sree Naradmuni, Ratnakar, the great decoit, became the greatest Valmikimuni, the compiler of Sree Ramayana, one of the greatest epics of the Hindu culture which promises all kinds of welfare to the human society at large for all times to come to achieve divine love thereby extending that to all, great and small, by making the universe full with joy.

Our life is not a fraction but a complete whole with Sree Rama. So, by glorifving Lord Rama one's own self and all will be glorified.

Jai Rama Sree Rama Jai Jai Rama
Jai Rama Sree Rama Jai Jai Rama.

পাঞ্জাব, উত্তরপ্রদেশ ও হিমাচল প্রদেশে শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠের প্রচারকবৃন্দ

লুধিয়ানা (পাঞ্জাব) ঃ—লুধিয়ানা নিউ মডেল টাউনস্থিত শ্রীসনাতন ধর্ম্মমন্দিরের সভাপতি, সম্পাদক ও সদস্যগণের, শ্রীরাকেশ কাপুর প্রভৃতি স্থানীয় বিশিষ্ট ব্যক্তিগণের এবং শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠাশ্রিত গৃহস্থ ভক্ত শ্রীজগন্নাথ দাসাধিকারীর (শ্রীজাগীর দাস কোচ-রের) বিশেষ আহ্বানে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিললিত গিরি মহারাজ, শ্রীমঠের সম্পাদক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিবিজ্ঞান ভারতী মহারাজ, সহ-সম্পাদক ত্রিদণ্ডি-স্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রসাদ পুরী মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসর্ব্বস্ব নিষ্কিঞ্চন মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবান্ধব জনার্দ্দন মহারাজ—ত্রিদণ্ডিযতিবৃন্দ এবং শ্রীমদনমোহন দাস বাবাজী মহারাজ, শ্রীপরেশা-নুভব ব্রহ্মচারী, শ্রীসচ্চিদানন্দ ব্রহ্মচারী, শ্রীমথুরা-প্রসাদ ব্রহ্মচারী, শ্রীরাম ব্রহ্মচারী, শ্রীঅনন্তরাম ব্রহ্ম-চারী, শ্রীবৈকুণ্ঠদাস ব্রহ্মচারী, শ্রীচিদ্ঘনানন্দ দাস ব্রহ্মচারী, শ্রীভগবান্ দাস ও শ্রীতারক রায়—ব্রহ্মচারী ও গৃহস্থ ভক্তবৃন্দ, লুধিয়ানার ভক্তগণ প্রেরিত মিনি-বাসে ও কারে, গত ১৮ চৈত্র, ১লা এপ্রিল শুক্রবার অপরাহ্ণ ৪ ঘটিকায় চণ্ডীগড় মঠ হইতে যাত্রা করতঃ উক্তদিবস সন্ধ্যা ৭ ঘটিকায় লুধিয়ানা নিউ মডেল টাউনস্থিত নির্দ্দিষ্ট নিবাসস্থান শ্রীসনাতন ধর্ম্মমন্দিরে আসিয়া শুভ পদার্পণ করিলে স্থানীয় ভক্তগণ কর্ত্তৃক সম্বর্দ্ধিত হন। ২ এপ্রিল (১৯৮৮) শনিবার হইতে ৫ এপ্রিল মঙ্গলবার পর্য্যন্ত দিবসচতুষ্টয়ব্যাপী ধর্ম্মা-নুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন ডিস্ট্রিক্ট কমিশনার এস্-এস্ বরাড়। প্রত্যহ প্রাতে ৯ ঘটিকা হইতে ১০-৩০ ঘটিকা এবং রাত্রিতে ৭ ঘটিকা হইতে ১০ ঘটিকা পর্য্যন্ত ধর্ম্মসম্মেলনের অধিবেশনে ভাষণ প্রদান করেন ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিজ্ঞান ভারতী মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিললিত গিরি মহারাজ, ত্রিদণ্ডি-স্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রসাদ পুরী মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসর্ব্বস্ব নিষ্কিঞ্চন মহারাজ ও ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবান্ধব জনার্দ্দন মহারাজ। পাঞ্জাবের পরিস্থিতি অত্যন্ত অশান্ত হইলেও ভক্তগণ বিপুল সংখ্যায় ধর্ম্মসম্মেলনে যোগ দেন। ৩ এপ্রিল রবিবার পূর্ব্বাহ্ণ ১১ ঘটিকায় শ্রীসনাতন ধর্ম্মমন্দির হইতে বিরাট সংকীর্ত্তন শোভাযাত্রা বাহির হইয়া নিউ মডেল টাউনের মুখ্য মুখ্য রাস্তা পরিভ্রমণ করে। সভার আ দি ও অন্তে সংকীর্ত্তনে, নগরসংকীর্ত্তন শোভাযাত্রায় নৃত্যকীর্ত্তনে ও মৃদঙ্গবাদনে এবং রন্ধন-পরিবেশনাদি সেবায় ব্রহ্মচারী ও গৃহস্থ ভক্তগণের হার্দ্দী সেবা-প্রচেষ্টা খুবই প্রশংসনীয়। স্থানীয় গৃহস্থ ভক্ত শ্রীজগন্নাথ দাসাধিকারী শ্রীচৈতন্যবাণী প্রচারে অক্লান্ত পরিশ্রম ও যত্ন করিয়া সাধুগণের আশীর্ব্বাদভাজন হইয়াছেন।

জলন্ধর (পাঞ্জাব) ঃ—শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠের বিশিষ্ট ত্রিদণ্ডিযতি এবং ব্রহ্মচারিগণ সদলবলে ২৩ চৈত্র, ৬ এপ্রিল বুধবার মধ্যাহ্নে লুধিয়ানা হইতে মিনি বাসযোগে রওনা হইয়া অপরাহ্ণ ৩ ঘটিকায় জলন্ধরে প্রতাপবাগস্থ শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভু-রাধামাধব মন্দিরে আসিয়া শুভ পদার্পণ করেন। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠাতা নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী মহারাজ বিষ্ণুপাদের শ্রীচরণাশ্রিত শিষ্য গৃহস্থ ভক্তগণের উদ্যোগে ও সহা-য়তায় এবং শ্রীমৎ অতুলকৃষ্ণ গোস্বামীর আশ্রিত শিষ্য শ্রীগৌড়ীয় বৈষ্ণবগণের সহায়তায় উপরিউক্ত শ্রীচৈতন্য-মহাপ্রভু-রাধামাধবমন্দির জলন্ধরে গত বৎসর প্রতি-ষ্ঠিত হইয়াছে। স্থানীয় ব্যক্তিগণ বলেন, পাঞ্জাবে এই প্রথম শ্রীগৌরাঙ্গ মন্দির প্রতিষ্ঠিত হইল। জলন্ধরে বহুদিন বাদে শ্রীগৌড়ীয় বৈষ্ণবগণের নিজস্ব স্থান হওয়ায় শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠানের বর্ত্তমান আচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ উক্ত মন্দিরে কিছু অধিকদিন অবস্থানের ইচ্ছা তত্রস্থ ভক্তবৃন্দের নিকট ব্যক্ত করিয়াছিলেন, কিন্তু শ্রীভগ-বদিচ্ছা অন্যপ্রকার হওয়ায় জলন্ধরে অধিকদিন ত' দূরের কথা, তাঁহার স্বাস্থ্য ও পাঞ্জাব পরিস্থিতি প্রতি-কূল হওয়ায়, বন্ধুগণ অনুমতি প্রদান না করায়, তিনি এইবার লুধিয়ানা ও জলন্ধরে প্রচারপার্টির সহিত যাইতে পারেন নাই। শ্রীফাল্গুনী ব্রহ্মচারী দিল্লী হইতে এবং শ্রীবৃন্দাবন মঠের শ্রীঅরবিন্দলোচন ব্রহ্ম-চারী চণ্ডীগড় হইতে জলন্ধরে প্রচারপার্টিতে আসিয়া যোগ দেন। জলন্ধরের পরিস্থিতি অধিক প্রতিকূল হওয়ায় সংকীর্ত্তন শোভাযাত্রার প্রোগ্রাম বাতিল করা হয়। প্রাতে ও সন্ধ্যায় ধর্ম্মসভায় পূজনীয় ত্রিদণ্ডি-

পাদগণ বক্তৃতা এবং ব্রহ্মচারিগণ কীর্ত্তন করেন। ৯ এপ্রিল মধ্যাহ্নে মহোৎসবে বহু নরনারীকে বিচিত্র মহাপ্রসাদের দ্বারা পরিতৃপ্ত করা হয়।

শ্রীরাধামোহন দাসাধিকারী (শ্রীরামভজন পাণ্ডে) শ্রীধর্ম্মপাল শর্ম্মা, শ্রীকেবলকৃষ্ণ দাস, শ্রীবিপিন কুমার, শ্রীহিন্দপাল আগরওয়ালজী, শ্রীরাজকুমার জিন্দল, শ্রীপ্রেমচাঁদ প্রভৃতি গৃহস্থ ভক্তগণের অক্লান্ত পরিশ্রম ও সেবাপ্রচেষ্টায় উৎসবটি সাফল্যমণ্ডিত হইয়াছে।

দেরাদুন (উত্তরপ্রদেশ) ঃ—শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠের বর্ত্তমান আচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ তাঁহার সতীর্থ ত্রিদণ্ডিযতিদ্বয়—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিললিত গিরি মহারাজ ও ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসৌরভ আচার্য্য মহারাজ এবং শ্রীশচীনন্দন ব্রহ্মচারীসহ চণ্ডীগড় মঠ হইতে মঠের শুভানুধ্যায়ী শ্রীরমেশ চন্দ্র শর্ম্মা মহোদয়ের মটরকারযোগে গত ২৭ চৈত্র, ১০ এপ্রিল রবিবার প্রাতঃ ৯-১৫ মিঃ-এ যাত্রা করতঃ উক্তদিবস প্রায় পৌনে একটায় ১৮৭, ডি, এল রোড, দেরাদুনস্থ শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠে আসিয়া উপনীত হন। শ্রীদীনার্ত্তিহর ব্রহ্মচারী ভাটিণ্ডার গৃহস্থ ভক্তগণ—শ্রীপার্থসারথি দাসাধিকারী (ওঁপ্রকাশ লুম্বা), তাঁহার সহধর্ম্মিণী এবং শ্রীকৃষ্ণানন্দ দাসাধিকারীকে (শ্রীকুলদীপ কুমার চোপরাকে) সঙ্গে লইয়া বাসযোগে সন্ধ্যায় আসিয়া পৌঁছেন। শ্রীপরেশানুভব ব্রহ্মচারী, শ্রীঅরবিন্দলোচন ব্রহ্মচারী, শ্রীসচ্চিদানন্দ ব্রহ্মচারী, শ্রীরাম ব্রহ্মচারী, শ্রীঅনন্তরাম ব্রহ্মচারী, শ্রীবৈকুণ্ঠ দাস ব্রহ্মচারী জলন্ধর হইতে ১০ এপ্রিল রাত্রিতে ট্রেনযোগে রওনা হইয়া পরদিন প্রাতে সাহারাণপুরে পৌঁছিয়া তথা হইতে বাসযোগে বেলা ১১টা নাগাদ দেরাদুন মঠে আসিয়া পৌঁছেন। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসর্ব্বস্ব নিষ্কিঞ্চন মহারাজ ও শ্রীমদ্ নৃত্যগোপাল ব্রহ্মচারী চণ্ডীগড় হইতে নিউ দিল্লীতে বিশেষ কার্য্যব্যপদেশে গিয়াছিলেন। তথা হইতে তাঁহারা ১২ এপ্রিল দেরাদুনের অনুষ্ঠানে যোগদানের জন্য আসেন। পরবর্ত্তিকালে ভাটিণ্ডা হইতে শ্রীদামোদর দাস কতিপয় ভক্তসহ দেরাদুনের অনুষ্ঠানে যোগ দেন।

দেরাদুন মঠে বিশেষ ধর্ম্মসম্মেলনে প্রাক্ ব্যবস্থাদির জন্য চণ্ডীগড় মঠ হইতে শ্রীচিদ্ঘনানন্দ দাস ব্রহ্মচারী ও শ্রীজয়প্রকাশ দাস তিনদিন পূর্ব্বে দেরাদুন মঠে আসিয়াছিল। তাহারা শ্রীল আচার্য্যদেবের আগমনের পূর্ব্বেই মঠের প্রাঙ্গণে একটি নাতিদীর্ঘ সুসজ্জিত সভামণ্ডপের ব্যবস্থা এবং মঠটিকে বৈদ্যুতিক আলোকসজ্জায় সজ্জিত করিয়া রাখিয়াছিল। উক্ত সভামণ্ডপে ১০ এপ্রিল রবিবার রাত্রিতে, ১১ এপ্রিল হইতে ১৫ এপ্রিল পর্য্যন্ত প্রত্যহ প্রাতে ও রাত্রিতে এবং ১৬ এপ্রিল প্রাতে ধর্ম্মসভার আয়োজন হইয়াছিল। ধর্ম্মসভায় বক্তৃতা করেন শ্রীমঠের আচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিললিত গিরি মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসর্ব্বস্ব নিষ্কিঞ্চন মহারাজ ও ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসৌরভ আচার্য্য মহারাজ। ভক্তগণ কর্ত্তৃক বিশেষভাবে আহূত হইয়া শ্রীল আচার্য্যদেব সন্ন্যাসী ব্রহ্মচারিগণ সমভিব্যাহারে বিভিন্ন দিনে বিভিন্ন সময়ে সহরের বিভিন্ন স্থানে নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণের গৃহে শুভ পদার্পণ করতঃ হরিকথামৃত পরিবেশন করেন—(১) শ্রীকৃষ্ণসুন্দর দাসাধিকারী, ডি-এল্ রোড, (২) শ্রীবিক্রমসিং, দিলারাম বাজার, (৩) এইচ্-ডী শর্ম্মা, কেবলবিহার, (৪) শ্রীমতী তারাদেবী যোশী, কেবলবিহার, (৫) শ্রীপ্রেম দাসাধিকারী, রায়পুর রোড, (৬) শ্রীশ্যামলালজী, সেবক আশ্রম রোড, (৭) শ্রীবিজয় কুমার, রায়পুর রোড, (৮) শ্রীসুলতান সিং, গ্রাম—শিলাকুই (দেরাদুন সহর হইতে ২০ কিলোমিটার দূরে, ভক্তগণকে বাসে ও কারে লইয়া যাইবার ও পৌঁছাইবার ব্যবস্থা হয়), (৯) শ্রীললিতাপ্রসাদ দাসাধিকারী (ছজ্জুলালজী), ডি-এল্ রোড এবং (১০) রায়সাহেব শ্রীমুরারিলাল সিঙ্গেল, সেবক আশ্রম রোড।

৩ বৈশাখ, ১৬ এপ্রিল শনিবার শ্রীগৌরশক্তি গদাধর পণ্ডিত গোস্বামীর আবির্ভাব উপলক্ষে মধ্যাহ্নে বিশেষ ভোগরাগের ব্যবস্থা এবং স্থানীয় ভক্তগণকে বিচিত্র মহাপ্রসাদের দ্বারা আপ্যায়িত করা হয়।

দেরাদুন মঠের মঠরক্ষক শ্রীদেবপ্রসাদ ব্রহ্মচারী, শ্রীবিভুচৈতন্য দাস ব্রহ্মচারী, শ্রীফুলেশ্বর ব্রহ্মচারী, প্রচারপার্টির ব্রহ্মচারিগণ, শ্রীতুলসীদাস প্রভুজী, শ্রীপ্রেমদাস প্রভুজী, শ্রীসদানন্দ দাস প্রভৃতি ত্যক্তাশ্রমী

ও গৃহস্থ ভক্তগণের অক্লান্ত পরিশ্রম ও সেবাপ্রযত্নে ধর্ম্মসম্মেলন ও উৎসবাদি নির্ব্বিঘ্নে সুসম্পন্ন হয়।

শিম্‌লা (হিমাচল প্রদেশ) ঃ—শিম্‌লাস্থিত শ্রীসনাতন ধর্ম্মসভার সভাপতি সম্পাদক ও সদস্যগণের এবং বিশেষভাবে উক্ত সভার প্রচারমন্ত্রী শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠাশ্রিত নিষ্ঠাবান্ গৃহস্থ ভক্ত শ্রীসুন্দরগোপাল দাসাধিকারীর (শ্রীশক্তি চন্দ্র কনোয়ার এর) বিশেষ আহ্বানে শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠাচার্য্য—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিললিত গিরি মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিসর্ব্বস্ব নিষ্কিঞ্চন মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ ভক্তিবান্ধব জনার্দ্দন মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তি-সৌরভ আচার্য্য মহারাজ—ত্রিদণ্ডিযতিবৃন্দ এবং শ্রীনৃত্যগোপাল ব্রহ্মচারী, শ্রীসচ্চিদানন্দ ব্রহ্মচারী, শ্রীরাম ব্রহ্মচারী, শ্রীদীনার্ত্তিহর ব্রহ্মচারী, শ্রীঅনন্তরাম ব্রহ্মচারী—ব্রহ্মচারিগণ সমভিব্যাহারে চণ্ডীগড় হইতে ১১ বৈশাখ, ২৪ এপ্রিল রবিবার বাসযোগে পূর্ব্বাহ্ন ৯-৩০ ঘটিকায় যাত্রা করতঃ নির্দ্দিষ্ট সময়ের প্রায় ১ ঘণ্টা পরে অপরাহ্ন ২-৩০ ঘটিকায় শিমলা বাস-ষ্ট্যাণ্ডে আসিয়া পেঁীছেন। কুলীর দ্বারা মালপত্র বহন করাইয়া নির্দ্দিষ্ট নিবাসস্থান শ্রীসনাতন ধর্ম্মসভা মন্দিরে পেঁীছিতে বেলা ৩টা বাজে। শিম্‌লায় প্রবেশের দ্বারপ্রদেশে বাসওয়ালাদের সহিত স্থানীয় কুলীগণের মধ্যে বিবাদ উপস্থিত হওয়ায় ১ ঘণ্টা সময় তথায় নষ্ট হয়। শিম্‌লাতেও প্রাক্ ব্যবস্থাদির জন্য চণ্ডীগড় মঠ হইতে শ্রীচিদ্‌ঘনানন্দ ব্রহ্মচারী, শ্রীজয়প্রকাশ ও শ্রীনিমাই দাস একদিন পূর্ব্বে পেঁীছিয়াছিল। জলন্ধরের শ্রীরাজারাম ও শ্রীরামভজন পাণ্ডের জ্যেষ্ঠপুত্র শ্রীগৌরাঙ্গ দাস পাণ্ডে, রাজপুরার শ্রীমতী সন্তোষ, চণ্ডীগড় হইতে শ্রীহরিপ্রসাদজী ও ভাটিণ্ডার শ্রীদামোদর দাসাধিকারী পর পর আসিয়া ধর্ম্মানুষ্ঠানে যোগ দেন।

শ্রীসনাতন ধর্ম্মসভা মন্দিরে (গঞ্জমন্দিরে) ২৪ এপ্রিল অপরাহ্নে এবং ২৫ এপ্রিল হইতে ২৯ এপ্রিল পর্য্যন্ত প্রত্যহ প্রাতে ও অপরাহ্নে এবং ৩০ এপ্রিল প্রাতে ধর্ম্মসভা অনুষ্ঠিত হয়। শ্রীল আচার্য্যদেব প্রত্যহ অপরাহ্নে বহু নরনারীর সমাবেশে দীর্ঘ ভাষণ প্রদান করেন এবং প্রাতের অধিবেশনেও কোন কোন দিন বলেন। এতদ্ব্যতীত প্রাতের অধিবেশনে বিভিন্নদিনে বক্তৃতা করেন ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তি-সর্ব্বস্ব নিষ্কিঞ্চন মহারাজ ও ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তি-বান্ধব জনার্দ্দন মহারাজ। ২৮ এপ্রিল বৃহস্পতিবার শ্রীসনাতন ধর্ম্মমন্দির হইতে নগরসংকীর্ত্তন শোভাযাত্রা অপরাহ্ন ৪-৩০ ঘটিকায় বাহির হইয়া সহরের অনিষিদ্ধ রাস্তাসমূহ পরিভ্রমণ করিয়া সন্ধ্যা ৬-৩০ ঘটিকায় শ্রীমন্দিরে প্রত্যাবর্ত্তন করে। উদ্দণ্ড নৃত্য-কীর্ত্তন সহযোগে সংকীর্ত্তন-শোভাযাত্রার দর্শন এতদ্ অঞ্চলবাসী নরনারীগণের ভাগ্যে কদাচিৎ হইয়া থাকে। সংকীর্ত্তন শোভাযাত্রা দর্শনে জনসাধারণের মধ্যে বিপুল উৎসাহ ও উদ্দীপনা পরিলক্ষিত হয়।

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠাশ্রিত গৃহস্থ ভক্ত ও শ্রীসনাতন ধর্ম্মসভা মন্দিরের প্রচারমন্ত্রী শ্রীসুন্দর-গোপাল দাসাধিকারীর বিশেষ আহ্বানে শ্রীল আচার্য্য-দেব এবং বৈষ্ণবগণ সকলেই গঞ্জমন্দির হইতে এক মাইল দূরবর্ত্তী নাভা এস্টেটস্থ তাঁহার বাসভবনে ২৮ এপ্রিল বৃহস্পতিবার পূর্ব্বাহ্ন ১০-৩০ ঘটিকায় শুভ পদার্পণ করেন। তথায় শ্রীল আচার্য্যদেব কিছু সময়ের জন্য হরিকথা বলেন এবং বৈষ্ণবগণ কর্ত্তৃক ভজনকীর্ত্তন ও নামসংকীর্ত্তন অনুষ্ঠিত হয়। শ্রীসুন্দরগোপাল প্রভু ঠাকুরের মধ্যাহ্ন ভোগের পর বৈষ্ণবগণকে বিচিত্র মহাপ্রসাদ সেবন করাইয়া পরি-তৃপ্ত করেন। সস্ত্রীক শ্রীসুন্দরগোপাল প্রভু এবং তাঁহার পুত্র-কন্যাগণের বৈষ্ণবসেবা প্রচেষ্টা খুবই প্রশংসার্হ। শ্রীসনাতন ধর্ম্মসভার সভাপতি শ্রীরাম-গোপাল সুদ মহাশয়ের আহ্বানে শ্রীল আচার্য্যদেব সদলবলে তাঁহার গৃহে ২৯ এপ্রিল শুক্রবার রাত্রিতে শুভ পদার্পণ করতঃ হরিকথামৃত পরিবেশন করেন। তথায়ও সংকীর্ত্তন অনুষ্ঠিত হয়। রামগোপাল বাবু বৈষ্ণবসেবার যথোপযুক্ত ব্যবস্থা করিয়াছিলেন।

এতদ্ব্যতীত স্থানীয় বিশিষ্ট সজ্জন শ্রীসুরেশ গুপ্ত মহাশয়ের আহ্বানে শ্রীমদ্ভক্তিসর্ব্বস্ব নিষ্কিঞ্চন মহা-রাজ, শ্রীমদ্ভক্তিবান্ধব জনার্দ্দন মহারাজ এবং শ্রীমদ্ ভক্তিসৌরভ আচার্য্য মহারাজ ব্রহ্মচারিগণ সমভি-ব্যাহারে তাঁহার বাটীতে ২৭ এপ্রিল বুধবার রাত্রিতে শুভ পদার্পণ করিয়াছিলেন। শ্রীমদ্ভক্তিসর্ব্বস্ব নিষ্কিঞ্চন মহারাজ হরিকথা বলেন এবং তাহার আদি অন্তে নামসংকীর্ত্তন হয়।

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসর্ব্বস্ব নিষ্কিঞ্চন মহারাজ ও শ্রীমদ্ নৃত্যগোপাল ব্রহ্মচারী নিউদিল্লীতে মঠের বিশেষ জরুরী কার্য্যের জন্য ২৯ এপ্রিল শুক্রবার পূর্ব্বাহ্নে শিম্‌লা হইতে চণ্ডীগড় হইয়া নিউদিল্লী যাত্রা করেন। শ্রীল আচার্য্যদেব পরদিন পূর্ব্বাহ্নে শ্রীনৃসিংহচতুর্দ্দশী তিথিবাসরে সন্ন্যাসী ব্রহ্মচারী সাত মূর্ত্তিসহ শিম্‌লা হইতে বাসযোগে যাত্রা করিয়া বেলা ১-৩০ ঘটিকায় চণ্ডীগড় মঠে পৌঁছেন। নৃসিংহ-চতুর্দ্দশী তিথিবাসরে শ্রীমদ্ভাগবত হইতে শ্রীনৃসিংহ-দেবের আবির্ভাব প্রসঙ্গ এবং তাঁহার মহিমা শ্রবণের জন্য শ্রীমঠের সংকীর্ত্তনভবনে অপরাহ্ন ৪-৩০ ঘটিকায় ব্রতপালনকারী বহু ভক্তের সমাবেশ হয়। শ্রীল আচার্য্যদেব উক্ত প্রসঙ্গ পাঠ ও ব্যাখ্যা সন্ধ্যা ৭-৩০ ঘটিকা পর্য্যন্ত করেন। তৎপরে নৃসিংহদেবের কৃপা প্রার্থনামুখে সংকীর্ত্তন, বিশেষ ভোগরাগ ও আরাত্রিকান্তে সমবেত ব্রতপালনকারী ভক্তগণকে ব্রতানুকূল ফলমূল প্রসাদ দেওয়া হয়।

নিউদিল্লীতে শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ কার্য্যালয় সংস্থাপিত

নিখিল ভারত শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাতা অস্মদীয় পরমারাধ্য শ্রীল গুরুদেব নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী মহারাজ বিষ্ণুপাদ রাজধানী দিল্লীতে একটি শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠের বৃহৎ প্রতিষ্ঠান সংস্থাপনের ইচ্ছা করিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার প্রকটকালে তিনি উক্ত প্রতিষ্ঠান সংস্থাপন করিতে পারেন নাই। শ্রীল গুরুদেবের মনোঽভীষ্ট পূরণ তদনুগত শিষ্যগণের একান্ত কর্ত্তব্য। শ্রীল গুরুদেবের উক্ত মনোঽভীষ্টের কথা চিন্তা করিয়া তদাশ্রিত যোগ্য শিষ্যগণ ভারতবর্ষের রাজধানীতে শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠানের মর্য্যাদানুরূপ একটি বৃহৎ প্রতিষ্ঠান সংস্থাপনের উদ্দেশ্যে নিউদিল্লীতে স্থায়ীভাবে থাকিয়া চেষ্টা করার জন্য একটি বাড়ী খরিদ করতঃ গত ২২ বৈশাখ ১৩৯৫, ৫ মে ১৯৮৮ বৃহস্পতিবার নিউদিল্লী ষ্টেশনের সন্নিকটবর্ত্তী পাহাড়গঞ্জে শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ কার্য্যালয় (অফিস) সংস্থাপন করিয়াছেন। উক্ত দিবস শ্রীল আচার্য্যদেব, শ্রীমঠের সম্পাদক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিজ্ঞান ভারতী মহারাজ, কলিকাতা মঠের মঠরক্ষক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিললিত গিরি মহারাজ, চণ্ডীগড় মঠের মঠরক্ষক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসর্ব্বস্ব নিষ্কিঞ্চন মহারাজ ও ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসৌরভ আচার্য্য মহারাজ প্রভৃতি বৈষ্ণবগণের শুভ উপস্থিতিতে রাত্রিতে ধর্ম্মসভা ও মহাপ্রসাদ বিতরণ উৎসব সহযোগে শ্রীমঠের শুভারম্ভানুষ্ঠান সুসম্পন্ন হয়। এই মঠের কার্য্যালয় সংস্থাপনে পাঞ্জাবদেশবাসী ভক্তগণই মুখ্যভাবে সহায়তা করেন। এতদ্ব্যতীত কলিকাতা, তেজপুর, উত্তরপ্রদেশ ও দিল্লীর ভক্তগণও নিজ নিজ সামর্থ্যানুসারে আনুকূল্য বিধান করেন। চণ্ডীগড় মঠের মঠরক্ষক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসর্ব্বস্ব নিষ্কিঞ্চন মহারাজ এবং কলিকাতা মঠের শ্রীনৃত্যগোপাল ব্রহ্মচারী নিউদিল্লীতে মঠের অফিস সংস্থাপনে অক্লান্তভাবে পরিশ্রম করেন। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠাশ্রিত ভক্তমাত্রই ইহা জানিয়া উল্লসিত হইবেন চণ্ডীগড় মঠের মঠরক্ষক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসর্ব্বস্ব নিষ্কিঞ্চন মহারাজ নিউদিল্লীতে উপযুক্ত স্থানে শ্রীমন্দির, সংকীর্ত্তনভবন, সাধুনিবাস, গ্রন্থাগারাদিসহ একটি বৃহৎ প্রতিষ্ঠান সংস্থাপনে মুখ্যভাবে যত্ন করিবার অভিপ্রায় ব্যক্ত করিয়াছেন।
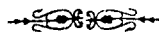
বিরহ-সংবাদ

শ্রীমধুসূদন চট্টোপাধ্যায় ঃ— গত ২০ চৈত্র (১৩৯৪), ইং ৩।৪।৮৮ রবিবার সন্ধ্যা ৬-৩০ ঘটিকায় আমাদের পরমারাধ্য গুরুপাদপদ্ম নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট প্রভুপাদ ১০৮শ্রী শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুরের শ্রীচরণাশ্রিত গৃহস্থ ভক্ত পূজ্যপাদ শ্রীমধুসূদন দাস চট্টোপাধ্যায় ভক্তিবিলাস মহোদয় তাঁহার রাঁচিস্থ (৯৬ বর্দ্ধমান কম্পাউণ্ড, পোঃ রাঁচী—৮৩-৪০০১) নিজবাসভবনে সজ্ঞানে শ্রীশ্রীহরিগুরুবৈষ্ণব-চরণারবিন্দ স্মরণ করিতে করিতে স্বাভীষ্ট নিত্যধাম প্রাপ্ত হইয়াছেন। গত ৩০ চৈত্র (ইং ১৩।৪।৮৮) একাদশাহে উক্ত বাসভবনে তাঁহার পারলৌকিক কৃত্য সুসম্পন্ন হইয়াছে। তিনি শ্রীধাম প্রাপ্তিকালে তাঁহার স্ত্রী এবং এক পুত্র—শ্রীমান্ আশীষ চট্টোপাধ্যায় ও ছয় কন্যা (শ্রীমতী গীতা মুখোপাধ্যায়, ভক্তি মুখোপাধ্যায়, মুক্তি বন্দ্যোপাধ্যায়, হাসি মুখোপাধ্যায়, রমা গঙ্গোপাধ্যায় ও শ্যামলী চক্রবর্ত্তী) রাখিয়া গিয়াছেন। তাঁহার ভক্তিমতী সহধর্ম্মিণীও পরমারাধ্য শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের শ্রীচরণাশ্রিতা।

শ্রীপাদ মধুসূদন প্রভু কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্ব্বোচ্চ উপাধিধারী ও কর্ম্মজীবনে গভর্ণমেণ্ট অডিটর ছিলেন। শ্রীশ্রীগুরুপাদপদ্মের তিনি ছিলেন একজন একনিষ্ঠ সেবক, প্রভুপাদ তাঁহাকে খুবই স্নেহ করিতেন। বৈষ্ণবজগতে তাঁহার ন্যায় একজন গুরুগতপ্রাণ গুরুসেবৈকনিষ্ঠ সিদ্ধ-ভজনানন্দী ভক্তপ্রবরের অভাব সত্যই অপূরণীয় ও অত্যন্ত মর্ম্মন্তুদ। আমরা তাঁহার বিরহ সন্তপ্ত স্বজনগণকে আমাদের আন্তরিক সমবেদনা জ্ঞাপন করিতেছি।

শ্রীসুরেন্দ্র বিশ্বাস (কৃষ্ণনগর, নদীয়া) ঃ—নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী মহারাজ বিষ্ণুপাদের কৃপাপ্রাপ্ত দীক্ষিত গৃহস্থ শিষ্য শ্রীসুরেন্দ্র বিশ্বাস—দীক্ষানাম শ্রীসুধীরকৃষ্ণ দাসাধিকারী প্রভু গত ২৭ চৈত্র, ১০ এপ্রিল রবিবার কৃষ্ণনগরস্থ নিজালয়ে শ্রীহরি-গুরু-বৈষ্ণব স্মরণমুখে স্বধামপ্রাপ্ত হইয়াছেন। তিনি কৃষ্ণনগর-গোয়াড়ীবাজারস্থ শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠের শুভানুধ্যায়ী একনিষ্ঠ সেবক ছিলেন। অধিকাংশ সময়ে তিনি মঠে থাকিয়া সেবা করিতেন। হরিকথা শ্রবণে তিনি বিশেষভাবে রুচিবিশিষ্ট ছিলেন।

কৃষ্ণনগর মঠের মঠরক্ষক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিসুহৃদ্ দামোদর মহারাজ গত ৯ বৈশাখ, ২২ এপ্রিল শুক্রবার তাঁহার কৃষ্ণনগরস্থ আলয়ে বৈষ্ণব-বিধানমতে শ্রাদ্ধকৃত্য সম্পন্ন করেন। পরদিবস মঠে বিরহোৎসবে মধ্যাহ্নে শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-রাধা-গোপীনাথজীউর বিশেষ ভোগরাগ ও বৈষ্ণবসেবার ব্যবস্থা হয়। কএক শত ভক্ত প্রসাদ সেবা করেন। তিনি মঠের বিশেষ শুভানুধ্যায়ী শ্রীঅবনীবাবুর জ্যেষ্ঠভ্রাতা ছিলেন। তাঁহার স্বধাম প্রাপ্তিতে ভক্তমাত্রই বিরহ-বেদনা অনুভব করিতেছেন।

শ্রীভূপেন্দ্র নাথ চিত্র (কৃষ্ণনগর, নদীয়া) ঃ— শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাতা নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী মহারাজ বিষ্ণুপাদের কৃপাসিক্ত দীক্ষিত গৃহস্থ শিষ্য শ্রীভূপেন্দ্র নাথ চিত্র—দীক্ষানাম শ্রীভববন্ধছিদ্ দাসাধিকারী প্রভু গত ১৫ জ্যৈষ্ঠ, ২৯ মে রবিবার শুক্লা চতুর্দ্দশী তিথিবাসরে কৃষ্ণনগরস্থ নিজালয়ে শেষ রাত্রি ৩-৩০ ঘটিকায় শ্রীকৃষ্ণস্মরণ করিতে করিতে স্বধাম প্রাপ্ত হইয়াছেন। তিনি একান্ত গুরুনিষ্ঠ স্নিগ্ধ সরল বৈষ্ণব ছিলেন। তিনি প্রাণ-অর্থ-বুদ্ধি-বাক্যের দ্বারা শ্রীল গুরুদেবের প্রতিষ্ঠিত কৃষ্ণনগর-গোয়াড়ীবাজারস্থ শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠের দীর্ঘদিন সেবা করিয়াছিলেন। বৈষ্ণবসেবায় তাঁহার প্রগাঢ় রুচি ছিল। তাঁহার বৈষ্ণবোচিত সুস্নিগ্ধ ব্যবহারে সকলেই তাঁহার প্রতি সন্তুষ্ট ছিলেন। স্বধাম প্রাপ্তির পর তাঁহাকে গোয়াড়ীবাজারস্থ মঠে লইয়া আসিলে তাহাতে ঠাকুরের প্রসাদী মালা ও চন্দন অর্পিত হয়। তাঁহার স্বধাম প্রাপ্তিতে শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠাশ্রিত ভক্তমাত্রই বিরহ-সন্তপ্ত।

শ্রীব্রজমণ্ডল-পরিক্রমা

[পূর্ব্বপ্রকাশিত ৩য় সংখ্যা ৬০ পৃষ্ঠার পর]

গোকুল মহাবন মঠে নিবাস ঃ—(৭ কার্ত্তিক, ১৩৯১ ; ২৪ অক্টোবর বুধবার)—অদ্য পরিক্রমাকারী ভক্তগণ গোকুল মহাবন মঠ হইতে প্রাতঃ ৭-৩০ ঘটিকায় রওনা হইয়া কীর্ত্তন করিতে করিতে পদব্রজে ৫॥ কিলোমিটার পথ অতিক্রম করতঃ যমুনার তটবর্ত্তী শ্রীমতী রাধারাণীর আবির্ভাবস্থলী রাভেলধামে পূর্ব্বাহ্ন ১০ ঘটিকায় পেঁৗছেন এবং পদব্রজেই বেলা ১-৩০ ঘটিকায় মঠে ফিরিয়া আসেন। যাইবারকালে ভক্তগণ উৎসাহের সহিতই যান, কিন্তু ফিরিবার সময় দ্বিপ্রহর রৌদ্র হওয়ায় তাঁহাদিগকে মাঝে মাঝে বিশ্রাম গ্রহণ করিতে হয়। রাভেলধামে ভক্তগণ পরম উল্লাসভরে দীর্ঘ সময় নৃত্যকীর্ত্তন করেন। রাধারাণীর কৃপাপ্রার্থনাসূচক গানও কীর্ত্তিত হয়। সেখানে বৈষ্ণবগণের শ্রীমুখে বাংলা ও হিন্দী-ভাষায় শ্রীরাধাতত্ত্ব ও মহিমা এবং তাঁহার আবির্ভাব সম্বন্ধে শ্রবণ করিয়া ভক্তগণ পরমোল্লসিত হন।

রাভেলধাম ঃ—ভক্তিরত্নাকর গ্রন্থে ও দাসগোস্বামীর রচিত স্তবাবলী-ব্রজবিলাসে শ্রীমতী রাধারাণীর আবির্ভাবস্থানের নাম 'রাবল' এইরূপ লিখিত হইয়াছে।

'অহে শ্রীনিবাস দেখ এ 'রাবল'-গ্রাম।
এথা বৃষভানুর বসতি অনুপম ॥
শ্রীরাধিকা প্রকট হইলা এইখানে।
যাহার প্রকটে সুখ ব্যাপিল ভুবনে ॥'

—ভক্তিরত্নাকর ৫।১৪০৯-১০

'গান্ধর্ব্বায়া জনিমণিরভূৎ যত্র সঙ্কীর্ত্তিতায়া-
মানন্দোৎকৈঃ সুরমুনিনরৈঃ কীর্ত্তিদাগর্ভখন্যাম্।
গোপীগোপৈঃ সুরভিনিকরৈঃ সংপরীতেহত্র মুখ্যে
রাবলাখ্যে বৃষরবিপুরে প্রীতিপুরো মমাস্তাম্ ॥'

—স্তবাবলী ব্রজবিলাসে ৯০ শ্লোক

'যথায় আনন্দে উৎসুক দেবতা, ঋষি ও নরগণ কর্ত্তৃক বন্দিত কীর্ত্তিদার গর্ভরূপ খনিতে শ্রীরাধার জন্মরূপ মণি উৎপন্ন হইয়াছিল। গো-গোপ-গোপী-সমূহে পরিপূর্ণ রাবল নামক প্রধান বৃষভানুপুরে আমার প্রচুর প্রীতি হউক।'

চব্বিশ উপবনের অন্তর্গত রাভেলধাম।

অনেকের মধ্যে এইরূপ ভ্রান্ত ধারণা রাধারাণীর কথা শাস্ত্রে নাই। কিন্তু কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাসমুনি লিখিত ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণ এবং পদ্মপুরাণে রাধারাণীর উল্লেখ স্পষ্টভাবে প্রদত্ত হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত দেবী ভাগবত, রাধাতন্ত্র, রাধাবরাহকল্পে রাধারাণীর বিবরণ পাওয়া যায়। সমস্ত শাস্ত্রের সার শ্রীমদ্ভাগবত শাস্ত্রেও শুদ্ধ ভাগবতগণ রাধারাণীর বিষয়ে সোজাসুজি না হইলেও ইশারায় নির্দ্দেশিত হইয়াছে দেখিতে পান।

'অনয়ারাধিতো নূনং ভগবান্ হরিরীশ্বরঃ।
যন্নো বিহায় গোবিন্দঃ প্রীতো যামনয়দ্রহঃ ॥'

—ভাঃ ১০।৩০।২৮

শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর এই শ্লোকের অর্থ এই-রূপ লিখিয়াছেন—'হে সহচরি, আমাদিগকে পরিত্যাগ করিয়া শ্রীকৃষ্ণ যাঁহাকে নিভৃতে লইয়া গেলেন, তিনিই ঈশ্বর হরিকে অবশ্যই অধিক আরাধনা করিয়াছেন। গূঢ় অর্থ এই যে, তিনি কৃষ্ণকান্তাগণের শিরোমণি বলিয়া তাঁহার নাম রাধিকা হইয়াছে।'

বৃহদ্‌গৌতমীয়তন্ত্রে রাধারাণীর নাম স্পষ্টভাবে উল্লিখিত হইয়াছে, যথা—

'দেবী কৃষ্ণময়ী প্রোক্তা রাধিকা পরদেবতা।
সর্ব্বলক্ষ্মীময়ী সর্ব্বকান্তিঃ সম্মোহিনী পরা ॥'

এতদ্ব্যতীত শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী লিখিত শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে, শ্রীগোবিন্দলীলামৃতে এবং গোস্বামিগণের রচিত গ্রন্থসমূহে রাধার তত্ত্ব ও মহিমা প্রচুররূপে বর্ণিত হইয়াছে।

শ্রীব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণে যে রাধারাণীর বিবরণ পাওয়া যায় তাহার সংক্ষিপ্ত সারকথা এই—গোলোকে রাসমণ্ডলে বামপার্শ্ব হইতে আবির্ভূত হইয়া কৃষ্ণের প্রতি ধাবমান হইয়াছিলেন বলিয়া দেবগণ কর্ত্তৃক তিনি 'রাধা' নামে অভিহিত হইয়াছেন। রাধা কৃষ্ণ হইতে নির্গত এবং কৃষ্ণাভিন্ন তনু বলিয়া কৃষ্ণের প্রিয়তমা। রাধারাণীর লোমকূপ হইতে লক্ষকোটী গোপী এবং কৃষ্ণের লোমকূপ হইতে লক্ষকোটী গোপ ও গাভী প্রকটিত হইয়াছেন। ভগবতীদেবী মহাদেবকে

রাধারাণীর উৎপত্তি ও ধ্যানাদি সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করিলে মহাদেব বলিলেন, "ইহা অতি গোপনীয় তত্ত্ব। একদিন শ্রীকৃষ্ণ বিরজার সহিত লীলাবিলাসে নিরত হইলে রাধারাণীর দূতীগণ আসিয়া রাধারাণীকে জানাইলেন। রাধারাণী ক্রোধলীলা প্রকাশ করতঃ কৃষ্ণের সহিত মিলিত হইবার জন্য ধাবমানা হইলেন। কৃষ্ণের সহচর সুদামা রাধারাণীর আগমনসংবাদ দিয়া কৃষ্ণকে সাবধান করিলেন। রাধারাণী আসিয়া পড়িলে বিপদ হইবে, ভয়ে কৃষ্ণ, সুদামা, গোপগণ সব বিরজাকে ছাড়িয়া পলায়ন করিলেন। বিরজা প্রাণত্যাগ করিয়া নদীরূপে থাকিলেন। রাধিকা তথায় আসিয়া কাহাকেও দেখিতে পাইলেন না। পরে কৃষ্ণ অষ্টসখীর সহিত রাধারাণীর সহিত মিলিত হইলে, রাধারাণী কৃষ্ণকে তীব্রভাবে ভর্ৎসনা করিলেন। তিরস্কার সহ্য করিতে না পারিয়া সুদামা প্রতিবাদ করিলে ক্রুদ্ধ হইয়া 'অসুরযোনি প্রাপ্ত হও' বলিয়া রাধারাণী অভিশাপ প্রদান করিলেন। সুদামাও প্রতি অভিশাপ প্রদান করিয়া বলিলেন,—'গোলোক হইতে আপনি ভূলোকে জন্মগ্রহণ করিবেন। শত-বৎসরকাল অসহ্য কৃষ্ণবিরহ সহ্য করিবেন।' রাধার অভিশাপে সুদামা শঙ্খচূড় দানবরূপে জন্মগ্রহণ করিলেন।"

শ্রীরাধাতন্ত্রে রাধারাণীর আবির্ভাব সম্বন্ধে বিবৃতির সারকথা এই—ভগবান্ বাসুদেব যোগমায়ার আরাধনা করিয়াছিলেন। দীর্ঘকাল আরাধনার পর যোগমায়া বলিলেন—'লক্ষ্মীকে বাদ দিয়া তপস্যায় সিদ্ধি হইবে না। আমার বক্ষস্থলে যে চারিটি মালা আছে ইঁহারা আমার দূতী। হস্তিনী, পদ্মিনী, চিত্রিনী, গন্ধিনী—এই চারিটী মালার মধ্যে পদ্মিনী মালা ব্রজে রাধা নামে খ্যাতা। তুমি ব্রজে গিয়া পদ্মিনীর সঙ্গ-লাভ কর। ইহাতে তোমার তপস্যায় সিদ্ধি হইবে।' যোগমায়ার নিকট ঐরূপ শুনিয়া ভগবান্ বাসুদেব পদ্মিনীর স্বরূপ দেখিতে চাহিলেন। তৎক্ষণাৎ বাসু-দেবের সম্মুখে রক্তবিদ্যুল্লতাকৃতি সহস্রদল পদ্মমধ্যে দেবী পদ্মিনী আবির্ভূতা হইলেন। বাসুদেব পদ্মিনীর রূপ দেখিয়া বিস্ময়াবিষ্ট হইলেন। এই পদ্মিনী ব্রজে কমলদলে সুশোভিত কালিন্দীর জলে ডিম্বরূপে প্রকটলীলা করিলেন। বৃষভানুরাজ কালিন্দীর তটে সর্ব্বোত্তমা কন্যা লাভের জন্য যোগমায়ার আরাধনায় নিমগ্ন ছিলেন। যোগমায়া কাত্যায়নী তাঁহার আরা-ধনায় সন্তুষ্ট হইয়া উক্ত তেজোময় ডিম্বটি বৃষভানুকে দিয়া বলিলেন—'তোমার পত্নীর প্রেমে আমি বশীভূতা, তাঁহাকে এই ডিম্বটি দিবে। তোমাদের কন্যারত্ন লাভ হইবে।' বৃষভানু ডিম্বটি লইয়া তাঁহার পত্নীর (কীর্ত্তিদাদেবীর) নিকট রাখামাত্রই ডিম্বটি ফাটিয়া রাধারাণীর আবির্ভাব হইল।

রাধারাণীর আবির্ভাব সম্বন্ধে এইরূপও শুনা যায়, যমুনার তটে বৃষভানুরাজের তপস্যায় রাধারাণী অপূর্ব্ব শতদল পদ্মে যমুনাতে স্বয়ং প্রকটিত হইয়া-ছিলেন। বৃষভানুরাজ অত্যাশ্চর্য্য রূপলাবণ্যময়ী কন্যাকে প্রাপ্ত হইয়া পরমাহ্লাদিত হইলেন, কিন্তু দেখিলেন তাঁহার চক্ষুদ্বয় মুদ্রিত। কন্যার নেত্রদ্বয় সর্ব্বদা মুদ্রিত থাকায় তিনি অত্যন্ত দুঃখিতান্তঃকরণে কাল কাটাইতে লাগিলেন। একদিন তাঁহার বন্ধু নন্দমহারাজ, পত্নী যশোদাদেবী ও শিশু গোপালকে লইয়া বৃষভানুরাজার নিকট আসিলেন। বৃষভানুরাজ নন্দমহারাজের নিকট তাঁহার দুঃখ নিবেদন করিতে-ছেন এমন সময় এক অত্যাশ্চর্য্য ঘটনা ঘটিল। শিশু গোপাল হামাগুড়ি দিয়া রাধারাণীর নিকট যাইয়া তাঁহাকে স্পর্শ করিলে রাধারাণীর নেত্রদ্বয় তৎক্ষণাৎ উন্মিলিত হইল। রাধারাণীর সঙ্কল্প ছিল তিনি চোখ খুলিয়াই প্রথমে কৃষ্ণকে দেখিবেন। এইজন্য কৃষ্ণ আসার সঙ্গে সঙ্গে তিনি চোখ খুলিলেন।

শ্রীল রূপগোস্বামী বিরচিত রাধাকৃষ্ণগণোদ্দেশ-দীপিকায়* রাধারাণীর জননীর নাম কীর্ত্তিদাদেবী ও পিতার নাম বৃষভানু এইরূপ নির্দ্দেশিত হইয়াছে। কিন্তু রাধাবরাহকল্পে বৃষভানু-পত্নীর নাম 'কলাবতী' এইরূপ উল্লিখিত হইয়াছে। কলাবতী বায়ু প্রসব করিলে তাহা হইতে অযোনিসম্ভূতা রাধারাণীর আবির্ভাব হয়। ১২ বৎসর অতীত হইলে বৃষভানু

* রাধাকৃষ্ণগণোদ্দেশদীপিকা—এই দীপিকা পাঠে জানা যায়, রাধারাণীর শ্বশুরের নাম—বৃকগোপ, দেবর—দুর্ম্মদ, শাশুড়ী—জটিলা, পতি—অভিমন্যু (রায়াণ, রাধার পতির নাম অভিমন্যু হওয়ার কারণ পতি বলিয়া সেখানে অভিমানমাত্র আছে, রাধার প্রকৃত পতি কৃষ্ণ); মাতামহী—মুখরা, পিতামহী—সুখদা, ননদিনী—কুটিলা।

রায়াণ বৈশ্যের সহিত বিবাহ প্রদান করেন। তাহাতে এইরূপও লিখিত হইয়াছে, রাধারাণীর ছায়ার সহিত রায়াণ বৈশ্যের বিবাহ হয়।

শ্রীরূপগোস্বামীর নির্দ্দেশিত রাধারাণীর জননীর নাম কীর্ত্তিদাদেবী—ইহাই গ্রহণীয়। রূপগোস্বামী তাঁহার রচিত রাধাকৃষ্ণগণোদ্দেশদীপিকায় অষ্টসখীর ন্যায় অষ্টজন স্ত্রীর দ্বারা 'বর' নামক যূথের প্রথমা সখীর নাম কলাবতী এইরূপ নির্দ্দেশ করিয়াছেন। অর্কমিত্রের মামা কলাঙ্কুর গোপের ঔরসে ও সিন্ধুমতীর গর্ভে কলাবতীর জন্ম হয়। কলাবতীর পতির নাম 'কপোত'। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ হইতে প্রকাশিত 'শ্রীভগবদর্চ্চনবিধি' গ্রন্থে রাধারাণীর স্তবে 'কলাবতী' শব্দের উল্লেখ দেখা যায়। কিন্তু তাহার তাৎপর্য্য রূপানুগ বৈষ্ণবগণ যেভাবে বর্ণন করিয়াছেন, তাহাতে কলাবতী রাধারাণীর একটি গুণরূপে কীর্ত্তিতা হইয়াছেন।

বৃষভানুসুতা শান্তা কান্তা পূর্ণতমা তথা।
কাম্যা কলাবতী কন্যাতীর্থপূতা সতী শুভা ॥

'বৃষভানুসুতা, শান্তা, কমনীয়া, পূর্ণতমা, কাম্যা, কলাবতী, কন্যাতীর্থের পবিত্রতাবিধাত্রী, সতী, শুভা।'

"আনন্দে কীর্ত্তিকা, রাণী প্রেমাধিকা,
রাধিকা লইয়া সাথে।
যশোমতী পাশে, যাইতে উল্লাসে,
যশোদা মিলিলা পথে ॥"

—ভক্তিরত্নাকর ১৩।৩৬১

গোকুল মহাবন মঠে নিবাস—(৮ কার্ত্তিক, ১৩৯১ ; ২৫ অক্টোবর, ১৯৮৪ বৃহস্পতিবার) অদ্য শ্রীগোবর্দ্ধন-পূজা ও অন্নকূট-মহোৎসব। গোকুল মহাবন মঠের বার্ষিক উৎসবও এইদিনেই সম্পন্ন হয়। শ্রীকৃষ্ণ ইন্দ্রযাগ বন্ধ করিয়া গোবর্দ্ধন-পূজা প্রবর্ত্তন করিয়াছিলেন অর্থাৎ দেবতান্তরের পূজার অনাবশ্যকতা প্রতিপন্ন করিয়া কৃষ্ণ এবং কৃষ্ণভক্তের ইন্দ্রিয়তোষণের ব্যবস্থা প্রদান করিয়াছেন। কলিযুগে শ্রীল মাধবেন্দ্র পুরীপাদ গোবর্দ্ধনধারী গোপালের অন্নকূট-মহোৎসব করিয়াছিলেন। শ্রীমঠে পূর্ব্বাহ্নে বিশেষ ধর্ম্মসভায় গোবর্দ্ধন তত্ত্ব ও মহিমা শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত ও শ্রীমদ্ভাগবত অবলম্বনে পূজনীয় স্বামীজিগণ আলোচনা করেন।

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠাতা নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী মহারাজ বিষ্ণুপাদ ব্রজবাসী পাণ্ডাগণকে যথেষ্ট মর্য্যাদা প্রদান করিতেন এবং ব্রজবাসিগণের সেবা করিয়া পরম সন্তুষ্ট হইতেন। তিনি গোকুল মহাবনে বার্ষিক উৎসবে প্রচুর অর্থ ব্যয় করিয়া ব্রজবাসিগণের রুচির অনুকূলে লাড্ডু, কচুরী, পুরী ইত্যাদির দ্বারা তাঁহাদের সেবা করিতেন। সহস্রাধিক ব্রজবাসী তাঁহাদের রুচির অনুকূল প্রসাদ পাইয়া পরমোল্লসিত হইতেন। সমগ্র ব্রজমণ্ডলেই পরমারাধ্য শ্রীল গুরুদেবের প্রতি ব্রজবাসিগণের আন্তরিক শ্রদ্ধা ও আকর্ষণ পরিদৃষ্ট হইত। এমনকি অনেক ব্রজবাসী শ্রীল গুরুদেবের চরণাশ্রিতও হইয়াছেন। শ্রীল গুরুদেবের অন্তর্দ্ধানের পর গোকুল মহাবনের বার্ষিকোৎসবে তাঁহার অধস্তনগণ তাঁহার প্রবর্ত্তিত ব্রজবাসিগণের সেবা এখনও সুষ্ঠুভাবে সম্পাদন করিয়া আসিতেছেন। এইবারও গোকুল মহাবনের বার্ষিক উৎসবে সহস্রাধিক ব্রজবাসী পরম তৃপ্তির সহিত প্রসাদ ভোজন করিয়াছেন। মধ্যাহ্ন হইতে রাত্রি ৮ ঘটিকা পর্য্যন্ত প্রসাদ বিতরিত হয়। ভক্তপ্রবরদ্বয় কলিকাতা নিবাসী শ্রীরেবতী রঞ্জন চৌধুরী এবং লুধিয়ানা নিবাসী স্বধামগত শ্রীনরেন্দ্র কাপুরের পুত্র শ্রীরাকেশ কাপুর এই মহোৎসবের আনুকূল্য করিয়া সাধুগণের আশীর্ব্বাদভাজন হইয়াছেন।

গোকুল মহাবন মঠে নিবাস—(৯ কার্ত্তিক, ১৩৯১ ; ২৬ অক্টোবর, ১৯৮৪ শুক্রবার) অদ্য ভক্তগণ গোকুল মহাবন মঠে বিশ্রাম গ্রহণ করেন। তাঁহাদিগকে দর্শনের স্বাধীনতা দেওয়া হয়। সেই দিন প্রাতে, রাত্রিতে বৈষ্ণবগণ বিশেষভাবে হরিকথা আলোচনা করেন।

বৃন্দাবনস্থ শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠে নিবাস—(১০ কার্ত্তিক, ১৩৯১ ; ২৭ অক্টোবর, ১৯৮৪ শনিবার) পরিক্রমাকারী ভক্তবৃন্দ অদ্য প্রাতঃ ৮ ঘটিকায় ৪টি রিজার্ভ বাসযোগে গোকুল মহাবনস্থ শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ হইতে যাত্রা করতঃ পথে দাউজী দর্শন করিয়া পূর্ব্বাহ্ন ১১ ঘটিকার মধ্যে বৃন্দাবন মঠে পৌঁছেন। বৃন্দাবনে যাত্রী সংখ্যা বাড়িয়া প্রায় পাঁচশত হওয়ায় সকল ভক্তগণের স্থানের সঙ্কুলান মঠের গৃহাদিতে

হয় নাই। মঠের নিকটবর্ত্তী ২।৩টি ধর্ম্মশালার কাম্‌রা রিজার্ভ করা হইয়াছিল। যাত্রিগণের বাস-স্থানের ব্যবস্থায় অনেক ঝঞ্ঝাট হয় এবং অনেক বেলাও হইয়া যায়। এইজন্য সেদিন বৈকালে পরিক্রমা বাহির হইতে পারে নাই। তদুপরি গোকুল মহাবনে কিছুভক্ত অসুস্থ হন এবং বৃন্দাবনে আসিয়া বহুযাত্রী ম্যালেরিয়া জ্বরে আক্রান্ত হইয়া অসুস্থ হইয়া পড়েন। কাহাকে কাহাকেও হাসপাতালে ভর্ত্তি করিতে হয়। শ্রীমঠের আচার্য্যও বৃন্দাবনে একদিন পরিক্রমা করার পর অসুস্থ হইয়া পড়েন।

দাউজী—ব্রজের দক্ষিণ সীমান্ত গ্রাম, শ্রীবলদেবের প্রসিদ্ধ মন্দির। ব্রজে এই দাউজীর মহিমা বিশেষভাবে প্রচারিত। দাউজীর মন্দিরের অনতিদূরে বাসগুলির থামিবার স্থান, সেখানে ভক্তগণ বাস হইতে নামিয়া সংকীর্ত্তন-শোভাযাত্রা-সহযোগে দাউজীর মন্দিরে আসিয়া পৌঁছিয়া শ্রীবিগ্রহের অগ্রে প্রেমাবিষ্ট হইয়া বহুক্ষণ নৃত্য-কীর্ত্তন করেন। দাউজীর বিগ্রহ বৃহৎ ও কৃষ্ণবর্ণ। মন্দিরের অপর পার্শ্বে শ্রীবলদেবের শক্তি রেবতীদেবী বিরাজিতা আছেন। এই মূর্ত্তিটিও বৃহৎ। শ্রীবলরামের মন্দির দর্শন করার পর ভক্তগণ বলরামকুণ্ডে যাইয়া কুণ্ডের জল মস্তকে ধারণ করেন। তৎপরে বলরামকুণ্ড পরিক্রমা করতঃ কীর্ত্তন করিতে করিতে বাসষ্ট্যাণ্ডে আসিয়া পৌঁছেন। সকলে বাসে উঠিয়া বসিলে বাস সেখান হইতে যাত্রা করতঃ বরাবর বৃন্দাবন মঠে গিয়া পৌঁছে।

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, বৃন্দাবন

[১১ কার্ত্তিক, ১৩৯১ ; ২৮ অক্টোবর, রবিবার হইতে ২২ কার্ত্তিক, ১৩৯১ ; ৮ নভেম্বর, ১৯৮৪ বৃহস্পতিবার রাসপূর্ণিমা পর্য্যন্ত]

১১ কার্ত্তিক, ২৮ অক্টোবর রবিবার প্রাতঃ ৭-৩০ ঘটিকায় বৃন্দাবন মঠ হইতে পরিক্রমাকারী ভক্তবৃন্দ সংকীর্ত্তন-শোভাযাত্রা-সহ প্রথমে ভাতরোলে পৌঁছেন। তৎপর তথা হইতে অক্রূর ঘাট দর্শন করিয়া মঠে ফিরিতে ভক্তবৃন্দের বেলা দ্বিপ্রহর হয়।

ভক্তবৃন্দ ভাতরোলের কাছাকাছি আসিয়া ভগ্ন পুরাতন সিঁড়ি দিয়া উঠিয়া উচ্চ টিলার মধ্যে কৃষ্ণের ভাতরোল লীলাস্মারক মন্দিরে যাইয়া পৌঁছেন। স্থানটি অত্যন্ত নির্জ্জন একান্ত। একজন স্থায়ী সেবক তথায় থাকিয়া সেবা করিবার অনুকূল পরিবেশ না থাকায় একবার এখানকার শ্রীরাধামাধব বিগ্রহ অন্তর্দ্ধান লীলা করেন। পরে আবার বিগ্রহ প্রকটিত হইলেও পূজারী সেবক এখানকার এই অসুবিধার কথা জানাইলেন। ভক্তগণ সকলেই মন্দিরে কিছু প্রণামী দিলেন। মন্দির হইতে প্রসাদও বিতরিত হইল। ভক্তগণ মন্দিরের চারিপার্শ্বে উপবিষ্ট হইলে শ্রীমঠের আচার্য্য বাংলা ও হিন্দী ভাষায় সেই স্থানের মহিমা বুঝাইয়া বলেন। ভাতরোল দর্শনান্তে ভক্তগণ অক্রূরঘাট যাইবার কালে ভাতরোল হইতে অবতরণ সময় কিছু রাস্তা কঙ্করযুক্ত ও কণ্টকপূর্ণ দৃষ্ট হইল। সেই রাস্তা দিয়া আসিবার সময় সকলেরই কিছু কষ্ট হয়। অক্রূরঘাটের স্মারক মন্দিরে পৌঁছিলে যমুনা নদীর ঘাটরূপে বাহ্যতঃ দৃষ্ট হইল না, যমুনা নদী সরিয়া যাওয়ায় ব্রজের সমস্ত সৌন্দর্য্য শুদ্ধ প্রেমনেত্রেই দর্শন হয়। অক্রূরঘাটের শ্রীমন্দিরের অভ্যন্তরে একদিকে শ্রীবলদেব, অপর পার্শ্বে শ্রীকৃষ্ণ ও মাঝখানে অক্রূরের মূর্ত্তি বিরাজিত আছেন। এখানেও পূজ্যপাদ পুরী মহারাজের নির্দ্দেশক্রমে শ্রীল আচার্য্যদেব বাংলা ও হিন্দী ভাষায় এখানকার মহিমা সম্বন্ধে কীর্ত্তন করেন।

(ক্রমশঃ)
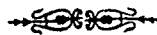
শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী মহারাজ বিষ্ণুপাদের

পূতচরিতামৃত

(দ্বিতীয় খণ্ড)

হায়দরাবাদে শাখামঠ সংস্থাপন

কেবলাদ্বৈতবাদ-মায়াবাদের দুর্গস্বরূপ হায়দরাবাদে ১৯৫৯ সালে সেপ্টেম্বর মাসে শ্রীল গুরুদেবের শুভ পদার্পণে এবং তাঁহার শ্রীমুখে শুদ্ধভক্তিসিদ্ধান্তবাণী শ্রবণের ফলে স্থানীয় বিশিষ্ট নাগরিকগণের মধ্যে বিপুল আলোড়নের সৃষ্টি হয়। তাঁহারা শ্রীল গুরুদেবের মহাপুরুষোচিত দীর্ঘ সুঠাম তেজোময় গৌরকান্তি দর্শন করিবামাত্রই আকৃষ্ট হইয়া পড়িয়াছিলেন, পরে শ্রীল গুরুদেবের বীর্য্যবতী হরিকথা শ্রবণ করিয়া দ্বিগুণভাবে শ্রদ্ধাযুক্ত হইলেন। নরনারীগণের শ্রদ্ধা এবং সাধুসেবার প্রবৃত্তি দেখিয়া, তাঁহাদের বিশেষ আগ্রহক্রমে, শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভুর প্রেমভক্তির বাণী প্রচারের জন্য শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠানের একটি শাখামঠ তথায় সংস্থাপনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। তদনুসারে হায়দরাবাদ পাথরঘাটি এলাকায় একটি ভাড়া বাড়ীতে মঠ সংস্থাপিত হইল বলিয়া শ্রীল গুরুদেব ঘোষণা করেন। প্রথমে বড় রাস্তার পার্শ্ববর্ত্তী ভাড়াবাড়ীতে মঠের কার্য্য আরম্ভ হইলে, তাহাতে মঠের প্রচারোপযোগী স্থানের সঙ্কুলান না হওয়ায়, উক্ত এলাকাতেই উর্দ্দুগলীতে লালা ফকিরচাঁদ আগরওয়াল মহোদয়ের অঙ্গন, বারান্দা ও চারি কামরাযুক্ত গৃহে মঠ স্থানান্তরিত হয়। মঠে নিয়মিতভাবে শ্রীগিরিধারী ও নারায়ণ শালগ্রামের সেবা এবং প্রাতে ও রাত্রিতে পাঠ কীর্ত্তন এবং শ্রীজন্মাষ্টমী, শ্রীঅন্নকূট, শ্রীগৌরাবির্ভাব আদি বিশেষ অনুষ্ঠানগুলি বিরাটাকারে সম্পন্ন হইতে থাকে। ১৯৬১ সালে জুলাই মাসে শ্রীমঠের সহ-সম্পাদক শ্রীমঙ্গলনিলয় ব্রহ্মচারীর ব্যবস্থায় যে বিশেষ ধর্ম্মসভা হয়, তাহাতে উপস্থিত ছিলেন কর্পোরেশনের মেয়র শ্রীডুসাজ, শ্রীমধ্বাচার্য্য সম্প্রদায়ের আচার্য্য উড়ুপীর পেজাবর মঠের মঠাধীশ শ্রীমদ্ বিশ্বেশতীর্থ শ্রীপাদাঙ্গলাবারু এবং অন্ধ্রপ্রদেশের একাউণ্ট্যাণ্ট জেনারেল শ্রীআর এন্ চ্যাটার্জ্জি। তৎকালে ভারত পর্য্যটনকারী মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অধ্যাপকগণ—শিক্ষাবিভাগের অধ্যাপক মিঃ মেল্‌ভিন্ লেভিসন্, ধর্ম্মবিভাগের অধ্যাপক মিঃ রবার্ট মেকেল্‌সেন্, উইলসন কলেজের অধ্যাপক মিঃ হেভিয় এম্ বাক্, পোমোনা কলেজের অধ্যাপক মিঃ চার্লস্ এস্ লেস্‌লি, ভারমোণ্ট বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক মিঃ অলজণ্ট এল্ সেড্‌লার, কোলগেট বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক মিঃ হাণ্টিংটন টেরেল্, ইণ্টার আমেরিকান বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক মিঃ লোরিয়ান্ কেসি এবং তাঁহাদের সহিত হায়দরাবাদ ওস্মানিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ডাঃ পি, শ্রীনিবাসাচারী এম্-এ, পি-এইচ্-ডি মঠ পরিদর্শনের জন্য আসিয়াছিলেন। শ্রীল গুরুদেব ইং ১৯৬১ ১লা আগষ্ট, বঙ্গাব্দ ১৩৬৮ ১৬ শ্রাবণ কলিকাতা হইতে হায়দরাবাদে শুভ পদার্পণ করিলে স্থানীয় বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ কর্ত্তৃক বিপুলভাবে সম্বর্দ্ধিত হইলেন। তিনি হিমায়েতনগরস্থিত প্রসিদ্ধ বালাজীভবনে ২০ শ্রাবণ, ৫ আগষ্ট শনিবার হইতে ২২ শ্রাবণ, ৭ আগষ্ট সোমবার পর্য্যন্ত বিশেষ ধর্ম্মসভার অধিবেশনে ভাষণ প্রদান করেন। হায়দরাবাদ নিজামের প্রাক্তন আইনমন্ত্রী রাজাবাহাদুর শ্রীআরাবামুদা আইঙ্গার, হায়দরাবাদ কর্পোরেশনের মেয়র শ্রীবেদপ্রকাশ ডুসাজ এবং অন্ধ্রপ্রদেশ হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি মাননীয় শ্রীপি, চন্দ্র রেড্ডি যথাক্রমে সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন। সভায় বক্তৃতা করিয়াছিলেন ইংরাজী ভাষায় একাউণ্ট্যাণ্ট জেনারেল শ্রীআর এন্ চ্যাটার্জ্জি ও শ্রীমঠের সম্পাদক
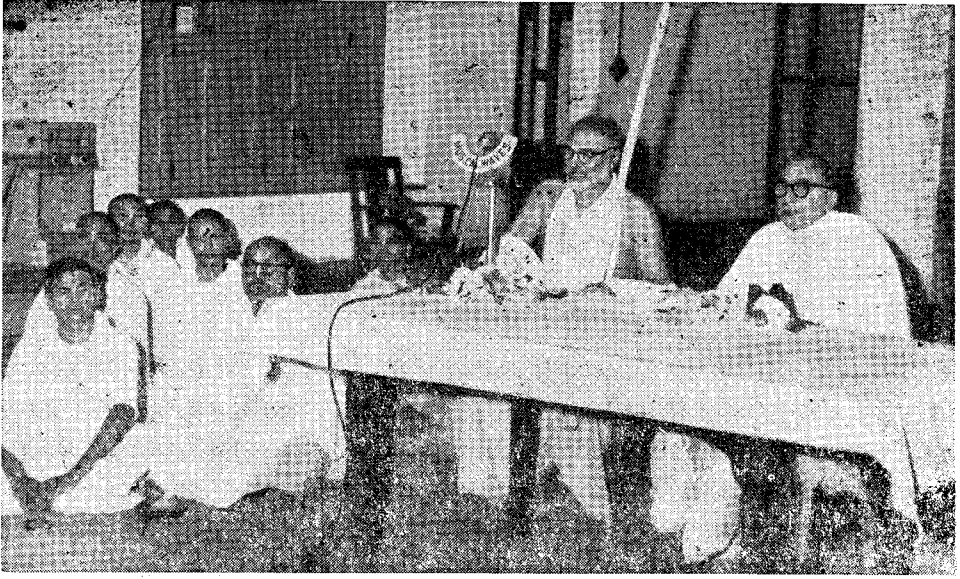
শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠাধ্যক্ষ শ্রীল মাধব গোস্বামী মহারাজ অভিভাষণ প্রদান করিতেছেন, তাঁহার বামপার্শ্বে প্রধান বিচারপতি শ্রী পি, চন্দ্র রেড্ডি
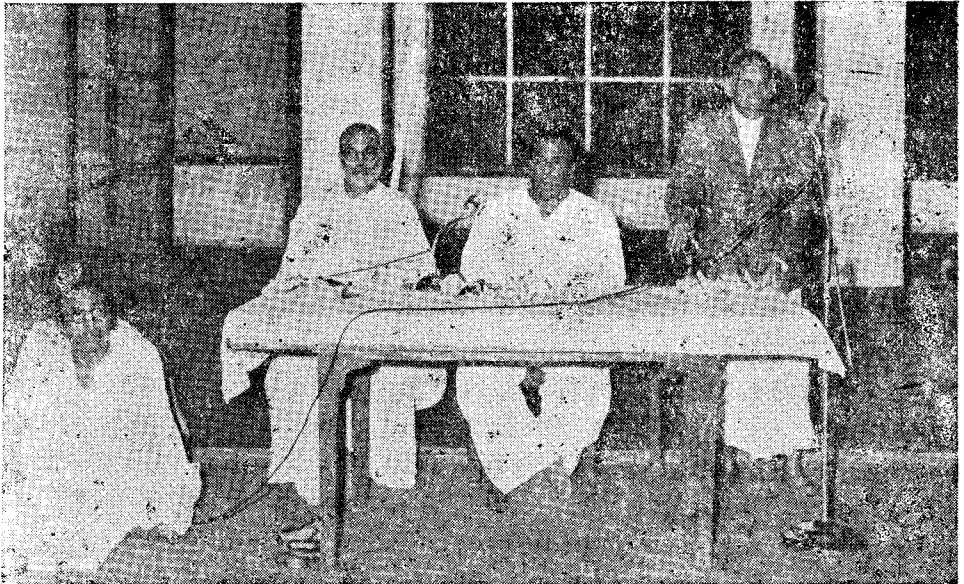
দক্ষিণ হইতে—শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠাধ্যক্ষ শ্রীল মাধব গোস্বামী মহারাজ, মেয়র শ্রীবেদপ্রকাশ ভুসাজ, শ্রীজগন্নাথম্ পান্তলু গারু (ভাষণরত)

শ্রীকৃষ্ণবল্লভ ব্রহ্মচারী এবং তেলেগু ভাষায় তেলেগুদেশীয় শ্রীল গুরুদেবের সতীর্থ শ্রীওয়াই জগন্নাথম্ পান্তলু গারু। শ্রীল গুরুদেব 'শ্রীগীতার শিক্ষা', 'শ্রীনামের মহিমা' ও 'বিশ্বশান্তি সমাধানে শ্রীচৈতন্যদেব' সম্বন্ধে যে সারগর্ভ অভিভাষণ প্রদান করিয়াছিলেন, তাহার সারাংশ নিম্নে উদ্ধৃত হইল—

বক্তব্য বিষয় ঃ শ্রীগীতার শিক্ষা ঃ—

"শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা পরব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণের শ্রীমুখনিঃসৃত বাণী, সুতরাং অপৌরুষেয় বাণী। প্রাকৃত মন বুদ্ধির সাহায্যে গীতার প্রকৃত অর্থবোধ সম্ভব নহে। শরণাগতের হৃদয়ে শ্রীভগবান্ ও শ্রীভগবৎ কথিত বাণী স্বয়ং প্রকটিত হইয়া থাকেন। অশরণাগত ব্যক্তি প্রাকৃত অভিজ্ঞানের সাহায্যে আরোহপন্থায় শ্রীভগবত্তত্ত্ব উপলব্ধি করিতে পারেন না। 'নায়মাত্মা প্রবচনেন লভ্যো ন মেধয়া ন বহুনা শ্রুতেন। যমেবৈষ বৃণুতে তেন লভ্যস্তস্যৈষ আত্মা বিবৃণুতে তনূং স্বাম্ ॥' (কঠ ১।২।২৩)। পরমাত্মতত্ত্ব বাগ্মীতা, মেধা শাস্ত্রজ্ঞানের দ্বারা লভ্য হয় না, শরণাগতির দ্বারাই লভ্য হয়। শ্রীগীতার বক্তা শ্রীকৃষ্ণ। বক্তার হৃদয়ে যিনি যতটা প্রবেশ করিতে পারেন, তিনিই ততটা বক্তব্য বিষয় সম্বন্ধে তাঁহার হৃদ্গতভাব বুঝিতে সমর্থ হন। ঐকান্তিক শরণাগত ভক্ত শ্রীকৃষ্ণপ্রীত্যনুশীলনের দ্বারা শ্রীকৃষ্ণ-হৃদয়ে প্রবেশ করেন। ভক্তির তারতম্যহেতু শ্রীকৃষ্ণ-হৃদয়ে প্রবেশের তারতম্যানুসারে শ্রীভগবদ্বাণী বোধের তারতম্য হইয়া থাকে। শ্রীকৃষ্ণের বিবিধ রসের ভক্তগণের মধ্যে ব্রজগোপীগণ সর্ব্বোত্তম; সুতরাং তাঁহারা কিংবা তাঁহাদের কিঙ্কর বা কিঙ্করীগণ শ্রীকৃষ্ণের হৃদ্দেশের অন্তরতম স্থলে প্রবিষ্ট হইয়া অতিশয় গোপ্যভাবসমূহ হৃদয়ঙ্গম করিতে পারায় শ্রীকৃষ্ণকথার গূঢ় তাৎপর্য্য সর্ব্বাপেক্ষা অধিক বুঝিতে সমর্থ এবং ত্রিভুবনপবিত্রকারী শ্রীকৃষ্ণকথা গান করিতে তাঁহারাই অধিকারী। অশরণাগত অভক্তের নিকট শাস্ত্রার্থ সম্পূর্ণ অপ্রকাশিত, প্রাকৃত বুদ্ধিদ্বারা তাঁহারা শাস্ত্রের বাহ্য মায়িক দিকটা অনুভব করেন মাত্র। কর্ত্তৃত্বাভিমানের দ্বারা, পাণ্ডিত্যের দ্বারা তাঁহারা বদ্ধজীবের মোহনকারী বহুপ্রকার শাস্ত্রার্থ করিলেও উহা স্বকপোলকল্পিত হওয়ায় কখনও বাস্তবমঙ্গলপ্রদ হয় না।

শ্রীগীতাশাস্ত্রে পরব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণই পরতত্ত্বরূপে নিরূপিত হইয়াছেন। 'মত্তঃ পরতরং নান্যৎ কিঞ্চিদস্তি ধনঞ্জয়।' ব্রহ্মণো হি প্রতিষ্ঠাহমমৃতস্যাব্যয়স্য চ। শাশ্বতস্য চ ধর্ম্মস্য সুখস্যৈকান্তিকস্য চ।।' 'অহং হি সর্ব্বযজ্ঞানাং ভোক্তা চ প্রভুরেব চ।' 'যস্মাৎ ক্ষরমতীতোঽহমক্ষরাদপি চোত্তমঃ। অতোঽস্মি লোকে বেদে চ প্রথিতঃ পুরুষোত্তমঃ।।' 'সর্ব্বস্য চাহং হৃদি সন্নিবিষ্টো মত্তঃ স্মৃতির্জ্ঞানমপোহনঞ্চ। বেদৈশ্চ সর্ব্বৈরহমেব বেদ্যো বেদান্তকৃদ্বেদবিদেব চাহম্ ।।' 'ত্বমক্ষরং পরমং বেদিতব্যং ত্বমস্য বিশ্বস্য পরং নিধানম্। ত্বমব্যয়ঃ শাশ্বতধর্ম্মগোপ্তা সনাতনস্ত্বং পুরুষো মতো মে।' 'ত্বমাদিদেবঃ পুরুষঃ পুরাণস্ত্বমস্য বিশ্বস্য পরং নিধানম্। বেত্তাসি বেদ্যঞ্চ পরঞ্চ ধাম ত্বয়া ততং বিশ্বমনন্তরূপ ।।' ইত্যাদি গীতার বহু শ্লোক শ্রীকৃষ্ণকেই পরতমতত্ত্বরূপে সুনিশ্চিতভাবে নির্দ্দেশ করে। জীবের স্বরূপ সম্বন্ধে বলিতে গিয়া গীতাশাস্ত্র উহাকে শ্রীকৃষ্ণের পরাশক্তি সম্ভূত অংশরূপে নির্দ্দেশ করিয়াছেন, সুতরাং জীব স্বরূপতঃ শ্রীকৃষ্ণের নিত্যদাস। 'ভূমিরাপোঽনলো বায়ুঃ খং মনো বুদ্ধিরেব চ। অহঙ্কার ইতীয়ং মে ভিন্না প্রকৃতিরষ্টধা ।। অপরেয়মিতস্ত্বন্যাং প্রকৃতিং বিদ্ধি মে পরাম্। জীবভূতাং মহাবাহো যয়েদং ধার্য্যতে জগৎ ।।' 'মমৈবাংশো জীবলোকে জীবভূতঃ সনাতনঃ।' শ্রীভগবানের অপরাশক্তির আটটী বৈভব—ক্ষিতি, অপ, তেজ, মরুৎ, ব্যোম, মন, বুদ্ধি, অহঙ্কার—উহার অপর নাম অজ্ঞানশক্তি বা মায়াশক্তি। মায়াবদ্ধ জীব শ্রীভগবানে প্রপন্ন হইলে মায়ার কবল হইতে মুক্তিলাভ করিয়া থাকে। 'দৈবী হ্যেষা গুণময়ী মম মায়া দুরত্যয়া। মামেব যে প্রপদ্যন্তে মায়ামেতাং তরন্তি তে ।।' গীতাশাস্ত্রে জীবের অধিকার অনুসারে কর্ম্ম, জ্ঞান, যোগ, ভক্তি প্রভৃতি বিবিধ সাধনপথের কথা উপদিষ্ট হইলেও নিরপেক্ষভাবে বিচার করিলে দেখা যায় চরমে ভক্তিই উদ্দিষ্ট হইয়াছে। যে স্থলে কর্ম্মের প্রশংসা করা হইয়াছে, একটু ভাল করিয়া লক্ষ্য করিলে দেখা যাইবে, চরমে শ্রীভগবদুদ্দেশ্যে কর্ম্ম করিতেই প্রেরণা দেওয়া হইয়াছে। 'যজ্ঞার্থাৎ কর্ম্মণোঽ-

ন্যত্র লোকোঽয়ং কর্ম্মবন্ধনঃ। তদর্থং কর্ম্ম কৌন্তেয় মুক্তসঙ্গঃ সমাচার ॥' সর্ব্বকর্ম্মদহনকারী জ্ঞানযোগের প্রচুর প্রশংসা করিয়া চরমে বাসুদেবে প্রপত্তির জন্য প্রেরণা দেওয়া হইয়াছে। 'বহূনাং জন্মনামন্তে জ্ঞানবান্ মাং প্রপদ্যতে।' শ্রীকৃষ্ণই স্বয়ংই তুলনামূলক বিচার প্রদর্শন করিয়া দেখাইয়াছেন তপস্বী, কর্ম্মী ও জ্ঞানী অপেক্ষা যোগী শ্রেষ্ঠ এবং সর্ব্বপ্রকার যোগিগণ অপেক্ষাও কৃষ্ণভক্ত সর্ব্বোত্তম। 'তপস্বিভ্যোঽধিকো যোগী জ্ঞানিভ্যোঽপি মতোঽধিকঃ। কর্ম্মিভ্যশ্চাধিকো যোগী তস্মাদ্ যোগী ভবার্জ্জুন॥ যোগিনামপি সর্ব্বেষাং মদ্গতেনান্তরাত্মনা। শ্রদ্ধাবান্ ভজতে যো মাং স মে যুক্ততমো মতঃ॥' গীতায় সর্ব্বগুহ্যতম উপদেশেও চরমে শ্রীভগবৎ শরণাপত্তিই উপদিষ্ট হইয়াছে। 'সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ। অহং ত্বাং সর্ব্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচঃ'॥"

বক্তব্য বিষয়ঃ শ্রীনামের মহিমা ঃ—

"ভক্তি দুই প্রকার—বৈধী ও রাগানুগা। রাগানুগা ভক্তি সুদুর্ল্লভা। সাধারণতঃ নিঃশ্রেয়সার্থীর বৈধী সাধনভক্তি অনুশীলনই কর্ত্তব্য। তন্ত্রশাস্ত্রে সহস্রপ্রকার বৈধী সাধনভক্তির কথা এবং শ্রীভক্তি-রসামৃতসিন্ধুতে ৬৪ প্রকার সাধনভক্তির কথা উল্লিখিত আছে। শ্রীমদ্ভাগবতে শ্রবণ, কীর্ত্তন, স্মরণ, বন্দন, পাদসেবন, অর্চ্চন, দাস্য, সখ্য, আত্মনিবেদন নবধাভক্তি উপদিষ্ট হইয়াছে। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভু সহস্রপ্রকার ভক্ত্যঙ্গের মধ্যে সাধুসঙ্গ, নামকীর্ত্তন, ভাগবত শ্রবণ, মথুরাবাস, শ্রদ্ধাপূর্ব্বক শ্রীমূর্ত্তির সেবন—এই পাঁচটী ভক্ত্যঙ্গ উত্তম বলিয়াছেন এবং তন্মধ্যে শ্রীনামসংকীর্ত্তন সর্ব্বোত্তম। কলিকালে শ্রীহরিনাম সঙ্কীর্ত্তন ব্যতীত মঙ্গললাভের আর দ্বিতীয় কোনও উপায় নাই। 'হরের্নাম হরের্নাম হরের্নামৈব কেবলম্। কলৌ নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব গতিরন্যথা॥' 'কৃতে যদ্ধ্যায়তো বিষ্ণুং ত্রেতায়াং যজতো মখৈঃ। দ্বাপরে পরিচর্য্যায়াং কলৌ তদ্ধরিকীর্ত্তনাৎ॥' (ভাঃ ১২।৩।৫২) সত্যযুগে ধ্যানদ্বারা, ত্রেতাযুগে যজ্ঞদ্বারা ও দ্বাপরযুগে পরিচর্য্যাদ্বারা যে পুরুষার্থ লাভ হয়, কলিতে কেবল হরিকীর্ত্তনদ্বারাই তাহা লাভ হইয়া থাকে। সত্যযুগে সত্ত্বগুণের প্রাধান্যহেতু জ্ঞানের উৎকর্ষতা থাকায় বিষয়ের হেয়তা ও নশ্বরতা উপলব্ধিজনিত বিষয়ের প্রতি বৈরাগ্য স্বাভাবিকরূপে ছিল; সুতরাং বিষয়াবেশজনিত চিত্তের চাঞ্চল্য না থাকায় সাধারণের পক্ষে সেইযুগে ধ্যান সম্ভব ছিল। কিন্তু ত্রেতাযুগে যখন জীবের চিত্ত অধিকতররূপে বিষয়াবিষ্ট হইল, তখন চিত্ত চাঞ্চল্যহেতু সাধারণের পক্ষে ধ্যান সম্ভব না হওয়ায়, যে দ্রব্যসমূহে জীবের চিত্ত আসক্ত হইল, উক্ত দ্রব্যসমূহদ্বারা বিষ্ণুতে আহূতি প্রদানরূপ যজ্ঞ বিহিত হইল। আসক্তির বস্তু যে দিকে নিয়োজিত হয়, চিত্তও সেই বস্তুর প্রতি স্বাভাবিকরূপে আকৃষ্ট হইয়া থাকে। সুতরাং ক্রমমার্গে জীবের চিত্তকে শ্রীভগবানেতে আবিষ্ট করিবার জন্য দ্রব্যময় যজ্ঞ ত্রেতায় যুগধর্ম্মরূপে ব্যবস্থাপিত হইল। কিন্তু দ্বাপরে জীবের চিত্ত অধিকতররূপে বিষয়াবিষ্ট ও চঞ্চল হইলে এবং ইন্দ্রিয়তর্পণলালসা বৃদ্ধি হইলে যজ্ঞও সাধারণের পক্ষে সম্ভব না হওয়ায় সর্ব্বেন্দ্রিয়দ্বারা শ্রীভগবানের পরিচর্য্যা বিহিত হইল। জীব ইন্দ্রিয়সমূহ দ্বারা বিভিন্ন বিষয়ে আকৃষ্ট হইলে, উক্ত ইন্দ্রিয়সমূহকে শ্রীভগবানের সেবায় নিয়োজিত করিয়া কেন্দ্রীভূত বা একাগ্র করিবার জন্য দ্বাপরে অর্চ্চন যুগধর্ম্মরূপে নিরূপিত হইয়াছে। কলিযুগে জীব অত্যন্ত বিষয়াবিষ্ট, চঞ্চল, অজিতেন্দ্রিয় ও নিরন্তর ব্যাধিক্লিষ্ট; সুতরাং চিত্তের চাঞ্চল্যহেতু ধ্যান, অজিতেন্দ্রিয়তা হেতু যজ্ঞ এবং নিরন্তর ব্যাধিক্লিষ্টতা হেতু অর্চ্চন এই যুগে জীবের পক্ষে সম্ভব নয়। ব্যাধিগ্রস্ত ব্যক্তি পরিচর্য্যার অনধিকারী। এজন্য কলিযুগের জীবের পক্ষে শ্রীহরিনাম সঙ্কীর্ত্তন যুগধর্ম্মরূপে নিরূপিত হইয়াছে। ব্যাধি অত্যন্ত গুরুতর হওয়ায় তাহার প্রতিষেধকরূপে শ্রীভগবন্নাম কীর্ত্তনরূপ শক্তিশালী ঔষধ প্রয়োগের ব্যবস্থা দেওয়া হইয়াছে।"

বক্তব্য বিষয়ঃ বিশ্বশান্তিসমস্যা-সমাধানে শ্রীচৈতন্যদেব ঃ—

"শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভু প্রচারিত প্রেমভক্তি অনুশীলনের দ্বারা জাতি-ধর্ম্ম-নির্ব্বিশেষে বিশ্ববাসীর মধ্যে যথার্থ ঐক্য ও প্রীতিসম্বন্ধ স্থাপিত হইতে পারে। অহিংসা অপেক্ষাও প্রেম অধিক শক্তিশালী।

(ক্রমশঃ)

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ হইতে প্রকাশিত গ্রন্থাবলী

(১) প্রার্থনা ও প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা—শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর রচিত
(২) শরণাগতি—শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর রচিত
(৩) কল্যাণকল্পতরু ,, ,, ,,
(৪) গীতাবলী ,, ,, ,,
(৫) গীতমালা ,, ,, ,,
(৬) জৈবধর্ম্ম ,, ,, ,,
(৭) শ্রীচৈতন্য-শিক্ষামৃত ,, ,, ,,
(৮) শ্রীহরিনাম-চিন্তামণি ,, ,, ,,
(৯) শ্রীশ্রীভজনরহস্য ,, ,, ,,
(১০) মহাজন-গীতাবলী (১ম ভাগ)—শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর রচিত ও বিভিন্ন মহাজনগণের রচিত গীতিগ্রন্থসমূহ হইতে সংগৃহীত গীতাবলী
(১১) মহাজন-গীতাবলী (২য় ভাগ) ঐ
(১২) শ্রীশিক্ষাষ্টক—শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমহাপ্রভুর স্বরচিত (টীকা ও ব্যাখ্যা সম্বলিত)
(১৩) উপদেশামৃত—শ্রীল শ্রীরূপ গোস্বামী বিরচিত (টীকা ও ব্যাখ্যা সম্বলিত)
(১৪) SREE CHAITANYA MAHAPRABHU, HIS LIFE AND PRECEPTS ; by Thakur Bhaktivinode
(১৫) ভক্ত-ধ্রুব—শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ সঙ্কলিত
(১৬) শ্রীবলদেবতত্ত্ব ও শ্রীমন্মহাপ্রভুর স্বরূপ ও অবতার—ডাঃ এস্ এন্ ঘোষ প্রণীত
(১৭) শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা [শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তীর টীকা, শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের মর্ম্মানুবাদ, অন্বয় সম্বলিত]
(১৮) প্রভুপাদ শ্রীশ্রীল সরস্বতী ঠাকুর (সংক্ষিপ্ত চরিতামৃত)
(১৯) গোস্বামী শ্রীরঘুনাথ দাস—শ্রীশান্তি মুখোপাধ্যায় প্রণীত
(২০) শ্রীশ্রীগৌরহরি ও শ্রীগৌরধাম-মাহাত্ম্য
(২১) শ্রীধাম ব্রজমণ্ডল পরিক্রমা—দেবপ্রসাদ মিত্র
(২২) শ্রীশ্রীপ্রেমবিবর্ত্ত—শ্রীগৌর-পার্ষদ শ্রীল জগদানন্দ পণ্ডিত বিরচিত
(২৩) শ্রীভগবদর্চ্চনবিধি—শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ সঙ্কলিত
(২৪) শ্রীব্রজমণ্ডল-পরিক্রমা ,, ,, ,, ,,
(২৫) শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত—শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী-কৃত
(২৬) শ্রীচৈতন্যভাগবত—শ্রীল বৃন্দাবনদাস ঠাকুর রচিত
(২৭) শ্রীশ্রীকৃষ্ণবিজয়—গুণরাজ খাঁন বিরচিত
শ্রীমন্মহাপ্রভুর শ্রীমুখে উচ্চ প্রশংসিত বাংলা ভাষার আদিকাব্যগ্রন্থ
(২৮) একাদশীমাহাত্ম্য—শ্রীমদ্ভক্তিবিজয় বামন মহারাজ কর্ত্তৃক সঙ্কলিত

Regd. No. WB/SC-258

Sree Chaitanya Bani
35, Satish Mukherjee Road
Calcutta-26

BOOK POST

Serial No.
To
Name..
Vill..
P. O..
Dist..
Pin..

নিয়মাবলী

১। "শ্রীচৈতন্য-বাণী" প্রতি বাঙ্গালা মাসের ১৫ তারিখে প্রকাশিত হইয়া দ্বাদশ মাসে দ্বাদশ সংখ্যা প্রকাশিত হইয়া থাকেন। ফাল্গুন মাস হইতে মাঘ মাস পর্য্যন্ত ইহার বর্ষ গণনা করা হয়।

২। বার্ষিক ভিক্ষা ১২.০০ টাকা, ষাণ্মাসিক ৬.০০ টাকা, প্রতি সংখ্যা ১.০০ টাকা। ভিক্ষা ভারতীয় মুদ্রায় অগ্রিম দেয়।

৩। জ্ঞাতব্য বিষয়াদি অবগতির জন্য রিপ্লাই কার্ডে কার্য্যাধ্যক্ষের নিকট নিম্নলিখিত ঠিকানায় পত্র ব্যবহার করিয়া জানিয়া লইতে হইবে।

৪। শ্রীমন্মহাপ্রভুর আচরিত ও প্রচারিত শুদ্ধভক্তিমূলক প্রবন্ধাদি সাদরে গৃহীত হইবে। প্রবন্ধাদি প্রকাশিত হওয়া সম্পাদক-সঙ্ঘের অনুমোদন সাপেক্ষ। অপ্রকাশিত প্রবন্ধাদি ফেরৎ পাঠান হয় না। প্রবন্ধ কালিতে স্পষ্টাক্ষরে একপৃষ্ঠায় লিখিত হওয়া বাঞ্ছনীয়।

৫। পত্রাদি ব্যবহারে গ্রাহকগণ গ্রাহক নম্বর উল্লেখ করিয়া পরিষ্কারভাবে ঠিকানা লিখিবেন। ঠিকানা পরিবর্ত্তিত হইলে এবং কোন সংখ্যা ঐ মাসের শেষ তারিখের মধ্যে না পাইলে কার্য্যাধ্যক্ষকে জানাইতে হইবে। তদন্যথায় কোনও কারণেই পত্রিকার কর্ত্তৃপক্ষ দায়ী হইবেন না। পত্রোত্তর পাইতে হইলে রিপ্লাই কার্ডে লিখিতে হইবে।

৬। ভিক্ষা, পত্র ও প্রবন্ধাদি কার্য্যাধ্যক্ষের নিকট নিম্নলিখিত ঠিকানায় পাঠাইতে হইবে।

কার্য্যালয় ও প্রকাশস্থান :—

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ৩৫, সতীশ মুখার্জ্জী রোড, কলিকাতা-৭০০০২৬ ফোন : ৪৬-৫৯০০

মুদ্রণালয় :— শ্রীচৈতন্যবাণী প্রেস, ৩৪।১এ, মহিম হালদার ষ্ট্রীট, কালীঘাট, কলিকাতা-৭০০০২৬

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাতা নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ ১০৮শ্রী
শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী মহারাজ বিষ্ণুপাদ প্রবর্ত্তিত

একমাত্র-পারমার্থিক মাসিক পত্রিকা

অষ্টাবিংশ বর্ষ—৬ষ্ঠ সংখ্যা

শ্রাবণ, ১৩৯৫

সম্পাদক-সঙ্ঘপতি

পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রমোদ পুরী মহারাজ

সম্পাদক

রেজিষ্টার্ড শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠানের বর্ত্তমান আচার্য্য ও সভাপতি
ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ

সহকারী সম্পাদক-সঙ্ঘ ঃ—

১। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসুহৃদ্ দামোদর মহারাজ। ২। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিজ্ঞান ভারতী মহারাজ।

কার্য্যাধ্যক্ষ ঃ—

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিললিত গিরি মহারাজ

প্রকাশক ও মুদ্রাকর ঃ—

মহোপদেশক শ্রীমঙ্গলনিলয় ব্রহ্মচারী, ভক্তিশাস্ত্রী, বিদ্যারত্ন, বি, এস্-সি

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, তৎশাখা মঠ ও প্রচারকেন্দ্রসমূহ ঃ—

মূল মঠ ঃ—১। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ঈশোদ্যান, পোঃ শ্রীমায়াপুর-৭৪১৩১৩ (নদীয়া)

প্রচারকেন্দ্র ও শাখামঠ ঃ—

২। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ৩৫, সতীশ মুখার্জ্জি রোড, কলিকাতা-৭০০০২৬। ফোন ঃ ৪৬-৫৯০০

৩। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, গোয়াড়ী বাজার, পোঃ কৃষ্ণনগর-৭৪১১০১ (নদীয়া)

৪। শ্রীশ্যামানন্দ গৌড়ীয় মঠ, পোঃ ও জেঃ মেদিনীপুর-৭২১১০১

৫। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, মথুরা রোড, পোঃ বৃন্দাবন-২৮১১২১ (মথুরা)

৬। শ্রীবিনোদবাণী গৌড়ীয় মঠ, ৩২, কালিয়দহ, পোঃ বৃন্দাবন-২৮১১২১ (মথুরা)

৭। শ্রীগৌড়ীয় সেবাশ্রম, মধুবন মহোলি, পোঃ কৃষ্ণনগর, জেঃ মথুরা

৮। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, দেওয়ান দেউড়ী, হায়দ্রাবাদ-৫০০০০২ (অঃ প্রঃ) ফোন ঃ ৫২২০০১

৯। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, পল্টন বাজার, পোঃ গৌহাটী-৭৮১০০৮ (আসাম) ফোন ঃ ২৭১৭০

১০। শ্রীগৌড়ীয় মঠ, পোঃ তেজপুর-৭৮৪০০১ (আসাম)

১১। শ্রীল জগদীশ পণ্ডিতের শ্রীপাট, পোঃ যশড়া, ভায়া চাকদহ-৭৪১২২২ (নদীয়া)

১২। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, পোঃ ও জিলা গোয়ালপাড়া-৭৮৩১০১ (আসাম)

১৩। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, সেক্টর—২০বি, পোঃ চণ্ডীগড়-১৬০০২০ (পাঞ্জাব) ফোন ঃ ২৩৭৮৮

১৪। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, গ্র্যাণ্ড রোড্, পোঃ পুরী-৭৫২০০১ (ওড়িষ্যা)

১৫। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, শ্রীজগন্নাথমন্দির, পোঃ আগরতলা-৭৯৯০০১ (ত্রিপুরা) ফোন ঃ ৪৪৯৭

১৬। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, গোকুল মহাবন, পোঃ মহাবন-২৮১৩০৫ জিলা—মথুরা

১৭। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ১৮৭, ডি, এল রোড্, পোঃ দেরাদুন-২৪৮০০১ (ইউ, পি)

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠের পরিচালনাধীন ঃ—

১৮। সরভোগ শ্রীগৌড়ীয় মঠ, পোঃ চক্‌চকাবাজার-৭৮১৩২০ জেঃ বরপেটা (আসাম)

১৯। শ্রীগদাই গৌরাঙ্গ মঠ, পোঃ বালিয়াটী, জেঃ ঢাকা (বাংলাদেশ)

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

"চেতোদর্পণমার্জ্জনং ভবমহাদাবাগ্নি-নির্ব্বাপণং
শ্রেয়ঃকৈরবচন্দ্রিকাবিতরণং বিদ্যাবধূজীবনং।
আনন্দাম্বুধিবর্দ্ধনং প্রতিপদং পূর্ণামৃতাস্বাদনং
সর্ব্বাত্মস্নপনং পরং বিজয়তে শ্রীকৃষ্ণসংকীর্ত্তনম্ ।।"

২৮শ বর্ষ } শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, শ্রাবণ, ১৩৯৫ { ৬ষ্ঠ সংখ্যা
২ শ্রীধর, ৫০২ শ্রীগৌরাব্দ ; ১৫ শ্রাবণ, রবিবার, ৩১ জুলাই ১৯৮৮

শ্রীল প্রভুপাদের পত্রাবলী

শ্রীশ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচন্দ্রো বিজয়তেতমাম্

শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
শ্রীচৈতন্যাব্দ ৪২৯

স্নেহবিগ্রহেষু—

আপনার ৭ই বৈশাখ তারিখের পত্র পাইয়া সমাচার অবগত হইলাম। শ্রীমহাপ্রভুর কৃপায় আমরা ভাল আছি। তবে প্রাক্তন কর্ম্মফলের অনুরূপ হরিসেবায় নানা বাধা আসিয়া উপস্থিত হইতেছে।

অপরাধ ত্যাগ করিয়া হরিনাম-গ্রহণের ইচ্ছা করিলে সকল সময় হরিনাম করিতে করিতে অপরাধ যাইবে। শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীরূপগোস্বামী প্রভুকে সকল শক্তি অর্পণ করিয়াছেন, সেই শ্রীরূপপ্রভু ও শ্রীরূপানুগ প্রভুগণের চরণে মহাপ্রভুর সঞ্চারিত কৃপাশক্তি অন্তরের সহিত ভিক্ষা করিবেন। বিশেষতঃ শ্রীহরিনাম-প্রভুর নিকট তাঁহার সেবার জন্য হৃদয়ের সহিত যোগ্যতার প্রার্থনা করিবেন। নাম-প্রভু নামী-প্রভু হইয়া আপনার হৃদয়ে বিরাজ করিবেন।

'কৃষ্ণ' ব্যতীত অন্য বস্তুপ্রাপ্তির আশাকে 'অন্যাভিলাষ' বলে। কৃষ্ণেতর বাসনাবিশিষ্ট জীবগণই অন্যাভিলাষী। সৎকর্ম্মপরায়ণ—কর্ম্মী, নির্ব্বিশেষ-জ্ঞানপরায়ণ—ঈশ্বরাভিন্নজ্ঞানী। কর্ম্মী ও জ্ঞানীর সহিত অন্যাভিলাষীর ভেদ এই যে, অন্যাভিলাষী কুকর্ম্মরত। জ্ঞানী হইতে অন্যাভিলাষীর পার্থক্য এই যে, অন্যাভিলাষী—কুজ্ঞানরত অর্থাৎ ভেদজ্ঞান-যুক্ত। কৃষ্ণসেবাবুদ্ধিতে নিজ ভোগাসক্তিরহিত হইয়া বিষয় স্বীকার পূর্ব্বক অপ্রাকৃত-ভাবে কৃষ্ণের সেবন করিলে যুক্তবৈরাগ্য হয়। শাস্ত্র, শ্রীমূর্ত্তি, নামভজন ও বৈষ্ণবকে প্রাপঞ্চিক জ্ঞান করিলে তুচ্ছ বৈরাগ্য হয়, তাহা ভক্তের ত্যাজ্য। যুক্ত বৈরাগ্যই ভগবদ্ভক্তগণ স্বীকার করিবেন। "ক্রমে ক্রমে পায় লোক ভবসিন্ধুকূল।" মহাপ্রভুর এই আজ্ঞা ভাল করিয়া বুঝিতে প্রয়াস করিবেন। ইতি—

নিত্যাশীর্ব্বাদক
অকিঞ্চন—শ্রীসিদ্ধান্তসরস্বতী

শ্রীশ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচন্দ্রো বিজয়তেতমাম্

শ্রীমায়াপুর, পোঃ বামনপুকুর, নদীয়া
বাং ১১ই পৌষ ১৩২২

স্নেহবিগ্রহেষু—

আপনার ২৭ দামোদর এবং ২৭ কেশব তারিখের দুইখানি পত্র আমি যথাকালে পাইয়াছি। * * * পত্রের যথাকালে উত্তর দিতে পারি নাই। * * *

'পবিত্র' ও 'অপবিত্র' সংজ্ঞা দুইটী সম্বন্ধে কর্ম্মিগণ যাহাকে 'পবিত্র' বলেন, ভক্তগণের নিকট তাহার পবিত্রতা না থাকিতে পারে, আবার কর্ম্মিগণের বিচারের অপবিত্র বস্তু ভক্ত 'পবিত্র' জ্ঞান করেন। 'অপবিত্র' শব্দে অমেধ্য বুঝাইলে তাহা কখনই ভগবান্‌কে কেহ নিবেদন করিতে পারেন না। সাত্ত্বিক বস্তু ব্যতীত রাজসিক ও তামসিক বস্তু ভগবানে নিবেদন করা যায় না। যদি কেহ কোন অপবিত্র বস্তু ভগবান্‌কে নিবেদন করেন, তাহা তিনি কখনই গ্রহণ করেন না। কোন অপবিত্র বস্তু ভগবন্নিবেদিত বলিয়া কেহ দিতে আসিলে তাহা কখনই গ্রহণ করা উচিত নহে। কোন বস্তু ভগবান্ গ্রহণ করেন নাই জানিলে, তাহা ভক্ত কখনই গ্রহণ করেন না। তাদৃশ বস্তু পরিত্যাগ করিলে কোন অপরাধ নাই। কোন পবিত্র সাত্ত্বিক বস্তু অভক্ত-কর্ত্তৃক প্রদত্ত হইয়াছে প্রচারিত থাকিলেও তাহা ভগবান্ গ্রহণ করেন নাই জানিয়া ত্যাগ করিতে হইবে। যাঁহারা প্রত্যহ লক্ষ নাম গ্রহণ করেন না, তাঁহাদের প্রদত্ত কোন বস্তুই ভগবান্ গ্রহণ করেন না। বিমুখজীব-ভোগ্য পবিত্র ও অপবিত্র উভয় বস্তুই প্রাকৃত। সাত্ত্বিকবস্তু ভগবানে প্রদত্ত হইলে ভক্তগণ তাহার অপ্রাকৃতত্ব বুঝিতে পারেন; তখন সে বস্তু বদ্ধজীবভোগ্য নহে, পরন্তু ভগবৎপ্রসাদ বুদ্ধিতে সম্মাননীয়। অপবিত্র বস্তু ভগবান্ ব্যতীত অন্য নর, দেব বা রাক্ষসের ভোগ্য। তাহা প্রাকৃত ও অপবিত্র।

শ্রীএকাদশী-তিথিতে ভক্তগণ শ্রীমহাপ্রসাদ বা শ্রীমহামহাপ্রসাদ ত্যাগ করিয়া উপবাস করেন। মহাপ্রসাদ প্রভৃতি কিছু প্রসাদ গ্রহণ করিলে উপবাস নষ্ট হয়; সুতরাং হরিবাসরের সম্মান থাকে না। শ্রীমহাপ্রসাদ ত্যাগের নামই উপবাস বা তিথিপালন। তবে অসমর্থ-পক্ষে অনুকল্পাদির ব্যবস্থা তিথি-সম্মানের প্রতিকূল নহে।

নিত্যাশীর্ব্বাদক
শ্রীসিদ্ধান্তসরস্বতী
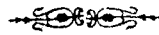
শ্রীশ্রীমদ্ভাগবতার্কমরীচিমালা

[পূর্ব্বপ্রকাশিত ৫ম সংখ্যা ৮৩ পৃষ্ঠার পর]

মাথুররমণীঃ [১০।৪৪।১৪-১৬]
গোপ্যস্তপঃ কিমচরন্ যদমুষ্য রূপং
লাবণ্যসারমসমোর্দ্ধমনন্যসিদ্ধম্।
দৃগ্‌ভিঃ পিবন্ত্যনুসবাভিনবং দুরাপ-
মেকান্তধাম যশসঃ শ্রিয় ঐশ্বরস্য ॥২৬॥

শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-কৃত "মরীচিপ্রভা"-নাম্নী ব্যাখ্যা

মাথুর নাগরীগণ বলিলেন, আহা! গোপীগণ কি তপস্যাই করিয়াছিলেন যে, কৃষ্ণের অনন্যসিদ্ধ, অসমোর্দ্ধ, লাবণ্যসারময় রূপ দর্শনেন্দ্রিয়ের দ্বারা পান করিয়াছিলেন। এই রূপটী দুষ্প্রাপ্য, প্রতিক্ষণে নূতন নূতন রূপে প্রকাশিত, যশঃ, শ্রী ও ঐশ্বর্য্যের একান্ত ধামস্বরূপ ॥ ২৬ ॥

যা দোহনেহবহননে মথনোপলেপ-
প্রেঙ্খেঙ্খনার্ভরুদিতোক্ষণমার্জ্জনাদৌ ।
গায়ন্তি চৈনমনুরক্তধিয়োহশ্রুকণ্ঠ্যো
ধন্যা ব্রজস্ত্রিয় উরুক্রমচিত্তযানাঃ ॥২৭॥

প্রাতর্ব্রজাদ্‌ব্রজত আবিশতশ্চ সায়ং
গোভিঃ সমং কণয়তোহস্য নিশম্য বেণুম্ ।
নির্গম্য তূর্ণমবলাঃ পথি ভূরিপুণ্যাঃ
পশ্যন্তি সস্মিতমুখং সদয়াবলোকম্ ॥২৮॥

আশ্চর্য্যম্ । সূতঃ শৌনকাদীন্ [১।১১।৩৫-৩৬]
স এষ নরলোকেঽস্মিন্নবতীর্ণঃ স্বমায়য়া ।
রেমে স্ত্রীরত্নকূটস্থো ভগবান্ প্রাকৃতো যথা ॥২৯॥

উদ্দামভাবপিশুনামলবল্গুহাস-
ব্রীড়াবলোকনিহতো মদনোপি যাসাম্ ।
সংমুহ্য চাপমজহাৎ প্রমদোত্তমাস্তা
যস্যেন্দ্রিয়ং বিমথিতুং কুহকৈর্ন শেকুঃ ॥৩০॥

[১০।১৯।১৫]
গাঃ সংনিবর্ত্য সায়াহ্নে সহ রামো জনার্দ্দনঃ ।
বেণুং বিরণয়ন্ গোষ্ঠমগাদ্গোপৈরভিষ্টুতঃ ॥
গোপীনাং পরমানন্দ আসীৎ গোবিন্দদর্শনে ।
ক্ষণং যুগশতমিব যাসাং যেন বিনাভবৎ ॥৩১॥

গোপ্যঃ [১০।২১।৭, ৯, ১২, ১৫]
অক্ষণ্বতাং ফলমিদং ন পরং বিদামঃ
সখ্যঃ পশূননুবিবেশয়তোর্বয়স্যৈঃ ।
বক্ত্রং ব্রজেশসুতয়োরনুবেণুজুষ্টং
যৈর্বা নিপীতমনুরক্তকটাক্ষমোক্ষম্ ॥৩২॥
গোপ্যঃ কিমাচরদয়ং কুশলং স্ম বেণু-
র্দামোদরাধরসুধামপি গোপিকানাম্ ।
ভুঙ্‌ক্তে স্বয়ং যদবশিষ্টরসং হ্রদিন্যো
হৃষ্যত্ত্বচোহশ্রু মুমুচুস্তরবো যথার্য্যাঃ ॥৩৩॥
কৃষ্ণং নিরীক্ষ্য বনিতোৎসবরূপশীলং
শ্রুত্বা চ তৎক্বণিতবেণুবিবিক্তগীতম্ ।
দেব্যো বিমানগতয়ঃ স্মরনুন্নসারা
ভ্রশ্যৎ প্রসূনকবরা মুমুহুর্বিনীব্যঃ ॥৩৪॥
নদ্যস্তদা তদুপধার্য্য মুকুন্দগীত-
মাবর্তলক্ষিতমনোভবভগ্নবেগাঃ ।
আলিঙ্গনস্থগিতমূর্মিভুজৈর্মুরারে
র্গৃহ্ণন্তি পাদযুগলং কমলোপহারাঃ ॥৩৫॥

সে ব্রজরমণীগণ দোহন, তুষাপকরণ, দধিমন্থন ও উপলেপন, দোলন, উক্ষণ, বালক-রোদন ও মার্জ্জনাদি সময়ে অনুরক্তচিত্তে অশ্রুকণ্ঠ হইয়া সর্ব্বদা চিত্তের আরূঢ় বিষয়ের ন্যায় কৃষ্ণ-বিষয় গান করেন ॥ ২৭ ॥

প্রাতঃকালে ব্রজ হইতে যখন কৃষ্ণ গোচারণে যান এবং সন্ধ্যাকালে ব্রজে ফিরিয়া আসেন এবং গোপসকলের সহিত বেণুবাদন করিতে থাকেন, সেই বেণু শ্রবণ করিয়া অবলাগণ শীঘ্র গৃহ হইতে বাহির হইয়া বহু পুণ্যে পথিমধ্যে সদয়-দৃষ্টি এবং সস্মিতবদন-যুক্ত কৃষ্ণকে দেখেন ॥ ২৮ ॥

এই ভগবান্ কৃষ্ণ স্বীয় চিচ্ছক্তির দ্বারা নরলোকে অবতীর্ণ হইয়া স্ত্রী-রত্ন-মধ্যস্থ প্রাকৃত মনুষ্যের ন্যায় রমণ করিয়াছিলেন। (যাঁহাদের) উদ্দাম-শোভা (গম্ভীর প্রেম-সূচক) মধুর-বাক্য, অমলমধুরহাস ও লজ্জাবলোকদ্বারা নিহত অপকৃষ্ট অর্থাৎ প্রাকৃতমদন সম্মোহিত হইয়া ধনুক ত্যাগ করিয়াছিল, সেই প্রমদোত্তমা স্ত্রীগণ সমঞ্জসরতিপ্রযুক্ত অনেক চেষ্টা করিয়াও তাঁহার ইন্দ্রিয় বিমথন করিতে সমর্থ হন নাই ॥ ২৯-৩০ ॥

সায়ংকালে গরু ফিরাইয়া বলরামের সহিত কৃষ্ণ বেণু বাজাইতে বাজাইতে গোপগণকর্ত্তৃক অভিষ্টুত হইয়া আসিতেছেন। গোবিন্দ-দর্শনে পরমানন্দ হইল। কৃষ্ণের বিচ্ছেদে তাঁহাদের একক্ষণও যুগশতের ন্যায় অতিবাহিত হয় ॥ ৩১ ॥

হে সখীগণ! রামকৃষ্ণের গাভীগণের পশ্চাৎ পশ্চাৎ বয়স্যগণের সহিত প্রবেশ করিতে করিতে বেণুবাদিত নিক্ষিপ্ত অনুরক্ত কটাক্ষপাত যাঁহারা দর্শন করেন, তাঁহাদের কৃষ্ণমুখচন্দ্র দর্শন করা অপেক্ষা চক্ষুষ্মান্‌দিগের যে আর অধিক কিছু ফল আছে, তাহা জানি না ॥ ৩২ ॥

হে গোপীসকল! এই বেণু কি পুণ্য আচরণ করিয়াছে যে, গোপীদিগের প্রাপ্য কৃষ্ণাধরসুধা পান করে। তাহার অবশিষ্ট রসগানের সহিত হ্রদিনী প্রাপ্ত হয় এবং তরুসকল হৃষ্টত্বচ হইয়া অশ্রুমোচন করে। তরুসকল মনে করে—ভাল, আমাদের বংশে এরূপ একটী বংশধর উৎপন্ন হইয়াছে, যেরূপ আর্য্য

[১০।২১।১৮-১৯]

হন্তায়মদ্রিরবলা হরিদাসবর্যো
যদ্রামকৃষ্ণচরণস্পরশপ্রমোদঃ।
মানং তনোতি সহ গোগণয়োস্তয়োর্যৎ
পানীয়সূযবসকন্দরকন্দমূলৈঃ ॥৩৬॥

গা গোপকৈরনুবনং নয়তোরুদার-
বেণুস্বনৈঃ কলপদৈস্তনুভৃৎসু সখ্যঃ।
অস্পন্দনং গতিমতাং পুলকস্তরূণাং
নির্যোগপাশকৃতলক্ষণয়োর্বিচিত্রম্ ॥৩৭॥

অত্র বিপ্রলম্ভে প্রীত্যাধিক্যম্। গোপ্যঃ [১০।৩৯।১৯]

অহো বিধাতস্তব ন কৃচিদ্দয়া
সংযোজ্য মৈত্র্যা প্রণয়েন দেহিনঃ।
তাংশ্চাকৃতার্থান্ বিযুনঙ্ক্ষ্যপার্থকং
বিচেষ্টিতং তেহর্ভকচেষ্টিতং যথা ॥৩৮॥

[১০।৩৯।২৯, ৩৭]

যস্যানুরাগললিতস্মিতবল্গুমন্ত্র-
লীলাবলোকপরিরম্ভণরাসগোষ্ঠ্যাম্।
নীতাঃ স্ম নঃ ক্ষণমিব ক্ষণদা বিনা তং
গোপ্যঃ কথং ন্বতিতরেম তমো দুরন্তম্ ॥৩৯॥

তা নিরাশা নিবব্রতুর্গোবিন্দবিনিবর্তনে।
বিশোকা অহনী নিন্যুর্গায়ন্ত্যঃ প্রিয়চেষ্টিতম্ ॥৪০

পুরুষগণের কুলে একটী বৈষ্ণব হইলে সুখী হন তদ্রূপ ॥ ৩৩ ॥

দেখ! বনিতাদিগের উৎসবরূপ ধর্ম্ম যাহাতে আছে, এরূপ কৃষ্ণরূপ দর্শন করিয়া এবং তাঁহার কৃনিতবেণুগীত শ্রবণ করিয়া বিমানাগতা দেবীগণ কামদ্বারা বিগতসার, ধৈর্য্যহীন, ভ্রষ্টপ্রসূনবর ও স্খলিতনীবি হইয়া মোহিত হইয়া পড়িতেছেন ॥৩৪॥

নদীগুলি কৃষ্ণগীত শ্রবণ করিয়া ও কৃষ্ণ-ভ্রমণ দর্শন করতঃ কামকৃত ভগ্নবেগ হইল এবং কৃষ্ণের ভুজ আলিঙ্গনদ্বারা স্থগিত-উর্ম্মি হইল। (তাহারা) কৃষ্ণের পদযুগলে পদ্ম উপহার দিয়া পদধারণ করিতেছে ॥ ৩৫ ॥

হে অবলাগণ! হে সুখীগণ! আশ্চর্য্য দেখ! এই হরিদাসপ্রধান গোবর্দ্ধন-গিরি রামকৃষ্ণচরণস্পর্শ-প্রমোদে মত্ত হইয়া গোগণ-সকলের পানীয়, ঘাস ও কন্দমূল ইত্যাদি দান করিয়া পূজা করিতেছে ॥৩৬॥

হে গোপীগণ! আর একটি বিচিত্র বিষয় দেখ। গো-গোপ সহিত বলদেবের পশ্চাৎ চলিতে চলিতে কৃষ্ণ বেণু-গানদ্বারা তনুধারীদিগের পরমানন্দ বিস্তার করিতেছেন। চরগণের স্পন্দনহীনতা এবং তরু প্রভৃতি স্থাবরদিগের পুলক বিস্তারপূর্ব্বক নির্যোগ ও পাশ-ছাদনদড়ি বহনপূর্ব্বক গোপলক্ষণে বিচরণ করিতেছেন ॥ ৩৭ ॥

বিপ্রলম্ভে প্রীতির আধিক্য। গোপীগণ কহিলেন,—হে বিধাতঃ! তোমার দয়া নাই। দেহিগণকে স্নেহ ও মৈত্রীদ্বারা সংযুক্ত করিয়া অকৃতার্থ-অবস্থাতেই তাহাদিগকে পরস্পর বিচ্ছেদ করাও। তোমার চেষ্টা বালক চেষ্টার ন্যায় বৃথা ॥ ৩৮ ॥

যাঁহার রাসলীলায় অনুরাগ, ললিতহাস, মন্ত্রণা, লীলাবলোক ও আলিঙ্গনে আনন্দিত হইয়া আমরা রাত্রিকে ক্ষণের ন্যায় যাপিত করিয়াছি, এখন তাঁহার বিচ্ছেদে এই দুরন্ত ক্লেশরূপ তমঃ কিরূপে অতিবাহিত করিব ॥ ৩৯ ॥

এই গোপীসকল কৃষ্ণ মথুরায় গেলে নিরাশ হইয়া নিবৃত্ত হইলেন এবং বিগতশোক হইয়া কৃষ্ণ-চেষ্টিত লীলা গান করিতে করিতে দিনসমূহ যাপন করিতে লাগিলেন ॥ ৪০ ॥

(ক্রমশঃ)

নাম-মাহাত্ম্য

[৪]

[পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রমোদ পুরী মহারাজ]

সর্ব্ববেদান্তসার শ্রীমদ্ভাগবতে শ্রীনাম-মাহাত্ম্য প্রচুর পরিমাণে কীর্ত্তিত হইয়াছে। আমরা ঐ শ্রীভাগবত ৬ষ্ঠ স্কন্ধে বর্ণিত অজামিলোপাখ্যানে দেখিতে পাই—অজামিল কান্যকুব্জ দেশবাসী বেদ-নিষ্ঠ ও সদাচারসম্পন্ন ব্রাহ্মণ হইয়াও প্রাক্তন কর্ম্ম-ফলে এক অসচ্চরিত্রা শূদ্রাতে আসক্ত হইয়া সদাচার-ভ্রষ্ট হইয়া পড়িয়াছিলেন এবং সেই শূদ্রার গর্ভে দশটি সন্তান উৎপাদন করিয়াছিলেন। উহাদের মধ্যে কনিষ্ঠ পুত্রটির নাম রাখিয়াছিলেন—নারায়ণ। সারা-জীবন নানাদুরাচাররত থাকিয়া উক্ত স্ত্রী-পুত্রাদি পালন করিতে করিতে তাঁহার অষ্টাশীতি (৮৮) বৎসরাত্মক সুদীর্ঘ পরমায়ুকাল অতিক্রান্ত হইল, কনিষ্ঠ পুত্রটির প্রতি মাতাপিতা উভয়েরই অত্যন্ত আসক্তি জন্মিয়াছিল, ক্রমে সেই অনিত্য সংসারাসক্ত অজামিলের মৃত্যুকাল আসিয়া উপস্থিত হইল। তখনও তিনি তাঁহার পরমপ্রিয় পুত্র নারায়ণের কথাই অহর্নিশ চিন্তারত। মানুষ কায়মনোবাক্যে পাপাচরণ করিয়া থাকে। সেই অসংযতেন্দ্রিয় পাপাচাররত ব্যক্তিকে দণ্ড দিবার জন্য তাহার মৃত্যুকালে তিনজন ভয়ঙ্কর বিকটাকার যমদূত আসে, তাহাকে যমরাজের সংযমনী পুরীতে লইয়া যাইবার জন্য। মুমূর্ষু অজামিল ভীষণাকার যমদূতত্রয় দর্শনমাত্র মহাভয়বিহ্বল চিত্তে পুত্র নারা-য়ণকে আহ্বান করিতে গিয়া পূর্ব্বসুকৃতিবলে বৈকুণ্ঠ-পতি নারায়ণস্মৃতিপ্রভাবে চতুরক্ষর নামোচ্চারণ-জন্য চতুর্ম্মূর্ত্তি নারায়ণপার্ষদভক্ত-সঙ্গ লাভ করিলেন এবং তাঁহাদের সহিত যমদূতত্রয়ের স্মার্ত্তবিচার খণ্ডন-প্রসঙ্গে বহু নামমাহাত্ম্যসূচক শুদ্ধভক্তিসিদ্ধান্ত শ্রবণ করিয়া কৃতকৃতার্থ হইলেন।

যমদূতগণের ধারণা—অজামিল সমগ্র জীবন-ব্যাপী মহাপাপাচাররত, পাপের কোন প্রায়শ্চিত্ত করেন নাই বলিয়া যমদণ্ডার্হ; কিন্তু বিষ্ণুদূতগণ বলিতে-ছেন —

'অয়ং হি কৃতনির্ব্বেশো জন্মকোট্যংহসামপি।
যদ্ব্যাজহার বিবশো নাম স্বস্ত্যয়নং হরেঃ॥"

—ভাঃ ৬।২।৭

অর্থাৎ 'অজামিল যে কেবল একজন্মের পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিয়াছেন, তাহা নহে; কিন্তু তাঁহার কোটিজন্মকৃত পাপের প্রায়শ্চিত্ত হইয়াছে। যেহেতু তিনি বিবশ হইয়া কেবল পাপের প্রায়শ্চিত্তমাত্র নহে, মোক্ষপ্রাপ্তিরও উপায়স্বরূপ পরমমঙ্গলময় হরিনাম (নামাভাস) উচ্চারণ করিয়াছেন।"

"এতেনৈব হ্যঘোনোঽস্য কৃতং স্যাদঘনিষ্কৃতম্।
যদা নারায়ণায়েতি জগাদ চতুরক্ষরম্॥"

—ঐ ভাঃ ৬।২।৮

অর্থাৎ "এই অজামিল পূর্ব্বেও ভোজনাদি সময়ে 'বৎস নারায়ণ, শীঘ্র এস'—এইপ্রকার পুত্রোপচারে চতুরক্ষর 'নারায়ণ' নাম (নামাভাস) উচ্চারণ করিয়াছিল। তাহাতেই এই পাপীর অশেষ জন্মার্জ্জিত পাপসমূহের প্রায়শ্চিত্ত হইয়াছে।"

"স্তেনঃ সুরাপো মিত্রধ্রুগ্ ব্রহ্মহা গুরুতল্পগঃ।
স্ত্রীরাজপিতৃগোহন্তা যে চ পাতকিনোঽপরে॥
সর্ব্বেষামপ্যঘবতামিদমেব সুনিষ্কৃতম্।
নামব্যাহরণং বিষ্ণোর্যতস্তদ্বিষয়া মতিঃ॥"

—ঐ ভাঃ ৬।২।৯-১০

অর্থাৎ "স্বর্ণস্তেয়ী (সুবর্ণাদি বহুমূল্য দ্রব্যাপ-হরণকারী), মদ্যপায়ী, মিত্রদ্রোহী, ব্রহ্মঘাতী, গুরু-পত্নীগামী, স্ত্রীহত্যাকারী, গোহত্যাকারী, পিতৃহত্যা-কারী, রাজহত্যাকারী এবং অন্যান্য যে সকল মহা-পাতকী আছে—শ্রীবিষ্ণুর নামোচ্চারণই তাহাদের শ্রেষ্ঠ প্রায়শ্চিত্ত। কারণ, যে ব্যক্তি ঐ নাম উচ্চারণ করে, তাহার সম্বন্ধে ভগবান্ বিষ্ণুর 'এই ব্যক্তি আমার নিজজন, ইহাকে সর্ব্বতোভাবে আমার রক্ষা করা কর্ত্তব্য'—এইরূপ মতি হইয়া থাকে।"

"ন নিষ্কৃতৈরুদিতৈর্ব্রহ্মবাদিভি-
স্তথা বিশুধ্যত্যঘবান্ ব্রতাদিভিঃ।
যথা হরের্নাম পদৈরুদাহৃতৈ-
স্তদুত্তমঃশ্লোকগুণোপলম্ভকম্॥"

—ঐ ভাঃ ৬।২।১১

অর্থাৎ "পাপিগণ শ্রীহরির নাম মাত্র উচ্চারণ

করিয়া যেরূপ নির্ম্মল হয়, মন্বাদিবিহিত ব্রতাদি বা প্রায়শ্চিত্তদ্বারা সেরূপ নির্ম্মলতা লাভ হয় না। উত্তমঃ-শ্লোক শ্রীভগবানের ঐশ্বর্য্য-মাধুর্য্য-সৌন্দর্য্যাদি গুণ-প্রকাশক নামোচ্চারণ কৃচ্ছ্র চান্দ্রায়ণাদি প্রায়শ্চিত্তের ন্যায় কেবল পাপক্ষয় করিয়াই নিবৃত্ত হয় না।"

"নৈকান্তিকং তদ্ধি কৃতেঽপি নিষ্কৃতে
মনঃ পুনর্ধাবতি চেদসৎপথে।
তৎকর্ম্মনির্হারমভীপ্সতাং হরে-
র্গুণানুবাদঃ খলু সত্ত্বভাবনঃ॥"

—ঐ ভাঃ ৬।২।১২

অর্থাৎ "প্রায়শ্চিত্ত-দ্বারা চিত্ত সম্যগ্‌রূপে নির্ম্মল হয় না, যেহেতু প্রায়শ্চিত্ত করিলেও মন পুনরায় অসৎপথে ধাবিত হয়। অতএব যাঁহারা পাপকে সমূলে উচ্ছেদ করিতে ইচ্ছা করেন, তাঁহাদের পক্ষে শ্রীহরির (নামের ন্যায়) গুণকীর্ত্তনই শ্রেষ্ঠ প্রায়শ্চিত্ত। উহাই পাপমূল অবিদ্যা বিনাশ করিয়া চিত্ত সংশোধন করিতে সমর্থ।"

শ্রীল চক্রবর্ত্তীঠাকুর বলিতেছেন—শ্রীহরির নামের ন্যায় গুণসকলেরও অনুকথন অর্থাৎ কাহারও মুখ হইতে শ্রবণ করিয়া সেই শ্রুতবিষয়ের পশ্চাৎ কথনই সত্ত্বশোধক হইয়া থাকে।

এইরূপে বিষ্ণুদূতগণ যমদূতগণের নিকট শ্রীহরির নামমাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিয়া কহিতে লাগিলেন—

"অথৈনং নাপনয়ত কৃতাশেষাঘনিষ্কৃতম্।
যদসৌ ভগবন্নাম ম্রিয়মাণঃ সমগ্রহীৎ॥"

—ঐ ভাঃ ৬।২।১৩

অর্থাৎ "এই ব্যক্তি (অজামিল) মৃত্যুপাশে ম্রিয়মাণ হইয়া শ্রীভগবানের নাম সম্পূর্ণরূপে উচ্চারণ করিয়াছেন, তদ্দ্বারাই ইহার অশেষ পাপের প্রায়শ্চিত্ত হইয়াছে। সুতরাং তোমরা ইহাকে নরকাদি পাপ-মার্গে লইয়া যাইও না।"

অতঃপর বিষ্ণুদূতগণ কিপ্রকার নাম সর্ব্বপাপহর হয়, এই অপেক্ষায় সাঙ্কেত্যাদি চারিপ্রকার নামা-ভাসের কথা কীর্ত্তন করিতেছেন। এস্থলে, সাঙ্কেত্যাদি সর্ব্বত্রই তৃতীয়ার্থে প্রথমা বিভক্তি হইয়াছে, যথা—

"সাঙ্কেত্যং পারিহাস্যং বা স্তোভং হেলনমেব বা।
বৈকুণ্ঠনামগ্রহণমশেষাঘহরং বিদুঃ॥"

—ঐ ভাঃ ৬।২।১৪

অর্থাৎ "অন্যবস্তুকে (পুত্রাদিকে) লক্ষ্য করিয়াই হউক, কাহাকেও উপহাস করিবার ছলেই হউক, গীতালাপ পূরণের জন্যই হউক অথবা অশ্রদ্ধার সহিতই হউক, বৈকুণ্ঠবস্তু ভগবানের নাম গ্রহণ করিলেই অশেষ পাপ বিনষ্ট হয়,—ইহা শাস্ত্রতত্ত্ববিৎ মহাজনগণ জ্ঞাত আছেন।"

এই চারিপ্রকার নামাভাসের মধ্যে অজামিলের হইয়াছিল সাঙ্কেত্য নামাভাস। তিনি তাঁহার কনিষ্ঠ পুত্র নারায়ণকে লক্ষ্য করিয়া বৈকুণ্ঠনাম—নারায়ণ নাম উচ্চারণ করিয়াছিলেন। যে নাম গ্রহণের পর আর পুনরায় তাঁহার হৃদয়ে পাপপ্রবৃত্তির উদয় হয় নাই, সেই শেষ নামটিকেই 'নামাভাস' বলাই সমী-চীন, কোন কোন মহাজন অজামিলের দশম পুত্রের 'নারায়ণ' নামকরণ-সময় হইতেই নামাভাস হইবার কথা বলিলেও তাহা অজামিলের ন্যায় বিশেষ পাত্র ব্যতীত সর্ব্বক্ষেত্রে প্রযোজ্য হইবার নহে। পারিহাস্য নামাভাসে পরিহাসটি প্রীতিগর্ভ হইবার পরিবর্ত্তে নিন্দাগর্ভ হইলে তাহাকে নামাভাস বলা চলিবে না। স্তোভ বলিতে গীতালাপাদি পূরণার্থ যে নাম গৃহীত হয়। হেলন নামাভাসে আহার বিহার নিদ্রাদি অবস্থায় যত্নরহিতভাবেও যে নাম গ্রহণ করা হয়, কিন্তু যাহা নিন্দাবজ্ঞাদিমূলক নহে।

বিবশ অবস্থায়ও হরিনাম গ্রহণ করিলে তাঁহাকে আর নরকযাতনা ভোগ করিতে হয় না, তজ্জন্য বলিতেছেন—

"পতিতঃ স্খলিতো ভগ্নঃ সন্দষ্টস্তপ্ত আহতঃ।
হরিরিত্যবশেনাহ পুমান্ নার্হতি যাতনাঃ॥"

—ঐ ভাঃ ৬।২।১৫

অর্থাৎ "উচ্চগৃহ হইতে পতিত, পথে যাইতে যাইতে স্খলিত, ভগ্নগাত্র, সর্পাদি দ্বারা দষ্ট, জ্বরাদি রোগে পীড়িত, অথবা দণ্ডাদি দ্বারা আহত হইয়া অবশেও যে ব্যক্তি 'হরি' এই শব্দটি উচ্চারণ করেন, তাঁহাকে কখনও নরকযাতনা ভোগ করিতে হয় না।"

আর একটি বিষয় বিশেষভাবে লক্ষ্য করিবার বিষয় যে, মহর্ষিগণ বিশেষ বিচার করিয়া যে গুরু পাপের গুরু প্রায়শ্চিত্ত ও লঘু পাপের লঘু প্রায়শ্চিত্ত বিধান করিয়াছেন, প্রায়শ্চিত্ত সম্বন্ধে ঐরূপ ব্যবস্থা থাকিলেও হরিনাম সম্বন্ধে ঐ প্রকার হইতে পারে না,

যেহেতু ঐ নাম স্মরণমাত্রই পাপিগণ সর্ব্বপাপ হইতে মুক্ত হন। —এই ১৬শ শ্লোকের টীকায় শ্রীল চক্রবর্ত্তীঠাকুর লিখিয়াছেন— যদি বল, পাপতারতম্যে কৃচ্ছ্রাদি তারতম্য শাস্ত্রে দৃষ্ট হয়, কিন্তু এক নামাভাসে সর্ব্বমহাপাতকরাশি কি করিয়া বিনষ্ট হইতে পারে? তাহাতে বলা হইতেছে—মন্বাদিধর্ম্মশাস্ত্রবিহিত প্রায়শ্চিত্তসমূহের পরিমিত শক্তিত্বহেতু গুরুলঘু পাপের গুরুলঘু প্রায়শ্চিত্ত ব্যবস্থা, কিন্তু অবিচিন্ত্য মহাশক্তিসম্পন্ন একটি নামই তাঁহার এক অংশদ্বারাই মহাপাতকপুঞ্জ সংহার করিতে পারেন। যেমন সাম্বমোচনে প্রবৃত্ত একমাত্র একাকী বলভদ্রই দুর্য্যোধনাদি সর্ব্বকৌরব অনায়াসেই সংহার করিতে সমর্থ। তপস্যা, দান, ব্রত প্রভৃতি প্রায়শ্চিত্ত-দ্বারা পাপীর পাপসমূহ আপাততঃ বিনষ্টপ্রায় হইলেও তাহাতে অধর্ম্মানুষ্ঠানজন্য হৃদয়-মালিন্য, অথবা পাপের মূলীভূত চিত্তবৃত্তিরূপ সংস্কার বিনাশপ্রাপ্ত হয় না, শ্রীভগবানের পাদপদ্মসেবা অর্থাৎ শ্রবণকীর্ত্তনাদি ভগবদ্ভক্তি দ্বারাই তাহা সম্যগ্‌রূপে বিনষ্ট হইতে পারে।

"অজ্ঞানাদথবা জ্ঞানাদুত্তমঃ শ্লোকনাম যৎ।
সঙ্কীর্ত্তিতমঘং পুংসো দহেদেধো যথানলঃ॥"
—ঐ ভাঃ ৬।২।১৮

অর্থাৎ "অগ্নি যেমন তৃণরাশি দগ্ধ করে; সেইরূপ জ্ঞানে বা অজ্ঞানে উত্তমঃশ্লোক শ্রীভগবানের নাম কীর্ত্তন করিলে তাহা ঐ নামোচ্চারণকারীর পাপসমূহ ভস্মসাৎ করিয়া ফেলে।"

যেমন কোন বীর্য্যবান্ ঔষধের প্রভাব না জানিয়াও তাহা সেবন করিলে ঐ ঔষধ তাহার প্রভাব প্রদর্শন করে, তদ্রূপ অজ্ঞানে উচ্চারিত হইলেও শ্রীহরিনাম তাঁহার প্রভাব দেখাইয়া থাকেন। যেহেতু বস্তুশক্তি কখনও শ্রদ্ধাদির অপেক্ষা করে না, তাহা স্বতঃই স্বপ্রভাব প্রকাশ করে। শ্রীনাম যে কেবল অঘদমনমাত্রই করিয়া থাকেন, তাহা নহে। উহা ত' নামাভাসেই সুসম্পন্ন হয়। সদ্‌গুরুপাদাশ্রয়ে নিরপরাধে নাম গ্রহণ করিতে পারিলে নাম শীঘ্র শীঘ্রই পঞ্চমপুরুষার্থ কৃষ্ণ প্রেমসম্পদে উত্তরাধিকার প্রদান করেন।

শ্রীগৌরপার্ষদ ও গৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্যগণের সংক্ষিপ্ত চরিতামৃত

[ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ]

(৪৪)

শ্রীকালিদাস ও শ্রীঝড়ু ঠাকুর

শ্রীগৌরগণোদ্দেশদীপিকায় শ্রীকালিদাসের পূর্ব্ব পরিচয় প্রদানে 'পুলিন্দকন্যা মল্লী' এইরূপ উল্লিখিত হইয়াছে। 'পুলিন্দতনয়া মল্লী কালিদাসোঽধুনাভবৎ'—গৌঃ গঃ ১৯০। শ্রীমন্মহাপ্রভুর ভক্ত শ্রীকালিদাস কায়স্থকুলে আবির্ভূত হইয়াছিলেন। শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামীর আবির্ভাবস্থলী কৃষ্ণপুরগ্রাম* (সপ্তগ্রামের অন্তর্গত, হুগলী জেলায়) হইতে প্রায় তিন মাইল দক্ষিণে এবং ব্যাণ্ডেল জংশন হইতে প্রায় এক মাইল পশ্চিমে 'ভেদো' বা ভদোয়াগ্রামে শ্রীকালিদাসের শ্রীপাট। ভুঁইমালীকুলে আবির্ভূত শ্রীঝড়ু ঠাকুরের শ্রীপাটও ভেদোগ্রামে। শ্রীপাটের ডাকঘর দেবানন্দপুর। প্রথমে শঙ্খনগরে কালিদাসের সেবিত বিগ্রহ বিরাজিত ছিলেন, অধুনা উক্ত বিগ্রহ ত্রিবেণীতে সেবিত হইতেছেন। ঝড়ু ঠাকুরের সেবিত বিগ্রহ শ্রীমদনগোপাল ভদুয়াগ্রামেই পূজিত হইতেছেন।

শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী কালিদাস ও ঝড়ু ঠাকুরের মহিমা তাঁহার রচিত শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত গ্রন্থে অন্ত্যলীলা ষোড়শ পরিচ্ছেদে বর্ণন করিয়াছেন। তাহাতে তিনি কালিদাসের পূর্ব্ব পরিচয়

* কৃষ্ণপুরগ্রাম—সপ্তগ্রামের অন্তর্গত। সাতটি গ্রাম লইয়া সপ্তগ্রাম, যথা—সপ্তগ্রাম, বংশবাটী, শিবপুর, বাসুদেবপুর, কৃষ্ণপুর, নিত্যানন্দপুর ও শঙ্খনগর। ত্রিবেণীও সপ্তগ্রামের অন্তর্ভুক্ত ছিল। কাহারও মতে চাঁদপুরের নামান্তর কৃষ্ণপুর।

প্রদানে লিখিয়াছেন—কালিদাস শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামীর জ্ঞাতি খুড়া ছিলেন।

রঘুনাথ দাসের তিঁহো হয় জ্ঞাতি খুড়া।
বৈষ্ণবের উচ্ছিষ্ট খাইতে তেঁহো হইলা বুড়া ॥
—চৈঃ চঃ অ ১৬।৮

মহাভাগবত কালিদাস সর্ব্বক্ষণ কৃষ্ণনাম করিতেন। ব্যবহারেও 'হরে কৃষ্ণ'নাম উচ্চারণ তাঁহার সর্ব্বকার্য্যের সঙ্কেত ছিল। বৈষ্ণবের উচ্ছিষ্ট গ্রহণ করিয়া কালিদাস স্বয়ং ভগবান্ মহাপ্রভুর যে প্রকার কৃপা লাভ করিয়াছিলেন, তাহা অত্যদ্ভুত বলিতে হইবে। বৈষ্ণবে বিশ্বাসযুক্ত ও বৈষ্ণব-উচ্ছিষ্ট গ্রহণকারী ব্যক্তির প্রতি ভগবান্ এতটা প্রসন্ন হন যে তাহাকে ভগবানের অদেয় বস্তু কিছুই থাকে না।

তাতে 'বৈষ্ণবের ঝুটা' খাও ছাড়ি' ঘৃণা লাজ।
যাহা হৈতে পাইবা বাঞ্ছিত সব কাজ ॥
কৃষ্ণের উচ্ছিষ্ট হয় 'মহাপ্রসাদ' নাম।
'ভক্তশেষ' হইলে 'মহামহাপ্রসাদাখ্যান' ॥
ভক্তপদধূলি আর ভক্তপদজল।
ভক্তভুক্তশেষ,—এই তিন সাধনের বল ॥
এই তিন-সেবা হৈতে কৃষ্ণপ্রেমা হয়।
পুনঃ পুনঃ সর্ব্বশাস্ত্রে ফুকারিয়া কয় ॥
তাতে বার বার কহি,—শুন ভক্তগণ।
বিশ্বাস করিয়া কর এ-তিন সেবন ॥
তিন হৈতে কৃষ্ণনাম-প্রেমের উল্লাস।
কৃষ্ণের প্রসাদ, তাতে সাক্ষী কালিদাস ॥
—চৈঃ চঃ অ ১৬।৫৮-৬৩

গৌড়দেশে অবস্থিতিকালে কালিদাস উচ্চ ও নিম্নবর্ণের সমস্ত বৈষ্ণবের উচ্ছিষ্ট গ্রহণ করিতেন। তিনি উত্তমবস্তু লইয়া ভক্তগণের বাড়ীতে যাইয়া তাঁহাদের সেবার জন্য প্রদান করিতেন। ভক্তগণের আহারের পর তাঁহাদের উচ্ছিষ্ট প্রসাদ প্রার্থনা করিয়া লইতেন। যাঁহারা নিজ উচ্ছিষ্ট প্রদান করিতে ইচ্ছুক হইতেন না, তাঁহাদের উচ্ছিষ্ট তিনি লুকাইয়া গ্রহণ করিতেন। ভক্তগণ আহারের পর যেখানে পাত্রাদি ফেলিয়া দিতেন সেখানে সঙ্গোপনে যাইয়া তিনি উক্ত উচ্ছিষ্ট প্রসাদ চাটিয়া খাইতেন। যে-কোন কুলে আবির্ভূত হইলেও বৈষ্ণব সকলেরই পূজ্য। বৈষ্ণব গুণাতীত, জাতি ও বর্ণের অন্তর্গত নহেন। বৈষ্ণবেতে জাতিবুদ্ধি করিলে নরকগতি লাভ হয়। ঝড়ু ঠাকুর ভুঁইমালীকুলে আবির্ভূত হইলেও পরম বৈষ্ণব ছিলেন। একদিন কালিদাস তাঁহার গৃহে যাইয়া তাঁহাকে এবং তাঁহার সহধর্ম্মিণীকে প্রণাম ও বন্দনা করিয়া সুমিষ্ট আম্রফল ভেট প্রদান করিলেন। ঝড়ু ঠাকুর কালিদাসকে সর্ব্বোত্তম অতিথিজ্ঞানে তাঁহাকে বহু সম্মান করিলেন এবং অত্যন্ত দৈন্যভরে বলিলেন—'আমি নীচজাতি, কি প্রকারে আপনার সেবা করিতে পারি? আপনি আজ্ঞা করুন ব্রাহ্মণঘরে অন্নাদি রন্ধনের ব্যবস্থা করিয়া দেই। আপনি সেখানে প্রসাদ গ্রহণ করিলে আমি কৃতার্থ হইব।' কালিদাস ঝড়ু ঠাকুরের বৈষ্ণবোচিত সদৈন্য বাক্য শুনিয়া বলিলেন, 'আমি অত্যন্ত পতিত অধম। বহু সৌভাগ্যফলে আপনার দর্শনলাভ করিয়া কৃতার্থ হইয়াছি। আপনি কৃপাপূর্ব্বক আপনার পাদপদ্মধূলি আমার মস্তকে অর্পণ করুন।' ঝড়ু ঠাকুর উহা শুনিয়া আরও সঙ্কুচিত ও লজ্জিত হইলে কালিদাস বৈষ্ণবমহিমাসূচক কয়েকটি শ্লোক পাঠ করিয়া তাঁহাকে শুনাইলেন। ঝড়ু ঠাকুর 'ন মেঽভক্তশ্চতুর্ব্বেদী……', 'বিপ্রাদ্দ্বিষড়্গুণযুতাদ্……', 'অহোবত শ্বপচোঽতো……' শাস্ত্রের বাক্যসমূহ সত্য বলিয়া মানিলেও ঐগুলি তাঁহার প্রতি প্রযোজ্য নয় বলিয়া দৈন্যোক্তি করিলেন। কালিদাস ঝড়ু ঠাকুরকে প্রণাম করিয়া বিদায় গ্রহণ করিলে ঝড়ু ঠাকুর তাঁহার পশ্চাতে কিছুদূর অনুগমন করিয়া ফিরিয়া আসিলেন। কালিদাস সেই সুযোগে ঝড়ু ঠাকুরের চরণচিহ্ন যেখানে যেখানে পড়িয়াছে, সেখান হইতে ধূলি লইয়া সর্ব্বাঙ্গে লেপন করিলেন। ঝড়ু ঠাকুরের উচ্ছিষ্ট গ্রহণ লালসায় কালিদাস একটি স্থানে সঙ্গোপনে রহিলেন। ঝড়ু ঠাকুর ঘরে ফিরিয়া আসিয়া ভক্ত কালিদাসের আম্রফলটি কলার ডোঙ্গায় রাখিয়া মনে মনে কৃষ্ণের নিকট অর্পণ করিলেন। ঝড়ু ঠাকুরের পত্নী কৃষ্ণের নিকটে অর্পিত আম্রপ্রসাদ ডোঙ্গা হইতে উঠাইয়া পতিকে দিলেন। ঝড়ু ঠাকুর পরম সন্তোষে আম্রফলটি চুষিয়া আমের আঠিটি ডোঙ্গায় রাখিয়া দিলেন। সতী সাধ্বী বৈষ্ণব স্ত্রী পতির উচ্ছিষ্ট সম্মান করিলেন, পরে আমের আঠি ও চোষা ডোঙ্গাতে রাখিয়া উচ্ছিষ্ট

গর্ত্তে ফেলিয়া দিলেন। সঙ্গোপনে অবস্থিত কালিদাস উচ্ছিষ্ট গর্ত্ত হইতে ডোঙ্গাটি উঠাইয়া আমের আঠি চোকলা, এমনকি খোলাটিও চুষিয়া খাইলেন। বৈষ্ণবের উচ্ছিষ্ট গ্রহণ করিতে করিতে কালিদাস প্রেমাপ্লুত হইয়া পড়িলেন। এই প্রকারে তিনি গৌড়দেশে সমস্ত বৈষ্ণবগণকে প্রণতি জ্ঞাপন করিয়া তাঁহাদের উচ্ছিষ্ট প্রসাদ গ্রহণ করিলেন।

প্রতি বৎসর গৌড়ের ভক্তগণ রথযাত্রা উপলক্ষে পুরীতে যাইতেন। ভক্ত কালিদাস দ্বিতীয় বৎসর গৌড়ের ভক্তগণের সহিত নীলাচলে আসিলেন। সর্ব্বান্তর্য্যামী মহাপ্রভু কালিদাসের বৈষ্ণবপ্রীতির কথা অবগত হইয়া তাঁহাকে মহাকৃপা করিলেন। প্রতিদিন মহাপ্রভু যখন জগন্নাথ দর্শন করিতে যাইতেন গোবিন্দ মহাপ্রভুর কমণ্ডলু বহন করিয়া লইতেন। সিংহদ্বারের উত্তরে কপাটের অন্তরালে বাইশ পাহাচের নীচে অর্থাৎ বাইশটি সিঁড়ির নীচে জল নিষ্কাসিত হওয়ার একটি গর্ত্ত আছে। শ্রীজগন্নাথ দর্শনে যাইবার পূর্ব্বে মহাপ্রভু তথায় প্রত্যহ পাদপ্রক্ষালন করিতেন। গোবিন্দের প্রতি মহাপ্রভুর কঠোর নির্দ্দেশ ছিল তাঁহার পদজল যেন কেহ স্পর্শ না করে। এইহেতু মহাপ্রভুর পদজল স্পর্শ করিতে কেহ সাহসী হইত না। কেবলমাত্র অন্তরঙ্গ ভক্তগণ কৌশলে গ্রহণ করিতেন। একদিন মহাপ্রভু তথায় পাদপ্রক্ষালন করিতেছেন, এমন সময় কালিদাস আসিয়া উক্ত পাদপ্রক্ষালিত জল গ্রহণের জন্য হাত পাতিলেন। মহাপ্রভুর সম্মুখেই এক অঞ্জলি, দুই অঞ্জলি, তিন অঞ্জলি পান করিলে মহাপ্রভু পুনরায় পাদোদক গ্রহণ করিতে নিবারণ করিলেন।

সর্ব্বজ্ঞ শিরোমণি চৈতন্য ঈশ্বর।
বৈষ্ণবে তাঁহার বিশ্বাস, জানেন অন্তর ॥
সেই গুণ লইয়া প্রভু তাঁরে তুষ্ট হইলা।
অন্যের দুর্ল্লভ প্রসাদ তাঁহারে করিলা ॥

—চৈঃ চঃ অ ১৬।৪৮-৪৯

মহাপ্রভু জগন্নাথ দর্শনান্তে কাশীমিশ্রের ভবনে নিজগৃহে আসিয়া মধ্যাহ্নে ভোজন করিলেন। মহাপ্রভুর উচ্ছিষ্ট প্রসাদ গ্রহণের জন্য কালিদাস প্রত্যাশা করিয়া বহির্দ্বারে বসিয়া আছেন। মহাপ্রভু কালিদাসের অভিপ্রায় বুঝিয়া গোবিন্দকে ইশারা করিলে গোবিন্দ কালিদাসকে মহাপ্রভুর অবশেষ পাত্র প্রদান করিলেন।

বৈষ্ণবের শেষ ভক্ষণে এতেক মহিমা।
কালিদাসে পাওয়াইল প্রভুর কৃপাসীমা ॥
তাতে বৈষ্ণবের ঝুটা খাও ছাড়ি ঘৃণা লাজ।
যাহা হৈতে পাইবা বাঞ্ছিত সব কাজ ॥

—চৈঃ চঃ অ ১৬।৫৭-৫৮

শ্রীশ্রীপ্রভুপাদ-প্রণতি

[শ্রীহরিদাস রায়, ভক্তিশাস্ত্রী]

জয় জয় প্রভুপাদ পতিতপাবন।
শ্রীভক্তিবিনোদ গৃহে হৈল আগমন ॥
"হ্যৎকলে পুরুষোত্তমাৎ" শাস্ত্রবাণী হৈল।
নীলাচলে অবতরি প্রমাণ করিল ॥

উপবীত লয়ে প্রভু আবির্ভূত হৈল।
অন্নপ্রাশন কালে ভাগবতে হাত দিল ॥
কঠোর ব্রহ্মচর্য্যব্রত করিয়া পালন।
চাতুর্ম্মাস্য শিক্ষা দিলা জগত কারণ ॥

ভূমিতে পরমানন্দে আহার শয়ন।
নিরবধি কৃষ্ণনাম করিলা গ্রহণ ॥
শ্রীবার্ষভানবীদয়িত দাস বলি যাঁরে।
সেই প্রভুপাদ জয় প্রণমি তাঁহারে ॥

শ্রীভক্তিবিনোদ প্রভুর আদেশ পাইয়া।
নবদ্বীপ মাঝে আইলা প্রফুল্লিত হৈয়া ॥
গৌরজন্মস্থলী শ্রীধাম মায়াপুর হয়।
শ্রীচৈতন্যমঠ সেথা স্থাপন করয় ॥

শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারী ।
সেবা প্রকাশ কৈলা প্রভু অতি যত্ন করি' ॥
শ্রীভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী নাম লৈয়া ।
ভাবোন্মাদে মত্ত হৈলা হা গৌর বলিয়া ॥
চতুঃষষ্ঠী শ্রীগৌড়ীয় মঠ সংস্থাপিলা ।
শ্রীরাধাগোবিন্দ-সেবা প্রকাশ করিলা ॥
অগণিত ভক্তবৃন্দ আসিয়া মিলিল ।
ব্রহ্মচারী হৈল কেবা সন্ন্যাস কৈল ॥
দিকে দিকে প্রেরিলা তেঁহ প্রচারকগণ ।
জাগাইলা বিশ্বজনে করি আলোড়ন ॥
হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্রে মেদিনী কাঁপিল ।
জীবেরে করুণা করি কৃষ্ণনাম দিল ॥
এ জগমাঝারে সব গ্রামে ও নগরে ।
গৌরবাণী প্রচার করিলা দ্বারে দ্বারে ॥
জীবের কল্যাণ লাগি' প্রদর্শনী কৈল ।
সৎশিক্ষা দিয়া সবার হৃদয় শোধিল ॥
শ্রীবৈকুণ্ঠ বার্ত্তাবহ প্রকাশ করিয়া ।
গ্রাম্যবার্ত্তা নিষেধিল জগত ভরিয়া ॥
ধাম পরিক্রমা করি মঙ্গল করিল ।
সাধুসঙ্গে কৃষ্ণনাম জীবেরে শিখাল ॥
গৌর পাদপীঠ কত স্থাপন করিল ।
গৌরপাদপদ্মে নিষ্ঠা সকলে দেখিল ॥
কি আর বলিব বল প্রভুর মহিমা ।
কেবা আছে এ জগতে দিতে পারে সীমা ॥
তাঁহার করুণা হ'লে ভবভয় নাই ।
জয় জয় প্রভুপাদ বলহ সদাই ॥
প্রভুপাদ-পাদপদ্ম করিয়া স্মরণ ।
দীন হরিদাস করে প্রভুগুণ গান ॥

মেঘার চরায় মেঘবর্ষণ নিবারণ-লীলার পুনরভিনয়

"কীর্ত্তন করিতে প্রভু আইলা মেঘগণ ।
আপন ইচ্ছায় কৈল মেঘ-নিবারণ ॥"

—চৈঃ চঃ আ ১৭।৮৯

পাঁচশত বর্ষ পূর্ব্বে যেমন সঙ্কীর্ত্তনপিতা শ্রীমন্ মহাপ্রভু একদিবস 'মেঘার চরায়' আশুবর্ষণোন্মুখ মেঘসমূহের বারিবর্ষণ নিবারণপূর্ব্বক তাঁহার সংকীর্ত্তনরত ভক্তবৃন্দের কীর্ত্তনবিঘ্ন অপসারিত করিয়াছিলেন, এবার ৫০১ গৌরাব্দের শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠের শ্রীধাম নবদ্বীপ পরিক্রমাকালেও পরিক্রমার ৪র্থ দিবসে তদ্রূপ পরিক্রমাপার্টীর চাঁপাহাটী শ্রীগৌর-গদাধর শ্রীমন্দির হইতে বিদ্যানগর সার্ব্বভৌম-ভবনাভিমুখে যাত্রাকালে অকস্মাৎ আকাশ ঘোর ঘনঘটাচ্ছন্ন দেখিয়া যাত্রিগণ মুহূর্ত্তমধ্যেই প্রবল ঝঞ্ঝাসহ মুষলধারে বারিবর্ষণের আশঙ্কায় ভীত হইয়া পড়িয়াছিলেন। সঙ্গে শ্রীমন্মহাপ্রভুর পাল্কী, চতুষ্পার্শ্বে কোন আশ্রয়স্থান নাই, পূজ্যপাদ শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠাধ্যক্ষ আচার্য্যদেব হা গৌরাঙ্গ হা নিত্যানন্দ বলিয়া প্রগাঢ় আর্ত্তিসহ কীর্ত্তন-রত ! পরমদয়াল গৌরসুন্দরের কৃপাকটাক্ষে অকস্মাৎ সেই প্রলয়-কালের মেঘ উড়িয়া গেল, ২।১ ফোঁটা সামান্য বারিবিন্দুপাতে যাত্রীদের কাহারও কিছুমাত্রই অসুবিধা হয় নাই। শ্রীবিগ্রহসেবায়ও কোন বিঘ্ন হয় নাই। কীর্ত্তনও নির্ব্বিঘ্নে সম্পাদিত হইয়াছে, বরং প্রখর রৌদ্রতাপ হইতে রক্ষা পাইয়া যাত্রিগণ নির্ব্বিঘ্নে একদিনেই চারিটি দ্বীপ পরিক্রমা সম্পাদন করিয়াছেন। সকলেই একবাক্যে শ্রীমন্মহাপ্রভুর অভাবনীয় করুণা স্মরণ করিতে করিতে বিহ্বল হইয়া পড়িয়াছেন, আশ্চর্য্যের বিষয়—দেখা গেল—বিদ্যানগরের হাই-স্কুলের নিকট যে স্থলে আমরা বিশ্রাম করি, সেস্থানে সামান্য একটু বৃষ্টি হইয়াছে, তাহাতে মহাপ্রভুর ভোগরন্ধনাদি সেবাকার্য্যে কোনও বিঘ্ন উপস্থিত হয় নাই। বরং রৌদ্রতাপ নিবারিত হওয়ায় সেবকগণ স্বচ্ছন্দে সেবাকার্য্য করিতে পারিয়াছেন। এস্থানেই শ্রীমন্মহাপ্রভুর ভোগরাগাদি সম্পাদিত হয়। ভক্তগণ প্রসাদ সম্মানান্তে কিছুক্ষণ বিশ্রামলাভ করিয়া পুনরায় পরিক্রমা আরম্ভ করেন। এই দিবস কোলদ্বীপ, ঋতুদ্বীপ, জহ্নুদ্বীপ ও মোদদ্রুম দ্বীপ—এই চারিটি দ্বীপ একদিনেই পরিক্রমা করা হয়। আমাদের

শ্রীধাম মায়াপুর ঈশোদ্যানস্থ শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠে পেঁছিতে একটু রাত্রি হইয়া যায়। আশ্চর্য্যের বিষয় —আমরা মঠে গিয়া শুনিলাম—সেখানে খুব শিলা-বৃষ্টি হইয়া গিয়াছে। সকলেই শ্রীমন্মহাপ্রভুর অত্যদ্ভুত কৃপার কথা চিন্তা করিতে করিতে পথশ্রমাদি অম্লানবদনে সহ্য করিয়াছেন।

"অদ্যাপিহ সেই লীলা করে গোরা রায়।"

শ্রীবুদ্ধাবতার

শ্রীচৈতন্যবাণী পত্রিকার ২৮শ বর্ষ ২য় ও ৩য় সংখ্যায় শ্রীবুদ্ধাবতার সম্বন্ধে সাধারণভাবে যে আলোচনা করা হইয়াছে, তাহাতে বৈষ্ণবগণের উপাস্য অবতার বুদ্ধ এবং শাক্যসিংহ বা শুদ্ধোদন মায়াপুত্র বুদ্ধ যে এক নহেন, তাহা বিশেষভাবে প্রতিপাদন করা হয় নাই। আমাদের পরমারাধ্যতম পরমগুরুদেব নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ১০৮শ্রী শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ স্পষ্ট করিয়াই বলিয়াছেন —শাক্যসিংহ বুদ্ধ একজন অতিজ্ঞানী জীব মাত্র।' সুতরাং আমরা শাক্যসিংহ বুদ্ধকে আদিবুদ্ধ—ভগবান্ বুদ্ধের সহিত এক বলিব না।

আচার্য্য শ্রীশঙ্কর তাঁহার নিম্নোক্ত শারীরক ভাষ্যে মায়াপুত্র বুদ্ধকে 'সুগতবুদ্ধ' বলিয়া ভ্রম করিয়াছেন—

"সর্ব্বথা অপি অনাদরণীয় অয়ং সুগত-সময়ঃ শ্রেয়স্কামৈঃ ইতি অভিপ্রায়ঃ।"

'অমরকোষ' গ্রন্থে লিখিত আছে—

"সর্ব্বজ্ঞঃ সুগতো বুদ্ধো ধর্ম্মরাজস্তথাগতঃ।
সমন্তভদ্রো ভগবান্ মারজিল্লোকজিজ্জিনঃ॥
ষড়ভিজ্ঞো দশবলোঽদ্বয়বাদী বিনায়কঃ।
মুনীন্দ্রঃ শ্রীঘনঃ শাস্তা মুনিঃ শাক্যমুনিস্তু যঃ॥
স শাক্যসিংহঃ সর্ব্বার্থসিদ্ধঃ শৌদ্ধোদনিশ্চ সঃ।
গৌতমশ্চার্কবন্ধুশ্চ মায়াদেবীসুতশ্চ সঃ॥"

শ্রীল রঘুনাথ চক্রবর্ত্তী উহার টীকায় লিখিয়াছেন —সর্ব্বজ্ঞ হইতে মুনি পর্য্যন্ত ১৮শ বুদ্ধ (বিষ্ণু) বুদ্ধবাচক এবং শাক্যসিংহ হইতে মায়াদেবীসুত পর্য্যন্ত ৭টি শব্দে শাক্যবংশাবতীর্ণ শাক্যসিংহ মুনি বা বুদ্ধমুনিবাচক। সুতরাং সুগতবুদ্ধ ও শূন্যবাদী মুনি বুদ্ধ এক নহেন। Mr. H. T. Colebrooke এর ১৮০৭ খৃষ্টাব্দে শ্রীরামপুর হইতে প্রকাশিত অমরকোষ গ্রন্থ দ্রষ্টব্য।

ললিতবিস্তর গ্রন্থে (২১অঃ ১৭৮ পৃঃ) লিখিত আছে—পূর্ব্ববুদ্ধের স্থানে গৌতম বুদ্ধ তপস্যা করিয়াছিলেন। হয়ত এইজন্যও তাঁহাকে পরবর্ত্তী সময়ে ভগবান্ বুদ্ধের সহিত এক বলিয়া গণনা করা হইয়া থাকিতে পারে। শ্লোকটি এইপ্রকার—

"এষ ধরণীমুণ্ডে পূর্ব্ববুদ্ধাসনস্থঃ
সমর্থ ধনুর্গৃহীত্বা শূন্য নৈরাত্মবাণৈঃ।
ক্লেশরিপুং নিহত্বা দৃষ্টিজালঞ্চ ভিত্বা-
শিব বিরজমশোকাং প্রাপ্স্যতে বোধিমগ্র্যাম্॥"

ঐস্থানের বর্ত্তমান নাম বুদ্ধগয়া। শ্রীভাগবতে উহাকে কীকটপ্রদেশ বলা হইয়াছে।

শ্রীমদ্ভাগবতে লিখিত আছে—

"ততঃ কলৌ সম্প্রবৃত্তে সম্মোহায় সুরদ্বিষাম্।
বুদ্ধো নাম্নাঞ্জনসুতঃ কীকটেষু ভবিষ্যতি॥"

অর্থাৎ "তৎপরে একবিংশাবতারে কলিযুগ সমাগত হইলে দেববিদ্বেষী তামসিক লোকসমূহের সম্মোহনার্থ 'বুদ্ধ' এই নামে অঞ্জন (অজিন)-পুত্ররূপে গয়াপ্রদেশে অবতীর্ণ হইবেন।"

শ্রীবিশ্বনাথটীকা—"অঞ্জনসুতোঽজিন সুতশ্চেতি পাঠদ্বয়ম্। কীকটেষু মধ্যে গয়াপ্রদেশে।"

অর্থাৎ অঞ্জনসুত ও অজিনসুত—এই উভয় পাঠই দৃষ্ট হয়। কীকটেষু বলিতে গয়াপ্রদেশে।

শ্রীল শ্রীধর স্বামিপাদও তাঁহার টীকায় লিখিয়াছেন—

"বুদ্ধাবতারমাহ তত ইতি। অঞ্জনস্য সুতঃ। অজিনসুত ইতি পাঠে অজিনোঽপি স এব। কীকটেষু মধ্যে গয়াপ্রদেশে॥"

অর্থাৎ বুদ্ধাবতারের কথা বলা হইতেছে। অঞ্জনসুত বুদ্ধ। অজিনসুত পাঠান্তরে অজিনও অঞ্জনই। কীকটে অর্থাৎ গয়াপ্রদেশে।

নৃসিংহপুরাণে (৩৬ অঃ ২৯ শ্লোঃ) লিখিত আছে—"কলৌ প্রাপ্তে যথা বুদ্ধো ভবেন্নারায়ণপ্রভুঃ।"

ইহাতেও বুঝা যায় ভগবান্ বুদ্ধের আবির্ভাব ৫০০০ বৎসর পূর্ব্বে।

'নির্ণয়সিন্ধু'র দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে পাওয়া যায়—

"জ্যৈষ্ঠ শুক্লদ্বিতীয়ায়াং বুদ্ধজন্ম ভবিষ্যতি।"

অর্থাৎ জ্যৈষ্ঠ মাসের শুক্লাদ্বিতীয়া তিথিতে বুদ্ধদেবের জন্ম হইবে।

আবার ঐ গ্রন্থের স্থানান্তরে বুদ্ধের পূজা সম্বন্ধে এইরূপ লিখিত আছে—

"পৌষ শুক্লস্য সপ্তম্যাং কুর্য্যাৎ বুদ্ধস্য পূজনম্।"

অর্থাৎ পৌষমাসের শুক্লপক্ষীয়া সপ্তমী তিথিতে বুদ্ধদেবের পূজা করিবে।

সুতরাং ঐ প্রকার পূজাদির বিধি শ্রীভগবদবতার বুদ্ধকে লক্ষ্য করিয়াই কথিত হইয়াছে। উভয় বুদ্ধকে একত্র গণনাস্থলেই বৈশাখী পূর্ণিমাকেই বুদ্ধ-পূর্ণিমা বলা হইয়া থাকিবে।

শ্রীমদ্ভাগবতের উপরিউক্ত ১।৩।২৪ শ্লোকের শ্রীমধ্বাচার্য্যকৃত ভাগবততাৎপর্য্য টীকায় ব্রহ্মাণ্ড-পুরাণের বচন উদ্ধার করিয়া লিখিত আছে—

"মোহনার্থং দানবানাং বালরূপী পথিস্থিতঃ।
পুত্রং তং কল্পয়ামাস মূঢ়বুদ্ধির্জিনঃ স্বয়ম্ ॥
ততঃ সংমোহয়ামাস জিনাদ্যানসুরাংশকান্।
ভগবান্বাগ্‌ভিরুগ্রাভিরহিংসা বাচিভির্হরিঃ ॥"

—ইতি ব্রহ্মাণ্ডে

[অর্থাৎ দানবগণের মোহনার্থ তিনি (ভগবান্ বুদ্ধ) বালকরূপে পথে অবস্থিত ছিলেন, মূঢ়বুদ্ধি জিন স্বয়ং তাঁহাকে পুত্ররূপে কল্পনা করিল। অতঃপর ভগবান্ শ্রীহরি (ভগবদবতার বুদ্ধ) উগ্রা অহিংসা বাণীদ্বারা সেই জিনাদি অসুরাংশগণকে সম্যক্প্রকারে মোহিত করিয়াছিলেন।]

'লঙ্কাবতারসূত্র' বলিয়া একখানি প্রামাণিক বৌদ্ধ-গ্রন্থে দেখা যায়—লঙ্কাধিপতি রাবণ জিনপুত্র ভগবান্ পূর্ব্ববুদ্ধ বা ভবিষ্যতেও যে যে বুদ্ধ বা বুদ্ধসুত আবির্ভূত হইবেন, তাঁহাদিগকে স্তব করিতেছেন—

"অথ রাবণো লঙ্কাধিপতিঃ * * গাথাগীতেন অনুগায়তি স্ম। * * * "

লঙ্কাবতারসূত্রং বৈ পূর্ব্ববুদ্ধানুবর্ণিতং।
স্মরামি পূর্ব্বকৈঃ বুদ্ধৈর্জিনপুত্র-পুরস্কৃতৈঃ ॥৯॥
পুত্রমেতন্নিগদ্যতে ভগবানপি ভাষতাং।
ভবিষ্যন্ত্যনাগতে কালে বুদ্ধা বুদ্ধসুতাশ্চ যে ॥১০॥

উক্ত 'লঙ্কাবতারসূত্র' গ্রন্থ ১৯০০ খৃষ্টাব্দে জানুয়ারী মাসে ভারতীয় বুদ্ধিষ্ট্ টেক্স্ট্ সোসাইটী হইতে বঙ্গীয় গভর্ণমেণ্টের পৃষ্ঠপোষকতায় প্রকাশিত হইয়াছিল।

সুতরাং ইহাদ্বারা স্পষ্টই প্রতীত হইতেছে যে,—প্রাচীন অবতার বুদ্ধ ও বর্ত্তমান গৌতমবুদ্ধ এক নহেন।

লিঙ্গপুরাণ, ভবিষ্যপুরাণ, বরাহপুরাণ, অগ্নি-পুরাণ, বায়ুপুরাণ, স্কন্দপুরাণ, বিষ্ণুপুরাণ প্রভৃতি বহু পুরাণে অবতার বুদ্ধের উল্লেখ আছে। বিষ্ণুপুরাণের তৃতীয় অংশের ১৭শ-১৮শ অধ্যায়ে বুদ্ধ মায়ামোহ নামে অভিহিত। কবিবর শ্রীজয়দেবের দশাবতার-স্তোত্রের কথা ইতঃপূর্ব্বেই উল্লিখিত হইয়াছে। তবে পুরাণাদিতে যে অবতারবুদ্ধের কথা উক্ত হইয়াছে, তিনি শুদ্ধোদনপুত্র শূন্যবাদী বুদ্ধ নহেন।

নিখিল বেদবেদান্তপুরাণেতিহাসাদি সর্ব্বশাস্ত্রসার শ্রীমদ্ভাগবতে (ভাঃ ১০।৪০।২২) অক্রূরস্তবে "নমো বুদ্ধায় শুদ্ধায় দৈত্যদানবমোহিনে" বলিয়া ভগবান্ বুদ্ধের স্তব বর্ণিত আছে। উহার অর্থ এই যে—'হে ভগবন্, বেদবিরুদ্ধ শাস্ত্রপ্রণয়নে দৈত্যদানবগণের মোহনশীল নির্দ্দোষস্বভাব বুদ্ধরূপী আপনাকে আমি নমস্কার করিতেছি।"

উহার টীকায় শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুর লিখিতেছেন—"শুদ্ধায় বেদবিরুদ্ধ শাস্ত্রপ্রবর্ত্তকত্বেঽপি নির্দ্দোষায়।"

অর্থাৎ 'শুদ্ধায়' শব্দের তাৎপর্য্য এই যে,—বেদ-বিরুদ্ধশাস্ত্রপ্রবর্ত্তকত্ব সত্ত্বেও নির্দ্দোষস্বরূপ।

সুতরাং বেদবিরুদ্ধ শাস্ত্রপ্রবর্ত্তনদ্বারা তিনি অর্থাৎ অবতার বুদ্ধ দৈত্যদানবগণের মোহন-কার্য্য করিয়াছেন। ভগবদিতর বুদ্ধগণ তাহারই অনুবর্ত্তন করায় বুদ্ধজীবনী-লেখকগণ অনেকস্থানে অবতার ও মনুষ্য-বুদ্ধগণকে একত্র গণনা করিয়াছেন।

শ্রীমদ্ভাগবত মহাপুরাণের ৬ষ্ঠ স্কন্ধ ৮ম অধ্যায়ের ১৯শ শ্লোকে মুনিবর ত্বষ্টৃতনয় বিশ্বরূপ-প্রদত্ত নারায়ণ-কবচের **"বুদ্ধস্তু পাষণ্ডগণপ্রমাদাৎ"** এই মন্ত্র পাঠ করিয়া দেবরাজ ইন্দ্র ভগবান্ বুদ্ধসমীপে প্রার্থনা জানাইতেছেন—

"ভগবান্ বুদ্ধদেব আমাকে পাষণ্ডজনাচিত অনবধানতা-দোষ হইতে রক্ষা করুন।"

অর্থাৎ ভগবান্ বুদ্ধ আমাকে তাঁহার অসুর-বিমোহন-লীলায় বেদবিরুদ্ধ শাস্ত্রপ্রবর্তন-দ্বারা অসুর-প্রকৃতি জনগণের বেদের নিগূঢ়ার্থবোধরাহিত্যহেতু বেদাবমাননারূপ মহাদোষ হইতে রক্ষা করুন, এইরূপ প্রার্থনা জ্ঞাপন করিতেছেন। বস্তুতঃ ভগবান্ বুদ্ধ কখনই বেদনিন্দক নহেন, অসুরমোহনার্থ তাঁহার ঐ লীলা।

স্কন্দপুরাণের মাহেশ্বর খণ্ডে ৪০ অধ্যায়ে লিখিত আছে—"কলিযুগের ৩৬০০ বৎসর গত হইলে মগধ দেশে হেমসদনের ঔরসে অঞ্জনীর গর্ভে বিষ্ণুংশে ধর্ম্মপাতা সাক্ষাৎ স্বয়ং প্রভু বুধ অবতীর্ণ হইবেন এবং বহু যশস্কর কর্ম্ম করিয়া ৬৪ বৎসরব্যাপী সপ্তদ্বীপবতী বসুন্ধরা শাসন করতঃ ভক্তবৃন্দের নিকট নিজ যশঃ সংরক্ষণপূর্ব্বক স্বধামে গমন করিবেন।"

এইরূপ বহু প্রামাণিক শাস্ত্রবাক্যের প্রমাণানুসারে আমরা দেখিতে পাই—ভগবান্ বুদ্ধদেব ও শাক্যসিংহ বা গৌতমবুদ্ধ এক নহেন, তবে অসুরবিমোহনার্থ ভগবান্ বুদ্ধ যে বেদবিরুদ্ধ শাস্ত্র প্রবর্তন করিয়াছেন, অন্যান্য বুদ্ধ তাহারই অনুবর্তন করিয়া বেদবিরুদ্ধ শূন্যবাদ প্রচার করিয়াছেন। এজন্য অনেকস্থলে তাঁহাদিগকে একত্র গণনা করায় নানা সংশয়ের অবতারণা হইয়াছে*। শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী এইজন্যই লিখিয়াছেন—"বেদ না মানিয়া বৌদ্ধ হয় ত' নাস্তিক।"

Maxmuller মতে শাক্যসিংহ বুদ্ধ খৃষ্টপূর্ব্ব ৪৭৭ (?) অব্দে কপিলাবস্তু নগরে লুম্বিনীবনে জন্ম-গ্রহণ করেন। প্রাচীন কপিলাবস্তু নগর নেপালের নিকটবর্ত্তী একটি প্রসিদ্ধ জনপদ। গৌতমের† পিতার নাম শুদ্ধোদন, মাতার নাম মায়াদেবী। অঞ্জননন্দন ও মায়ানন্দনের নাম এক হইলেও একের আবির্ভাবক্ষেত্র গয়াপ্রদেশে ও অপরের আবির্ভাব কপিলাবস্তু নগর। সুতরাং বিষ্ণুবুদ্ধের আবির্ভাব-স্থান ও পিতামাতা এবং গৌতম বুদ্ধের আবির্ভাব স্থান ও পিতামাতা সম্পূর্ণ পৃথক্। তবে বিষ্ণুবুদ্ধের অসুরবিমোহন-লীলার বঞ্চনা প্রাপ্ত হইয়া মনুষ্যবুদ্ধ বেদবহির্ভূত শূন্যবাদ প্রচারক।

বিরহ-সংবাদ

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিহৃদয় হৃষীকেশ মহারাজ ঃ— বিশ্বব্যাপী শ্রীচৈতন্যমঠ ও শ্রীগৌড়ীয় মঠসমূহের প্রতিষ্ঠাতা নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ভক্তি-সিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের অনুকম্পিত শিষ্য শ্রীমদ্ মুকুন্দমাধব ব্রহ্মচারী, ত্রিদণ্ড সন্ন্যাস গ্রহণান্তে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিহৃদয় হৃষীকেশ মহারাজ ৭২ বৎসর বয়সে কলিকাতায় গত ২৪ জ্যৈষ্ঠ (১৩৯৫), ৭ জুন, ১৯৮৮ মঙ্গলবার কৃষ্ণাষ্টমী তিথি-

* গৌড়ীয় ১৮শ খণ্ড ২১ সংখ্যায় প্রকাশিত শ্রীল সচ্চিদানন্দ ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের রচিত "প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধ ও নাস্তিক্যবাদ" প্রবন্ধে "গৌতম"—এই নাম এবং শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুরের অনুকম্পিত শিষ্য শ্রীসুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বিরচিত "শ্রীগৌড়ীয় দর্শনের ইতিহাস ও বৈশিষ্ট্য" গ্রন্থে বৌদ্ধদর্শন সম্বন্ধে লেখাকালে "শাক্যসিংহ গৌতমবুদ্ধ"-নাম মাত্র উল্লিখিত হইয়াছে।

শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুরের অনুকম্পিত শিষ্য শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির প্রতিষ্ঠাতা পূজ্যপাদ ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব মহারাজ তাঁহার রচিত 'মায়াবাদের জীবনী'তে (৭৪ পৃষ্ঠায়) এইরূপ লিখিয়াছেন—'ভগবানের লীলাপুষ্টির জন্য মায়াশক্ত্যাবেশে 'শাক্যসিংহ বুদ্ধ' খৃষ্টপূর্ব্ব ন্যূনাধিক ৫০০ শত বৎসর পূর্ব্বে অবতরণ করেন।'

† 'শূন্যবাদী সিদ্ধার্থ—কপিল বংশের গৌতম মুনির শিষ্য, তজ্জন্য তাঁহার অপর নাম গৌতম'—'মায়াবাদের জীবনী'—১৮ পৃষ্ঠার শেষে।

বাসরে শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গের স্মরণ করিতে করিতে নির্য্যাণ লাভ করিয়াছেন। ইঁহার পূর্ব্বাশ্রম ছিল পূর্ব্ববঙ্গে (বর্ত্তমান বাংলাদেশে) খুলনা জেলায় রঘুনাথপুর পোষ্টাফিসের অন্তর্গত বেমারতা গ্রামে। ইঁহার পিতার নাম শ্রীঅশ্বিনীকুমার দাস। ইঁহার পিতৃদত্ত নাম ছিল শ্রীমুকুন্দ মুরারি দাস। ইনি ১৯১৬ খৃষ্টাব্দে ১৭ ফেব্রুয়ারী জন্মগ্রহণ করেন। ইনি শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের নিকট হরিনাম ও মন্ত্রদীক্ষা এবং পরে ১৯৬০ সালে শ্রীল প্রভুপাদের শিষ্য পরমপূজ্যপাদ শ্রীমদ্ভক্তিকেবল ঔড়ুলোমী মহারাজের নিকট ত্রিদণ্ডসন্ন্যাস বেষ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। তিনি বাগবাজার শ্রীগৌড়ীয় মঠের সেক্রেটারীপদে অধিষ্ঠিত থাকিয়া কায়মনোবাক্যে উক্ত মঠের এবং উক্ত মঠের শাখামঠসমূহের সেবায় সর্ব্বতোভাবে নিজেকে নিয়োজিত করিয়া মঠসমূহের সেবাসৌষ্ঠব বর্দ্ধন করিয়াছিলেন। উক্ত মঠ প্রতিষ্ঠানের বর্ত্তমান আচার্য্য তাঁহার ন্যায় দায়িত্বশীল নিষ্কপট বৈষ্ণবকে নিজের মুখ্য সহায়করূপে প্রাপ্ত হইয়া নিশ্চিন্ত ছিলেন। তাঁহার অকস্মাৎ প্রয়াণে তিনি, বাগবাজার শ্রীগৌড়ীয় মঠাশ্রিত ভক্তমাত্রই অত্যন্ত মর্ম্মাহত। 'কৃপা করি' কৃষ্ণ মোরে দিয়াছিলা সঙ্গ। স্বতন্ত্র কৃষ্ণের ইচ্ছায় কৈলা সঙ্গভঙ্গ ॥'

শ্রীগৌড়ীয় মঠের আচার্য্যদেব ও বৈষ্ণবগণের সমক্ষে বৈষ্ণববিধানানুযায়ী তাঁহার শেষকৃত্য কাশীমিশ্রের ঘাটে সংকীর্ত্তন সহযোগে সুসম্পন্ন হয়। উক্ত মঠের প্রেরিত বৈষ্ণবের নিকট পূজ্যপাদ শ্রীমদ্ হৃষীকেশ মহারাজের স্বধামপ্রাপ্তির সংবাদ জানিতে পারিয়া ৩৫ সতীশ মুখার্জ্জি রোডস্থ শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ হইতে পূজ্যপাদ ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিনিলয় গিরি মহারাজ এবং ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসৌরভ আচার্য্য মহারাজ পরদিবস ৮ জুন প্রাতে প্রথমে শ্রীগৌড়ীয় মঠে ও পরে কাশীমিশ্রের ঘাটে পৌঁছিয়া পূজ্যপাদ হৃষীকেশ মহারাজকে দণ্ডবৎ প্রণাম করতঃ তাঁহার শ্রীঅঙ্গে মাল্যার্পণ করেন। তাঁহার স্বধাম প্রাপ্তিতে শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠাশ্রিত ভক্তগণও বিরহ-সন্তপ্ত।

শ্রীব্রজমণ্ডল-পরিক্রমা

[পূর্ব্বপ্রকাশিত ৫ম সংখ্যা ১০০ পৃষ্ঠার পর]

ভাতরোল—শ্রীবৃন্দাবন হইতে দেড় মাইল দক্ষিণে অবস্থিত। এইস্থানে শ্রীকৃষ্ণ বলরাম যাজ্ঞিক ব্রাহ্মণীগণের নিকট অন্নভিক্ষা করেন। এই লীলার সংক্ষিপ্ত সারকথা—কৃষ্ণ যেদিন সখাগণসহ গোবৎসগণকে লইয়া নিকট বনে যাইতেন, সেদিন খাবার সঙ্গে লইতেন না, ঘরে ফিরিয়া আসিয়া খাইতেন, যেদিন দূরে যাইতেন, সেদিন খাবার সঙ্গে লইতেন। একদিন কৃষ্ণ নিকটে যাইবেন বলায় সখাগণ ও কৃষ্ণ কেহই সেদিন সঙ্গে খাবার লইয়া যান নাই। কিন্তু যাইতে যাইতে তাঁহারা বহুদূরে আসিয়া পড়িলেন। তখন মধ্যাহ্ন। গোপবালকগণ ক্ষুধায় কাতর হইয়া কৃষ্ণের নিকট পুনঃ পুনঃ খাবার প্রার্থনা করিতে লাগিলেন। সখাগণ কৃষ্ণকে নিজেদের সমবয়স্ক সমান বুদ্ধিতে সখারূপে দেখিলেও কৃষ্ণের অনেক শক্তি আছে এবং অনেক অদ্ভুত অদ্ভুত কার্য্য করিতে পারেন, এইরূপ বোধ হইতে তাঁহারা অসুবিধায় পড়িলেই কৃষ্ণকে বিরক্ত করিতেন। ছোট ছোট ছেলেপিলে যেমন ক্ষুধা পাইলেই কাঁদিতে থাকে এবং ঘরে খাবার আছে কি না আছে, চিন্তা না করিয়াই স্নেহময়ী জননীকে বিরক্ত করে, তদ্রূপ সখাগণও বাল্যস্বভাববশতঃ কৃষ্ণের নিকট খাবারের জন্য বার বার আবদার করিতে লাগিলেন। কৃষ্ণ উপায়ান্তর না দেখিয়া তাঁহাদিগকে বলিলেন—'দেখ, নিকটে যাজ্ঞিক ব্রাহ্মণগণ যজ্ঞ করিতেছেন, অনেক খাদ্যদ্রব্য সংগ্রহ করিয়া রাখিয়াছেন। সেখানে গিয়া তাঁহাদিগকে বলিবে—কৃষ্ণ বলরাম ক্ষুধার্ত্ত, সঙ্গে খাবার আনেন নাই, তাই আপনাদের নিকট খাবার ভিক্ষা চাহিতেছেন। আমাদের নাম করিলেই তাঁহারা

ভিক্ষা দিবেন।' শ্রীকৃষ্ণের নির্দ্দেশে গোপবালকগণ বনের মধ্যে চলিতে চলিতে দেখিতে পাইলেন—একটী চন্দ্রাতপের নিম্নে ব্রাহ্মণগণ যজ্ঞ করিতেছেন ; যজ্ঞ-স্থলীতে প্রচুর খাদ্যদ্রব্য সংগৃহীত হইয়াছে ; ব্রাহ্মণগণ কৃষ্ণ বলরামের নাম করিয়া আহুতি প্রদান করিতে-ছেন। সখাদের ভরসা হইল—কৃষ্ণ বলরামের নাম করিলে এখানে নিশ্চয়ই খাদ্যদ্রব্য ভিক্ষা পাওয়া যাইবে ; কিন্তু কৃষ্ণ যে ভাবে বলিয়া দিয়াছেন সেই ভাবে পুনঃ পুনঃ প্রার্থনা করিলেও ব্রাহ্মণগণ সেদিকে দৃক্‌পাত না করিয়া তাঁহাদের নিজকার্য্য করিতে লাগিলেন, ভিক্ষা দিলেন না। সখাগণ হতাশ চিত্তে ফিরিয়া আসিয়া কৃষ্ণের নিকট সব ঘটনা ব্যক্ত করতঃ পুনঃ পুনঃ খাবার প্রার্থনা করিতে থাকিলে কৃষ্ণ তাঁহা-দিগকে পুনরায় প্রেরণ করিলেন যাজ্ঞিক ব্রাহ্মণপত্নী-গণের নিকট। সখাগণকে কৃষ্ণ বলিলেন, 'যেখানে ব্রাহ্মণগণ যজ্ঞ করিতেছেন, তাহার নিকটে অনেক কুটীর আছে। সেই কুটীরসমূহে ব্রাহ্মণপত্নীগণ থাকেন। তাঁহারা আমাদিগকে কিছু প্রীতি করেন। তাঁহাদের নিকট আমাদের নাম করিয়া চাহিলেই ভিক্ষা পাইবে। আবার যাও।' সখাগণ পুনরায় আসিয়া দেখিলেন যজ্ঞস্থলীর নিকটেই অনেক কুটীর আছে। সেই কুটীরের নিকটে যাইয়া সখাগণ সুমিষ্ট কণ্ঠে আহ্বান করতঃ ভিক্ষা চাহিলে ব্রাহ্মণপত্নীগণ বালকগণকে দেখিয়া ও কৃষ্ণ বলরামের নাম শুনিয়া গৃহ হইতে বাহির হইলেন। ব্রাহ্মণপত্নীগণ বহুদিন হইতে কৃষ্ণবলরামের দর্শনের জন্য ব্যাকুল ছিলেন। কৃষ্ণবলরাম ক্ষুধার্ত্ত, অন্ন ভিক্ষা প্রার্থনা করিয়াছেন শ্রবণের সঙ্গে সঙ্গে তাঁহারা মিষ্ট দ্রব্যাদি যাহা ঘরে ছিল, তাহাই লইয়া চলিতে লাগিলেন। ব্রাহ্মণগণকে দেখিয়া প্রণাম করিলেন এবং তাঁহাদের অনুমতি প্রার্থনা করিলেন এই বলিয়া—স্ত্রীর কর্ত্তব্য পতির আজ্ঞা পালন করা, কিন্তু পতিরও পতি পরম পতি শ্রীকৃষ্ণ, তাঁহার সেবা করা সকলেরই মুখ্য কর্ত্তব্য। ব্রাহ্মণগণ পত্নী-গণের পক্ষে গৃহ ছাড়িয়া বনে যাওয়া অনুচিত এইরূপ কারণ নির্দ্দেশ করিয়া তিরস্কার করতঃ তাঁহাদিগকে যাইতে নিষেধ করিলেন। তৎসত্ত্বেও তাঁহারা যাইতে উদ্যত হইলে ব্রাহ্মণগণ সাবধান করিয়া দিলেন—যদি তাঁহারা ব্রাহ্মণগণের আজ্ঞা লংঘন করিয়া চলিয়া যান, তাহা হইলে তাঁহারা একেবারেই চলিয়া যাইবেন, আর ফিরিবেন না। অহৈতুকী ভক্তি অপ্রতিহতা। তাঁহারা ব্রাহ্মণগণের আজ্ঞা লংঘন করিয়া চলিলেন। একজন ব্রাহ্মণ তাঁহার পত্নীকে জোর করিয়া ঘরের মধ্যে আবদ্ধ করিয়া রাখিলে সেই আর্ত্তা ব্রাহ্মণী নিজের দুর্ভাগ্যের জন্য রোদন করিতে করিতে শরীর ত্যাগ করিয়া কৃষ্ণের নিকট উপনীতা হইলেন। অহৈতুকী ভক্তিকে কেহই প্রতিরোধ করিতে পারে না। ব্রাহ্মণপত্নীগণ কৃষ্ণবলরামের দর্শন লাভ করিয়া কৃতার্থ হইলেন। তাঁহাদিগকে এবং সখাগণকে পরিতৃপ্তির সহিত ভোজন করাইলেন। ভোজনের পর কৃষ্ণ ব্রাহ্মণপত্নীগণকে ফিরিয়া যাইতে বলিলে তাঁহারা হতাশ হইলেন। 'তাঁহারা ব্রাহ্মণগণের আজ্ঞা লংঘন করিয়া আসিয়াছেন, ফিরিয়া গেলেও ব্রাহ্মণ-পতিগণ গ্রহণ করিবেন না, কৃষ্ণ কেন এইরূপ নিষ্ঠুর বচন বলিতেছেন'—এইরূপ ব্রাহ্মণ পত্নীগণ আক্ষেপ করিতে থাকিলে কৃষ্ণ তাঁহাদিগকে বুঝাইয়া বলিলেন —'তোমাদের যে প্রেম আমাতে এখন আছে, তাহা অদর্শনের দ্বারা বিরহহেতু দ্বিগুণ ও বিশুদ্ধ হইবে, পুনরায় মিলনেতে উভয়েরই আনন্দ অধিক হইবে। ব্রাহ্মণগণ তোমাদিগকে গ্রহণ করিবেন। তোমাদের কোনও চিন্তা নাই। ব্রাহ্মণপত্নীরূপে তোমাদের বাহিরে বনে থাকা উচিত নহে। আমার আদেশ—তোমরা গৃহে ফিরিয়া যাও।' যখন কৃষ্ণ বলিলেন তাঁহার আদেশ, তখন নিরুপায় হইয়া ব্রাহ্মণপত্নীগণ ক্রন্দন করিতে করিতে ফিরিয়া আসিলেন। এদিকে পত্নীগণ এবং যে দ্রব্যের দ্বারা পত্নীগণ কৃষ্ণের সেবা করিয়া-ছেন তৎসমুদয় ব্রাহ্মণগণের হওয়ায় পত্নীগণের সেবার ফলে ব্রাহ্মণগণের চিত্ত পরিষ্কৃত হইল। তাঁহারা অনুতাপ করিতে লাগিলেন। কৃষ্ণ-বলরাম নিকটে আসা সত্ত্বেও তাঁহারা সাক্ষাৎ দর্শন ও সেবা হইতে বঞ্চিত হইলেন। তাঁহাদের পত্নীগণের কোনও যোগ্যতা না থাকিলেও তাঁহারা কৃষ্ণবলরামের দর্শন ও সেবার সৌভাগ্য পাইলেন। তৎসেবাসৌভাগ্যবঞ্চিত ব্রাহ্মণগণ নিজদিগকে ধিক্কার দিতে দিতে বলিলেন—

"ধিগ্‌জন্ম নস্ত্রিবৃদ্‌যত্তদ্ধিগ্ ব্রতং ধিগ্ বহুজ্ঞতাম্।
ধিক্কুলং ধিক্ ক্রিয়াদাক্ষ্যং বিমুখা যে ত্বধোক্ষজে ॥"

—ভাঃ ১০।২৩।৪০

'আমাদের তিন জন্মের ধিক্কার, আমাদের ব্রত-নৈপুণ্যের, বহু শাস্ত্রজ্ঞানের, কুলমর্য্যাদার ও ক্রিয়া-দক্ষতার ধিক্কার।'

যখন নিজদিগকে ধিক্কার দিতেছেন তখন ব্রাহ্মণী-গণ ফিরিয়া আসিলে ব্রাহ্মণগণ ব্রাহ্মণীগণকে প্রণাম করিলেন।

ব্রাহ্মণগণের বহু যোগ্যতা থাকা সত্ত্বেও তাঁহারা কৃষ্ণকে চিনিতে এবং তাঁহার সাক্ষাৎ সেবা লাভ করিতে কেন পারিলেন না? পক্ষান্তরে ব্রাহ্মণীগণের কোনও প্রকার পার্থিব যোগ্যতা না থাকা সত্ত্বেও তাঁহারা কৃষ্ণকে চিনিতে পারিলেন, কৃষ্ণের সেবা করিলেন, ইহার কারণ কি? ইহার কারণ ব্রাহ্মণ-গণের শুদ্ধভক্ত সাধুর সঙ্গ হয় নাই, ব্রাহ্মণীগণের হইয়াছিল। ব্রাহ্মণগণের কুটীরের পার্শ্বে উদ্যান আছে। সেই উদ্যানে কৃষ্ণের প্রিয়ভক্ত মালিনী দেবী আসিয়া প্রত্যহ ফুল তুলিতেন, মালা তৈরী করিতেন। তিনি আর্ত্তিসহকারে কৃষ্ণকে ডাকিতেন ও কৃষ্ণের গুণগান করিতেন। তাঁহার নিকট কৃষ্ণের গুণগান শুনিয়া ব্রাহ্মণীগণের আত্মধর্ম্ম শুদ্ধা ভক্তি প্রকটিত হইয়াছিল। এজন্য তাঁহারাও মালিনীর ন্যায় কৃষ্ণ-দর্শনের জন্য ব্যাকুল হইয়াছিলেন। 'কৃষ্ণভক্তি-জন্মমূল হয় সাধুসঙ্গ'। শুদ্ধভক্ত সাধুর সঙ্গে ভক্তি লাভ হইলে, সেই ভক্তির দ্বারাই কৃষ্ণের দর্শন হয়।

ব্রাহ্মণীগণ কৃষ্ণ-বলরামকে এই স্থানে অন্ন ভিক্ষা করাইয়াছিলেন বলিয়া এই স্থানের নাম 'ভাতরোল' হইয়াছে।

অক্রূর ঘাট—অরিষ্টাসুর নিধনের পর, 'বলরাম ও কৃষ্ণ নন্দ মহারাজের পুত্র নহে, বসুদেবের পুত্র, কংসভয়ে বসুদেব তাঁহাদিগকে নন্দালয়ে রাখিয়া আসিয়াছেন, কৃষ্ণ-বলরামই কংসের অনুচরগণকে বধ করিয়াছেন, তাঁহাদের হাতেই কংসের মৃত্যু হইবে'—ইত্যাদি নারদ ঋষির নিকট শুনিয়া কংস ক্রুদ্ধ হইয়া বসুদেবকে হত্যা করিবার জন্য অসি নিষ্কাষণ করিলেন। তখন নারদ কংসকে বুঝাইলেন, 'কৃষ্ণ-বলরাম শিশু, তাঁহাদের পিতা বসুদেবকে হত্যা করিলে তাঁহারা ভয়ে পলায়ন করিবেন। আপনার কার্য্য সিদ্ধ হইবে না।' কংস বসুদেবের পুত্রদ্বয়কে নিজের মৃত্যুর কারণ জানিয়া বসুদেব দেবকীকে লৌহময় শৃঙ্খলে আবদ্ধ করিলেন। দেবর্ষি নারদ প্রস্থান করিলে কংস কেশিদানবকে পাঠাইয়াছিলেন রামকৃষ্ণকে বধ করিবার জন্য; কিন্তু কেশিদানব কৃষ্ণহস্তে নিহত হইল। কংস কৃষ্ণ-বলরামকে হত্যা করিবার জন্য একটি বুদ্ধি স্থির করিয়া এইরূপ নির্দ্দেশ দিলেন—চতুর্দ্দশী তিথিতে যথাশাস্ত্র মহেশ্বরের পূজা ও পশুবলি হইবে, সেই দিন হইতে ধনুর্যজ্ঞ আরম্ভ হইবে; মল্লযুদ্ধ ক্রীড়ার স্থান এমনভাবে নির্ম্মাণ করিতে হইবে, যাহাতে পুরবাসী, গ্রামবাসী সকলেই দেখিতে পায়; উক্ত মল্লক্রীড়ার স্থানে দ্বার-দেশে কুবলয়াপীড় নামক মত্তহস্তীকে রাখিতে হইবে। কংসের নির্দ্দেশানুসারে সমস্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হইলে কংস চাণূর মুষ্টিক আদি মল্লবীরগণকে এবং শল, তোষলাদি মন্ত্রিগণকে আহ্বান করিলেন। চাণূর-মুষ্টিককে বলিলেন "মল্লযুদ্ধ হইবে। ব্রজের অধি-বাসিগণ মল্লযুদ্ধে পারঙ্গত ও রুচিবিশিষ্ট। আমি সকলকেই নিমন্ত্রণ করিব। তৎসঙ্গে কৃষ্ণ-বলরাম-কেও মল্লক্রীড়ার জন্য আহ্বান করিব। তোমরা মল্লযুদ্ধে তাঁহাদিগকে হত্যা করিবে।" রাজনীতি-বিশারদ কংস নিজকার্য্য সিদ্ধির জন্য যাদবশ্রেষ্ঠ অক্রূরকে ডাকাইয়া আনিলেন এবং তাঁহার হাত ধরিয়া বলিলেন—'আমার জন্য তোমাকে কিঞ্চিৎ মিত্রোচিত কার্য্য করিতে হইবে। ভোজবংশীয় ও বৃষ্ণিবংশীয় তুমি ছাড়া আর কেহ আমার হিতকারী নাই। ইন্দ্র যেমন বিষ্ণুর সহায়তায় অসুর বিনাশ ও রাজ্য লাভ করেন, আমিও গুরুতর প্রয়োজন বোধে তোমার সাহায্য গ্রহণ করিতেছি। তুমি এই রথে চড়িয়া শীঘ্র নন্দালয়ে যাও এবং কৃষ্ণ-বলরামকে মল্লযুদ্ধের জন্য এখানে আনয়ন কর। আমার অন্ত-রের অভিপ্রায় তোমাকে বলিতেছি। তাঁহারা মল্ল-ক্রীড়ার স্থানে আসিলে আমি যমতুল্য কুবলয়াপীড় হাতীর দ্বারা তাহাদিগকে বিনাশ করিব। যদি তাহাতে রক্ষা পায়, তাহা হইলে মল্লযুদ্ধে চাণূর-মুষ্টিকাদি মহামল্লগণের দ্বারা বিনাশ করিব। তাহারা নিহত হইলে বসুদেব প্রমুখ বৃষ্ণি, ভোজ, দাশার্হ বংশে লোকসন্তপ্ত তাহাদের বন্ধুগণকে হত্যা করিব। অতঃ-পর রাজ্যাভিলাষী বৃদ্ধ পিতা উগ্রসেন, তাঁহার ভ্রাতা

(ক্রমশঃ)

শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী মহারাজ বিষ্ণুপাদের

পূতচরিতামৃত

[পূর্ব্বপ্রকাশিত ৫ম সংখ্যা ১০৪ পৃষ্ঠার পর]

হিংসা হইতে নিবৃত্তিকে অহিংসা বলা হয়, কিন্তু প্রেমে কেবলমাত্র হিংসা বা অপরের অনিষ্ট সাধন হইতে নিবৃত্তি বুঝায় না, পরন্তু অপরের হিতসাধন বা সুখোৎপাদন চেষ্টাও তাহাতে বিদ্যমান। বস্তুতঃ জগতে স্বল্প হিংসাকেই অহিংসা বলা হয়, কারণ সাক্ষাৎভাবে হিংসাকার্য্য হইতে নিবৃত্ত হইলেও অপরের অনিষ্ট সাধন ব্যতীত কোন প্রাণী জীবিত থাকিতে পারে না। প্রত্যেকটী প্রাণীর বাস্তব সুখের উদ্দেশ্যে নিজসত্তা সম্পূর্ণরূপে উৎসর্গীকৃত হইলে যথার্থ অহিংসা সম্ভব। প্রত্যেকটী প্রাণী পূর্ণের সঙ্গে সম্বন্ধযুক্ত আপেক্ষিক-তত্ত্ব হওয়ায়, তাহাদের বাস্তব সুখ নির্ভর করে পূর্ণ প্রীতিতে। যেমন বৃক্ষের মূলে জলসেচন করিলে সমস্ত শাখা প্রশাখার তুষ্টি হয়, প্রাণে আহার দিলে সর্ব্বেন্দ্রিয়ের তৃপ্তি হয়, তদ্রূপ সর্ব্বকারণকারণরূপ সর্ব্ব-প্রাণীর সঙ্গে সম্বন্ধযুক্ত অদ্বয়জ্ঞানতত্ত্ব সর্ব্বব্যাপক অচ্যুত শ্রীহরির সেবার দ্বারা সর্ব্ব প্রাণীর সেবা বা তৃপ্তি হইয়া থাকে। যথা তরোর্মূলনিষেচনেন তৃপ্যন্তি তৎস্কন্ধভুজোপশাখা। প্রাণোপহারাচ্চ যথেন্দ্রিয়াণাং তথৈব সর্ব্বার্হণমচ্যুতেজ্যা ॥' (ভাঃ ৪।৩১।১৪)। বিশুদ্ধ প্রেম পূর্ণকেন্দ্রিক বা ভগবৎকেন্দ্রিক। পূর্ণকে কেন্দ্র না করিয়া প্রীতি দেহ, পরিবার, সমাজ, প্রদেশ দেশ, বিশ্ব প্রভৃতি ক্ষুদ্র বা বৃহদংশকেন্দ্রিক হইলে অপর দেহ, অপর পরিবার, অপর সমাজ, প্রদেশ, দেশ, বিশ্ব প্রভৃতির সহিত সংঘর্ষ অবশ্যম্ভাবী। বিভিন্ন কেন্দ্র অবলম্বন করিয়া বৃত্ত অঙ্কিত হইলে যেমন পরিধিসমূহ পরস্পর কর্ত্তিত হয়, তদ্রূপ স্বার্থের কেন্দ্র ভিন্ন ভিন্ন হইলে পরস্পরের মধ্যে সংঘাত অনিবার্য্য। পূর্ণকেন্দ্রিক চেষ্টা হইলে পূর্ণের সমকক্ষ আর কেহ না থাকায় তথায় সংঘর্ষের কোন সম্ভাবনা থাকে না। পূর্ণপ্রীতি-দ্বারা সর্ব্বাংশের প্রসন্নতা হইয়া থাকে। 'তস্মিংস্তুষ্টে জগত্তুষ্টং প্রীণিতে প্রীণিতং জগৎ।' সুতরাং শ্রীভগবৎ প্রেমানুশীলনের দ্বারা সকল প্রাণীর প্রতি যথার্থ প্রীতি সাধিত হইয়া থাকে। পরমেশ্বর সম্বন্ধরহিত প্রীতির অপর নাম কাম, উহাই হিংসা দ্বেষ অশান্তির কারণ। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভু শ্রীকৃষ্ণকে পরতত্ত্ব এবং জীবকে শ্রীকৃষ্ণের তটস্থা শক্তির অংশ, ভেদাভেদ-সম্বন্ধযুক্ত নিত্যদাস বলিয়া নির্ণয় করিয়াছেন। শ্রীকৃষ্ণ স্বীয় অতুলনীয় মাধুর্য্য ও সৌন্দর্য্যের দ্বারা জীবসমূহকে আকর্ষণ করেন, এমনকি সমস্ত অবতারগণকে আকর্ষণ করিয়া থাকেন, এজন্য শ্রীকৃষ্ণই প্রেমের সর্ব্বোত্তম আস্পদ। শ্রীকৃষ্ণপ্রীতি অনুশীলনের দ্বারা জীবহৃদয়ে বিশুদ্ধ প্রেমের সুকোমল ভাবসমূহ স্বয়ং প্রকাশিত হইয়া থাকে। উক্ত শ্রীকৃষ্ণভক্তি অনুশীলনের সর্ব্বোত্তম সাধন কলি-যুগে শ্রীনামসংকীর্ত্তন। শ্রীভগবন্নাম-কীর্ত্তনে মনুষ্যমাত্রেরই অধিকার থাকায় উক্ত নামসংকীর্ত্তনধর্ম্মে বিশ্বের সকল দেশবাসী একত্রিত হইয়া বিশুদ্ধ প্রেমৈকসূত্রে আবদ্ধ হইতে পারে।"

শ্রীল গুরুদেব রেড্ডি লাইব্রেরী-আলিয়াবাদ, মালেকপেট, সেকেন্দ্রাবাদ মেরেডপল্লী, কোঠী প্রভৃতি সহরের বিভিন্নস্থানে আহূত হইয়া অভিভাষণ প্রদান করেন। ১৭ই আগষ্ট শনিবার সেকেন্দ্রাবাদ এ, ও, সি সেণ্টার মেরেডপল্লী ধর্ম্মশালায় সমবেত সহস্রাধিক সৈন্যবিভাগের নরনারীর উদ্দেশ্যে অভিভাষণে তাঁহাদের নিয়মানুবর্ত্তিতা ও দেশহিতৈষণার ভূয়সী প্রশংসা করতঃ পরস্পরের মধ্যে হৃদয়ের ঐক্য বিধায়ক শ্রীমন্মহাপ্রভুর আচরিত ও প্রচারিত সর্ব্বব্যাপক প্রেমভক্তি অনুশীলনের জন্য শ্রীল গুরুদেব আবেদন জানান। ফুল কমাণ্ডেণ্ট কর্ণেল ডাডোয়াল (Full Commandant Colonel Dadowal) কর্ত্তৃক আহূত হইয়া শ্রীল গুরুদেব তাঁহার বাসভবনে শুভ পদার্পণ করতঃ বহুক্ষণ শ্রীহরিকথা কীর্ত্তন করেন।

হায়দরাবাদ মঠে শ্রীবিগ্রহ-প্রতিষ্ঠা

হায়দরাবাদ শ্রীমঠে শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-রাধাবিনোদজীউ শ্রীবিগ্রহগণের প্রতিষ্ঠা উৎসবে যোগদানের জন্য শ্রীল গুরুদেব—প্রপূজ্যচরণ ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিগৌরব বৈখানস মহারাজ এবং অন্যান্য ত্যক্তাশ্রমী সাধুবৃন্দ সমভিব্যাহারে ২৮ জুন ১৯৬২ বৃহস্পতিবার হায়দরাবাদ ষ্টেশনে প্রাতে শুভ পদার্পণ করিলে

তদানীন্তন মঠরক্ষক শ্রীমঙ্গলনিলয় ব্রহ্মচারীর উদ্যোগে স্থানীয় বিশিষ্ট নাগরিকগণ কর্তৃক ছত্র, চামর, ব্যজন এবং ইংলিস ব্যাণ্ড ও সংকীর্ত্তন সহযোগে বিপুলভাবে সম্বর্দ্ধিত হইলেন। বহু বিশিষ্ট মাড়োয়ারী ভক্তবৃন্দ ষ্টেশন হইতে মঠ পর্য্যন্ত শ্রীল গুরুদেবের অনুগমনে সংকীর্ত্তন করিতে করিতে আসিয়া পৌঁছিলেন।

শ্রীল গুরুদেব ও শ্রীমদ্ভক্তিগৌরব বৈখানস মহারাজ নাগরিকগণ কর্তৃক সম্বর্দ্ধিত হইয়া হায়দরাবাদ ষ্টেশন হইতে বাহির হইতেছেন

২৪ আষাঢ়, ৯ জুলাই সোমবার প্রপূজ্যচরণ শ্রীমদ্ভক্তিগৌরব বৈখানস মহারাজের মূল পৌরোহিত্যে ও পূজ্যপাদ ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিভূদেব শ্রৌতী মহারাজের সহায়তায় শ্রীল গুরুদেব পঞ্চরাত্র ও ভাগবত-বিধানানুসারে শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-রাধা-বিনোদজীউ শ্রীবিগ্রহগণের প্রতিষ্ঠাকার্য্য সুসম্পন্ন করিলেন। ২৩ আষাঢ়, ৮ জুলাই রবিবার হইতে ৩০ আষাঢ়, ১৫ জুলাই রবিবার পর্য্যন্ত যে আটটী বিশেষ ধর্ম্মসভার অধিবেশন হয় তাহাতে সভাপতিরূপে উপস্থিত ছিলেন শ্রীকে, এন, অনন্থরমণ আই-সি-এস্, মাননীয় বিচারপতি শ্রীডি মুনিকানিয়া, ওস্মানিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ডাঃ পি, শ্রীনিবাসাচার এম্-এ, পি-এইচ-ডি, রাজা শ্রীপান্নালাল পিত্তি, উত্তর প্রদেশের প্রাক্তন গভর্ণর শ্রীবি রামকৃষ্ণ রাও, অন্ধ্রপ্রদেশের শিক্ষামন্ত্রী শ্রীপি, ভি, জি রাজু, ডাঃ কে রঙ্গচারুলু ও রাজা ত্রিম্বক্‌লাল। সভায় অভিভাষণ প্রদান করেন শ্রীল গুরুদেব ও

১০৮শ্রী শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী বিষ্ণুপাদ, পূজ্যপাদ শ্রীমদ্ভক্তিভূদেব শ্রৌতী মহারাজ, পূজ্যপাদ শ্রীমদ্ভক্তিসৌরভ ভক্তিসার মহারাজ ও পূজ্যপাদ শ্রীমদ্ভক্তিকমল মধুসূদন মহারাজ। এতদ্ব্যতীত বিভিন্ন দিনে শ্রীল গুরুদেবের নির্দ্দেশক্রমে বক্তৃতা করেন শ্রীমদ্ রাঘবচৈতন্য দাস ব্রহ্মচারী, শ্রীমদ্ভক্তিপ্রমোদ অরণ্য মহারাজ, শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ, শ্রীমন্মঙ্গলনিলয় ব্রহ্মচারী বি-এস্-সি, ভক্তিশাস্ত্রী, শ্রীমদ ওয়াই জগন্নাথম্ পান্তলু গারু ও শেঠ শ্রীজয়করণ দাসজী। সভার আদি অন্তে যাঁহারা ভজন কীর্ত্তন করেন, তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য শ্রীমদ্ভক্তিললিত গিরি মহারাজ, শ্রীকানাইলাল ব্রহ্মচারী ও শ্রীচিন্ময়ানন্দ ব্রহ্মচারী। ৩০ আষাঢ়, ১৫ জুলাই রবিবার অপরাহ্নে শ্রীবিগ্রহগণ সুসজ্জিত রথারোহণে বিরাট সংকীর্ত্তন শোভাযাত্রা সহযোগে হায়দরাবাদ সহরের মুখ্য মুখ্য রাজপথ পরিভ্রমণ করেন। হায়দরাবাদ সহরে শ্রীবিগ্রহগণ সহযোগে বিরাট রথযাত্রা সর্ব্বপ্রথম অনুষ্ঠিত হওয়ায় নরনারীগণের মধ্যে বিপুল উৎসাহ উদ্দীপনা পরিলক্ষিত হয়। স্থানে স্থানে নরনারীগণ শ্রীবিগ্রহগণের ও পরমারাধ্য শ্রীল গুরুদেবের পূজা বিধান করেন।

ভারত পর্য্যটনকারী মার্কিন সাংস্কৃতিক মিশনের একটি দল—মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপকবৃন্দ (ডাঃ মিলান ই হাপালা, ডাঃ জর্জ্জ ই ইয়োকুম, ডাঃ লিঙ্কলন্ জনসন্, ডাঃ ইর্মগার্ড জন্সন্, ডাঃ চার্লস্ ওয়েবার, ডাঃ রবার্ট জি প্যাটারসন্, ডাঃ রবার্ট টি এণ্ডারসন্, ডাঃ এলান্ ওয়েণ্ট, ডাঃ রল্ফ্ বি প্রাইস্, ডাঃ কার্ল ডব্লিউ এরগেলহার্ট, ডাঃ ক্লেমেণ্ট ভাওয়ের, ডাঃ জিওয়ান উল্কি, ডাঃ রিচার্ড রাউসেন, ডাঃ ফ্রাঙ্ক কানিংহাম, ডাঃ ডারেল পি মোর্সে, ডাঃ জে আর্থার মার্টিন, ডাঃ ও লিঙ্কলন্ ইগোনা) ডাঃ পি শ্রীনিবাসাচার সমভিব্যাহারে উৎসবানুষ্ঠানের পূর্ব্বে ১৮ আষাঢ় ১৩৬৯, ৩ জুলাই ১৯৬২ হায়দরাবাদ মঠ পরিদর্শনে আসিলে সর্ব্বাগ্রে মঠরক্ষক শ্রীপাদ মঙ্গলনিলয় ব্রহ্মচারী কর্ত্তৃক সম্বর্দ্ধিত হন। শ্রীব্রহ্মচারীজি তাঁহাদিগকে শ্রীল গুরুদেবের সান্নিধ্যে লইয়া আসিলে তাঁহাদের সহিত শ্রীল গুরুদেবের সৌজন্যপূর্ণ ব্যবহার ও সৌহার্দ্দপূর্ণ আলোচনা হয়। তাঁহাদের বিশেষ অনুরোধক্রমে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর পূতচরিত্র ও শিক্ষা সম্বন্ধে শ্রীল গুরুদেব ইংরাজীভাষায় বলেন। শ্রীল গুরুদেবের ভাষণের সারমর্ম্ম— "ইং ১৪৮৬ খৃষ্টাব্দে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভু নদীয়া জেলায় শ্রীধাম মায়াপুরে আবির্ভূত হন। তিনি বালককাল হইতেই অদ্বিতীয় পণ্ডিত হইয়া সমগ্র ভারতে নিমাই পণ্ডিত নামে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন। ২৪ বৎসর বয়ঃক্রমকালে তিনি সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়া পুরীধামে গমন করেন। তথা হইতে তিনি উত্তর ও দক্ষিণ ভারত পর্য্যটনে বহির্গত হইয়া ছয় বৎসরকাল বিভিন্ন তীর্থস্থানসমূহ দর্শন এবং মনুষ্য, পশু, পক্ষী নির্ব্বিশেষে পতিত জীবকুলকে কৃষ্ণভক্তি প্রদান করিয়া তাঁহাদের উদ্ধার সাধন করেন। শ্রীকৃষ্ণভক্তি প্রচারান্তে তিনি পুরীধামে প্রত্যাবর্ত্তন করতঃ প্রকটকাল পর্য্যন্ত তথায় অবস্থান করিয়া অন্তরঙ্গ ভক্তদ্বয় রায় রামানন্দ ও স্বরূপ দামোদরের সহিত শ্রীরাধিকার ভাবে বিভাবিত হইয়া নিরন্তর গূঢ় শ্রীকৃষ্ণপ্রেমরস আস্বাদনে নিমগ্ন ছিলেন। ৪৮ বৎসর বয়ঃক্রমকালে তিনি অন্তর্দ্ধান-লীলা প্রকাশ করেন।

শ্রীচৈতন্যদেব শ্রীকৃষ্ণপ্রেমভক্তিকেই জীবের চরম সাধ্য বলিয়া নির্ণয় করিয়াছেন। নশ্বর বিষয়াসক্তিই জীবের বন্ধন ও দুঃখের কারণ। ইন্দ্রিয়ভোগ্য জড় বিষয় ও আত্মপ্রতিষ্ঠা সংগ্রহের দ্বারা কখনও পরাশান্তি লাভ হয় না। চিত্তবৃত্তির গতি নশ্বর বিষয় হইতে ফিরাইয়া সচ্চিদানন্দবিগ্রহ শ্রীভগবানে প্রবর্ত্তিত করিতে পারিলেই প্রকৃত নিত্যা শান্তির সান্নিধ্যে আমরা পৌঁছিতে পারিব। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভু শাস্ত্রযুক্তি দ্বারা নির্ব্বিশেষপর বিচারসমূহ খণ্ডন করিয়া সবিশেষ তত্ত্বকে চরম কারণরূপে নির্দ্দেশ করিয়াছেন। প্রাকৃতবিশেষ রহিত বলিয়া শ্রীভগবান্‌কে নির্ব্বিশেষ বলা হয়। আবার শ্রীভগবানের নির্গুণ অপ্রাকৃত স্বরূপ থাকায় তিনি সবিশেষ। প্রাকৃত জগতের স্বরূপে হেয়তা দেখিয়া অপ্রাকৃত স্বরূপে ঐ জাতীয় হেয়তা আরোপ করিতে যাওয়াটা মূঢ়তা। শ্রীভগবানের ব্যক্তিত্ব স্বীকৃত হইলে তিনি সসীম হইয়া যাইবেন এইরূপ ভয় পাইবার কোনও যুক্তিসঙ্গত কারণ নাই। শ্রীভগবানের ব্যক্তিত্ব অসীম ও

অনন্ত। অনন্ত শক্তিমান পরমেশ্বর শ্রীকৃষ্ণের অনন্ত শক্তির মধ্যে তিনটী শক্তি প্রধানা—(১) অন্তরঙ্গা, (২) বহিরঙ্গা ও (৩) তটস্থা। জীব শ্রীভগবানের তটস্থাশক্তি সম্ভূত হওয়ায় উভয়দিকে যাওয়ার যোগ্যতা তাহার আছে। ভগবদ্বিমুখ জীব শ্রীভগবানের বহিরঙ্গা শক্তির দ্বারা বিমোহিত হইয়া নিজেকে কর্ত্তা ও ভোক্তা বলিয়া মনে করে, ইহা অজ্ঞানতা। এই ভোক্তা অভিমান হইতেই পরস্পরের মধ্যে কলহ, বিবাদ-বিসম্বাদ ও বিদ্বেষাদির প্রাদুর্ভাব হইয়া থাকে। শ্রীভগবান্ই একমাত্র কর্ত্তা ও ভোক্তা, অন্য যাবতীয় বস্তু বা ব্যক্তি তাঁহার ভোগ্য বা অধীন। জীব শ্রীভগবানের শক্ত্যংশ ও আপেক্ষিক তত্ত্ব হওয়ায় শ্রীভগবান্কে বাদ দিয়া নিজে স্বতন্ত্রভাবে সুখী হইতে পারে না। যতদিন ভোগের বিচার প্রবল থাকিবে এবং শ্রীভগবানের দিকে চিত্তের গতি প্রবর্ত্তিত না হইবে ততদিন ব্যক্তিগত, পরিবারগত বা সমাজগত প্রকৃত শান্তি লাভ সম্ভব হইবে না। স্বার্থের কেন্দ্র এক না হইয়া ভিন্ন ভিন্ন হইলে পরস্পরের মধ্যে সংঘাত অবশ্যম্ভাবী। শ্রীভগবৎপ্রীতিই সকলের স্বার্থের সাধারণ কেন্দ্র হইলে পরস্পরের মধ্যে সংঘর্ষ নিবারিত হইতে পারে। শ্রীভগবানে যাঁহার প্রীতি শ্রীভগবানের সহিত সম্বন্ধযুক্ত যাবতীয় বস্তু বা ব্যক্তিতে তাঁহার প্রীতি স্বাভাবিক। কিন্তু কোন বিশেষ পরিবারে প্রীতি হইলে অন্য পরিবারের স্বার্থের সহিত কলহ উপস্থিত হইতে পারে। জেলা, প্রদেশ, দেশ এমন কি বিশ্বের সহিত নিজের স্বার্থকে জড়িত করিলেও অন্য জেলা, অন্য প্রদেশ, অন্য দেশ বা বিশ্বের স্বার্থের সহিত সংঘর্ষ হইতে পারে। কিন্তু সকলের সমাশ্রয়পূর্ণ শ্রীভগবানের সহিত প্রীতি সম্বন্ধ হইলে কাহারও সহিত সংঘর্ষ হইবে না।

অধুনা শক্তিশালী রাষ্ট্রসমূহের মধ্যে আণবিক বোমা পরীক্ষণ ও উপগ্রহ উৎক্ষেপণাদি ব্যাপারে বিশেষ প্রতিযোগিতা দেখা যাইতেছে। ইহার পরিণতি ভয়াবহ হইতে পারে। একটি শক্তিশালী বিশ্ব-রাষ্ট্র গঠনের দ্বারা তাৎকালিকভাবে বিশ্বকে এই ভয়াবহ পরিণতি হইতে রক্ষা করা যাইতে পারে বলিয়া মনে হয়, যদিও নিত্য পরাশান্তি একমাত্র শ্রীভগবৎ আরাধনা ব্যতীত অন্য উপায়ে কখনও লভ্য নয়।”

হায়দরাবাদ শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠে মার্কিন অধ্যাপকবৃন্দমধ্যে শ্রীল গুরুদেব (দণ্ডায়মান)

বক্তৃতার উপসংহারে, সাংস্কৃতিক আদান প্রদানের দ্বারা মাকিন যুক্তরাষ্ট্র ও ভারতের মধ্যে সৌহৃদ্দ্য সম্বন্ধ উত্তরোত্তর দৃঢ় হইতে দৃঢ়তর হউক, শ্রীল গুরুদেব এইরূপ আশা প্রকাশ করেন। অধ্যাপকবৃন্দ গৌরবিহিত ভজনকীর্ত্তন ও শ্রীনামসংকীর্ত্তন শ্রবণে তৃপ্তিলাভ করতঃ ভারতীয় ভজন সঙ্গীতের বৈশিষ্ট্য নিদর্শনস্বরূপ একজোড়া করতাল প্রার্থনা করিলে মঠের কর্তৃপক্ষ সানন্দে তাঁহাদিগকে উহা উপহারস্বরূপ প্রদান করেন। তাঁহারা অনভ্যস্ত হইলেও ভারতীয় প্রথানুসারে আসন গ্রহণ ও প্রসাদ সেবন করিতে থাকিলে তদ্দর্শনে ভক্তগণের বড়ই সুখ হয়।

অন্ধ্রপ্রদেশের রাজ্যপাল শ্রীভীমসেন সাচার মহোদয়ের আমন্ত্রণে শ্রীল গুরুদেব তাঁহার সতীর্থ ত্রিদণ্ডিযতিবৃন্দ ও ব্রহ্মচারিগণ সমভিব্যাহারে ৩০ আষাঢ়, ১৫ জুলাই রবিবার হায়দরাবাদ রাজভবনে শুভ পদার্পণ করতঃ হরিকথামৃত পরিবেশন করেন। তিনি তাঁহার ভাষণে বলেন, "শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভু শ্রীনাম-সংকীর্তনকে জীবের চরম কল্যাণ লাভের পরমোপায়রূপে নির্দ্দেশ করিয়াছেন। অবিদ্যা পিত্তোপতপ্ত জিহ্বায় শ্রীকৃষ্ণনামের অপূর্ব্ব স্বাদুতা প্রথমে উপলব্ধির বিষয় না হইলেও, বারংবার আদরপূর্ব্বক প্রতিদিন শ্রীকৃষ্ণনাম গ্রহণ দ্বারা অবিদ্যা অপগত হইতে থাকিলে ক্রমে উহার মিষ্ট স্বাদুতা অনুভূতির বিষয় হয়। পিত্তোপতপ্ত রসনায় উৎকৃষ্ট সিতামিশ্রি প্রথমে তিক্তবোধ হইলেও যেমন সদ্বৈদ্যের ব্যবস্থানুসারে উক্ত মিশ্রি সেবনের দ্বারাই পিত্ত প্রশমিত হইয়া উহার মিষ্ট স্বাদুতা ক্রমশঃ উপলব্ধির বিষয় করায়, তদ্রূপ শ্রীভগবন্নাম-কীর্ত্তন প্রভাবেই সর্ব্ব ব্যাধি নিরাময় হইয়া শ্রীনামের অপূর্ব্ব মাধুর্য্য ক্রমশঃ আস্বাদনের বিষয় হয়। "স্যাৎ কৃষ্ণনামচরিতাদিসিতাপ্যবিদ্যা পিত্তোপতপ্তরসনস্য ন রোচিকা নু। কিন্ত্বাদরাদনুদিনং খলু সৈব জুষ্টা স্বাদ্বী ক্রমাদ্ভবতি তদ্গদমূলহন্ত্রী ॥" শ্রীভগবানের নাম ও গুণ-মহিমা শ্রবণ-কীর্ত্তনরূপ ভাগবতধর্ম্মে মনুষ্য-মাত্রেরই অধিকার আছে, কিন্তু বৈদিক ধর্ম্মাচরণে সকলের অধিকার নাই, উহাতে বিধির অপেক্ষা আছে। সুতরাং শ্রীনামসংকীর্ত্তনরূপ শ্রীভাগবতধর্ম্ম প্রচারিত হইলে জনসাধারণের মধ্যে অধ্যাত্মভূমিকায় হৃদয়ের সুদৃঢ় ঐক্যবন্ধন সম্পাদিত হইতে পারে। কলিহত জীব অত্যন্ত বিষয়াবিষ্ট, অজিতেন্দ্রিয় ও ব্যাধিগ্রস্ত হওয়ায় সত্য, ত্রেতা ও দ্বাপর যুগত্রয়ের যুগধর্ম্ম ধ্যান, যজ্ঞ ও অর্চ্চনভক্তি তাঁহাদের জন্য ব্যবস্থাপিত হয় নাই। ব্যাধি অত্যন্ত গুরুতর হওয়ায় তাহার উপযুক্ত অব্যর্থ প্রতিষেধকরূপে সাক্ষাৎ শ্রীভগবন্নাম-সংকীর্ত্তনই শাস্ত্রে উপদিষ্ট হইয়াছে। "হরের্নাম হরের্নাম হরের্নামৈব কেবলম্। কলৌ নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব গতিরন্যথা ॥"

হায়দরাবাদে মঠের নিজস্ব জমীতে ভিত্তিসংস্থাপন

হায়দরাবাদ উর্দ্দুগলীর ভাড়াবাড়ীতে মঠের প্রচারকার্য্য দ্বাদশ বৎসর পর্য্যন্ত চলার পর তদানীন্তন হায়দরাবাদ মঠের মঠরক্ষক শ্রীমদ্ ধীরকৃষ্ণদাস বনচারী ভক্তিব্রত ও শ্রীবিষ্ণুদাস ব্রহ্মচারীর (সন্ন্যাস গ্রহণান্তে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবৈভব অরণ্য মহারাজের) অক্লান্ত পরিশ্রম ও আন্তরিক সেবাপ্রচেষ্টার ফলে হায়দরাবাদ সহরে দেওয়ান দেউড়ীতে (পুরাতন সালারজং মিউজিয়ামে) মঠের জন্য একখণ্ড ভূমি সংগৃহীত হয়। স্থানটী হায়দরাবাদ সহরের কেন্দ্রস্থলে অবস্থিত। নবাব সালারজঙের ইহা পূর্ব্বনিবাসস্থল। ইনি নিজাম সরকারের প্রধান মন্ত্রিত্বলাভ করিয়া বিখ্যাত সালারজঙ মিউজিয়াম স্থাপন করিলে এই স্থানের বিশেষ প্রসিদ্ধি হয়। পরবর্ত্তিকালে হায়দরাবাদ ষ্টেট্ ভারত সরকারের সাক্ষাৎ শাসনাধীনে আসিলে নবাব উক্ত স্থানটী বিক্রয় করিয়া দিলে সালারজঙ মিউজিয়াম অন্যত্র স্থানান্তরিত হয় এবং মিউজিয়ামের অভ্যন্তরস্থ ভূখণ্ড বিভিন্ন কার্য্যে বিভিন্ন ব্যক্তি গ্রহণ করেন। লালা শ্রীশ্যামসুন্দর কনোড়িয়া-জীর প্রেরণায় শ্রীমতী দ্রৌপদী দেবী পুরাতন সালারজঙ মিউজিয়ামের অভ্যন্তরস্থ একখণ্ড ভূমি ক্রয় করতঃ মঠস্থাপনের জন্য শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠানকে দান করেন। তদ্ব্যতীত শেঠ মাতাদীন উক্ত জমির

সংলগ্ন তাঁহার জমির অংশটুকুও মঠকে দেন।* ৪ জ্যৈষ্ঠ, ১৩৭৯ ; ১৮ মে ১৯৭২ বৃহস্পতিবার পূর্ব্বাহ্ন ১১ ঘটিকায় শ্রীল গুরুদেব মঠের জন্য সংগৃহীত জমিতে বেদমন্ত্র পাঠ সহযোগে শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ-ভবন ও শ্রীমন্দিরের ভিত্তিসংস্থাপন করেন। ভিত্তিসংস্থাপনকালে নিরন্তর শ্রীহরিনাম সংকীর্ত্তন, বৈষ্ণবহোম ও প্রসাদ বিতরণ মহোৎসব অনুষ্ঠিত হয়। ভিত্তিসংস্থাপনের পূর্ব্বে মঠের জমিতে সুসজ্জিত বিশাল সভামণ্ডপে প্রাতঃ ৮-৩০টায় মহতী ধর্ম্মসভার অধিবেশন হয়। ভিত্তিসংস্থাপনানুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন অন্ধ্রপ্রদেশ রাজ্যসরকারের এন্‌ডাওমেণ্ট বিভাগের মন্ত্রী শ্রীসি-এইচ-ভি-পি-মূর্ত্তি রাজু, এন্‌ডাওমেণ্ট কমিশনার শ্রীকে, বাসুদেব রাও, ডেপুটী কমিশনার শ্রীকে, গোপালন, এসিস্ট্যাণ্ট কমিশনার শ্রীআনন্দ রাও প্রভৃতি। তাঁহারা সকলেই শ্রীমন্দিরের ভিত্তিতে ইষ্টকখণ্ড অর্পণ করেন। শ্রীল গুরুদেব ধর্ম্মসভায় তাঁহার অভিভাষণে বলেন,—

"বিশ্বের রাজনৈতিক নেতৃবর্গ, সমাজ-সংস্কারক ও অর্থনীতিবিদ্‌গণ মনুষ্য সমাজের সমৃদ্ধির জন্য প্রচুর উদ্যম করিতেছেন সত্য, কিন্তু বিশ্বপরিস্থিতির উন্নতি হওয়া দূরে থাকুক, উহা ক্রমশঃ আরও জটিল হইয়া উঠিতেছে। নিশ্চয়ই উক্ত নেতৃবর্গের প্রচেষ্টার মধ্যে বিশেষ কোনও ত্রুটী আছে। উহা অবধারণের জন্য তাঁহাদের উচিত তত্ত্ববিদ্ মহাপুরুষগণের বাণীর প্রতি মনোযোগ দেওয়া। বিশেষতঃ আজ এই সম্মেলনের পরিপ্রেক্ষিতে আমি শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভুর বিশুদ্ধ প্রেমভক্তি-বাণীর পর্য্যালোচনার জন্য আবেদন জানাইব। অধুনা পৃথিবীর সর্ব্বত্র শ্রীমন্মহাপ্রভুর বাণী সমাদৃত ও গৃহীত হইতেছে। কেবলমাত্র শিল্পোন্নতি, খাদ্যাভাব দূরীকরণ, অর্থনৈতিক সমাধান ইত্যাদির দ্বারা প্রকৃত শান্তি আসিবে না, যদি না মানুষের কামময় মনোবৃত্তির আমূল পরিবর্ত্তন না ঘটে এবং ভগবদ্ভক্তির দ্বারা হৃদয়ের স্নিগ্ধতা বা পবিত্রতা না আসে। ভগবদ্ভক্তির অনুশীলনে সর্ব্বস্তরের ব্যক্তির জন্য শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু শ্রীকৃষ্ণনাম-সংকীর্ত্তনকেই শ্রেষ্ঠ ও সুগম সাধনরূপে নির্দ্দিষ্ট করিয়াছেন।"

তিনি আরও বলেন—"দক্ষিণ ভারত পবিত্র ভূমি। শ্রীমদ্ভাগবতে (১১।৫।৩৮-৪০) এইরূপ বর্ণিত আছে—

'কৃতাদিষু প্রজা রাজন্ কলাবিচ্ছন্তি সম্ভবম্।
কলৌ খলু ভবিষ্যন্তি নারায়ণপরায়ণাঃ ॥
ক্বচিৎ ক্বচিন্মহারাজ দ্রবিড়েষু চ ভূরিশঃ।
তাম্রপর্ণী নদী যত্র কৃতমালা পয়স্বিনী ॥
কাবেরী চ মহাপুণ্যা প্রতীচী চ মহানদী।
যে পিবন্তি জলং তাসাং মনুজা মনুজেশ্বর।
প্রায়ো ভক্তা ভগবতি বাসুদেবেঽমলাশয়াঃ ॥'

সত্যযুগের প্রজাগণও কলিযুগে জন্মগ্রহণ করিতে ইচ্ছা করেন, কারণ এই কলিযুগে ভগবদ্ভক্ত কোনও কোনও স্থানে অল্পসংখ্যক, কিন্তু দ্রাবিড়দেশে বিপুল সংখ্যায় জন্মগ্রহণ করিবেন। দ্রাবিড়দেশে তাম্রপর্ণী, কৃতমালা, কাবেরী ও প্রতীচী নাম্নী মহানদী প্রবাহিতা। যাঁহারা এই নদীসমূহের পবিত্র জল পান করেন, তাঁহারা প্রায়ই বিশুদ্ধচিত্ত হইয়া ভগবদ্ভক্ত হন। এই দ্রাবিড় ভূমিতেই শ্রীশঙ্করাচার্য্যপাদ এবং শ্রীপাদ রামানুজ, শ্রীমন্মধ্বমুনি, শ্রীপাদ নিম্বাদিত্য প্রভৃতি বৈষ্ণবাচার্য্যগণ আবির্ভূত হইয়াছিলেন। কিন্তু অত্যন্ত দুঃখের কথা অধুনা এই পবিত্র দাক্ষিণাত্যে ভগবদ্ভক্তিবিরুদ্ধ আচরণ ও বিচারের প্রসারতা বৃদ্ধি পাইতেছে। দক্ষিণ ভারতের স্থানে স্থানে যে প্রকার বিশাল সুরম্য শ্রীমন্দির বিদ্যমান এবং উক্ত

* উক্ত জমী সংগৃহীত হওয়ার পর উক্ত স্থানের পবিত্রতা সাধন ও সর্ব্বপ্রকার বিঘ্ন দূরীকরণের জন্য শ্রীল গুরুদেব প্রত্যহ উর্দ্দুগলীস্থিত মঠ হইতে ত্যক্তাশ্রমী সাধুগণসহ আসিয়া একটী সভামণ্ডপের নীচে ২১ দিন ব্যাপী ভাগবত পাঠ করেন এবং সর্ব্ববিঘ্নবিনাশনকারী শ্রীনৃসিংহদেবের কীর্ত্তন ও নামসংকীর্ত্তন অনুষ্ঠিত হয়।

মন্দিরসমূহের যে বিপুল আয় তাহা ভারতের অন্যত্র দৃষ্ট হয় না। শুনিতে পাই, উক্ত আয় দেবসেবার উদ্দেশ্যে ব্যয়িত না হইয়া বিভিন্ন জাগতিক পরিকল্পনায় ব্যয়িত হইতেছে। যে উদ্দেশ্যে যে অর্থ প্রদত্ত হয়, উহা সেই উদ্দেশ্যেই ব্যয়িত হওয়া বাঞ্ছনীয় ও সমীচীন। আমাদের রাষ্ট্র ধর্ম্মনিরপেক্ষ হওয়ায় ধর্ম্ম-প্রচারকার্য্যে আমরা রাষ্ট্র হইতে কোনও সহায়তা লাভ করিতে পারি না। খৃষ্টানধর্ম্মপ্রসারে কোটি কোটি ডলার বরাদ্দ থাকায় উক্ত ধর্ম্মের প্রচারকগণ বিপুল অর্থব্যয়ে পৃথিবীর সর্ব্বত্র উক্ত ধর্ম্মের প্রসারতার জন্য যত্ন করিয়া থাকেন। পক্ষান্তরে আমরা সনাতনধর্ম্মের প্রচারকগণ ভিক্ষার দ্বারা জীবিকা ও পাথেয়াদি সংগ্রহ করতঃ বহু কষ্টে ধর্ম্মপ্রচার কার্য্যে যত্ন করিয়া থাকি। এমতাবস্থায় সনাতনধর্ম্মের দেবসেবার সামান্য অর্থও যদি উক্ত ধর্ম্মের প্রসারে ব্যয়িত না হইয়া অন্য উদ্দেশ্যে ব্যয়িত হয়, তাহা হইলে ইহা অপেক্ষা পরিতাপের বিষয় আর কি হইতে পারে! আশা করি, উক্ত বিভাগের ভারপ্রাপ্ত ব্যক্তিগণ দেব-সেবার অর্থ যাহাতে দেবসেবাতেই বা দেবতার মহিমা বিস্তারের জন্য, ধর্ম্মপ্রচার সেবাতেই ব্যয়িত হয়, তৎপ্রতি বিশেষ দৃষ্টি দিবেন। ইহাই আমাদের বিনীত প্রার্থনা।

বেদমন্ত্রপাঠরত শ্রীল গুরুদেব, তাঁহার দক্ষিণপার্শ্বে এন্‌ডাওমেণ্ট কমিশনার শ্রীকে, বাসুদেব রাও এবং এন্‌ডাওমেণ্ট মন্ত্রী শ্রীসি-এইচ্, ভি, পি, মূর্ত্তি রাজু

শ্রীমঠের নিজস্ব ভূখণ্ডে দেওয়ান দেউড়ীতে ভিত্তিসংস্থাপন অনুষ্ঠানের পর দুই বৎসরের মধ্যে স্থানীয় ভক্তগণের সহায়তায় গৃহাদি নির্ম্মিত হইলে ৯ জ্যৈষ্ঠ, ১৩৮১, ২৩ মে, ১৯৭৪ বৃহস্পতিবার শ্রীমঠের অধিষ্ঠাতৃ শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-রাধাবিনোদজীউ শ্রীবিগ্রহগণ সুরম্য রথারোহণে বিরাট সংকীর্ত্তন শোভাযাত্রা-সহ পাথরঘাট্টি উর্দ্দুগলীতে মঠের পুরাতন স্থান হইতে প্রাতঃ ৮ ঘটিকায় বহির্গত হইয়া হায়দরাবাদ সহরের মুখ্য মুখ্য রাস্তা পরিভ্রমণ করতঃ দেওয়ান দেউড়ীস্থিত নবনির্ম্মিত ভবনে শুভবিজয় করেন। উক্ত উৎসবানুষ্ঠান সম্পন্ন করিতে শ্রীল গুরুদেব মঠের সম্পাদক শ্রীভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজসহ উত্তর-ভারত প্রচারভ্রমণান্তে দিল্লী হইতে বিমানযোগে ৮ মে হায়দরাবাদ বিমানবন্দরে শুভ পদার্পণ করিলে স্থানীয় বিশিষ্ট নাগরিকগণ কর্ত্তৃক বিপুলভাবে সম্বর্দ্ধিত হন। উত্তরভারত-প্রচারভ্রমণরত—শ্রীমদ্ ঠাকুরদাস ব্রহ্মচারী

কীর্ত্তনবিনোদ ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিললিত গিরি মহারাজ ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রসাদ পুরী মহারাজ ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিভূষণ ভাগবত মহারাজ শ্রীমঠের সহ-সম্পাদক মহোপদেশক শ্রীমদ্ মঙ্গলনিলয় ব্রহ্মচারী শ্রীমদনগোপাল ব্রহ্মচারী শ্রীরাধাবিনোদ ব্রহ্মচারী শ্রীপরেশানুভব ব্রহ্মচারী শ্রীবলভদ্র ব্রহ্মচারী শ্রীপ্রেমময় ব্রহ্মচারী শ্রীরামবিনোদ ব্রহ্মচারী শ্রীহনুমানপ্রসাদ ব্রহ্মচারী ও শ্রীকৃষ্ণগোপাল রায়—ত্রয়োদশমূর্ত্তি ট্রেনযোগে দিল্লী হইতে যাত্রা করতঃ ৮ই মে, রাজমহেন্দ্রী (অন্ধ্রপ্রদেশ) হইতে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবৈভব পুরী মহারাজ এবং কলিকাতা ও পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন স্থান হইতে পূজ্যপাদ ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রমোদ পুরী মহারাজ পূজ্যপাদ ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিকমল মধুসূদন মহারাজ পূজ্যপাদ ত্রিদণ্ডি-স্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিকাশ হৃষীকেশ মহারাজ ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসুহৃদ্ দামোদর মহারাজ ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসুন্দর নারসিংহ মহারাজ ও শ্রীগোলোক নাথ ব্রহ্মচারী ২১শে মে, শ্রীললিতকৃষ্ণ বনচারী বৃন্দাবন হইতে ২৩শে মে হায়দরাবাদে আসিয়া পৌঁছেন। অনুষ্ঠানের প্রাক্ ব্যবস্থাদির জন্য চণ্ডীগড় হইতে পূর্ব্বে আসিয়াছিলেন ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিজ্ঞান ভারতী মহারাজ, শ্রীনিত্যানন্দ ব্রহ্মচারী ও শ্রীঅনঙ্গমোহন ব্রহ্মচারী। এতদ্ব্যতীত ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবান্ধব জনার্দ্দন মহারাজ, শ্রীবিষ্ণুদাস ব্রহ্মচারী, শ্রীঅরবিন্দ-লোচন ব্রহ্মচারী, শ্রীবৃষভানু ব্রহ্মচারী, শ্রীদ্বারকেশ ব্রহ্মচারী, শ্রীশ্যামানন্দ ব্রহ্মচারী ও শ্রীতীর্থপদ ব্রহ্মচারী স্থানীয় মঠের সেবকগণ বিভিন্নভাবে সেবাকার্য্যে সহায়তা করেন। ২২ মে বুধবার হইতে ২৬ মে রবিবার পর্য্যন্ত পঞ্চদিবসব্যাপী ধর্ম্মানুষ্ঠানের সান্ধ্য ধর্ম্মসভায় সভাপতি ও প্রধান অতিথিরূপে উপস্থিত ছিলেন বিচারপতি শ্রীজি-ভেঙ্কটরাম শাস্ত্রী, বিচারপতি শ্রীভি-মাধব রাও, সমাজকল্যাণমন্ত্রী ভট্টম শ্রীরামমূর্ত্তি, বিচারপতি শ্রীভি-পার্থসারথি, রাজস্ব বিভাগের সদস্য শ্রীএন্-রমেশন, শ্রম ও বাণিজ্য বিভাগের সচিব শ্রীএস্-আর-রামমূর্ত্তি, অধ্যক্ষ ডক্টর শ্রীদিবাকর ভেঙ্কট অবধানি ও রাজা শ্রীপান্নালাল পিত্তি।

হায়দরাবাদ মঠের শ্রীমন্দির

২৭ জ্যৈষ্ঠ, ১৩৮২, ১১ জুন, ১৯৭৫ বুধবার শুক্লা দ্বিতীয়া তিথিতে চক্র, কলস, ধ্বজাসহ নবচূড়া-বিশিষ্ট সুরম্য শ্রীমন্দিরের এবং শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গ-রাধাবিনোদজীউ বিজয় বিগ্রহগণের প্রতিষ্ঠা উৎসব শ্রীল গুরুদেবের সেবানিয়ামকত্বে বিপুল জয়ধ্বনি ও সংকীর্ত্তন সহযোগে সুসম্পন্ন হয়। পরদিবস রথা-রোহণে সংকীর্ত্তন-শোভাযাত্রাসহ শ্রীবিগ্রহগণ নগরে পরিভ্রমণ করেন। ১০ জুন হইতে ১৬ জুন পর্য্যন্ত যে সপ্তাহব্যাপী ধর্ম্মসভা হয় তাহাতে সভাপতি ও প্রধান অতিথিরূপে উপস্থিত ছিলেন হায়দরাবাদ সহরের বিশিষ্ট নাগরিকগণ—পূর্ত্তমন্ত্রী শ্রীচাল্লা সুব্বা রায়ুডু, বিচারপতি শ্রীজি-ভেঙ্কটরাম শাস্ত্রী, ওসমানিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য্য (Vice-Chancellor) শ্রীজগমোহন রেড্ডি, বিচারপতি শ্রীআল্লাদি কুপুস্বামী, বিচারপতি শ্রীভি-মাধব রাও, এন্ডাওমেণ্ট মন্ত্রী রাজা সাগি শ্রীসূর্য্যনারায়ণ রাজু, সমাজকল্যাণমন্ত্রী ভট্টম শ্রীরামমূর্ত্তি, রাজা পান্নালাল পিত্তি, অবসরপ্রাপ্ত প্রধান বিচারপতি শ্রীগোপালরাও এক্‌বোটে, ভারত সরকারের প্রতিরক্ষা বিভাগের প্রাক্তন সেক্রেটারী শ্রী ও-পুল্লা রেড্ডি, আই-জি-পি

(ক্রমশঃ)

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ হইতে প্রকাশিত গ্রন্থাবলী

(১) প্রার্থনা ও প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা—শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর রচিত
(২) শরণাগতি—শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর রচিত
(৩) কল্যাণকল্পতরু ,, ,, ,,
(৪) গীতাবলী ,, ,, ,,
(৫) গীতমালা ,, ,, ,,
(৬) জৈবধর্ম্ম ,, ,, ,,
(৭) শ্রীচৈতন্য-শিক্ষামৃত ,, ,, ,,
(৮) শ্রীহরিনাম-চিন্তামণি ,, ,, ,,
(৯) শ্রীশ্রীভজনরহস্য ,, ,, ,,
(১০) মহাজন-গীতাবলী (১ম ভাগ)—শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর রচিত ও বিভিন্ন মহাজনগণের রচিত গীতিগ্রন্থসমূহ হইতে সংগৃহীত গীতাবলী
(১১) মহাজন-গীতাবলী (২য় ভাগ) ঐ
(১২) শ্রীশিক্ষাষ্টক—শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমহাপ্রভুর স্বরচিত (টীকা ও ব্যাখ্যা সম্বলিত)
(১৩) উপদেশামৃত—শ্রীল শ্রীরূপ গোস্বামী বিরচিত (টীকা ও ব্যাখ্যা সম্বলিত)
(১৪) SREE CHAITANYA MAHAPRABHU, HIS LIFE AND PRECEPTS ; by Thakur Bhaktivinode
(১৫) ভক্ত-ধ্রুব—শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ সঙ্কলিত
(১৬) শ্রীবলদেবতত্ত্ব ও শ্রীমন্মহাপ্রভুর স্বরূপ ও অবতার—ডাঃ এস্ এন্ ঘোষ প্রণীত
(১৭) শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা [শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তীর টীকা, শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের মর্ম্মানুবাদ, অন্বয় সম্বলিত]
(১৮) প্রভুপাদ শ্রীশ্রীল সরস্বতী ঠাকুর (সংক্ষিপ্ত চরিতামৃত)
(১৯) গোস্বামী শ্রীরঘুনাথ দাস—শ্রীশান্তি মুখোপাধ্যায় প্রণীত
(২০) শ্রীশ্রীগৌরহরি ও শ্রীগৌরধাম-মাহাত্ম্য
(২১) শ্রীধাম ব্রজমণ্ডল পরিক্রমা—দেবপ্রসাদ মিত্র
(২২) শ্রীশ্রীপ্রেমবিবর্ত্ত—শ্রীগৌর-পার্ষদ শ্রীল জগদানন্দ পণ্ডিত বিরচিত
(২৩) শ্রীভগবদর্চ্চনবিধি—শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ সঙ্কলিত
(২৪) শ্রীব্রজমণ্ডল-পরিক্রমা ,, ,, ,, ,,
(২৫) শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত—শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী-কৃত
(২৬) শ্রীচৈতন্যভাগবত—শ্রীল বৃন্দাবনদাস ঠাকুর রচিত
(২৭) শ্রীশ্রীকৃষ্ণবিজয়—গুণরাজ খাঁন বিরচিত শ্রীমন্মহাপ্রভুর শ্রীমুখে উচ্চ প্রশংসিত বাংলা ভাষার আদিকাব্যগ্রন্থ
(২৮) একাদশীমাহাত্ম্য—শ্রীমদ্ভক্তিবিজয় বামন মহারাজ কর্ত্তৃক সঙ্কলিত

Regd. No. WB/SC-258

Sree Chaitanya Bani
35, Satish Mukherjee Road
Calcutta-26

BOOK POST

Serial No.
To
Name..........................
Vill..........................
P. O..........................
Dist..........................
Pin..........................

নিয়মাবলী

১। "শ্রীচৈতন্য-বাণী" প্রতি বাঙ্গালা মাসের ১৫ তারিখে প্রকাশিত হইয়া দ্বাদশ মাসে দ্বাদশ সংখ্যা প্রকাশিত হইয়া থাকেন। ফাল্গুন মাস হইতে মাঘ মাস পর্য্যন্ত ইহার বর্ষ গণনা করা হয়।

২। বার্ষিক ভিক্ষা ১২.০০ টাকা, ষাণ্মাসিক ৬.০০ টাকা, প্রতি সংখ্যা ১.০০ টাকা। ভিক্ষা ভারতীয় মুদ্রায় অগ্রিম দেয়।

৩। জ্ঞাতব্য বিষয়াদি অবগতির জন্য রিপ্লাই কার্ডে কার্য্যাধ্যক্ষের নিকট নিম্নলিখিত ঠিকানায় পত্র ব্যবহার করিয়া জানিয়া লইতে হইবে।

৪। শ্রীমন্মহাপ্রভুর আচরিত ও প্রচারিত শুদ্ধভক্তিমূলক প্রবন্ধাদি সাদরে গৃহীত হইবে। প্রবন্ধাদি প্রকাশিত হওয়া সম্পাদক-সঙ্ঘের অনুমোদন সাপেক্ষ। অপ্রকাশিত প্রবন্ধাদি ফেরৎ পাঠান হয় না। প্রবন্ধ কালিতে স্পষ্টাক্ষরে একপৃষ্ঠায় লিখিত হওয়া বাঞ্ছনীয়।

৫। পত্রাদি ব্যবহারে গ্রাহকগণ গ্রাহক নম্বর উল্লেখ করিয়া পরিষ্কারভাবে ঠিকানা লিখিবেন। ঠিকানা পরিবর্ত্তিত হইলে এবং কোন সংখ্যা ঐ মাসের শেষ তারিখের মধ্যে না পাইলে কার্য্যাধ্যক্ষকে জানাইতে হইবে। তদন্যথায় কোনও কারণেই পত্রিকার কর্তৃপক্ষ দায়ী হইবেন না। পত্রোত্তর পাইতে হইলে রিপ্লাই কার্ডে লিখিতে হইবে।

৬। ভিক্ষা, পত্র ও প্রবন্ধাদি কার্য্যাধ্যক্ষের নিকট নিম্নলিখিত ঠিকানায় পাঠাইতে হইবে।

কার্য্যালয় ও প্রকাশস্থান ঃ—
শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ৩৫, সতীশ মুখার্জ্জী রোড, কলিকাতা-৭০০০২৬ ফোন ঃ ৪৬-৫৯০০

মুদ্রণালয় ঃ— শ্রীচৈতন্যবাণী প্রেস, ৩৪।১এ, মহিম হালদার ষ্ট্রীট, কালীঘাট, কলিকাতা-৭০০০২৬

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাতা নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী মহারাজ বিষ্ণুপাদ প্রবর্ত্তিত

একমাত্র-পারমার্থিক মাসিক পত্রিকা

অষ্টাবিংশ বর্ষ—৭ম সংখ্যা

ভাদ্র, ১৩৯৫

সম্পাদক-সঙ্ঘপতি

পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রমোদ পুরী মহারাজ

সম্পাদক

রেজিষ্টার্ড শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠানের বর্ত্তমান আচার্য্য ও সভাপতি

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ

সহকারী সম্পাদক-সঙ্ঘ ঃ—

১। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসুহৃদ্ দামোদর মহারাজ। ২। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিজ্ঞান ভারতী মহারাজ।

কার্য্যাধ্যক্ষ ঃ—

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিললিত গিরি মহারাজ

প্রকাশক ও মুদ্রাকর ঃ—

মহোপদেশক শ্রীমঙ্গলনিলয় ব্রহ্মচারী, ভক্তিশাস্ত্রী, বিদ্যারত্ন, বি, এস্-সি

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, তৎশাখা মঠ ও প্রচারকেন্দ্রসমূহ ঃ—

মূল মঠ ঃ—১। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ঈশোদ্যান, পোঃ শ্রীমায়াপুর-৭৪১৩১৩ (নদীয়া)

প্রচারকেন্দ্র ও শাখামঠ ঃ—

২। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ৩৫, সতীশ মুখার্জ্জি রোড, কলিকাতা-৭০০০২৬। ফোন ঃ ৪৬-৫৯০০

৩। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, গোয়াড়ী বাজার, পোঃ কৃষ্ণনগর-৭৪১১০১ (নদীয়া)

৪। শ্রীশ্যামানন্দ গৌড়ীয় মঠ, পোঃ ও জেঃ মেদিনীপুর-৭২১১০১

৫। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, মথুরা রোড, পোঃ বৃন্দাবন-২৮১১২১ (মথুরা)

৬। শ্রীবিনোদবাণী গৌড়ীয় মঠ, ৩২, কালিয়দহ, পোঃ বৃন্দাবন-২৮১১২১ (মথুরা)

৭। শ্রীগৌড়ীয় সেবাশ্রম, মধুবন মহোলি, পোঃ কৃষ্ণনগর, জেঃ মথুরা

৮। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, দেওয়ান দেউড়ী, হায়দ্রাবাদ-৫০০০০২ (অঃ প্রঃ) ফোন ঃ ৫২২০০১

৯। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, পল্টন বাজার, পোঃ গৌহাটী-৭৮১০০৮ (আসাম) ফোন ঃ ২৭১৭০

১০। শ্রীগৌড়ীয় মঠ, পোঃ তেজপুর-৭৮৪০০১ (আসাম)

১১। শ্রীল জগদীশ পণ্ডিতের শ্রীপাট, পোঃ যশড়া, ভায়া চাকদহ-৭৪১২২২ (নদীয়া)

১২। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, পোঃ ও জিলা গোয়ালপাড়া-৭৮৩১০১ (আসাম)

১৩। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, সেক্টর—২০বি, পোঃ চণ্ডীগড়-১৬০০২০ (পাঞ্জাব) ফোন ঃ ২৩৭৮৮

১৪। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, গ্র্যাণ্ড রোড্, পোঃ পুরী-৭৫২০০১ (ওড়িষ্যা)

১৫। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, শ্রীজগন্নাথমন্দির, পোঃ আগরতলা-৭৯৯০০১ (ত্রিপুরা) ফোন ঃ ৪৪৯৭

১৬। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, গোকুল মহাবন, পোঃ মহাবন-২৮১৩০৫ জিলা—মথুরা

১৭। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ১৮৭, ডি, এল রোড্, পোঃ দেরাদুন-২৪৮০০১ (ইউ, পি)

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠের পরিচালনাধীন ঃ—

১৮। সরভোগ শ্রীগৌড়ীয় মঠ, পোঃ চক্‌চকাবাজার-৭৮১৩২০ জেঃ বরপেটা (আসাম)

১৯। শ্রীগদাই গৌরাঙ্গ মঠ, পোঃ বালিয়াটী, জেঃ ঢাকা (বাংলাদেশ)

"চেতোদর্পণমার্জ্জনং ভবমহাদাবাগ্নি-নির্ব্বাপণং
শ্রেয়ঃকৈরবচন্দ্রিকাবিতরণং বিদ্যাবধূজীবনং।
আনন্দাম্বুধিবর্দ্ধনং প্রতিপদং পূর্ণামৃতাস্বাদনং
সর্ব্বাত্মস্নপনং পরং বিজয়তে শ্রীকৃষ্ণসংকীর্ত্তনম্ ॥"

২৮শ বর্ষ } শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ভাদ্র, ১৩৯৫
৫ হৃষীকেশ, ৫০২ শ্রীগৌরাব্দ ; ১৫ ভাদ্র, বৃহস্পতিবার, ১ সেপ্টেম্বর ১৯৮৮ { ৭ম সংখ্যা

শ্রীল প্রভুপাদের পত্রাবলী

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীব্রজপত্তন
ইং ২২।৪।১৮

স্নেহবিগ্রহেষু—

শুভাশীষাং রাশয়ঃ সন্তু বিশেষাঃ—

আপনার ৪ঠা বৈশাখের পত্রপ্রাপ্তে সমাচার জ্ঞাত হইলাম। আমি শ্রীমন্মহাপ্রভুর পদপ্রান্তে থাকিয়া শ্রীমদ্ভাগবতের কিছু কার্য্য আরম্ভ করিয়াছি। আজও কৃষ্ণনগরে যাই নাই। এই মাসের শেষভাগে আমি দৌলতপুর প্রপন্নাশ্রমে যাইব এবং তথায় ভক্ত-গোষ্ঠীতে 'শ্রীসনাতনশিক্ষা' ও 'শ্রীভক্তিরসামৃত-সিন্ধু' পাঠ করিব স্থির হইয়াছে। * * *

* * প্রভু ভাল আছেন এবং হরিভজনে ব্যস্ত আছেন। আপনি অপেক্ষাকৃত নির্ব্বিঘ্নে হরিভজন করিতেছেন জানিয়া আমি পরমানন্দিত হইলাম। নিরপরাধে শ্রীনাম গ্রহণ করিয়া, আমাদের নিত্যানন্দ বর্দ্ধন করুন। শ্রীমন্মহাপ্রভুর ইচ্ছা হইলে আপনাদের দর্শন লাভ করিব। 'সজ্জনতোষণী' অষ্টম-নবম সংখ্যা পাঠাইতে বলিব। আপনার স্নিগ্ধ সৌম্যমূর্ত্তি আমার অনেক সময়ে মনে হয়। আপনার কুশল-সংবাদ মধ্যে মধ্যে জানাইয়া সুখী করিবেন।

নিত্যাশীর্ব্বাদক
শ্রীসিদ্ধান্তসরস্বতী

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীভক্তিবিনোদ আসন, কলিকাতা
১নং উল্টাডিঙ্গি-জংসন রোড
ইং ১।১০।১৯

স্নেহবিগ্রহেষু—

আপনার ১২ই আশ্বিন তারিখের কার্ড পাইলাম। শ্রীভক্তিবিনোদ-জন্মোৎসবে আপনার প্রেরিত আনুকূল্য পূর্ব্বেই পাইয়াছি। আমি একপক্ষকাল শ্রীমায়াপুরে

থাকিয়া কৃষ্ণনগর হইয়া গত শুক্রবার শ্রীআসনে ফিরিয়াছি। সম্প্রতি বিজয়া দশমী দিবসে আমার পূর্ব্ববঙ্গে শ্রীনামপ্রচারোদ্দেশে অভিযান করিতে হইবে। শ্রীউর্জ্জাব্রতের নিয়ম এই যে, আমিষ-ভক্ষণ অর্থাৎ মাষকলাই ডাল, তাম্বূল, বরবটী, সিম, পর্য্যু-ষিত খাদ্য নিষিদ্ধ। শ্রীনাম-গ্রহণ ও ভক্তির সে সকল ক্রিয়া পালন করিবার সঙ্কল্প থাকে, উহার নিয়ম পালন হইতে ব্যতিক্রম না হয়। সাধারণতঃ নিয়ম—হবিষ্য মেধ্য দ্রব্য শ্রীভগবান্‌কে নিবেদন করিয়া তাহা গ্রহণ; অধিক নিদ্রা, আলস্য ও অবৈষ্ণ-বোচিত ব্যবহারসমূহ পরিহার এবং ক্ষৌরকার্য্যাদি বর্জ্জন, নিত্যস্নান প্রভৃতি সংযমীয় ধর্ম্ম সর্ব্বতোভাবে পালন করা। প্রতীপসম্প্রদায় এখন কিছু নিস্তব্ধ, নিজ নিজ বিষয়েই ব্যস্ত। শ্রীমদ্ভক্তিবিলাস ঠাকুর পূর্ব্বাপেক্ষা ভাল আছেন দেখিয়া আসিয়াছি। একটী প্রাচীন ভক্ত তাঁহার নিকটে আছেন। অত্রস্থ কুশল।

নিত্যাশীর্ব্বাদক

শ্রীসিদ্ধান্তসরস্বতী

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীযুক্ত অতুলচন্দ্র ব্যানার্জ্জীর আশ্রয়
ডি, টি, এম-অফিস্, ধানবাদ
ইং ৩০।৯।২১

স্নেহবিগ্রহেষু—

আপনার ১০ই আশ্বিনের পত্র পাইয়া সমাচার জ্ঞাত হইলাম। আমার শরীর পূর্ব্বাপেক্ষা অনেকটা ভাল আছে। কলিকাতা শ্রীআসনের জন্মোৎসবে আপনি আসিতে পারেন নাই। যাহা হউক, সম্প্রতি ঢাকা সহরে একমাস কাল নিয়মসেবা ব্রত পালিত হইবে। সঙ্গই মানবজীবনে প্রধান হরিভজনের বৃত্তি। অবৈষ্ণব-সঙ্গক্রমে জীবের সংসারে উন্নতি, আর সাধুসঙ্গপ্রভাবে আত্মা উত্তরোত্তর হরিসেবায় প্রমত্ত হয়। মানবজীবনে উহাই একটী সর্ব্বপ্রধান অবলম্বন। তাহাতে বিমুখ হইবেন না। পূজার সময় যদি কলিকাতার আসনে আসেন, তাহা হইলে তথা হইতে ঢাকায় শ্রীনিয়মসেবা করিতে যাইতে পারেন; তবে মাসাধিক কাল সাধুসঙ্গে ফললাভ ঘটে। সঙ্গবঞ্চিত হইয়া আমরা বৃথা জীবন কাটাই-তেছি। অন্যান্য কার্য্য হরিসেবার পরিবর্ত্তে স্থান অধিকার করিতেছে, সেজন্য আমার ইচ্ছা যে আপনি ঢাকায় শ্রীমাধবগৌড়ীয় মঠ-স্থাপন-কালে একমাস হরিসেবায় যোগদান করেন। পত্রোত্তরে আপনি কোন্ তারিখে ঢাকা যাইবার জন্য আসনে আসিতে-ছেন, জানাইবেন। "শ্রেয়াংসি বহুবিঘ্নানি" বিচার করিয়া "লব্ধ্বা সুদুর্ল্লভমিদং বহুসম্ভবান্তে * * তূর্ণং যতেত ন পতেদনুমৃত্যু যাবৎ নিঃশ্রেয়সায় বিষয় খলু-সর্ব্বতঃ স্যাৎ" শ্লোকটী বিশেষভাবে বিচার করিবেন।

নিত্যাশীর্ব্বাদক

শ্রীসিদ্ধান্তসরস্বতী

শ্রীশ্রীমদ্ভাগবতার্কমরীচিমালা

[পূর্ব্বপ্রকাশিত ৬ষ্ঠ সংখ্যা ১০৮ পৃষ্ঠার পর]

রাধিকা ভ্রমরম্ [১০।৪৭।২১]

অপি বত মধুপুর্য্যামার্য্যপুত্রোঽধুনাস্তে
স্মরতি স পিতৃগেহান্ সৌম্যবন্ধূংশ্চ গোপান্।
ক্বচিদপি স কথাং নঃ কিঙ্করীণাং গৃণীতে
ভুজমগুরুসুগন্ধং মূর্দ্ধ্ন্যধাস্যৎ কদানু ॥৪১॥

কৃষ্ণপত্রী [১০।৪৭।৩৪-৩৫]

যত্ত্বহং ভবতীনাং বৈ দূরে বর্ত্তে প্রিয়ো দৃশাম্।
মনসঃ সন্নিকর্ষার্থং মদনুধ্যানকাম্যয়া ॥
যথা দূরচরে প্রেষ্ঠে মন আবিশ্য বর্ত্ততে।
স্ত্রীণাঞ্চ ন তথা চিত্তং সন্নিকৃষ্টেঽক্ষিগোচরে ॥৪২

তত্র সাধনসিদ্ধানাম্ [১০।৪৭।৩৭]
যা ময়া ক্রীড়তা রাত্র্যাং বনেঽস্মিন্ ব্রজ আস্থিতাঃ।
অলব্ধরাসাঃ কল্যাণ্যো মাপুর্মদ্বীর্য্যচিন্তয়া ॥৪৩॥

কৃষ্ণাশা বলবতী। গোপ্যঃ [১০।৪৭।৪৭]
পরং সৌখ্যং হি নৈরাশ্যং স্বৈরিণ্যপ্যাহ পিঙ্গলা।
তজ্জানতীনাং নঃ কৃষ্ণে তথাপ্যাশা দুরত্যয়া ॥৪৪॥

নিত্যপারকীয়ভাবো গোপীনাম্। উদ্ধবস্তদ্ভাবদর্শনে [১০।৪৭।৫৯]

কেমাঃ স্ত্রিয়ো বনচরীর্ব্যভিচারদুষ্টাঃ
কৃষ্ণে ক্ব চৈষ পরমাত্মনি রূঢ়ভাবঃ।
নন্বীশ্বরোঽনুভজতোঽবিদুষোঽপি সাক্ষাৎ
শ্রেয়স্তনোত্যগদরাজ ইবোপযুক্তঃ ॥৪৫॥

তথাপি ন কাসাং স্বকীয়ভাবঃ। শুকঃ [১০।২২।৪]
কাত্যায়নি মহামায়ে মহাযোগিন্যধীশ্বরি।
নন্দগোপসুতং দেবি পতিং মে কুরু তে নমঃ।
ইতি মন্ত্রং জপন্ত্যস্তাঃ পূজাং চক্রুঃ কুমারিকাঃ ॥৪৬

কৃষ্ণঃ [১০।২২।২৫-২৬]
সঙ্কল্পো বিদিতঃ সাধ্ব্যো ভবতীনাং মদর্চ্চনম্।
ময়ানুমোদিতঃ সোঽসৌ সত্যো ভবিতুমর্হতি ॥৪৭॥
ন ময্যাবেশিতধিয়াং কামঃ কামায় কল্পতে।
ভর্জিতাঃ কথিতা ধানাঃ প্রায়ো বীজায় নেশতে ॥৪৮

পরকীয়-রাগানুগা। সাধনসিদ্ধাঃ। শুকঃ [১০।২৩।৩৫]

তত্রৈকা বিধৃতা ভর্ত্রা ভগবন্তং যথাশ্রুতম্।
হৃদোপগুহ্য বিজহৌ দেহং কর্ম্মানুবন্ধনম্ ॥৪৯॥

শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-কৃত "মরীচিপ্রভা"-নাম্নী ব্যাখ্যা

আহা! আমাদের আর্য্যপুত্র অধুনা মথুরায় আছেন কি? তিনি পিতৃগৃহ ও গোপবন্ধুগণকে কি স্মরণ করেন? হে সৌম্য উদ্ধব! আমরা তাঁহার কিঙ্করী, আমাদের কথা কি কখন বলেন? কখন কি তিনি আসিয়া আমাদের মস্তকে অগুরু সুগন্ধি হস্ত অর্পণ করিবেন? ৪১ ॥

কৃষ্ণ লিখিতেছেন,—"হে গোপীবৃন্দ! প্রিয়দর্শী তোমরা, তোমাদের নিকট হইতে আমি যে দূরে আছি, সে কেবল তোমাদের মনের নিকট থাকিয়া আমার অনুধ্যান-বৃদ্ধি-কামনায়। স্ত্রীগণের দূরগত প্রিয়পাত্র যেরূপ মন আবিষ্ট হইয়া থাকে সেরূপ চক্ষুগোচরে হয় না ॥" ৪২ ॥

ব্রজে নিত্যসিদ্ধাদের ভাব একপ্রকার এবং সাধন-সিদ্ধাদিগের ভাব কিছু ভিন্ন; তাহা কৃষ্ণ বলিতেছেন,—"রাসরাত্রিতে এই বনে ব্রজভূমিতে আমি ক্রীড়া করিয়াছিলাম, যে সকল ভাগ্যবতী আমার রাসে আসিতে পারেন নাই, তাঁহারা (সাধনসিদ্ধাগণ) আমার চিন্তায় আমাকে প্রাপ্ত হইয়াছিলেন"।৪৩॥

বিচ্ছেদে কৃষ্ণপ্রাপ্তির আশা বলবতী। গোপীগণ কহিলেন,—"স্বৈরিণী পিঙ্গলা বলিয়াছিল যে, নৈরাশ্যই পরম সুখ; তাহা আমরা জানি, তথাপি কৃষ্ণলাভের আশা পরিত্যাগ করা কঠিন" ॥ ৪৪ ॥

পরকীয়-ভাবে রসের অত্যন্ত পুষ্টি, এইজন্য গোলোকে ও ব্রজে যোগমায়া তাহার ব্যবস্থা করিয়াছেন। সেই ভাব ব্রজে দেখিয়া উদ্ধব আশ্চর্য্য হইয়া বলিলেন,—"আহা! এই ব্রজরমণীগণ বনচারী এবং কৃষ্ণে উপপতি-বিশ্বাসে প্রেম বৃদ্ধি করেন। স্মার্ত্তদিগের মূঢ়-বিতর্ককে তাঁহারা আশঙ্কা করেন না। আহা! এই পরকীয়ভাবে পরমাত্মা কৃষ্ণে ইঁহাদের কি রূঢ়ভাব! দেখ, সর্ব্বজ্ঞ পরমেশ্বর অনুভজনকারীর শ্রেয় বিস্তার করেন, যেরূপ সর্ব্বোত্তম ঔষধি প্রযুক্ত হইলে অবশ্যই উপকার করে। যেরূপ দ্রব্যের স্বাভাবিক শক্তি, সেইরূপ প্রেম-বস্তুর অলৌকিক-শক্তি স্বয়ং কার্য্য করে" ॥ ৪৫ ॥

কাহার কাহার স্বকীয়-ভাব। "হে মহামায়ে কাত্যায়নি! হে অধিশ্বরি! হে মহাযোগিনি! নন্দ-নন্দনকে আমার পতি করিয়া দেও।"—এই মন্ত্র জপ করিয়া কুমারীগণ পূজা করিয়াছিলেন ॥৪৬॥

কৃষ্ণ কহিলেন,—হে সাধ্বীগণ! তোমাদের সঙ্কল্প আমি জানিয়াছি। তোমরা আমাকে অর্চ্চন করিতে চাও। আমার অনুমোদিত হইয়া তোমাদের এই সঙ্কল্প সিদ্ধ হউক ॥ ৪৭ ॥

আমাতে আবিষ্টচিত্ত ব্যক্তির কাম, কাম উদ্ভবের জন্য হয় না। যেমন ভাজা ও সিদ্ধ ধানাদির বীজ থাকে না ॥ ৪৮ ॥

পরকীয়-রাগানুগা। কোন কোন রমণী পতি-

তাসাং নিষ্ঠা। সমর্থা রতিঃ। যাজ্ঞিকবিপ্রাঃ [১০।২৩।৪৩-৪৪]

নাসাং দ্বিজাতিসংস্কারো ন নিবাসো গুরাবপি।
ন তপো নাত্মমীমাংসা ন শৌচং ন ক্রিয়াঃ শুভাঃ ॥৫০
তথাপি হ্যুত্তমঃশ্লোকে কৃষ্ণে যোগেশ্বরেশ্বরে।
ভক্তির্দৃঢ়া ন চাস্মাকং সংস্কারাদিমতামপি ॥৫১॥

সাধারণী রতিঃ। কুব্জায়াঃ। শুকঃ পরীক্ষিতম্ [১০।৪২।৯-১০]

ততো রূপগুণৌদার্য্যসম্পন্না প্রাহ কেশবম্।
উত্তরীয়ান্তমাকৃষ্য সস্ময়ং জাতহৃচ্ছয়া ॥
এহি বীর গৃহং যামো ন ত্বাং ত্যক্তুমিহোৎসহে।
তয়োন্মথিতচিত্তায়াঃ প্রসীদ পুরুষর্ষভ ॥৫২॥

অক্রূরঃ কৃষ্ণম্ [১০।৪৮।২৬]

কঃ পণ্ডিতস্ত্বদপরং শরণং সমীয়া-
দ্ভক্তপ্রিয়াদৃতগিরঃ সুহৃদঃ কৃতজ্ঞাৎ।
সর্ব্বান্ দদাতি সুহৃদো ভজতোহভিকামা-
নাত্মানামপ্যুপচয়াপচয়ৌ ন যস্য ॥৫৩॥

ধনদং ধ্রুবম্ [৪।১২।১৬]

ভজস্ব ভজনীয়াঙ্ঘ্রিমভবায় ভবচ্ছিদম্।
যুক্তং বিরহিতং শক্ত্যা গুণময্যাত্মমায়য়া ॥৫৪॥

ব্রহ্মা নারদম্ [২।৭।৪২, ৪৬]

যেষাং স এষ ভগবান্ দয়য়েদনন্তঃ
সর্ব্বাত্মনাশ্রিতপদো যদি নির্ব্ব্যলীকম্।
তে দুস্তরামতিতরন্তি চ দেবমায়াং
নৈষাং মমাহমিতি-ধীঃ শ্বশৃগালভক্ষ্যে ॥৫৫॥

তে বৈ বিদন্ত্যতিতরন্তি চ দেবমায়াং
স্ত্রীশূদ্রহূণশবরা অপি পাপজীবাঃ।
যদ্যদ্ভুতক্রমপরায়ণশীলশিক্ষা-
স্তির্য্যগ্জনা অপি কিমু শ্রুতধারণা যে ॥৫৬॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতার্কমরীচিমালায়াং সম্বন্ধজ্ঞান-
প্রকরণে ভগবদ্রসতত্ত্বনিরূপণং নাম
ষষ্ঠঃ কিরণঃ।

কর্ত্তৃক নিরুদ্ধ হইলে হৃদয়ে কৃষ্ণকে আলিঙ্গন করিয়া কর্ম্মানুবন্ধন দেহ ত্যাগ করিলেন ॥ ৪৯ ॥

পরকীয় ব্রজরমণীগণের রতি সমর্থা। স্বকীয় পুররমণীগণের রতি সমঞ্জসা। ব্রজরমণীসম্বন্ধে কথিত হইয়াছে। ইঁহাদের কোন স্বধর্ম্মগত সংস্কার, গুরুকুলে বাস, তপস্যা, আত্ম-মীমাংসা, শৌচকর্ম্ম বা শুভকর্ম্ম ছিল না। তথাপি যোগেশ্বরদিগের ঈশ্বর উত্তমঃশ্লোক কৃষ্ণে যে দৃঢ়া ভক্তি, তাহা সংস্কারযুক্ত আমাদের ভাগ্যে হয় না ॥ ৫০-৫১ ॥

কুব্জার সাধারণী রতি। রূপ-গুণ-ঔদার্য্য-সম্পন্না কুব্জা কৃষ্ণের উত্তরীয় বস্ত্রের শেষ আকর্ষণ-পূর্ব্বক কামাবেগে কহিল,—"হে বীর! এস আমরা ঘরে যাই। তোমাকে আমি ছাড়িয়া দিতে পারি না। তুমি আমার চিত্তকে উন্মথিত করিয়াছ, হে পুরুষ-শ্রেষ্ঠ! আমাতে প্রসন্ন হও ॥ ৫২ ॥

যাঁহার ক্ষতি-লাভ নাই, সেই কৃষ্ণ—ভক্তপ্রিয়, সত্যবাক্, সুহৃৎ কৃতজ্ঞ; (তিনি) ভজনকারী সুহৃদ্বর্গকে আত্মা পর্য্যন্ত সমস্ত কাম্য বস্তু দিয়া থাকেন। আহা! এরূপ কৃষ্ণকে ছাড়িয়া কোন্ পণ্ডিত অন্য ব্যক্তির শরণাপন্ন হয় ॥ ৫৩ ॥

সেই ভগবান্ কখন গুণময়ী-মায়াশক্তিযুক্ত হইয়া ঈশ্বররূপে অধিষ্ঠান এবং কখন আত্মমায়াতে যুক্ত হইয়া ব্রজলীলাদি করেন। সেই ভবচ্ছেদী ভজনীয়-চরণ কৃষ্ণকে পরমানন্দলাভের জন্য ভজন কর ॥৫৪॥

এই অনন্ত ভগবান্‌কে সর্ব্বস্বরূপে নিষ্কপটে আশ্রয় করিলে তিনি যাঁহাদের প্রতি দয়া করেন, তাঁহারাই দুস্তর দেবমায়াকে পার হইতে পারেন। কিন্তু যে সকল লোক কুক্কুর-শৃগালভক্ষ্য এই দেহ 'আমি' 'আমার' বুদ্ধি করে তাহাদের প্রতি কখনই দয়া করেন না ॥ ৫৫ ॥

অদ্ভুতক্রম ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের নিষ্কপট ভক্তদিগের নিয়ম শিক্ষা করিতে পারিলে স্ত্রী, শূদ্র, হূণ, শবর বা অন্যান্য পাপজীব তথা তির্য্যগ্‌যোনিপ্রাপ্ত সকলে কৃষ্ণ-তত্ত্ব জানিতে পারেন এবং দেবমায়া হইতে উদ্ধার হন। শ্রৌত পুরুষদিগের কথায় সন্দেহ কি ? ৫৬ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতার্কমরীচিমালায়াং সম্বন্ধজ্ঞানপ্রকরণে
ভগবদ্রসতত্ত্ব-বর্ণনে ষষ্ঠ-কিরণে মরীচিপ্রভানাম-
গৌড়ীয়ব্যাখ্যা সমাপ্তা।

ভাগীরথীর পূর্ব্বপারেই প্রাচীন নবদ্বীপ মায়াপুর

[পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রমোদ পুরী মহারাজ]

আমরা বর্ত্তমান সহর নবদ্বীপ হইতে শ্রীমদ বিষ্ণুপ্রসাদ গোস্বামী এম্-এ, বি-টি মহোদয়-প্রণীত (প্রকাশকাল—৫০০তম শ্রীগৌরপূর্ণিমা— সন ১৩৯২ সাল, ইং ১৯৮৬) 'ধামেশ্বর শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর শ্রীমূর্ত্তি ও শ্রীমন্দিরের ইতিহাস' নামক একখানি ক্ষুদ্র গ্রন্থ প্রাপ্ত হইলাম। গ্রন্থারম্ভে আমাদের বিশেষ পরিচিত যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ডক্টর শ্রীল সীতানাথ গোস্বামী এম্-এ, ডি-ফিল, বেদ-বেদান্ত-ব্যাকরণতীর্থ মহোদয় লিখিত একটি 'ভূমিকা'-দর্শনে কৌতূহলাক্রান্ত হইয়া গ্রন্থখানির আদ্যোপান্ত পাঠ করিলাম। দেখিলাম, গ্রন্থকর্ত্তা কোন স্থানেই শ্রীমন্মহাপ্রভুর আবির্ভাবস্থান শ্রীমায়াপুরের নাম উল্লেখ না করিলেও একস্থানে লিখিয়াছেন—

'সন্ন্যাসের দ্বাদশবর্ষ পরে ১৪৪৩ শকে অর্থাৎ ১৫২২ খৃষ্টাব্দে চৈতন্যদেব আসলেন জন্মভূমি নবদ্বীপ দর্শন করতে। তখন নবদ্বীপ ছিল ভাগীরথীর পূর্ব্বপারে অবস্থিত। পশ্চিমপারে চৈতন্যদেব মাধব দাসের গৃহে অবস্থান করছেন। * * * ভাগীরথীর একপারে শ্রীচৈতন্যদেব * * * আর এক পারে নিমাই পণ্ডিতের পর্ণকুটীরে নিমাই-এর গৃহত্যাগকালে পরিত্যক্ত শ্রীপাদুকাযুগলের সম্মুখে বিষ্ণুপ্রিয়া দেবী ইত্যাদি।'

উহারই পরবর্ত্তী পৃষ্ঠায় লিখিত আছে—"শ্রীল বংশীবদন-রচিত 'বংশীশিক্ষা'য় শ্রীশ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া দেবীর প্রতি শ্রীমন্মহাপ্রভুর স্বপ্নাদেশটি নিম্নরূপ পাওয়া যায় ঃ—

'আমার আদেশ এই করহ শ্রবণ
যে নিম্বতলায় মাতা দিল মোরে স্তন।
সেই নিম্ববৃক্ষে মোর মূর্ত্তি নির্ম্মাইয়া
সেবন করহ তায় আনন্দিত হইয়া।
সেই দারুমূর্ত্তিমধ্যে হবে মোর স্থিতি
এ লাগি সেবাতে তবে পাইবে পীরিতি।'

* * * তিনি (বংশীবদনানন্দ) দাঁইহাট-নিবাসী বিখ্যাত শিল্পী শ্রীল নবীনানন্দ আচার্য্যকে দিয়ে মহাপ্রভুর শ্রীমূর্ত্তি জন্মভূমির নিম্বকাষ্ঠে নির্ম্মাণ করালেন এবং নিমাইএর জন্মভিটায় পর্ণকুটীরে স্থাপন করলেন। * * * শ্রীগুরুদেব শ্রীনিবাস আচার্য্যের আদেশে তিনি (বাঁকুড়া বিষ্ণুপুরের রাজা বীরহাম্বীর) শ্রীচৈতন্যের অপ্রকটের পরবর্ত্তী পঞ্চাশ বছরের মধ্যে শ্রীগৌরাঙ্গের জন্মস্থানে একটি কালো পাথরের মন্দির নির্ম্মাণ করান। এই মন্দির নির্ম্মিত হ'য়েছিল শ্রীমতী বিষ্ণুপ্রিয়া দেবীর জীবিতকালেই। কারণ বিষ্ণুপ্রিয়া দেবী ৯৬ বৎসর জীবিতা ছিলেন। * * * বাংলা ১১৮৭ সালের (ইং ১৭৮০ সালের) পূর্ব্বেই অর্থাৎ বাংলা ১১৭৬ সালের মন্বন্তরের কিছু আগে বা পরে চিনাডাঙ্গায় (বর্ত্তমান মহাপ্রভুপাড়ায়) একটি পশ্চিমদ্বারী মন্দির নির্ম্মিত হল নবদ্বীপ বড় আখড়ার শ্রীতোতারাম দাস বাবাজী মহারাজের দ্বারা অনুমোদিত দিনাজপুরের রাজার অর্থানুকূল্যে। এই প্রাচীন মন্দিরের দ্বারের চৌকাঠরূপে বীরহাম্বীরের নির্ম্মিত মন্দিরের ভগ্নস্তূপের একটি পাথর স্থাপিত হয়। * * * বাংলা ১১৯৯ সালে (ইং ১৭৯২ খৃষ্টাব্দে) অগ্রহায়ণ মাসে (কথিত আছে) শ্রীগৌরাঙ্গের জন্মস্থানের নিকটবর্ত্তী স্থানে দেওয়ান গঙ্গাগোবিন্দ সিংহ একটি মন্দির স্থাপন করে সেখানে শ্রীশ্রীরাধাবল্লভজিউর সেবা প্রতিষ্ঠা করেন। এই শ্রীশ্রীরাধাবল্লভজিউ বর্ত্তমানে মুর্শিদাবাদ জেলার কাঁদী রাজবাড়ীর ঠাকুরমন্দিরে পূজিত হচ্ছেন।"

আমরা গোস্বামী মহাশয়ের পুস্তিকায় আরও কএকটি কথা দেখিলাম ঃ—(১) "প্রতাপরুদ্র প্রেরিত বেনারসী শাড়ী চৈতন্যদেব পাঠালেন নবদ্বীপে জননীর কাছে। উদ্দেশ্য মায়ের মাধ্যমে পাবেন তাঁর হ্লাদিনী শক্তি শ্রীমতী বিষ্ণুপ্রিয়া দেবী।"

(২) "খৃষ্টীয় ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে ধামেশ্বর শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর শ্রীমন্দির-সংলগ্ন বৈষ্ণবখণ্ডে একজন প্রসিদ্ধ বৈষ্ণব সাধক থাকিতেন। তাঁর নাম সিদ্ধ চৈতন্যদাস বাবাজী। তিনি ছিলেন রাগানুগামার্গের একনিষ্ঠ ভজনশীল ভেকধারী বৈষ্ণব। গৌর ছিলেন তাঁর নাগর, আর তিনি ছিলেন—গৌর-

বিষ্ণুপ্রিয়ার সেবিকা নাগরী ভাবে। তৎকালে নবদ্বীপে সিদ্ধ চৈতন্যদাস বাবাজী ও সিদ্ধ জগন্নাথ দাস বাবাজী এবং অম্বিকা কালনায় সিদ্ধ ভগবান্‌দাস বাবাজী থাকতেন। তিনজনের মধ্যেই ভাগবতী প্রীতির সম্বন্ধ ছিল। * * * মহাপ্রয়াণকালে এই সিদ্ধ মহাত্মা রচনা করে গিয়েছেন—

ভজন হল সারা আমার সাধন হল সারা।
ন'দের চাঁদের কান্তা আমি কান্ত আমার গোরা ॥

পরবর্ত্তীকালে এই শতাব্দীতে সিদ্ধচৈতন্যদাসের সমাধি মন্দিরটি নামাচার্য্য শ্রীল রামদাস বাবাজী মহারাজ ও শ্রীমতী ললিতা সখীর অর্থানুকূল্যে নির্ম্মিত হয়েছে।"

আমরা গ্রন্থকর্ত্তা গোস্বামী মহাশয়ের গ্রন্থ হইতে উদ্ধৃত উল্লিখিত বিষয় সম্বন্ধে কএকটি কথা তাঁহাকে নিবেদন করিতে চাহি। তিনি উচ্চশিক্ষিত সজ্জন, আশা করি, কথাগুলি বন্ধুভাবে গ্রহণ করিয়া সমাধানে তৎপর হইবেন।

(১) গোস্বামী মহাশয় লিখিয়াছেন—'শ্রীমন্ মহাপ্রভু তাঁহার সন্ন্যাস গ্রহণের দ্বাদশবর্ষ পরে যখন নবদ্বীপ দর্শন করিতে আসেন, সেই সময়ে নবদ্বীপ ছিল ভাগীরথীর পূর্ব্বপারে, পশ্চিমপারে তিনি মাধবদাসগৃহে অবস্থান করেন।' এস্থলে আমাদের বক্তব্য এই যে—সুতরাং ভাগীরথীর পূর্ব্বপারেই প্রাচীন নবদ্বীপের অবস্থিতি, এই প্রাচীন নবদ্বীপের শ্রীমায়াপুর পল্লীতেই শ্রীমন্মহাপ্রভুর জন্মস্থান। শ্রীল বংশীবদনানন্দ ঠাকুর তাঁহার 'বংশীশিক্ষা' গ্রন্থোক্ত ঐ জন্মস্থানস্থিত নিম্ববৃক্ষ হইতেই মহাপ্রভুর শ্রীবিগ্রহ নির্ম্মাণ করান। আমরাও শুনিয়াছি—শ্রীধাম মায়াপুর যোগপীঠস্থ প্রাচীন নিম্ববৃক্ষমূল হইতেই বর্ত্তমান নিম্ববৃক্ষ আত্মপ্রকাশ করিয়াছেন।

(২) গোস্বামী মহাশয় মহাপ্রভুর অপ্রকটের পরবর্ত্তী পঞ্চাশ বৎসরের মধ্যে শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া দেবীর জীবিতকালেই মহাপ্রভুর জন্মস্থানে যে রাজা বীরহাম্বীর কর্ত্তৃক কালোপাথরের মন্দির নির্ম্মাণ করিবার কথা লিখিয়াছেন এবং বাংলা ১১৭৬ সালের মন্বন্তরের কিছু পূর্ব্বে বা পরে চিনাডাঙ্গায় (বর্ত্তমান মহাপ্রভুপাড়ায়) যে পশ্চিমদ্বারী প্রাচীন মন্দির নির্ম্মিত হয়, তাহার দ্বারের চৌকাঠরূপে উক্ত বীরহাম্বীর নির্ম্মিত মন্দিরের ভগ্নস্তূপের একটি পাথর স্থাপিত হইবার যেসকল কথা লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, তাহার প্রামাণিকতা সম্বন্ধে আমরা গোস্বামী মহাশয়ের সহিত একমত হইতে পারিতেছি না। বিশেষতঃ তিনি 'কথিত আছে' বলিয়া যে মহাপ্রভুর জন্মস্থানের নিকটবর্ত্তী স্থানে দেওয়ান গঙ্গাগোবিন্দ সিংহের মন্দির স্থাপনের প্রসঙ্গ আনিয়া ফেলিতেছেন, ইহাতে দেখা যায় যে তিনি রামচন্দ্রপুরকেই 'প্রাচীন মায়াপুর'রূপে প্রতিপাদন করিবার পক্ষপাতী হইতেছেন, ইহাদ্বারা কখনই সত্যের মর্য্যাদা সংরক্ষিত হইতে পারে না। শ্রীশ্রীল জগন্নাথদাস বাবাজী মহারাজ, শ্রীশ্রীল গৌরকিশোর দাস বাবাজী মহারাজ প্রমুখ সিদ্ধ মহাপুরুষগণের বহুমানিত ভাগীরথী ও জলঙ্গী বা সরস্বতীর সঙ্গমস্থলই প্রাচীন নবদ্বীপ ও তন্মধ্যস্থিত শ্রীধাম মায়াপুরই মহাপ্রভুর প্রকৃত জন্মস্থান, ইহা আমরা আমাদের শ্রীচৈতন্যবাণী-পত্রিকার শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভুর আবির্ভাব-পঞ্চশতবার্ষিকীর বিশেষ সংখ্যায় (ফাল্গুন, ১৩৯১) 'প্রাচীন নবদ্বীপস্থ শ্রীধাম মায়াপুরই শ্রীমন্মহাপ্রভুর আবির্ভাবস্থলী' শীর্ষক প্রবন্ধে আলোচনা করিয়াছি।

শ্রীঘনশ্যামদাস বা শ্রীনরহরি চক্রবর্ত্তী ঠাকুরপ্রণীত ভক্তিরত্নাকর গ্রন্থে লিখিত আছে—

"নবদ্বীপমধ্যে মায়াপুর নামে স্থান।
যথা জন্মিলেন গৌরচন্দ্র ভগবান্ ॥
যৈছে বৃন্দাবন যোগপীঠ সুমধুর।
তৈছে নবদ্বীপে যোগপীঠ মায়াপুর ॥"

সুপ্রসিদ্ধ 'বিশ্বকোষ'-সম্পাদক শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব মহাশয় রাজর্ষি শ্রীযুক্ত শরদিন্দু নারায়ণ রায় এম্-এ. প্রাক্ত (লাহোর), বেদান্তভূষণ মহোদয়-সঙ্কলিত 'চিত্রে নবদ্বীপ' নামক গ্রন্থের 'পরিচয়' নামক ভূমিকায় 'ভবিষ্য ব্রহ্মখণ্ড' নামক একখানি বহু প্রাচীন পুঁথির মধ্য হইতে প্রাপ্ত মায়াপুর-নামের উল্লেখ করিয়াছেন। তিনি শ্রীমায়াপুরকে নবদ্বীপের প্রধান কেন্দ্ররূপে গণনা করিয়াছেন এবং আরও বলিরাছেন—'আজও বল্লালটিপি ও বল্লালদীঘী মায়াপুরের অতীত সাক্ষীস্বরূপ বিরাজ করিতেছে। মায়াপুর-সংলগ্ন প্রাচীন স্থানই আদিনবদ্বীপ।' বিখ্যাত সংস্কৃতজ্ঞ ইংরাজ পণ্ডিত H. H. Wilson

সাহেব ঐ 'ভবিষ্য ব্রহ্মখণ্ড' নামক পুঁথিখানির বিষয় সর্ব্বপ্রথম আলোচনা করেন। ১৮৯১ খৃষ্টাব্দের Indian Antiquary নামক পত্রিকায় Wilson সাহেবের আলোচনা প্রকাশিত হইয়াছিল।

শ্রীঘনশ্যামদাস তাঁহার শ্রীনবদ্বীপধাম-পরিক্রমা-নামক গ্রন্থে লিখিয়াছেন—

"নবদ্বীপমধ্যে মায়াপুর।
যথা জন্ম হৈল কৃষ্ণচৈতন্য প্রভুর॥"

উর্দ্ধাম্নায় মহাতন্ত্রে আছে—

'বর্ত্ততেহ নবদ্বীপে নিত্যধাম্নি মহেশ্বরি।
ভাগীরথীতটে পূর্ব্বে মায়াপুরন্ত গোকুলম্॥'

কাপিলতন্ত্রেও লিখিত আছে—

'জম্বুদ্বীপে কলৌ ঘোরে মায়াপুরে দ্বিজালয়ে।
জনিত্বা পার্ষদৈঃ সাকং কীর্ত্তনং কারয়িষ্যতি॥'

শ্রীগৌরপার্ষদ শ্রীল প্রবোধানন্দ সরস্বতীপাদ তাঁহার নবদ্বীপশতকে লিখিয়াছেন—

"যে মায়াপুরবৈভবে শ্রুতিগতেহ-
প্যুল্লসিনো নো খলাঃ।"

ভক্তিরত্নাকরগ্রন্থে বহুস্থানে শ্রীমায়াপুর-কথা বর্ণিত আছে।

শ্রীধাম মায়াপুর-সংলগ্নই যে প্রাচীন নবদ্বীপ, ইহার বহু প্রমাণ 'চিত্রে নবদ্বীপ' গ্রন্থে লিপিবদ্ধ হইয়াছে। গোস্বামিমহোদয় ঐ গ্রন্থখানি সংগ্রহ করিয়া অনুগ্রহপূর্ব্বক নিরপেক্ষভাবে আলোচনা করিলে প্রাচীন নবদ্বীপের অবস্থিতি সম্বন্ধে প্রকৃত মীমাংসায় উপনীত হইতে পারিবেন বলিয়া আশা করি।

বিগত ১৯৩৪ খৃষ্টাব্দে ৬ই মে রবিবার সন্ধ্যা ৭ ঘটিকায় বাগবাজার গৌড়ীয় মঠের নাট্যমন্দির-হলে শ্রীযুক্ত যতীন্দ্র নাথ বসু এম্-এল্-সি মহোদয়ের সভাপতিত্বে যে একটি সাধারণ সভার অধিবেশন হইয়াছিল, সেই সভায় বিখ্যাত প্রত্নতত্ত্ববিদ্ রায় রমাপ্রসাদ চন্দ বাহাদুর শ্রীচৈতন্যদেবের জন্মস্থানের অবস্থিতি সম্বন্ধে তাঁহার সুযুক্তিপূর্ণ ও গবেষণালব্ধ যে একটি প্রবন্ধ পাঠ করিয়াছিলেন, সেই প্রবন্ধটি ২৮শে বৈশাখ, ১৩৪১; ইং ১১ মে, ১৯৩৪ দৈনিক আনন্দবাজার পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছিল। উহাতে রায়বাহাদুর সুস্পষ্ট রূপেই প্রমাণ করিয়াছেন যে, ভাগীরথীর পূর্ব্বপারেই প্রাচীন নবদ্বীপ এবং পশ্চিমপারে কুলিয়া—বর্ত্তমান সহর নবদ্বীপ। গঙ্গানগর ও ভারুইডাঙ্গা হইতে প্রায় 4 মাইল দূরে অবস্থিত বাবলাড়ী দেওয়ানগঞ্জ বা রামচন্দ্রপুরের কোন স্থানে শ্রীচৈতন্যদেবের জন্মস্থান হইতে পারে না। উক্ত ১১।৫।৩৪ তারিখের ইংরাজী দৈনিক 'Forword' পত্রেও রায়বাহাদুর শ্রীযুক্ত চন্দ মহোদয়ের উপরিউক্ত বক্তৃতা ইংরাজী ভাষায় প্রকাশিত হইয়াছিল।

প্রাচীন কুলিয়া নবদ্বীপসহরের প্রাচীন অধিবাসী বহুলোকমান্য মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত অজিতনাথ ন্যায়রত্ন মহোদয় তাঁহার স্বহস্তলিখিত পত্রে বল্লাল-দীঘীর নিকটস্থ শ্রীধাম মায়াপুরকেই 'মহাপ্রভুর জন্মস্থান' বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন। তাঁহার ঐ পত্রখানি ব্লক করিয়া 'চিত্রে নবদ্বীপ' গ্রন্থে মুদ্রিত হইয়াছে।

স্বনামধন্য সাহিত্যিকপ্রবর ডঃ দীনেশ চন্দ্র সেন মহোদয় বিগত ২৪।১২।৩৬ তারিখে বেহালা হইতে শ্রীগৌড়ীয় মঠসম্পাদকের নিকট যে পত্র দিয়াছিলেন, তাহা ১৮ই ফাল্গুন, ১৩৪৩ বঙ্গাব্দের 'দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ' পত্রে প্রকাশিত হইয়াছিল। তাহাতে স্পষ্টই লিখিত আছে—

'আমি বহু প্রাচীন গ্রন্থ, মানচিত্রাদি আলোচনা করিয়া দেখিয়াছি, আপনাদের নির্দ্দিষ্ট স্থানই ঠিক—রামচন্দ্রপুর কখনই মায়াপুর নহে। সেখানে পূর্ব্বকালে খুব ধুমধামের সহিত রামযাত্রা হইত এবং যে মন্দির গঙ্গাগর্ভে ডুবিয়া গিয়াছে, তাহা রামচন্দ্রের মন্দির।'

'শ্রীমায়াপুর' ডাকঘর স্থাপনকালে বঙ্গদেশের পোষ্টমাষ্টার জেনারেলের নিকট বিরুদ্ধ পক্ষ হইতে নানাপ্রকার আপত্তি জ্ঞাপিত হইলে P. M. G. মহোদয় এতদ্বিষয়ক তথ্যানুসন্ধানার্থ নদীয়া জেলা ম্যাজিষ্ট্রেটের নিকট পত্র লেখেন। ম্যাজিষ্ট্রেট বাহাদুর ১৯২৯ খৃষ্টাব্দে ২৮শে আগষ্ট শ্রীমায়াপুরের পক্ষপাতী ও তদ্‌বিরোধী উভয়পক্ষকেই কৃষ্ণনগরে স্বীয় আদালতে আহ্বান করেন। শ্রীমায়াপুরের পক্ষ হইতে বহু গ্রন্থ, বহু প্রাচীন দলিলপত্র, গভর্ণমেণ্ট রেকর্ড, মানচিত্র হইতে অসংখ্য প্রমাণ প্রদর্শিত হইয়াছিল। অপরপক্ষের যুক্তিযুক্ত প্রমাণ কিছুই ছিল না। ম্যাজিষ্ট্রেট বাহাদুর প্রমাণসমূহে বিশেষ সন্তুষ্ট হইয়া বিরোধী পক্ষের অমূলক কথাগুলি অগ্রাহ্য করেন

এবং গৌরজন্মস্থান 'শ্রীমায়াপুর' (Sree Mayapur) নামে ডাকঘর স্থাপনার্থ P. M. G. বাহাদুরের নিকট স্বীয় রায় প্রেরণ করেন।

এইসকল ঘটনা 'চিত্রে নবদ্বীপ' গ্রন্থ হইতেই উদ্ধৃত হইল।

১৩৪১ বঙ্গাব্দে সর্ব্বপ্রথমে 'ভারতবর্ষ' নামক মাসিক পত্রের ভাদ্র-সংখ্যায় পূর্ব্বোক্ত স্বনামধন্য প্রত্ন-তাত্ত্বিক রায় শ্রীযুক্ত রমাপ্রসাদ চন্দ বাহাদুরের—'শ্রীচৈতন্যের সময়ের নবদ্বীপের স্থিতিস্থান' শীর্ষক একটি গবেষণাপূর্ণ প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছিল। উহাতে রায় বাহাদুর জেনারেল হার্ষ্ট সাহেবের প্রকাশিত রেণেলের ম্যাপ, টেম্পেল সাহেবের ম্যাপ, হেজেসের ডায়েরী (১৬৮৩ খৃঃ), ষ্টেনসাম মাষ্টারের ডায়েরী (১৬৭৬ খৃঃ) ও শ্রীচৈতন্যভাগবতের মধ্য-খণ্ড ২য় অধ্যায়ের কাজীউদ্ধারদিবসীয় মহাপ্রভুর নগর-সংকীর্ত্তন-শোভাযাত্রাদির বিবরণ উদ্ধৃত করিয়া দেখাইয়াছেন—গঙ্গানগর হইতে প্রায় ৪ মাইল পশ্চিম দক্ষিণে অবস্থিত বাবলাড়ি দেওয়ানগঞ্জ বা রামচন্দ্র-পুরকে কখনই শ্রীচৈতন্যের জন্মস্থান বলিয়া স্বীকার করা যায় না।

১৮৯৬ খৃষ্টাব্দে ১২ই আগষ্ট তারিখে হাই-কোর্টের রায় ও ডিক্রী হইতে প্রকাশিত হইয়াছে—শ্রীমায়াপুর ও তৎপার্শ্ববর্ত্তী বল্লালদীঘী ইত্যাদি স্থান-সমূহই প্রাচীন নবদ্বীপ। ১১৯৯ সালের হদ্দাবন্দী কাগজে 'শ্রীমায়াপুর' গ্রামের উল্লেখ ছিল।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে প্রকাশিত 'গোবিন্দদাসের কড়চা' নামক গ্রন্থে শ্রীমায়াপুরকেই মহাপ্রভুর আবির্ভাবস্থান বলিয়া উক্ত হইয়াছে। 'বল্লালসাগর' নামক বল্লালদীঘীর নিকট পাঁচখানি সুন্দর বড়ঘরই মহাপ্রভুর আবির্ভাবস্থান।

বঙ্গাব্দ ১২৫২ সালে ১লা আশ্বিন তারিখে আন্দুলের রাজা রাজেন্দ্রনাথ মিত্র কর্ত্তৃক প্রকাশিত এবং নবদ্বীপ ও বহুস্থানের যাবতীয় মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিতমণ্ডলীর স্বাক্ষরসমন্বিত পত্রিকাযুক্ত 'কায়স্থ-কৌস্তুভ' নামক গ্রন্থে সেনরাজবংশীয়গণের রাজধানী-কেই মায়াপুরগ্রাম এবং সেই মায়াপুরেই শ্রীশচীসুত গৌরসুন্দরের আবির্ভাবকথা স্পষ্টাক্ষরে লিখিত আছে।

হাণ্টারসাহেবের Imperial Gazetteer, 1880-এ লিখিত আছে—'নদীয়া (নবদ্বীপ)—নদীয়া জেলার প্রাচীন রাজধানী এবং লক্ষ্মণসেনের বাসস্থলী। স্থানীয় কিংবদন্তী অনুসারে ঐ নগরী ১০৬৩ খৃষ্টাব্দে লক্ষ্মণসেনদ্বারা প্রতিষ্ঠিত হইয়া-ছিল। পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষভাগে এই স্থানে সু-প্রসিদ্ধ ধর্ম্মপ্রচারক চৈতন্য জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন।"

হাণ্টারসাহেব তাঁহার Statistical Account ১৪২ পৃষ্ঠায় এই নবদ্বীপ নগরের অবস্থান ভাগীরথীর পূর্ব্বতটে ও জলঙ্গীর পশ্চিমে নির্দ্দেশ করিয়াছেন। উক্ত ষ্ট্যাটিস্‌টিক্যাল য়্যাকাউণ্ট—Vol. 1-এ লিখিত আছে—'বয়রার নিকট মায়াপুর-নামক একটি ছোট নগর (বর্দ্ধমান জেলার সীমান্তের সন্নিহিত প্রদেশ) অবস্থিত। এই স্থানে মৌলানা সিরাজুদ্দিনের কবরের অবস্থানের বিষয় আমি শুনিয়াছি। মৌলানা সিরা-জুদ্দিন বঙ্গের বাদশাহ (১৪৯৪-১৫২২) হুসেন শাহের শিক্ষক বলিয়া কথিত।'

১৭৬৫ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত 'Holwell's Hindusthan' নামক মানচিত্রের সহিত এই বিবরণ মিলাইলে বয়রা ও মায়াপুরের অবস্থিতি বুঝা যাইবে।

নদীয়া গেজেটীয়ারে লিখিত আছে—

"Nabadwip is a very ancient city and is reported to have been founded in 1063 A.D. by one of the Sen Kings of Bengal. In the Aini Akbari it is noted that in the time of Laxman Sen Nadia was the Capital of Bengal."

১৮৪৬ সালের 'Calcutta Review' ৩৯৮ পৃষ্ঠায় লিখিত আছে—

"The earliest that we know of Nadia is that in 1203 it was the Capital of Bengal."

লণ্ডনের ব্রিটিশ মিউজিয়াম ও য়্যাড্‌মিরালটি ভবনে সংরক্ষিত দুইটি মানচিত্র জলঙ্গী বা খড়িয়া-নদীর উত্তরাংশে ও ভাগীরথীর পূর্ব্বাংশে সপ্তদশ শতাব্দী পর্য্যন্ত নবদ্বীপের তাৎকালিক স্থিতি-সংস্থানের সুস্পষ্ট সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে। বঙ্গের মহামান্য গভর্ণর বাহাদুর হিজ একসেলেন্সী দি রাইট অনা-

রেব্‌ল্ স্যর জন য়্যাণ্ডারসন গত ১৯৩৫ সালের ১৫ই জানুয়ারী যখন শ্রীমন্মহাপ্রভুর আবির্ভাবস্থান শ্রীধাম মায়াপুর নবদ্বীপ দর্শনের জন্য আগমন করিয়াছিলেন, তখন তাঁহাকে ঐ মানচিত্রদ্বয় দেখান হইয়াছিল। তদ্দর্শনে তিনি খুবই আনন্দ প্রকাশ করিয়াছিলেন।

চিত্রে নবদ্বীপ গ্রন্থে Mathew Vander Broucke এর নির্দ্দেশানুসারে নির্ম্মিত বঙ্গের একটি প্রাচীনতম মানচিত্রের কিয়দংশ প্রকাশিত হইয়াছে, উহাতে নদীয়ার অবস্থিতি যে ভাগীরথীর পূর্ব্বপারে তাহা স্পষ্টই প্রতীত হয়।

John Thorton কৃত বঙ্গের আর একটি প্রাচীন মানচিত্র, যাহা ১৬৭৫ খৃষ্টাব্দে মুদ্রিত হইয়া 'The Third Book of the English Pilot' গ্রন্থে প্রকাশিত হইয়াছিল, তাহাতেও প্রাচীন নবদ্বীপের অবস্থিতি যে ভাগীরথীর পূর্ব্বপারে, তাহা স্পষ্টই দৃষ্ট হয়।

১৮৯৬ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত 'Travels of a Hindu' গ্রন্থের ২৭শ পৃষ্ঠায় লিখিত আছে—

"In the 12th century it was the Capital of Luchmunya, the last of the Sen Kings."

নদীয়া গেজেটীয়ারেও লিখিত আছে—

'On the East Bank of the river immediately opposite the Present Nabadwip is the village Bamanpukur, in which are to be found a large mound known as Ballaldhipi and to be the ruins of the King's Palace.'

এইরূপে পশ্চিমে প্রবাহিতা ভাগীরথী ও পূর্ব্বে প্রবাহিতা জলঙ্গী বা খড়িয়া নদীর মধ্যস্থিত ভূখণ্ডই যে প্রাচীন নবদ্বীপ নগর এবং তন্মধ্যবর্ত্তী বল্লালদীঘীর সন্নিহিত স্থানেই যে শ্রীমন্মহাপ্রভুর আবির্ভাবস্থলী শ্রীধাম মায়াপুর যোগপীঠ বিরাজিত, ইহা বহু বহু প্রাচীন শাস্ত্র ও মহাজন-বাক্যদ্বারা সমর্থিত।

শ্রীচৈতন্যভাগবতে অন্ত্য ৩য় অধ্যায়ে লিখিত আছে—'সবে গঙ্গা মধ্যে নদীয়ায় কুলিয়ায়'।

ঐ গ্রন্থে স্থানান্তরে লিখিত আছে—

"গঙ্গার ওপারে প্রভু যায়েন কুলিয়া॥"

শ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয় নাটকে দৃষ্ট হয়—

"* * নবদ্বীপস্য পারে কুলিয়া নাম গ্রামে মাধবদাসবাট্যামুত্তীর্ণবান্।"

মাননীয় গোস্বামী মহোদয়ও মহাপ্রভুর ১৫২২ খৃষ্টাব্দে জন্মভূমি নবদ্বীপ দর্শনার্থ গঙ্গার পশ্চিমপারে মাধবদাসের গৃহে অবস্থানের কথা তাঁহার গ্রন্থে উল্লেখ করিয়াছেন।

শ্রীচৈতন্যচরিত মহাকাব্যেও ২০শ সর্গে লিখিত আছে—"* * শ্রীনবদ্বীপভূমেঃ পারে গঙ্গং পশ্চিমে ক্বাপি দেশে * *।"

ইহাতে স্পষ্টই প্রতীত হয় প্রাচীন নবদ্বীপ নগর গঙ্গার পূর্ব্বপারে এবং ঠিক তাহার পশ্চিমপারেই কুলিয়া নগর—যেখানে বর্ত্তমান সহর নবদ্বীপ।

রায়বাহাদুর শ্রীযুক্ত কুমুদ নাথ মল্লিক মহোদয় তাঁহার 'নদীয়া-কাহিনী' গ্রন্থে, নবদ্বীপসহরনিবাসী পরলোকগত কান্তিচন্দ্র রাঢ়ী ১২৯১ সালের ২৯শে আশ্বিন তারিখে তাঁহার 'নবদ্বীপ-মহিমা' নামক গ্রন্থে, উক্ত নবদ্বীপসহরনিবাসী স্বধামগত শ্রীযুক্ত নবদ্বীপ চন্দ্র বিদ্যারত্ন গোস্বামী ভট্টাচার্য্য সম্পাদিত ও কলিকাতা আহেরিটোলা ষ্ট্রীট হইতে ১২৮৭ বঙ্গাব্দে প্রকাশিত 'বৈষ্ণবাচার-দর্পণে'র প্রথমভাগের ৬৬ পৃষ্ঠায়; পরলোকগত প্রসিদ্ধ পণ্ডিত শ্রীশ্রীনিত্যানন্দ-বংশাবতংস শ্রীযুক্ত শ্যামলাল গোস্বামী মহাশয় ১৩১৩ বঙ্গাব্দে প্রকাশিত তাঁহার 'গৌরসুন্দর' গ্রন্থের ৫ম ও ১১শ পৃষ্ঠায়, শান্তিপুর-নিবাসী সাহিত্যিক মোজাম্মেল হক সাহেব প্রভৃতি বহু গণ্যমান্য সজ্জন প্রাচীন নবদ্বীপ নগরের মধ্যবর্ত্তী শ্রীধাম মায়াপুরকেই মহাপ্রভুর জন্মস্থান বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন।

১২৯৯ সালের ৩রা মাঘ রবিবার অপরাহ্নে কৃষ্ণনগর আমিনবাজার এ, ভি, স্কুলের প্রাঙ্গণে একটি বিদ্বন্মণ্ডলিমণ্ডিত মহতী সভার অধিবেশন হয়। এই সভায় সকলেই একবাক্যে বল্লালদীঘীর নিকটস্থ শ্রীধাম মায়াপুরকেই মহাপ্রভুর জন্মস্থান বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন। বহু প্রাচীন প্রমাণ, প্রাচীন দলিলপত্র, মানচিত্র প্রভৃতি অকাট্য প্রমাণ দর্শনে সকলেই একবাক্যে শ্রীধাম মায়াপুরকেই মহাপ্রভুর জন্মস্থান বলিয়া স্বীকারপূর্ব্বক তাহা সর্ব্বসাধারণ্যে

প্রচার করিবার জন্য বদ্ধপরিকর হন এবং ঐ দিবসই 'শ্রীনবদ্বীপধাম প্রচারিণী সভা' নাম্নী একটি সভাও গঠিত হয়। এই সভায় নিরপেক্ষ সত্যনিষ্ঠ মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত শ্রীযুক্ত অজিতনাথ ন্যায়রত্ন এবং কৃষ্ণনগর ও নদীয়ার বহু সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন। এই সভার বিস্তৃত বিবরণ শ্রীসজ্জনতোষণী পত্রিকার ৫ম বর্ষ ১১শ সংখ্যা ২০১-২০৭ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

গৌড়ীয় বৈষ্ণবসমাজের পরম হিতাকাঙ্ক্ষী বান্ধব—শ্রীমদ্ভাগবতবিগ্রহদাতা স্বধামপ্রাপ্ত স্বাধীন ত্রিপুরেশ্বর পঞ্চশ্রীক বীরচন্দ্র দেববর্ম্ম মাণিক্য বাহাদুর, তৎপর তৎপুত্র বৈষ্ণবজনাশ্রয় বদান্যবর বারাণসীলব্ধ মহারাজ রাধাকিশোর দেববর্ম্ম মাণিক্য ধর্ম্মরাজ বাহাদুর, তৎপর তদীয় সুযোগ্য পুত্র মহারাজ বীরকিশোর দেববর্ম্ম মাণিক্য বাহাদুর, তৎপর তৎপুত্র মহারাজ কিরীটবিক্রমকিশোর দেববর্ম্ম মাণিক্য বাহাদুর—বংশপরম্পরাক্রমে এই শ্রীনবদ্বীপধাম-প্রচারিণী সভায় সভাপতির আসনে সমাসীন হইয়া আসিতেছেন। এই সভার কার্য্যকরী সমিতির সভাপতি ছিলেন—পরলোকগত দিনাজপুরাধিপতি মহারাজ বাহাদুর দি অনারেব্‌ল গিরিজানাথ রায় ভক্তিসিন্ধু এবং বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের প্রধানস্তম্ভ রায় যতীন্দ্র নাথ চৌধুরী এম্‌-এ বি-এল. শ্রীকণ্ঠ ভক্তিভূষণ মহাশয় এই সভার সহকারী সম্পাদক ছিলেন। মঃ মঃ পণ্ডিত অজিতনাথ ন্যায়রত্ন মহাশয় বহু প্রকাশ্য সভায় তারস্বরে এই শ্রীমায়াপুরকেই মহাপ্রভুর জন্মস্থান বলিয়া স্বীকার করিয়া গিয়াছেন। এতদ্ব্যতীত শ্রীশ্রীনিত্যানন্দবংশাবতংস বহু ভক্তিগ্রন্থপ্রণেতা পণ্ডিত শ্রীপাদ শ্যামলাল গোস্বামী মহোদয়, শ্রীঅদ্বৈতবংশাবতংস স্বধামগত শ্রীপাদ লোকনাথ গোস্বামী, রাধিকানাথ গোস্বামী, জয়গোপাল গোস্বামী; মাননীয় বিচারপতি স্যর গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় এম-এ, ডি-এল; সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ মহামহোপাধ্যায় সতীশ চন্দ্র বিদ্যাভূষণ এম্‌-এ, পিএইচ-ডি; বৃন্দাবনের শ্রীপাদ মধুসূদন গোস্বামী সার্ব্বভৌম, রাজর্ষি বনমালী রায় ভক্তিভূষণ, রায় বাহাদুর মহেন্দ্র নাথ ভট্টাচার্য্য বিদ্যারণ্য, এম্‌-এ, বি-এল; নিরপেক্ষ ঐতিহাসিকগণের মধ্যে অবিসংবাদিতরূপে পরম প্রামাণিক রায় মনোমোহন চক্রবর্ত্তী বাহাদুর, কৃষ্ণনগরের সুপ্রসিদ্ধ উকিল তারাপদ বন্দ্যোপাধ্যায় এম্‌-এ, বি-এল; শান্তিপুরনিবাসী সুকবি মৌলবী মোজাম্মেল হক সাহেব প্রভৃতি অসংখ্য নিরপেক্ষ ব্যক্তি এবং গৌড়মণ্ডল, ক্ষেত্রমণ্ডল ও ব্রজমণ্ডলের তদানীন্তন সমস্ত প্রসিদ্ধ নিরপেক্ষ সজ্জন বল্লালদীঘির নিকটস্থ শ্রীধাম মায়াপুরকেই মহাপ্রভুর জন্মস্থান বলিয়া শিরোধার্য্য করিয়াছেন। মঃ মঃ পণ্ডিত অজিতনাথ ন্যায়রত্ন মহোদয় উক্ত বল্লালদীঘির নিকটস্থ শ্রীধাম মায়াপুরকে মহাপ্রভুর জন্মস্থান বলিয়া স্বীকার করেন—এই সত্যোক্তির অপলাপকারী কেহ কেহ অন্যরূপ প্রকাশ করিলে সেই কথা মঃ মঃ ন্যায়রত্ন মহোদয়ের গোচরীভূত করা হইলে তদুত্তরে সত্যনিষ্ঠ সরলহৃদয় পণ্ডিতপ্রবর শ্রীনবদ্বীপধাম প্রচারিণী সভার কোন সভ্যের নিকট তাঁহার স্বহস্তলিখিত যে একখানি লিপি প্রেরণ করিয়াছিলেন, তাহাই 'চিত্রে নবদ্বীপ' গ্রন্থে ব্লক করিয়া প্রকাশ করা হইয়াছে।

বিল্বপুষ্করিণীর (বেলপুকুরের) প্রসিদ্ধ পণ্ডিত সারদাকান্ত পদরত্ন মহোদয় ১৮৯৫ খৃষ্টাব্দে মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিয়া গিয়াছেন ঃ—

"ইতিহাসপাঠে জানা যায় যে, রাজা বল্লাল সেন ও লক্ষ্মণসেন নবদ্বীপে বাস করিতেন। তাঁহাদের ভগ্নপ্রাসাদের স্তূপ অদ্যাপি বর্ত্তমান রহিয়াছে এবং ঐ রাজাদিগের প্রাসাদের দক্ষিণে যে দীর্ঘিকা ছিল, তাহাও বল্লালদীঘি নামে খ্যাত হইয়া অতীতকালের নবদ্বীপের পরিচয় দিতেছে। ঐ স্থানের দক্ষিণ-পশ্চিমে শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর জন্মস্থান—শ্রীমায়াপুর। ঐ স্থানের নিকটবর্ত্তী স্থান মুসলমানগণকর্ত্তৃক ভক্তগণের 'খোলভাঙ্গার ডাঙ্গা' বলিয়া অদ্যাপি পরিচিত আছে। ঐস্থানের অব্যবহিত উত্তর-পশ্চিমে 'শ্রীনাথপুর' প্রভৃতি গ্রামে রাজদত্ত ব্রহ্মোত্তর ভূমির দানপত্রে 'নবদ্বীপের মাঠ' বলিয়া দাতা ও ভূপতিগণ ভূমির পরিচয় দিয়াছেন।"

১৮৮৮ খৃষ্টাব্দের ২৩শে নভেম্বর তারিখে মহাত্মা শ্রীল শিশির কুমার ঘোষ মহাশয় দেওঘর হইতে শ্রীশ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের নিকট যে পত্র লিখিয়াছিলেন, তাহাতেও তিনি শ্রীধাম মায়াপুরকেই 'প্রাচীন নবদ্বীপ' বলিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছেন।

আমরা এইরূপে 'চিত্রে নবদ্বীপ' গ্রন্থ হইতে

বল্লালদীঘী, বল্লালঢিপি, মৌলানা সিরাজুদ্দিন চাঁদ কাজীর সমাধি প্রভৃতির সন্নিহিত শ্রীধাম মায়াপুরই যে প্রাচীন নবদ্বীপ, ইহার কতিপয় প্রমাণ সংক্ষিপ্তাকারে উদ্ধার করিয়া প্রদর্শন করিলাম, গোস্বামী মহাশয় প্রয়োজন মনে করিলে ঐ গ্রন্থ একখানি সংগ্রহ করিয়া আরও অনেক বিষয় জানিবার সুযোগ প্রাপ্ত হইবেন। অতঃপর আমরা তৎসমীপে শ্রীশ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া-সেবিত গৌরসুন্দর ও গৌরনাগরীবাদ সম্বন্ধে আরও কএকটি কথা নিবেদন করিব। কৃপাপূর্ব্বক সম্পূর্ণ প্রবন্ধটি আলোচনা করিয়া সত্যের মর্য্যাদা সংরক্ষণ করিবেন।

আমাদের পরমারাধ্য পরাৎপর গুরুপাদপদ্ম শ্রীশ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ তাঁহার 'জৈবধর্ম্ম' নামক গ্রন্থের একাদশ অধ্যায়ের প্রারম্ভেই লিখিয়াছেন—

'ভাগীরথীর পশ্চিমতীরে কুলিয়া পাহাড়পুর গ্রাম। শ্রীনবদ্বীপের অন্তর্গত কোলদ্বীপের মধ্যে ঐ প্রসিদ্ধ গ্রাম অবস্থিত। শ্রীমন্মহাপ্রভুর সময়ে তথায় শ্রীমাধবদাস চট্টোপাধ্যায় (নামান্তর ছ'কড়ি চট্টোপাধ্যায়) মহাশয়ের বিশেষ সম্মান ও প্রাদুর্ভাব ছিল। ছ'কড়ি চট্টের পুত্র শ্রীল বংশীবদনানন্দ ঠাকুর। মহাপ্রভুর কৃপায় শ্রীবংশীবদনানন্দের বিশেষ প্রভুতা জন্মিয়াছিল। শ্রীকৃষ্ণের বংশীর অবতার বলিয়া তাঁহাকে সকলেই প্রভু বংশীবদনানন্দ বলিত। শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া মাতার একান্ত কৃপাপাত্র বলিয়া প্রভু বংশীবদন বিখ্যাত ছিলেন। শ্রীপ্রিয়াজীর অদর্শনে শ্রীমূর্ত্তির সেবা শ্রীমায়াপুর হইতে প্রভু বংশী কুলিয়াপাহাড়পুরে আনিয়াছিলেন। তাঁহার বংশধরগণ যে সময়ে শ্রীজাহ্নবী (জাহ্নবা) মাতাঠাকুরাণীর কৃপাবলম্বনপূর্ব্বক শ্রীপাট বাঘনাপাড়া আশ্রয় করিলেন, তখন মালঞ্চবাসী সেবায়েতদিগের হস্তে শ্রীমূর্ত্তিসেবা কুলিয়া গ্রামেই রহিল। প্রাচীন নবদ্বীপের অপর পারে কুলিয়া গ্রাম। কুলিয়া গ্রামের বহুতর পল্লীর মধ্যে চিনাডাঙ্গা প্রভৃতি কতিপয় প্রসিদ্ধ স্থান ছিল।"

আমরা উপরিউক্ত লেখনী হইতে পাই যে,— শ্রীপ্রিয়াজীর অদর্শনে শ্রীমূর্ত্তির সেবা গঙ্গার পূর্ব্বপারস্থ প্রাচীন নবদ্বীপ শ্রীমায়াপুর হইতে প্রভু বংশী কুলিয়া-পাহাড়পুরে অর্থাৎ বর্ত্তমান সহর নবদ্বীপে—গঙ্গার পশ্চিমপারে আনিয়াছিলেন। শ্রীল বিষ্ণুপ্রসাদ গোস্বামী মহোদয়ের লেখনী হইতেও পাওয়া যায়— ১৪৩৩ শকে মহাপ্রভু যখন জন্মভূমি নবদ্বীপ দর্শনে আসেন, তখন নবদ্বীপ ভাগীরথীর পূর্ব্বপারে অবস্থিত ছিল, মহাপ্রভু পশ্চিমপারে মাধবদাসের গৃহে অবস্থান করিয়াছিলেন। আমরা শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের লেখনী হইতেও পাই— ভাগীরথীর পশ্চিমপারে কুলিয়া পাহাড়পুর গ্রামেই শ্রীমাধবদাসের গৃহ। সুতরাং 'সবে গঙ্গা মধ্যে নদীয়ায় কুলিয়ায়' এই মহাজনবাক্য হইতে প্রাচীন নবদ্বীপ মায়াপুর ও বর্ত্তমান সহর নবদ্বীপ কুলিয়ার অবস্থিতি স্পষ্টই প্রতীত হইতেছে। এই শ্রীমায়াপুর যোগপীঠস্থ নিম্ববৃক্ষ হইতেই মহাপ্রভুর শ্রীমূর্ত্তি নির্ম্মাণের কথা স্বীকৃত হইলে ঠাকুর ভক্তিবিনোদ-লিখিত ঐ শ্রীমূর্ত্তিসেবা প্রভু বংশীর গঙ্গার পূর্ব্বপারস্থ প্রাচীন নবদ্বীপ হইতে গঙ্গার পশ্চিমপারস্থ কুলিয়া নগরে আনিবার ও মালঞ্চপাড়ার সেবাইতদিগের হস্তে থাকিয়া যাইবার কথা মিলিয়া যায়। আমরা শুনিয়াছি, দেওয়ান গঙ্গাগোবিন্দ সিংহ রামচন্দ্রপুরে শ্রীরাম-সীতার মন্দির নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন, তাহা মহাপ্রভুর জন্মস্থান— বল্লালদীঘীর নিকটস্থ মায়াপুর হইতে বহুদূরে অবস্থিত।

আমরা শুদ্ধভক্ত মহাজনের শ্রীমুখনিঃসৃত সিদ্ধান্ত হইতে জানিতে পাই—শ্রীমন্মহাপ্রভুর গৃহে অবস্থান-লীলা—শ্রীগৌর-নারায়ণ-লীলা। এই লীলায় তদীয় শ্রীশক্তি—শ্রীলক্ষ্মীপ্রিয়া দেবী, ভূশক্তি—শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া দেবী এবং নীলা বা লীলাশক্তি চিদ্ধামরূপে তাঁহার শ্রীপাদপদ্ম আলিঙ্গন করিয়া আছেন। এই ভূশক্তি— তত্ত্বতঃ হ্লাদিনীসারসমবেত সম্বিৎশক্তি—সাক্ষাৎ ভক্তিস্বরূপিণী, শ্রীগৌরাবতারে শ্রীনামপ্রচারের সহায়-স্বরূপে উদিতা। শ্রীনবদ্বীপ যেরূপ নববিধা ভক্তির পীঠস্বরূপ নয়টী দ্বীপ, শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া দেবীও তদ্রূপ নবধা ভক্তির মূর্ত্তবিগ্রহস্বরূপ। স্বরূপশক্তি হ্লাদিনী-সারসমবেত সম্বিচ্ছক্তিই ভক্তি বলিয়া তাঁহাকে স্বরূপ-শক্তি বলিতে আপত্তি নাই। কিন্তু শ্রীগৌরাঙ্গের যুগল দুইপ্রকার। অর্চ্চনমার্গে শ্রীগৌরবিষ্ণুপ্রিয়া পূজিত হন ; ভজনমার্গে শ্রীগৌরগদাধর।

শ্রীধাম বৃন্দাবন ও শ্রীধাম নবদ্বীপ একই তত্ত্ব— যেন দুইটি প্রকোষ্ঠস্বরূপ, এক প্রকোষ্ঠে অর্থাৎ বৃন্দা-

বনে শ্রীভগবানের মাধুর্য্যপ্রধান ঔদার্য্যলীলা, অন্য প্রকোষ্ঠে অর্থাৎ নবদ্বীপে ঔদার্য্যপ্রধান মাধুর্য্যলীলা। চিদ্ধাম জড়া প্রকৃতির অতীত তত্ত্ব। জড়বদ্ধ জীব সেখানে প্রবেশ করিতে পারে না। জড়মায়া ধামের উপরে একটি জাল পাতিয়া ধামকে আচ্ছাদিত করিয়া রাখে। অজ্ঞানান্ধ বদ্ধজীব সেই জালের উপর বাস করিয়া মনে করে আমি নবদ্বীপে বাস করিতেছি, কিন্তু মায়াদেবী তাহাকে মুগ্ধ করিয়া অনেক দূরে রাখিয়া দেয়। কোন ভাগ্যোদয়ে অর্থাৎ ভক্ত্যুন্মুখী সুকৃতিফলে শুদ্ধভক্ত সাধুসঙ্গক্রমে সেই জীব যখন প্রকৃত শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-সম্বন্ধ-জ্ঞান লাভ করেন, তখন তাঁহার অজ্ঞানকৃত মোহ কাটিয়া যায়, দয়াময় শ্রীগৌরহরির কৃপায় তিনি নিষ্কপট দৈন্য, সহিষ্ণুতা, অমানিত্ব ও মানদত্ব—এই চারিগুণে গুণী হইয়া কৃষ্ণগুণ-গান-রত হন; শ্রীচৈতন্য সম্বন্ধে তাঁহার হৃদয়ে শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর—এই পঞ্চপ্রকার শ্রীকৃষ্ণসম্বন্ধজ্ঞানের উদয় হয়। তখন সেই লব্ধজ্ঞান সাধু-জীব শাস্ত্রদাস্যভাবে শ্রীগৌরাঙ্গ-ভজনরত হইয়া কৃষ্ণে বাৎসল্যাদি রস প্রাপ্ত হন। যাঁহার যেই সম্বন্ধজনিত সিদ্ধভাব, সেই ভাবানুরূপ ভজনে প্রবৃত্ত হইয়া তিনি সেই ভাবের প্রভাবে প্রভাবান্বিত হন এবং তদনুরূপ সিদ্ধি লাভ করেন। কিন্তু গৌরকৃষ্ণে ভেদবুদ্ধিবিশিষ্ট জীব কখনও ভাবসমৃদ্ধি লাভ করিতে পারেন না, শ্রীকৃষ্ণসম্বন্ধলাভে চিরবঞ্চিত হন। শ্রীগৌরভক্ত সাধুসঙ্গে দৈন্যাদি গুণসম্পদে সমৃদ্ধ ভাগ্যবান্ জীবই দাস্যরসে গৌরাঙ্গভজনে প্রবৃত্ত হন। গৌরকৃপায় যিনি মধুর প্রেমে অধিকার লাভ করেন, তিনি তখন গৌরকে রাধাকৃষ্ণ যুগলরূপে দর্শন ও ভজন করিতে থাকেন। এই যুগলমূর্ত্তি ও যুগলের ঐক্য গৌরমূর্ত্তি তত্ত্বতঃ এক হইলেও রসগত ও লীলাগত নিত্যবৈশিষ্ট্য অবশ্য স্বীকার্য্য, নতুবা সিদ্ধান্তবিরোধ ও রসাভাসদোষদুষ্ট হইয়া মহাপ্রভুর অপ্রীতিভাজন হইতে হইবে। শ্রীশ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ তাঁহার 'শ্রীনবদ্বীপধাম-মাহাত্ম্য' গ্রন্থে লিখিয়াছেন—

"গৌরকৃষ্ণে ভেদ যার সেই জীব ছার।
শ্রীকৃষ্ণসম্বন্ধ কভু না হয় তাহার ॥
সাধুসঙ্গে দৈন্য আদি গুণ যার হয়।
সেই জীব দাস্যরসে গৌরাঙ্গ ভজয় ॥
দাস্যরস পরাকাষ্ঠা গৌরাঙ্গ ভজনে।
'মহাপ্রভু শ্রীগৌরাঙ্গ' বলে সাধুজনে ॥
মধুর প্রেমেতে যার হয় অধিকার।
রাধাকৃষ্ণরূপে গৌর ভজন তাহার ॥
রাধাকৃষ্ণ-ঐক্য মোর শ্রীগৌরাঙ্গ রায়।
যুগলবিলাস ঐক্যে স্বতঃ নাহি ভায় ॥
দাস্যপরিপক্বে যবে জীবের হৃদয়ে।
শ্রীমধুররস উঠে মূর্ত্তিমান্ হ'য়ে ॥
সে সময়ে ভজনীয় তত্ত্ব গৌরহরি।
রাধাকৃষ্ণরূপ হ'য়ে ব্রজে অবতরি' ॥
নিত্যলীলারসে সেই ভক্তকে ডুবায়।
রাধাকৃষ্ণ-নিত্যলীলা ব্রজধাম পায় ॥
নবদ্বীপে ব্রজে যেই নিগূঢ় সম্বন্ধ।
এক হ'য়ে দুই হয়, নাহি দেখে অন্ধ ॥
সেই ত' সম্বন্ধ গৌরে কৃষ্ণে জান সার।
মধুররসেতে গৌর যুগল আকার ॥"

সিদ্ধ শ্রীচৈতন্যদাস বাবাজী মহারাজের শ্রীচরণে শতকোটি দণ্ডবৎ প্রণতি জ্ঞাপনপূর্ব্বক তাঁহার অহৈতুকী কৃপা প্রার্থনা করিতেছি। মহাপ্রভুর ভজন-সম্বন্ধে তাঁহার অন্তর্নিবিষ্ট ভাব না বুঝিয়া তাঁহার সম্বন্ধে কোন সমালোচনা করিবার ধৃষ্টতা প্রকাশ করিতে চাহি না। তিনি প্রাচীন নবদ্বীপ-মধ্যবর্ত্তী বল্লাল-দীঘীর নিকটস্থ শ্রীধাম মায়াপুরকেই শ্রীমন্মহাপ্রভুর জন্মস্থান বলিয়া স্বীকার করিয়া গিয়াছেন, ইহা 'চিত্রে নবদ্বীপ' গ্রন্থেও লিপিবদ্ধ আছে। এজন্য তচ্চরণে অন্তরের কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপনপূর্ব্বক পুনঃ পুনঃ দণ্ডবৎ-প্রণতি জ্ঞাপন করিতেছি। তিনি প্রসন্ন হউন। তবে আমরা বদ্ধজীব, সিদ্ধান্তবিরোধ ও রসাভাসদোষদুষ্ট হইয়া শ্রীগৌরহরি-গুরুবৈষ্ণব-চরণের অপ্রীতিভাজন হইয়া নরকগামী না হই, তজ্জন্য আত্মসংশোধনার্থ মহাজন-বাক্যাবলম্বনে প্রকৃত সিদ্ধান্ত আলোচনায় প্রবৃত্ত হইতেছি।

শ্রীল বৃন্দাবনদাস ঠাকুর তাঁহার শ্রীচৈতন্যভাগবতে মহাপ্রভু সম্বন্ধে লিখিয়াছেন—

"এইমত চাপল্য করেন সবা' সনে।
সবে স্ত্রী-মাত্র না দেখেন দৃষ্টিকোণে ॥

'স্ত্রী' হেন নাম প্রভু এই অবতারে ।
শ্রবণো না করিলা,—বিদিত সংসারে ॥
অতএব যত মহামহিম সকলে ।
'গৌরাঙ্গ—নাগর' হেন স্তব নাহি বলে ॥
যদ্যপি সকল স্তব সম্ভবে তাহানে ।
তথাপিহ স্বভাব সে গায় বুধগণে ॥"

—চৈঃ ভাঃ আ ১৫শ অঃ ।২৮-৩১

পরমারাধ্য শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ উহার ভাষ্যে লিখিয়াছেন—" * * যাঁহারা শ্রীচৈতন্যদেবের কথা সুষ্ঠুভাবে আলোচনা করিয়াছেন, তাঁহারা সকলেই জানেন যে, তিনি কখনই যোষিৎসংক্রান্ত কোনপ্রকার গ্রাম্যকথারই প্রশ্রয় দেন নাই। এজন্য প্রভুর নিত্যসিদ্ধ স্তাবক মহাজন-সম্প্রদায় ও তাঁহাদের নিষ্কপট অনুগগণ—যাঁহারা তাঁহার স্তুতিকীর্ত্তন গান বা পাঠ করিয়া থাকেন, তাঁহারা কখনও কোনপ্রকারেই শ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভুকে অবৈধভাবে 'নাগর'-আখ্যায় আখ্যাত করিয়া তাঁহার গুণমহিমা গান করেন নাই, করেন না বা করিবেন না। গৌরসুন্দরই প্রাকৃত ও অপ্রাকৃত উভয় রাজ্যের যাবতীয় নারীর একমাত্র বিষয় ব্রজেন্দ্রনন্দন, তাহা হইলেও কৃষ্ণের এই গৌরলীলায় 'নাগর' বলিয়া মহিমাপ্রচার বা স্তব করিবার কোনও ভিত্তি নাই এবং তাহা গৌরকৃষ্ণসেবার অর্থাৎ সুসিদ্ধান্তের নিতান্ত বিরুদ্ধ। গোপীজনবল্লভ ব্রজেন্দ্রনন্দন কৃষ্ণচন্দ্রই সম্ভোগরসবিগ্রহ। কৃষ্ণের গৌরলীলা স্বভাবতঃ বিপ্রলম্ভময়ী, সুতরাং কোন বুদ্ধিমান্ নিষ্কপট গৌরভক্তই প্রভুর বিদ্যা-বিলাসাত্মিকা আদি-লীলায় নিখিল বৈধভক্ত্যাশ্রিতগণের সেব্য-বিগ্রহত্ব অর্থাৎ বৈকুণ্ঠপতি শ্রীনারায়ণত্ব অথবা দীক্ষাগ্রহণ-লীলাভিনয়ানন্তর প্রভুর বিপ্রলম্ভরসাত্মিকা মধ্য ও অন্ত্যলীলায় মূল আশ্রয়-বিগ্রহের কৃষ্ণবাঞ্ছাপূর্ত্তিময় মহাভাবটিকে বিপর্য্যস্ত করিয়া তাঁহাকে অন্যপ্রকার অর্থাৎ সম্ভোগরসের কুমনঃকল্পিত নায়করূপে গড়িয়া তুলিয়া গৌরভোগী হইবার জন্য ব্যস্ত হন না। * * * পরন্তু কৃষ্ণলীলায় যেরূপ অপ্রাকৃত সম্ভোগরসের অভিনয় নিত্যকাল বর্ত্তমান, গৌরলীলায়ও তদ্রূপ সম্ভোগের পরিবর্ত্তে চিন্ময় বিপ্রলম্ভরসের নিত্যাবস্থিতি। * *।"

আমরা আমাদের শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রিয় পার্ষদবৃন্দের কাহারও লেখনীমধ্যে গৌর-নাগরী বা নদীয়ানাগরী-বাদের কোনও প্রকার কথা পাই নাই। ব্রজেন্দ্রনন্দন কৃষ্ণই রাধাভাব-কান্তিসুবলিত গৌরসুন্দর, অন্তঃকৃষ্ণঃ বহির্গৌরঃ, রসরাজ মহাভাব—দুই একরূপ, গৌরাঙ্গ নহে মোর রাধাঙ্গ স্পর্শন ইত্যাদি বহু কথা পাইলেও, কৃষ্ণকে 'ব্রজবরনাগর' প্রভৃতিরূপে বলা হইলেও গৌরকে নাগর বলিতে গেলে লীলাগত বৈশিষ্ট্য সংরক্ষণ করা যায় না। এইজন্য শ্রীল ঠাকুর বৃন্দাবন দাস 'তথাপিহ 'স্বভাব' সে গায় বুধজনে' কথাটি বলিয়া স্তবকারিগণকে সাবধান করিয়া দিয়াছেন। বৈষ্ণবজগতে সুবিদিত প্রাচীন বৈষ্ণবপ্রবর বর্ত্তমান সহর নবদ্বীপ বড়আখড়ার শ্রীল তোতারাম দাস বাবাজী মহাশয়ও 'গৌরাঙ্গ-নাগরী'কে তদুক্ত আউল বাউলাদি ত্রয়োদশ অপসম্প্রদায়ের অন্যতম দুঃসঙ্গ বলিয়া গর্হণ করিয়াছেন।

গোস্বামি মহোদয়কে আর একটি কথা নিবেদন করিয়া এই প্রবন্ধের উপসংহার করিব। কথাটি এই যে, মহাপ্রভু প্রতাপরুদ্র-প্রদত্ত বেণারসী শাড়ী নবদ্বীপে মাতৃদেবীর নিকট পাঠাইলেন,—এই কথাটি কোথায় আছে মনে করিতে পারিতেছি না, তবে চৈঃ চঃ মধ্য ১৫।৪৭ সংখ্যক পয়ারে আছে—"এই বস্ত্র মাতাকে দিহ, এই সব প্রসাদ। দণ্ডবৎ করি' আমার ক্ষমাইহ অপরাধ ॥ ইত্যাদি"—এস্থলে মাতৃবৎসল মহাপ্রভু তাঁহার বিরহ-কাতরা মাতৃদেবীকে সান্ত্বনা প্রদানের জন্য প্রসাদী বস্ত্র ও মহাপ্রসাদাদি ভক্তবর শ্রীল শ্রীবাস পণ্ডিতের হস্তে প্রদান করতঃ তাঁহাকে তাঁহার হইয়া মাতৃদেবীর নিকট বাৎসল্যরসবিরোধী সন্ন্যাসগ্রহণ-জন্য অপরাধের ক্ষমা প্রার্থনা করিতে বলিয়াছেন। 'উদ্দেশ্য মায়ের মাধ্যমে বস্ত্রখানি বিষ্ণুপ্রিয়া মাতা পাইবেন'—এই কথাটা না বলাই ভাল। বলিলে সন্ন্যাসগ্রহণ-লীলার পরও পূর্ব্বাশ্রমের পত্নীর প্রতি আসক্তি-বৃদ্ধি প্রভৃতি সম্বন্ধে বহুলোকের কটাক্ষভাজন হইতে হইবে।

প্রবন্ধ বিস্তৃতিভয়ে আমি এস্থলেই প্রবন্ধের উপসংহার করিলাম। আমি বন্ধুভাবেই গোস্বামী মহাশয়ের অবগতির নিমিত্ত কএকটি কথা নিবেদন

করিলাম। আমি অতি বৃদ্ধ জরাতুর—বর্ত্তমান বয়স ৯০ বৎসর ১০ মাস। তিনি উচ্চশিক্ষিত সজ্জন, আশা করি আমার উক্তিগুলি স্থিরধীর চিত্তে নিরপেক্ষভাবে বিচার করিয়া সত্যের মর্য্যাদাকে সংরক্ষণ করিবেন। অলমতি বিস্তরেণ।
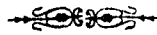
শ্রীগৌরপার্ষদ ও গৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্যগণের সংক্ষিপ্ত চরিতামৃত

[ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ]

(৪৫)

শ্রীপুরুষোত্তম দাস

(নাগর পুরুষোত্তম, পুরুষোত্তম ঠাকুর)

"শ্রীসদাশিব কবিরাজ—বড় মহাশয়।
শ্রীপুরুষোত্তম দাস—তাঁহার তনয়॥
আজন্ম নিমগ্ন নিত্যানন্দের চরণে।
নিরন্তর বাল্যলীলা করে কৃষ্ণসনে॥
তাঁর পুত্র—মহাশয় শ্রীকানুঠাকুর।
যাঁর দেহে রহে কৃষ্ণপ্রেমামৃতপুর॥"

—চৈঃ চঃ আ ১১।৩৮-৪০

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত আদিলীলা একাদশ পরিচ্ছেদে শ্রীমন্নিত্যানন্দ প্রভুর অনন্তগণের বিবরণে শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী যে মুখ্য পার্ষদগণের নাম উল্লেখ করিয়াছেন, তন্মধ্যে শ্রীপুরুষোত্তমদাস অন্যতম। শ্রীল বৃন্দাবনদাস ঠাকুরও শ্রীচৈতন্যভাগবত গ্রন্থে অন্ত্যখণ্ড পঞ্চম অধ্যায়ে শ্রীপুরুষোত্তম দাসকে শ্রীমন্নিত্যানন্দ প্রভুর অন্যতম প্রধান পার্ষদরূপে গণনা করিয়াছেন ঃ—

'সদাশিব কবিরাজ মহাভাগ্যবান্।
যাঁর পুত্র পুরুষোত্তমদাস নাম॥
বাহ্য নাহি পুরুষোত্তমদাসের শরীরে।
নিত্যানন্দচন্দ্র যাঁর হৃদয়ে বিহরে॥'

—চৈঃ ভাঃ অ ৫।৭৪১-২

'সদাশিবসুতো নাম্না নাগরঃ পুরুষোত্তমঃ।
বৈদ্যবংশোদ্ভবো নাম্না দাম যো বল্লবো ব্রজে॥'
—গৌঃ গঃ ১৩১

'ব্রজে যিনি 'দাম' নামক গোপ ছিলেন, তিনিই এক্ষণে বৈদ্যবংশোদ্ভব সদাশিবের পুত্র নাগর পুরুষোত্তম।' 'দাম' দ্বাদশ গোপালের অন্যতম। ব্রজলীলায় শ্রীপুরুষোত্তম ঠাকুর কৃষ্ণের বাল্যক্রীড়ার সঙ্গী।

কংসারি সেন, তাঁহার পুত্র সদাশিব কবিরাজ, তাঁহার পুত্র শ্রীপুরুষোত্তম ঠাকুর, তাঁহার পুত্র শ্রীকানু ঠাকুর—এইভাবে চারিপুরুষ পর্য্যন্ত ইঁহারা সিদ্ধ গৌরভক্ত পার্ষদ ছিলেন। এইরূপ চারিপুরুষ ধরিয়া সিদ্ধ পার্ষদত্ব অত্যন্ত বিরল। কংসারি সেন ব্রজলীলায় 'রত্নাবলী', সদাশিব কবিরাজ 'চন্দ্রাবলী'—গৌরগণোদ্দেশদীপিকায় তাঁহাদের এইরূপ সিদ্ধ পরিচয় প্রদত্ত হইয়াছে।

শ্রীপুরুষোত্তম ঠাকুরের পত্নীর নাম শ্রীজাহ্নবা দেবী। পুত্র কানুঠাকুরের শৈশবাবস্থায় মাতৃবিয়োগ হয়। শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু ইঁহার নাম 'শিশুকৃষ্ণদাস' রাখিয়াছিলেন। কথিত হয় যে, শ্রীনিত্যানন্দশক্তি শ্রীজাহ্নবাদেবী শিশু কানুঠাকুরকে পালন করিয়াছিলেন এবং তাঁহাকে বৃন্দাবনে লইয়া গিয়াছিলেন। কাহারও মতে কানুঠাকুর দ্বাদশ গোপালের অন্যতম। বৃন্দাবনে কানুঠাকুর নৃত্য-কীর্ত্তনানন্দে বিহ্বল হইলে তাঁহার দক্ষিণ পদের নূপুর অন্তর্হিত হয়। নূপুর যেখানে পতিত হইবে, সেখানে কানুঠাকুর যাইয়া থাকিবেন এইরূপ সঙ্কল্প তিনি গ্রহণ করিলেন। যশোহর জেলায় 'বোধখানায়' নূপুরটীর প্রাপ্তি ঘটায় কানুঠাকুর 'বোধখানায়' যাইয়া অবস্থান করিয়াছিলেন। জিরাটনিবাসী শ্রীমাধবাচার্য্যও (শ্রীমাধব চট্টোপাধ্যায়ও) শ্রীপুরুষোত্তম ঠাকুরের শিষ্য ছিলেন।

শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুর

শ্রীপুরুষোত্তম ঠাকুরের শ্রীপাট সম্বন্ধে এইরূপ লিখিয়াছেন—নদীয়া জেলান্তর্গত চাকদহ ও শিমুরালির মধ্যবর্ত্তী স্থানে সুখসাগরে শ্রীপুরুষোত্তম ঠাকুরের শ্রীপাট ছিল। শ্রীপুরুষোত্তম ঠাকুরের সেবিত বিগ্রহগণ প্রথমে বেলেডাঙ্গা গ্রামে বিরাজিত ছিলেন। উহা ধ্বংস হইলে সুখসাগরে শ্রীবিগ্রহগণ আসিলেন। সুখসাগরও গঙ্গাগর্ভজাত হইলে ঠাকুরের শ্রীবিগ্রহগণ ক্রমশঃ সাহেবডাঙ্গা বেরিগ্রামে শ্রীজাহ্নবামাতার গাদির শ্রীবিগ্রহগণের সহিত শুভাগমন করিলেন। বেরিগ্রামও ধ্বংস হইলে পুনঃ শ্রীজাহ্নবা মাতার বিগ্রহগণের সহিত ঠাকুরের বিগ্রহ ভাগীরথীতীরে চাঁন্দুড়ে গ্রামে আসিয়া বিরাজিত হইলেন। পুরাতন সুখসাগর নদীগর্ভজাত হইলে নূতন সুখসাগর চান্দুড়ে গ্রাম হইতে তিন-চার মাইল দূরে প্রকটিত হইলেন। চান্দুড়ে গ্রাম পালপাড়া হইতে এক মাইল দূরে অবস্থিত।

'বৈষ্ণব-বন্দনা' রচয়িতা শ্রীদেবকীনন্দন দাস বৈষ্ণব-বন্দনায় পুরুষোত্তম ঠাকুরের শিষ্যরূপে নিজের পরিচয় প্রদান করিয়াছেন।

সদাশিব কবিরাজ বন্দোঁ একমনে।
নিরন্তর প্রেমোন্মাদ বাহ্য নাহি জানে ॥
* * *
ইষ্টদেব বন্দোঁ শ্রীপুরুষোত্তম নাম।
কে কহিতে পারে তাঁর গুণ অনুপম ॥
সর্ব্বগুণহীন যে, তাহারে দয়া করে।
আপনার সহজ করুণাশক্তি বলে ॥
সপ্তম বৎসরে যাঁর শ্রীকৃষ্ণ-উন্মাদ।
ভুবনমোহন নৃত্য শকতি অগাধ ॥
* * *
শ্রীকংসারি সেন বন্দোঁ সেন শ্রীবল্লভ।

শ্রীগৌড়ীয় বৈষ্ণব-অভিধানে এইরূপ লিখিত আছে—কাহারও মতে পুরুষোত্তম দাসের উপাধি 'নাগর', আবার কাহারও মতে ইঁহার নিবাস স্থানের নাম নাগর'* হওয়ায় ইনি 'পুরুষোত্তম-নাগর' নামে প্রসিদ্ধি লাভ করেন। ইনি এক সময় প্রেমোন্মত্ত হইয়া সর্পবিষ ভক্ষণ করিয়াছিলেন। তাহাতেও তাঁহার কোনও বিকার হয় নাই। এই অলৌকিক শক্তি দেখিয়া সকলেই আশ্চর্য্যান্বিত হইয়াছিলেন। শ্রীনিত্যানন্দের পার্ষদগণের অনেকের মধ্যেই এইরূপ অলৌকিক শক্তির প্রাকট্য শ্রুত হয়।

হায়দরাবাদ শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠে বার্ষিক অনুষ্ঠান

অন্ধ্রপ্রদেশের রাজধানী হায়দরাবাদে শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠানের দক্ষিণ ভারতীয় আঞ্চলিক প্রচার-কেন্দ্র শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠের বার্ষিক উৎসব পূর্ব্ব পূর্ব্ব বৎসরের ন্যায় এ বৎসরও বিগত ১লা আষাঢ়, ১৬ জুন বৃহস্পতিবার হইতে ৪ আষাঢ়, ১৯ জুন রবিবার পর্য্যন্ত শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গের কৃপায় নির্ব্বিঘ্নে সুসম্পন্ন হইয়াছে। শ্রীমঠের বর্ত্তমান আচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ, কলিকাতা মঠের মঠরক্ষক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিললিত গিরি মহারাজ, কৃষ্ণনগর মঠের মঠরক্ষক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসুহৃদ্ দামোদর মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিসৌরভ আচার্য্য মহারাজ, শ্রীনৃত্যগোপাল ব্রহ্মচারী, শ্রীসচ্চিদানন্দ ব্রহ্মচারী, শ্রীপ্রেমময় ব্রহ্মচারী, শ্রীরাম ব্রহ্মচারী, শ্রীশচীনন্দন ব্রহ্মচারী, শ্রীগৌরগোপাল ব্রহ্মচারী ও শ্রীঅনন্তরাম ব্রহ্মচারী হায়দরাবাদ মঠের বার্ষিক উৎসবে যোগদানের জন্য ৩০ জ্যৈষ্ঠ, ১৩ জুন সোমবার কলিকাতা হইতে যাত্রা করতঃ পরদিবস রাত্রি ৭-৩০ ঘটিকায় হায়দরাবাদ ষ্টেশনে শুভপদার্পণ করিলে স্থানীয় ভক্তগণ কর্ত্তৃক সম্বর্দ্ধিত হন। পূর্ব্ব-গোদাবরী জেলার রাজামুন্দ্রীস্থিত শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মিশনের অধ্যক্ষ পূজ্যপাদ পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবৈভব পুরী মহারাজ একজন

* বেলেডাঙ্গা, বেরিগ্রাম, সুখসাগর, চান্দুড়ে, মনসাপোতা, পালপাড়া প্রভৃতি চৌদ্দটী মৌজা পাঁচনগরে থাকায় উহাকে কেহ কেহ নাগরদেশ বলেন।

ত্রিদণ্ডী যতি শিষ্যসহ উৎসবের শেষ দিন ১৯ জুন রবিবার প্রাতে শ্রীমঠে শুভাগমন করেন। চণ্ডীগড় মঠ হইতে শ্রীদীনার্ত্তিহরদাস ব্রহ্মচারী ১৮ জুন রাত্রিতে আসিয়া পৌঁছেন।

১৬ জুন বৃহস্পতিবার পূর্ব্বাহ্নে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিললিত গিরি মহারাজের পৌরোহিত্যে এবং ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসুহৃদ্ দামোদর মহারাজের সহায়তায় শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-রাধাবিনোদজীউ শ্রী-বিগ্রহগণের মহাভিষেক কার্য্য সুসম্পন্ন হয়। তৎপর পূর্ব্বাহ্ন ১০ ঘটিকায় ধর্ম্মসভার বিশেষ অধিবেশনে ওসমানিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্কৃত বিভাগের প্রাক্তন প্রধান অধ্যাপক শ্রীবি-পি শাস্ত্রী সভাপতিরূপে এবং অবসরপ্রাপ্ত জেলাজজ শ্রীএস্-পি রাম রাও প্রধান অতিথিরূপে ভাষণ প্রদান করেন। 'বিশ্বসমস্যা সমাধানে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর অবদান' সম্বন্ধে বক্তৃতা করেন যথাক্রমে শ্রীমঠের আচার্য্য শ্রীভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ ও ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসুহৃদ্ দামোদর মহারাজ। বক্তৃতার আদি ও অন্তে সংকীর্ত্তন অনুষ্ঠিত হয়। শ্রীবিগ্রহগণের মাধ্যাহ্নিক ভোগ-রাগান্তে মহোৎসবে সহস্রাধিক নরনারী বিচিত্র মহা-প্রসাদ সেবা করেন।

১৭ জুন শুক্রবার হইতে ১৯ জুন রবিবার পর্য্যন্ত প্রত্যহ সান্ধ্য ধর্ম্মসভার অধিবেশনে শ্রীল আচার্য্যদেবের প্রাত্যহিক অভিভাষণ ব্যতীত বিভিন্ন দিনে হরিকথা-মৃত পরিবেশন করেন পূজ্যপাদ ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিবৈভব পুরী মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তি-ললিত গিরি মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসুহৃদ্ দামোদর মহারাজ, হায়দরাবাদ মঠের মঠরক্ষক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবৈভব অরণ্য মহারাজ ও ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসৌরভ আচার্য্য মহারাজ।

১৯ জুন রবিবার প্রাতঃ ৮-৩০টায় শ্রীমঠের অধিষ্ঠাতৃ শ্রীবিগ্রহগণ সুরম্য রথারোহণে সংকীর্ত্তন-শোভাযাত্রা ও বাদ্যাদিসহ শ্রীমঠ হইতে বাহির হইয়া হায়দরাবাদ সহরের মুখ্য মুখ্য রাস্তা পরিভ্রমণ করতঃ শ্রীমঠে প্রত্যাবর্ত্তন করেন।

মঠরক্ষক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবৈভব অরণ্য মহারাজ, শ্রীঅনন্ত ব্রহ্মচারী, শ্রীপ্রহলাদদাস ব্রহ্মচারী, শ্রীসনৎকুমার দাস ব্রহ্মচারী, শ্রীভকতজী, শ্রীগতিকৃষ্ণ দাসাধিকারী, শ্রীবলদেব দাসাধিকারী, শ্রীকৃষ্ণশরণ দাস, শ্রীবিষ্ণুপ্রসাদজী, শ্রীমধুমঙ্গল দাস, শ্রীসজ্জন-সুহৃদ্ দাসাধিকারী, শ্রীরামলু প্রভৃতি স্থানীয় মঠের ত্যক্তাশ্রমী ও গৃহস্থ ভক্তগণের এবং শ্রীরমনীক ভাই শ্রীজগৎদাসজী, শ্রীরামাইয়া সজ্জনগণের এবং প্রচার-পার্টির ব্রহ্মচারিগণের হার্দ্দী সেবাপ্রচেষ্টায় উৎসবটী সাফল্যমণ্ডিত হইয়াছে।

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিললিত গিরি মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসুহৃদ্ দামোদর মহারাজাদি চারি মূর্ত্তি ২০শে জুন এবং শ্রীল আচার্য্যদেব ছয়মূর্ত্তি সহ ২৪শে জুন কলিকাতা মঠে প্রত্যাবর্ত্তনের জন্য হায়দরাবাদ হইতে যাত্রা করেন।

যশড়া শ্রীজগদীশ পণ্ডিতের শ্রীপাটে শ্রীজগন্নাথদেবের স্নানযাত্রা উৎসব

শ্রীজগন্নাথদেবের স্নানযাত্রা ঃ—* স্বায়ম্ভুব মনুর যজ্ঞপ্রভাবে কোনও সত্যযুগে ভগবান্ শ্রীজগন্নাথদেব জ্যৈষ্ঠপূর্ণিমা তিথিতে আবির্ভাবলীলা প্রকাশ করেন। ব্রহ্মার প্রথম পরার্দ্ধে চতুর্ব্যূহ ভগবান্ নীলমাধবরূপে শঙ্খক্ষেত্র নীলাচলে পতিতকে উদ্ধারের জন্য অবতীর্ণ হন। দ্বিতীয় পরার্দ্ধে কোনও সত্যযুগে সূর্য্যবংশীয়

* ওড়িষ্যার প্রাচীন ইতিহাস 'মাদলা পঞ্জিকায়' শ্রীজগন্নাথের মন্দিরের ইতিবৃত্ত জ্ঞাত হওয়া যায়। উৎকলভাষায় রচিত 'দেউলতোলা' (মন্দির নির্ম্মাণ) কবিতা পুস্তকে শ্রীজগন্নাথের প্রাকট্য ইতিহাস বর্ণিত হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত ঋগ্বেদ, অথর্ব্ববেদ, শ্রীব্রহ্মপুরাণ, শ্রীস্কন্দপুরাণ (উৎকলখণ্ড), শ্রীকূর্ম্মপুরাণ, শ্রীপদ্মপুরাণ, শ্রীভবিষ্যপুরাণ, শ্রীপুরুষোত্তম-মাহাত্ম্য, শ্রীনীলাদ্রিমহোদয়, শ্রীবিষ্ণুরহস্য, শ্রীমৎস্যপুরাণ, শ্রীবরাহপুরাণ, প্রভাসখণ্ড প্রভৃতি শাস্ত্র গ্রন্থেও শ্রীজগন্নাথদেব ও শ্রীক্ষেত্রের মাহাত্ম্যের বিবরণ দৃষ্ট হয়।

ও মালবদেশীয় বিষ্ণুভক্ত ইন্দ্রদ্যুম্ন মহারাজ, রাজ-পুরোহিত শ্রীবিদ্যাপতি ও শবরদেশাধিপতি শ্রীবিশ্বা-বসুকে অবলম্বন করিয়া শ্রীজগন্নাথ, শ্রীবলদেব ও শ্রীসুভদ্রা দারুব্রহ্মরূপে নীলাচলে প্রকটিত হইলে শ্রীজগন্নাথদেবের নির্দ্দেশক্রমে ইন্দ্রদ্যুম্ন মহারাজ জ্যৈষ্ঠপূর্ণিমাতে শ্রীজগন্নাথদেবের আবির্ভাব-তিথিতে শ্রীজগন্নাথ, শ্রীবলদেব ও শ্রীসুভদ্রার স্নানযাত্রা মহাভিষেক মহোৎসব সিন্ধুকূলে অক্ষয়বটের উত্তরে বিরাজিত সর্ব্বতীর্থময় কূপের জলে সম্পন্ন করিয়া-ছিলেন। তদবধি উক্ত তিথিতে শ্রীজগন্নাথদেবের স্নানযাত্রা-মহোৎসব অনুষ্ঠিত হইয়া আসিতেছে।

শ্রীল জগদীশ পণ্ডিত প্রভু ঃ—শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রিয় পার্ষদ শ্রীল জগদীশ পণ্ডিত প্রভুর প্রেমে আকৃষ্ট হইয়া পুরীর শ্রীজগন্নাথদেব নদীয়া জেলান্তর্গত চাক-দহ ষ্টেশনের নিকটবর্ত্তী যশড়া শ্রীপাটে শুভাগমন করেন। শ্রীজগন্নাথদেবের দ্বারা স্বপ্নাদিষ্ট হইয়া শ্রীল জগদীশ প্রভু পুরী হইতে একখানি যষ্টির সাহায্যে তদানীন্তন পুরীর মহারাজের ব্যবস্থায় প্রাপ্ত শ্রীজগন্নাথদেবের সমাধিস্থ বিগ্রহ পুরী হইতে শ্রীমায়া-পুরে লইয়া আসিবার কালে শ্রীজগন্নাথদেব স্বেচ্ছায় যশড়া শ্রীপাটে তদ্দেশবাসীর সৌভাগ্যপ্রকটন করতঃ স্কন্ধ হইতে অবতীর্ণ হইলেন। [পুরীর মহারাজও শ্রীজগন্নাথদেব কর্ত্তৃক স্বপ্নাদিষ্ট হইয়াছিলেন উক্ত বিগ্রহ শ্রীল জগদীশ পণ্ডিত প্রভুকে দিবার জন্য।] নিজ আরাধ্যদেব যশড়া শ্রীপাটে থাকিতে ইচ্ছা করায় শ্রীল জগদীশ পণ্ডিত প্রভু মায়াপুরে না যাইয়া যশড়াতেই অবস্থান করিলেন। শ্রীল জগদীশ পণ্ডিত প্রভু ব্রজলীলায় কৃষ্ণপার্ষদ যাজ্ঞিক ব্রাহ্মণপত্নী অথবা কীর্ত্তনবিনোদী চন্দ্রহাস নর্ত্তক হওয়ায় শ্রীজগ-ন্নাথদেবকে সর্ব্বদা অভিন্ন ব্রজেন্দ্রনন্দন কৃষ্ণরূপে দর্শন করিতেন। শ্রীগৌড়ীয় বৈষ্ণবগণ মহাপ্রভুর অনুসরণে শ্রীজগন্নাথ মন্দির হইতে শ্রীগুণ্ডিচা মন্দির পর্য্যন্ত শ্রীজগন্নাথের রথযাত্রার তাৎপর্য্য—গোপীগণ কৃষ্ণকে কুরুক্ষেত্র-ঐশ্বর্য্যলীলাস্থান হইতে মাধুর্য্য-লীলাস্থান বৃন্দাবনে লইয়া যাইতেছেন, এইভাবে চিন্তা করিয়া থাকেন। এইজন্য গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণের শ্রীজগন্নাথদেবের পুনর্যাত্রায় তাদৃশ উৎসাহ হয় না। শ্রীল জগদীশ পণ্ডিত প্রভু শ্রীজগন্নাথকে সাক্ষাৎ ব্রজেন্দ্রনন্দন শ্রীকৃষ্ণরূপে দর্শন করায় এবং সর্ব্বদা ব্রজধামেই অবস্থান করায় কুরুক্ষেত্র অথবা ঐশ্বর্য্য-লীলাস্থান হইতে মাধুর্য্যলীলায় আনিবার জন্য রথযাত্রা মহোৎসব অনুষ্ঠান করিবার প্রয়োজন বোধ করেন নাই। এইজন্য যশড়া শ্রীপাটে রথযাত্রা উৎসব প্রবর্ত্তিত হয় নাই। শ্রীজগন্নাথবিগ্রহ যশড়া শ্রীপাটে প্রকটলীলা করিয়াছেন বলিয়া তিনি শ্রীজগন্নাথদেবের আবির্ভাব মহোৎসব—স্নানযাত্রা মহোৎসব সম্পন্ন করিবার ব্যবস্থা করেন। স্নানযাত্রা উপলক্ষে যশড়া শ্রীপাটে বিরাট মেলার অনুষ্ঠান প্রবর্ত্তিত হয়। তদবধি যশড়া শ্রীপাটে স্নানযাত্রা মহোৎসব মহাসমারোহে অনুষ্ঠিত হইয়া আসিতেছে।

শ্রীজগদীশ পণ্ডিত প্রভুর শিক্ষা ঃ—শ্রীজগদীশ পণ্ডিত প্রভু শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রিয় পার্ষদ হওয়ায় মহা-প্রভুরই শিক্ষা অনুশীলন ও বিস্তার করিয়াছেন। শ্রীমন্মহাপ্রভুর যাহা শিক্ষা, তাহাই জগদীশ পণ্ডিত প্রভুর শিক্ষা। মহাপ্রভুর শিক্ষার সারমর্ম্ম একজন মহাপুরুষ শ্রীনাথ চক্রবর্ত্তী একটী শ্লোকে লিখিয়া-ছেন—

'আরাধ্যো ভগবান্ ব্রজেশতনয়স্তদ্ধাম বৃন্দাবনং
রম্যা কাচিদুপাসনা ব্রজবধূবর্গেণ যা কল্পিতা।
শ্রীমদ্ভাগবতং প্রমাণমমলং প্রেমা পুমর্থো মহান্
শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভোর্মতমিদং তত্রাদরো নঃ পরঃ॥'

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভু অবতারী ব্রজেন্দ্রনন্দন শ্রীকৃষ্ণকেই সর্ব্বোত্তম আরাধ্য নির্ণয় করিয়াছেন। তিনি কোনও দেব-দেবীর উপাসনা, ব্রহ্ম-পরমাত্মার উপাসনা, মৎস্য কূর্ম্ম বরাহ রামাদি অবতারের উপাসনা, এমন কি কুরুক্ষেত্রের কৃষ্ণ, দ্বারকাধীশ কৃষ্ণ বা মথুরাধীশ কৃষ্ণের উপাসনার কথাও বলেন নাই। নন্দনন্দন শ্রীকৃষ্ণ অখিলরসামৃতমূর্ত্তি, দ্বাদশ-রসের মূর্ত্তবিগ্রহ। নন্দনন্দন শ্রীকৃষ্ণের আরাধনায় যে আনন্দ আস্বাদিত হইবে, অন্য স্বরূপের আরাধনায় সে আনন্দ লভ্য হইবে না। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর শিক্ষার বৈশিষ্ট্য এই—তিনি কোনও মনগড়া কথা বলেন নাই। তাঁহার সব শিক্ষাই শাস্ত্রের দ্বারা সমর্থিত। জীবের প্রয়োজন ধর্ম্ম-অর্থ-কাম-মোক্ষ নহে। জীবের প্রয়োজন পঞ্চমপুরুষার্থ কৃষ্ণপ্রেম। কৃষ্ণপ্রেম প্রাপ্তির উপায় শুদ্ধা ভক্তি। ব্রজগোপীগণ যে ভাবে কৃষ্ণের

উপাসনা করিয়াছেন, তাহাই সর্ব্বোত্তম। ইহার প্রমাণ—সর্ব্বশাস্ত্রসার শ্রীমদ্ভাগবত। ইহাতেই গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণের আদর, অন্যত্র আদর নাই। গৌরদাসানুদাসগণ এই বিষয়টী নিত্যই পর্য্যালোচনা করিয়া থাকেন। গৌরদাসের আনুগত্য যাঁহারা করেন নাই, শ্রীজগদীশ পণ্ডিত প্রভুর আনুগত্য যাঁহারা করেন নাই, তাঁহারা তাঁহার শিক্ষার তাৎপর্য্য অনুধাবন করিতে পারিবেন না। শ্রীগৌরপার্ষদ শ্রীজগদানন্দ পণ্ডিত ঠাকুরের শ্রীমুখবাক্য 'গোরার আমি, গোরার আমি মুখে বলিলে নাহি চলে। গোরার আচার, গোরার বিচার লইলে ফল ফলে॥' ঠিক তদ্রূপ 'শ্রীজগদীশ পণ্ডিত প্রভুর আমি'—এইরূপ মুখোবাক্য-দ্বারা প্রকৃত সুফল লাভ হইবে না, যদি তাঁহার শিক্ষা গ্রহণ না করা হয়। তাঁহার আচার ও বিচার অনুসরণ করিতে পারিলেই প্রকৃত সুফল ফলিবে।

প্রতি বৎসরের ন্যায় এই বৎসরও শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠাতা নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী মহারাজ বিষ্ণুপাদের কৃপাপ্রার্থনামুখে এবং পরম পূজ্যপাদ পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রমোদ পুরী মহারাজের পৌরোহিত্যে শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের স্নানযাত্রা মহোৎসব যশড়া শ্রীজগদীশ পণ্ডিতের শ্রীপাটে গত ১৪ আষাঢ়, ২৯ জুন বুধবার পূর্ব্বাহ্ন ১১টা হইতে অপরাহ্ন ১-৩০টা পর্য্যন্ত সংকীর্ত্তন সহযোগে মহাসমারোহে সুসম্পন্ন হইয়াছে। পূর্ব্বাহ্নে শ্রীজগন্নাথদেবের পূজা, ভোগরাগ ও আরাত্রিকান্তে শ্রীমন্দির হইতে শ্রীজগন্নাথদেব ভাগ্যবান্ সেবকগণের সেবা গ্রহণ করিয়া তাঁহাদিগকে কৃতার্থ করতঃ তাঁহাদের স্কন্ধে আরূঢ় হইয়া মেলা ময়দানে অবস্থিত নির্দ্দিষ্ট স্নানবেদীতে সংকীর্ত্তন সহযোগে শুভবিজয় করেন। তথায় ১০৮ ঘটে শ্রীজগন্নাথদেবের মহাভিষেক সম্পন্ন হয়। মহাভিষেককালে পরম পূজ্যপাদ শ্রীমদ্ভক্তিপ্রমোদ পুরী গোস্বামী মহারাজের সহায়করূপে সেবা করিয়াছেন ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিললিত গিরি মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসুহৃদ্ দামোদর মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিবিজ্ঞান ভারতী মহারাজ, শ্রীসুবোধ কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় এবং মঠের অন্যান্য সেবকগণ। স্নানযাত্রাকালে শ্রীমঠের আচার্য্য শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ শ্রীগুরু-বৈষ্ণবের জয়গানমুখে নৃত্য-সহযোগে সংকীর্ত্তন আরম্ভ করার পর ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসৌরভ আচার্য্য মহারাজ, শ্রীঅনন্তরাম ব্রহ্মচারী, শ্রীমাধবানন্দদাস ব্রহ্মচারী প্রমুখ মঠবাসী বৈষ্ণবগণও সর্ব্বক্ষণ সংকীর্ত্তন করেন। যশড়া শ্রীপাটের মঠরক্ষক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রদীপ সাগর মহারাজ বৈষ্ণবগণকে লইয়া সংকীর্ত্তনসহ প্রাতে গঙ্গায় যাইয়া তথায় স্নানান্তে মহাভিষেকের জন্য গঙ্গাজল পূর্ব্বেই আনিয়া রাখিয়া দিয়াছিলেন। উক্ত সর্ব্বতীর্থময় গঙ্গাজল ও পঞ্চামৃতাদি বহু দ্রব্যদ্বারা মহাস্নান সম্পাদিত হয়। সন্ধ্যা ৬ ঘটিকার পর শ্রীজগন্নাথদেব অগণিত নরনারীকে দর্শনের সৌভাগ্য প্রদান করতঃ স্নানবেদী হইতে শ্রীমন্দিরে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। উক্ত দিবস মহোৎসবে সহস্রাধিক নরনারীকে মহাপ্রসাদ দেওয়া হইয়াছিল। মধ্যাহ্নের পর আবহাওয়া ভাল থাকায় এইবার মেলা-ময়দানে অগণিত নরনারীর ভীড় হয়। নদীয়া, ২৪ পরগণা জেলা ও কলিকাতা প্রভৃতি স্থান হইতে স্নানযাত্রা দর্শনের জন্য যশড়া শ্রীপাটে বহু দর্শনার্থীও আসেন।

১৩ আষাঢ়, ২৮ জুন মঙ্গলবার ও তৎপরদিবস শ্রীমঠে রাত্রিতে ধর্ম্মসভার অধিবেশনে বক্তৃতা করেন পরম পূজ্যপাদ পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিপ্রমোদ পুরী মহারাজ এবং শ্রীমঠের আচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ।

শ্রীমদ্ নিমাইদাস বনচারী, মঠরক্ষক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রদীপ সাগর মহারাজ, শ্রীপরেশানুভব দাস ব্রহ্মচারী, শ্রীকৃষ্ণশরণ দাস ব্রহ্মচারী, শ্রীবংশীবদন দাস, শ্রীগদাধর দাস ব্রহ্মচারী, শ্রীগৌরগোপাল ব্রহ্মচারী, শ্রীশচীনন্দন ব্রহ্মচারী (শান্তি), শ্রীমাধবানন্দ দাস ব্রহ্মচারী, শ্রীবিষ্ণু দাস, শ্রীরঙ্গকৃষ্ণ দাস ব্রহ্মচারী, শ্রীধনঞ্জয় দাস, শ্রীশচীনন্দন দাস, শ্রীবলরাম দাস, শ্রীঅমিয় দাস, শ্রীদেবকীসুত দাস, শ্রীজীবেশ্বর দাস প্রভৃতি মঠাশ্রিত সেবকগণের অক্লান্ত পরিশ্রম ও সেবা-প্রযত্নে উৎসবটী সাফল্যমণ্ডিত হইয়াছে।
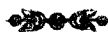
বিরহ-সংবাদ

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত পরিব্রাজক মহারাজ ঃ

আসাম প্রদেশের গোয়ালপাড়া জেলান্তর্গত বঙ্গাইগাঁওস্থিত শ্রীব্রহ্ম-মাধ্ব গৌড়ীয় মঠের অধ্যক্ষ পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত পরিব্রাজক মহারাজ বিগত ২৬ বৈশাখ, ৯ মে সোমবার কৃষ্ণাষ্টমী তিথিবাসরে পূর্ব্বাহ্ণে আনুমানিক ৮৬ বৎসর বয়ঃক্রমকালে তাঁহার বঙ্গাইগাঁওস্থিত মঠে শ্রীহরিস্মরণ করিতে করিতে নির্য্যাণ লাভ করিয়াছেন। গোয়ালপাড়া জেলায় পাচোনিয়া গ্রামে ইঁহার পূর্ব্বনিবাস ছিল। বিশ্বব্যাপী শ্রীচৈতন্য মঠ ও শ্রীগৌড়ীয় মঠসমূহের প্রতিষ্ঠাতা নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ ০৮শ্রী শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুরের মহাপুরুষোচিত অলৌকিক ব্যক্তিত্বে এবং তাঁহার বীর্য্যবতী কথায় আকৃষ্ট হইয়া ইনি তাঁহার শ্রীপাদপদ্ম আশ্রয় করতঃ শ্রীহরিনাম ও মন্ত্রদীক্ষায় দীক্ষিত হইলে 'শ্রীধর্ম্মেশ্বর ব্রহ্মচারী' নামে খ্যাত হইলেন। শ্রীল সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুরের অপ্রকটের পর শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির প্রতিষ্ঠাতা পরম পূজ্যপাদ পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব মহারাজের নিকট ত্রিদণ্ড সন্ন্যাসবেষ প্রাপ্ত হইলে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত পরিব্রাজক মহারাজ নামে প্রসিদ্ধি লাভ করিলেন। ইনি শ্রীল সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুরের প্রকটকালে তাঁহার সংস্থাপিত বিভিন্ন মঠে থাকিয়া সেবা করিয়াছিলেন। তাঁহার অপ্রকটের পর ইনি পরম পূজ্যপাদ শ্রীমদ্ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব মহারাজের সংস্থাপিত নবদ্বীপ সহরে শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠে এবং চুঁচুড়াতে শ্রীউদ্ধারণ গৌড়ীয় মঠে দীর্ঘদিন বিভিন্ন সেবায় নিয়োজিত ছিলেন।

ইনি আসামে বিভিন্ন স্থানে প্রচারকালে আনুমানিক ১৯৫০ খৃষ্টাব্দের পরে গোয়ালপাড়া জেলায় বঙ্গাইগাঁওএ 'শ্রীব্রহ্ম- মাধ্ব-গৌড়ীয় মঠ' এবং 'আসাম বৈষ্ণব সম্মেলন' প্রতিষ্ঠা করেন। ইনি অদম্য উৎসাহের সহিত শ্রীমন্মহাপ্রভুর আচরিত ও প্রচারিত শুদ্ধ ভক্তি-ধর্ম্ম আসামে প্রচার করিয়াছিলেন। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠাচার্য্যের আসাম প্রচারভ্রমণে গোয়ালপাড়া অঞ্চলে প্রচারকালে ইনি যোগদান করতঃ প্রচারবিষয়ে উৎসাহ প্রদান করিতেন। ইঁহার বিশেষ আহ্বানে শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ সদলবলে ইঁহার বঙ্গাইগাঁওস্থ মঠে শুভ পদার্পণ করতঃ কএকদিন অবস্থান করিয়াছিলেন।

ইঁহার স্বধামপ্রাপ্তিতে শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠাশ্রিত ভক্তমাত্রই বিরহ-সন্তপ্ত।

শ্রীকুমার ঃ—শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠাতা নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী মহারাজের কৃপাপ্রাপ্ত গৃহস্থ শিষ্য শ্রীকুমার শ্রীধাম মায়াপুর ঈশোদ্যানস্থ মূল মঠে বিগত ২১ আষাঢ়, ৬ জুলাই বুধবার প্রায় ৫০ বৎসর বয়সে স্বধামপ্রাপ্ত হইয়াছেন। ইনি বিশ বৎসরেরও অধিককাল শ্রীধাম মায়াপুর ঈশোদ্যানস্থ মঠে থাকিয়া মঠের কৃষিকার্য্যে এবং বিবিধ সেবায় আন্তরিকতার সহিত যত্ন করিয়াছিলেন। মঠের বৈষ্ণবগণ ইঁহার প্রতি বিশেষভাবে প্রীতিযুক্ত ছিলেন। শ্রীধাম মায়াপুর-ঈশোদ্যানস্থ শ্রীমঠেই গত ১লা শ্রাবণ, ১৭ জুলাই রবিবার বৈষ্ণববিধান মতে ইঁহার শ্রাদ্ধকৃত্য সুসম্পন্ন হয় ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসুহৃদ্ দামোদর মহারাজের পৌরোহিত্যে। শতাধিক নরনারী মহাপ্রসাদ সেবা করেন। ইঁহার স্বধামপ্রাপ্ত আত্মার কল্যাণের জন্য প্রার্থনা জ্ঞাপন করা হইতেছে।

শ্রীব্রজমণ্ডল-পরিক্রমা

[পূর্ব্বপ্রকাশিত ৬ষ্ঠ সংখ্যা ১২০ পৃষ্ঠার পর]

দেবক এবং অন্য যে সকল আমার শত্রু আছে, তাহাদিগকেও বিনাশ করিব। আমার কোনও অসুবিধাই নাই। গুরু জরাসন্ধ, প্রিয়সখা দ্বিবিদ, শম্বর, নরকাসুর, বাণ—ইহাদের সাহায্যে আমি দেব-পক্ষপাতী রাজগণকে বধ করিয়া সমস্ত পৃথিবী ভোগ করিব। অক্রূর কংসের অভিপ্রায় অবগত হইয়া কংসকে প্রশংসা করিয়া বলিলেন, তিনি মৃত্যু নিবারণের জন্য যে উপায় অবলম্বন করিয়াছেন, তাহা উত্তম হইয়াছে। তবে দৈবই কার্য্যের ফল প্রদান করে বলিয়া ঈপ্সিত বিষয়ে সিদ্ধি অসিদ্ধি—দুইই সমানভাবে দেখা উচিত। কংসের আদেশে রাম-কৃষ্ণকে আনিবার জন্য অক্রূর পরদিন প্রাতে রথে চড়িয়া গোকুলে * যাত্রা করিলেন। কৃষ্ণের দর্শন-লালসাযুক্ত অক্রূর পথে অনেক প্রকার চিন্তা করিতে লাগিলেন। 'ব্রহ্মা-রুদ্রাদির পূজ্য শ্রীকৃষ্ণচরণ-দর্শন তাঁহার ভাগ্যে ঘটিবে কি না। কংস ভগবদ্দ্রোহী, ভক্তদ্রোহী ও খল হইলেও তাঁহারই অনুগ্রহে তাঁহার কৃষ্ণদর্শন-সৌভাগ্য ঘটিবে। খল কংসের দ্বারা প্রেরিত হওয়ায় কৃষ্ণ তাঁহাকে ভুল বুঝিবেন কি না? কৃষ্ণ অন্তর্য্যামী, তিনি নিশ্চয়ই ভুল বুঝিবেন না। কৃষ্ণ তাঁহাকে অত্যন্ত বন্ধু জ্ঞানে প্রীতির সহিত আলিঙ্গন করিবেন, ব্রজে পৌঁছিবার সঙ্গে সঙ্গে ব্রজের ধূলিতে কৃষ্ণের পদচিহ্ন দেখিবামাত্র তিনি রথ হইতে লম্ফ প্রদান করতঃ ভূপতিত হইয়া ভূমিতে গড়াগড়ি দিবেন'—এই প্রকার বিবিধ ভাবনা দ্বারা তন্ময়তাপ্রাপ্ত অক্রূর সূর্য্যাস্তের সময় গোকুলে আসিয়া উপনীত হইলেন। ব্রজে পৌঁছিবামাত্রই অক্রূর নিজের হৃদগত ভাবানুযায়ী ব্রজের ধূলিতে লুণ্ঠিত হইয়া পড়িলেন। পথে যাহা যাহা তিনি ভাবিয়াছিলেন, তৎসমুদয়ই তিনি ব্রজে আসিয়া প্রাপ্ত হইলেন। 'যাদৃশী ভাবনা যস্য সিদ্ধির্ভবতি তাদৃশী'। অক্রূর রাম-কৃষ্ণের চরণে পতিত হইলে রামকৃষ্ণ অক্রূরকে উঠাইয়া আলিঙ্গন করিলেন এবং অত্যন্ত আদরের সহিত গৃহে আনয়ন পূর্ব্বক কুশল জিজ্ঞাসার পর পাদ্য-অর্ঘ্য-আসনাদির দ্বারা তাঁহার সৎকার, এমনকি পাদসম্বাহনাদির দ্বারা তাঁহার পথশ্রম দূর করিলেন। তৎপরে কৃষ্ণ-বলরাম তাঁহাকে অত্যন্ত প্রীতির সহিত ষড়্‌রসযুক্ত অন্ন ভোজন করাইলেন। নন্দ মহারাজও অনেক প্রকার মধুর বাক্যের দ্বারা অক্রূরকে প্রসন্ন করিলেন। অক্রূর পথে যাহা চিন্তা করিয়া আসিয়াছিলেন, রাম-কৃষ্ণের দ্বারা সম্মানিত ও পর্য্যঙ্কে সুখাসীন হইয়া সে সমুদয়ই প্রাপ্ত হইলেন। অক্রূরের সহিত কথোপকথনকালে রাম-কৃষ্ণ তাঁহাদের জন্যই নিরপরাধ জননীর বন্ধন ও ভ্রাতাগণের মৃত্যু ঘটিয়াছে, এইরূপ দুঃখ নিবেদন করার পর অক্রূরের আগমনের কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। অক্রূর যাদবগণের প্রতি কংসের শত্রুতাচরণ, কংস-নারদ-সংবাদ, বসুদেবের নিগ্রহ, ধনুর্যাগচ্ছলে রাম-কৃষ্ণকে মথুরায় লইয়া চাণূর মুষ্টিকাদি দ্বারা সংহার এবং তৎকার্য্যে অক্রূরকে দূতরূপে প্রেরণ—সমস্তই বিস্তৃতভাবে বর্ণন করিয়া রাম-কৃষ্ণকে শুনাইলেন। রাম-কৃষ্ণ তাহা শুনিয়া হাস্য করিতে করিতে পিতার নিকট কংসের আদেশ জ্ঞাপন করিলেন। নন্দ মহারাজ কর্ত্তৃক গোকুলবাসিগণ বিবিধ উপায়নসহ কংসের সভায় যাইবার জন্য আদিষ্ট হইলেন। শ্রীকৃষ্ণ-বলরামের মথুরা-গমন-বার্ত্তা শ্রবণ করিয়া গোপীগণ অত্যন্ত ব্যথিতা হইয়া বাহ্য স্মৃতি হারাইয়া ফেলিলেন। তাঁহারা কৃষ্ণসঙ্গচ্যুতির জন্য বিধাতাকে নিন্দা করিয়া এইরূপ বলিতে লাগিলেন—'বিধাতা অত্যন্ত ক্রূর, অক্রূররূপে আসিয়া নিজ প্রদত্ত চক্ষুই অপহরণ করিতেছেন। কৃষ্ণের অদর্শনে তাঁহারা

(ক্রমশঃ)

---

* গোকুলে—নন্দনন্দন কৃষ্ণের জন্মস্থান গোকুল মহাবনে পূতনা, তৃণাবর্ত্তাসুর প্রভৃতি রাক্ষসী ও অসুরগণের অত্যাচার বৃদ্ধি হইলে নন্দ মহারাজ গোকুল মহাবন হইতে প্রথমে নন্দ-গ্রামে, পরে বৃন্দাবনে আসিয়া বসবাস করিয়াছিলেন। সেই সময় অক্রূর কৃষ্ণ-বলরামকে আনিবার জন্য নন্দ মহারাজের নিকট গিয়াছিলেন। এখানে গোকুল ব্যাপক অর্থে ধরিতে হইবে।

শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী মহারাজ বিষ্ণুপাদের

পূতচরিতামৃত

[পূর্ব্বপ্রকাশিত ৬ষ্ঠ সংখ্যা ১২৮ পৃষ্ঠার পর]

শ্রীরামচন্দ্র রেড্ডি, নিজাম কলেজের অধ্যক্ষ ডক্টর শ্রীপি-জি পূণিক, অধ্যক্ষ ডক্টর এন্-ভি সুব্বা রাও এবং প্রাক্তন বিচারপতি শ্রীভি-পার্থসারথী। শ্রীল গুরুদেবের শ্রীমুখপদ্ম-বিনির্গত হিন্দী ও ইংরাজী ভাষায় প্রদত্ত শ্রীহরিকথামৃত শ্রবণ করিয়া বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ বিশেষভাবে প্রভাবান্বিত হন।

হায়দরাবাদ মঠের নব শ্রীমন্দির প্রতিষ্ঠা, শ্রীমন্দিরে শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-রাধাবিনোদজীউ শ্রীবিগ্রহগণের শুভবিজয় এবং শ্রীগৌরাঙ্গ-রাধা-বিনোদজীউ বিজয়-বিগ্রহগণের প্রতিষ্ঠা উপলক্ষে অনুষ্ঠিত সপ্তাহব্যাপী মহদনুষ্ঠানে ভারতবর্ষের বিভিন্ন স্থান হইতে যাঁহারা যোগ দিয়াছিলেন তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য ঃ— পশ্চিমবঙ্গ হইতে পূজ্যপাদ ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রমোদ পুরী মহারাজ, পূজ্যপাদ ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিকাশ হৃষীকেশ মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসুহৃদ্ দামোদর মহারাজ, শ্রীমঠের সম্পাদক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ, শ্রীমঠের সহকারী সম্পাদক শ্রীমদ্ মঙ্গলনিলয় ব্রহ্মচারী, বি-এস্-সি ভক্তিশাস্ত্রী, পণ্ডিত শ্রীজগদীশ পাণ্ডা, শ্রীমদনগোপাল ব্রহ্মচারী, শ্রীপরেশানুভব ব্রহ্মচারী ও শ্রীচৈতন্যচরণ দাসাধিকারী ; রাজমুন্দ্রী (অন্ধ্রপ্রদেশ) হইতে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবৈভব পুরী মহারাজ ও শ্রীপুরুষোত্তমদাস ব্রহ্মচারী ; বিশাখাপটনম্ হইতে ডক্টর জি-এস্-ভি শর্ম্মা ; বৃন্দাবন হইতে শ্রীমদ্ ঠাকুরদাস ব্রহ্মচারী, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রসাদ পুরী মহারাজ ও শ্রীবীরভদ্র ব্রহ্মচারী ; পাঞ্জাব হইতে শ্রীসচ্চিদানন্দ ব্রহ্মচারী ও শ্রীকৃষ্ণগোপাল কারাকা। এতদ্ব্যতীত মঠরক্ষক শ্রীবিষ্ণুদাস ব্রহ্মচারী, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবান্ধব জনার্দ্দন মহারাজ, শ্রীশ্যামানন্দ ব্রহ্মচারী, শ্রীদেবপ্রসাদ ব্রহ্মচারী, শ্রীঅরবিন্দলোচন ব্রহ্মচারী, শ্রীবৃষভানু ব্রহ্মচারী, শ্রীতীর্থপদ দাস ব্রহ্মচারী, শ্রীদ্বারকেশ ব্রহ্মচারী, শ্রীঅজিতকৃষ্ণ দাস ব্রহ্মচারী, শ্রীনরেন্দ্র নাথ দাস, শ্রীহনুমানপ্রসাদজী, শ্রীবলদেব দাস (শ্রীবজ্রং সিংজী), শ্রীজগা রেড্ডি, শ্রীজগদ্দাসজী, শ্রীকৃষ্ণা রেড্ডি, লালা শ্রীশ্যামসুন্দর কনোড়িয়া, ইঞ্জিনিয়ার শ্রীসত্যনারায়ণদাসজী, শ্রীএম্-এস্ কোটীশ্বরম্ ও শ্রীটি-বেণুগোপাল রেড্ডি এড্ভোকেট—স্থানীয় মঠবাসী, গৃহস্থ ভক্ত ও সজ্জনগণের সেবাপ্রচেষ্টা প্রশংসনীয়।

হায়দরাবাদের নবচূড়াবিশিষ্ট শ্রীমন্দিরের বৈশিষ্ট্য এই—শ্রীমন্দিরটী সম্পূর্ণভাবে প্রস্তরনির্ম্মিত। শ্রীল গুরুদেবের নির্দ্দেশক্রমে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিজ্ঞান ভারতী মহারাজ, যিনি গৃহনির্ম্মাণকার্য্যে অভিজ্ঞ, শ্রীমন্দিরাদি নির্ম্মাণের দায়িত্বশীল সেবায় নিয়োজিত হইয়া আনুকূল্য সংগ্রহে প্রযত্ন ও দেখাশুনা করিয়াছিলেন। শ্রীল গুরুদেবের সর্ব্ববিধ কার্য্যে বহুমুখী-প্রতিভা তাঁহার সান্নিধ্যে অবস্থানকারী সেবকগণ প্রতিনিয়ত অনুভব করিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইতেন।

১৯৭৭ খৃষ্টাব্দে হায়দরাবাদ মঠে মে মাসে (১৮ মে বুধবার হইতে ২২ মে রবিবার পর্য্যন্ত) বার্ষিকোৎসবকালে পাঁচদিনব্যাপী সান্ধ্য ধর্ম্মসভায় সভাপতি ও প্রধান অতিথিরূপে উপস্থিত ছিলেন রাজা পান্নালাল পিত্তি, শ্রীকে-এন্ অনন্তরমণ আই-সি-এস্, অন্ধ্র হাইকোর্টের বিচারপতি শ্রীভি-মাধব রাও, অন্ধ্র হাইকোর্টের বিচারপতি শ্রীআল্লাডি কুপ্পুস্বামী, শ্রীরামনিরঞ্জন পাণ্ডে, শ্রীপুরুষোত্তম নাইডু এণ্ডাওমেণ্ট কমিশনার, অধ্যাপক ডাঃ এইচ-এন্-এল শাস্ত্রী, শ্রীও-পুল্লা রেড্ডি আই-সি-এস্, আই-জি-পি শ্রীকে রামচন্দ্র রেড্ডি, শ্রীশিবমোহন লালজী ও পণ্ডিত শ্রীএকনাথ প্রসাদজী। পরমারাধ্য শ্রীল গুরুদেব পাঞ্জাব, হরিয়ানা, উত্তর প্রদেশের বিভিন্ন স্থানে ও দিল্লীতে বিপুলভাবে প্রচারান্তে হায়দরাবাদ মঠের বার্ষিকোৎসবে যোগদানের জন্য ১৭ই মে সপার্ষদে শুভাগমন করেন। শ্রীল গুরুদেবের নিকট সভায় নির্দ্ধারিত বক্তব্য বিষয়সমূহের উপর সুসিদ্ধান্তপূর্ণ দীর্ঘ ভাষণ শ্রবণ করিয়া সভায় উপস্থিত শিক্ষিত ব্যক্তিগণ চমৎকৃত হন। প্রথম চারিদিনের 'ঈশ্বরভক্তি হইতে আত্মার সুপ্রসন্নতা লাভ হয়', 'সনাতনধর্ম্ম ও শ্রীবিগ্রহপূজা', 'শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভু ও প্রেমধর্ম্ম', 'শ্রীভাগবতের শিক্ষা'—বক্তব্যবিষয়সমূহের উপর শ্রীল গুরুদেবের ভাষণের সারমর্ম্ম ঃ—

বক্তব্যবিষয়—'ঈশ্বরভক্তি হইতে আত্মার সুপ্রসন্নতা লাভ হয়'

'ভাগবতবর্ণিত প্রত্যক্ষ, অনুমান ঐতিহ্য ও শব্দ প্রমাণচতুষ্টয় মধ্যে কেবল অনুমান প্রমাণই প্রত্যক্ষ জ্ঞানের স্থূল সীমারেখাকে নিরাস করিতে সমর্থ। আমি কোন একসময়ে পাঞ্জাবের জালন্ধর নগরে শ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর জন্মতিথি উপলক্ষে আহূত হইয়া গিয়াছিলাম। তথায় কতিপয় শিল্পপতি ও গভর্ণমেণ্টের আয়কর বিভাগের পরিদর্শক আমার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসেন। তাঁহাদের মধ্যে প্রমুখ একব্যক্তি আমাকে বলিলেন,—'মহারাজ, চক্ষু দিয়া যে বস্তু দেখি না ও হস্ত দিয়া যে বস্তু স্পর্শ করি না, তাহাকে আমি মানি না। অতএব ভগবান্‌কে যখন আমরা দেখি না, হাত দিয়া স্পর্শ করি না তখন তাঁহাকে আমরা মানি না।' দৈবক্রমে সেই প্রমুখজনই আবার আলোচনা-প্রসঙ্গে বলিলেন,—'মহারাজ! আমার মন বড়ই চঞ্চল, সর্ব্বদাই আমি অশান্তি ভোগ করিতেছি। আপনি সাধুপুরুষ, আশীর্ব্বাদ করুন, যেন মনে শান্তিলাভ করিতে পারি।' আমি তৎক্ষণাৎ ঈষৎ হাস্য করতঃ বলিলাম, 'আপনারা তো প্রত্যক্ষবাদী বলিয়া নিজেকে স্থাপনা করিতেছেন, আবার বলিতেছেন আপনার মনের মধ্যে বড়ই অশান্তি। আপনি কি মনকে দেখিয়াছেন অথবা তাহাকে স্পর্শ করিয়াছেন? যদি তাহা না করিয়া থাকেন, তবে তাহাকে স্বীকার করিবার আবশ্যক কি? মনের অস্তিত্ব অস্বীকৃত হইলে তো আর সুখ দুঃখ বলিয়া কিছুই থাকে না।' তদুত্তরে প্রমুখব্যক্তি বলিলেন, 'না! না! মন তো অস্বীকার করা যায় না। সুখ-দুঃখের ও সঙ্কল্প-বিকল্পের অনুভূতি হইতেই তো মনের অস্তিত্ব স্বীকার করিতে হয়।' তখন আমি বলিলাম, 'আপনার কথা-দ্বারাই আপনি স্বীকার করিলেন প্রত্যক্ষজ্ঞান-বহির্ভূত হইলেও বস্তুর অস্তিত্ব অস্বীকার করা যায় না।' কেননা, দেখা না গেলেও ফলের দ্বারাই ফলের কারণ অনুমিত হয়। তদ্রূপ পরমাত্মা বা ভগবান্ প্রত্যক্ষ-জ্ঞান-বহির্ভূত হইলেও এমন কতকগুলি বিশেষ লক্ষণ ভাসিয়া উঠে, যাহাতে তাঁহার অস্তিত্ব অস্বীকার করিবার উপায় থাকে না। চরাচরে সমুদয় কার্য্যচেতনের কারণরূপে যে কারণচৈতন্য অবস্থান করিতেছেন তাহা অনুমানসিদ্ধ তো বটেই, এমনকি তাঁহার করুণা হইলে তিনি দর্শনসিদ্ধ-বস্তুরূপেও প্রতিভাত হন। এই কারণচৈতন্যই পরমাত্মা বা শ্রীভগবান্। তত্ত্বতঃ পরমাত্মা বা ভগবৎস্বীকৃতির সঙ্গে সঙ্গেই জীবহৃদয়ের অনর্থরাশি সমূলে বিদূরিত এবং তাঁহার ক্রমবর্দ্ধমান সেবা-প্রবৃত্তি হইতে জীবাত্মা সুনির্ম্মল ও সুপ্রসন্ন হয়।'

বক্তব্যবিষয়—'সনাতনধর্ম্ম ও শ্রীবিগ্রহপূজা'

'সনাতনধর্ম্ম বস্তুতঃ সনাতন-বস্তুকে আশ্রয় করিয়াই অবস্থিত। 'ধর্ম্ম'-অর্থে সাধারণভাবে স্বভাব বুঝায়। যে-বস্তুর যে-স্বভাব তাহাই তাহার ধর্ম্ম। যেমন জলের ধর্ম্ম তরলতা, অগ্নির ধর্ম্ম দাহিকা ইত্যাদি। আবার কোন নিমিত্ত পাইলে জল যেমন কঠিন হয়, বাষ্প হয়, তাহা জলের নৈমিত্তিক ধর্ম্ম, স্বাভাবিক ধর্ম্ম নহে, তদ্রূপ জীবেরও নিত্যধর্ম্ম ও নৈমিত্তিক ধর্ম্ম আছে। জীবস্বরূপ বস্তুতঃ সনাতন ও অবিনাশী বলিয়া তাহার স্বরূপধর্ম্মও সনাতন ও অবিনাশী, কিন্তু কোন নিমিত্ত পাইলেই মাত্র তাহা অসনাতন বা বিনাশশীলরূপে প্রতিভাত হয়। নিমিত্ত চলিয়া গেলেই তাহার স্বরূপ আবার প্রকাশিত হয়। সেই বিচারে জীবের দেহ ও মন বিনাশী এবং চঞ্চল বলিয়া তাহার দেহধর্ম্ম ও মনো-ধর্ম্ম উভয়ই চঞ্চল ও বিনাশী। জীবের স্বরূপ ও স্বধর্ম্ম মূলতঃ কাহাকে আশ্রয় করিয়া সিদ্ধ হয়? বিচার করিলে দেখা যায় সনাতনপুরুষ ভগবান্‌কে কেন্দ্র করিয়াই জীবের স্বরূপ ও স্বধর্ম্ম সিদ্ধিলাভ করে। ভগবদ্বস্তু প্রকৃতির অতীত বলিয়া তাহা সদা চিন্ময়। জড়মায়া তাঁহাকে কখনও আচ্ছন্ন করিতে পারে না। তাঁহার শ্রীবিগ্রহ, স্থান, পরিবার সকলই মায়াতীত, সকলই চিন্ময়। এইজন্য চিন্ময় ভগবদ্-বিগ্রহের শুদ্ধ পূজারিগণই বস্তুতঃপক্ষে সনাতনধর্ম্মী এবং তদ্বিপরীত আচরণকারিগণ অর্থাৎ শ্রীভগবানের নিত্যবিগ্রহে অবিশ্বাসী জনগণই অসনাতনী, মায়াবাদী ও যবনসংজ্ঞা প্রাপ্ত। 'বিগ্রহ যে না মানে সে যবন

সম' ॥ (চৈঃ চঃ)। শ্রীবিগ্রহপূজা পুতুলপূজা নহে। পুতুলপূজা বলিতে জীবের মনঃকল্পিত বস্তুর পূজনকে বুঝায়। শ্রীভগবদ্বিগ্রহ শুদ্ধ ভক্তহৃদয়ে প্রতিনিয়ত আবির্ভূত হন। তাহা পরম প্রেমময়। ভক্ত প্রেমনেত্রে তাঁহাকে হৃদয়াভ্যন্তরে ও তদবহির্দ্দেশেও দর্শন করেন। যে রূপটীতে তাঁহার চিত্তের বিশেষ আবেশ হয়, তাঁহাকে বারংবার দর্শনেচ্ছু ও সেবনেচ্ছু হইয়া ভগবদ্ভক্ত তাঁহাকে লেখ্যা, লেপ্যা, সৈকতী, দারুময়ী, মনোময়ী, মণিময়ী ইত্যাদি অষ্টবিধ আশ্রয়ের সাহায্যে লোকলোচনে প্রকট করতঃ প্রীতির সহিত তাঁহার নিত্য পরিচর্য্যা করেন এবং উত্তরোত্তর প্রেমের আতিশয্যও লাভ করেন। ইহা যেহেতু ভক্তের শুদ্ধসত্ত্বে প্রকাশমান তত্ত্ববিশেষ এবং জড়মনের অধীন তত্ত্ব নহেন, সেইহেতু ইহা সদা চিন্ময়। শুদ্ধপ্রেমময় ভক্ত প্রকটিত শ্রীবিগ্রহে ও স্বরূপে কোন ভেদ নাই। এতদুভয়ই প্রকৃতির অতীত বৈকুণ্ঠবস্তু। 'প্রতিমা নহ তুমি,—সাক্ষাৎ ব্রজেন্দ্রনন্দন। বিপ্র লাগি' কর তুমি অকার্য্য-করণ ॥' (চৈঃ চঃ)। বাহ্যতঃ তিনি মৌনমুদ্রা ধারণ করিয়া থাকিলেও শুদ্ধপ্রেমময় ভক্তের সঙ্গে তিনি কথা বলেন, কত প্রকারের লীলা করেন! এই ভারত-অজিরে তাহার দৃষ্টান্তের অভাব নাই। এখনও শ্রীসাক্ষীগোপালের কথায়, শ্রীক্ষীরচোরা গোপী-নাথের কথায়, শ্রীগোপালদেবের কথায়, শ্রীজগন্নাথদেবের কথায় শ্রীগোবিন্দ, শ্রীগোপীনাথ, শ্রীমদনমোহন, শ্রীরাধারমণ প্রভৃতি লীলাময় শ্রীবিগ্রহগণের লীলাকথায় ভারতের আকাশ বাতাস মুখরিত। অতএব উপসংহারে ইহাই স্থির সিদ্ধান্তিত হয় যে, শ্রীভগবদ্বিগ্রহের নিত্যপূজা ও সেবাকে কেন্দ্র করিয়াই সনাতন ধর্ম্মের মূল প্রতিষ্ঠা।'

বক্তব্যবিষয়—'শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভু ও প্রেমধর্ম্ম'

'শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভু ত্রিকালসত্য পুরাণপুরুষ। শ্রীভাগবতপুরাণে, ভবিষ্যপুরাণে, মহাভারতে, মুণ্ডকাদি উপনিষদে তৎসম্বন্ধীয় বহু প্রমাণ হইতেই ইহা সিদ্ধ হয়। জড়ীয় কালের গণনায় এই সনাতনপুরুষ আজ হইতে ৪৯১ বৎসর পূর্ব্বে বঙ্গভূমিতে স্বর্ধুনীগঙ্গাসেবিত সর্ব্বধামসার শ্রীনবদ্বীপ-ক্ষেত্রে পরমবাৎসল্যমূর্ত্তিময় শ্রীজগন্নাথমিশ্রবর ও পরমস্নেহময়ী জগজ্জননী শ্রীশচীদেবীকে আশ্রয় করতঃ আবির্ভূত হন। তিনি বিদ্যাভাসলীলা প্রকট করতঃ শিশুকালেই দিগ্বিজয়ী পণ্ডিত—নিমাই পণ্ডিত নামে খ্যাত হন। শ্রী-ভূ-লীলাশক্তিসেবিত শ্রীগৌরনারায়ণরূপে চব্বিশ বৎসরকাল পর্য্যন্ত তিনি গার্হস্থ্যলীলার অভিনয়ে আপামর জীবে কৃষ্ণভক্তি সঞ্চার করেন। চব্বিশ বৎসরান্তে তিনি সন্ন্যাস গ্রহণের লীলা প্রকাশ করতঃ 'শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য'-নাম ধারণ করিয়া শ্রীপুরুষোত্তম-ক্ষেত্রে শেষ চব্বিশ বৎসর অবস্থান করেন। তন্মধ্যে প্রথম ছয় বৎসর দক্ষিণ ও উত্তরভারত এবং বৃন্দাবনাদিতে গমনাগমনপূর্ব্বক শ্রীকৃষ্ণভক্তিধর্ম্ম প্রচার ও প্রসার করতঃ শেষ অষ্টাদশবর্ষ কেবল শ্রীপুরুষোত্তমেই অবস্থান করেন। তন্মধ্যে ছয়বৎসর ভক্তগণের সঙ্গে নৃত্যগীতাদিদ্বারা প্রেমভক্তি প্রবর্ত্তন ও শেষ দ্বাদশবর্ষ শ্রীকৃষ্ণবিরহাক্রান্তা মহাভাব-স্বরূপিণী শ্রীরাধার ভাবে বিভাবিত হইয়া কখনও কূর্ম্মাকৃতি, কখনও দ্বিগুণিতকায় জড়িমাপ্রাপ্ত গদ-গদ-ভাব প্রকাশ করিয়া ত্রিভুবন প্রেমময় করিয়াছেন। এতদ্সমূহ লীলাই তাঁহার নিত্যলীলা। আচরণমুখে জগজ্জীবকে শ্রীকৃষ্ণভক্তি শিক্ষা দিবার জন্য স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণই শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যরূপে প্রকাশিত মাত্র।'

বক্তব্যবিষয়—'ভাগবতের শিক্ষা'

'শ্রীমদ্ভাগবত জগদ্গুরু কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাস মুনির সর্ব্বশেষ অবদান। শ্রীমদ্ভাগবতের অপর নাম চতুঃশ্লোকী। কারণ শ্রীনারদ শ্রীব্যাসকে তাঁহার চিত্তের প্রশস্তি লাভের উপায়স্বরূপে চারিটী শ্লোক, যাহা তিনি শ্রীনরনারায়ণ ঋষির নিকট হইতে প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, যাহার তাৎপর্য্য কেবল হরিসেবাময় বা যাহা কেবল শ্রীহরিসংকীর্ত্তন-তাৎপর্য্যময়, উপদেশ করিয়াছিলেন। যে উপদেশ প্রাপ্ত হইয়া শ্রীব্যাসদেব স্ব-স্বরূপ, পরস্বরূপ ও বিরোধী-স্বরূপের জ্ঞানে উদ্বুদ্ধ হইয়া ধর্ম্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ-প্রতিপাদক পূর্ব্বকৃত

আলোচনাসমূহকেও তৃণতুল্য তুচ্ছজ্ঞান করতঃ শ্রীকৃষ্ণপ্রেমকেই জীবের একমাত্র প্রয়োজন জ্ঞান করিয়া তাহা বিস্তারপূর্ব্বক আঠার হাজার শ্লোকে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, তাহাই সর্ব্বশাস্ত্রশিরোমণি গ্রন্থরাট্ বা গ্রন্থরাজ শ্রীমদ্ভাগবত। শ্রীমদ্ভাগবতের শ্রবণ, কীর্ত্তন, অনুধ্যান এমনকি নিষ্কপট অনুমোদন হইতেও দেবদ্রোহী, বিশ্বদ্রোহী, অতিপাতকী, মহাপাতকী পর্য্যন্ত সদ্য সদ্য পবিত্রতা লাভ করিয়া চিত্তের সম্যক্ প্রশস্তি লাভ করিতে সমর্থ হন। এই হরিসংকীর্ত্তনময় শ্রীভাগবতধর্ম্ম অত্যন্ত গম্ভীর, অত্যন্ত উদার, অত্যন্ত ব্যাপক ও সর্ব্বজীব আশ্রয়।'

স্বাধীনতালাভের পর হায়দরাবাদ নিজাম স্টেট্ ভারতের কেন্দ্রীয় শাসনাধীনে আসিলে ১৯৫৯ খৃষ্টাব্দে যখন পরমারাধ্য শ্রীল গুরুদেব হায়দরাবাদ সহরে শুভপদার্পণ করতঃ পাথরঘাটিস্থিত একটি শিবমন্দিরে সপার্ষদে অবস্থান করিয়াছিলেন, তখন প্রচারকার্য্যের প্রধান সহায়করূপে স্থানীয় ব্যক্তিগণের মধ্যে ছিলেন—শেঠ শ্রীজয়করণ দাসজী (স্থানীয় পাথরঘাটি প্রচারসংস্থার নেতৃত্বপদে তিনি অধিষ্ঠিত ছিলেন), শেঠ শ্রীপূরণমলজী, শেঠ শ্রীভুরামলজী, শেঠ শিবদৎ রায় গোলাপরায়, শেঠ শ্রীপ্রহলাদ রায়জী, শেঠ শ্রীবিলাসরায়জী, শেঠ শ্রীসুন্দরমলজী, বেগম বাজারের লক্ষ্মীনারায়ণ শর্ম্মা, সেকেন্দ্রাবাদের শেঠ শ্রীউত্তমচাঁন্দজী, সেকেন্দ্রাবাদের টেগর হোমের মিঃ এম্-এস্ কোটীশ্বরম, হায়দরাবাদের শ্রীকৃষ্ণা রেড্ডি, শ্রীটি বেণুগোপাল রেড্ডি এড্ভোকেট, শ্রীকে-আর্ কৃষ্ণমূর্ত্তি রাও শ্রীল গুরুদেবের শ্রীচরণাশ্রিত শ্রীরাম-নিবাস শর্ম্মা।
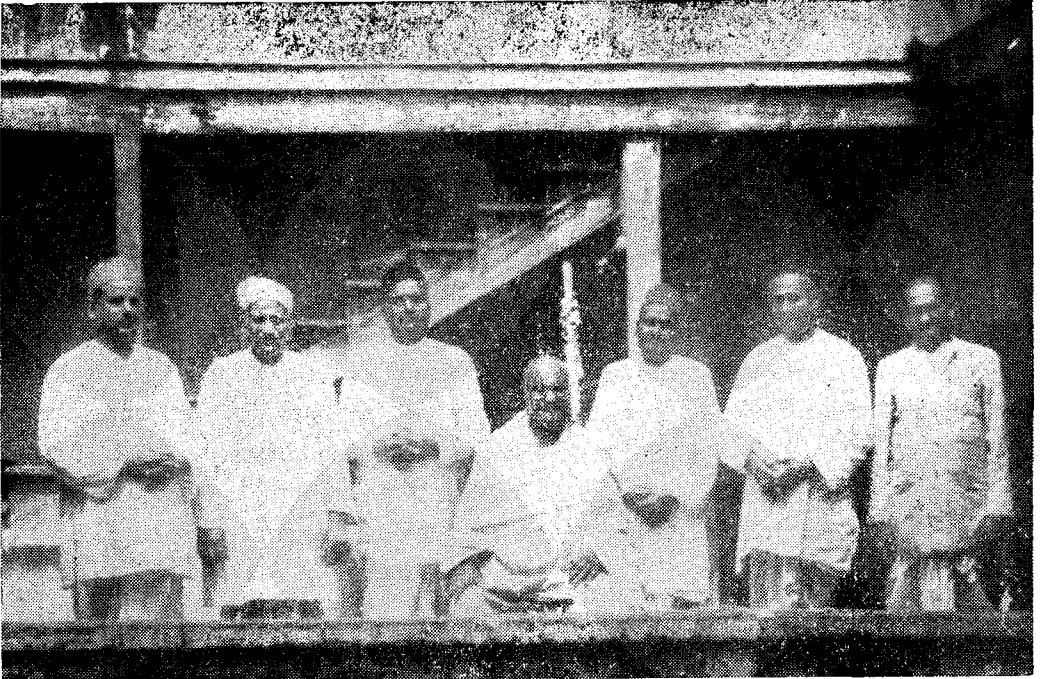
মধ্যে উপবিষ্ট পরমারাধ্য শ্রীল গুরুদেব, তাঁহার দক্ষিণে শ্রীপূরণমলজী, শ্রীভুরামলজী, শ্রীসুন্দরমলজী, বামপার্শ্বে শ্রীজয়করণ দাসজী, শ্রীগোলাপ রায়জী প্রভৃতি

(ক্রমশঃ)

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ হইতে প্রকাশিত গ্রন্থাবলী

(১) প্রার্থনা ও প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা—শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর রচিত
(২) শরণাগতি—শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর রচিত
(৩) কল্যাণকল্পতরু ,, ,, ,,
(৪) গীতাবলী ,, ,, ,,
(৫) গীতমালা ,, ,, ,,
(৬) জৈবধর্ম্ম ,, ,, ,,
(৭) শ্রীচৈতন্য-শিক্ষামৃত ,, ,, ,,
(৮) শ্রীহরিনাম-চিন্তামণি ,, ,, ,,
(৯) শ্রীশ্রীভজনরহস্য ,, ,, ,,
(১০) মহাজন-গীতাবলী (১ম ভাগ)—শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর রচিত ও বিভিন্ন মহাজনগণের রচিত গীতিগ্রন্থসমূহ হইতে সংগৃহীত গীতাবলী
(১১) মহাজন-গীতাবলী (২য় ভাগ) ঐ
(১২) শ্রীশিক্ষাষ্টক—শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমহাপ্রভুর স্বরচিত (টীকা ও ব্যাখ্যা সম্বলিত)
(১৩) উপদেশামৃত—শ্রীল শ্রীরূপ গোস্বামী বিরচিত (টীকা ও ব্যাখ্যা সম্বলিত)
(১৪) SREE CHAITANYA MAHAPRABHU, HIS LIFE AND PRECEPTS ; by Thakur Bhaktivinode
(১৫) ভক্ত-ধ্রুব—শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ সঙ্কলিত
(১৬) শ্রীবলদেবতত্ত্ব ও শ্রীমন্মহাপ্রভুর স্বরূপ ও অবতার—ডাঃ এস্ এন্ ঘোষ প্রণীত
(১৭) শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা [শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তীর টীকা, শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের মর্ম্মানুবাদ, অন্বয় সম্বলিত]
(১৮) প্রভুপাদ শ্রীশ্রীল সরস্বতী ঠাকুর (সংক্ষিপ্ত চরিতামৃত)
(১৯) গোস্বামী শ্রীরঘুনাথ দাস—শ্রীশান্তি মুখোপাধ্যায় প্রণীত
(২০) শ্রীশ্রীগৌরহরি ও শ্রীগৌরধাম-মাহাত্ম্য
(২১) শ্রীধাম ব্রজমণ্ডল পরিক্রমা—দেবপ্রসাদ মিত্র
(২২) শ্রীশ্রীপ্রেমবিবর্ত্ত—শ্রীগৌর-পার্ষদ শ্রীল জগদানন্দ পণ্ডিত বিরচিত
(২৩) শ্রীভগবদর্চ্চনবিধি—শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ সঙ্কলিত
(২৪) শ্রীব্রজমণ্ডল-পরিক্রমা ,, ,, ,, ,,
(২৫) শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত—শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী-কৃত
(২৬) শ্রীচৈতন্যভাগবত—শ্রীল বৃন্দাবনদাস ঠাকুর রচিত
(২৭) শ্রীশ্রীকৃষ্ণবিজয়—গুণরাজ খাঁন বিরচিত শ্রীমন্মহাপ্রভুর শ্রীমুখে উচ্চ প্রশংসিত বাংলা ভাষার আদিকাব্যগ্রন্থ
(২৮) একাদশীমাহাত্ম্য—শ্রীমদ্ভক্তিবিজয় বামন মহারাজ কর্ত্তৃক সঙ্কলিত

Regd. No. WB/SC-258

Sree Chaitanya Bani
35, Satish Mukherjee Road
Calcutta-26

BOOK POST

Serial No.
To
Name.................................
Vill.....................................
P. O.....................................
Dist.....................................
Pin.......................................

নিয়মাবলী

১। "শ্রীচৈতন্য-বাণী" প্রতি বাঙ্গালা মাসের ১৫ তারিখে প্রকাশিত হইয়া দ্বাদশ মাসে দ্বাদশ সংখ্যা প্রকাশিত হইয়া থাকেন। ফাল্গুন মাস হইতে মাঘ মাস পর্য্যন্ত ইহার বর্ষ গণনা করা হয়।

২। বার্ষিক ভিক্ষা ১২.০০ টাকা, ষাণ্মাসিক ৬.০০ টাকা, প্রতি সংখ্যা ১.০০ টাকা। ভিক্ষা ভারতীয় মুদ্রায় অগ্রিম দেয়।

৩। জ্ঞাতব্য বিষয়াদি অবগতির জন্য রিপ্লাই কার্ডে কার্য্যাধ্যক্ষের নিকট নিম্নলিখিত ঠিকানায় পত্র ব্যবহার করিয়া জানিয়া লইতে হইবে।

৪। শ্রীমন্মহাপ্রভুর আচরিত ও প্রচারিত শুদ্ধভক্তিমূলক প্রবন্ধাদি সাদরে গৃহীত হইবে। প্রবন্ধাদি প্রকাশিত হওয়া সম্পাদক-সঙ্ঘের অনুমোদন সাপেক্ষ। অপ্রকাশিত প্রবন্ধাদি ফেরৎ পাঠান হয় না। প্রবন্ধ কালিতে স্পষ্টাক্ষরে একপৃষ্ঠায় লিখিত হওয়া বাঞ্ছনীয়।

৫। পত্রাদি ব্যবহারে গ্রাহকগণ গ্রাহক নম্বর উল্লেখ করিয়া পরিষ্কারভাবে ঠিকানা লিখিবেন। ঠিকানা পরিবর্ত্তিত হইলে এবং কোন সংখ্যা ঐ মাসের শেষ তারিখের মধ্যে না পাইলে কার্য্যাধ্যক্ষকে জানাইতে হইবে। তদন্যথায় কোনও কারণেই পত্রিকার কর্ত্তৃপক্ষ দায়ী হইবেন না। পত্রোত্তর পাইতে হইলে রিপ্লাই কার্ডে লিখিতে হইবে।

৬। ভিক্ষা, পত্র ও প্রবন্ধাদি কার্য্যাধ্যক্ষের নিকট নিম্নলিখিত ঠিকানায় পাঠাইতে হইবে।

কার্য্যালয় ও প্রকাশস্থান :—

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ৩৫, সতীশ মখার্জ্জী রোড, কলিকাতা-৭০০০২৬ ফোন : ৪৬-৫৯০০

মুদ্রণালয় :— শ্রীচৈতন্যবাণী প্রেস, ৩৪।১এ, মহিম হালদার ষ্ট্রীট, কালীঘাট, কলিকাতা-৭০০০২৬

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাতা নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী মহারাজ বিষ্ণুপাদ প্রবর্ত্তিত

একমাত্র-পারমার্থিক মাসিক পত্রিকা

অষ্টাবিংশ বর্ষ—৮ম সংখ্যা

আশ্বিন, ১৩৯৫

সম্পাদক-সঙ্ঘপতি

পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রমোদ পুরী মহারাজ

সম্পাদক

রেজিষ্টার্ড শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠানের বর্ত্তমান আচার্য্য ও সভাপতি

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ

সহকারী সম্পাদক-সঙ্ঘ ঃ—

১। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসুহৃদ্ দামোদর মহারাজ। ২। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিজ্ঞান ভারতী মহারাজ।

কার্য্যাধ্যক্ষ ঃ—

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিললিত গিরি মহারাজ

প্রকাশক ও মুদ্রাকর ঃ—

মহোপদেশক শ্রীমঙ্গলনিলয় ব্রহ্মচারী, ভক্তিশাস্ত্রী, বিদ্যারত্ন, বি, এস্-সি

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, তৎশাখা মঠ ও প্রচারকেন্দ্রসমূহ ঃ—

মূল মঠ ঃ—১। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ঈশোদ্যান, পোঃ শ্রীমায়াপুর-৭৪১৩১৩ (নদীয়া)

প্রচারকেন্দ্র ও শাখামঠ ঃ—

২। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ৩৫, সতীশ মুখার্জ্জি রোড, কলিকাতা-৭০০০২৬। ফোন ঃ ৪৬-৫৯০০

৩। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, গোয়াড়ী বাজার, পোঃ কৃষ্ণনগর-৭৪১১০১ (নদীয়া)

৪। শ্রীশ্যামানন্দ গৌড়ীয় মঠ, পোঃ ও জেঃ মেদিনীপুর-৭২১১০১

৫। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, মথুরা রোড, পোঃ বৃন্দাবন-২৮১১২১ (মথুরা)

৬। শ্রীবিনোদবাণী গৌড়ীয় মঠ, ৩২, কালিয়দহ, পোঃ বৃন্দাবন-২৮১১২১ (মথুরা)

৭। শ্রীগৌড়ীয় সেবাশ্রম, মধুবন মহোলি, পোঃ কৃষ্ণনগর, জেঃ মথুরা

৮। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, দেওয়ান দেউড়ী, হায়দ্রাবাদ-৫০০০০২ (অঃ প্রঃ) ফোন ঃ ৫২২০০১

৯। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, পল্টন বাজার, পোঃ গৌহাটী-৭৮১০০৮ (আসাম) ফোন ঃ ২৭১৭০

১০। শ্রীগৌড়ীয় মঠ, পোঃ তেজপুর-৭৮৪০০১ (আসাম)

১১। শ্রীল জগদীশ পণ্ডিতের শ্রীপাট, পোঃ যশড়া, ভায়া চাকদহ-৭৪১২২২ (নদীয়া)

১২। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, পোঃ ও জিলা গোয়ালপাড়া-৭৮৩১০১ (আসাম)

১৩। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, সেক্টর—২০বি, পোঃ চণ্ডীগড়-১৬০০২০ (পাঞ্জাব) ফোন ঃ ২৩৭৮৮

১৪। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, গ্র্যাণ্ড রোড্, পোঃ পুরী-৭৫২০০১ (ওড়িষ্যা)

১৫। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, শ্রীজগন্নাথমন্দির, পোঃ আগরতলা-৭৯৯০০১ (ত্রিপুরা) ফোন ঃ ৪৪৯৭

১৬। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, গোকুল মহাবন, পোঃ মহাবন-২৮১৩০৫ জিলা—মথুরা

১৭। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ১৮৭, ডি, এল রোড্, পোঃ দেরাদুন-২৪৮০০১ (ইউ, পি)

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠের পরিচালনাধীন ঃ—

১৮। সরভোগ শ্রীগৌড়ীয় মঠ, পোঃ চক্‌চকাবাজার-৭৮১৩২০ জেঃ বরপেটা (আসাম)

১৯। শ্রীগদাই গৌরাঙ্গ মঠ, পোঃ বালিয়াটী, জেঃ ঢাকা (বাংলাদেশ)

"চেতোদর্পণমার্জ্জনং ভবমহাদাবাগ্নি-নির্ব্বাপণং
শ্রেয়ঃকৈরবচন্দ্রিকাবিতরণং বিদ্যাবধূজীবনং।
আনন্দাম্বুধিবর্দ্ধনং প্রতিপদং পূর্ণামৃতাস্বাদনং
সর্ব্বাত্মস্নপনং পরং বিজয়তে শ্রীকৃষ্ণসংকীর্ত্তনম্ ।।"

২৮শ বর্ষ } শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, আশ্বিন, ১৩৯৫
৭ পদ্মনাভ, ৫০২ শ্রীগৌরাব্দ ; ১৫ আশ্বিন, রবিবার, ২ অক্টোবর ১৯৮৮ { ৮ম সংখ্যা

শ্রীল প্রভুপাদের পত্রাবলী

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীগৌড়ীয় মঠ, কলিকাতা
ইং ৬।১।২২

স্নেহবিগ্রহেষু,—

আপনার ২১শে তারিখের কার্ড প্রাপ্ত হইলাম। শ্রীযুক্ত * * প্রভু সম্প্রতি ঋতুদ্বীপ ও জহ্নু-মোদদ্রু-মাদি-দ্বীপে ভ্রমণ করিতেছেন। যেদিন তিনি ধানবাদ যাইতে চাহেন, সেদিন পূর্ব্বেই সংবাদ দিবেন। আমরা একপ্রকার আছি। সুন্দরানন্দ এখনও এখানে আছেন।

পরলোকগত * * * বাবু থিওসফিষ্ট্ মতাবলম্বী ছিলেন বলিয়া বোধ হয়। তিনি ঠিক শুদ্ধভক্তির কথা গ্রহণ করেন নাই। সুতরাং তাঁহার লেখনী হইতে এই সকল অপসিদ্ধান্ত বাহির হইয়া থাকিবে।

১। শ্রীগৌরসুন্দরের লীলা নিত্য, সুতরাং নৈমিত্তিক অভয়দান হেতু নিরাকার ব্রহ্ম সাকার হন নাই। উহা মায়াবাদ মাত্র। ২। সবিশেষ ব্রহ্ম চিরদিনই শুদ্ধ জীবের সহিত প্রীতিবিশিষ্ট, তিনি বদ্ধ জীবের সহিত কোন প্রীতি স্থাপন করেন না। বদ্ধজীব যে তাঁহাকে মায়া-মমতা করে, তাহা তাঁহার নিকট পৌঁছিতে পারে না। আপনি যে সকল বাক্য ঐ গ্রন্থ হইতে তুলিয়াছেন, তাহা পাঠে আমরা হাস্য সংবরণ করিতে পারিতেছি না। এরূপ অর্ব্বাচীনতার প্রতিবাদ করিতে গেলেও লেখককে অন্যায় সম্মান দেওয়া হয়। লেখকের জড়বুদ্ধি প্রবল বলিয়া ঐহিক মাতাপিতার সেবাধর্ম্ম মহাপ্রভুর স্কন্ধে চাপাইয়া ভাল কাজ করেন নাই। ৩। তৃতীয় প্রশ্নটী নিতান্ত অবিবেচনার পরিচায়ক। ৪। শ্রীশ্রীমহাপ্রভু কখনই পূর্ব্বাশ্রমের পত্নীর নিকট 'সাটী' কিনিয়া পাঠান নাই। ৫। নিমাই জানেন * * বাবুর কোন সেবা গ্রহণ করিয়াছেন কি না? তবে আমাদের ন্যায় জীবে তাঁহার নির্দ্দয়তা প্রকাশই হইয়াছে। ৬। ষষ্ঠ প্রশ্নের উত্তর—অট্টহাস্য।

নিত্যাশীর্ব্বাদক
শ্রীসিদ্ধান্তসরস্বতী

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীগৌড়ীয় মঠ, কলিকাতা
ইং ২৭।৯।২২

স্নেহবিগ্রহেষু—

আপনার ৫ই আশ্বিন তারিখের পত্র পাইয়াছি। শ্রীকে * * * "গৌড়ীয়" পত্র পাঠান হইয়াছে। পূর্ব্বপ্রকাশিত "গৌড়ীয়ের" সংখ্যাগুলি এখন আর পাওয়ার সম্ভাবনা নাই। যদি সম্ভাবনা থাকে, পরে আপনাকে জানাইব।

গ্রহণের সময় স্মার্ত্তের মতে অশুদ্ধ কাল। অশুচি অবস্থায় যে সকল কার্য্য তাঁহাদের করিতে নাই, তাহা তাঁহারা করেন না। কিন্তু সেবাপর বৈধ ভক্তগণের ঐ সকল প্রাকৃত বিধির অপেক্ষা না করিয়া সম্ভবপর হইলে যথাকালে (ভগবৎ) সেবা করাই কর্ত্তব্য। যখন শ্রীগৌরসুন্দর ভক্তির কথা জগতে প্রচার করেন নাই, সেই কালেই ভক্তগণ গ্রহণের সময় স্নানাদি করিয়াছিলেন। কিন্তু মহাপ্রভুর শ্রীনাম প্রচারের পর সকল সময়ই হরি-সংকীর্ত্তন বিহিত হইয়াছে। তাহাতে কালাকাল বিচার নাই। পুণ্যসংগ্রহার্থীই কালাকাল বিচার করেন। গ্রহণকালে বৈধভক্ত গঙ্গাস্নান ইত্যাদি করেন না অর্থাৎ ফলাকাঙ্ক্ষী হইয়া তাঁহারা কোন কর্ম্ম করেন না। অদ্য পাঞ্জাব-মেলে শ্রীরাধাকুণ্ডে স্নানের জন্য মথুরামণ্ডলে যাইতেছি।

নিত্যাশীর্ব্বাদক
শ্রীসিদ্ধান্তসরস্বতী

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীগৌড়ীয় মঠ, কলিকাতা
১২ই মে ১৯২৩

স্নেহবিগ্রহেষু—

আপনার কার্ড পাইয়া সমাচার জ্ঞাত হইলাম। ইন্দ্রিয়-তর্পণের বাধা হইলে যে বৃত্তির উদয় হয়, তাহাই ক্রোধ। ভক্তগণ সর্ব্বক্ষণ কৃষ্ণেন্দ্রিয়-তর্পণে ব্যস্ত। তাঁহাদিগকে তাঁহাদের সেবাকার্য্যে বাধা দিতে গেলে বাধাদাতাকে 'ভক্তদ্বেষী' বলা যায়। সুতরাং ভক্তদ্বেষীর প্রতি ক্রোধের বৃত্তি ভজনের প্রকারভেদ মাত্র। তাদৃশ ভজনবৃত্তিকে যাহারা সাধারণ ক্রোধের সহিত সমজ্ঞান করে, তাহারা নারকী। ভোগপর ইন্দ্রিয়তৃপ্তির ব্যাঘাত সহ্য করিবার শক্তি ভক্তের আছে। সুতরাং তিনি নিজের ভোগের অতৃপ্তিতে সহিষ্ণু। কিন্তু কৃষ্ণ-সেবার বাধাদাতার প্রতি ক্রুদ্ধ হওয়ায় ভজন-তৎপর।

বৈষ্ণব গৃহস্থই হউন্ বা ত্যক্তগৃহই হউন্, তাঁহার কোনও অশৌচ বা শোক নাই। হরিসেবা করিলেই পিতৃশ্রাদ্ধ ও তর্পণাদি সমাধা হয়। স্বতন্ত্রভাবে শ্রাদ্ধ-তর্পণাদি করিতে হয় না। তবে লোক-ব্যবহারের জন্য গৃহস্থ-বৈষ্ণবগণ হরিনাম গ্রহণ-জনিত নিত্য শুচি হইয়া যে কোনও দিন মহাপ্রসাদের দ্বারা শ্রাদ্ধ করিতে পারেন—তাহাই বৈষ্ণবশ্রাদ্ধ। শ্রীমান্ * * প্রভুকেও আমার স্নেহাশীর্ব্বাদ জানাইবেন। * * ইতি।

নিত্যাশীর্ব্বাদক
শ্রীসিদ্ধান্তসরস্বতী

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীগৌড়ীয় মঠ, কলিকাতা
ইং ২২।১১।২৪

* * প্রভো,—

আপনার পত্র পাইয়াছি। বৈষ্ণবের শিক্ষা সম্বন্ধে মহাপ্রভু যে 'তৃণাদপি শ্লোক' বলিয়াছেন, তন্মধ্যে 'সহিষ্ণুতা' তরুসম করিতে হইবে। কৃষ্ণের ইচ্ছায় সহ্য করিবার অবকাশ উপস্থিত হইলে কতকটা সহ্য করিবেন। তাহাতে অসহ্য হইলেও কতকটা সহ্য

করিবার শিক্ষা-লাভ ঘটিবে। কিছুদিন পরে কলিকাতার দিকে আসিবেন। কিন্তু ইতোমধ্যে ক্লেশ-সহন-ধর্ম্মশিক্ষার অবসর জানিবেন। অন্যান্য কথা পরে জানাইব।

নিত্যস্নেহার্থী
শ্রীসিদ্ধান্তসরস্বতী

শ্রীশ্রীমদ্ভাগবতার্কমরীচিমালা

সপ্তম-কিরণঃ—জীবতত্ত্বম্

কবিঃ নিমিম্ [১১।২।৩৭]

ভয়ং দ্বিতীয়াভিনিবেশতঃ স্যা-
দীশাদপেতস্য বিপর্যয়োঽস্মৃতিঃ।
তন্মায়য়াতো বুধ আভজেত্তং
ভক্ত্যৈকয়েশং গুরুদেবতাত্মা ॥ ১ ॥

কৃষ্ণঃ উদ্ধবম্ [১১।১১।৪]
একস্যৈব মমাংশস্য জীবস্যৈব মহামতে।
বন্ধোঽস্যাবিদ্যয়ানাদেবিদ্যায়া চ তথেতরঃ ॥২॥

[১১।১৬।১১]
গুণিনামপ্যহং সূত্রং মহতাঞ্চ মহানহম্।
সূক্ষ্মাণামপ্যহং জীবো দুর্জ্জয়ানামহং মনঃ ॥৩॥

শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-কৃত "মরীচিপ্রভা"-নাম্নী ব্যাখ্যা

গৌড়রাষ্ট্রসচীবত্বং হিত্বা গৌরপদাশ্রয়াৎ।
সনাতনং নুমস্তং যো জীবতত্ত্বমশিক্ষয়ৎ ॥

পরমেশ্বর হইতে চ্যুত হইয়া জীবের স্মৃতি বিপর্য্যয় ঘটিয়াছে। চ্যুত হইয়া মায়াগুণরূপ দ্বিতীয় বিষয়ে অভিনিবেশবশতঃ দেহাত্মাভিমানজনিত ভয় হইয়াছে। জীব কৃষ্ণমায়ায় বদ্ধ। অতএব গুরু-চরণাশ্রয়পূর্ব্বক পণ্ডিত ব্যক্তি অনন্য-ভক্তি-সহকারে সেই কৃষ্ণকে ভজন করিলে মায়া পার হন ॥ ১ ॥

ভগবান্ কহিলেন,—"হে উদ্ধব! হে মহামতি! জীব বলিয়া আমার একটি অংশ। তিনি অনাদি অবিদ্যাদ্বারা বদ্ধ এবং অনাদিবিদ্যাকর্ত্তৃক মুক্ত হন। এস্থলে অংশ শব্দের তাৎপর্য্য জানা আবশ্যক। ঈশ্বর অবিভাজ্য চিদ্বস্তু, অতএব কাষ্ঠ পাষাণের ন্যায় খণ্ড খণ্ড করিয়া তাঁহাকে অংশ করা যায় না। সেরূপ অংশ হইলে মূল বস্তু খর্ব্ব হয়। অতএব একদীপ হইতে বহুদীপ জ্বালিত হয় যেরূপ, সেরূপ অংশ কথঞ্চিত স্বীকার করা যায়। জড়ীয় দৃষ্টান্ত সম্যক্ হয় না। চিন্তামণি নিজে অবিকৃত থাকিয়া যেরূপ স্বর্ণ প্রসব করে, সেরূপ দৃষ্টান্তও আংশিকমাত্র। ঈশ্বরের অংশ দুইপ্রকার; একপ্রকার অংশের নাম স্বাংশ এবং অন্যপ্রকার অংশের নাম বিভিন্নাংশ। স্বাংশ-সম্বন্ধে বক্তব্য এই যে, মহাদীপ হইতে অন্য মহাদীপ উৎপন্ন হইয়া পূর্ব্ব মহাদীপের সর্ব্বপ্রকার শক্তি প্রাপ্ত হয়, তথাপি পূর্ব্বদীপ পূর্ণরূপে থাকে। এই স্বাংশ-লক্ষণ পুরুষাবতার ও লীলাবতারে আছে। বিভিন্নাংশ-সম্বন্ধে বক্তব্য এই যে, চিন্তামণি হইতে যে ক্ষুদ্রমণি ও স্বর্ণ হয়, তাহা চিন্তামণির মহাশক্তি প্রাপ্ত হয় না। কিছু কিছু তদ্ধর্ম্ম অণু-অংশে প্রকাশ পায়। ব্রহ্মাদি সকল জীব ইহার কার্য্যে উৎপন্ন হইয়া চিন্তামণির অনুগত না থাকিলে বিকৃত হয়। স্ব-স্ব কার্য্যের দায়িকতা ও অস্বাতন্ত্র্য লাভ করে। তবে কোন কোন বিভিন্নাংশে অধিকগুণ-শক্তি হয় এবং কোন কোন বিভিন্নাংশে অত্যল্প হয়। বিভিন্নাংশ কখনই চিন্তামণির প্রভূত ধর্ম্ম পায় না। জীব বিভিন্নাংশ ॥ ২ ॥

কৃষ্ণ বলিয়াছেন,—"গুণীদিগের মধ্যে আমি সূত্ররূপী প্রধান। বৃহৎদিগের মধ্যে আমি মহত্তত্ত্ব। সূক্ষ্মদিগের মধ্যে আমি জীব এবং দুর্জ্জয়দিগের মধ্যে আমি মন।" এস্থলে জীব যে সূক্ষ্ম চিৎকণ, তাহা জানা গেল ॥ ৩ ॥

ভগবান্ ও ভগবানের স্বাংশ অবতার বর্ণন করিয়া সূত কহিলেন যে, এতদতিরিক্ত আর একটী

সূতঃ শৌনকাদীন্ [১।৩।৩২]
অতঃপরং যদব্যক্তমব্যূঢ়গুণবৃংহিতম্ ।
অদৃষ্টাশ্রুতবস্তুত্বাৎ স জীবো যৎ পুনর্ভবঃ ।৪।।
পিপ্পলায়নো নিমিম্ [১১।৩।৩৮]
নাত্মা জজান ন মরিষ্যতি নৈধতেঽসৌ
ন ক্ষীয়তে সবনবিদ্ব্যভিচারিণাং হি ।
সর্ব্বত্র শশ্বদনপায়্যুপলব্ধিমাত্রং
প্রাণো যথেন্দ্রিয়বলেন বিকল্পিতং সৎ ।।৫।।
প্রহ্লাদো বয়স্যান্ [৭।৭।১৯-২১]
আত্মা নিত্যোঽব্যয়ঃ শুদ্ধ একঃ ক্ষেত্রজ্ঞ আশ্রয়ঃ ।
অবিক্রিয়ঃ স্বদৃগ্‌হেতুর্ব্যাপকোঽসঙ্গ্যনাবৃতঃ ।। ৬ ।।
এতৈর্দ্বাদশভির্বিদ্বানাত্মনো লক্ষণৈঃ পরৈঃ ।
অহং মমেত্যসদ্ভাবং দেহাদৌ মোহজং ত্যজেৎ ।।৭।।
স্বর্ণং যথা গ্রাবসু হেমকারঃ
ক্ষেত্রেষু যোগৈস্তদভিজ্ঞ আপ্নুয়াৎ ।
ক্ষেত্রেষু দেহেষু তথাত্মযোগৈ-
রধ্যাত্মবিদ্‌ব্রহ্মগতিং লভেত ।। ৮ ।।
[৭।৭।২৩, ২৫]
দেহস্তু সর্ব্বসংঘাতো জগৎ তস্থুরিতি দ্বিধা ।
অত্রৈব মৃগ্যঃ পুরুষো নেতি নেতীত্যতত্ত্যজন্ ।৯।।
বুদ্ধের্জাগরণং স্বপ্নঃ সুষুপ্তিরিতি বৃত্তয়ঃ ।
তা যেনৈবানুভূয়ন্তে সোঽধ্যক্ষঃ পুরুষঃ পরঃ ।।১০।।

তত্ত্ব আছে, তাহার নাম জীব। সূক্ষ্ম বলিয়া তাহা জড়জগদ্ব্যাপারে অব্যক্ত। তিনি জড়েন্দ্রিয়ের অতীত বলিয়া অদৃষ্ট ও অশ্রুত। তন্নিবন্ধন অব্যূঢ়-গুণ-বৃংহিত সেই জীবেরই পুনঃ পুনঃ দেহান্তর হয়। তিনি চিৎকণ বলিয়া অপ্রশস্ত অর্থাৎ ক্ষীণ। তদনুযায়ী শক্তিদ্বারা কিঞ্চিদুপলব্ধ বা পুষ্ট ।। ৪ ।।

পিপ্পলায়ন কহিলেন যে আত্মা দুই প্রকার অর্থাৎ পরমাত্মা ও জীবাত্মা। উভয় আত্মারই এক লক্ষণ। ভেদ এই যে, পরমাত্মা বিভুত্ব-প্রযুক্ত সক্ষম এবং জীবাত্মা অণুত্ব-প্রযুক্ত অক্ষম, সুতরাং জীব শক্ত্যন্তর দ্বারা চালিতব্য। আত্মার সাধারণ লক্ষণ এই যে, আত্মার ক্ষয়, জন্ম নাই। আত্মা মরেন না, আত্মা বৃদ্ধি হন না, আত্মার ক্ষয় নাই ; আগমাপায়ী ব্যভিচারী বস্তুসম্বন্ধে সবনজ্ঞ অর্থাৎ কালজ্ঞ, ইন্দ্রিয়-বলে চালিত হইয়া প্রাণ পৃথক্ থাকে, তদ্রূপ আত্মা সৎ, জ্ঞানমাত্র এবং সর্ব্বত্র সর্ব্বদা অনপায়ী। তাৎপর্য্য এই যে, আত্মা অজ, অমর, বৃদ্ধি-ক্ষয়-শূন্য, কালজ্ঞ, যে আধারে থাকেন তাহার সর্ব্বত্র সর্ব্বদা ব্যাপ্তিযুক্ত এবং উপলব্ধি অর্থাৎ জ্ঞানস্বরূপ ।। ৫ ।।

প্রহ্লাদ কহিলেন,—'আত্মা নিত্য, অব্যয়, শুদ্ধ, এক ক্ষেত্রজ্ঞ, আশ্রয়, অবিক্রিয়, স্বদৃক্, হেতু, ব্যাপক, অসঙ্গী ও অনাবৃত ।। ৬ ।।

পণ্ডিত লোক এই দ্বাদশ আত্মলক্ষণদ্বারা আত্মাকে নির্দ্দেশ করিয়া এই জড় দেহাদিতে 'অহং'-'মম'-রূপ মোহজ অসদ্ভাব পরিত্যাগ করিবেন ।। ৭ ।।

স্বর্ণ-বিষয়ে পণ্ডিত হেমকার যেরূপ পাষাণক্ষেত্রে নিহিত স্বর্ণকণসকল দ্রব্য ও ক্রিয়াযোগে প্রাপ্ত হয়, তদ্রূপ আত্মতত্ত্ববিৎ ব্যক্তি আত্মপ্রাপ্তির যোগদ্বারা দেহে ক্ষেত্রে নিহিত চিৎকণকে অনুসন্ধান করিয়া প্রাপ্ত হন এবং পরমাত্মগতি লাভ করেন ।। ৮ ।।

জঙ্গম ও স্থাবররূপ দুইপ্রকার সর্ব্বসংঘাত সর্ব্ব-মিলিত দেহে কোন্ অংশ আত্মা নন্ ও কোন্ অংশ আত্মা, ইহা বিচক্ষণপূর্ব্বক অতৎ ত্যাগ করিয়া আত্ম-পুরুষকে অন্বেষণ করিবে ।। ৯ ।।

জাগরণ, স্বপ্ন ও সুষুপ্তি—এই তিনটী বুদ্ধিবৃত্তি। সেই বৃত্তিগুলিকে যিনি অনুভব করেন, তিনি প্রকৃতির পরতত্ত্বস্বরূপ অধ্যক্ষ আত্মারূপ পুরুষ ।। ১০ ।।

(ক্রমশঃ)
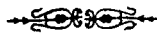
শ্রীগুরু-শিষ্য-সংবাদ

[পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রমোদ পুরী মহারাজ]

পুরাকালে বৈদিকযুগে শ্রীআয়োদ ধৌম্য নামে এক মহাতপা ঋষি ছিলেন। তাঁহার উপমন্যু, আরুণি ও বেদ নামক তিনজন শিষ্য ছিলেন। তখন গুরুদেব শিষ্যকে কিভাবে পরীক্ষা করিতেন, আর শিষ্য সেই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া কিরূপে গুরুকৃপায় বেদ-বেদান্তাদি সর্ব্বশাস্ত্রে পারঙ্গত হইতেন এবং ভগবৎ-

কৃপা লাভ করিতেন, তাহা আলোচনা করিলে অতীব বিস্মিত হইতে হয়।

(১) গুরুদেব আয়োদ ধৌম্য ঋষি তাঁহার পাঞ্চালদেশীয় শিষ্য আরুণিকে বলিলেন—বৎস আরুণে, তুমি আমার ধান্যক্ষেত্রের আল বন্ধন কর, যেন ক্ষেত্র হইতে জল বাহির হইয়া না যায়। আরুণি গুর্ব্বাজ্ঞা শিরে ধারণ করিয়া ক্ষেত্রসমীপে গিয়া জলের বহির্গতি রোধ করিবার জন্য অনেক উপায় অবলম্বন করিলেন, কিন্তু সব চেষ্টাই ব্যর্থ হওয়ায় পরিশেষে শুইয়া পড়িয়া জলের গতি রোধ করিলেন। শিষ্য-বৎসল গুরুদেব আরুণির প্রত্যাবর্ত্তনে বিলম্ব দেখিয়া অপর শিষ্যদ্বয়সহ ক্ষেত্রসমীপে গিয়া 'আরুণে, তুমি কোথায় আছ, শীঘ্র এস' বলিয়া উচ্চৈঃস্বরে ডাকিতে লাগিলেন। আরুণি তখন আল হইতে উঠিয়া আসিয়া গুরুদেবকে প্রণাম করিয়া কহিতে লাগিলেন—প্রভো, আমি ক্ষেত্রে জলনির্গমনের পথে শুইয়া পড়িয়া জলের গতি রোধ করিতেছিলাম, এক্ষণে আপনি ডাকিতেই উঠিয়া আসিয়াছি, অধুনা আমার কি কর্ত্তব্য কৃপাপূর্ব্বক আদেশ করুন। গুরুদেব প্রসন্নচিত্তে কহিলেন,—'তুমি আমার আদেশানুসারে ক্ষেত্রের আল সংরক্ষণ করিয়াছ, এজন্য তোমার নাম হইবে—উদ্দালক, আমার আদেশ নির্ব্বিচারে পালন-জন্য তুমি শ্রেয়োলাভ করিবে এবং সমগ্র বেদাদি ধর্ম্মশাস্ত্র তোমার অন্তরে স্ফূর্ত্তিপ্রাপ্ত হইবে।'

(২) মুনিবর তাঁহার আর এক শিষ্য উপমন্যুকে আদেশ করিলেন—বৎস উপমন্যো, তুমি আমার গো-সকলকে রক্ষা কর। উপমন্যু প্রত্যহ সকাল হইতে সারাদিন গরু চরাইয়া সন্ধ্যায় গোগণসহ গুরুগৃহে প্রত্যাবর্ত্তন পূর্ব্বক গুরুদেবকে প্রণাম করেন। এক-দিন গুরুদেব শিষ্যকে জিজ্ঞাসা করিলেন—বৎস, তুমি কি আহার কর, তোমাকে ত' বেশ হৃষ্টপুষ্ট দেখিতেছি? উপমন্যু কহিলেন,—প্রভো, আমি ভিক্ষা দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করি। তচ্ছ্রবণে গুরুদেব কহিলেন—যাবতীয় ভিক্ষান্ন আমাকে নিবেদন না করিয়া তোমার ত' তাহা ভোজন করা উচিত হইতেছে না। ইহার পর হইতে উপমন্যু তাঁহার ভিক্ষালব্ধ দ্রব্য সমস্তই গুরুদেবকে নিবেদন করিতে লাগিলেন, কিন্তু তথাপি তাঁহাকে স্থূলকায় দেখিয়া গুরুদেব শিষ্যকে কহিলেন—উপমন্যো, তুমি ভিক্ষালব্ধ দ্রব্য সমস্তই আমাকে অর্পণ কর, তথাপি তোমাকে ত' অনশনক্লিষ্ট দেখা যাইতেছে না, বেশ পুষ্ট দেখা যাইতেছে, তুমি এক্ষণে কি খাইতেছ? তচ্ছ্রবণে উপমন্যু কহিলেন—প্রভো, আমি প্রথমে ভিক্ষা করিয়া যাহা পাই, তৎসমস্তই আপনাকে সমর্পণ করি, অতঃপর পুনরায় ভিক্ষা করিয়া যাহা পাই, তদ্দ্বারা আমার জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করি। ইহা শুনিয়া গুরুদেব কহিলেন—বৎস, ইহা তোমার অত্যন্ত অন্যায় কার্য্য হইতেছে। ইহাতে অন্যান্য ভিক্ষাজীবি-গণের ভিক্ষাপ্রাপ্তিতে বিঘ্ন উৎপাদন করা হইতেছে, তুমিও লোভী হইয়া পড়িতেছ। অতঃপর উপমন্যু একবার মাত্র ভিক্ষা করতঃ সমস্ত ভিক্ষালব্ধ দ্রব্য গুরুদেবকে সমর্পণপূর্ব্বক গোদুগ্ধ খাইয়া জীবনধারণ করিতে লাগিলেন। এবার গুরুদেব শিষ্যকে পূর্ব্বা-পেক্ষা অধিক হৃষ্টপুষ্ট দেখিয়া শিষ্যের গোদুগ্ধ ভক্ষণ-দ্বারা জীবনধারণ করিবার কথা শ্রবণে কহি-লেন—উপমন্যো, আমার বিনা অনুমতিতে তোমার গোদুগ্ধ ভক্ষণ করা অত্যন্ত অন্যায় কার্য্য হইয়াছে। তখন উপমন্যু গোদুগ্ধ না খাইয়া গোবৎস সমূহের মুখোদ্গীর্ণ ফেন খাইয়া জীবনধারণ করিতে লাগি-লেন। গোদুগ্ধ ভক্ষণনিবারণ-সত্ত্বেও উপমন্যুকে স্থূলকায় দেখিয়া তৎকারণানুসন্ধানে উপমন্যুর ফেন-ভক্ষণ-দ্বারা জীবনধারণ কথা-শ্রবণে গুরুদেব কহি-লেন—ইহাও তোমার অত্যন্ত বিগর্হিত কার্য্য হইতেছে। যেহেতু গোবৎসগণ তোমার প্রতি দয়াপরবশ হইয়া অধিক ফেন উদ্গীরণ করায় তাহাদের পুষ্টির ব্যাঘাত হইতেছে। সুতরাং ফেনভক্ষণও তোমার উচিত হইতেছে না। এইরূপ গুরুবাক্য শ্রবণ করিয়া উপমন্যু ফেনভক্ষণও পরিত্যাগ পূর্ব্বক গরু চরাইতে চরাইতে একদিন অত্যন্ত ক্ষুধাকাতর হইয়া অর্কপত্র (আকন্দের পাতা) ভক্ষণ করায় তাঁহার দুইচক্ষুই দৃষ্টিশক্তিশূন্য হইয়া পড়িল। তিনি চলিতে চলিতে একটি অন্ধকূপের মধ্যে পড়িয়া গেলেন। উপমন্যু সন্ধ্যায় গুরুগৃহে ফিরিয়া না আসায় গুরুদেব তাঁহার অপর শিষ্যদ্বয় সমভিব্যাহারে অরণ্যমধ্যে গিয়া তাঁহার নাম ধরিয়া ডাকিতে লাগিলেন। উপমন্যু কূপের ভিতর হইতে ক্ষীণস্বরে তাঁহার অবস্থা

জানাইলে গুরুদেব ধৌম্য মুনি উচ্চৈঃস্বরে কহিলেন —বৎস, তুমি স্বর্গীয় বৈদ্য অশ্বিনীকুমারদ্বয়কে স্মরণ কর, তাঁহারা তোমার অন্ধত্ব দূর করিয়া দিবেন। শিষ্য গুরুবাক্যানুসারে তাঁহাদিগকে স্মরণ করিতে থাকিলে—তাঁহারা (স্বর্গীয় বৈদ্যদ্বয়) কূপমধ্যে তৎ-সমীপে আবির্ভূত হইয়া তাঁহাকে একটি পিষ্টক ভক্ষণ করিতে দিলেন। উপমন্যু কহিলেন—প্রভো আমি গুরুদেবকে ইহা নিবেদন না করিয়া কিরূপে ভক্ষণ করিব ? তাহাতে বৈদ্যদ্বয় কহিলেন—তোমার গুরুদেব পূর্ব্বে আমাদিগের স্তব করতঃ আমাদের নিকট হইতে এইরূপ পিষ্টক পাইয়া তাহা গুরুকে নিবেদন না করিয়াই ত' ভক্ষণ করিয়াছিলেন। কিন্তু উপমন্যু গুরুকে নিবেদন না করিয়া সেই পিষ্টক ভক্ষণ করিতে যখন কিছুতেই স্বীকৃত হইলেন না, তখন তাঁহার নিষ্কপট গুরুভক্তিদর্শনে প্রীত হইয়া কুমারদ্বয় তাঁহার অন্ধত্ব দূর করিয়া তাঁহাকে চক্ষুদান করিলেন এবং তাঁহাকে সর্ব্বপ্রকার শ্রেয়োলাভের আশীর্ব্বাদ জানাইয়া অন্তর্হিত হইলেন। তখন উপ-মন্যু দর্শনশক্তি লাভ করতঃ কূপমধ্য হইতে উত্থিত হইয়া গুরুপাদপদ্মসমীপে সমাগত হইলেন এবং গুরুপাদপদ্মে সাষ্টাঙ্গে প্রণতি জ্ঞাপনপূর্ব্বক সকল বৃত্তান্ত তৎসমীপে নিবেদন করিলেন। গুরুদেবও তাঁহার প্রতি প্রসন্ন হইয়া কহিলেন—বৎস, স্বর্গীয় বৈদ্য অশ্বিনীকুমারদ্বয়ের প্রসাদে তোমার মঙ্গল হইবে এবং বেদাদি শাস্ত্রেও তুমি জ্ঞান লাভ করিতে পারিবে।

(৩) মুনিবর আয়োদধৌম্য তাঁহার তৃতীয় শিষ্য বেদকেও তাঁহার গৃহে বাস করতঃ তাঁহার সেবা করিতে বলিলেন। বেদ গুর্ব্বাদেশে দীর্ঘকাল গুরু-গৃহে বাস করতঃ কঠোর পরিশ্রমের সহিত শীতগ্রীষ্ম ক্ষুধাতৃষ্ণাদি অম্লানবদনে সহ্য করিতে করিতে সর্ব্বান্তঃকরণে নিষ্কপটে গুরুসেবা করিতে লাগিলেন। গুরুদেব প্রসন্ন হইলেন। শিষ্য বেদ গুরুকৃপায় সর্ব্ববিধশ্রেয়ঃ ও সর্ব্বজ্ঞতা লাভ করিলেন।

এইরূপে সেকালে শ্রীগুরুদেব তাঁহার শিষ্যকে নানাভাবে পরীক্ষা করিতেন। শিষ্যের নিষ্কপট সেবাবৃত্তি দর্শনে গুরুদেব প্রসন্ন হইলে শিষ্যেরও আর অপ্রাপ্য কিছুই থাকিত না। সর্ব্বকালেই সচ্ছিষ্যের সদ্গুরুসেবাদর্শ এইরূপই হওয়া কর্ত্তব্য। গুরুদেবের আদেশ অবিচারেই পালনীয়। তবে পারমার্থিক বিচারে সচ্ছিষ্য সদ্গুরুপাদপদ্মে শুদ্ধ কৃষ্ণভক্তি ব্যতীত অন্য কিছুই প্রার্থনা করেন না। 'যস্য প্রসাদাৎ ভগ-বৎ প্রসাদঃ, যস্য অপ্রসাদাৎ ন গতিঃ কুতোঽপি'—যাঁহার কৃপাতেই ভগবৎকৃপা লাভ হয়, যাঁহার কৃপা না হইলে শিষ্য কুত্রাপি কোন সদ্গতিই লাভ করিতে পারে না। শ্বেতাশ্বতরশ্রুতিবাক্যেও কথিত হইয়াছে—

'যস্য দেবে পরা ভক্তির্যথা দেবে তথা গুরৌ।
তস্যৈতে কথিতা হ্যর্থাঃ প্রকাশন্তে মহাত্মনঃ ॥'
—শ্বেতাশ্বতর ৬।২৩

অর্থাৎ 'যাঁহার শ্রীভগবানে পরাভক্তি বর্ত্তমান, আবার যেমন শ্রীভগবানে, তেমন শ্রীগুরুদেবেও শুদ্ধ-ভক্তি আছে, সেই মহাত্মার সম্বন্ধে এই সকল বিষয় অর্থাৎ শ্রুতির মর্ম্মার্থ উপদিষ্ট হইয়া প্রকাশ পাইয়া থাকে।'

শ্রুতিস্মৃতিপুরাণাদি শাস্ত্রে ঐরূপ গুরুভক্তির বহু মহিমা কীর্ত্তিত হইয়াছে। গুরুসেবায় উদাসীন ব্যক্তি কখনই কৃষ্ণকৃপা লাভ করিতে পারেন না।

আমরা শ্রীমদ্ভাগবত ১০ম স্কন্ধ ৮০তম (অশীতি-তম) অধ্যায়ে শ্রীকৃষ্ণসুদামা উপাখ্যানে দেখিতে পাই —স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার সখা সুদামার সহিত একটি বড় কাঠের বোঝা মাথায় করিয়া গহন অরণ্যমধ্যে প্রায় একদিন একরাত্র—২৪ ঘণ্টাকাল দারুণ ঝড়বৃষ্টিবর্ষণ-ক্লেশ সহ্য করিবার লীলা প্রদর্শন করতঃ গুরুসেবার মহান্ আদর্শ সংস্থাপন করিয়াছেন। যাঁহার ভয়ে বায়ু প্রবহমান হন, সূর্য্য তাপ প্রদান, ইন্দ্র বারিবর্ষণ ও অগ্নি দহনকার্য্য করেন, মহাকাল যাঁহার ভয়ে ভীত, যিনি সকল দেবতার পরমারাধ্য পরমদেবতা, যিনি জগত্ত্রয়ের আদি-গুরু, সেই স্বয়ং কৃষ্ণই আপনি আচরি' ধর্ম্ম জীবেরে শিখায়। তাঁহারই শ্রীমুখোক্তি—"সর্ব্বভূতান্তর্যামী আমি গুরুশুশ্রূষা-দ্বারা যেরূপ সন্তুষ্ট হই, ব্রহ্মচর্য্য-গার্হস্থ্য-বানপ্রস্থ বা সন্ন্যাসধর্ম্মদ্বারাও তাদৃশ সন্তোষ প্রাপ্ত হই না।" —ভাঃ ১০।৮০।৩৪। শ্রীগুরুদেব সান্দীপনি মুনিবরও বনমধ্যে তাঁহাদিগকে অত্যন্ত কাতরাবস্থায় দেখিয়া বলিয়াছিলেন—"হে বৎস, এই শরীর সমস্ত প্রাণিগণেরই অতি প্রিয় পদার্থ, অহো তোমরা আমার প্রতি আসক্ত হইয়া তাদৃশ শরীরকেও

অনাদরপূর্ব্বক আমার প্রয়োজনসিদ্ধির নিমিত্ত অতিশয় কষ্ট ভোগ করিয়াছ। গুরুদেবের উদ্দেশে এইরূপ ভক্তিসহকারে সর্ব্বার্থসাধক শরীর সমর্পণ করিয়া উত্তম শিষ্যগণ গুরুর প্রত্যুপকার সাধন করিবে (কর্ত্তব্যং গুরুনিষ্কৃতং)। হে দ্বিজশ্রেষ্ঠগণ, আমি তোমাদের প্রতি সন্তুষ্ট হইয়াছি, অতএব তোমাদের মনোরথ সফল হউক এবং অধীত বেদশাস্ত্রসকল ইহলোক ও পরলোকে সর্ব্বদা সারযুক্ত হইয়া অবস্থান করুক।" এইরূপে শাস্ত্রে গুর্ব্বাত্মদৈবত সচ্ছিষ্যের সদ্গুরুকৃপায় সর্ব্বার্থসিদ্ধি প্রাপ্তির বহু দৃষ্টান্ত প্রদত্ত হইয়াছে।

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত অন্ত্যলীলা ৮ম পরিচ্ছেদে শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী মহতের অনুগ্রহ ও নিগ্রহের দুইটি দৃষ্টান্ত-দ্বারা আমাদিগকে বিশেষভাবে সাবধান করিয়াছেন—মহত্তম জগদ্গুরু শ্রীল মাধবেন্দ্র পুরীপাদের অনুগ্রহ পাইয়া তচ্ছিষ্যবর শ্রীল ঈশ্বর পুরীপাদ 'প্রেমের সাগর'-স্বরূপ হইলেন, পরন্ত তচ্ছিষ্য শ্রীরামচন্দ্রপুরী গুরুদেবের নিগ্রহ অর্থাৎ শাস্তি বা দণ্ড পাইয়া 'সর্ব্বনিন্দাকর' হইয়া পড়িলেন।

শ্রীল মাধবেন্দ্রপুরীপাদ তাঁহার অপ্রকটলীলাকালে অপ্রাকৃত বিপ্রলম্ভরসে কৃষ্ণবিরহকাতর হইয়া কৃষ্ণনাম সংকীর্ত্তন করিতে করিতে 'মথুরা পাইলাম না' বলিয়া অত্যন্ত কাতরভাবে ক্রন্দন করিতেছেন। তৎকালে শ্রীরামচন্দ্রপুরী "তাঁহার অপ্রাকৃত বিপ্রলম্ভস্ফূর্ত্তি বুঝিতে অসমর্থ হইয়া লৌকিক বিচারক্রমে মর্ত্ত্যজ্ঞানে (তাঁহাকে) প্রাকৃত অভাবজন্য শোককাতর জানিয়া নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মের অনুভূতি করাইবার জন্য ব্যস্ত হইলেন। তাহাতে মাধবেন্দ্রপুরী শিষ্যের মূর্খতা ও গুর্ব্ববজ্ঞা উপলব্ধি করিয়া তাঁহার মঙ্গলাকাঙ্ক্ষা হইতে বিরত হইলেন এবং (তাঁহাকে) ত্যাগ করিয়া তাড়াইয়া দিলেন।" (অনুভাষ্য) তাই শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী লিখিয়াছেন—

"পূর্ব্বে যবে মাধবেন্দ্রপুরী করেন অন্তর্দ্ধান।
রামচন্দ্রপুরী তবে আইলা তাঁর স্থান॥
পুরীগোসাঞি করেন কৃষ্ণনাম সংকীর্ত্তন।
'মথুরা না পাইনু' বলি' করেন ক্রন্দন॥
রামচন্দ্রপুরী তবে উপদেশে তাঁরে।
শিষ্য হঞা গুরুকে কহে, ভয় নাহি করে॥
'তুমি—পূর্ণ-ব্রহ্মানন্দ করহ স্মরণ।
ব্রহ্মবিৎ হঞা কেনে করহ রোদন?॥'
শুনি' মাধবেন্দ্রমনে ক্রোধ উপজিল।
'দূর দূর পাপিষ্ঠ' বলি' ভর্ৎসনা করিল॥
'কৃষ্ণকৃপা' না পাইনু, না পাইনু 'মথুরা'।
আপন দুঃখে মরোঁ,—এই দিতে আইল জ্বালা॥
মোরে মুখ না দেখাবি তুই, যাও যথি-তথি।
তোরে দেখি' মৈলে মোর হবে অসদ্গতি॥
কৃষ্ণ না পাইনু, মরোঁ আপনার দুঃখে।
মোরে 'ব্রহ্ম' উপদেশে এই ছার মূর্খে॥"

—চৈঃ চঃ অ ৮।১৬-২৩

শ্রীল মাধবেন্দ্রপুরী এইপ্রকারে রামচন্দ্রপুরীকে উপেক্ষা করিলেন, সেই অপরাধ-ফলে তাঁহার 'বাসনা জন্মিল'। শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ এই 'বাসনা' শব্দের অর্থ জানাইয়াছেন—"শুষ্কজ্ঞান-বাসনা, তাহা হইতে ভক্তদিগের নিন্দা।" (অঃ প্রঃ ভাঃ) এতদ্বিষয়ে 'ভক্তিসন্দর্ভ' ১১১ সংখ্যায় লিখিত আছে—

"জীবন্মুক্তা অপি পুনর্যান্তি সংসারবাসনাম্।
যদ্যচিন্ত্যমহাশক্তৌ ভগবত্যপরাধিনঃ॥"

অর্থাৎ অচিন্ত্য মহাশক্তিসম্পন্ন ভগবচ্চরণে অপরাধ হইলে জীবন্মুক্ত অবস্থাপ্রাপ্ত ব্যক্তিগণও পুনরায় সংসারবাসনাবদ্ধ হইয়া পড়েন।

কেহবা শুষ্কজ্ঞানী হইয়া ভক্তগণের নিন্দাপরায়ণ, কেহবা অতিঘৃণিত স্ত্রীসঙ্গাদিদোষদুষ্টও হইয়া পড়ে।

এস্থলে রামচন্দ্রপুরী গুর্ব্ববজ্ঞাফলে কৃষ্ণসম্বন্ধশূন্য শুষ্ক ব্রহ্মজ্ঞানী ও সর্ব্বলোকনিন্দক হইয়া পড়িলেন। নিন্দাতেই নির্ব্বন্ধ হইল অর্থাৎ নিষ্ঠার সহিত পরনিন্দায় আসক্তি বর্দ্ধিত হইল। বিষ্ণু বৈষ্ণব—সকলকেই তিনি নিন্দা করিয়া বেড়াইতে লাগিলেন। "গুণ শত আছে, তাহা না করে গ্রহণ। গুণমধ্যেও ছলে করে দোষ আরোপণ॥"

এদিকে শ্রীল ঈশ্বরপুরীপাদ তাঁহার ঐকান্তিকী গুরুভক্তিপ্রভাবে গুরুকৃপায় প্রেমধনে মহাধনী হইলেন। তাই শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী লিখিয়াছেন—

"ঈশ্বরপুরী করেন শ্রীপাদসেবন।
স্বহস্তে করেন মলমূত্রাদি মার্জ্জন॥
নিরন্তর কৃষ্ণনাম করায় স্মরণ।
কৃষ্ণনাম, কৃষ্ণলীলা শুনায় অনুক্ষণ॥

তুষ্ট হঞা পুরী তাঁরে কৈলা আলিঙ্গন।
বর দিলা,—'কৃষ্ণে তোমার হউক প্রেমধন'॥
সেই হৈতে ঈশ্বরপুরী—প্রেমের সাগর।
রামচন্দ্রপুরী হৈল—সর্ব্বনিন্দাকর॥
মহদনুগ্রহ-নিগ্রহের সাক্ষী দুই জনে।
এই দুই দ্বারে শিখাইলা জগজনে॥"

—চৈঃ চঃ অ ৮।২৬-৩০

জগদ্‌গুরু মাধবেন্দ্রপুরীপাদ জগৎকে প্রেম দান করিয়া নিম্নোক্ত শ্লোকটি কীর্ত্তন করিতে করিতে অপ্রকটলীলা আবিষ্কার করিলেন—

"অয়ি দীনদয়ার্দ্র নাথ হে
মথুরানাথ কদাবলোক্যসে।
হৃদয়ং ত্বদলোককাতরং
দয়িত ভ্রাম্যতি কিং করোম্যহম্॥"

—চৈঃ চঃ অ ৮।৩২

এই শ্লোকটি পদ্যাবলীতে ধৃত হইয়াছে। শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতে মধ্য ৪র্থ পরিচ্ছেদ ১৯৭ সংখ্যায়ও এই শ্লোকটি উদ্ধার করা হইয়াছে। শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী লিখিয়াছেন—স্বয়ং শ্রীরাধারাণী, শ্রীল মাধবেন্দ্রপুরীপাদ ও মহাপ্রভু—মাত্র এই তিনজনেরই এই শ্লোকের আস্বাদনযোগ্যতা—

"এই শ্লোক কহিয়াছেন রাধাঠাকুরাণী।
তাঁর কৃপায় স্ফুরিয়াছে মাধবেন্দ্রবাণী॥
কিবা গৌরচন্দ্র ইহা করে আস্বাদন।
ইহা আস্বাদিতে আর নাহি চৌঠজন॥"

—চৈঃ চঃ ম ৪।১৯৪-১৯৫

শ্রীস্বরূপরূপানুগবর ঠাকুর ভক্তিবিনোদ তাঁহার অমৃতপ্রবাহভাষ্যে ঐ শ্লোকটির ব্যাখ্যায় যে সংক্ষিপ্ত তাৎপর্য্য প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা পাঠকগণের অবগতির জন্য নিম্নে প্রদত্ত হইল ঃ—

শ্লোকানুবাদ—"ওহে দীনদয়ার্দ্র নাথ! ওহে মথুরানাথ! কবে তোমাকে দর্শন করিব! তোমার দর্শনাভাবে আমার কাতর হৃদয় অস্থির হইয়া পড়িয়াছে। হে দয়িত, আমি এখন কি করিব?"

তাৎপর্য্য—"শুদ্ধভক্তিবাদী বেদান্তমূলক বৈষ্ণবগণ চারি সম্প্রদায়ে বিভক্ত। তন্মধ্যে শ্রীমধ্বাচার্য্য-সম্প্রদায় স্বীকারপূর্ব্বক শ্রীমাধবেন্দ্রপুরী বৈষ্ণবসন্ন্যাস গ্রহণ করিয়াছিলেন। মধ্বাচার্য্য হইতে মাধবেন্দ্রের গুরু লক্ষ্মীপতি পর্য্যন্ত ঐ সম্প্রদায়ে শৃঙ্গাররসময়ীভক্তি ছিল না। তাঁহাদের যেরূপ ভক্তি ছিল, তাহা মহাপ্রভুর দক্ষিণদেশ-ভ্রমণসময়ে তত্ত্ববাদিগণের সহিত যে বিচার হয়, তাহাতে জানিতে পারা যায়। শ্রীমাধবেন্দ্র পুরী এই অপূর্ব্ব শ্লোক রচনাদ্বারা শৃঙ্গাররসময়ী ভক্তির বীজ বপন করেন। ইহাতে ভাব এই যে, মথুরারাজ্যপ্রাপ্ত শ্রীকৃষ্ণের বিচ্ছেদে শ্রীমতী রাধিকার মহাপ্রেমের যে উচ্ছ্বাস হইয়াছিল, সেই ভাবের অনুগত হইয়া যে কৃষ্ণভজন করা যায়, তাহাই সর্ব্বোত্তম। এই রসের ভক্ত আপনাকে অত্যন্ত দীনজ্ঞানে দীন-দয়ার্দ্র নাথকে এইভাবে ডাকিবেন। **জীবের পক্ষে কৃষ্ণের বিচ্ছেদগত ভাবই স্বাভাবিক ভজন**। কৃষ্ণ মথুরায় গমন করিয়াছেন, তাঁহার অদর্শনে শ্রীমতীর হৃদয় নিতান্ত কাতর হইয়া তাঁহার দর্শন-লালসায় বলিতেছেন,—'হে কান্ত, তোমার দর্শনাভাবে আমার হৃদয় নিতান্ত ব্যাকুল। বল, আমি কি করিলে তোমার দর্শন পাই? আমাকে দীনজন জানিয়া তুমি দয়ার্দ্র হও।' শ্রীমাধবেন্দ্রপুরীর এই ভাবের সহিত শ্রীমন্মহাপ্রভুতে প্রকাশিত শ্রীমতীর উদ্ধবদর্শনে যে ভাব-বৈচিত্র্যের বর্ণন হইয়াছে, তাহার সাদৃশ্য অনায়াসেই দেখিতে পাওয়া যায়। এইজন্যই মহাজনগণ বলিয়াছেন যে,—শৃঙ্গাররসতরুর মূল—মাধবেন্দ্রপুরী, ঈশ্বরপুরী—তাহার প্ররোহ, শ্রীমন্মহাপ্রভু—তাহার মূলস্কন্ধ, প্রভুর অনুগত ভক্তগণ—তাহার শাখা-প্রশাখা।"

রেমুণায় শ্রীগোপীনাথদর্শনে মহাপ্রভুর এই ভাবের উদয় হইয়াছিল।

শ্রীমন্মহাপ্রভুর পরমপ্রিয়তম শ্রীরূপানুগবর শ্রীভক্তিবিনোদধারাশ্রিত সদ্‌গুরুচরণাশ্রয়ে ভাগ্যবান্ সচ্ছিষ্যেরও এইরূপ ভাব-সমৃদ্ধি সম্ভব হইতে পারে। বস্তুতঃ কৃষ্ণের বিচ্ছেদগত ভাব-সমৃদ্ধ ভজনবিজ্ঞ গুরুপাদপদ্মের নিষ্কপট কৃপা-প্রভাবেই তচ্চরণে নিষ্কপটে শরণাগত গুরুদেবতাত্মা—গুরুগতপ্রাণ সচ্ছিষ্যেরই ঐপ্রকার অপ্রাকৃত-ভক্তিরসামৃতসিন্ধুতে অবগাহন এবং বিশুদ্ধ ভক্তিরসামৃত আস্বাদনের সৌভাগ্য লাভ হইতে পারে।

আমরা আমাদের শ্রীগুরুপরম্পরামধ্যে আমাদের পূর্ব্বগুরু শ্রীশ্রীল নরোত্তম ঠাকুর মহাশয়ের জীবন-

ভাগবতেও দেখিতে পাই—তিনি রাজপুত্র হইয়াও শ্রীব্রজমণ্ডলে দ্বাদশবনের অন্যতম খদিরবনে শ্রীশ্রী-লোকনাথ গোস্বামিপাদের বহির্গমনস্থল পরিষ্কারাদি সেবাও অত্যন্ত আন্তরিক নিষ্ঠাসহকারে সম্পাদনপূর্ব্বক কিভাবে গুরুকৃপায় পরমদুর্লভ প্রেম্‌সম্পদের অধিকার প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। অবশ্য শ্রীল ঈশ্বরপুরীপাদ, শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর মহাশয় প্রমুখ গৌরজনগণ নিত্যসিদ্ধ ভগবৎপার্ষদ হইয়াও আমাদেরই শিক্ষার নিমিত্ত সাধনাদর্শ প্রদর্শন করিয়া গিয়াছেন।

সর্ব্বসেব্য স্বয়ং ভগবান্ কৃষ্ণচন্দ্রই গুরু বা আচার্য্যরূপ সেবকবিগ্রহ প্রকট করতঃ নিজ আচরণাদর্শদ্বারা আমাদিগকে সাধনভজন শিক্ষা প্রদান করিয়াছেন ও করিতেছেন। এজন্য স্বয়ং বিষয়বিগ্রহ সেব্যতত্ত্বই আশ্রয়বিগ্রহ-স্বরূপ সেবকরূপ ধারণ করিলেও উভয়তত্ত্বেরই নিত্যবৈশিষ্ট্য সংরক্ষণ করিতে হইবে। নতুবা রসাভাস ও সিদ্ধান্তবিরোধ দোষ ঘটিয়া হিতে বিপরীত ফল সংঘটিত হইবে। কৃষ্ণেরই করুণাশক্তি গুরুরূপে বিগ্রহ ধারণ করিয়াছেন, এজন্য শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী লিখিয়াছেন—

"গুরু কৃষ্ণরূপ হন শাস্ত্রের প্রমাণে।
গুরুরূপে কৃষ্ণ কৃপা করেন ভক্তগণে॥"

আমরা আমাদের শ্রীগুরুপাদপদ্মকে প্রণাম করি —'শ্রীগৌরকরুণাশক্তি-বিগ্রহায় নমোঽস্তু তে' বলিয়া। কৃষ্ণও ভক্তরাজ উদ্ধবকে উপলক্ষ্য করিয়া বলিতেছেন —আচার্য্যং মাং বিজানীয়াৎ। আর বেদও (ছান্দোগ্য ৬।১৪।২) বলিতেছেন—

"আচার্য্যবান্ পুরুষো বেদ"

অর্থাৎ আচার্য্য হইতে লব্ধদীক্ষ ব্যক্তিই সেই পরব্রহ্মকে জানেন।

মুণ্ডক শ্রুতিও (১।২।১২) বলিয়াছেন—

"তদ্বিজ্ঞানার্থং স গুরুমেবাভিগচ্ছেৎ।
সমিৎপাণিঃ শ্রোত্রিয়ং ব্রহ্মনিষ্ঠম্॥"

অর্থাৎ "সেই ভগবদ্ বস্তুর বিজ্ঞান (প্রেমভক্তি-সহিত জ্ঞান) লাভ করিবার জন্য তিনি (শিষ্য) সমিধহস্তে বেদতাৎপর্য্যজ্ঞ ও কৃষ্ণতত্ত্ববিৎ সদ্গুরু-সমীপে কায়মনোবাক্যে গমন করিবেন।

শ্রীমদ্ভাগবতেও কথিত হইয়াছে—

"তস্মাদ্‌গুরুং প্রপদ্যেত জিজ্ঞাসুঃ শ্রেয় উত্তমম্।
শাব্দে পরে চ নিষ্ণাতং ব্রহ্মণ্যুপশমাশ্রয়ম্॥"

অর্থাৎ "কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্যজিজ্ঞাসু পুরুষ উত্তম শ্রেয়ঃ (মঙ্গল) অবগত হইবার জন্য সদ্গুরুকে আশ্রয় করিবেন। তিনি শব্দব্রহ্মে অর্থাৎ শ্রুতিশাস্ত্রসিদ্ধান্তে সুনিপুণ ও পরব্রহ্মে নিষ্ণাত অর্থাৎ যিনি অধোক্ষজ অনুভূতি লাভ করিয়াছেন এবং তজ্জন্য যিনি কোন প্রাকৃত ক্ষোভের বশীভূত নহেন, তিনিই সদ্গুরু।"

কিন্তু এইরূপ সদ্‌গুরুপাদাশ্রয়ের অভিনয়মাত্র করিলে চলিবে না, গুর্ব্বানুগত্য হইতে ক্ষণমাত্র বিচলিত হইলেই নরকগামী হইতে হইবে। শাস্ত্র বলিতেছেন—

"তাঁর (অর্থাৎ গুরুর) উপদেশ-মন্ত্রে
মায়াপিশাচী পলায়।
কৃষ্ণভক্তি পায়, কৃষ্ণনিকটে যায়॥
তা'তে কৃষ্ণ ভজে, করে গুরুর সেবন।
মায়াজাল ছুটে, পায় কৃষ্ণের চরণ॥"

শ্রীকৃষ্ণতত্ত্ববেত্তা শ্রীগুরুদেব সম্বন্ধাভিধেয়-প্রয়োজন-জ্ঞানোপদেষ্টা। সেই জ্ঞান পাইতে হইলে তাঁহাতে প্রণিপাত, পরিপ্রশ্ন ও সেবাবৃত্তিসম্পন্ন হইতে হইবে। তাই শ্রীভগবান্ তাঁহার শ্রীমুখনিঃসৃত গীতাশাস্ত্রে কহিয়াছেন—

"তদ্বিদ্ধি প্রণিপাতেন পরিপ্রশ্নেন সেবয়া।
উপদেক্ষ্যন্তি তে জ্ঞানং জ্ঞানিনস্তত্ত্বদর্শিনঃ॥"
—গীঃ ৪।৩৪

অর্থাৎ 'তুমি তত্ত্বদর্শী—দিব্যজ্ঞানোপদেষ্টা গুরুবর্গকে দণ্ডবৎ প্রণিপাতপূর্ব্বক ও নিষ্কপট পরিচর্য্যাদ্বারা সন্তুষ্ট করতঃ 'কে আমি, কেন মোরে জারে তাপত্রয়' ইত্যাদি সঙ্গত প্রশ্ন জিজ্ঞাসা কর, তাঁহারা (পরব্রহ্ম বিষয়ে অপরোক্ষানুভূতিসম্পন্ন মহাত্মা গুরুবর্গ) তোমাকে জ্ঞান উপদেশ করিবেন।"

এস্থলে দেখা যাইতেছে—গুরুদেবকে শুধু প্রণিপাত ও পরিপ্রশ্ন করিলেই চলিবে না, নিষ্কপটে তাঁহার সেবাও করিতে হইবে আর সেই সেবা হইবে প্রীতিমূলা। প্রীতিহীনা সেবার কোন মূল্য নাই। শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর মহাশয় গাহিতেছেন—"কিরূপে পাইব সেবা (যুগলবিলাস সেবা) মুই দুরাচার। শ্রীগুরুবৈষ্ণবে রতি না হ'ল আমার॥" "শ্রীগুরুচরণে

রতি এই সে উত্তমা গতি ; যে প্রসাদে পূরে সর্ব্ব আশা।" ইত্যাদি। আবার গুরু, বৈষ্ণব ও ভগবান্—এই তিনেরই স্মরণের কথা আছে, ইঁহাদের কোনটিকেই বাদ দেওয়া চলিবে না। অনেকস্থলে দেখা যায়, দীক্ষাগুরুকে একটু মর্য্যাদা প্রদর্শন করা হইল বটে, কিন্তু অন্যান্য বৈষ্ণবের প্রতি ঔদাসীন্য প্রদর্শন করা হইল, তাহা চলিবে না। সকলের প্রতিই নিষ্কপটে যথাযোগ্য মর্য্যাদা প্রদর্শন করিতে হইবে। "গুরু, বৈষ্ণব, ভগবান্—তিনের স্মরণ। তিনের স্মরণে হয় বিঘ্নবিনাশন। অনায়াসে হয় নিজ বাঞ্ছিত পূরণ॥". ইহাই মহাজন-বাক্য।

শ্রীগৌরপার্ষদ ও গৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্যগণের সংক্ষিপ্ত চরিতামৃত

[ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ]

(৪৬)

শ্রীল রঘুনন্দন ঠাকুর

'ব্যূহস্তৃতীয়ঃ প্রদ্যুম্নঃ প্রিয়নর্ম্মসখোঽভবৎ।
চক্রে লীলাসহায়ং যো রাধামাধবয়োর্ব্রজে।
শ্রীচৈতন্যাদ্বৈততনুঃ স এব রঘুনন্দনঃ॥'
—গৌঃ গঃ ৭০

'প্রদ্যুম্ন তৃতীয় ব্যূহ, যিনি কৃষ্ণের প্রিয়নর্ম্মসখা হইয়া ব্রজে রাধামাধবের লীলার সহায়তা করিয়াছিলেন, তিনিই এক্ষণে শ্রীচৈতন্যের অভিন্নদেহ হইয়া রঘুনন্দন হইয়াছেন।'

ইনি বৈদ্যকুলে * আবির্ভূত হইয়াছিলেন। তাঁহার আবির্ভাব সন কাহারও মতে ১৪৩২ শকাব্দ। ইঁহার পিতার নাম শ্রীমুকুন্দ দাস, মাতার নাম অপরিজ্ঞাত। রঘুনন্দন ঠাকুরের পিতা শ্রীমুকুন্দ দাস শ্রীনরহরি সরকার ঠাকুরের জ্যেষ্ঠভ্রাতা ছিলেন। শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত মধ্যলীলা পঞ্চদশ পরিচ্ছেদে রঘুনন্দনের পিতা শ্রীমুকুন্দ দাস রাজবৈদ্য ছিলেন, তাহা স্পষ্ট-ভাবে উল্লিখিত হইয়াছে। যথা—'বাহ্যে রাজবৈদ্য ইঁহা করে রাজসেবা। অন্তরে প্রেম ইঁহার জানিবেক কেবা॥' শ্রীমুকুন্দ দাস বাদশাহের চিকিৎসা করিতে গিয়া ময়ুরের পুচ্ছের পাখা দেখিয়া মূর্ছিত হইয়া পড়িয়াছিলেন। প্রসঙ্গটী চৈতন্যচরিতামৃতে বর্ণিত হইয়াছে। বর্দ্ধমান জেলার অন্তর্গত শ্রীখণ্ডে ইঁহার শ্রীপাট ছিল। বর্দ্ধমান-কাটোয়া রেললাইনে কাটোয়ার পূর্ব্বেই শ্রীপাট শ্রীখণ্ড ও তৎপরে শ্রীখণ্ড ষ্টেশন। শ্রীখণ্ড ষ্টেশন হইতে শ্রীপাটের † দূরত্ব এক মাইল। শ্রীল রঘুনন্দন ঠাকুর বসন্তপঞ্চমী তিথিতে আবির্ভূত হইয়াছিলেন। রঘুনন্দনের খুল্ল-তাত শ্রীনরহরি সরকার ঠাকুর রঘুনন্দন ঠাকুরকে বাল্যকাল হইতে অতীব স্নেহের সহিত লালনপালন করিয়াছিলেন।

যেখানে কৃষ্ণভক্তি সেখানেই গুরুত্বের প্রকাশ শ্রীমন্মহাপ্রভু এইরূপ বলিয়া মুকুন্দদাসের পিতারূপে রঘুনন্দনকে নির্দ্দেশ করিয়াছিলেন।

খণ্ডের মুকুন্দ দাস, শ্রীরঘুনন্দন।
শ্রীনরহরি,—এই মুখ্য তিনজন॥
মুকুন্দদাসেরে পুছে শচীর নন্দন।
'তুমি—পিতা, পুত্র তোমার—শ্রীরঘুনন্দন ?
কিবা রঘুনন্দন— পিতা, তুমি—তার তনয় ?
নিশ্চয় করিয়া কহ, যাউক সংশয়॥'
মুকুন্দ কহে,—রঘুনন্দন আমার 'পিতা' হয়।
আমি তার 'পুত্র'—এই আমার নিশ্চয়॥

* শ্রীচৈতন্যবাণী পত্রিকা সপ্তবিংশ বর্ষ ১১শ সংখ্যায় 'শ্রীল নরহরি সরকার ঠাকুর' দ্রষ্টব্য।

† শ্রীপাট শ্রীখণ্ডবাসী ভক্তগণের নাম ঃ—শ্রীনরহরি সরকার ঠাকুর, শ্রীমুকুন্দ ঠাকুর, শ্রীরঘুনন্দন, শ্রীচিরঞ্জীব, শ্রীসুলোচন, শ্রীদামোদর কবিরাজ, শ্রীরামচন্দ্র কবিরাজ, শ্রীগোবিন্দ কবিরাজ, শ্রীবলরাম দাস, শ্রীরতিকান্ত, শ্রীরামগোপাল দাস, শ্রীপীতাম্বর দাস, শ্রীশচীনন্দন দাস, শ্রীজগদানন্দ দাস প্রভৃতি।

আমা সবার কৃষ্ণভক্তি রঘুনন্দন হৈতে।
অতএব পিতা—রঘুনন্দন আমার নিশ্চিতে ।।
শুনি' হর্ষে কহে প্রভু—কহিলে নিশ্চয়।
যাঁহা হৈতে কৃষ্ণভক্তি সেই গুরু হয় ।।

—চৈঃ চঃ ম ১৫।১১২-১১৭

শ্রীমন্মহাপ্রভু রঘুনন্দন ঠাকুরের নির্দ্দিষ্ট সেবারূপে 'শ্রীবিগ্রহসেবা'র বিধান দিয়াছিলেন।

'রঘুনন্দনের কার্য্য—কৃষ্ণের সেবন।
কৃষ্ণসেবা বিনা ইঁহার অন্য নাহি মন ।।'

—চৈঃ চঃ ম ১৫।১৩১

রঘুনন্দন ঠাকুর শিশুকালে নিজ-কুলদেবতা শ্রীগোপীনাথকে লাড্ডু খাওয়াইয়াছিলেন। শ্রীউদ্ধবদাসের গীতিতে উহা এইরূপভাবে বর্ণিত হইয়াছে ঃ—

"প্রকট শ্রীখণ্ডবাস, নাম শ্রীমুকুন্দ দাস,
ঘরে সেবা গোপীনাথ জানি।
গেলা কোন কার্য্যান্তরে, সেবা করিবার তরে,
শ্রীরঘুনন্দনে ডাকি আনি ।।
ঘরে আছে কৃষ্ণ-সেবা, যত্ন করে খাওয়াইবা,
এত বলি মুকুন্দ চলিলা।
পিতার আদেশ পাঞা, সেবার সামগ্রী লৈয়া,
গোপীনাথের সম্মুখে আইলা ।।
শ্রীরঘুনন্দন অতি, বয়ঃক্রম শিশুমতি,
খাও বলে কান্দিতে কান্দিতে।
কৃষ্ণ সে প্রেমের বশে, না রাখিয়া অবশেষে,
সকল খাইলা অলক্ষিতে ।।
আসিয়া মুকুন্দদাস, কহে বালকের পাশ,
প্রসাদ নৈবেদ্য আন দেখি।
শিশু কহে বাপ শুন, সকলি খাইল পুনঃ,
অবশেষ কিছুই না রাখি ।।
শুনি অপরূপ হেন, বিস্মিত হৃদয়ে পুনঃ,
আর দিনে বালকে কহিয়া।
সেবা অনুমতি দিয়া, বাড়ীর বাহির হৈয়া,
পুনঃ আসি রহে লুকাইয়া ।।
শ্রীরঘুনন্দন অতি, হইয়া হরিষমতি,
গোপীনাথে লাড়ু দিয়া করে।
খাও খাও বলে ঘন, অর্দ্ধেক খাইতে হেন,
সময়ে মুকুন্দ দেখি দ্বারে ।।
যে খাইল রহে হেন, আর না খাইলা পুনঃ,
দেখিয়া মুকুন্দ প্রেমে ভোর।
নন্দন করিয়া কোলে, গদ্গদ্ স্বরে বলে,—
নয়নে বরিষে ঘন লোর ।।
অদ্যাপি শ্রীখণ্ডপুরে, অর্দ্ধ লাড়ু আছে করে,
দেখে যত ভাগ্যবন্ত জনে।
অভিন্ন মদন যেই, শ্রীরঘুনন্দন সেই,
এ উদ্ধব দাস রস ভনে ।।"

'শ্রীরঘুনন্দন যাঁরে লাড়ু খাওয়াইল।
তাঁরে দেখি' মনে মহাকৌতুক বাড়িল ।।'

—ভক্তিরত্নাকর ৯।৫২৫

শ্রীনরহরি সরকার ঠাকুর শ্রীপাটের নিকটবর্ত্তী পুষ্করিণীটিকে শ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভু ও শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর সেবার জন্য মধু পুষ্করিণীতে পরিণত করিয়াছিলেন। এইরূপ কিংবদন্তী শ্রুত হয় যে, শ্রীরঘুনন্দন ঠাকুরের অলৌকিক প্রভাবে উক্ত মধুপুষ্করিণীর তটবর্ত্তী কদম্ববৃক্ষে নিত্য দুইটী পুষ্প প্রস্ফুটিত হইত।

শ্রীগৌড়ীয়-বৈষ্ণব-অভিধানে শ্রীরঘুনন্দন ঠাকুর সম্বন্ধে আরও একটি অলৌকিক ঘটনার কথাও উল্লিখিত হইয়াছে ঃ—

শ্রীঅভিরাম ঠাকুর কোনও একসময় শ্রীখণ্ডে আসিয়া রঘুনন্দনকে প্রণাম করিলে রঘুনন্দন তাঁহাকে আলিঙ্গন করিয়া প্রেমাপ্লুত হইয়া পড়িয়াছিলেন। সেই সময় রঘুনন্দন বড়ডাঙ্গায় উদ্দণ্ড নৃত্যকীর্ত্তন করিতে থাকিলে তাঁহার চরণের নূপুর খসিয়া দুই ক্রোশ দূরে আকাইহাটে তাঁহার শিষ্য শ্রীকৃষ্ণদাসের বাড়ীতে যাইয়া পতিত হইল। পরবর্ত্তিকালে সেই স্থানের স্মৃতি-সংরক্ষণের জন্য একটি কুণ্ড নির্ম্মিত হইলে উক্ত কুণ্ডটি নূপুরকুণ্ড নামে প্রসিদ্ধি লাভ করে। সংকীর্ত্তনপিতা শ্রীমন্মহাপ্রভু তাঁহার স্বীকৃতপুত্র রঘুনন্দনকেই সংকীর্ত্তন যজ্ঞের অধিবাসে মাল্যচন্দন এবং যজ্ঞশেষে পূর্ণাহুতি প্রদানে অধিকারী করিয়াছিলেন।

শ্রীরঘুনন্দন ঠাকুর চাতুর্ম্মাস্যকালে গৌড়দেশীয় ভক্তগণের সহিত পুরীতে যাইতেন। শ্রীজগন্নাথের রথাগ্রে সাত সম্প্রদায়ে যে নৃত্যকীর্ত্তন হইত, তন্মধ্যে খণ্ডবাসী ভক্তগণের সপ্তম সম্প্রদায়ের নর্ত্তক ছিলেন শ্রীল নরহরি সরকার ঠাকুর ও শ্রীরঘুনন্দন।

শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর ও শ্রীনিবাস আচার্য্যপ্রভু-

কৃত খেতরি-শ্রীপাটের মহোৎসবে, কাটোয়ায় দাস গদাধরের এবং শ্রীখণ্ডে শ্রীল নরহরি সরকার ঠাকুরের তিরোভাব উৎসবে শ্রীল রঘুনন্দন ঠাকুর যোগ দিয়াছিলেন।

কেহ কহে—'শ্রীরঘুনন্দনে প্রীত যার।
জন্মে জন্মে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য বশ তার।'
কেহ কহে—'কি দয়ালু শ্রীরঘনন্দন।
অতি দীন হীন দুঃখিজনের জীবন।'
কেহ কহে—'কি দৈন্য! বিনয় নাই হেন।'
কেহ কহে—'কন্দর্পের প্রায় শোভা যেন।।'

ইত্যাদি (ভক্তিরত্নাকর নবম তরঙ্গ দ্রষ্টব্য)

শ্রীল রঘুনন্দন ঠাকুরের শ্রীনিবাস আচার্য্যের প্রতি অপরিসীম বাৎসল্য-স্নেহ ছিল। তিনি তিরোধানের পূর্ব্বে 'বৈষ্ণবধর্ম্মের ভবিষ্যৎ আশাপ্রদ নহে' এইরূপ বলিয়া শ্রীনিবাস আচার্য্য প্রভুকে আশ্বাস দিয়া আশীর্ব্বাদ প্রদান করিয়াছিলেন।

"আইসে সময় ইথে বিষম হইব।
সবাকার মনে নানা সন্দেহ জন্মিব।।
কৃষ্ণচৈতন্যচন্দ্রেণ নিত্যানন্দেন সংহৃতে।
অবতারে কলাবস্মিন্ বৈষ্ণবাঃ সর্ব্ব এব হি।।
ভবিষ্যন্তি সদোদ্বিগ্নাঃ কালে কালে দিনে দিনে।
প্রায়ঃ সন্দিগ্ধহৃদয়া উত্তমেতরমধ্যমাঃ।।"

—শ্রীকৃষ্ণভজনামৃত

'শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য প্রভু ও নিত্যানন্দ প্রভু তাঁহাদের লীলা সঙ্গোপন করিলে পর এই কলিতে সকল বৈষ্ণবগণই সর্ব্বদা উদ্বিগ্নচিত্ত হইবেন। উত্তম, মধ্যম, কনিষ্ঠ—সকলেই কালক্রমে দিন দিন প্রায়ই সন্দিগ্ধচিত্ত হইয়া পড়িবেন।'

"নহিবে চিন্তিত ইথে—প্রভু গৌররায়।
সাধিব অনেক কার্য্য তোমার দ্বারায়।।
চিরজীবী হইয়া রহিবে পৃথিবীতে।
রাখিবে প্রভুর ধর্ম্ম স্বগণ সহিতে।।
তোমার প্রভাবে কৃষ্ণবহির্ম্মুখগণ।
হইব উন্মুখ লৈয়া তোমার শরণ।।"

—ভক্তিরত্নাকর ১৩।১৭৪-১৭৯

নিজপুত্র শ্রীকানাই ঠাকুরকে গৌর-গোপালচরণে সমর্পণ করিয়া শ্রীল রঘুনন্দন ঠাকুর শ্রাবণমাসের শুক্লা চতুর্থী তিথিবাসরে অপ্রকট হইলেন। শ্রীকানাই ঠাকুর পিতার তিরোভাব উৎসব সম্পন্ন করিলেন।

'শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যনাম লৈয়া বার বার।
হৈলা সঙ্গোপন—দেখি লোকে চমৎকার।।
ধন্য সে শ্রাবণ-শুক্লা চতুর্থী দিবস।
কেবা নাহি গায় রঘুনন্দনের যশ।।'

—ভক্তিরত্নাকর ১৩।১৮৩-৮৪

শ্রীপুরীধামস্থিত শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠে শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের রথযাত্রা উপলক্ষে বার্ষিক ধর্ম্মসম্মেলন

নিখিল ভারত শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাতা নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী মহারাজ বিষ্ণুপাদের কৃপাপ্রার্থনামুখে শ্রীমঠের পরিচালক সমিতির পরিচালনায় শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের রথযাত্রা উপলক্ষে পূর্ব্ব পূর্ব্ব বৎসরের ন্যায় এ বৎসরও শ্রীপুরুষোত্তমধাম-গ্র্যাণ্ড রোডে ওঁ ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের শুভাবির্ভাবপীঠোপরি সংস্থাপিত শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠে বিগত ২৭ আষাঢ়, ১২ জুলাই মঙ্গলবার হইতে ৩০ আষাঢ়, ১৫ জুলাই শুক্রবার শ্রীরথযাত্রাতিথি পর্য্যন্ত দিবসচতুষ্টয়ব্যাপী বিরাট ধর্ম্মানুষ্ঠান নির্ব্বিঘ্নে সুসম্পন্ন হইয়াছে। শ্রীমঠের আচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ, তাঁহার জ্যেষ্ঠ সতীর্থদ্বয় কলিকাতা মঠের মঠরক্ষক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিললিত গিরি মহারাজ ও ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিজয় বামন মহারাজ এবং ত্রিদণ্ডিস্বামী

শ্রীমদ্ভক্তিনিকেতন তুর্য্যাশ্রমী মহারাজ, শ্রীনিমাইদাস বনচারী, শ্রীপরেশানুভব ব্রহ্মচারী, শ্রীসচ্চিদানন্দ ব্রহ্মচারী, শ্রীপ্রেমময় ব্রহ্মচারী, শ্রীরাম ব্রহ্মচারী, শ্রীগদাধরদাস ব্রহ্মচারী, শ্রীশচীনন্দন ব্রহ্মচারী, শ্রীগৌরগোপাল ব্রহ্মচারী, শ্রীঅনন্তরাম ব্রহ্মচারী, শ্রীঅদ্বৈত দাস, শ্রীবলরাম দাস, শ্রীসত্যকৃষ্ণ দাসাধিকারী, শ্রীসুশীল কুমার দাস, শ্রীগৌরাঙ্গ ঘোষ প্রভৃতি সন্ন্যাসী, বনচারী, ব্রহ্মচারী ও কতিপয় গৃহস্থ ভক্তগণ সমভিব্যাহারে ২৫ আষাঢ়, ১০ জুলাই রবিবার হাওড়া ষ্টেশন হইতে শ্রীজগন্নাথ এক্সপ্রেসে যাত্রা করতঃ পরদিন প্রাতে পুরী ষ্টেশনে পৌঁছিলে স্থানীয় ভক্তগণ কর্ত্তৃক সম্বর্দ্ধিত হন। পরমপূজ্যপাদ পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রমোদ পুরী মহারাজ, পূজ্যপাদ শ্রীমদ কৃষ্ণকেশব ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী ও শ্রীশ্রীকান্ত ব্রহ্মচারী –শ্রীবনোয়ারীবাবু, শ্রীবিষ্ণুচরণ দাস আদিসহ ১৩ জুলাই প্রাতে পুরীধামে শুভাগমন করেন। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসৌরভ আচার্য্য মহারাজ পূর্ব্বেই আসিয়া পৌঁছিয়াছিলেন ধর্ম্মসভার প্রাক্ ব্যবস্থাদি বিষয়ে সাহায্যের জন্য। উদালা শ্রীবার্ষভানবীদয়িত শ্রীগৌড়ীয় মঠ হইতে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসুন্দর সাগর মহারাজও উৎসবানুষ্ঠানে যোগদানের জন্য আসেন। বৃন্দাবন হইতে শ্রীমঠের সহকারী সম্পাদক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রসাদ পুরী মহারাজ পুরীতে উৎসবানুষ্ঠানের কিছুদিন পূর্ব্বে শুভ পদার্পণ করায় তথাকার সেবকগণের মঠের বিবিধ সেবায় বহু প্রকারে সহায়তা হয়। শ্রীরথযাত্রা উপলক্ষে ভারতের বিভিন্ন স্থান হইতে মঠে বহু বিশিষ্ট অতিথিবর্গের এবং বিপুলসংখ্যক নরনারীর সমাবেশ হইয়াছিল।

১২ জুলাই হইতে ১৪ জুলাই পর্য্যন্ত শ্রীমঠের সংকীর্ত্তন-ভবনে সান্ধ্য ধর্ম্মসভার অধিবেশনে যথাক্রমে সভাপতির আসন গ্রহণ করেন ওড়িষ্যা রাজ্য সরকারের প্রাক্তন অর্থ ও আইনমন্ত্রী শ্রীগঙ্গাধর মহাপাত্র ত্রিপুরার পাব্লিক সার্ভিস কমিশনের প্রাক্তন চেয়ারম্যান শ্রীদামোদর পাণ্ডা এবং ওড়িষ্যা বিধান সভার অধ্যক্ষ শ্রীপ্রসন্ন কুমার দাস। ওড়িষ্যা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি মাননীয় শ্রীহরিলাল আগরওয়াল ধর্ম্মসভার তৃতীয় অধিবেশনে প্রধান অতিথিরূপে বৃত হন। 'হিংসা, অহিংসা ও প্রেম', 'ঈশ্বর বিশ্বাসের উপকারিতা', 'শ্রীজগন্নাথদেবের রথযাত্রার তাৎপর্য্য' বক্তব্যবিষয়সমূহ যথাক্রমে সভায় আলোচিত হয়। শ্রীমঠের আচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজের প্রাত্যহিক অভিভাষণ ব্যতীত বিভিন্ন দিনে ভাষণ প্রদান করেন পরমপূজ্যপাদ শ্রীমদ্ভক্তিপ্রমোদ পুরী গোস্বামী মহারাজ, শ্রীমঠের সহ-সম্পাদক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রসাদ পুরী মহারাজ, পদ্মশ্রী শ্রীসদাশিব রথশর্ম্মা, বাঁকি কলেজের প্রাক্তন অধ্যক্ষ শ্রীরাজকিশোর রায় ও ওড়িষ্যা রাজ্য সরকারের অর্থ বিভাগের সেক্রেটারী শ্রীনীলাম্বর নন্দ।

২৯ আষাঢ়, ১৪ জুলাই বৃহস্পতিবার শ্রীগুণ্ডিচামন্দিরমার্জ্জন তিথিতে প্রাতঃ ৮-১৫ মিঃ-এ শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ হইতে শ্রীমঠের আচার্য্য ও ত্রিদণ্ডী যতিবৃন্দের অনুগমনে সংকীর্ত্তন-শোভাযাত্রাসহ ভক্তগণ বাহির হইয়া প্রথমে শ্রীরায় রামানন্দের স্থান শ্রীশ্রীজগন্নাথ বল্লভ মঠে আসিয়া উপনীত হন। শ্রীবিগ্রহগণের অগ্রে নৃত্য-কীর্ত্তনাদির পর ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিললিত গিরি মহারাজ সুললিত কণ্ঠে বৈষ্ণবের কৃপাপ্রার্থনাসূচক একটী কীর্ত্তন করেন। শ্রীল আচার্য্যদেবের নিকট ভক্তবৃন্দ স্থানের মহিমা বাংলা ও হিন্দীভাষায় শ্রবণকালে শ্রীচৈতন্য আশ্রমের অধ্যক্ষ ও আচার্য্য পরমপূজ্যপাদ ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিকুমুদ সন্ত মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রজ্ঞান যতি মহারাজ—শ্রীচৈতন্য আশ্রমের, শ্রীপুরুষোত্তম গৌড়ীয় মঠের, শ্রীসারস্বত গৌড়ীয় আসন ও মিশনের, শ্রীগৌরগোবিন্দ মঠাদির ভক্তবৃন্দসহ শ্রীল প্রভুপাদের আবির্ভাবস্থান শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ দর্শনান্তে শ্রীশ্রীজগন্নাথবল্লভ মঠে আসিয়া পৌঁছিলে শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠের ভক্তবৃন্দের সহিত মহামিলন সংঘটিত হয়। তাহাতে ভক্তগণ আনন্দে দ্বিগুণভাবে উৎসাহান্বিত হইয়া পড়েন। শ্রীজগন্নাথবল্লভ মঠ হইতে সকলে সম্মিলিতভাবে বিরাট সংকীর্ত্তন-শোভাযাত্রাসহ বাহির হইয়া উদ্দণ্ড নৃত্যকীর্ত্তন করিতে করিতে শ্রীগুণ্ডিচা মন্দিরে পৌঁছিয়া রাস্তার গরমে শ্রান্ত-ক্লান্ত ও তপ্ত হওয়ায় শ্রীগুণ্ডিচা মন্দির কম্পাউণ্ডের বাহিরে সুবৃহৎ বৃক্ষতলছায়ার নীচে বসিয়া শ্রান্তি দূর করিলেন। পরমপূজ্যপাদ শ্রীমদ্ভক্তিপ্রমোদ পুরী গোস্বামী মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবৈভব পুরী মহারাজ,

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসুহৃদ্ অকিঞ্চন মহারাজ—বৈষ্ণবাচার্য্যগণও উক্ত বৃক্ষতলছায়ায় ক্রমশঃ আসিয়া মিলিত হইলেন। পরমপূজ্যপাদ শ্রীমদ্ভক্তিকুমুদ সন্ত মহারাজ অসুস্থ থাকিলেও ভাবের আবেগে কীর্ত্তন করিলে ভক্তগণের হৃদয়ে দিব্য আনন্দ প্রকটিত হয়। তিনি শ্রীজগন্নাথবল্লভ মঠে এবং শ্রীগুণ্ডিচামন্দিরে উভয় স্থানেই শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত পাঠ ও ব্যাখ্যা করিয়া স্থানের মহিমা সহজ সরলভাবে বাংলা ও হিন্দীভাষায় বুঝাইয়া দেন। তৎপরে পরমপূজ্যপাদ শ্রীমদ্ভক্তিপ্রমোদ পুরী মহারাজ ও পরমপূজ্যপাদ শ্রীমদ্ভক্তিকুমুদ সন্ত মহারাজের অনুগমনে ভক্তগণ সংকীর্ত্তনসহ শ্রীগুণ্ডিচামন্দির পরিক্রমা ও মন্দির মার্জ্জনাদি সেবা সম্পাদন করেন।

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠাশ্রিত ভক্তবৃন্দ শ্রীগুণ্ডিচামন্দির হইতে সংকীর্ত্তনসহ প্রথমে শ্রীনৃসিংহ-মন্দির, পরে শ্রীইন্দ্রদ্যুম্ন সরোবর দর্শনের জন্য উপনীত হন। মঠের বহু ভক্ত ইন্দ্রদ্যুম্ন সরোবরে কিয়ৎকাল বিশ্রাম গ্রহণের পর অবগাহন স্নান করেন। বেলা ১-৩০ ঘটিকায় ভক্তগণ সংকীর্ত্তনসহ মঠে ফিরিয়া আসেন।

৩০শে আষাঢ়, ১৫ জুলাই শুক্রবার আষাঢ়ী শুক্লা দ্বিতীয়াতে শ্রীজগন্নাথদেবের রথযাত্রা তিথিবাসরে শ্রীবলদেব, শ্রীসুভদ্রা ও শ্রীজগন্নাথজীউর নিজ নিজ রথে পাণ্ডুবিজয়েতে অনেক বিলম্ব হওয়ায় রথাকর্ষণ করিতে অপরাহ্ন প্রায় পাঁচটা বাজিয়া যায়। এইজন্য শ্রীবলদেবের রথ কিঞ্চিদধিক অর্দ্ধরাস্তা, শ্রীসুভদ্রার রথ এক-তৃতীয়াংশ পথ এবং শ্রীজগন্নাথদেবের রথ দুধওয়ালা ধর্ম্মশালা পর্য্যন্ত আসিয়া থামিয়া যায়। পূর্ব্ব পূর্ব্ব বৎসরের ন্যায় লক্ষ লক্ষ নরনারীর সমাবেশ হইয়াছিল। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ হইতে ভক্তগণ শ্রীল আচার্য্যদেব, শ্রীমদ্ভক্তিললিত গিরি মহারাজ ও শ্রীমদ্ভক্তিপ্রসাদ পুরী মহারাজের অনুগমনে রথাগ্রে দীর্ঘসময় নৃত্য কীর্ত্তন করেন। পরদিন তিনটী রথ অপরাহ্ন ১-৩০ ঘটিকা পর্য্যন্ত শ্রীগুণ্ডিচামন্দিরে পোঁছেন। এ বৎসরও রথযাত্রায় যোগদানকারী সহস্র সহস্র ভক্তগণকে শ্রীমঠ হইতে খেচরান্ন প্রসাদের দ্বারা পরিতৃপ্ত করা হয়। উক্ত দিবস প্রাতে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসৌরভ আচার্য্য মহারাজ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত হইতে শ্রীরথযাত্রা প্রসঙ্গ পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন। রাত্রির সভায় 'শ্রীরথযাত্রার মহিমা' সম্বন্ধে বক্তৃতা করেন ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিললিত গিরি মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ ও ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসৌরভ আচার্য্য মহারাজ।

শ্রীরথযাত্রা উপলক্ষে যাঁহারা বিভিন্ন দিনে বিশেষভাবে বৈষ্ণবসেবার ব্যবস্থা করেন তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য শ্রীবনোয়ারীবাবু (কলিকাতা), শ্রীরামভোজ গুপ্ত (দিল্লী), শ্রীকে যুধিষ্ঠির পাত্র (ওড়িষ্যা) ও শ্রীমতী গীতা রায় (বম্বে)।

মঠরক্ষক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিরঞ্জন সজ্জন মহারাজ, শ্রীপরেশানুভব দাস ব্রহ্মচারী, শ্রীপ্রেমময় ব্রহ্মচারী, শ্রীসচ্চিদানন্দ ব্রহ্মচারী, শ্রীরাম ব্রহ্মচারী, শ্রীদেবকীনন্দন দাস, শ্রীথানেশ্বর দাস, শ্রীকার্ত্তিক, শ্রীনিত্যকৃষ্ণ ব্রহ্মচারী, শ্রীযশোদানন্দন ব্রহ্মচারী, শ্রীদয়ালকৃষ্ণ দাস, শ্রীনারায়ণ দাস, শ্রীশচীনন্দন ব্রহ্মচারী, শ্রীগৌরগোপাল ব্রহ্মচারী, শ্রীঅনন্তরাম ব্রহ্মচারী, শ্রীফুলেশ্বর দাস ব্রহ্মচারী, শ্রীবিদ্যাপতি ব্রহ্মচারী, শ্রীঅচিন্ত্যগোবিন্দ ব্রহ্মচারী, শ্রীজানকীবল্লভ দাস, শ্রীজয়দেব দাস, শ্রীমোহিনীমোহন দাসাধিকারী (শ্রীমনীন্দ্র চন্দ্র মহান্তি), শ্রীবিশ্বনাথ দাস, শ্রীবলরাম দাস প্রভৃতি ত্যক্তাশ্রমী ও গৃহস্থভক্তগণের এবং শ্রীলোকনাথ নায়ক আদি মঠের শুভানুধ্যায়ী সজ্জনগণের অক্লান্ত পরিশ্রম ও সেবা-প্রচেষ্টায় উৎসবটী সাফল্যমণ্ডিত হইয়াছে।

শ্রীশ্রীজগন্নাথবল্লভ মঠঃ—"শ্রীগুণ্ডিচাবাড়ী ও (শ্রীজগন্নাথ) মন্দিরের প্রায় মাঝামাঝি স্থলে 'জগন্নাথবল্লভ' নামক একটী উদ্যান আছে। সেই উদ্যানে 'দনা' চুরি লীলা * হইয়া থাকে অর্থাৎ মদনমোহন গিয়া 'দনা' নামক সুগন্ধ বৃক্ষ চুরি করিয়া আনেন" —শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর। [চৈত্রী শুক্লাচতুর্দ্দশীতে

* 'দনা' চুরি লীলা—'দমনকভঞ্জনলীলা' অর্থাৎ দমনক বৃক্ষ ভগ্নকরণলীলা। 'দনা'=সুগন্ধিফুলবিশেষ ; দমনকবৃক্ষ='দনা' বা 'দমনক' ফুলের গাছ।

শ্রীজগন্নাথবল্লভ উদ্যানের সীমানা—পূর্ব্বে=বড়দাণ্ড, পশ্চিমে=মার্কণ্ডেশ্বর, উত্তরে=চূড়ঙ্গগাছি, দক্ষিণে=শ্রীনরেন্দ্রসরোবর।

শ্রীরামকৃষ্ণ বিজয় বিগ্রহ 'দয়না বৃক্ষ' চুরি করিবার জন্য শ্রীজগন্নাথবল্লভ-উদ্যানে বিজয় করেন। সেবকগণ বাদ্য না বাজাইয়া রামকৃষ্ণকে চোরের মত জগন্নাথবল্লভ উদ্যানে লইয়া যান। তথায় বারটী দয়না গাছ উৎপাটিত করিয়া শ্রীরামকৃষ্ণের হস্তে অর্পিত হইলে রামকৃষ্ণ জগন্নাথমন্দিরে ফিরিয়া আসেন। শ্রীবিজয়বিগ্রহগণ বিশেষ বিশেষ তিথিতে উদ্যানে আসিয়া থাকেন।]

শ্রীজগন্নাথাভিন্নস্বরূপ শ্রীমন্মহাপ্রভু 'শ্রীজগন্নাথতত্ত্ব' ব্যক্ত করিয়াছেন। শ্রীমন্মহাপ্রভু 'শ্রীজগন্নাথকে' স্বয়ং ভগবান্ নন্দনন্দন শ্রীকৃষ্ণের অভিন্নস্বরূপে দর্শন করিতেন। শ্রীমদ্ভাগবত, মহাভারতাদি শাস্ত্র প্রমাণানুযায়ী এবং মহদনুভূতিতে পরিজ্ঞাত হওয়া যায় শ্রীমন্মহাপ্রভু স্বয়ং ভগবান্ নন্দনন্দন শ্রীকৃষ্ণের অভিন্নস্বরূপ। রাধাকৃষ্ণমিলিততনুই শ্রীমন্মহাপ্রভু। 'বল্লভ' শব্দের অর্থ প্রিয়; সুতরাং 'শ্রীজগন্নাথবল্লভ উদ্যান' শব্দের অর্থ শ্রীজগন্নাথ—নন্দনন্দন শ্রীকৃষ্ণ—শ্রীগৌরহরির প্রিয় উদ্যান। শ্রীজগন্নাথবল্লভ উদ্যানের অন্তর্গত মঠকে শ্রীজগন্নাথবল্লভ মঠ বলে। কোন্ সময়ে এই মঠ সংস্থাপিত হইয়াছে, তাহা স্পষ্টরূপে জানা যায় না। কেহ কেহ অনুমান করেন এই মঠটী শ্রীবিষ্ণুস্বামী সম্প্রদায়-কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত, কেন না শ্রীরামানন্দ রায়ের কুলগুরু বিষ্ণুস্বামী সম্প্রদায়ের অন্তর্গত ছিলেন।

শ্রীরায় রামানন্দের আবির্ভাবস্থান পুরী জেলার অন্তর্গত ব্রহ্মগিরি—শ্রীআলালনাথের * কিছু দূরে 'বেনাপুর' গ্রামে। তাঁহার পিতৃদেব শ্রীভবানন্দ রায়। শ্রীভবানন্দ রায়ের বংশের ব্যক্তিগণ চৌধুরী 'পট্টনায়ক' উপাধিতে ভূষিত হইয়াছিলেন। শ্রীমন্মহাপ্রভু রায় রামানন্দের আবির্ভাবস্থান ও শ্রীআলালনাথ দর্শনের জন্য প্রতি বৎসর ব্রহ্মগিরিতে যাইতেন শ্রীজগন্নাথদেবের অনবসরকালে। 'অনবসরে জগন্নাথ না পাঞা দরশন। বিরহে আলালনাথ করিলা গমন ॥' শ্রীভবানন্দ রায়ের পঞ্চপুত্রের মধ্যে সর্ব্বজ্যেষ্ঠ ছিলেন রায় রামানন্দ। রায় রামানন্দের অপর চারিভ্রাতা—গোপীনাথ পট্টনায়ক, কলানিধি, সুধানিধি, বাণীনাথ। শ্রীমন্মহাপ্রভু ভবানন্দ রায়কে 'পাণ্ডু' এবং তাঁহার পাঁচপুত্রকে 'পঞ্চ পাণ্ডব' আখ্যা দিয়াছিলেন।

'আলিঙ্গন করি তাঁরে বলিল বচন।
তুমি পাণ্ডু, পঞ্চপাণ্ডব তোমার নন্দন ॥'
—চৈঃ চঃ আ ১০।১৩২

রায় রামানন্দ পঞ্চপাণ্ডবের অন্তর্গত 'অর্জ্জুনসখা'। কবি কর্ণপূর লিখিত গৌরগণোদ্দেশদীপিকার বর্ণনানুযায়ী কৃষ্ণলীলায় রায় রামানন্দ ছিলেন 'ললিতাদেবী', কাহারও মতে ইনি বিশাখাদেবী।

ওড়িষ্যায় স্বাধীন রাজা গজপতি প্রতাপরুদ্রের অধীনে রায় রামানন্দ পূর্ব্ব ও পশ্চিম গোদাবরীর শাসনকর্ত্তাপদে অধিষ্ঠিত হইয়াছিলেন। গোদাবরীর পশ্চিম তটে 'গোষ্পদতীর্থের' নিকটে 'কভূরে' রায় রামানন্দের সহিত শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রথম মিলন হয়। শ্রীমন্মহাপ্রভুর সহিত রায় রামানন্দের কথোপকথনছলে 'আস্তিক্য ধর্ম্মের' ক্রমোন্নতি অত্যদ্ভুতরূপে এখানে অভিব্যক্ত হইয়াছে। রায় রামানন্দের নিকট সাধ্যসাধনতত্ত্ব শ্রবণের পর শ্রীমন্মহাপ্রভু রসরাজ-মহাভাবরূপ প্রদর্শন করিয়াছিলেন। অতঃপর মহাপ্রভুর আদেশে রায় রামানন্দ রাজকার্য্য পরিত্যাগ করিয়া শ্রীক্ষেত্রে আসিলে তথায় মহাপ্রভুর সহিত মিলন সম্পাদিত হয়।

রায় রামানন্দ যখন পুরীতে নিজস্থানে আসিতেন, তখন অনেক সময় শ্রীজগন্নাথবল্লভ উদ্যানে আসিয়া অবস্থান করিতেন। শ্রীজগন্নাথবল্লভ উদ্যান হইতে প্রত্যহ ফল-পুষ্প সেবোপকরণাদি শ্রীজগন্নাথের সেবার জন্য শ্রীজগন্নাথমন্দিরে প্রেরিত হইত এবং আজও প্রেরিত হইতেছে। শ্রীগুণ্ডিচামন্দিরে—শ্রীসুন্দরাচলে (মহাপ্রভুর দর্শনে—বৃন্দাবনে) শ্রীজগন্নাথদেবের

* ব্রহ্মগিরি শ্রীআলালনাথ—শ্রীরামানুজাচার্য্যের পূর্ব্বে শ্রীসম্প্রদায়ে দ্বাদশজন দিব্যসূরি বা ভগবদ্পার্ষদ ছিলেন। তামিল ভাষায় দিব্যসূরিকে 'আলোয়ার' বা 'আলবর' বলে। দক্ষিণ দেশের কতিপয় দিব্যসূরি ব্রহ্মগিরিতে চতুর্ভুজ নারায়ণের উপাসনা করিয়াছিলেন। শ্রীনারায়ণ আলবরগণের প্রভু। এজন্য শ্রীনারায়ণ শ্রীমূর্ত্তি আলবরনাথ বা 'আলোয়ারনাথ' নামে খ্যাত হইলেন। আলবরনাথের অপভ্রংশ আলালনাথ।

ব্রহ্মগিরি—সত্যযুগে ব্রহ্মা এই স্থানে ভগবানের তপস্যা করিয়াছিলেন বলিয়া এইস্থানের নাম 'ব্রহ্মগিরি' হয়।

অবস্থানকালে বৃন্দাবনের স্মৃতিউদ্দীপক শ্রীজগন্নাথ-বল্লভ উদ্যানে আসিয়া শ্রীমন্মহাপ্রভু নয়দিন বিশ্রাম করিতেন।

'জগন্নাথবল্লভ নাম বড় পুষ্পারাম।
নবদিন করেন প্রভু তাহাতে বিশ্রাম ॥'
—চৈঃ চঃ ম ১৪।১০৫

শ্রীজগন্নাথবল্লভ উদ্যান শ্রীমন্মহাপ্রভুর পদাঙ্কপূত স্থান।

শ্রীরাধাকৃষ্ণ-প্রেমরসপাত্রের সাড়ে তিন জনের মধ্যে অন্যতম ছিলেন রায় রামানন্দ।

'প্রভু লেখা করে যাঁরে রাধিকার গণ।
জগতের মধ্যে পাত্র সাড়ে তিন জন ॥
স্বরূপ গোসাঞি, আর রায় রামানন্দ।
শিখি মাহিতি তিন, তাঁর ভগিনী অর্দ্ধজন ॥'
—চৈঃ চঃ অ ২।১০৫-১০৬

শেষ বার বৎসর পুরুষোত্তমে গম্ভীরায় স্বরূপ দামোদর আর রামানন্দের সহিত শ্রীমন্মহাপ্রভুর গূঢ় প্রেম রসাস্বাদন ঃ—

চণ্ডীদাস, বিদ্যাপতি, রায়ের নাটক-গীতি,
কর্ণামৃত, শ্রীগীতগোবিন্দ।
স্বরূপ-রামানন্দ সনে, মহাপ্রভু রাত্রি দিনে,
গায়, শুনে—পরম আনন্দ ॥
—চৈঃ চঃ ম ২।৭৭

শ্রীরায় রামানন্দ-রচিত শ্রীজগন্নাথবল্লভ নাটক অথবা রামানন্দ সঙ্গীত নাটক শ্রীমন্মহাপ্রভু আস্বাদন করিতেন।

শ্রীজগন্নাথবল্লভ উদ্যানে শ্রীমন্মহাপ্রভু রাধার ভাবে বিভাবিত হইয়া মহাভাবাবেশে চিত্রজল্পোক্তি-সমূহ এবং স্বরূপ দামোদর ও রায় রামানন্দের সহিত কৃষ্ণান্বেষণ লীলা প্রকট করিয়াছিলেন।

'এককালে বৈশাখের পৌর্ণমাসী দিনে।
রাত্রিকালে মহাপ্রভু চলিলা উদ্যানে ॥
জগন্নাথবল্লভ নাম উদ্যান-প্রধানে।
প্রবেশ করিলা প্রভু লঞা ভক্তগণে ॥
প্রফুল্লিত বৃক্ষবল্লী—যেন বৃন্দাবন।
শুক, শারী, পিক, ভৃঙ্গ করে আলাপন ॥
কৃষ্ণ দেখি মহাপ্রভু ধাঞা চলিলা।
আগে দেখি' হাসি' কৃষ্ণ অন্তর্ধান হইলা ॥'
—চৈঃ চঃ অ ১৯।৭৮-৮০, ৮৬

শ্রীরায় রামানন্দ শ্রীজগন্নাথদেবের সন্তোষ বিধানার্থ শ্রীজগন্নাথবল্লভ নাটক তাঁহার সম্মুখে অভিনয় করাইবার জন্য দুইটী যুবতী দেবদাসীকে সুসজ্জিত করিয়া গোপীভাববিষয়ক অভিনয় শিক্ষা প্রদান করিতেন। অপ্রাকৃত ভূমিকায় রসিক ভক্তগণের মাত্র ইহা আস্বাদনীয়, অপরের ইহাতে অধিকার নাই। শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী বিরচিত শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত গ্রন্থে অন্ত্যলীলা পঞ্চম পরিচ্ছেদে শ্রীহট্টনিবাসী শ্রীপ্রদ্যুম্ন মিশ্রের কৃষ্ণকথা শ্রবণেচ্ছা প্রসঙ্গ উত্থাপন করিয়া শ্রীমন্মহাপ্রভু রায় রামানন্দের অপ্রাকৃতত্ব ও অত্যদ্ভুত মহিমা প্রখ্যাপন করিয়াছেন। শ্রীপ্রদ্যুম্ন মিশ্র মহাপ্রভুর নিকট কৃষ্ণকথা শ্রবণের ইচ্ছা প্রকাশ করিলে মহাপ্রভু তাঁহাকে কৃষ্ণকথা শ্রবণের জন্য রায় রামানন্দের নিকট শ্রীজগন্নাথবল্লভ মঠে প্রেরণ করিয়াছিলেন। শ্রীপ্রদ্যুম্ন মিশ্র শ্রীজগন্নাথবল্লভ মঠে আসিয়া রায় রামানন্দের সহিত সাক্ষাৎ করার জন্য বহুক্ষণ বসিয়া থাকিলেন, সেবকের নিকট শুনিলেন দেবদাসীদ্বয়কে তিনি শ্রীজগন্নাথের অগ্রে অভিনয় করাইবার জন্য নৃত্যগীতাদি শিক্ষা প্রদান ও তাহাদিগকে সজ্জিতকরণ আদি ব্যাপারে অত্যন্ত ব্যস্ত আছেন। সেদিন অসময়ে রামানন্দের সহিত সাক্ষাৎ হওয়ায় আর কৃষ্ণকথা আলাপনের সুযোগ হয় নাই। রায় রামানন্দের অপ্রাকৃত আচরণ বুঝিতে না পারিয়া প্রদ্যুম্ন মিশ্রের অশ্রদ্ধা হইল। অপর একদিন তিনি মহাপ্রভুর নিকট উপনীত হইলে মহাপ্রভু তাঁহার হৃদ্‌গত ভাব বুঝিতে পারিয়া বলিলেন—

"আমি ত' সন্ন্যাসী আপনারে বিরক্ত করি মানি।
দর্শন রহু দূরে, প্রকৃতির নাম যদি শুনি ॥
তবহিঁ বিকার পায় মোর তনু-মন।
প্রকৃতি দর্শনে স্থির হয় কোন্ জন?
রামানন্দ রায়ের কথা শুন, সর্ব্বজন।
কহিবার নহে, যাহা আশ্চর্য্য-কথন ॥
একে দেবদাসী, আর সুন্দরী তরুণী।
তাহাদের সব সেবা করেন আপনি ॥
স্নানাদি করায়, পরায় বাস-বিভূষণ।
গুহ্য অঙ্গ যত, তার দর্শন-স্পর্শন ॥

তবু নির্ব্বিকার রায়-রামানন্দের মন।
নানাভাবোদ্গম তারে করায় শিক্ষণ ।।
নির্ব্বিকার দেহ মন—কাষ্ঠ-পাষাণসম।
আশ্চর্য্য—তরুণী-স্পর্শে নির্ব্বিকার মন ।।
এক রামানন্দের হয় এই অধিকার।
তাতে জানি অপ্রাকৃত-দেহ তাঁহার ।।
তাঁহার মনের ভাব তেঁহ জানে মাত্র।
তাহা জানিবারে আর দ্বিতীয় নাহি পাত্র ।।

—চৈঃ চঃ অ ৫।৩৫-৪৩

শ্রীমন্মহাপ্রভু কর্ত্তৃক পুনঃ প্রেরিত হইয়া শ্রীপ্রদ্যুম্ন মিশ্র রায় রামানন্দের নিকট জগন্নাথবল্লভ মঠে আসিয়া অপূর্ব্ব কৃষ্ণকথা শ্রবণ করিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইয়াছিলেন।

শ্রীজগন্নাথবল্লভ উদ্যান হইতে প্রত্যহ শ্রীজগন্নাথ-দেবের জন্য বড় শৃঙ্গারের সময় তিনটী ফুলমালা ও তিনটী তুলসীমালা গাঁথিয়া পাঠান হয়। সেই ফুল-মালাগুলি লম্বায় ষোল, চৌদ্দ ও বার হাত। ইহা ছাড়া পুষ্পের দ্বারা তিলক ও ঝম্পা তৈরী করা হয়।

শ্রীজগন্নাথবল্লভ উদ্যানের অভ্যন্তরে শ্রীবজ্রাঙ্গজীর মন্দির আছে। ইহা ছাড়া বড় মহাবীর, গুম্ফা মহাবীর, গুয়াবাড়ী মহাবীর, অঞ্জনাদেবী ও বুড়ী ঠাকুরাণীর পাঁচটী মন্দিরও আছে।

শ্রীজগন্নাথবল্লভ মঠের শ্রীমন্দিরে তিনটী প্রকোষ্ঠে যথাক্রমে বিরাজিত আছেন—শ্রীজগন্নাথ, শ্রীবলদেব, শ্রীসুভদ্রা ও শ্রীসুদর্শন চক্র ; শঙ্খ-চক্র-বংশীধারী চতুর্ভুজ ত্রিভঙ্গ রাধাগোপাল মূর্ত্তি, শ্রীরায় রামানন্দ ও সন্ন্যাসিবেশ শ্রীগৌরসুন্দর।

কটক সহরেও শ্রীরায় রামানন্দের উদ্যান নামে প্রসিদ্ধ 'শ্রীজগন্নাথবল্লভ উদ্যান' 'মহম্মদীয়া বাজার' পল্লীতে বিদ্যমান। আজও একটী প্রাচীন তোরণের ধ্বংসাবশেষ তথায় দৃষ্ট হয়। তোরণের নিকটে একটী বেদী আছে। কথিত হয় যে শ্রীচৈতন্য মহা-প্রভু একটী বকুল বৃক্ষের নীচে এখানে বসিয়াছিলেন। এই জগন্নাথবল্লভ উদ্যানে 'শ্রীচৈতন্য মঠ' নামে খ্যাত একটী পঞ্চতত্ত্বের মন্দিরও আছে।

আগরতলা শ্রীজগন্নাথ মন্দিরে—শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠে
শ্রীজগন্নাথদেবের রথযাত্রা অনুষ্ঠান
বার্ষিক ধর্ম্মসম্মেলন

শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গের কৃপায় শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠানের আগরতলাস্থিত অন্যতম শাখামঠ—শ্রীজগন্নাথমন্দিরে শ্রীগুণ্ডিচামন্দির-মার্জ্জনোৎসব, শ্রী-বলদেব-শ্রীসুভদ্রা-শ্রীজগন্নাথদেবের রথযাত্রা, তাঁহাদের পুনর্যাত্রা এবং তদুপলক্ষে দিবসচতুষ্টয়ব্যাপী বার্ষিক ধর্ম্মসম্মেলন নির্ব্বিঘ্নে মহা-সমারোহে সুসম্পন্ন হইয়াছে।

আগরতলা-বনমালীপুরস্থিত স্বধামগত শ্রীগোপাল চন্দ্র দে মহোদয়ের পুনঃ পুনঃ আহ্বানে পরমারাধ্য শ্রীল গুরুদেব নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী মহারাজ বিষ্ণুপাদ সপার্ষদে সর্ব্বপ্রথম কলিকাতা হইতে আগরতলায় শুভ পদার্পণ করেন। তিনি তৎকালে গোপালবাবুর বাড়ীতে অবস্থান করিয়া প্রচার করিয়াছিলেন। পর-বর্ত্তিকালে গোপালবাবুরই বিশেষ প্রেরণায় শ্রীল গুরু-দেব তাঁহারই প্রদত্ত আগরতলা-চন্দ্রপুরস্থ জমীতে ১৯৭৫ খৃষ্টাব্দে মার্চ্চ মাসে শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠানের শাখা প্রতিষ্ঠার কথা ঘোষণা করেন। শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের অহৈতুকী কৃপায় শ্রীজগন্নাথ মন্দিরের সেবা ত্রিপুরা রাজ্যসরকার কর্ত্তৃক ২০ বৈশাখ, ১৩৮৩, ৩ মে ১৯৭৬ তারিখে শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠানকে প্রদত্ত হইলে তথায় শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ শাখা সংস্থাপিত হয়। ত্রিপুরা রাজ্যসরকারের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত মহোদয় এবং প্রাক্তন

রাজস্ব মন্ত্রী শ্রীকৃষ্ণদাস ভট্টাচার্য্য মহোদয় উক্ত সেবা গ্রহণের জন্য বিশেষভাবে উৎসাহ প্রদান করেন। বিশ্বব্যাপী শ্রীচৈতন্য মঠ ও শ্রীগৌড়ীয় মঠসমূহের প্রতিষ্ঠাতা নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ভক্তি-সিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ ত্রিদণ্ডসন্ন্যাস গ্রহণের পূর্ব্বে আগরতলা সহরে (ত্রিপুরায়) কতিপয় বৎসর অবস্থান করতঃ তদানীন্তন স্বাধীন ত্রিপুরা ষ্টেটের মহারাজ শ্রীরাধাকিশোর মাণিক্য বাহাদুরকে পারমার্থিক শিক্ষা প্রদান করিয়াছিলেন। পরমারাধ্য শ্রীল গুরুদেব আগরতলা শ্রীল সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুরের পদাঙ্কপূত স্থান বিচারে তথাকার স্মৃতিসংরক্ষণকল্পে মঠ স্থাপনে অনুপ্রেরণা লাভ করেন। ১৮ জ্যৈষ্ঠ ১৩৮৪, ১ জুন ১৯৭৭ শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের শুভাবির্ভাব দিবস শ্রীস্নানযাত্রা তিথিবাসরে শ্রীল গুরুদেবের পৌরোহিত্যে শ্রীগৌরবিগ্রহের প্রতিষ্ঠা এবং পুরী হইতে শ্রীবলদেব-শ্রীসুভদ্রা ও শ্রীজগন্নাথদেবের নবকলেবরের শুভাগমন ও প্রতিষ্ঠা উৎসব সুসম্পন্ন হয়। মধ্যাহ্নে মহোৎসবে সহস্র সহস্র নরনারীকে বিচিত্র মহাপ্রসাদের দ্বারা আপ্যায়িত করা হয়। শ্রীল গুরুদেবের পৌরোহিত্যে সায়ংকালে অনুষ্ঠিত মহতী ধর্ম্মসভার অধিবেশনে মুখ্য অতিথিরূপে উপস্থিত ছিলেন ত্রিপুরা রাজ্য সরকারের পূর্ত্তমন্ত্রী শ্রীযতীন্দ্র কুমার মজুমদার। শ্রীল গুরুদেব তাঁহার সংস্থাপিত আগরতলা মঠে শ্রীরথযাত্রা উপলক্ষে বার্ষিক ধর্ম্মানুষ্ঠান সম্পন্ন করিতেন। তদবধি শ্রীজগন্নাথদেবের রথযাত্রা উপলক্ষে আগরতলা মঠে বার্ষিক ধর্ম্মসম্মেলন ও অনুষ্ঠান প্রবর্ত্তিত হইয়াছে।

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠান কর্ত্তৃক শ্রীজগন্নাথ মন্দিরের সেবা গৃহীত হওয়ার পর স্থানীয় ভক্তগণের সম্মিলিত প্রচেষ্টায়, সহানুভূতিতে ও আনুকূল্যে প্রথমে সাধুনিবাস, পরে শ্রীগুণ্ডিচামন্দির, শ্রীজগন্নাথমন্দির সংস্কার ও সুবৃহৎ নাট্যমন্দির নির্ম্মাণরূপ মঠের ক্রমোন্নতি খুবই উল্লাসকর। বর্ত্তমান বর্ষে সাধুনিবাসের দ্বিতল ও সম্মুখে সুন্দর প্রাচীর নির্ম্মিত হওয়ায় মঠের মর্য্যাদা ও সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি পাইয়াছে। উৎসাহই সেবার প্রাণ। মঠের সেবকগণের এই প্রকার সেবাবিষয়ে উৎসাহ থাকিলে মঠের সৌন্দর্য্য উত্তরোত্তর আরও বৃদ্ধি পাইবে। শ্রীমঠের সহ-সম্পাদক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসুন্দর নারসিংহ মহারাজ এইবার দীর্ঘ সময় আগরতলা মঠে থাকিয়া প্রচারকার্য্য ও মুখ্যভাবে যত্ন করায় মঠের শ্রীবৃদ্ধি সম্পাদিত হইয়াছে।

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ তাঁহার জ্যেষ্ঠ সতীর্থ ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসুহৃদ্ দামোদর মহারাজ এবং ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসৌরভ আচার্য্য মহারাজ, শ্রীসচ্চিদানন্দ ব্রহ্মচারী ও শ্রীরাম ব্রহ্মচারীসহ কলিকাতা হইতে বিমানযোগে ১৮ জুলাই আগরতলা বিমানবন্দরে অপরাহ্ণ ৫ ঘটিকায় শুভ পদার্পণ করিলে স্থানীয় শতাধিক ভক্ত কর্ত্তৃক পুষ্পমাল্যাদির দ্বারা বিপুলভাবে সম্বর্দ্ধিত হন। আগরতলা বিমানবন্দর হইতে বাস, মোটরকার, জীপাদিযোগে ভক্তগণ রওনা হইয়া সমস্ত রাস্তা কীর্ত্তন করিতে করিতে আগরতলা মঠে আসিয়া উপনীত হইলেন। তথায়ও প্রতীক্ষমান ভক্তগণ শ্রীল আচার্য্যদেবকে ও ত্রিদণ্ডী যতিদ্বয়কে পুনঃ সম্বর্দ্ধনা জ্ঞাপন ও তাঁহাদের পূজা বিধান করেন। শ্রীবৃন্দাবনদাস ব্রহ্মচারী ও শ্রীমাধবানন্দ দাস ব্রহ্মচারী কলিকাতা মঠ হইতে এবং শ্রীজগদানন্দ দাস ব্রহ্মচারী ও শ্রীদীনতারণদাস ব্রহ্মচারী গোয়ালপাড়া মঠ হইতে উৎসবের পূর্ব্বে আগরতলা মঠে আসিয়া পৌঁছিয়াছিলেন।

এই বৎসর ২৯ আষাঢ়, ১৪ জুলাই শ্রীগুণ্ডিচা-মন্দির মার্জ্জনোৎসব, তৎপরদিবস শ্রীবলদেব-শ্রীসুভদ্রা-শ্রীজগন্নাথদেবের রথযাত্রা উৎসব এবং ৭ শ্রাবণ, ২৩ জুলাই শনিবার শ্রীবলদেব-শ্রীসুভদ্রা ও শ্রীজগন্নাথদেবের পুনর্যাত্রা উৎসব অনুষ্ঠিত হইয়াছে। স্থানীয় লোকের অভিমত এইবারের মত রথযাত্রা উৎসবে লোকারণ্য ব্যাপার পূর্ব্বে কখনও দৃষ্ট হয় নাই। ত্রিপুরা রাজ্য সরকার শ্রীরথযাত্রায় ও শ্রীপুনর্যাত্রায় শোভাযাত্রার পুরোভাগে পুলীশ ব্যাণ্ডপার্টি নিয়োগ এবং ভীড় নিয়ন্ত্রণের জন্য পুলীশের যথোপযুক্ত ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। পুলীশগণ অতি সুচারুরূপে তাঁহাদের দায়িত্ব প্রতিপালন করিয়াছেন। শ্রীজগন্নাথদেবের কৃপায় পুনর্যাত্রার দিন আবহাওয়া ঠাণ্ডা ছিল। আকাশ মেঘাচ্ছন্ন থাকিলেও বর্ষা হয় নাই। পুনর্যাত্রার দিন অপরাহ্ণ ৪ ঘটিকায় শ্রীগুণ্ডিচা-

মন্দির হইতে শ্রীবলদেব-শ্রীসুভদ্রা-শ্রীজগন্নাথদেবের পাণ্ডুবিজয় বিপুল জয়ধ্বনি ও উদ্দণ্ড নৃত্যকীর্ত্তন সহযোগে আরম্ভ হয়। শ্রীবিগ্রহগণ রথারূঢ় হইলে ভক্তগণ কর্ত্তৃক সংকীর্ত্তন সহযোগে আকর্ষিত হইয়া শকুন্তলা রোড, শ্রীলক্ষ্মীনারায়ণ বাড়ী রোড, গণরাজ চৌমুহনী, মটরষ্ট্যাণ্ড, মটরষ্ট্যাণ্ড রোড, কামান চৌমুহনী, হরিগঙ্গা বসাক রোড, পোষ্টাফিস চৌমুহনী, মন্ত্রীবাড়ী রোড, আর-এম্-এস্ চৌমুহনী, আখাউড়া রোড, জগন্নাথবাড়ী রোড ও শকুন্তলা রোড পথ পরিভ্রমণপূর্ব্বক সন্ধ্যা ৬-১৫ ঘটিকায় শ্রীমঠে প্রত্যাবর্ত্তনান্তে শ্রীজগন্নাথমন্দিরে শুভবিজয় করেন। শ্রীল আচার্য্যদেব গুরু-বৈষ্ণব-ভগবানের কৃপাপ্রার্থনামুখে নৃত্যকীর্ত্তন আরম্ভ করিলে সমস্ত রাস্তা নৃত্য-কীর্ত্তনানন্দে বিভোর ছিলেন শ্রীসচ্চিদানন্দ ব্রহ্মচারী, শ্রীরাম ব্রহ্মচারী, শ্রীজগদানন্দ ব্রহ্মচারী, শ্রীমাধবানন্দ ব্রহ্মচারী প্রভৃতি মঠবাসী ব্রহ্মচারী ও গৃহস্থ ভক্তবৃন্দ।

শ্রীমঠের সংকীর্ত্তন-ভবনে ৩ শ্রাবণ, ১৯ জুলাই মঙ্গলবার হইতে ৬ শ্রাবণ, ২২ জুলাই শুক্রবার পর্য্যন্ত সান্ধ্য ধর্ম্মসভার অধিবেশনে সভাপতিরূপে বৃত হন যথাক্রমে ত্রিপুরা রাজ্য সরকারের মুখ্যমন্ত্রী শ্রীসুধীর রঞ্জন মজুমদার, স্বরাষ্ট্র বিভাগের রাষ্ট্র-মন্ত্রী শ্রীজওহর সাহা, ত্রিপুরা সরকারের পূর্ত্ত বিভাগের সেক্রেটারী শ্রীনীহারকান্তি সিংহা এবং আগরতলা পৌরসভার প্রশাসক শ্রীচিদানন্দ বর্ধন। প্রথম ও দ্বিতীয় দিনের অধিবেশনে প্রধান অতিথিরূপে উপস্থিত ছিলেন ডাঃ সুবোধ চন্দ্র বসাক ও ত্রিপুরা সরকারের কমিশনার শ্রীদেবব্রত রায়। সভায় বক্তব্যবিষয় নির্দ্ধারিত ছিল যথাক্রমে 'বর্ত্তমান হিংসাপ্রবণ জগতে শান্তির উপায়', 'কর্ম্ম, জ্ঞান ও ভক্তি', 'ভক্তাধীন ভগবান্', 'কলিযুগ-ধর্ম্ম শ্রীহরিনাম সংকীর্ত্তন'। প্রত্যহ ভাষণ প্রদান করেন শ্রীমঠের আচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ, কৃষ্ণনগর মঠের মঠরক্ষক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসুহৃদ্ দামোদর মহারাজ ও ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসৌরভ আচার্য্য মহারাজ। শেষ অধিবেশনে শ্রীমোহিত কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় কিছু সময়ের জন্য বলেন। সভার আদি ও অন্তে সুললিত ভজন কীর্ত্তনের দ্বারা শ্রোতৃবৃন্দের আনন্দ বর্দ্ধন করেন শ্রীসচ্চিদানন্দ ব্রহ্মচারী, শ্রীরাম ব্রহ্মচারী ও শ্রীননীগোপাল বনচারী।

শ্রীল আচার্য্যদেব সন্ন্যাসী-ব্রহ্মচারিগণ সমভিব্যাহারে সহরের বিভিন্ন স্থানে আহূত হইয়া বিভিন্ন দিনে শ্রীকৃষ্ণকুমার বসাক, শ্রীজ্যোতি দেববর্ম্মা, শ্রীগৌরাঙ্গ সাহা, শ্রীযোগেন্দ্র পাল, শ্রীকৃষ্ণমোহন দেবনাথ, শ্রীহরিচরণ দাসাধিকারী (শ্রীহারাণ সাহা), শ্রীজানকীবল্লভ দাসাধিকারীর গৃহে শুভ পদার্পণ করতঃ হরিকথামৃত পরিবেশন করিয়াছেন। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীপাদ ভক্তিসুহৃদ্ দামোদর মহারাজ হারাণবাবুর বাড়ীতে গৃহস্থ ভক্তের কর্ত্তব্য বিষয়টী সুন্দরভাবে বুঝাইয়া বলেন।

শ্রীননীগোপাল দাস বনচারী, শ্রীবৃষভানু দাস ব্রহ্মচারী, শ্রীজগদানন্দ দাস ব্রহ্মচারী, শ্রীবৃন্দাবন দাস ব্রহ্মচারী, শ্রীমাধবানন্দ দাস ব্রহ্মচারী, শ্রীমধুসূদন ব্রহ্মচারী, শ্রীপ্রাণপ্রিয় ব্রহ্মচারী, শ্রীদীনতারণ দাস ব্রহ্মচারী, শ্রীসজ্জনানন্দ দাস, শ্রীবিষ্ণু দাস, শ্রীগৌরাঙ্গ দাস, শ্রীরাজেন দাস, শ্রীদুলাল, শ্রীভূতভাবন দাস, শ্রীমধুসূদন দাসাধিকারী, শ্রীজ্ঞানঘনানন্দ দাসাধিকারী, শ্রীমদনমোহন দাসাধিকারী, শ্রীমদনগোপাল গোস্বামী, শ্রীহরিপদ দাস, শ্রীঅমূল্যভূষণ চৌধুরী প্রভৃতি মঠের ত্যক্তাশ্রমী এবং গৃহস্থ ভক্ত ও সজ্জনগণের অক্লান্ত পরিশ্রম ও সেবাপ্রচেষ্টায় উৎসবটী সাফল্যমণ্ডিত হইয়াছে।

বিরহ-সংবাদ

শ্রীধামনবদ্বীপ-কোলেরগঞ্জস্থিত শ্রীচৈতন্য সারস্বত মঠের অধ্যক্ষ প্রপূজ্যচরণ ত্রিদণ্ডিযতি শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিরক্ষক শ্রীধর দেব গোস্বামী মহারাজ ৯৩ বৎসর বয়সে বিগত ২৭ শ্রাবণ, ১৩৯৫, ১২ আগষ্ট শুক্রবার প্রাতঃ ৫-৪৮ মিঃ-এ অমাবস্যা তিথিবাসরে তদাশ্রিত ভক্তগণকে বিরহসাগরে নিমজ্জিত করিয়া নির্য্যাণ লাভ করিয়াছেন। তাঁহার পূতচরিত্র ও অবদান সম্বন্ধে বিস্তৃত বিবরণ শ্রীচৈতন্যবাণী পত্রিকার পরবর্ত্তি সংখ্যায় প্রকাশিত হইবে।

প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্যের চতুর্থ প্রচারক শ্রীমন্ মঙ্গল মহারাজ সম্প্রতি স্বদেশে

[কানাডা, আমেরিকা, ওয়েষ্ট ইণ্ডিজ, ইংল্যাণ্ড প্রভৃতি পশ্চিমী মহাদেশগুলিতে শ্রীচৈতন্যবাণীর বিপুল প্রচার]

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠের যুগ্ম-সম্পাদক শ্রীমদ্ ভক্তিহৃদয় মঙ্গল মহারাজ পূর্ব্ব পূর্ব্ব বৎসরের ন্যায় সম্প্রতি পাশ্চাত্যখণ্ডে বৎসরেক কাল অবস্থান করতঃ কানাডা, আমেরিকা ও ওয়েষ্ট ইণ্ডিজের বিভিন্ন অঞ্চলে শ্রীচৈতন্যবাণী প্রচার করিয়া ১২ আগষ্ট শুক্রবার বিমানযোগে আমেরিকা হইতে কলিকাতায় প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছেন। শ্রীল মহারাজের সর্ব্বজ্যেষ্ঠ গুরুভ্রাতা শ্রীমদ্ভক্তিললিত গিরি মহারাজ ও সতীর্থ শ্রীবলভদ্র ব্রহ্মচারী বি-এ, মহাশয় মহারাজকে দম্‌দম্ বিমানবন্দরে স্বাগত অভিনন্দন জ্ঞাপন করেন।

স্বামীজী গত বৎসর ১৪ সেপ্টেম্বর কলিকাতা শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ হইতে আন্তর্জাতিক বিমান Air India যোগে যাত্রা করিয়া ১৫ সেপ্টেম্বর কানাডা রাজ্যের কুইবেক প্রদেশান্তর্গত সুপ্রসিদ্ধ সহর মণ্ট্রিয়ালে অবতরণ করেন। প্রথমতঃ তথায় তিনি বিংশতিদিবস অবস্থান করতঃ প্রচার করেন। মণ্ট্রিয়াল হইতে ক্রমশঃ কানাডার রাজধানীসহর অটোয়ায় এবং তথা হইতে অণ্টারিয়ো প্রদেশান্তর্গত টরণ্টো ও ব্রামটন্-ব্র্যামলীতে, মনিটোবা প্রদেশান্তর্গত উইনিপেগে, সাস্‌কাচুয়ান্ প্রদেশান্তর্গত রিজাইনাতে, আলবার্টা প্রদেশের ক্যালগরি ও রাজধানীসহর এড্‌মাণ্টনে এবং ভিক্টোরিয়া বি-সির অন্তর্গত সুপ্রসিদ্ধ ভ্যাঙ্কুবার সহরে বিপুল প্রচার করতঃ আমেরিকায় প্রবেশ করেন। আমেরিকার ওয়াশিংটন্ ষ্টেটের অন্তর্গত সিয়াটলে, বাফেলোতে, লোকপোর্টে, নিউইয়র্ক সিটিতে, নিউজার্সিষ্টেটে, পেন্‌সিল্‌ভেনিয়ান্তর্গত ফিলাডেল্‌ফিয়া সহরে, পিট্‌স্‌বার্গে, ওয়েষ্ট ভার্জিনিয়া ষ্টেটে, মেরিল্যাণ্ড ষ্টেটের অন্তর্গত বাল্‌টিমোরে, পোটোম্যাকে, ষ্টেট ক্যাপিটল্ ওয়াশিংটন ডি-সিতে, ফ্লোরিডার অন্তর্গত মিয়ামীতে (আটলাণ্টিক সাগরের তীরে), গেন্সভিলে, এ্যালাচুয়ায়, এ্যাট্‌লাণ্টায়, এট্‌লাণ্টিক সিটিতে ও নর্থ ক্যারোলাইনাতেও বিপুল প্রচার করেন। তদনন্তর স্বামীজী ওয়েষ্ট ইণ্ডিজান্তর্গত ত্রিনিদাদেও বিপুল প্রচার করেন। ত্রিনিদাদের অধিবাসিগণ প্রায় সকলেই ভারতীয় ভাবধারায় অনুপ্রাণিত এবং নিজদিগকে হিন্দু বলিয়াই পরিচয় দিয়া থাকেন। তাঁহাদের মাতৃভাষা বর্ত্তমানে ইংরাজী। তাঁহাদের পূর্ব্বপুরুষগণের নিজ নিজ মাতৃভাষা হিন্দী, বাংলা, তেলেগু, মালয়ালম্ ইত্যাদি থাকিলেও ক্রমান্বয়ে তাহা সম্পূর্ণ লুপ্ত হইয়া গিয়াছে। এখানে বর্ত্তমানে নিগ্রোগণেরই প্রাধান্য। এখানে বহু হিন্দু দেবদেবীর শ্রীমন্দির শোভা পাইতেছে।

শ্রীল মহারাজ সর্ব্বত্র প্রাইমারী শিক্ষাকেন্দ্রগুলি হইতে আরম্ভ করিয়া সর্ব্ববিভাগীয় শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, সামাজিক প্রতিষ্ঠান, আমেরিকান, ইণ্ডিয়ান ও আফ্রিকান্ সজ্জনগণের গৃহে গৃহে, মন্দিরে মন্দিরে শ্রীনামমহিমা তথা শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ কীর্ত্তন করিয়া সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন।

প্রায় সর্ব্বত্রই শ্রীল মহারাজ সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া প্রসঙ্গতঃ বলেন,—"আমাদের চিন্তাই আমাদের আশ্রয়, আমাদের গৃহ। গৃহ শব্দে স্থূলতঃ ঘরবাড়ী, স্থূল-সূক্ষ্ম দেহদ্বয় ও পত্নী ইত্যাদিকে বুঝায়। ব্যষ্টিদেহের ভেদ অনন্ত প্রকারের। ইহাতে জীবের (Living entity-র) সুখ হয় না। সমষ্টি গৃহ কৃষ্ণ-চিন্তন হইতে উদিত হয়, যাহা নিত্য সর্ব্বগত ও সর্ব্বজীবাশ্রয় ; চিন্ময় ও পরমানন্দময়। কৃষ্ণচিন্তা লাভ করিতে হইলে কৃষ্ণচিন্তাসিদ্ধ সাধুসঙ্গ অত্যাবশ্যক। মনুষ্যজন্মেই মাত্র কৃষ্ণচিন্তায় সিদ্ধি লাভ সম্ভব হয়, অন্য জন্মে নহে। তিনি বলেন, জীবের কৃষ্ণচিন্তা ব্যতীত অন্যান্য যাবতীয় চিন্তা সকলই প্রতিক্রিয়াশীল এবং স্বপ্নমায়াবৎ মিথ্যা।"

শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী মহারাজ বিষ্ণুপাদের

পূতচরিতামৃত

[পূর্ব্বপ্রকাশিত ৭ম সংখ্যা ১৫২ পৃষ্ঠার পর]
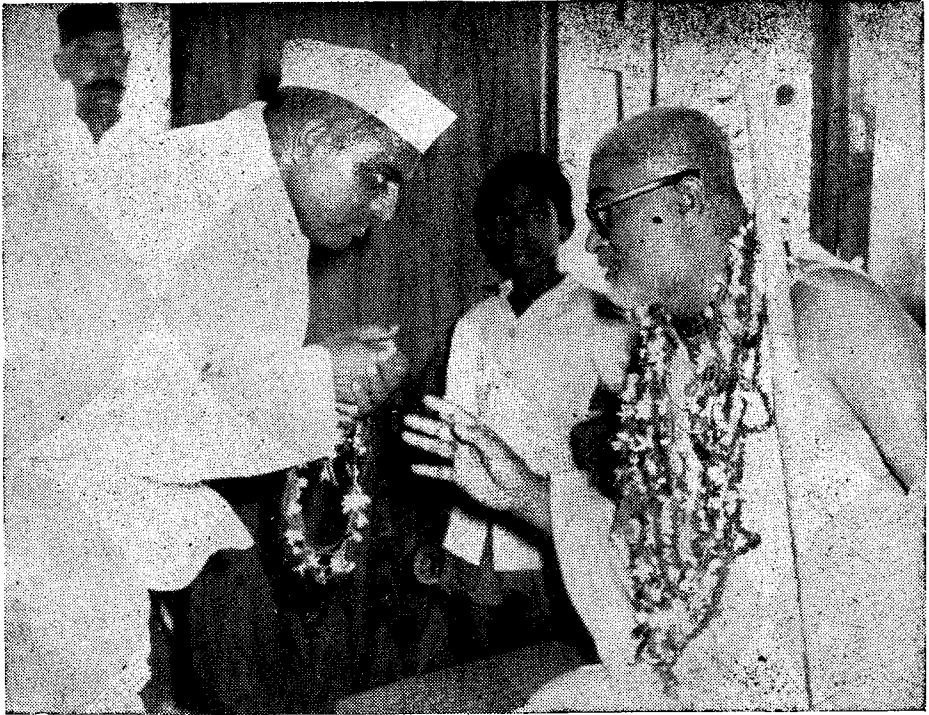
পরমারাধ্য শ্রীল গুরুদেব মঠের সাহায্যকারী ও শুভানুধ্যায়ী সামসেরগঞ্জনিবাসী শ্রীকিষ্ঠা রেড্ডি মহোদয়কে উপদেশ প্রদান করিতেছেন

শ্রীল গুরুদেবের পূতচরিতামৃতের প্রথম খণ্ডে ৯ পৃষ্ঠায় তাঁহার মাদ্রাজ শ্রীগৌড়ীয় মঠের সর্ব্বতোভবে সেবাসৌষ্ঠব বর্দ্ধনের জন্য মুখ্য প্রচেষ্টার কথা বর্ণিত হইয়াছে। ত্রিদণ্ডসন্ন্যাস গ্রহণান্তেও তিনি মাদ্রাজ শ্রীগৌড়ীয় মঠে গিয়াছিলেন। তৎকালে তাঁহার সতীর্থ বৈষ্ণবগণের মধ্যে ছিলেন—পরমপূজ্যপাদ ত্রিদণ্ডি-স্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিলাস তীর্থ মহারাজ, শ্রীমদ্ ভূতভৃৎ ব্রহ্মচারী. শ্রীমদ্ রাসবিহারীদাস ব্রহ্মচারী, শ্রীমদ্ নৃসিংহানন্দ প্রভু, শ্রীমদ্ সুন্দরগোপাল ব্রহ্মচারী, শ্রীমদ্ গোপালকৃষ্ণ প্রভু, শ্রীমদ্ ঘনশ্যাম ব্রহ্মচারী প্রভৃতি।
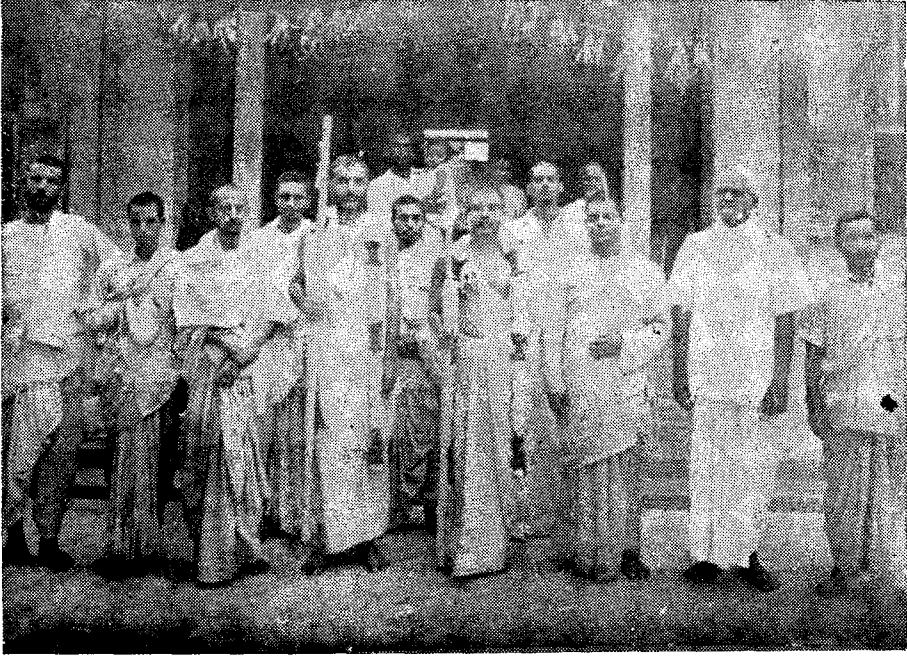
মধ্যে দণ্ডায়মান শ্রীল গুরুদেব ও তাঁহার জ্যেষ্ঠ সতীর্থ শ্রীমদ্ভক্তিবিলাস তীর্থ মহারাজ, তাঁহাদের দুইপার্শ্বে শ্রীমদ্ ভূতভৃৎ প্রভু, শ্রীমদ্ রাসবিহারী প্রভু, শ্রীমদ্ নৃসিংহানন্দ প্রভু, শ্রীমদ্ সুন্দরগোপাল প্রভু, শ্রীগোপালকৃষ্ণ প্রভু, শ্রীমদ্ ঘনশ্যাম ব্রহ্মচারী।
শ্রীল গুরুদেবের পশ্চাতে তাঁহার শিষ্যদ্বয়—শ্রীকৃষ্ণপ্রসাদ ব্রহ্মচারী ও শ্রীকৃষ্ণবল্লভ ব্রহ্মচারী।

পরমারাধ্য শ্রীল গুরুদেবের প্রতিষ্ঠিত মঠসমূহ, শিক্ষাকেন্দ্র, গ্রন্থাগার, দাতব্য চিকিৎসালয় ও মুদ্রাযন্ত্র

প্রতিষ্ঠা সন

১। শ্রীশ্যামানন্দ গৌড়ীয় মঠ, মেদিনীপুর (পশ্চিমবঙ্গ) — ইং ১৯৪২
[পরমারাধ্য শ্রীল গুরুদেব এবং তাঁহার সতীর্থদ্বয় পূজ্যপাদ ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিচার যাযাবর মহারাজ এবং পূজ্যপাদ ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিকুমুদ সন্ত মহারাজের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় এই মঠটি সংস্থাপিত হয়]

২। শ্রীগৌড়ীয় মঠ, তেজপুর (আসাম) — বঙ্গাব্দ ১৩৫৪ ; খৃষ্টাব্দ ১৯৪৮
[শ্রীল গুরুদেবের পূতচরিতামৃত ১ম খণ্ড ৩৮ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য]

৩। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, পল্টনবাজার, গৌহাটী-৮ (আসাম) — ইং ১৯৫৩
[শ্রীল গুরুদেবের পূতচরিতামৃত ১ম খণ্ড ৩৯ পৃঃ দ্রষ্টব্য]

৪। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ৮৬এ, রাসবিহারী এভিনিউ, কলিকাতা-২৬ — ইং ১৯৫৫

৫। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ঈশোদ্যান, শ্রীমায়াপুর, নদীয়া (পশ্চিমবঙ্গ) — ইং ১৯৫৬

৬। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, সর্ব্বেশ্বর হাবেলী, বৃন্দাবন (উত্তরপ্রদেশ) — ইং ১৯৫৬

৭। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, গোয়াড়ীবাজার, কৃষ্ণনগর, নদীয়া — বঙ্গাব্দ ১৩৬৬ ; খৃষ্টাব্দ ১৯৬০

		প্রতিষ্ঠা সন
৮।	শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, মথুরা রোড, বৃন্দাবন জেলা—মথুরা (উত্তর প্রদেশ)	বঙ্গাব্দ ১৩৬৭ ; খৃষ্টাব্দ ১৯৬০
৯।	শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ৩৫, সতীশ মুখার্জ্জি রোড কলিকাতা-২৬	পুরাতন বাড়ীতে প্রবেশ খৃঃ ১৯৬১ নবমন্দিরে প্রবেশ খৃঃ ১৯৬৭
১০।	শ্রীগৌড়ীয় সেবাশ্রম, মধুবন মহোলী পোঃ+জেলা—মথুরা (উত্তর প্রদেশ)	খৃঃ ১৯৬১
১১।	শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, উর্দুগলি, পাথরঘাটি, হায়দ্রাবাদ (অন্ধ্রপ্রদেশ)	বঙ্গাব্দ ১৩৬৯ ; খৃঃ ১৯৬২
১২।	শ্রীল জগদীশ পণ্ডিতের শ্রীপাট, পোঃ—যশড়া, ভায়া— চাকদহ জেলা—নদীয়া (পশ্চিমবঙ্গ)	বঙ্গাব্দ ১৩৬৯ ; খৃঃ ১৯৬২
১৩।	শ্রীবিনোদবাণী গৌড়ীয় মঠ, ৩২, কালিয়দহ, বৃন্দাবন (উত্তর প্রদেশ)	খৃঃ ১৯৬৭
১৪।	শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, পোঃ+জেলা—গোয়ালপাড়া (আসাম) [শ্রীল গুরুদেবের পূতচরিতামৃত ১ম খণ্ড ৪০ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য]	খৃঃ ১৯৬৯
১৫।	শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, সেক্টর ২০-বি চণ্ডীগড়	বঙ্গাব্দ ১৩৭৭ ; খৃঃ ১৯৭০
১৬।	শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, দেওয়ান দেওড়ী, হায়দ্রাবাদ (অন্ধ্রপ্রদেশ)	বঙ্গাব্দ ১৩৭৯ ; খৃঃ ১৯৭২
১৭।	শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, গ্র্যাণ্ড রোড পোঃ+জেলা—পুরী (ওড়িষ্যা)	বঙ্গাব্দ ১৩৮১ ; ইং ১৯৭৪
১৮।	শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, গোকুলমহাবন, জেলা—মথুরা (উত্তর প্রদেশ)	খৃঃ ১৯৭৫
১৯।	শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, শ্রীজগন্নাথ-মন্দির, আগরতলা (ত্রিপুরা)	বঙ্গাব্দ ১৩৮৩ ; খৃঃ ১৯৭৬
২০।	শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ১৮৭, ডি-এল রোড, দেরাদুন (উত্তর প্রদেশ)	খৃঃ ১৯৭৭

শিক্ষাকেন্দ্রসমূহ

১।	শ্রীচৈতন্য সারস্বত চতুষ্পাঠী শ্রীশ্যামানন্দ গৌড়ীয় মঠ, পোঃ+জেলা—মেদিনীপুর	খৃঃ ১৯৪৬
২।	শ্রীসিদ্ধান্ত সরস্বতী প্রাথমিক বিদ্যালয় ঈশোদ্যান, শ্রীমায়াপুর, নদীয়া	বঙ্গাব্দ ১৩৬৬ ; খৃঃ ১৯৫৯
৩।	শ্রীগৌড়ীয় সংস্কৃত বিদ্যাপীঠ ঈশোদ্যান, শ্রীমায়াপুর, নদীয়া	বঙ্গাব্দ ১৩৬৬ ; খৃঃ ১৯৫৯
৪।	শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় বিদ্যামন্দির (প্রাথমিক ও মাধ্যমিক) ৮৬এ, রাসবিহারী এভিনিউ, কলিকাতা-২৬	বঙ্গাব্দ ১৩৬৮ ; খৃঃ ১৯৬১
৫।	শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় সংস্কৃত মহাবিদ্যালয় ৮৬এ, রাসবিহারী এভিনিউ, কলিকাতা-২৬	বঙ্গাব্দ ১৩৭৫ ; খৃঃ ১৯৬৮
৬।	শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় সংস্কৃত বিদ্যালয় সেক্টর ২০-বি, চণ্ডীগড়	খৃঃ ১৯৭২
৭।	শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় পাশ্চাত্য ভাষা শিক্ষালয় ৮৬এ, রাসবিহারী এভিনিউ, কলিকাতা-২৬	খৃঃ ১৯৬৭
৮।	শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় আন্তঃ প্রাদেশিক ভাষা শিক্ষালয় সেক্টর ২০-বি, চণ্ডীগড়	খৃঃ ১৯৭২

গ্রন্থাগার

১।	শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ গ্রন্থাগার (বিশ্বের ধর্ম্মসমূহের তুলনামূলকগবেষণা) ৩৫, সতীশ মুখার্জ্জি রোড, কলিকাতা-২৬	খৃঃ ১৯৭০

প্রতিষ্ঠা সন

২। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ গ্রন্থাগার — ইং ১৯৭২
সেক্টর ২০-বি, চণ্ডীগড়

দাতব্য চিকিৎসালয়

১। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ দাতব্য চিকিৎসালয় — ইং ১৯৫৯
ঈশোদ্যান, শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

২। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ দাতব্য চিকিৎসালয় — ইং ১৯৭২
সেক্টর ২০-বি, চণ্ডীগড়

৩। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ দাতব্য চিকিৎসালয় — ইং ১৯৭৮
গ্র্যাণ্ড রোড, পুরী (ওড়িষ্যা)

মুদ্রাযন্ত্র

১। শ্রীচৈতন্যবাণী প্রেস
২৫/১, প্রিন্স গোলাম মহম্মদ রোড, টালিগঞ্জ, কলিকাতা-৩৩ — ইং ১৯৬৪
পরে ৩৪/১এ, মহিম হালদার ষ্ট্রীট্, কলিকাতা-২৬ — ইং ১৯৬৬

মাসিক পত্রিকা

১। শ্রীচৈতন্যবাণী পত্রিকা — ইং ১৯৬১
৩৫, সতীশ মুখার্জ্জি রোড, কলিকাতা-২৬

শ্রীল গুরুদেবের সেবা-পরিচালনাধীন মঠদ্বয়

১। সরভোগ শ্রীগৌড়ীয় মঠ, পোঃ চক্‌চকাবাজার, জেঃ কামরূপ — ইং ১৯৫৫
(বর্ত্তমানে জেঃ বরপেটা) আসাম

২। শ্রীগদাই গৌরাঙ্গ মঠ, পোঃ বালিয়াটী, জেঃ ঢাকা (বাংলাদেশ) — ইং ১৯৫৫

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ

৮৬এ, রাসবিহারী এভিনিউ, কলিকাতা-২৬

বিগত ১৯৫৫ খৃষ্টাব্দের জুলাই মাসে, ১৩৬২ বঙ্গাব্দ আষাঢ় মাসে পরমারাধ্য শ্রীল গুরুদেব রাসবিহারী এভিনিউ ও রাজা বসন্ত রায় রোড জংশনে অবস্থিত ৮৬এ, রাসবিহারী এভিনিউস্থ (কলিকাতা-২৬) গৃহের ত্রিতলে মাসিক ভাড়াতে শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠান প্রথমে সংস্থাপন করেন। যে পরিস্থিতির উদ্ভবেতে পরমারাধ্য শ্রীল গুরুদেবকে নিজাশ্রিত সেবকগণকে রক্ষার জন্য কলিকাতায় অধিক ভাড়া দিয়া বাড়ী সংগ্রহ করিতে হইল তাহা সাংসারিক ব্যক্তির দৃষ্টিভঙ্গিতে খুবই দুঃখকর ও মর্ম্মন্তুদ বলিতে হইবে। অবশ্য তাত্ত্বিকবিচারে মঙ্গলময় শ্রীহরির ইচ্ছায় যাহা সংঘটিত হয়, তাহাতে সকলেরই নিত্য মঙ্গল নিহিত আছে। জগতে দেখা যায় কোন ব্যক্তি কাহারও অনিষ্ট না করিলেও সকলের হিতের জন্য সর্ব্বক্ষণ নিষ্কপটভাবে চেষ্টাযুক্ত থাকিলেও, তাহার ঈশ্বরপ্রদত্ত রূপ-গুণ ও যোগ্যতাসমূহ মাৎসর্য্য-পরায়ণ ব্যক্তিগণের দুঃখের কারণ হইয়া থাকে। মৎসরগণ কোনও দিন অপরের উৎকর্ষ সহন করিতে সমর্থ নহে। কিন্তু নিষ্কপট ভগবৎপরায়ণ সাধুগণ পরম নির্ম্মল ও নির্দ্দোষ হইয়াও সেই সব অত্যাচার ও কষ্টসমূহকে নিজকৃতকর্ম্মের ফল বিচার করিয়া সহ্য করিয়া থাকেন, কাহারও প্রতি দ্রোহাচরণ করিতে যান না। যাহাদের পরমারাধ্য শ্রীল গুরুদেবের সান্নিধ্যে থাকিবার সৌভাগ্য হইয়াছে, তাহারা

(ক্রমশঃ)

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ হইতে প্রকাশিত গ্রন্থাবলী

(১) প্রার্থনা ও প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা—শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর রচিত
(২) শরণাগতি—শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর রচিত
(৩) কল্যাণকল্পতরু ,, ,, ,,
(৪) গীতাবলী ,, ,, ,,
(৫) গীতমালা ,, ,, ,,
(৬) জৈবধর্ম্ম ,, ,, ,,
(৭) শ্রীচৈতন্য-শিক্ষামৃত ,, ,, ,,
(৮) শ্রীহরিনাম-চিন্তামণি ,, ,, ,,
(৯) শ্রীশ্রীভজনরহস্য ,, ,, ,,
(১০) মহাজন-গীতাবলী (১ম ভাগ)—শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর রচিত ও বিভিন্ন মহাজনগণের রচিত গীতিগ্রন্থসমূহ হইতে সংগৃহীত গীতাবলী
(১১) মহাজন-গীতাবলী (২য় ভাগ) ঐ
(১২) শ্রীশিক্ষাষ্টক—শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমহাপ্রভুর স্বরচিত (টীকা ও ব্যাখ্যা সম্বলিত)
(১৩) উপদেশামৃত—শ্রীল শ্রীরূপ গোস্বামী বিরচিত (টীকা ও ব্যাখ্যা সম্বলিত)
(১৪) SREE CHAITANYA MAHAPRABHU, HIS LIFE AND PRECEPTS ; by Thakur Bhaktivinode
(১৫) ভক্ত-ধ্রুব—শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ সঙ্কলিত
(১৬) শ্রীবলদেবতত্ত্ব ও শ্রীমন্মহাপ্রভুর স্বরূপ ও অবতার—ডাঃ এস্ এন্ ঘোষ প্রণীত
(১৭) শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা [শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তীর টীকা, শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের মর্ম্মানুবাদ, অন্বয় সম্বলিত]
(১৮) প্রভুপাদ শ্রীশ্রীল সরস্বতী ঠাকুর (সংক্ষিপ্ত চরিতামৃত)
(১৯) গোস্বামী শ্রীরঘুনাথ দাস—শ্রীশান্তি মুখোপাধ্যায় প্রণীত
(২০) শ্রীশ্রীগৌরহরি ও শ্রীগৌরধাম-মাহাত্ম্য
(২১) শ্রীধাম ব্রজমণ্ডল পরিক্রমা—দেবপ্রসাদ মিত্র
(২২) শ্রীশ্রীপ্রেমবিবর্ত্ত—শ্রীগৌর-পার্ষদ শ্রীল জগদানন্দ পণ্ডিত বিরচিত
(২৩) শ্রীভগবদর্চ্চনবিধি—শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ সঙ্কলিত
(২৪) শ্রীব্রজমণ্ডল-পরিক্রমা ,, ,, ,, ,,
(২৫) শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত—শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী-কৃত
(২৬) শ্রীচৈতন্যভাগবত—শ্রীল বৃন্দাবনদাস ঠাকুর রচিত
(২৭) শ্রীশ্রীকৃষ্ণবিজয়—গুণরাজ খাঁন বিরচিত
শ্রীমন্মহাপ্রভুর শ্রীমুখে উচ্চ প্রশংসিত বাংলা ভাষার আদিকাব্যগ্রন্থ
(২৮) একাদশীমাহাত্ম্য—শ্রীমদ্ভক্তিবিজয় বামন মহারাজ কর্ত্তৃক সঙ্কলিত

নিয়মাবলী

১। "শ্রীচৈতন্য-বাণী" প্রতি বাঙ্গালা মাসের ১৫ তারিখে প্রকাশিত হইয়া দ্বাদশ মাসে দ্বাদশ সংখ্যা প্রকাশিত হইয়া থাকেন। ফাল্গুন মাস হইতে মাঘ মাস পর্য্যন্ত ইহার বর্ষ গণনা করা হয়।

২। বার্ষিক ভিক্ষা ১২.০০ টাকা, ষাণ্মাসিক ৬.০০ টাকা, প্রতি সংখ্যা ১.০০ টাকা। ভিক্ষা ভারতীয় মুদ্রায় অগ্রিম দেয়।

৩। জ্ঞাতব্য বিষয়াদি অবগতির জন্য রিপ্লাই কার্ডে কার্য্যাধ্যক্ষের নিকট নিম্নলিখিত ঠিকানায় পত্র ব্যবহার করিয়া জানিয়া লইতে হইবে।

৪। শ্রীমন্মহাপ্রভুর আচরিত ও প্রচারিত শুদ্ধভক্তিমূলক প্রবন্ধাদি সাদরে গৃহীত হইবে। প্রবন্ধাদি প্রকাশিত হওয়া সম্পাদক-সঙ্ঘের অনুমোদন সাপেক্ষ। অপ্রকাশিত প্রবন্ধাদি ফেরৎ পাঠান হয় না। প্রবন্ধ কালিতে স্পষ্টাক্ষরে একপৃষ্ঠায় লিখিত হওয়া বাঞ্ছনীয়।

৫। পত্রাদি ব্যবহারে গ্রাহকগণ গ্রাহক নম্বর উল্লেখ করিয়া পরিষ্কারভাবে ঠিকানা লিখিবেন। ঠিকানা পরিবর্ত্তিত হইলে এবং কোন সংখ্যা ঐ মাসের শেষ তারিখের মধ্যে না পাইলে কার্য্যাধ্যক্ষকে জানাইতে হইবে। তদন্যথায় কোনও কারণেই পত্রিকার কর্ত্তৃপক্ষ দায়ী হইবেন না। পত্রোত্তর পাইতে হইলে রিপ্লাই কার্ডে লিখিতে হইবে।

৬। ভিক্ষা, পত্র ও প্রবন্ধাদি কার্য্যাধ্যক্ষের নিকট নিম্নলিখিত ঠিকানায় পাঠাইতে হইবে।

কার্য্যালয় ও প্রকাশস্থান ঃ—

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ৩৫, সতীশ মুখার্জ্জী রোড, কলিকাতা-৭০০০২৬ ফোন ঃ ৪৬-৫৯০০

মুদ্রণালয় ঃ— শ্রীচৈতন্যবাণী প্রেস, ৩৪।১এ, মহিম হালদার ষ্ট্রীট, কালীঘাট, কলিকাতা-৭০০০২৬

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাতা নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ ১০৮শ্রী
শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী মহারাজ বিষ্ণুপাদ প্রবর্ত্তিত
একমাত্র-পারমার্থিক মাসিক পত্রিকা

অষ্টাবিংশ বর্ষ—৯ম সংখ্যা
কার্ত্তিক, ১৩৯৫

সম্পাদক-সঙ্ঘপতি
পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রমোদ পুরী মহারাজ

সম্পাদক
রেজিষ্টার্ড শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠানের বর্ত্তমান আচার্য্য ও সভাপতি
ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ

প্রকাশক ও মুদ্রাকর ঃ—

মহোপদেশক শ্রীমঙ্গলনিলয় ব্রহ্মচারী, ভক্তিশাস্ত্রী, বিদ্যারত্ন, বি, এস্-সি

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, তৎশাখা মঠ ও প্রচারকেন্দ্রসমূহ ঃ—

মূল মঠ ঃ—১। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ঈশোদ্যান, পোঃ শ্রীমায়াপুর-৭৪১৩১৩ (নদীয়া)

প্রচারকেন্দ্র ও শাখামঠ ঃ—

২। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ৩৫, সতীশ মুখার্জ্জি রোড, কলিকাতা-৭০০০২৬। ফোন ঃ ৪৬-৫৯০০

৩। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, গোয়াড়ী বাজার, পোঃ কৃষ্ণনগর-৭৪১১০১ (নদীয়া)

৪। শ্রীশ্যামানন্দ গৌড়ীয় মঠ, পোঃ ও জেঃ মেদিনীপুর-৭২১১০১

৫। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, মথুরা রোড, পোঃ বৃন্দাবন-২৮১১২১ (মথুরা)

৬। শ্রীবিনোদবাণী গৌড়ীয় মঠ, ৩২, কালিয়দহ, পোঃ বৃন্দাবন-২৮১১২১ (মথুরা)

৭। শ্রীগৌড়ীয় সেবাশ্রম, মধুবন মহোলি, পোঃ কৃষ্ণনগর, জেঃ মথুরা

৮। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, দেওয়ান দেউড়ী, হায়দ্রাবাদ-৫০০০০২ (অঃ প্রঃ) ফোন ঃ ৫২২০০১

৯। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, পল্টন বাজার, পোঃ গৌহাটী-৭৮১০০৮ (আসাম) ফোন ঃ ২৭১৭০

১০। শ্রীগৌড়ীয় মঠ, পোঃ তেজপুর-৭৮৪০০১ (আসাম)

১১। শ্রীল জগদীশ পণ্ডিতের শ্রীপাট, পোঃ যশড়া, ভায়া চাকদহ-৭৪১২২২ (নদীয়া)

১২। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, পোঃ ও জিলা গোয়ালপাড়া-৭৮৩১০১ (আসাম)

১৩। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, সেক্টর—২০বি, পোঃ চণ্ডীগড়-১৬০০২০ (পাঞ্জাব) ফোন ঃ ২৩৭৮৮

১৪। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, গ্র্যাণ্ড রোড্, পোঃ পুরী-৭৫২০০১ (ওড়িষ্যা)

১৫। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, শ্রীজগন্নাথমন্দির, পোঃ আগরতলা-৭৯৯০০১ (ত্রিপুরা) ফোন ঃ ৪৪৯৭

১৬। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, গোকুল মহাবন, পোঃ মহাবন-২৮১৩০৫ জিলা—মথুরা

১৭। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ১৮৭, ডি, এল রোড্, পোঃ দেরাদুন-২৪৮০০১ (ইউ, পি)

১৮। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ কার্য্যালয়, ৩৩৯৯, হরিমন্দির গলি, পাহাড়গঞ্জ, নিউদিল্লী-১১০০৫৫

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠের পরিচালনাধীন ঃ—

১৯। সরভোগ শ্রীগৌড়ীয় মঠ, পোঃ চক্‌চকাবাজার-৭৮১৩২০ জেঃ বরপেটা (আসাম)

২০। শ্রীগদাই গৌরাঙ্গ মঠ, পোঃ বালিয়াটী, জেঃ ঢাকা (বাংলাদেশ)

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

"চেতোদর্পণমার্জ্জনং ভবমহাদাবাগ্নি-নির্ব্বাপণং
শ্রেয়ঃকৈরবচন্দ্রিকাবিতরণং বিদ্যাবধূজীবনং।
আনন্দাম্বুধিবর্দ্ধনং প্রতিপদং পূর্ণামৃতাস্বাদনং
সর্ব্বাত্মস্নপনং পরং বিজয়তে শ্রীকৃষ্ণসংকীর্ত্তনম্ ॥"

২৮শ বর্ষ | শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, কার্ত্তিক, ১৩৯৫
৭ দামোদর, ৫০২ শ্রীগৌরাব্দ ; ১৫ কার্ত্তিক, মঙ্গলবার, ১ নভেম্বর ১৯৮৮ | ৯ম সংখ্যা

শ্রীল প্রভুপাদের পত্রাবলী

শ্রীশ্রীগান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারিভ্যাং নমঃ

শ্রীচৈতন্য মঠ, শ্রীধাম-মায়াপুর
ইং ৫।৮।২৬

স্নেহবিগ্রহেষু,—

আপনার ২১ শে আষাঢ় তারিখের বিস্তারিত পত্র পাইয়া সমাচার জ্ঞাত ছিলাম। আমি তৎকালে শ্রীপুরুষোত্তমে "শ্রীজগন্নাথবল্লভ মঠে" ছিলাম। তৎপরে শ্রীভুবনেশ্বর ও কটকে কয়েক দিন থাকিয়া শ্রীগৌড়ীয় মঠে আসি। আজ ১০।১২ দিন হইল তথা হইতে এখানে আসিয়াছি। আপনি একাই বারাণসীতে মঠ রক্ষা করিতেছিলেন, তজ্জন্য মনটা এরূপ পত্র লিখিতে ব্যস্ত হইয়াছিল, বুঝিলাম।

"ক্রমে ক্রমে পায় লোক ভবসিন্ধুকূল ॥"

আশাবন্ধ, সমুৎকণ্ঠা এবং কৃষ্ণসেবা, কার্ষ্ণসেবা ও শ্রীনামকীর্ত্তন দ্বারা মঙ্গল হয়। সর্ব্বদা কৃষ্ণার্থে অখিল চেষ্টা-বিশিষ্ট হইলে মায়ার বিবিধ প্রলোভন আমাদিগকে আচ্ছন্ন করিতে পারে না। সর্ব্বদা শ্রবণ, কীর্ত্তন করিবেন ; "মহাজনগ্রন্থ" ও "গৌড়ীয়" পাঠ করিবেন, তাহা হইলে সিদ্ধান্ত গ্রহণ বিষয়ে আলস্য থাকিবে না।

যে সকল ভক্তগণের সঙ্গে আছেন, তাঁহাদিগের সহিত পরস্পর শ্রীহরিকথা আলাপ করিবেন এবং ভজনের উন্নতির সহিত নিজ-দৈন্য ও হীনতা উপলব্ধি করিতে পারিবেন। আপনি জানেন যে, 'সর্ব্বোত্তম আপনাকে হীন করি মানে'। আপনাদিগের নিজ ভৃত্যের মঙ্গলাকাঙ্ক্ষা করিবেন, তাহা হইলে আমাদিগের ভজনবৃদ্ধি হইবে।

কৃষ্ণসেবা, কার্ষ্ণসেবা ও শ্রীনাম-কীর্ত্তন, তিনটী পৃথক্ অনুষ্ঠান হইলেও তিনটীই একতাৎপর্য্যপর।

নাম-সংকীর্ত্তনের দ্বারা কৃষ্ণ ও কার্ষ্ণসেবা হয়।

বৈষ্ণবের সেবা করিলে কৃষ্ণ-কীর্ত্তন ও কৃষ্ণ-সেবা হয়।

কৃষ্ণসেবা করিলেই নাম-সংকীর্ত্তন ও বৈষ্ণব-সেবা হয়।

তাহার প্রমাণ এই—"সত্ত্বং বিশুদ্ধং বসুদেব-শব্দিতম্"।

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত পাঠ করিলে কৃষ্ণসেবা ও নামসংকীর্ত্তন হয়। সৎসঙ্গে শ্রীমদ্ভাগবত পাঠেও উহাই লভ্য হয়। অর্চ্চনেও ঐ তিনটী কার্য্য হইতে থাকে। নামভজনেও তাহাই সুষ্ঠুভাবে হয়।

পূর্ব্ব ইতিহাস ভজনের অনুকূল বিচারে নিযুক্ত করিবেন অর্থাৎ প্রতিকূল বিষয়গুলি অনুকূলের পূর্ব্বাবস্থা জানিবেন। প্রতিকূল হওয়ায় যে বিপদ উপস্থিত হয়, তাহাই পরক্ষণে ভজনের অনুকূলতা প্রসব করে। সমগ্র পরিদৃশ্যমান জগতের সকল বস্তুই কৃষ্ণসেবার উপাদান। সেবাবিমুখবুদ্ধি বস্তুবিষয়ে আমাদিগের মতিবিপর্য্যয় করিয়া ভোগে নিযুক্ত করে। দিব্য-জ্ঞানের উদয়ে সমগ্র জগতে কৃষ্ণ-সম্বন্ধ দেখিতে পাইলেই প্রতিষ্ঠার বিষময় ফল আমাদিগকে গ্রাস করিতে পারে না।

"চঞ্চল জীবন-স্রোত প্রবাহিয়া কালের সাগরে ধায়।"—এই বিবেকের সহিত হরিসেবা-প্রবৃত্তি প্রতি পদে পদে আসিয়া উপস্থিত হয়। সুতরাং কৃষ্ণের যাহাতে আনন্দ, আমার তাহাই সন্তুষ্টচিত্তে স্বীকার করা কর্ত্তব্য। কৃষ্ণ যদি আমাকে বিমুখ রাখিয়া সুখী বোধ করেন, তাহা হইলে আমার যে দুঃখ, তাহাই আমার বরণীয়।

"তোমার সেবায় দুঃখ হয় যত, সেও ত' পরম সুখ", এই উপলব্ধি বৈষ্ণবের—তাহা অনুসরণ করিবার যত্ন করিবেন। আমাদিগের যাবতীয় অনর্থ কৃষ্ণসেবায় উন্মুখ হইলে উহাই অর্থ বা প্রয়োজনরূপে স্থায়ী মঙ্গলের কারণ হয়। ঠাকুর বিল্বমঙ্গলের পূর্ব্বচরিত্র, সার্ব্বভৌমের কথা, প্রকাশানন্দের কুতর্ক-রূপ যাবতীয় অনর্থ পরিশেষে কৃষ্ণসেবাময় হইয়াছিল। সুতরাং বিগত অনর্থের জন্য কোনও চিন্তা করিবেন না। বর্ত্তমান অনর্থ—শ্রবণ, কীর্ত্তন প্রবল করিলেই—তাহারা প্রবল হইবে না। আমাদের জীবন অল্পদিন স্থায়ী, সুতরাং মৃত্যুর পূর্ব্ব পর্য্যন্ত নিষ্কপটে হরিসেবা করিবার যত্ন করিবেন। মহাজনের অনুসরণই আমাদের মঙ্গলের একমাত্র সেতু।

"অহং তরিষ্যামি দুরন্তপারং" শ্লোক আলোচনা করিবেন। আপনার পত্রখানি শ্রীভক্তিবিলাস ঠাকুরকে পড়িয়া শুনাইয়াছি, তাহাতে তিনি সন্তোষ প্রকাশ করিয়াছেন।

আশা করি, তথাকার সকলেই উৎসাহের সহিত শ্রীহরি-কীর্ত্তন-কার্য্য ও বৈষ্ণব-সেবাকার্য্য করিতেছেন। সকলকেই আমাদের আন্তরিক যোগ্য অভিবাদন জানাইবেন।

প্রাক্তন কর্ম্ম-বিপাকে আমি কখনও সুস্থ, কখনও অসুস্থ হইয়া পড়ি। যখন সুস্থ আছি মনে করি, আমি তখনই কৃষ্ণবিমুখ হইয়া পড়ি এবং তৎফলে আমাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ভক্তগণকে নিকৃষ্ট মনে করি। সেই জন্য কৃষ্ণ আমার অবস্থা বিচার করিয়া নানাপ্রকার দুঃখে, কষ্টে, অস্বাস্থ্যে ও অসুবিধায় রাখেন। তখন আমি "তত্তেহনুকম্পাং" শ্লোকের অর্থ বুঝিবার চেষ্টা করি। কৃষ্ণেতর বিষয়ে প্রমত্ত থাকিলে জগতের অনেকের সহিত ঝগড়া করিতে ইচ্ছা করে। কৃষ্ণসেবায় ব্যস্ত থাকিলে—জগতের লোকসকল আমাকে আক্রমণ করে। আশা করি আপনি ভাল আছেন।

নিত্যাশীর্ব্বাদক
শ্রীসিদ্ধান্তসরস্বতী

শ্রীশ্রীমদ্ভাগবতার্কমরীচিমালা

[পূর্ব্বপ্রকাশিত ৮ম সংখ্যা ১৫৬ পৃষ্ঠার পর]

শ্রুতয়ঃ ভগবন্তম্ [১০।৮৭।২০]

স্বকৃতপুরেষ্বমীষ্ববহিরন্তরসংবরণং
তব পুরুষং বদন্ত্যখিলশক্তিধৃতোহংশকৃতম্।
ইতি নৃগতিং বিবিচ্য কবয়ো নিগমাবপনং
ভবত উপাসতেহঙ্ঘ্রিমভবং ভুবি বিশ্বসিতাঃ ॥১১

কপিলঃ দেবহূতিম্ [৩।২৮।৪০]

যথোল্মুকাদ্বিস্ফুলিঙ্গাদ্ধূমাদ্বাপি স্বসম্ভবাৎ।
অপ্যাত্মত্বেতাভিমতাদ্যথাগ্নিঃ পৃথগুল্মুকাৎ ॥ ২॥
ভগবান্ পৃথুম্ [৪।২০।৭]
একঃ শুদ্ধঃ স্বয়ং জ্যোতির্নির্গুণোঽসৌ গুণাশ্রয়ঃ।
সর্ব্বগোঽনাবৃতঃ সাক্ষী নিরাত্মাত্মনঃ পরঃ ॥১৩
গজেন্দ্রঃ ভগবন্তম্ [৮।৩।২৩]
যথার্চিষোঽগ্নেঃ সবিতুর্গভস্তয়ো
নির্য্যান্তি সংযান্ত্যসকৃৎ স্বরোচিষঃ।
তথা যতোঽয়ং গুণসংপ্রবাহো
বুদ্ধির্মনঃ খানি শরীরসর্গাঃ ॥ ১৪ ॥
কপিলঃ দেবহূতিম্ [৩।২৮।৪১]
ভূতেন্দ্রিয়ান্তঃকরণাৎ প্রধানাজ্জীবসংজ্ঞিতাৎ।
আত্মা তথা পৃথগ্দ্রষ্টা ভগবান্ ব্রহ্মসংজ্ঞিতঃ ॥১৫
[৩।২৬।৫]
গুণৈর্বিচিত্রাঃ সৃজতীং সরূপাঃ প্রকৃতিং প্রজাঃ।
বিলোক্য মুমুহে সদ্যঃ স ইহ জ্ঞানগূহয়া ॥১৬॥

শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-কৃত "মরীচিপ্রভা"-নাম্নী ব্যাখ্যা

স্বীয় কর্ম্মদ্বারা লব্ধ শরীরে স্থিত, (কিন্তু স্বরূপতঃ) ভিতরে ও বাহিরে আবরণশূন্য জীব-পুরুষকে—অখিলশক্তিধারী যে তুমি, তোমার অংশ বলিয়া বলেন। এইরূপ নৃগতি বিচারপূর্ব্বক কবিগণ শ্রদ্ধাপূর্ব্বক তোমার চরণ-উপাসনারূপ ভক্তিকে নিগমোক্ত নিত্য-কর্ম্ম বলিয়া স্থির করেন। 'ভিতরে আবরণশূন্য'—এই কথার তাৎপর্য্য এই যে, প্রত্যক্ গতিতে তোমার অসীম চিজ্জগৎ। 'বাহিরে আবরণশূন্য'—শব্দের তাৎপর্য্য এই যে, পরাক্গতিতে সম্মুখে অসীম মায়িক বিশ্ব ॥ ১১ ॥

তাহার প্রকরণ বলিতেছেন। জীবাত্মার স্থিতি এইরূপ। জড়জগৎসম্বন্ধে পূর্ব্বশ্লোকে দর্শিত হইয়াছে যে, যেরূপ পুত্র-বিত্তাদি হইতে মর্ত্ত্য জীব পৃথক্ প্রতীত হয়, আত্মা বলিয়া যে পুরুষটী আছেন তিনি দেহাদি হইতে (তদ্রূপ) পৃথক্। এখানে দর্শিত হইতেছে যে, উল্মুক অর্থাৎ জ্বলৎকাষ্ঠ—তাহা হইতে যে অগ্নিকণ বাহির হয় সে সব বিস্ফুলিঙ্গ এবং তাহা হইতে যে ধূম বাহির হয় তাহা তমঃ-বিশেষ। যাহাকে জীবাত্মা বলা যায়, তিনি বিস্ফুলিঙ্গ-স্থলীয়—উল্মুক হইতে পৃথক্ অগ্নিবিশেষ। জীব যে চিৎ-সূর্য্যরূপ কৃষ্ণের রশ্মিস্থানীয় কিরণকণ তাহা বেদ-পুরাণে নিশ্চিত হইয়াছে। চিৎকণত্বে ঈশ্বর হইতে নিত্য ভেদ এবং চিদ্ধর্মত্বে ঈশ্বরের সহিত নিত্য অভেদ। জীব ঈশ্বরশক্তিবিশেষ। শক্তি শক্তিমান্ হইতে পৃথক্ হইতে পারে না। অতএব জীব ও ঈশ্বরে অচিন্ত্য ভেদাভেদ সিদ্ধ ॥ ১২ ॥

ভগবান্ হইতে জীবের পারমার্থিক ভেদ দেখাই-বার জন্য ভগবানের স্বরূপ বলিতেছেন। (১) তিনি এক, কিন্তু জীব অনেক। (২) তিনি নিত্য শুদ্ধ, কিন্তু জীব বদ্ধ হইবার যোগ্য। (৩) তিনি নিত্য নির্ম্মল জ্যোতি, জীব স্বরূপভ্রমক্রমে মলিন হয়। (৪) তিনি নির্গুণ—কখনই প্রাকৃতগুণ-সঙ্গ করেন না; জীব বাসনাদোষে প্রাকৃতগুণে আবদ্ধপ্রায় হইয়া পড়েন। (৫) তিনি অপ্রাকৃত-গুণাশ্রয়, জীব প্রাকৃত-গুণাভিমানী হইতে পারেন। (৬) তিনি সর্ব্বগ, জীব স্বরূপতঃ অণু; (৭) তিনি সাক্ষী, জীবের ক্রিয়া দৃষ্টি করেন, তিনি নিরাত্মা, জড়াসক্তিশূন্য, জীব জড়াসক্তিতে আবদ্ধ হন। (৮) তিনি অন্তররহিত আত্মা, জীব তদাত্মক। (৯) তিনি আত্মা হইতে শ্রেষ্ঠ, জীব তাঁহার বশীভূত। এই নয়টী জীবেশ্বরের বৈলক্ষণ্য ॥ ১৩ ॥

অগ্নি হইতে অর্চিসকল এবং সূর্য্য হইতে গভস্তি অর্থাৎ কিরণসমূহ বাহির হয় এবং স্বীয় তেজসকল পুনঃ প্রবেশ করে, সেইরূপ কৃষ্ণ হইতে জীবসমূহ, গুণসংপ্রবাহরূপা জড়া প্রকৃতি, বুদ্ধি, মন, ইন্দ্রিয়সকল এবং শরীরসর্গ নিরন্তর বাহির হয় ও ভিতরে প্রবেশ করে ॥ ১৪ ॥

সুতরাং ভূতেন্দ্রিয়, অন্তঃকরণ, প্রধান ও সর্ব্বো-পরি জীবতত্ত্ব হইতে আত্মা অর্থাৎ ঈশ্বর পৃথক্ দ্রষ্টা-স্বরূপ ভগবান্ ও ব্রহ্মরূপ বৃহদ্বস্তু ॥ ১৫ ॥

এবম্ভূত চিৎকণস্বরূপ জীব কিরূপে আবদ্ধ হই-য়াছেন তাহা বলিতেছেন। সত্ত্বরজতমোগুণের দ্বারা বিচিত্রস্বরূপ প্রজাসৃষ্টিকারিণী মায়া প্রকৃতিতে দেখিয়া জীবের মোহ হয়। তখন মায়ার জ্ঞান-আবরিকা শক্তি অবিদ্যা তাহার স্বরূপভ্রম উদয় করে। ভগবদনুবৃত্তিই জীবের স্বরূপ ধর্ম্ম। তাহা

পিপ্পলায়নঃ নিমিম্ [১১।৩।৩৯]

অণ্ডেষু পেশিষু তরুষ্ববিনিশ্চিতেষু
প্রাণো হি জীবমুপধাবতি তত্র তত্র।
সন্নে যদিন্দ্রিয়গণেঽহমি চ প্রসুপ্তে
কূটস্থ আশ্রয়মৃতে তদনুস্মৃতির্নঃ ।।১৭।।

সূতঃ শৌনকাদীন্ [১।৩।৩৩-৩৪]

যত্রেমে সদসদ্রূপে প্রতিষিদ্ধে স্বসম্বিদা
অবিদ্যয়াত্মনি কৃতে ইতি তদ্ব্রহ্মদর্শনম্ ।।১৮।।
যদ্যেষোপরতা দেবী মায়া বৈশারদী মতিঃ।
সম্পন্ন এবেতি বিদুর্মহিম্নি স্বে মহীয়তে ।।১৯।।

ভুলিয়া মায়ার প্রতি দৃষ্টি ক্ষেপ করে। ইহাই জীবের বন্ধনের হেতু ।। ১৬ ।।

দেহাত্মাভিমানদ্বারা আত্মানুস্মৃতি বিলুপ্তপ্রায় থাকে, আবার ইন্দ্রিয়গণ স্থগিদ হইলে অভিমান বিনষ্ট হয়; তখন লিঙ্গ শরীরের আশ্রয়-অভাবে অহমিকা-বুদ্ধি লোপ পায় এবং কূটস্থ আত্মানুস্মৃতি উদয় হয়। তাহার একটী ঐকাঙ্গিক দৃষ্টান্ত এই যে—অখণ্ড, জরায়ুজ, উদ্ভিজ্জ ও স্বেদজ চারিপ্রকার দেহ-প্রাপ্তি। জীব যে যে দেহে গমন করেন, প্রাণ সঙ্গে সঙ্গে সেই দেহে ধাবিত হয়। সেইরূপ ইন্দ্রিয়-বিরাম, অভিমানশূন্যতা ও লিঙ্গভঙ্গের সহিত আত্মানুস্মৃতি স্পষ্ট হইতে থাকে ।। ১৭ ।।

সৎ—লিঙ্গ-দেহ এবং অসৎ—স্থূল-দেহ। এই দুই দেহ অবিদ্যাদ্বারা আত্মাতে কৃত হইয়াছে। চিদ্রূপ-গত সম্বিৎদ্বারা যখন এই উভয় দেহই আমার নয় বলিয়া বোধ হয়, তখন জীবাত্মা ব্রহ্মদর্শন লাভ করেন ।। ১৮ ।।

মায়িক বিষয়ে বৈশারদী মতি যে অবিদ্যা তাহা যখন উপরত হন, তখনই জীব আপনাকে সম্পন্ন বলিয়া জানিতে পারেন এবং স্বীয় চিন্মহিমায় মহীয়ান্ হন ।। ১৯ ।।

(ক্রমশঃ)
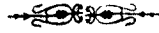
মহাপ্রভুর নীলাদ্রি যাত্রা

[পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রমোদ পুরী মহারাজ]

শ্রীমন্মহাপ্রভু জগজ্জীবকে কৃপা করিবার জন্য ৪৮ বৎসরকাল প্রকটলীলা আবিষ্কার করেন। তাঁহার ২৪ বৎসরকাল শ্রীগৌরনারায়ণরূপে গৃহাবস্থান লীলা-কেই শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী আদিলীলা, ২৪ বৎসর শেষে মাঘ মাসের শুক্লপক্ষে মহাপ্রভু সন্ন্যাসগ্রহণ লীলা করেন (চৈঃ চঃ ম ৩।৩), ইহার পর ৬ বৎসর মহাপ্রভুর তীর্থভ্রমণাদি লীলাকে কবিরাজ গোস্বামী তাঁহার মধ্যলীলা এবং ১৮ বৎসরকাল নীলাচলে অবস্থানলীলাকে তাঁহার অন্ত্যলীলা আখ্যা প্রদান করিয়াছেন। এই ১৮ বৎসর মধ্যে প্রথম ছয় বৎসর মহাপ্রভু ভক্তগণসহ শ্রীজগন্নাথ দর্শন ও রথাগ্রে নর্ত্তন কীর্ত্তনাদি করিলেও শেষ দ্বাদশবৎসরকাল একাদিক্রমে গম্ভীরায় অবস্থানপূর্ব্বক নিরন্তর কৃষ্ণ-বিরহোন্মত্তাবস্থায় যাপন করিয়াছেন। এই সময়ে শ্রীল স্বরূপদামোদর ও রায় রামানন্দ তাঁহার নিত্য-সঙ্গী। শ্রীনীলাচলেই শ্রীরাধাভাবকান্তিসুবলিত শ্রীগৌরলীলার নিত্যবৈশিষ্ট্য—শ্রীকৃষ্ণবিরহবিধুরা শ্রীরাধার বিপ্রলম্ভরসাস্বাদনলীলার পূর্ণ অভিব্যক্তি প্রকটিত হইয়াছে।

শ্রীভগবান্ ব্রজেন্দ্রনন্দন কৃষ্ণচন্দ্র বৈবস্বত নামক সপ্তম মনুর রাজত্বকালে ৭১ চতুর্যুগ বা মহাযুগের ২৭ মহাযুগ গত হইবার পর ২৮শ মহাযুগে দ্বাপরের শেষভাগে স্বীয় ব্রজতত্ত্বের সমস্ত উপকরণ লইয়া ভৌমব্রজে প্রকটলীলা আবিষ্কার করতঃ 'যথেষ্ট বিহরি' কৃষ্ণ করে অন্তর্দ্ধান'। অন্তর্দ্ধান করিয়া কৃষ্ণ চিন্তা করিতে লাগিলেন—"আমি এযাবৎ জগৎকে প্রেমভক্তি দান করি নাই। শাস্ত্রাদি পাঠ করিয়া জগতের লোক বিধিমার্গে বিধি-ভক্তিতে আমাকে ভজন করে, কিন্তু আমার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ভাব যে ব্রজভাব, তাহা ত' বিধিভক্তিতে পাওয়া যায় না। বিধিমার্গীয় ভজনে ঐশ্বর্য্য জ্ঞানটিই প্রবল থাকে, ঐশ্বর্য্যজ্ঞানে প্রেমের গাঢ়তা থাকে না। ঐশ্বর্য্যশিথিল প্রেমে আমি

প্রীত হই না। আমাকে বিধিমার্গে ঐশ্বর্য্যজ্ঞানে ভজন করিয়া বিধিমার্গীয় ভক্ত সার্ষ্টি (বিষ্ণুর সমান ঐশ্বর্য্য), সারূপ্য (বিষ্ণুতুল্য চতুর্ভুজাদি অঙ্গবর্ণ প্রাপ্তি), সালোক্য (বিষ্ণুলোকে বাস) ও সামীপ্য (বিষ্ণু-সমীপে অবস্থিতি)—এই চতুর্ব্বিধ মুক্তি পাইয়া বৈকুণ্ঠগতি লাভ করেন, ব্রহ্মের সহিত ঐক্যরূপ সাযুজ্য মুক্তি অবশ্য বিধিভক্তগণও প্রার্থনা করেন না; কিন্তু প্রেমভক্তি পাইলে আমার প্রেমিক ভক্ত উক্ত চতুর্ব্বিধ মুক্তিও পরিত্যাগ করিয়া প্রেমসুখ লইয়া থাকেন। জগতে এই প্রকার প্রেমভক্তি প্রচারই আমার মনোঽভীষ্ট। সুতরাং কলিযুগধর্ম্ম যে নামসংকীর্ত্তন, তাহা দাস্য-সখ্য-বাৎসল্য-শৃঙ্গার রসের সহিত জগজ্জীবকে দিয়া সকলকেই নৃত্য করাইব। (শান্তরসে ইষ্ট-নিষ্ঠাজন্য জড়বিষয়তৃষ্ণারাহিত্য থাকিলেও তাহাতে একটা নিরপেক্ষ ভাব বিদ্যমান, দাস্যাদিরসে মমত্বাদি-যুক্ত হইয়া যথাক্রমে কৃষ্ণপ্রেমের উৎকর্ষ-তারতম্য বিরাজিত, এজন্য শান্তরসের উল্লেখ করা হয় নাই।) আর নিজেও ভক্তভাব অঙ্গীকারপূর্ব্বক নিজ আচরণ-দ্বারা জগৎকে ভক্তি শিক্ষা দিব।" এইরূপ চিন্তা করিয়াই স্বয়ং বিষয়বিগ্রহ কৃষ্ণ তাঁহারই স্বরূপশক্তি আশ্রয়বিগ্রহশিরোমণি শ্রীরাধার ভাবকান্তিসুবলিত হইয়া দ্বাপরান্তে কলির প্রথম সন্ধ্যায় শ্রীশচী-জগন্নাথ মিশ্রকে মাতৃপিতৃরূপে অবলম্বন করতঃ অভিন্ন ব্রজ-ধাম শ্রীনবদ্বীপ-মায়াপুরে গৌরবিশ্বম্ভর রূপে আবির্ভূত হইলেন। ইহাই তাঁহার 'ছন্নাবতারত্ব'—অন্তঃকৃষ্ণঃ বহির্গৌরঃ, শ্রীরাধার গৌরকান্তিতে তাঁহার শ্যামকান্তি আবৃত করিয়াছেন।

"প্রথম লীলায় তাঁর 'বিশ্বম্ভর' নাম।
ভক্তিরসে ভরিল, ধরিল ভূতগ্রাম॥
'ডুভৃঞ্' ধাতুর অর্থ—পোষণ, ধারণ।
পুষিল ধরিল প্রেম দিয়া ত্রিভুবন॥
শেষলীলায় নাম ধরে 'শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য'।
শ্রীকৃষ্ণ জানায়ে সব বিশ্ব কৈল ধন্য॥"

—চৈঃ চঃ আ ৩।৩২-৩৪

স্বয়ং ভগবান্ জগত্রয়গুরু হইয়াও লোকশিক্ষার্থ ২৪ বৎসর গৃহাবস্থান লীলাকালে মহাপ্রভু, শ্রীল মাধবেন্দ্র পুরীপাদ-শিষ্য শ্রীল ঈশ্বর পুরীপাদকে 'দীক্ষাগুরু' এবং চব্বিশ বৎসরান্তে গৃহত্যাগপূর্ব্বক কাটোয়ায় শ্রীল কেশব ভারতীপাদকে সন্ন্যাসগুরুরূপে বরণ করিয়া শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যরূপে আত্মপরিচয় প্রদান করিলেন। তাৎকালিক প্রথামতে মহাপ্রভু একদণ্ড ধারণ করিলেও শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু উহা তিনখণ্ডে বিভক্ত করিয়া উহার ত্রিদণ্ডত্ব প্রতিপাদন করিলেন। শ্রীমন্ মহাপ্রভুও সন্ন্যাসগ্রহণান্তে শ্রীমদ্ভাগবত ১১।২৩।৫৭ শ্লোকোক্ত অবন্তীদেশীয় ত্রিদণ্ডিভিক্ষুগীতি গান করিতে করিতে কহিতে লাগিলেন—

"(প্রভু কহে,)—সাধু এই ভিক্ষুক বচন।
মুকুন্দসেবনব্রত কৈল নির্দ্ধারণ॥
পরাত্মনিষ্ঠামাত্র বেষ-ধারণ।
মুকুন্দ-সেবায় হয় সংসার-তারণ॥
সেই বেশ কৈল, এবে বৃন্দাবন গিয়া।
কৃষ্ণনিষেবণ করি' নিভৃতে বসিয়া॥"

—চৈঃ চঃ ম ৩।৭-৯

এইরূপ ভিক্ষুবাক্য উচ্চারণ করিতে করিতে প্রেমোন্মত্ত অবস্থায় দিগ্‌বিদিক্—দিবারাত্র জ্ঞানশূন্য মহাপ্রভু 'বৃন্দাবন যাইতেছি'—এই ভাবাবেশে রাঢ়দেশে তিনদিন ভ্রমণ করিয়াছিলেন। নিত্যানন্দ প্রভু অতি-কষ্টে নানা কৌশলে তাঁহাকে শান্তিপুরনাথ শ্রীঅদ্বৈত-ভবনে আনিয়াছেন। শ্রীল চন্দ্রশেখর আচার্য্যরত্নকে দিয়া শান্তিপুরে ও শ্রীধাম মায়াপুরে সংবাদ পাঠাইয়া-ছিলেন। তাই শ্রীমায়াপুর হইতে শচীমাতা ও অন্যান্য ভক্তবৃন্দ মহাপ্রভুকে দেখিবার জন্য অদ্বৈতভবনে সমবেত হইয়াছেন।

শ্রীমন্মহাপ্রভুর সন্ন্যাসগ্রহণলীলার পর অন্ত্যলীলায় নীলাচলে বাসই অন্তরের অভিপ্রায় হওয়ায় শান্তিপুরে শ্রীঅদ্বৈতভবনে তাঁহারই প্রেরণায় প্রেরিতা হইয়া স্বয়ং শ্রীশচীমাতাও তাঁহার শ্রীমুখে মহাপ্রভুর নীলাচলবাসই অনুমোদন করিয়াছিলেন। ভক্তবৎসল ভগবান্ গৌরসুন্দর শ্রীঅদ্বৈতভবনে ভক্তগণকে বাৎসল্যভাবে সম্বোধন করিয়া কহিতে লাগিলেন—'হে ভক্তগণ, আমি তোমাদের অনুমতি না লইয়াই বৃন্দাবন গমনোদ্যত হইয়াছিলাম, কিন্তু বিঘ্ন ঘটিয়া গেল, বৃন্দাবন আর যাওয়া হইল না। যদ্যপি সহসা আমি সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়াছি, তথাপি তোমাদের প্রতি আমি কখনই উদাসীন হইতে পারিব না, আমি যতদিন জীবিত রহিব, ততদিন তোমাদিগকে ছাড়িব না, আর

আমার স্নেহময়ী মাতৃদেবীকেও ছাড়িতে পারিব না, কিন্তু তোমরা বিচার করিয়া দেখ, সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়া নিজ জন্মস্থানে কুটুম্বাদি লইয়া বাস করা ত' সন্ন্যাসীর ধর্ম্ম নহে। সুতরাং কেহ যেন আমাকে 'ধর্ম্মত্যাগী' বলিয়া নিন্দা না করে. তোমরা সকলে মিলিয়া সেই যুক্তি কর, যাহাতে আমার উভয় কুল বজায় থাকে।" তখন শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্যাদি মহাপ্রভুর এই প্রীতিমাখা মধুর বাক্য শ্রবণ করতঃ সকলেই শ্রীশচীমাতার নিকট গমনপূর্ব্বক তাঁহার নিকট মহাপ্রভুর নিবেদন সবিস্তারে জ্ঞাপন করিলেন। তচ্ছ্রবণে জগন্মাতা শ্রীশচীদেবী কহিতে লাগিলেন—"আমার নিমাই যদি এখানে আমার নিকট থাকে, তাহা হইলে আমার খুবই সুখ হয় বটে. কিন্তু লোকে যদি তাহাকে সন্ন্যাস-ধর্ম্ম-ব্যতিক্রম-জন্য কোনপ্রকার কটাক্ষ বা নিন্দা করে, তাহা ত' আমি কখনই সহ্য করিতে পারিব না, তাহাতে ত' আমার অত্যন্ত দুঃখ হইবে, সুতরাং আমার এইটিই যুক্তিযুক্ত ব্যবস্থা বলিয়া মনে হয় যে, আমার নিমাই যদি নীলাচলে থাকে, তাহা হইলে দুই কার্য্যই সিদ্ধ হয়—

"নীলাচলে নবদ্বীপে যেন দুই ঘর।
লোকগতাগতি-বার্ত্তা পাব নিরন্তর ॥
তুমি সব করিতে পার গমনাগমন।
গঙ্গাস্নানে কভু তার হবে আগমন ॥
আপনার দুঃখসুখ তাহা নাহি গণি।
তার যেই সুখ. তাহা নিজসুখ মানি ॥"

—চৈঃ চঃ ম ৩।১৮৩-১৮৫

শ্রীশ্রীশচীমাতার এইরূপ যুক্তিপূর্ণ সুমধুর বাক্য শ্রবণে ভক্তগণ অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহার স্তব করিতে করিতে বলিতে লাগিলেন—'মাতঃ, আপনার এই বাক্য খুবই সমীচীন—সাক্ষাৎ বেদ-বাক্যতুল্য।' মহাপ্রভুর নিকট গিয়া ভক্তগণ মাতৃদেবীর এই বাক্য জানাইলে মহাপ্রভুও খুবই সন্তুষ্ট হইলেন। মহাপ্রভুরই প্রেরণায় ত' মাতৃদেবী এইরূপ ব্যবস্থা দিয়া সপার্ষদ মহাপ্রভুকে সুখদান করিলেন।

অতঃপর মহাপ্রভু নবদ্বীপবাসী ভক্তগণকে যথাযোগ্য মর্য্যাদা দিয়া কহিতে লাগিলেন—"আপনারা সকলেই আমার পরম বান্ধব, আপনাদের নিকট আমার এইমাত্র ভিক্ষা যে —আপনারা সকলেই নিজ নিজ গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া সর্ব্বদা কৃষ্ণভজন করুন—কৃষ্ণসংকীর্ত্তনে—কৃষ্ণনামে—কৃষ্ণকথায় ও কৃষ্ণ-আরাধনায়ই নিখিলকাল যাপন করুন, সকলেই সুস্থচিত্তে আমাকে নীলাচলগমনে অনুমতি প্রদান করুন, আমি আবার তথা হইতে মধ্যে মধ্যে আসিয়া আপনাদিগকে দর্শন করিয়া যাইব।" এই বলিয়া মহাপ্রভু সকল ভক্তকেই হাসিমুখে যথাযোগ্য সম্মানের সহিত বিদায় দিয়া পুরীধামে গমনোদ্যত হইলে শ্রীল হরিদাস ঠাকুর অত্যন্ত দৈন্যের সহিত কাঁদিতে কাঁদিতে কহিতে লাগিলেন—'প্রভো তুমি ত' নীলাচলে যাত্রা করিতেছ, কিন্তু এ অধমের কি গতি হইবে? নীলাচলে যাইবার শক্তি ত' আমার নাই, তোমার দর্শন ত' এ অধমের ভাগ্যে আর হইবে না, তবে বল প্রভো. এই পাপিষ্ঠ জীবন আমি কি প্রকারে ধারণ করিব?" হরিদাসের এই মর্ম্মস্পর্শী কাতর-ক্রন্দন ও হৃদয়বিদারক দৈন্যোক্তি শ্রবণ করিয়া ভক্তবৎসল ভগবান্ মহাপ্রভু আর ধৈর্য্য ধারণ করিতে পারিলেন না, অত্যন্ত বিহ্বলচিত্তে অশ্রু বিসর্জ্জন করিতে করিতে তাঁহার বিরহবিহ্বল ভক্তবর হরিদাসকে সম্বোধন করিয়া কহিতে লাগিলেন—"হরিদাস, তুমি দৈন্য সম্বরণ কর, তোমার দৈন্য দর্শনে ও কাতরোক্তি শ্রবণে আমার চিত্ত বড়ই ব্যাকুল হইয়া উঠিতেছে। আমি তোমার জন্য সাক্ষাৎ শ্রীজগন্নাথদেবকে নিবেদন করিব, তাঁহার অনুমতি লইয়া তোমাকে শ্রীপুরুষোত্তমে লইয়া যাইব।"

শ্রীমন্মহাপ্রভুই ত' সাক্ষাৎ সেই ত্রিজগতের নাথ—জগন্নাথ, পরম ভক্তবৎসল ভগবান্ তিনি। শরণাগত ভক্তের নিষ্কপট আর্ত্তির প্রবল স্রোতোবেগের সম্মুখে কি আর হরিবিমুখ স্মার্ত্তসমাজের অদৈব বর্ণাশ্রমগত তৃণতুল্য জাতিকুলাদি-বিচার কিছুমাত্র প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে পারে? শ্রীভগবানই যে "জাতিকুল সব নিরর্থক বুঝাইতে। জন্মাইলেন হরিদাসে অধম-কুলেতে ॥" তিনিই ত' বলিয়াছেন—"যে তে কুলে বৈষ্ণবের জন্ম কেনে নহে। তথাপিহ সর্ব্ববন্দ্য সর্ব্বশাস্ত্রে কহে ॥" শ্রীল সনাতন গোস্বামীকে উপলক্ষ্য করিয়া স্বয়ং মহাপ্রভুরই শ্রীমুখোক্তি—"নীচজাতি নহে কৃষ্ণভজনে অযোগ্য সৎকুল বিপ্র নহে ভজনের যোগ্য ॥ যেই ভজে সেই বড়, অভক্ত হীন ছার। কৃষ্ণভজনে নাহি

জাতিকুলাদি বিচার ॥" —চৈঃ চঃ অ ৩।৬৩-৬৪।

শ্রীভগবান্ কৃষ্ণচন্দ্র তৎপ্রিয়তম ভক্তরাজ উদ্ধবকেও উপলক্ষ্য করিয়া বলিয়াছেন—

"ভক্ত্যাহমেকয়া গ্রাহ্যঃ শ্রদ্ধয়াত্মা প্রিয়ঃ সতাম্।
ভক্তিঃ পুনাতি মন্নিষ্ঠা শ্বপাকানপি সম্ভবাৎ ॥"
—ভাঃ ১১।১৪।২১

অর্থাৎ 'শ্রদ্ধাজনিত অনন্যভক্তিপ্রভাবেই পরমাত্মা ও প্রিয়স্বরূপ আমি সাধুগণের লভ্য হইয়া থাকি। একাগ্রভাবসম্পন্না ভক্তি চণ্ডালগণকেও (জাতিদোষ হইতে) পবিত্র করিয়া থাকে।' [সম্ভবাৎ—জাতিদোষাদপীতি—শ্রীস্বামিচরণাঃ অর্থাৎ শ্রীল শ্রীধরস্বামিপাদ সম্ভবাৎ শব্দের জাতিদোষ হইতেও পুনাতি—পবিত্র করিয়া থাকে,—এইরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন।]

পরমারাধ্য প্রভুপাদ পূর্ব্বোক্ত (চৈঃ চঃ ম ৩।১৭৪—"নীলাচলে যাবে তুমি মোর কোন্ গতি। নীলাচলে যাইতে মোর নাহিক শকতি ॥") ঠাকুর হরিদাসের শ্রীমুখনিঃসৃত এই দৈন্যোক্তির অনুভাষ্যে লিখিয়াছেন—

"শ্রীহরিদাস ঠাকুর শৌক্র যবনকুলে উদ্ভূত হইয়াও দৈক্ষ্যব্রাহ্মণত্ব লাভ করেন। হরিদাস নৈসর্গিক দৈন্যক্রমে আপনাকে নিতান্ত হীনজ্ঞানে প্রভুর নিকট আর্ত্তস্বরে নিজের শৌক্রজাতিনিবন্ধন নীলাচলে প্রবেশ করিবার বৈধ অধিকার নাই,—জানাইলেন। বিশেষতঃ নীলাদ্রিতে চতুর্বর্ণ ব্যতীত শ্রীমন্দিরের চত্বরের মধ্যে অপরের প্রবেশাধিকার নাই ; সুতরাং শ্রীমহাপ্রভু যদি নীলাচলের শ্রীমন্দিরের মধ্যে বাস করেন, তাহা হইলে তথায় যাইবার তাঁহার আর অধিকার থাকিবে না। পরে নীলাদ্রিপরিধিতে বালুকাখণ্ডে থাকিবার কোন বাধা নাই জানিয়া ঠাকুর হরিদাস তথায় ছিলেন। উহাই এক্ষণে 'সিদ্ধবকুল মঠ' নামে পরিচিত হইয়াছে।"

মহাপ্রভুর বিরহ-কাতর শ্রীমদ্ অদ্বৈত আচার্য্য প্রভু আরও কএকদিন মহাপ্রভুকে তাঁহার শান্তিপুরস্থ ভবনে থাকিবার জন্য বিশেষ অনুরোধ করায় বাঞ্ছাকল্পতরু গৌরহরি তাঁহার বাক্য লঙ্ঘন করিতে পারিলেন না, তাঁহার বাঞ্ছা পূরণ করিলেন, আরও কএকদিন অপেক্ষা করিলেন। ইহাতে শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্য প্রভু, শচীমাতা ও ভক্তগণের আর আনন্দের সীমা রহিল না। আচার্য্য মহানন্দে প্রতিদিনই মহামহোৎসব করিতে লাগিলেন। মহাপ্রভু দিবাভাগে ভক্তগণসঙ্গে ইষ্টগোষ্ঠী প্রসঙ্গে কৃষ্ণকথা-রসাস্বাদন ও রাত্রে সংকীর্ত্তনরঙ্গে মহামহোৎসব করিতে লাগিলেন। শচীমাতা পরমানন্দে আত্মহারা হইয়া রন্ধন করিতে লাগিলেন, মহাপ্রভুও মাতৃদেবীর স্নেহমাখা পবিত্র অন্ন ভক্তগণসঙ্গে পরমানন্দে ভোজনলীলা করিয়া মাতৃদেবীকে সুখ দান করিতে লাগিলেন। শচীমাতার পুনঃ পুনঃ পুত্র মুখ দর্শনে আনন্দসমুদ্র উদ্বেলিত হইয়া উঠিতে লাগিল। শ্রীল অদ্বৈতাচার্য্য প্রভুও সপার্ষদ মহাপ্রভুর আগমনে আত্মবিস্মৃত—নিজেকে ধন্যাতিধন্য জ্ঞান করিতেছেন আর ভাবিতেছেন—মহাপ্রভু আমার গৃহে চির বিরাজমান থাকুন।

মহাপ্রভু এই প্রকারে ভক্তগণকে কিছুদিন সঙ্গসুখ প্রদান করিয়া কহিতে লাগিলেন—"আপনারা এখন নিজ নিজ গৃহে গিয়া কৃষ্ণ সংকীর্ত্তন করুন, আবার আমার সহিত মিলন হইবে। কখনও বা আপনারা নীলাচলে গমন করিয়া আমাকে দেখিয়া আসিবেন, কখমও বা আমিই গঙ্গাস্নান করিতে আসিয়া আপনাদিগকে দেখিয়া যাইব।" শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্য প্রভু - শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু, শ্রীজগদানন্দ পণ্ডিত, শ্রীদামোদর পণ্ডিত ও শ্রীমুকুন্দ দত্ত প্রভু—এই চারিজনকে মহাপ্রভুর নীলাদ্রিগমন-পথে সঙ্গী স্বরূপে দিলেন। মহাপ্রভু পুত্রবিরহ-বিহ্বলা—অতীবকাতরভাবে ক্রন্দনরতা জননীদেবীকে প্রবোধ দিয়া—তাঁহার শ্রীচরণ বন্দনা ও তাঁহাকে প্রদক্ষিণ করিয়া নীলাদ্রি যাত্রা করিলেন। শান্তিপুরস্থ শ্রীঅদ্বৈতভবনে মর্ম্মভেদী ক্রন্দনের রোল উত্থিত হইল। কিন্তু নিরপেক্ষ মহাপ্রভু কোন দিকে দৃক্‌পাত না করিয়া দ্রুতগতি অগ্রসর হইলেন। শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্য প্রভু কাঁদিতে কাঁদিতে মহাপ্রভুর পশ্চাদনুসরণ করিলেন। কিছুদূর অগ্রসর হওয়ার পর মহাপ্রভু করযোড়ে আচার্য্যকে সান্ত্বনা দিয়া মিষ্ট বাক্যে কহিতে লাগিলেন—"আপনি নিজে প্রবীণ হইয়া যদি এত অধৈর্য্য হইয়া পড়েন, তাহা হইলে আমার মাতৃদেবী ও অন্যান্য ভক্তগণ কি করিয়া জীবন ধারণ করিবেন ? সুতরাং আপনি নিজে ধৈর্য্য ধারণ করতঃ সকলকে সান্ত্বনা দিয়া ঘরে ফিরাইয়া লইয়া যান"—ইহা বলিয়া তাঁহাকে আলিঙ্গন

করতঃ নিবৃত্ত করিয়া স্বচ্ছন্দে গঙ্গাতীরে তীরে ছত্র-ভোগ পথে নীলাদ্রি যাত্রা করিলেন। মহাপ্রভু শ্রী-দামোদর পণ্ডিতকে উপলক্ষ্য করিয়া ধর্ম্মরক্ষা বিষয়ে নিরপেক্ষতা অবলম্বনের শিক্ষাদান প্রসঙ্গে বলিয়া ছিলেন—

"তোমা সম নিরপেক্ষ নাহি মোর গণে।
নিরপেক্ষ নহিলে ধর্ম্ম না যায় রক্ষণে॥"

—চৈঃ চঃ অ ৩।২৩

উহার অমৃতপ্রবাহ ভাষ্যে শ্রীশ্রীল ঠাকুর ভক্তি-বিনোদ লিখিয়াছেন—

"ধর্ম্মরক্ষকগণ নিরপেক্ষ হইবেন অর্থাৎ কোন-প্রকার লোকাপেক্ষার দ্বারা ধর্ম্মকে কুণ্ঠিত হইতে দিবেন না।"

শ্রীমন্মহাপ্রভুর চরিত্রে এই প্রকার নিরপেক্ষতা পরবর্ত্তী সময়ে দক্ষিণ যাত্রাকালে শ্রীল বাসুদেব সার্ব্বভৌমপ্রতিও প্রদর্শিত হইয়াছিল—

"তাঁরে উপেক্ষিয়া কৈল শীঘ্র গমন।
কে বুঝিতে পারে মহাপ্রভুর চিত্ত-মন॥
মহানুভবের চিত্তের স্বভাব এই হয়।
পুষ্প-সম কোমল, কঠিন বজ্রময়॥"

বজ্রাদপি কঠোরাণি মৃদূনি কুসুমাদপি।
লোকোত্তরাণাং চেতাংসি কো নু বিজ্ঞাতুমীশ্বরঃ॥

—চৈঃ চঃ ম ৭।৭১-৭৩

অর্থাৎ "অলৌকিক পুরুষদিগের চিত্ত বজ্র অপেক্ষা কঠোর, আবার কুসুম অপেক্ষা মৃদু; অন্যে তাহা বুঝিবার যোগ্য হয় না।" (অঃ প্রঃ ভাঃ)

বস্তুতঃ প্রেমিকভক্তের ভগবদ্‌বিরহ-বিহ্বলতা অতীব অসহনীয়া। প্রেমহীন ভক্তব্রুবের বিরহ-ব্যথা তাৎকালিক ক্ষণস্থায়ী আবেগ—কৃত্রিম—Emotional feeling মাত্র। নিষ্কপট শরণাগত ভক্তের বিরহ ক্রমবর্দ্ধমান, তাহা ক্রমেই বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইতে থাকে। জগতের শোকতাপ ক্রমশঃ হ্রাসপ্রাপ্ত হইয়া যায়, কিন্তু শুদ্ধভক্তের বিরহবেদনা কেবল বাড়িতেই থাকে। শ্রীভগবানে প্রকৃত প্রীত্যুদয়ে যেমন মিলনে পরমানন্দ, তেমনই বিচ্ছেদকালে বা বিরহে তীব্র যাতনানুভূতি। তাই গৌরগতপ্রাণ—মহাপ্রভুর বিরহ-সন্তপ্ত গৌড়দেশবাসী ভক্তগণ তাঁহার বিচ্ছেদকালে তাঁহার নামরূপগুণলীলানুশীলন-দ্বারা কোন প্রকারে জীবন ধারণ করিয়া প্রত্যব্দ রথযাত্রাকালে মহাপ্রভুর দর্শনলালসায় উন্মত্ত হইয়া ৩।৪ শত মাইল পথ পদ-ব্রজে প্রবল উৎকণ্ঠা সহকারে কেবল 'হা গৌর হা গৌর' বলিতে বলিতে ছুটিয়া চলেন। নীলাচলে পেঁ ৗছিয়া অগ্রে গৌরদর্শনান্তে তাঁহার অনুমতি লইয়া শ্রীজগন্নাথ দর্শনে যান।

ভক্তবৎসল ভগবান্ শ্রীগৌরসুন্দর তাঁহার বিরহ-কাতর ভক্তগণকে পাইয়া তাঁহাদিগকে লইয়া শ্রীজগ-ন্নাথ দর্শন এবং তাঁহার রথযাত্রা দর্শন ও রথাগ্রে নর্ত্তন কীর্ত্তনাদিতে কতই না আনন্দ প্রাপ্ত হন। ভক্ত-গণেরও আর আনন্দের সীমা থাকে না। শ্রীশ্রীরাধা-ভাববিভাবিত গৌরসুন্দর 'কৃষ্ণ লঞা ব্রজে যাই' এই ভাবে বিহ্বল হইয়া নীলাচল হইতে সুন্দরাচলে যাইবার সময় কুরুক্ষেত্র হইতে কৃষ্ণকে ব্রজে লইয়া যাইতেছেন, ইহাই মনে ভাবেন এবং গুণ্ডিচায় জগ-ন্নাথকে লইয়া ব্রজের ভাবে নবরাত্র সপার্ষদে ব্রজবাস করেন। আমাদের শ্রীগুরুপাদপদ্মের পুরীধামে আবির্ভাব স্থান এবং মহাপ্রভুর এই বিপ্রলম্ভরসাস্বাদন-ক্ষেত্রে তাঁহার বিশেষ অনুরাগ বলিয়া তাঁহার দাসানুদাস-গণেরও প্রত্যব্দ পুরীধামে যাইবার জন্য প্রাণ ব্যাকুল হইয়া উঠে। তন্নিজজন পূজ্যপাদ মাধব মহারাজ প্রভুপাদের আবির্ভাবস্থান উদ্ধার করায় তাঁহাদের পুরীধাম দর্শনেচ্ছা আরও প্রবলতর হইতেছে।

শ্রীগৌরপার্ষদ ও গৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্যগণের সংক্ষিপ্ত চরিতামৃত

[ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ]

(৪৭)

শ্রীমীনকেতন রামদাস

ইনি শ্রীনিত্যানন্দ-শাখা, সঙ্কর্ষণব্যূহ।

অমুং প্রাবিশতাং কার্য্যাৎ সহজৌ নিশঠোল্মুকৌ।
মীনকেতন-রামাদির্ব্যূহঃ সঙ্কর্ষণোঽপরঃ ॥

গৌরগণোদ্দেশ—৬৮

'দুই সহোদর নিশঠ ও উল্মুক এই নিত্যানন্দ-ব্যূহেতে প্রবেশ করিয়াছেন। এক্ষণে ঐ দুইজন মীনকেতন এবং রামদাস নামে বিখ্যাত হইয়াছেন।'

শ্রীগৌরগণোদ্দেশে মীনকেতন ও রামদাস দুইজন পৃথক্ ব্যক্তিরূপে নির্দ্দেশিত হইয়াছেন। কিন্তু শ্রীল কবিরাজ গোস্বামীর এবং ভক্তিরত্নাকর রচয়িতা শ্রীনরহরি চক্রবর্ত্তী ঠাকুরের বর্ণনে একই ব্যক্তির নাম মীনকেতন রামদাস স্পষ্টরূপে প্রতীয়মান হয়। এইরূপও হইতে পারে শ্রীবলদেব লীলায় যাঁহারা 'নিশঠ' ও 'উল্মুক' শ্রীনিত্যানন্দলীলায় তাঁহারা মীনকেতন রামদাস একই ব্যক্তিতে প্রবিষ্ট হইয়াছেন।

শ্রীমীনকেতন রামদাসের পিতা-মাতা, আবির্ভাব-সন ও স্থান—পার্থিব পরিচয়াদি সবই অপরিজ্ঞাত। ইহা অনুমিত হয় শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের বর্ণনানুযায়ী কবিরাজ গোস্বামীর শ্রীপাট ঝামটপুরের নিকটবর্ত্তী কোন স্থানে মীনকেতন রামদাসের শ্রীপাট ছিল।

খেতুরী উৎসবে শ্রীনিত্যানন্দ শক্তি শ্রীজাহ্নবা দেবীর সহিত নিত্যানন্দপার্ষদগণ যাঁহারা গিয়াছিলেন, তন্মধ্যে মীনকেতন রামদাস অন্যতম। শ্রীভক্তি-রত্নাকর গ্রন্থ পাঠে জ্ঞাত হওয়া যায়—রামদাসাদি বৈষ্ণবগণের দর্শনে ত্রিভুবন পবিত্র হয়—

'সঙ্গেতে চলিলা মহাভাগবতগণ।
যাঁ সবার দর্শনে পবিত্র ত্রিভুবন ॥
*　　*　　*　　*
শ্রীমীনকেতন রামদাস মনোহর।
মুরারিচৈতন্য, জ্ঞানদাস, মহীধর ॥
শ্রীশঙ্কর, শ্রীকমলাকর পিপ্পলাই।
নৃসিংহ, চৈতন্য, জীব, পণ্ডিত কানাই ॥'

—ভক্তিরত্নাকর ১০।৩৭২, ৩৭৪-৭৫

শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী তাঁহার রচিত শ্রীচৈতন্য চরিতামৃত গ্রন্থে আদিলীলা পঞ্চম পরিচ্ছেদে শ্রীমন্নিত্যানন্দ প্রভুর মহিমা বর্ণনে আবিষ্ট হইয়া তদীয় পার্ষদ মীনকেতন রামদাসের মহিমা বর্ণন করিয়াছেন। অবধূত শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর ন্যায় নিত্যানন্দ-পার্ষদ মীনকেতন রামদাসও অবধূতের ন্যায় বিচরণ করিতেন। শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুর 'অবধূত' শব্দের তাৎপর্য্য সম্বন্ধে এইরূপ লিখিয়াছেন ঃ—'অবধূত' শব্দে ভাঃ ৩।১।১৯ শ্লোকের টীকায় শ্রীধর স্বামিপাদ 'অসংস্কৃত দেহ' লিখিয়াছেন। অবধূত শ্রীনিত্যানন্দের শিষ্যও মহাভাগবত পরমহংস এবং বর্ণাশ্রমাতীত নিত্যসিদ্ধ ছিলেন, সুতরাং তাঁহার দেহে বর্ণাশ্রমের কোন লিঙ্গ ছিল না বলিয়া তিনি অসংস্কৃত দেহে ব্রজভাবে মত্ত থাকিতেন।'

শ্রীমীনকেতন রামদাস নিমন্ত্রিত হইয়া ঝামটপুরে শ্রীল কবিরাজ গোস্বামীর গৃহে একদিন অহোরাত্র সংকীর্ত্তনে যোগ দিতে আসিয়াছিলেন। তাঁহার মহাপ্রেমময় তনু ও অলৌকিক ভাবসমূহ দেখিয়া সকলেই তাঁহার চরণে প্রণতি জ্ঞাপন করিলেন। তিনি প্রেমে আবিষ্ট হইয়া কাহাকেও বংশী মারেন, কাহাকেও চাপড় মারেন, কাহারও উপরে উঠিয়া বসেন। নদীর ধারার ন্যায় অবিচ্ছিন্নভাবে তাঁহার দুই নয়নে অশ্রু প্রবাহিত হইতে দেখিয়া সকলের মন আর্দ্র ও নয়ন সিক্ত হইল। অদ্ভুত অষ্ট সাত্ত্বিক বিকার তাঁহার শ্রীঅঙ্গে প্রকটিত। প্রেমোন্মত্তাবস্থায় 'নিত্যানন্দের' নাম লইয়া হুঙ্কার করিতে থাকিলে সকলের হৃদয় দিব্যানন্দে উৎফুল্ল হইয়া উঠিল। শ্রীল কবি-

* মীনকেতন রামদাস—মীনকেতন রামদাস ও রামদাস শ্রীঅভিরাম উভয়ে নিত্যানন্দ পার্ষদ হইলেও একই ব্যক্তি নহেন। রামদাস অভিরাম দ্বাদশ গোপালের অন্যতম 'শ্রীদাম' সখা। অভিরাম ঠাকুরের শ্রীপাট খানাকুল-কৃষ্ণনগরে। ইনি বত্রিশজনের বাহিত কাষ্ঠ একা বহন করিয়াছিলেন। গৌরগণোদ্দেশ দীপিকা—১২৬। শ্রীচৈতন্যবাণী পত্রিকায় পূর্ব্বে ইঁহার চরিত্র প্রকাশিত হইয়াছে।

রাজ গোস্বামীর গৃহে 'গুণার্ণব মিশ্র' নামে একজন বিপ্র শ্রীমূর্ত্তির সেবা করিতেন। 'গুণার্ণব মিশ্র' কনিষ্ঠাধিকারী বৈষ্ণব হওয়ায় অর্চ্চা বিগ্রহের শ্রদ্ধার সহিত সেবা করিলেও ভগবদ্ভক্তের মর্য্যাদা প্রদানে তদ্রূপ আগ্রহযুক্ত ছিলেন না। সর্ব্বান্তর্য্যামী মীনকেতন রামদাস বুঝিতে পারিলেন গুণার্ণব মিশ্রের নিত্যানন্দের প্রতি শ্রদ্ধা নাই। এজন্য নিত্যানন্দের দাসকে সম্ভাষণ করিলেন না। মীনকেতন রামদাস লোক-শিক্ষার জন্য ক্রোধ প্রকাশ করিয়া বলিলেন — 'এই ত' দ্বিতীয় সূত রোমহর্ষণ। বলদেব দেখি যে না কৈল প্রত্যুদগম।' নৈমিষারণ্যে ঋষিগণের ইচ্ছাক্রমে রোমহর্ষণসূত ভাগবত পাঠের জন্য ব্যাসাসনে বসিলে বলদেব প্রভুর আগমনে ঋষিগণ অভ্যুত্থান করিলেও রোমহর্ষণসূত তদ্রূপ না করায় তাঁহাকে বলদেব প্রভু শাসন করিয়াছিলেন। দাম্ভিকের ভাগবত পাঠের অধিকার নাই, শ্রীমূর্ত্তির পূজায়ও অধিকার নাই। ভাগবত সাক্ষাৎ কৃষ্ণাভিন্ন স্বরূপ। পূজারী ব্রাহ্মণ মীনকেতন রামদাসের শাসনকে স্বীকার করিলেন, অসন্তুষ্ট হইলেন না, তাঁহার করণীয় সেবাদি সবই করিলেন। কিন্তু উৎসবশেষে পূজারী ব্রাহ্মণ চলিয়া গেলে কবিরাজ গোস্বামীর ভ্রাতার সহিত মীনকেতন রামদাসের কিছু বাদানুবাদ হয়। কবিরাজ গোস্বামীর ভ্রাতার শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর প্রতি সুদৃঢ়া শ্রদ্ধা ছিল, কিন্তু নিত্যানন্দ প্রভুর প্রতি শ্রদ্ধা ছিল না। উহা জানিতে পারিয়া মীনকেতন রামদাস অত্যন্ত মর্ম্মাহত হইলেন, ক্রোধে বংশীটী ভাঙ্গিয়া চলিয়া গেলেন। তাহাতে কবিরাজ গোস্বামীর ভ্রাতার সর্ব্বনাশ হইল। কবিরাজ গোস্বামী তাঁহার ভ্রাতাকে উক্ত গর্হিত কার্য্যের জন্য ভর্ৎসনা করিয়াছিলেন। মীনকেতন রামদাসের পক্ষ হইয়া ভর্ৎসনা করায় এইটুকুমাত্র গুণে সন্তুষ্ট হইয়া নিত্যানন্দপ্রভু কবিরাজ গোস্বামীকে স্বপ্নে নিজের স্বরূপ দর্শন ও বৃন্দাবনধামবাস প্রদান করিলেন।

উপরিউক্ত ঘটনা হইতে পরিজ্ঞাত হওয়া যায়, মীনকেতন রামদাস নিত্যানন্দ প্রভুর কত প্রিয় ছিলেন। নিত্যানন্দ প্রভুর ন্যায় নিত্যানন্দ পার্ষদগণও পতিতপাবন ও সর্ব্বাভীষ্ট প্রদানে সমর্থ।

পূজ্যপাদ শ্রীল শ্রীধর দেব গোস্বামী মহারাজের তিরোধান উপলক্ষে শ্রীচৈতন্য সারস্বত মঠে বিরহ-সভা

গত ৫ ভাদ্র ১৩৯৫, ২২ আগষ্ট ১৯৮৮ সোমবার শ্রীধামনবদ্বীপস্থ শ্রীচৈতন্য সারস্বত মঠে প্রপূজ্যচরণ শ্রীমদ্ভক্তিরক্ষক শ্রীধর দেব গোস্বামী মহারাজের তিরোধান উপলক্ষে যে বিরহসভা অনুষ্ঠিত হয়, তাহাতে শ্রীচৈতন্যবাণী পত্রিকার সম্পাদক-সঙ্ঘপতি পরমপূজ্যপাদ শ্রীমদ্ভক্তিপ্রমোদ পুরী গোস্বামী মহারাজ —শ্রীধর দেব গোস্বামী মহারাজের পূতচরিত্র ও অবদান সম্বন্ধে যে লিখিত ভাষণ প্রদান করিয়াছিলেন, তাহা নিম্নে উদ্ধৃত হইল ঃ—

"গত ১৪ শ্রীধর (৫০২ শ্রীগৌরাব্দ), ২৭ শ্রাবণ (১৩৯৫ বঙ্গাব্দ), ১২ আগষ্ট (১৯৮৮ খৃষ্টাব্দ) শুক্রবার অমাবস্যা তিথিবাসরে প্রাতঃ ৫।৪৮ মিঃ-এ বিশ্বব্যাপী শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর শুদ্ধভক্তিসিদ্ধান্তবাণী-প্রচারের মূল মহাপুরুষ নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট প্রভুপাদ ১০৮শ্রী শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুরের প্রিয় পার্ষদ ও অধস্তনবর—শ্রীধামনবদ্বীপকোলেরগঞ্জপল্লীস্থ শ্রীচৈতন্য সারস্বত মঠ ও তাহার শাখামঠসমূহের অধ্যক্ষ আচার্য্যবর্য্য ত্রিদণ্ডিযতি শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিরক্ষক শ্রীধর দেব গোস্বামী মহারাজ তাঁহার ৯৩ বৎসর বয়সে স্বীয় পার্ষদভক্তবৃন্দের বিরহ-কাতর কণ্ঠনিঃসৃত মহাসঙ্কীর্ত্তনমধ্যে শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দসুন্দরের নিত্যলীলায় প্রবেশ করিয়াছেন। তাঁহার অপ্রকটবার্ত্তা টেলিফোন, রেডিও ও সংবাদপত্রাদির মাধ্যমে ভারত ও ভারতের বাহিরে পাশ্চাত্যপ্রদেশের সর্ব্বত্র বিঘোষিত করা হইয়াছে। পূজ্যপাদ মহারাজের অপ্রকটসংবাদ অবগত হইবামাত্র কলি-

কাতা শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠের সেবকগণ খুবই মর্ম্মান্তিক বেদনা প্রাপ্ত হন। পরমপুজনীয় শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠের প্রতিষ্ঠাতা নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ত্রিদণ্ডি-গোস্বামী শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব মহারাজের জ্যেষ্ঠ সতীর্থ তিনি, তাঁহার সহিত পূজ্যপাদ মাধব মহা-রাজের খুবই হৃদ্যতা ছিল। একসঙ্গে ভারতের বহু স্থানে তাঁহারা শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের মনোহভীষ্ট প্রচার করিয়াছেন। নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট শ্রীমদ্ভক্তিসারঙ্গ গোস্বামী মহারাজ, শ্রীমদ্ভক্তিহৃদয় বন মহারাজ শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব মহারাজ, শ্রীমদ্ভক্তিরক্ষক শ্রীধর মহারাজ প্রমুখ নিজজনদ্বারা শ্রীল প্রভুপাদ ভারতের বিভিন্ন স্থানে শ্রীশ্রীগৌরবাণীর স্থায়ী প্রচার-কেন্দ্রস্বরূপ মঠ-মন্দিরাদি স্থাপন করিয়াছেন।

আমাদের দুর্দ্দৈববশতঃ সারস্বত গৌড়ীয় গগনের পরমোজ্জ্বল ভাস্করগণ—সকলেই একে একে অন্তর্দ্ধান-লীলা আবিষ্কার করিয়া গৌড়ীয় গগনকে অন্ধকারাচ্ছন্ন করিয়া ফেলিতেছেন। হায় হায়! আমরা ক্রমেই রক্ষক ও পালকশূন্য হইয়া পড়িতেছি! কুরাদ্ধান্ত-ধ্বান্তরাশি আবার বুঝি শুদ্ধভক্তিসিদ্ধান্ত ভাস্করকে আচ্ছাদিত করিয়া ফেলিবার উপক্রম করিতেছে! শ্রীমন্মহাপ্রভুর 'দুঃখমধ্যে কোন্ দুঃখ হয় গুরুতর?' এই প্রশ্নোত্তরে তদীয় পার্ষদপ্রবর শ্রীল রায় রামানন্দ-

মুখমাধ্যমে তিনিই আবার কহিতেছেন—'কৃষ্ণভক্ত-বিরহ বিনা দুঃখ নাহি দেখি পর'। সত্যই, কৃষ্ণভক্ত-বিয়োগজনিত দুঃখের আর সীমা নাই, সান্ত্বনাও নাই। করুণাবারিধি পরদুঃখদুঃখী দরদের দরদী ব্যথার ব্যথী কৃষ্ণগতপ্রাণ কৃষ্ণভক্ত ব্যতীত কৃষ্ণহারা জীবকে কৃষ্ণকথা বলিয়া—কৃষ্ণের সন্ধান দিয়া আর কে তাহাকে উদ্ধারের চেষ্টা করিবে! মাদৃশ পতিত দুর্গত মায়া-মোহান্ধ জীবের মোহান্ধকার ঘুচাইবার জন্য নিঃস্বার্থভাবে আর কে চেষ্টা করিবে! ভক্তিই জীবমাত্রের পরমধর্ম্ম, সেই ভক্তিতে অপসিদ্ধান্ত রূপ গ্লানি প্রবেশ করিয়া অধর্ম্মের প্রাদুর্ভাব হয়, সেই ধর্ম্ম-গ্লানি দূর করিয়া সদ্ধর্ম্ম সংস্থাপনার্থ শ্রীভগবান্ সপার্ষদে যুগে যুগে অবতীর্ণ হন, আবার মধ্যে মধ্যে তাঁহার ভক্তগণকেও প্রেরণ করিয়া তদ্দ্বারা সদ্ধর্ম্ম প্রচার করতঃ জীবের প্রতি করুণা প্রকাশ করেন। তাই পরমকরুণ শ্রীগৌরহরি তাঁহার নিজজন শ্রীশ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ও শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুরকে পর পর প্রেরণ করিয়া আবার অধুনা তাঁহাদেরই নিজজন পূজ্যপাদ শ্রীধর মহারাজ, মাধব মহারাজ প্রমুখ আপ্তবর্গদ্বারা সদ্ধর্ম্ম সংস্থাপন-কার্য্য করাইতেছিলেন, হায়! আজ ক্রমে ক্রমে তাঁহাদেরও অদর্শনের পর আমরা যে আজ একে-বারেই রক্ষকশূন্য হইয়া পড়িলাম! হে গৌরসুন্দর, আমাদিগকে রক্ষা কর। পূজ্যপাদ শ্রীধর মহারাজ নিশ্চিতই পরমারাধ্য প্রভুপাদের শ্রীচরণান্তিকে উপ-নীত হইয়া তাঁহার নিত্যসেবায় নিযুক্ত হইয়াছেন। তিনি তথা হইতে দীন হীন আমাদিগের প্রতি একটু কৃপাদৃষ্টি নিক্ষেপ করুন, ইহাই তচ্চরণে আমাদের সকাতর প্রার্থনা।

পূজ্যপাদ শ্রীধর দেব গোস্বামী মহারাজ বর্দ্ধমান জেলার কালনা মহকুমার অন্তর্গত—কাটোয়া লাইনে পাটুলী রেলষ্টেশনের নিকটবর্ত্তী হাঁপানিয়া গ্রামে ১৩০২ বঙ্গাব্দে, ইং ১৮৯৫ খৃষ্টাব্দে ২৬ আশ্বিন শনিবার দিবসে পণ্ডিতপ্রবর শ্রীযুক্ত উপেন্দ্র চন্দ্র ভট্টা-চার্য্য বিদ্যারত্ন মহোদয়কে পিতৃরূপে ও শ্রীমতী গৌরীদেবীকে মাতৃরূপে বরণ করিয়া শুভক্ষণে প্রকট-লীলা আবিষ্কার করিয়াছিলেন। মাতাপিতা উভয়েই স্বধর্ম্মনিষ্ঠ ভগবৎপরায়ণ সজ্জন ছিলেন। তাঁহারা পুত্ররত্নের নাম রাখিয়াছিলেন—শ্রীরামেন্দ্রসুন্দর ভট্টা-চার্য্য। তিনি ছাত্রজীবনে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বি-এ পাশ করিয়া আইন পড়িবার সময়ে মহাত্মা গান্ধীজীর আহ্বানে Non Co-operation Movement-এ (অসহযোগ আন্দোলনে) যোগদান করেন। পরে ১৯২৩ সাল হইতে পরমারাধ্য শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের কৃপাকর্ষণে কলিকাতা ১নং উল্টাডিঙ্গি জংসন রোড্স্থ গৌড়ীয় মঠে আসিয়া তাঁহার শ্রীমুখে হরিকথা শ্রবণের সৌভাগ্য বরণ করতঃ মনুষ্য-জীবনের প্রকৃত উদ্দেশ্য অনুধাবন করেন। প্রভু-পাদের কথাগুলি তিনি খুবই মনোযোগের সহিত শ্রবণ করিতেন। অনতিবিলম্বেই ১৯২৬ সালের ডিসেম্বর মাসে তিনি উক্ত শ্রীগৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠানে একান্তভাবে যোগদান করিয়া শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের বিশেষ স্নেহভাজন হন এবং বৈশাখ মাসে তাঁহার নিকট শ্রীহরিনাম মহামন্ত্র ও ২৩ শ্রাবণ পাঞ্চরাত্রিক বিধানানুযায়ী মন্ত্রদীক্ষা লাভ করেন। তাঁহার দীক্ষার নাম রাখা হইয়াছিল শ্রীরামানন্দ দাস। শ্রীল প্রভুপাদ তদুপদিষ্ট সাধনভজনে তাঁহার ঐকান্তিকী নিষ্ঠা, শ্রীগুরুবৈষ্ণব-সেবায় নিষ্কপট অনুরাগ এবং তদীয় (প্রভুপাদের) চিন্তাধারানুসরণে সচ্ছাস্ত্র-সিদ্ধান্ত-পরিবেশন-কার্য্যে বিশেষ নৈপুণ্য লক্ষ্য করিয়া তাঁহাকে শীঘ্রই—মনে হয় ১৯৩০ সালে—ত্রিদণ্ডসন্ন্যাসবেষ প্রদান করেন। তাঁহার সন্ন্যাসের নাম রাখিলেন—ত্রিদণ্ডিভিক্ষু শ্রীমদ্ভক্তিরক্ষক শ্রীধর। বস্তুতঃ তিনি সেই প্রভুদত্ত নামের যথার্থই সার্থকতা সম্পাদন করিয়া গুরুকৃপায় আজ জগদ্‌বরেণ্য হইয়াছেন। বৈষ্ণবোচিত যাবতীয় সদ্‌গুণ তাঁহাতে বিরাজিত ছিল শ্রীগুরুপ্রসাদেই ভগবৎপ্রসাদ লাভ হইয়া থাকে। আর সেই ভগবানে যাঁহার অকিঞ্চনা ভক্তি থাকে, তাঁহাতে দেবতারা সকল সদ্গুণ লইয়া বাস করেন। উচ্চ ব্রাহ্মণকুলে জন্ম, ঐশ্বর্য্য, পাণ্ডিত্য ও সৌন্দর্য্যাদি থাকা সত্ত্বেও তাঁহাকে আমরা তাঁহার মঠ-জীবনে কোনদিনই আভিজাত্য বা পাণ্ডিত্যাদিজন্য কোনপ্রকার দম্ভ প্রকাশ করিতে দেখি নাই। বড় বড় বিদ্বজ্জনমণ্ডিত বিচার-সভায় তাঁহার স্থির ধীর চিত্তে গম্ভীরভাবে ভক্তিশাস্ত্রবিরুদ্ধ অপসিদ্ধান্ত খণ্ড বিখণ্ড করিয়া সচ্ছিদ্ধান্তস্থাপন-ভঙ্গী অতীব সুন্দর

ছিল। তাঁহার শ্রীমুখে শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা-ভাগবতাদি সাত্বত শাস্ত্রের অপূর্ব্ব যুক্তিপূর্ণ ভক্তিপর ব্যাখ্যা ও শুদ্ধভক্তিসিদ্ধান্তমূলক ভাষণশ্রবণে বহু সারগ্রাহী সজ্জন জগদ্‌গুরু প্রভুপাদের শ্রীচরণাশ্রয়ে নিজেদের জীবন সার্থক করিবার সৌভাগ্য প্রাপ্ত হইয়াছেন। তাঁহার এক একটি ভাষণই যেন এক একটি Thesis তুল্য, তাহা কেহ note করিয়া লইতে পারিলেই বিদ্বৎপরিষদে তিনি বিদ্বদ্‌বরেণ্য ডক্টরেট—উপাধি-ভূষিত হইতে পারিতেন।

গরুড়পুরাণে শ্রীমদ্ভাগবতকে সমগ্র বেদমাতা ব্রহ্মগায়ত্রীর ভাষ্য-স্বরূপ বলায় তিনি শ্রীভাগবতানুগত্যে ব্রহ্মগায়ত্রীর 'শ্রীরাধাপদং ধীমহি' রূপ যে অপূর্ব্ব ব্যাখ্যামাধুর্য্য প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা অপ্রাকৃত রসজ্ঞ সুধীসমাজে বিশেষভাবে সমাদৃত হইতেছে। 'অনয়ারাধিতো নূনং'—এই ভাগবতীয় বাক্যে (ভাঃ ১০।৩০।২৮) যাঁহা কর্ত্তৃক কৃষ্ণের সম্যক্ প্রকারে আরাধিত বা আনন্দ প্রাপ্ত হইবার কথা বলা হইয়াছে, সেই স্বরূপশক্তি হলাদিনীর একান্ত আনুগত্য ব্যতীত কৃষ্ণপাদপদ্ম লাভের আর অন্য উপায় কি হইতে পারে? ইহাই ত' ব্রজবধূবর্গকল্পিতা রম্যা উপাসনা। 'রাধাভজনে যদি মতি নাহি ভেলা কৃষ্ণভজন তব অকারণে গেলা'—ইহাই ত' স্বরূপরূপানুগবর্য্য গুরুপাদপদ্মের উপদেশ, এই উপদেশমন্ত্রজপেই ত' মায়াপিশাচী পলাইবে। ইহাই ত' 'দদামি বুদ্ধিযোগং তং যেন মামুপযান্তি তে'—এই বাক্যে বেদমাতা গায়ত্রীর নিকট প্রার্থনীয়া ও প্রাপ্যা শ্রীভগবৎপাদপদ্মের নিত্যসেবা প্রাপ্তির শুদ্ধনিশ্চয়াত্মিকা বুদ্ধি রূপে ইঙ্গিত করা হইয়াছে। পূজ্যপাদ মহারাজের হৃদয়ে শ্রীরাধানিত্যজন—শ্রীবার্ষভানবীদয়িতদাসাভিমানী শ্রীগুরুকৃপায়ই এই ব্যাখ্যা স্ফূর্ত্তিপ্রাপ্ত হইয়াছে। 'শ্যামাচ্ছবলং প্রপদ্যে শবলাচ্ছ্যামং প্রপদ্যে'—এই বেদবাক্যের অভিধাবৃত্তির দ্বারা "শ্রীকৃষ্ণের আশ্রয়ে স্বরূপশক্তি হলাদিনীর সারভাবকে আশ্রয় করি এবং হলাদিনীর সারভাবের আশ্রয়ে শ্রীকৃষ্ণ আশ্রয় করি" —এইরূপ ন্যায়সিদ্ধ অর্থ যখন পাওয়া যাইতেছে, তখন লক্ষণা-বৃত্তি অবলম্বনে 'শ্যাম'-শব্দের 'হার্দ্দ-ব্রহ্মত্ব' কেন অনুমান করিবার প্রয়োজন হইবে? সুতরাং শ্রীরাধাপদং ধীমহি—এই অর্থানুগত্য করিলেই শ্রীরাধানাথ শ্যামসুন্দরের পাদপদ্ম লভ্য হইবে। তিনিই পরমসত্য। সুতরাং শ্রীল শ্রীধর মহারাজের এই গায়ত্র্যর্থই সর্ব্বতোভাবে জয়যুক্ত হইতেছেন।

আমাদের গৌড়ীয় মঠ-মিশনের প্রায় সকল প্রবীণ সন্ন্যাসী, ব্রহ্মচারী, গৃহস্থ, বানপ্রস্থাশ্রমী সেবকই পূজ্যপাদ শ্রীধর মহারাজকে যথাযোগ্য মর্য্যাদা প্রদর্শন এবং সেই ভজনবিজ্ঞ মহারাজের সহিত ইষ্টগোষ্ঠী করিয়া সুখানুভব করিতেন। শ্রীধাম নবদ্বীপ তেঘরীপাড়াস্থিত শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠের প্রতিষ্ঠাতা নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট পূজনীয় ত্রিদণ্ডিগোস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব মহারাজ এবং নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট পূজ্যপাদ ত্রিদণ্ডিগোস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসারঙ্গ গোস্বামী মহারাজও পরমপূজ্যপাদ শ্রীমদ্ভক্তিরক্ষক শ্রীধর দেব গোস্বামীর নিকট ত্রিদণ্ডসন্ন্যাসবেষ গ্রহণ করিয়াছিলেন। পাশ্চাত্য-প্রদেশে যিনি বিপুলভাবে শ্রীচৈতন্যবাণীপ্রচার ও বহু মঠমন্দির স্থাপন করিয়াছেন, যিনি পূজ্যপাদ কেশব মহারাজের নিকট ত্রিদণ্ডসন্ন্যাসবেষ গ্রহণ করিয়া ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত স্বামী মহারাজ নামে বিশ্ববিখ্যাত হইয়াছেন, তিনিও তাঁহার প্রকটকালে তাঁহার জ্যেষ্ঠ ভজনবিজ্ঞ সতীর্থ জ্ঞানে পূজ্যপাদ শ্রীধর মহারাজকে বিশেষ মর্য্যাদা প্রদানপূর্ব্বক তৎসমীপে মধ্যে মধ্যে আসিয়া কৃষ্ণকথা শ্রবণে অপরিমিত সুখানুভব করিতেন।

পূজ্যপাদ মহারাজ তাঁহার বিচক্ষণ অভিভাবকগণের নির্দ্দেশানুসারে পঠদ্দশায় ইংরাজীভাষা শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে সংস্কৃতভাষায়ও বিশেষ কৃতবিদ্য হইয়াছিলেন। প্রথিতনামা পণ্ডিতের বংশে জন্ম তাঁহার, অতি অল্পবয়সেই সংস্কৃতভাষায় কবিত্বাদি রচনায় তাঁহার স্বতঃস্ফূর্ত্ত মেধা পরিলক্ষিত হইত, পরমারাধ্য প্রভুপাদের শ্রীচরণাশ্রয়ে তাঁহার সেই স্বতঃসিদ্ধ ভগবদ্দত্ত শক্তি আরও বিকশিত হইতে লাগিল। শ্রীল প্রভুপাদ তাঁহার প্রকটকালে মধ্যে মধ্যে শ্রীধর মহারাজরচিত শ্লোক—বিশেষতঃ 'শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদবিরহদশকম্' নামক স্তোত্রটি পাঠ করিয়া তাঁহার প্রতি অত্যন্ত প্রসন্ন হইয়াছিলেন। তাঁহার রচিত— 'শ্রীশ্রীপ্রভুপাদপদ্মস্তবকঃ', 'শ্রীদয়িতদাসপ্রণতিপঞ্চকম্', 'শ্রীশ্রীদয়িতদাসদশকম্' ও 'শ্রীশ্রীপ্রভুপাদপ্রণতিঃ'—এই কএকটি স্তোত্রে তাঁহার শ্রীগুরুপাদপদ্মে যে কি প্রকার

উর্জ্জিতা বা প্রবলা অনুরাগময়ী ভক্তি বিরাজিত, তাহা সহজেই বোধগম্য হয়। এতদ্ব্যতীত তদ্‌রচিত—'শ্রীমদ্ গৌরকিশোরনমস্কারদশকম্', 'শ্রীমদ্‌রূপপদ-রজঃপ্রার্থনাদশকম্', 'শ্রীমন্নিত্যানন্দদ্বাদশকম্', 'শ্রীল গদাধর-প্রার্থনা', 'ঋক্‌তাৎপর্য্যম্', 'শ্রীগায়ত্রীনির্গলি-তার্থম্', 'শ্রীপ্রেমধামদেবস্তোত্রম্', 'শ্রীগৌরসুন্দরনুতি-সূত্রম্' প্রভৃতি স্তোত্র শ্রীগৌড়ীয়বৈষ্ণবসমাজে বিশেষ-ভাবে সমাদৃত হইতেছে। উল্লিখিত স্তোত্রগুলি শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের নিজজন নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ভজনানন্দী বৈষ্ণবপ্রবর শ্রীপাদ কৃষ্ণদাস বাবাজী মহারাজ ও ত্রিদণ্ডিগোস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিচার যাযাবর মহারাজ তাঁহাদের প্রকটকালে অত্যন্ত প্রীতির সহিত কীর্ত্তন ও আস্বাদন করিতেন, তাঁহারা তাঁহার বিশেষ গুণগ্রাহী ছিলেন। তাঁহার 'প্রেমধামদেবস্তোত্রম্' নামক স্তোত্র-রত্নে শ্রীমন্মহাপ্রভুর আদি-মধ্য-অন্ত্য প্রায় সমস্ত লীলাই সংক্ষেপে স্মরণ করা হইয়াছে। এই স্তোত্রটি অন্বয় টীকা অনুবাদাদিসহ স্বতন্ত্র গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হইলে ইহা একখানি নিত্যপাঠ্য বিরাট্ ভক্তিগ্রন্থরূপে আত্ম-প্রকাশ করিবেন।

তাঁহার বঙ্গভাষায় রচিত শ্রীগৌরসুন্দরের আবি-র্ভাব-বাসরে কীর্ত্তিত 'অরুণ-বসনে সোনার সূরজ' প্রভৃতি গীতিও বৈষ্ণবগণ পরম আদরে কীর্ত্তন করিয়া থাকেন। পূজ্যপাদ মহারাজের সম্পাদকতায় শ্রীশ্রীল রূপগোস্বামিপাদ-প্রণীত সমগ্র 'ভক্তিরসামৃতসিন্ধু' গ্রন্থখানি (মূল শ্লোক, টীকা, অন্বয় ও বঙ্গানুবাদসহ) প্রকাশিত হইতেছেন। এতদ্ব্যতীত শ্রীপ্রপন্নজীবনামৃতম্ (মহারাজের স্বরচিত শ্লোক, বঙ্গানুবাদসহ), শ্রীমদ্-ভগবদ্গীতা (মূল শ্লোক, অন্বয় ও বঙ্গানুবাদসহ) প্রভৃতি কতিপয় গ্রন্থ বঙ্গাক্ষরে এবং ইংরাজী ভাষায়ও নিম্নলিখিত গ্রন্থগুলি প্রকাশিত হইয়াছে। এই গ্রন্থ-গুলি পাশ্চাত্যদেশে বিদ্বৎসমাজে বিশেষভাবে সমাদৃত ও বিপুলভাবে প্রচারিত হইতেছে ঃ—

1. Ambrosia—the lives of the surrendered souls. 2. The Search for Sri Krishna Reality the beautiful (Eng. & Spanish). 3. Sree Guru and His Grace (Eng. & Spanish). 4. The Golden volcano of Divine Love (Eng. & Spanish). 5. Sree Sreemad Bhagabad Geeta—The hidden treasure of sweet ambrosia. 6. Sri Sri Prapanna Jibanamritam (Life nectar of the surrendered souls). 7. Loving search for the lost servant. 8. Relative worlds. 9. Sree Sree Premdhama Deva Stotram (Beng., Eng., Hindi, Spanish, Dutch & French). 10. Reality by itself & for itself. 11. Levels of God-Realization—the Krishna Conception. 12. Evidencia. 13. Sree Gaudiya Darshan. 14. The Bhagabata. 15. Sadhu Sanga (Monthly). 16. La-Busqueda De Sri Krishna. 17. The Search. 18. The Divine Message. 19. Haridas Thakur. 20. The Gurdian of Devotion. 21. Lives of the saints. 22. Subjective Evolution. 23. Ocean of Nectar.

আমাদের অত্যন্ত আনন্দের বিষয়—পূজ্যপাদ মহারাজের শ্রীমুখনিঃসৃত শুদ্ধভক্তিসিদ্ধান্তবাণীশ্রবণে আকৃষ্ট হইয়া পাশ্চাত্ত্যের বহু সারগ্রাহী সজ্জন শ্রীধাম নবদ্বীপস্থ শ্রীচৈতন্য সারস্বত মঠে আগমনপূর্ব্বক মহারাজের শ্রীচরণাশ্রয়ের সৌভাগ্য প্রাপ্ত হইয়াছেন এবং তাঁহার অর্দ্ধশায়িত বা শায়িত অবস্থায় ইংরাজী-ভাষায় উপদিষ্ট বাণী Tape record করিয়া লইয়া পরে তাহা গ্রন্থাকারে প্রকাশ করিয়াছেন। ঐ সমস্ত গ্রন্থ ইংরাজী ভাষাভাষী পাশ্চাত্ত্যের বিদ্বৎসমাজে বিশেষভাবে সমাদৃত হইতেছে এবং উঁহাদের হার্দ্দী উৎসাহময়ী চেষ্টায় পাশ্চাত্ত্যের লণ্ডন প্রভৃতি বিশেষ বিশেষ স্থানে কতিপয় প্রচারকেন্দ্রও স্থাপিত হইয়াছে এবং ঐসকল প্রচারকেন্দ্রে শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের শুদ্ধ-ভক্তিসিদ্ধান্তবাণী বিভিন্ন ভাষায় বিপুলভাবে প্রচারিত হইতেছে। মহারাজ একস্থানে অবস্থান করিয়াই 'পৃথিবীতে আছে যত নগরাদি গ্রাম। সর্ব্বত্র প্রচার হইবে মোর নাম।।' —শ্রীমন্মহাপ্রভুর এই শ্রীমুখ-বাণীর অত্যদ্ভুত সার্থকতা সম্পাদন করিয়া গেলেন। ভারতে শ্রীচৈতন্য সারস্বত মঠ (নবদ্বীপ), শ্রীচৈতন্য

সারস্বত আশ্রম (হাঁপানিয়া—বর্দ্ধমান), শ্রীচৈতন্য সারস্বত কৃষ্ণানুশীলন সংঘ (পুরী-স্বর্গদ্বার, দমদম পার্ক ও দমদম এয়ারপোর্ট)—এই কএকটি স্থানে প্রচারকেন্দ্র স্থাপিত হইয়া শ্রীচৈতন্যবাণীর প্রচারকার্য্য চলিতেছে। পূজ্যপাদ মহারাজ বর্ত্তমানে তচ্ছিষ্য পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসুন্দর গোবিন্দ মহারাজকে ঐ সকল মঠের সভাপতি আচার্য্যরূপে মনোনীত করিয়া গিয়াছেন।

পরমারাধ্য শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ তাঁহার অপ্রকট-কালের পূর্ব্বদিবস পূজ্যপাদ শ্রীধর মহারাজের শ্রীমুখে শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর মহাশয়-কীর্ত্তিত—'শ্রীরূপ-মঞ্জরীপদ সেই মোর সম্পদ সেই মোর ভজনপূজন' ইত্যাদি গীতিটি শ্রবণ করিতে চাহিয়া তাঁহার প্রতি যে করুণা প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন, পূজ্যপাদ মহা-রাজ পরমারাধ্য প্রভুপাদের সেই কৃপাশীর্ব্বাদ মস্তকে ধারণ করিয়া তাঁহার অপ্রকটকালের শেষমুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত শ্রীস্বরূপ-রূপানুগবর প্রভুপাদের মনোহভীষ্ট পূরণার্থ আপ্রাণ যত্ন করিয়া গিয়াছেন। শ্রীল প্রভু-পাদ তাঁহার অপ্রকটকালের কএকদিন পূর্ব্বেও বলিয়া গিয়াছেন—

'ভক্তিবিনোদ-ধারা কখনও রুদ্ধ হ'বে না, আপনারা আরও অধিকতর উৎসাহের সহিত শ্রীভক্তিবিনোদ-মনোহভীষ্ট-প্রচারে ব্রতী হ'বেন।'

ঠাকুর শ্রীল ভক্তিবিনোদ রূপানুগবর মহাজন। পরমারাধ্য প্রভুপাদ তাঁহার মনোহভীষ্ট পূরণের মহান্ আদর্শ স্থাপন করিয়া গিয়াছেন। তচ্চরণাশ্রিত নিজজন পূজ্যপাদ তীর্থ মহারাজ. গোস্বামী মহারাজ, মাধব মহারাজ, বন মহারাজ, যাযাবর মহারাজ, কৃষ্ণদাস বাবাজী মহারাজ ও শ্রীধর মহারাজ প্রমুখ বৈষ্ণবাচার্য্যগণ সেই আদর্শ অনুসরণপূর্ব্বক রূপানুগ প্রভুপাদের গণে গণিত হইয়াছেন। এক্ষণে নিত্য-লীলাপ্রবিষ্ট সহগণ শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের শ্রীচরণাশ্রয় পাইবার জন্য তৎকিঙ্করানুকিঙ্করগণকেও সেই শ্রী-গুরুমনোহভীষ্ট পূরণের মহতী আশা ও আকাঙ্ক্ষা হৃদয়ে দৃঢ়ভাবে পোষণ করিতে হইবে। এবিষয়ে রূপানুগ বৈষ্ণবগণের পদধূলি, পদজল ও ভুক্তশেষই আমাদের একমাত্র বল ও ভরসাস্থল।

পূজ্যপাদ মহারাজ ১২ আগষ্ট প্রাতঃ ৫।৪৮ মিঃ এ অপ্রকট হইয়াছেন, কিন্তু তিনি তৎপূর্ব্বে ৫ আগষ্ট হইতেই মৌনমুদ্রা অবলম্বন পূর্ব্বক সম্পূর্ণভাবে তদা-রাধ্যদেব শ্রীশ্রীগুরুগৌর-রাধাগোবিন্দসুন্দর পাদপদ্মে প্রগাঢ়ভাবে মনঃসন্নিবেশ করতঃ শেষশয্যা গ্রহণ করিয়াছেন। তাঁহার প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যদেশের সেবক-গণ অহোরাত্র যেভাবে তাঁহার শ্রীঅঙ্গের সেবাতৎপর হইয়াছেন, তাহা সত্যই অভূতপূর্ব্ব—অভাবনীয় ও আদর্শস্থানীয়। শ্রীশ্রীল ঈশ্বরপুরীপাদের শ্রীশ্রীল মাধবেন্দ্র পুরীপাদের অপ্রকটকালীয় সেবাদর্শ অনুসরণে গৌড়-দেশীয় কএকজন বালকসেবক—বিশেষতঃ তন্মধ্যে তপন নামক একটি বালক গুরুসেবায় অত্যদ্ভুতভাবে কায়মনোবাক্য সমর্পণ করিয়া গুরুদেবের অফুরন্ত কৃপাশীর্ব্বাদভাজন হইয়াছেন। পূজ্যপাদ মহারাজের অপ্রকটলীলার দিবস-চতুষ্টয় পূর্ব্বে অর্থাৎ ৮ আগষ্ট সোমবার শ্রীমদ্ভক্তিপ্রমোদ পুরী মহারাজ দৈবক্রমে পূজ্যপাদ শ্রীধর মহারাজকে দর্শনার্থ শ্রীচৈতন্য সারস্বত মঠে উপস্থিত হইবার সৌভাগ্য পাইয়া তাঁহার অপ্রকটকাল পর্য্যন্ত তথায় অবস্থানপূর্ব্বক মধ্যে মধ্যে পূজ্যপাদ মহারাজের শ্রীচরণ-সান্নিধ্যে আসিয়া তাঁহার কিছু কিছু সেবা-সুযোগ পাইবার সৌভাগ্য বরণ করিয়াছিলেন। তাঁহার অপ্রকটলীলার পর তাঁহাকে তাঁহার দ্বিতলস্থ নিজকক্ষ হইতে পালঙ্কসহিত সং-কীর্ত্তনমুখে তাঁহার আরাধ্যদেব শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-সুন্দর-রাধাগোবিন্দসুন্দর জিউর শ্রীমন্দির সম্মুখস্থ নাট্যমন্দিরে লইয়া যাওয়া হয় এবং তথায় বহুক্ষণ যাবৎ মহাসংকীর্ত্তন চলিতে থাকে। অনন্তর বেলা ১১।৪১ মিঃ এর পর তাঁহাকে নাট্যমন্দিরের উত্তর-পার্শ্বস্থ তুলসীতলায় লইয়া গিয়া গঙ্গোদকদ্বারা গাত্র প্রক্ষালন ও প্রোঞ্ছনান্তে সর্ব্বাঙ্গে ঘৃত ম্রক্ষণ, মন্ত্রো-চ্চারণমুখে প্রচুর গঙ্গোদকদ্বারা মহাস্নান সম্পাদন, সোত্তরীয় নববস্ত্র পরিধাপন, দ্বাদশাঙ্গে তিলকাঙ্কন, বক্ষঃস্থলে সমাধিমন্ত্রাদি লিখন ইত্যাদি কৃত্য সংস্কার-দীপিকানুসারে সম্পাদন পূর্ব্বক শ্রীমন্দিরের উত্তর-দিকস্থ ৭।৷ ফুট গভীর গহ্বরে তাঁহাকে উত্তমাসনোপরি পূর্ব্বাভিমুখে উপবেশন করাইয়া ষোড়শোপচারে মহা-পূজা, ভোগরাগ (মহাপ্রসাদ নিবেদন) ও আরাত্রিকাদি বিধানান্তে প্রসাদী মাল্য-চন্দনাদি মণ্ডিত করিয়া মহা-সংকীর্ত্তন ও বিপুল জয়ধ্বনিমধ্যে লবণ-মৃৎসংযোগে

সমাধি প্রদান করা হয়। এইসকল আনুষ্ঠানিক ক্রিয়া শ্রীমৎ পুরী মহারাজের পৌরোহিত্যেই সম্পাদন করা হইয়াছিল। শ্রীমদ্ গোবিন্দ মহারাজই পূজ্যপাদ মহারাজের বক্ষে সমাধিমন্ত্র লিখিয়া দিয়াছিলেন এবং তৎকালে শ্রীরূপমঞ্জরীপদ প্রভৃতি মহারাজের প্রিয় গীতিও কীর্ত্তন করিয়াছিলেন। সহর নবদ্বীপ ও শ্রীমায়াপুরস্থ প্রায় সকল মঠ হইতেই বৈষ্ণবগণ আসিয়া পূজ্যপাদ মহারাজকে মাল্যদান করেন। সমাধি-কৃত্যাদি সমাপ্ত হইতে বেলা ১।।টা বাজিয়া গিয়াছিল। শ্রীমন্দিরে শ্রীবিগ্রহের নিত্যপূজা, ভোগরাগ ও আরাত্রি-কাদি সমাপনান্তে উপস্থিত বৈষ্ণবগণকে মহাপ্রসাদ দ্বারা আপ্যায়িত করা হয়। শ্রীমৎ পুরী মহারাজ, শ্রীমান্ দয়ালকৃষ্ণ ও গোপীনাথ দাস ব্রহ্মচারীসহ ঐ দিবস কোলেরগঞ্জস্থ মঠে রাত্রিযাপন পূর্ব্বক পরদিবস প্রভাতে তাঁহার শ্রীধামমায়াপুরস্থ শ্রীগোপীনাথ গৌড়ীয় মঠে প্রত্যাবর্ত্তন করেন।

শ্রীশ্রীল নামাচার্য্য ঠাকুর হরিদাসের নির্য্যাণ-প্রসঙ্গে শ্রীমন্মহাপ্রভুর শ্রীমুখ-বাক্য শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী পয়ারছন্দে এইরূপ লিখিয়াছেন—

'হরিদাস আছিল পৃথিবীর রত্নশিরোমণি।
তাঁহা বিনা রত্নশূন্যা হইলা মেদিনী।
কৃপা করি' কৃষ্ণ মোরে দিয়াছিল সঙ্গ।
স্বতন্ত্র কৃষ্ণের ইচ্ছা হৈল সঙ্গ-ভঙ্গ।।'

"আমরাও আজ পরমারাধ্য প্রভুপাদের একজন নিজজনকে হারাইয়া উক্ত ঠাকুর হরিদাসের নির্য্যাণ-প্রসঙ্গ স্মরণ করিতে করিতে দুঃখের সমুদ্রে নিমগ্ন হইলাম। তাঁহার স্থান আর পূর্ণ হইবার নহে। বৈষ্ণব অদোষদরশী। পূজ্যপাদ মহারাজ আমাদের জ্ঞাত ও অজ্ঞাতসারে কৃত সকল অপরাধ ত্রুটী বিচ্যুতি ক্ষমা ও সংশোধন করিয়া লইয়া আমাদিগকে অমায়ায় কৃপা করুন, ইহাই তচ্চরণে আমাদের গললগ্নীকৃতবাসে সকরুণ প্রার্থনা। তিনি শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের নিত্যসেবায় নিযুক্ত হইয়াছেন, আমা-দিগকেও কৃপা করিয়া সহগণ তাঁহার (প্রভুপাদের) শ্রীপাদপদ্ম সেবায় অধিকার প্রদান করিয়া কৃতকৃতার্থ করুন, এই প্রার্থনাও তচ্চরণে নিবেদন করিয়া রাখিতেছি।"

একাদশাহে ৫ ভাদ্র, ২২ আগষ্ট শ্রীচৈতন্য সারস্বত মঠে যে বিরহসভা হয়, তাহাতে শ্রীগৌড়ীয় মঠসমূহ হইতে বহু ত্রিদণ্ডীযতি, ব্রহ্মচারী ও গৃহস্থ ভক্তের সমাবেশ হইয়াছিল। বর্দ্ধমানস্থ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠের আচার্য্য পূজ্যপাদ পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিকমল মধুসূদন মহারাজ এই বিরহসভা ও উৎসবানুষ্ঠানে যোগদান করিয়াছিলেন। কলিকাতা শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ হইতে শ্রীমঠের যুগ্ম-সম্পাদক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিহৃদয় মঙ্গল মহারাজ উক্ত বিরহানুষ্ঠানে যোগদান করিয়া বিদেশী ভক্তগণের বোধসৌকর্য্যার্থ ইংরাজী ভাষায় শ্রীল মহারাজের গুণমহিমা কীর্ত্তন করতঃ তাঁহার কৃপা প্রার্থনা করেন। শ্রীমায়াপুর শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠের মঠরক্ষক শ্রীমন্ নারায়ণ মহারাজ মঠের ত্যক্তাশ্রমী ভক্তগণকে লইয়া উৎসবে যোগ দিয়াছিলেন। শ্রীগৌড়ীয় মঠের বিভিন্ন শাখামঠ হইতেও বহু ভক্ত যোগদান করিয়াছিলেন। শ্রীচৈতন্য সারস্বত মঠের বর্ত্তমান আচার্য্য, শ্রীমদ্ হরিচরণ দাস ব্রহ্মচারী, শ্রীমৎ সুন্দরশ্যাম ব্রহ্মচারী, শ্রীমন্ নিমাই দাস ব্রহ্মচারী এবং প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য-দেশীয় বহু বিশিষ্ট ভক্ত পূজ্যপাদ মহারাজের মহিমাশংসনমুখে ভাষণ দিয়াছিলেন। সকাল হইতে মাধ্যাহ্নিক ভোগনিবেদন কাল পর্য্যন্ত ভাষণ চলিয়া-ছিল। শ্রীমৎ পুরী মহারাজ তাঁহার ভাষণের পর পূজ্যপাদ শ্রীধর মহারাজের অন্যতম প্রাচীন শিষ্য শ্রীমৎ কৃষ্ণশরণ দাস ব্রহ্মচারীকে লইয়া শ্রীমন্দিরের পশ্চিমদিকস্থ বারান্দায় বৈষ্ণবহোম-কার্য্য সম্পাদন করেন। মূল মন্দিরে ও সমাধিমন্দিরে পূজা, ভোগরাগ ও আরাত্রিকাদির পর সমবেত ভক্তগণকে মহাপ্রসাদ বিতরণ করা হয়। মধ্যাহ্ন হইতে বৃষ্টি থামিয়া যাওয়ায় সহর নবদ্বীপ ও পার্শ্ববর্ত্তী স্থানসমূহ হইতে নিমন্ত্রিত ও অনিমন্ত্রিত অসংখ্য নরনারী দলে দলে আসিয়া প্রসাদ সেবা করিয়াছেন। সন্ধ্যা পর্য্যন্ত অবিশ্রান্তভাবে প্রসাদ-বিতরণ চলিয়াছে। শ্রীচৈতন্য সারস্বত মঠের সেবকগণের অক্লান্ত পরিশ্রম সত্যই আদর্শস্থানীয়।

বিরহ-সংবাদ

শ্রীমদ্ নিত্যানন্দ ব্রহ্মচারী, বহরমপুর (ওড়িষ্যা)— বিশ্বব্যাপী শ্রীচৈতন্য মঠ ও শ্রীগৌড়ীয় মঠ সমূহের প্রতিষ্ঠাতা নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ভক্তি-সিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের অনুকম্পিত শিষ্য শ্রীমদ্ নিত্যানন্দ ব্রহ্মচারী প্রভু বিগত ১২ শ্রাবণ, ২৮ জুলাই বৃহস্পতিবার বেলা ১-৩০ ঘটিকায় বহরমপুরে (গঞ্জামে) তাঁহার প্রতিষ্ঠিত শ্রীভক্তিবিনোদ আশ্রমে ৮১ বৎসর বয়ঃক্রমকালে শ্রীহরিস্মরণ করিতে করিতে নির্য্যাণ লাভ করিয়াছেন। তাঁহার জন্মস্থান ওড়িষ্যার গঞ্জাম জেলার অন্তর্গত ভঞ্জনগরের নিকটস্থ পালকসন্টা গ্রামে। ১৯২৮ খৃষ্টাব্দে তিনি ২১ বৎসর বয়সে যৌবনকালে শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুরের নিকট দীক্ষিত হইয়া নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারীরূপে তাঁহার নির্দ্দেশক্রমে কটকে শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠে, কলিকাতায় বাগবাজার শ্রীগৌড়ীয় মঠে ও শ্রীমায়াপুরে শ্রীচৈতন্য মঠে দীর্ঘ দিন অবস্থান করতঃ সেবা করিয়াছিলেন। শ্রীল প্রভুপাদের অপ্রকটের পর ইনি শ্রীল প্রভুপাদের শ্রেষ্ঠ পার্ষদগণের অন্যতম পূজ্যপাদ শ্রীমদ্ভক্তিসর্ব্বস্ব গিরি মহারাজের সহিত রেঙ্গুণে প্রচারে গিয়াছিলেন। ইনি ইং ১৯৪২ সনে মেদিনীপুরে মঠ প্রতিষ্ঠা উৎসবে, নবদ্বীপে শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠা উৎসবে এবং বিভিন্ন স্থানে মঠের উৎসবসমূহে যোগ দিয়াছিলেন। ১৯৪৯ খৃষ্টাব্দে ইনি বহরমপুরে (গঞ্জাম, ওড়িষ্যা) 'শ্রীভক্তিবিনোদ আশ্রম' সংস্থাপন করেন। শুদ্ধভক্তিসিদ্ধান্তবাণী প্রচারের জন্য ইনি তথায় একটী প্রেস প্রতিষ্ঠা করিয়া উৎকল-ভাষায় মাসিক পত্রিকা 'সিদ্ধান্ত' এবং বহু ভক্তি গ্রন্থ প্রকাশ করেন। তাঁহার বিরহোৎসব বিগত ১০ আগষ্ট বুধবার শ্রীভক্তিবিনোদ আশ্রমে সুসম্পন্ন হইয়াছে। তাঁহার প্রয়াণে সারস্বত গৌড়ীয় বৈষ্ণব মাত্রই বিরহসন্তপ্ত।

শ্রীমাধব রাও (শ্রীভকতজী), হায়দরাবাদ (অন্ধ্রপ্রদেশ) ঃ—শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাতা নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী মহারাজ বিষ্ণুপাদের কৃপাসিক্ত হরিনামপ্রাপ্ত শিষ্য শ্রীমাধব রাও (শ্রীভকতজী) গত ২২ শ্রাবণ, ৭ আগষ্ট রবিবার কৃষ্ণপক্ষে দশমী তিথিতে অপরাহ্ণ ৩ ঘটিকায় হায়দরাবাদে স্বধাম প্রাপ্ত হইয়াছেন। তিনি হায়দরাবাদ শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠের একনিষ্ঠ স্নিগ্ধ সেবক ছিলেন। তিনি সর্ব্বদা বৈষ্ণবানুগত্যে থাকিয়া দীর্ঘদিন হায়দরাবাদ মঠে অবস্থান করতঃ অতীব নিষ্ঠার সহিত গোসেবা এবং অন্যান্য সেবা করিতেন। যদিও তাঁহার নাম 'শ্রীমাধব রাও' ছিল, সকলে প্রীতির সহিত তাঁহাকে 'ভকতজী' বলিতেন। কত এই প্রকার নিষ্কপট সেবক লোক-চক্ষুর অন্তরালে জগতে আসেন ও নীরবে সেবা করিয়া চলিয়া যান, কেহ বুঝিতে না পারিলেও, ইহারাই বিষ্ণু-বৈষ্ণবের কৃপা কটাক্ষপ্রাপ্ত ভাগ্যবান্। একজন নিষ্কপট স্নিগ্ধ-বৈষ্ণবের অকস্মাৎ স্বধামপ্রাপ্তির সংবাদে শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠাশ্রিত ভক্তমাত্রই বিরহ-সন্তপ্ত।

শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দের ঝুলনযাত্রা ও শ্রীকৃষ্ণজন্মাষ্টমী উৎসব

ভারতের বিভিন্ন স্থানে শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠানের অনুষ্ঠান

নিখিলভারত শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাতা নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ভক্তি-দয়িত মাধব গোস্বামী মহারাজ বিষ্ণুপাদের কৃপাশীর্ব্বাদ প্রার্থনামুখে শ্রীধাম-মায়াপুর-ঈশোদ্যানস্থ মূল-মঠে, রেজিষ্টার্ড অফিস ও প্রধান কার্য্যালয় কলিকাতা মঠে, বৃন্দাবন (উত্তর প্রদেশ), চণ্ডীগড়, গৌহাটী (আসাম), হায়দরাবাদ (অন্ধ্রপ্রদেশ), কৃষ্ণনগর (নদীয়া), আগরতলা (ত্রিপুরা), গোয়ালপাড়া (আসাম), দেরাদুন (উত্তর প্রদেশ), গোকুলমহাবন, মথুরা (উত্তর প্রদেশ), পুরী (গ্র্যাণ্ড রোড, ওড়িষ্যা) স্থিত শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠসমূহে, তেজপুর (আসাম) ও সরভোগ (আসাম) স্থিত শ্রীগৌড়ীয় মঠসমূহে, শ্রীল জগদীশ

পণ্ডিতের শ্রীপাট যশড়া (নদীয়া, পশ্চিমবঙ্গ) এবং শ্রীবিনোদবাণী গৌড়ীয় মঠ কালিয়দহ (বৃন্দাবন, মথুরা) প্রভৃতি মঠসমূহে বিগত ৬ ভাদ্র ২৩ আগষ্ট মঙ্গলবার হইতে ১০ ভাদ্র, ২৭ আগষ্ট শনিবার পর্য্যন্ত শ্রীশ্রীরাধা গোবিন্দের ঝুলনযাত্রা উৎসব এবং ১৭ ভাদ্র, ৩ সেপ্টেম্বর শনিবার শ্রীকৃষ্ণ-জন্মাষ্টমী উৎসব এবং তৎপরদিবস শ্রীনন্দোৎসব বিরাটাকারে সুসম্পন্ন হইয়াছে। কলিকাতা মঠে, বৃন্দাবন মঠে ও চণ্ডীগড় মঠে বিদ্যুচ্চালিত শ্রীভগবদ্‌লীলা প্রদর্শনী এবং গৌহাটী, হায়দরাবাদ, কৃষ্ণনগর, আগরতলা ও সরভোগস্থ মঠসমূহে শ্রীভগবদ্‌লীলা প্রদর্শনী দর্শন করেন প্রত্যহ অগণিত দর্শনার্থী। কলিকাতা মঠের প্রদর্শনী পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সরকার কর্ত্তৃক দূরদর্শনের (Television এর) মাধ্যমে প্রচারিত হয়। নিউ-দিল্লী-পাহাড়গঞ্জস্থিত নব-প্রতিষ্ঠিত শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ-কার্য্যালয়ে শ্রীজন্মাষ্টমী ব্রতোপবাসানুষ্ঠানে ও শ্রীনন্দোৎসবে বহু ভক্ত যোগ দেন।

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠানের বর্ত্তমান আচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ ত্রিদণ্ডিযতি ও ব্রহ্মচারিগণ সমভিব্যাহারে কলিকাতা হইতে নিউদিল্লীস্থিত শাখা কার্য্যালয়ে গত ৩১ শ্রাবণ, ১৬ আগষ্ট মঙ্গলবার শুভপদার্পণ করতঃ চারিদিবস প্রত্যহ প্রাতে ও রাত্রিতে মঠে শ্রীহরিকথামৃত পরিবেশন করেন। চণ্ডীগড় হইতে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসর্ব্বস্ব নিষ্কিঞ্চন মহারাজ একজন ব্রহ্মচারিসহ নিউদিল্লী মঠে পৌঁছিয়াছিলেন। তিনি ও ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসৌরভ আচার্য্য মহারাজও হরিকথা বলেন। শ্রীল আচার্য্যদেব সদলবলে বৃন্দাবন মঠের বার্ষিক ঝুলনোৎসবে যোগদানের জন্য নিউদিল্লী হইতে তাজ এক্সপ্রেসে রওনা হইয়া ২১ শে আগষ্ট পূর্ব্বাহ্ন ৯ ঘটিকায় মথুরা জংশন ষ্টেশনে পৌঁছিলে বৃন্দাবন মঠের মঠরক্ষক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিললিত নিরীহ মহারাজ এবং অন্যান্য ভক্তগণ কর্ত্তৃক সম্বর্দ্ধিত হন। বৃন্দাবন মঠের অনুষ্ঠানে ভারতের বিভিন্ন স্থান হইতে —বিশেষতঃ কলিকাতা, দিল্লী, পাঞ্জাব, উত্তর-প্রদেশ, জম্মু ও রাজস্থান হইতে বহু ভক্ত অতিথির সমাবেশ হইয়াছিল। শ্রীল আচার্য্যদেব প্রত্যহ অপরাহ্নে বিশেষ ধর্ম্মানুষ্ঠানে ভাষণ প্রদান করেন। প্রাতের অনুষ্ঠানে বক্তৃতা করেন ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসর্ব্বস্ব নিষ্কিঞ্চন মহারাজ ও ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসৌরভ আচার্য্য মহারাজ। সভার আদি ও অন্তে শ্রীসচ্চিদানন্দ ব্রহ্মচারী, শ্রীকৃষ্ণদাস ব্রহ্মচারী, শ্রীচিন্ময়ানন্দ ব্রহ্মচারী, শ্রীঅনন্তরাম ব্রহ্মচারী প্রভৃতি ব্রহ্মচারিগণের সুললিত ভজন কীর্ত্তন ও নামসংকীর্ত্তন শ্রোতৃবৃন্দের হৃদয়োল্লাসকর হয়।

হায়দরাবাদ মঠের ঝুলন ও শ্রীজন্মাষ্টমী অনুষ্ঠানে যোগ দিতে শ্রীমঠের সম্পাদক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিজ্ঞান ভারতী মহারাজ—শ্রীপ্রেমময় ব্রহ্মচারিসহ কলিকাতা মঠ হইতে তথায় যাইয়া পৌঁছেন এবং তত্রস্থ ভক্তগণের নিকট শ্রীহরিকথামৃত পরিবেশন করেন।

কলিকাতা, কৃষ্ণনগর, তেজপুর, চণ্ডীগড়, হায়দরাবাদ, গোকুলমহাবন, শ্রীমায়াপুর, পুরী, দেরাদুন, আগরতলা, গোয়ালপাড়া, যশড়া শ্রীপাট, বৃন্দাবন-কালিয়দহ, সরভোগ, নিউদিল্লী মঠ সমূহের উৎসবানুষ্ঠান যথাক্রমে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিললিত গিরি মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসুহৃদ দামোদর মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিভূষণ ভাগবত মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসর্ব্বস্ব নিষ্কিঞ্চন মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবৈভব অরণ্য মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রেমিক সাধু মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিরক্ষক নারায়ণ মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিরঞ্জন সজ্জন মহারাজ, শ্রীদেবপ্রসাদ ব্রহ্মচারী, শ্রীননীগোপালদাস বনচারী, শ্রীজগদানন্দদাস ব্রহ্মচারী, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রদীপ সাগর মহারাজ, শ্রীঅরবিন্দলোচন ব্রহ্মচারী, শ্রীসুমঙ্গল ব্রহ্মচারী ও শ্রীফাল্গুনীসখা ব্রহ্মচারী—মঠরক্ষকগণের ব্যবস্থায় এবং গৌহাটী মঠের উৎসবানুষ্ঠান শ্রীপ্রাণগোবিন্দ ব্রহ্মচারী, শ্রীনৃসিংহানন্দ ব্রহ্মচারী আদি মঠ সেবকগণের প্রচেষ্টায় সুষ্ঠুরূপে সম্পাদিত হইয়াছে।

শ্রীমঠের যুগ্মসম্পাদক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিহৃদয় মঙ্গল মহারাজ কানাডা, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং পশ্চিম দ্বীপপুঞ্জে প্রচারান্তে কলিকাতায় পৌঁছিয়া শ্রীমঠের ধর্ম্মসভাসমূহে ভাষণ প্রদান করেন। শ্রীমঠের সহ-সম্পাদক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসুন্দর নারসিংহ মহারাজ বিহার, বাঁকুড়া ও পুরুলিয়ায় প্রচারান্তে কলিকাতা মঠে ফিরিয়া উৎসবানুষ্ঠানে যোগ দেন।

বৃন্দাবন-কালিয়দহস্থিত শ্রীবিনোদবাণী গৌড়ীয় মঠের সংকীর্ত্তনভবনের দ্বারোদ্‌ঘাটনোৎসব

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠানের অন্যতম শাখা বৃন্দাবন-কালিয়দহস্থিত শ্রীবিনোদবাণী গৌড়ীয় মঠের নবনির্ম্মিত রমণীয় সংকীর্ত্তন-ভবনের দ্বারোদ্ঘাট-নোৎসব হরিসংকীর্ত্তন-সহযোগে বিগত ৮ ভাদ্র, ২৫ আগষ্ট বৃহস্পতিবার ত্রয়োদশীতিথিবাসরে শ্রীমঠের আচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজের শুভ উপস্থিতিতে সুসম্পন্ন হইয়াছে। শ্রীল আচার্য্যদেব বিপুলসংখ্যক ভক্তগণসমভিব্যাহারে প্রাতঃ ৭ ঘটিকায় বৃন্দাবন মথুরারোডস্থ শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ হইতে উদ্দণ্ড নৃত্য কীর্ত্তনসহযোগে শুভযাত্রা করতঃ পূর্ব্বাহ্ন ৮ ঘটিকায় কালিয়দহস্থ শ্রীবিনোদবাণী গৌড়ীয় মঠে আসিয়া শুভ প্রবেশ করেন। শ্রীমঠের অধিষ্ঠাতৃ শ্রীবিগ্রহগণের অগ্রে নাট্যমন্দিরে বহুক্ষণ সংকীর্ত্তনের পর ভক্তগণ শ্রীল আচার্য্যদেবের অনুগমনে শ্রীমন্দির, নাট্য মন্দির ও পূজ্যপাদ শ্রীল ভক্তিসর্ব্বস্ব গিরি মহারাজের সমাধিমন্দির একসঙ্গে নৃসিংহদেবের কীর্ত্তন-মুখে চারিবার বরিক্রমা করেন। তৎপরে নাট্যমন্দিরে বিশেষ ধর্ম্মসভার অধিবেশনে বক্তৃতা করেন বৃন্দাবনস্থ শ্রীভজনকুটীরের বর্ত্তমান আচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ রসিকানন্দ বন মহারাজ, শ্রীমঠের আচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ ও ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসৌরভ আচার্য্য মহারাজ। মধ্যাহ্নে মহোৎসবে বহুশত বৈষ্ণব ও ব্রজবাসীকে বিচিত্র মহাপ্রসাদের দ্বারা পরিতৃপ্ত করা হয়।

কলিকাতানিবাসী শ্রীমাখনচন্দ্র পাল মহোদয় নাট্যমন্দির নির্ম্মাণে এবং উদ্বোধন উৎসবানুষ্ঠানের আনুকূল্য করিয়া সাধুগণের প্রচুর আশীর্ব্বাদ ভাজন হইয়াছেন। ইঞ্জিনিয়ার শ্রীনিতাই কর্ম্মকার, শ্রীরাই-মোহন ব্রহ্মচারী ও মাখনবাবুর কনিষ্ঠপুত্র শ্রীপ্রণব চন্দ্র পাল এতদ্বিষয়ে নিষ্কপটভাবে অক্লান্ত পরিশ্রম করিয়া সকলের ধন্যবাদার্হ হইয়াছেন। শ্রীঅরবিন্দ-লোচন ব্রহ্মচারী, শ্রীযজ্ঞেশ্বর ব্রহ্মচারী, শ্রীগৌরাঙ্গদাস ব্রহ্মচারী, শ্রীবীরচন্দ্র ব্রহ্মচারী, শ্রীবলরাম ব্রহ্মচারী, শ্রীফাল্গুনীসখা ব্রহ্মচারী, শ্রীবলরামদাস প্রভৃতি শ্রীবিনোদবাণী গৌড়ীয় মঠের সেবকগণের সেবাপ্রচেষ্টার ফলে উৎসবটী সুন্দরভাবে সাফল্যমণ্ডিত হইতে পারিয়াছে। শ্রীশিবানন্দ ব্রহ্মচারী ও ভাটিণ্ডার গৃহস্থ ভক্ত শ্রীপ্রেমজী রন্ধনসেবায় এবং শ্রীল আচার্য্যদেবের সহিত আগত প্রচারপার্টির ব্রহ্মচারী সেবকগণ ও শ্রী-বলভদ্র ব্রহ্মচারী বিভিন্নভাবে সেবায় সহায়তা করেন।

শ্রীগৌড়ীয় সংস্কৃত বিদ্যাপীঠ

ঈশোদ্যান, শ্রীমায়াপুর (নদীয়া)

[পশ্চিমবঙ্গ সরকার অনুমোদিত]

সংস্কৃত পরীক্ষার ফল—১৯৮৬-৮৭

কাব্যের উপাধি ঃ—(১) শ্রীদুর্গাপ্রসাদ ভট্টাচার্য্য (খোড়োপাড়া, কৃষ্ণনগর) — দ্বিতীয় বিভাগ

কাব্যের মধ্য ঃ—(২) শ্রীতারকনাথ মণ্ডল (রুকুনপুর, সাহেবনগর, নদীয়া) — দ্বিতীয় বিভাগ

শ্রীহরিনামামৃত ব্যাকরণের আদ্য ঃ—

(৩) শ্রীদিলীপকুমার দাস ব্রহ্মচারী (শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, কৃষ্ণনগর) — দ্বিতীয় বিভাগ

(৪) শ্রীগোবিন্দ দাস (আনন্দধাম, হাসিমপুর, মুর্শিদাবাদ) — দ্বিতীয় বিভাগ

(৫) শ্রীমতী শক্তি বিশ্বাস (জাভা, নদীয়া) — দ্বিতীয় বিভাগ

(৬) শ্রীমতী সুস্মিতা রায় (চাষাপাড়া, কৃষ্ণনগর) — দ্বিতীয় বিভাগ

শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী মহারাজ বিষ্ণুপাদের

পূতচরিতামৃত

[পূর্ব্বপ্রকাশিত ৮ম সংখ্যা ১৭৬ পৃষ্ঠার পর]

গুরুদেবের অত্যদ্ভুত সহনশীলতা দেখিয়া বিস্মিত হইয়াছেন। তাঁহার ক্ষমাগুণ, সহিষ্ণুতা, ভগবদ্বিমুখ দীন জীবগণের প্রতি অসাধারণ বাৎসল্য, প্রত্যেকের সুখদুঃখের প্রতি সতর্ক দৃষ্টি, জ্যেষ্ঠের প্রতি মর্য্যাদা প্রদর্শন, মহাপুরুষোচিত দীর্ঘ সুঠাম অনিন্দ্যসুন্দর গৌরকান্তি, সর্ব্বদা সুস্নিগ্ধ সুহাস্যময় বদন এমন কোনও পাষাণহৃদয় ব্যক্তি নাই যে তাহাকে দর্শনমাত্রে আকৃষ্ট ও বিগলিত করেন নাই। কেবলমাত্র অত্যন্ত মৎসর ব্যক্তিগণ দুর্ভাগ্যবশতঃ বঞ্চিত হইয়াছেন। অন্যের কা কথা, মৎসরগণ পরমেশ্বর পরম-মঙ্গলময় অখিল কল্যাণ গুণের আলয় অখিলরসামৃতমূর্ত্তি শ্রীকৃষ্ণেরও বিদ্বেষ আচরণ করেন। শ্রীকৃষ্ণের সুমঙ্গলময় শাব্দিক অবতার শ্রীমদ্ভাগবতশাস্ত্রে প্রথম স্কন্ধে প্রথম অধ্যায়ে দ্বিতীয় শ্লোকে নির্দ্দেশ করিয়াছেন শ্রীকৃষ্ণের মহিমা নির্ম্মৎসর সাধুগণের বেদ্য, মাৎসর্য্যপরায়ণ ব্যক্তিগণের বেদ্য নহে। শ্রীকৃষ্ণে প্রীতি-যুক্ত ভক্তগণ এবং শ্রীকৃষ্ণের প্রতি বিদ্বেষযুক্ত অসুরগণ অন্বয় ব্যতিরেকভাবে শ্রীকৃষ্ণেরই মহিমা প্রখ্যাপন করেন। অন্বয়ভাবের পুষ্টির জন্য ব্যতিরেকভাবের অবস্থান আবশ্যকতা। অন্ধকারের অবস্থিতি হেতু আলোর মহিমা উপলব্ধ হয়। ভক্তের মহিমা বর্দ্ধনের জন্য বিদ্বেষপরায়ণ অভক্তের অবস্থিতি। হিরণ্যকশিপু ও দুর্ব্বাসাঋষি প্রতিকূলভাবে অবস্থান করিয়া যথাক্রমে ভক্ত প্রহ্লাদের ও অম্বরীষ মহারাজের মহিমা জগতে খ্যাপন করিয়াছেন। যাঁহারা পরমনির্ম্মল নির্দ্দোষ পরমারাধ্য শ্রীল গুরুদেবের প্রতিকূলাচরণ বা বিদ্বেষাচরণ করিয়াছেন, তাঁহারা ব্যতিরেকভাবে তাঁহার মহিমাই জগতে বর্দ্ধন করিয়াছেন। উহাতে অনন্যশরণ একান্ত পারমার্থিকগণের কোনও অসুবিধাই হয় নাই, বরং তাঁহাদের গুরুনিষ্ঠা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়াছে। বড় বড় কথা বলার লোক জগতে অনেক পাওয়া যায়, কিন্তু আচারপরায়ণ ব্যক্তি জগতে অত্যন্ত দুর্ল্লভ। শ্রীল গুরুদেব সর্ব্বেন্দ্রিয়ে সর্ব্বক্ষণ শ্রীরাধা-গোবিন্দের সেবায় নিয়োজিত থাকিয়া শুদ্ধভক্তের আদর্শ-পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিয়াছেন। তাঁহার আদর্শ জীবনই জগতের মঙ্গলকর।

শ্রীচৈতন্য মঠ ও শ্রীগৌড়ীয় মঠ সমূহের প্রতিষ্ঠাতা নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুরের অপ্রকটের পরে ট্রাষ্টিগণের মধ্যে মঠ পরিচালনবিষয়ে মতভেদ উপস্থিত হইলে শ্রীল প্রভুপাদের দুইজন ট্রাষ্টিসহ শ্রীল প্রভুপাদের বহু যোগ্য ত্রিদণ্ডিযতি, বানপ্রস্থী ও ব্রহ্মচারী সেবকগণকে শ্রীচৈতন্য মঠ ও শ্রীগৌড়ীয় মঠ সমূহের সাক্ষাৎ সেবা হইতে কিছু সময় তফাৎ থাকিতে হইয়াছিল। তাঁহারা তৎকালে দক্ষিণ কলিকাতায় প্রথমে ল্যান্সডাউন রোডে, পরে কালীঘাট ৮নং হাজরা রোডে ভাড়া বাড়ীতে থাকিয়া শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর বাণী আচরণমুখে প্রচারে যত্নবান হইয়াছিলেন।

৮ নম্বর হাজরা রোডস্থ মঠের দ্বিতলের একটী কামরাতে শ্রীল গুরুদেব অবস্থান করিতেন। শ্রীকৃষ্ণবল্লভ ব্রহ্মচারীর সংসার ত্যাগের সঙ্কল্প গ্রহণের প্রাক্কালে হাজরা রোডস্থ মঠেই শ্রীল গুরুদেবের সহিত সাক্ষাৎকার হয়। সেই সময় শ্রীকৃষ্ণপ্রসাদ ব্রহ্মচারী (সন্ন্যাস গ্রহণান্তে শ্রীমদ্ভক্তিপ্রসাদ আশ্রম মহারাজ) শ্রীল গুরুদেবের ব্যক্তিগত সেবায় নিয়োজিত ছিলেন। শ্রীকৃষ্ণবল্লভ ব্রহ্মচারী শ্রীল গুরুদেবের মহাপুরুষোচিত দিব্যকান্তি দর্শন করিয়া অন্যান্য সাধুগণ হইতে তাঁহার বৈলক্ষণ্য অনুভব করিলেন। সেই সময় দুইটী প্রশ্নের উত্তর শ্রীল গুরুদেব শাস্ত্রযুক্তিমূলে বুঝাইয়া দিলে শ্রীকৃষ্ণবল্লভ ব্রহ্মচারীর সংসারত্যাগ সঙ্কল্প স্থির হয় এবং উক্ত মঠেই তিনি সংসার ত্যাগ করিয়া শ্রীল গুরুদেবের শ্রীপাদপদ্মে আসিয়া উপনীত হইলেন। প্রশ্ন দুইটি এই—নিত্য-অনিত্য বিবেকের কষাঘাত শৈশবকাল হইতে থাকিলেও ভোগের প্রবৃত্তিও তৎসহ রহিয়াছে, এই অবস্থায় সংসার ত্যাগ করা সমীচীন কিনা ? দ্বিতীয় প্রশ্ন, সে চতুর নহে বলিয়া পিতৃদেব স্নেহাধিক্যবশতঃ তাহাকে লালন-পালন ও উচ্চশিক্ষা প্রদান করিয়াছেন, এমতাবস্থায় পিতাকে

পরিত্যাগ করিয়া আসিলে পাপের ভাগী হইতে হইবে না তো ? শ্রীল গুরুদেব প্রশ্ন দুইটীর উত্তরে যাহা উপদেশ করিলেন তাহার সারমর্ম্ম এই—আমাদের মধ্যে অযোগ্যতা থাকিতে পারে, কিন্তু সর্ব্বশক্তিমান্ কৃষ্ণেতে কোনও অযোগ্যতা নাই। তিনি অনন্ত, তাঁহার কৃপাও অনন্ত। যতই আমরা পতিত হই না কেন আমাদের প্রতি তাঁহার কৃপা হইবেই, নতুবা তাঁহার অসীমতার হানি হয়। কামাদি রিপুকে আমরা আমাদের শক্তিদ্বারা পরাস্ত করিতে পারি না। শ্রীকৃষ্ণে আত্মসমর্পণ করিলে তিনি সেইসব রিপুর তাড়না হইতে আমাদিগকে রক্ষা করিবেন। তিনি শরণাগতের রক্ষক, পালক।

দ্বিতীয় প্রশ্নের উত্তরে তিনি গীতার অষ্টাদশ অধ্যায়ের 'সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ। অহং ত্বাং সর্ব্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচঃ ॥' শ্লোকটি ব্যাখ্যা করিয়া বুঝাইয়া বলেন,—সমস্ত ধর্ম্ম-সমস্ত আপেক্ষিক কর্ত্তব্য পরিত্যাগ করিয়া কৃষ্ণের শরণাপন্ন হইলে কৃষ্ণ আপেক্ষিক কর্ত্তব্য অকরণ-জনিত প্রত্যবায় হইতে সর্ব্বতোভাবে রক্ষা করেন। কৃষ্ণের নিত্যদাস জীবের স্বরূপগত ধর্ম্ম বা কর্ত্তব্য শ্রীকৃষ্ণসেবা। শ্রীকৃষ্ণসেবাদ্বারাই পিতৃমাতৃ-ঋণ পরিশোধ এবং সকলের প্রতি সমস্ত কর্ত্তব্য সুষ্ঠুভাবে সম্পাদিত হয়।

পরমপূজ্যপাদ শ্রীমদ্ভক্তিরক্ষক শ্রীধর মহারাজ, পরমপূজ্যপাদ শ্রীমদ্ভক্তিসারঙ্গ গোস্বামী মহারাজ, পরমারাধ্য শ্রীল গুরুদেব প্রভৃতি শ্রীল প্রভুপাদের প্রিয় বিশিষ্ট পার্ষদগণ বহুদিনের অব্যাহত প্রচেষ্টার পর শ্রীমঠের সেবাসৌকর্য্যার্থে ট্রাষ্টিগণকে বুঝাইয়া বিরোধ মিটাইলে মঠগুলির পরিচালনভার দুই ভাগে বিভক্ত হয়। শ্রীধামমায়াপুরস্থ শ্রীচৈতন্যমঠকে মূল করিয়া কতকগুলি মঠের এবং কলিকাতা বাগবাজার শ্রীগৌড়ীয় মঠকে কেন্দ্র করিয়া কতগুলি মঠের সেবাপরিচালনভার শ্রীল প্রভুপাদের সেবকগণ দুইভাগে গ্রহণ করিলেন। শ্রীচৈতন্যমঠকে মূল করিয়া কতগুলি মঠের সেবাপরিচালনভার যাঁহাদের উপর ন্যস্ত হইল, তাঁহারা প্রথমে সকলে নবদ্বীপসহরে পরমপূজ্যপাদ শ্রীমদ্ শ্রীধর মহারাজের মঠে কোলেরগঞ্জে আসিয়া একত্রিত হইলেন। কিন্তু শ্রীমায়াপুরে যাইয়া শ্রীচৈতন্যমঠের তৎকালীন ট্রাষ্টির নিকট হইতে সেবা বুঝিয়া লইতে কেহই সাহসী হইলেন না। পূজনীয় বৈষ্ণবগণ পরমারাধ্য শ্রীল গুরুমহারাজকে উক্ত কার্য্য করিতে অনুরোধ করিলে বৈষ্ণবগণের ইচ্ছাপূর্ত্তির জন্য সর্ব্বপ্রকার বিপদের ঝুঁকি লইয়াই তিনি উক্ত কার্য্য করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। শ্রীল গুরুদেবের সান্নিধ্যে অবস্থানকারী ব্যক্তিগণ সর্ব্বদাই প্রত্যক্ষ করিয়াছেন বৈষ্ণবসেবার জন্য তাঁহার জীবন সম্পূর্ণভাবে সমর্পিত ছিল। শ্রীল গুরুদেবের মধ্যে এইরূপ অদ্ভুত আত্মবিশ্বাস ছিল যে, তিনি যাহাতে প্রবৃত্ত হইবেন তাহা তিনি করিবেনই।

পরমারাধ্য শ্রীল গুরুদেব শ্রীধামমায়াপুরে শ্রীচৈতন্যমঠে পৌঁছিলে অপর ট্রাষ্টিদলভুক্ত বৈষ্ণবগণ সকলেই শ্রীল গুরুদেবকে দণ্ডবৎ প্রণতির সহিত স্বাগত সম্বর্দ্ধনা জ্ঞাপন করিলেন। উভয়পক্ষীয় সেবক-গণই শ্রীল গুরুদেবের প্রতি শ্রদ্ধাযুক্ত ছিলেন। পূজ্যপাদ শ্রীমদ্ জগমোহন ব্রহ্মচারী প্রভু তৎকালে উক্ত ট্রাষ্টির পক্ষে উপস্থিত ছিলেন। পরমারাধ্য শ্রীল গুরুদেবকে শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীযোগপীঠ শ্রীমন্দির, শ্রীবাস অঙ্গনাদির সেবা বুঝাইয়া দিলে তিনি তৎসমুদয়ের সেবাভার ইং ১৯৪৭-৪৮ সনে গ্রহণ করিলেন। মঠ-গুলির সেবার ব্যয় নির্ব্বাহেতে তিনি তাঁহার নিকট শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত গ্রন্থের দরুণ প্রদত্ত অর্থ নিয়োগ করিলেন। দীর্ঘদিন তথায় থাকিয়া মঠগুলির সেবার সুশৃঙ্খলতা বিধান হইলে শ্রীল গুরুদেব জ্যেষ্ঠ সতীর্থ ট্রাষ্টিগণকে মঠগুলির সেবার দায়িত্ব অর্পণ করিলেন। কিন্তু কিছুদিন বাদে ট্রাষ্টিগণের মধ্যে একজন শ্রীল গুরুদেবের প্রতি ব্যবহারে বিষমতা প্রদর্শন করিতে লাগিলেন। তৎসত্ত্বেও শ্রীল গুরুদেব তাঁহার অনুগত সেবকগণকে উহা বুঝিতে না দিয়া তাঁহাদিগকে সেবাবিষয়ে প্রোৎসাহিত করিতে থাকিলেন। ট্রাষ্টিগণের মনোভাবে প্রাতিকূল্য দর্শন করিয়া শ্রীল গুরুদেবের সতীর্থগণ পরমপূজ্যপাদ শ্রীমদ্ভক্তিরক্ষক শ্রীধর মহারাজ, পরমপূজ্যপাদ শ্রীমদ্ভক্তিসারঙ্গ গোস্বামী মহারাজ, পরমপূজ্যপাদ শ্রীমদ্ভক্তিহৃদয় বন মহা-রাজ, পরমপূজ্যপাদ শ্রীমদ্ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব মহারাজ, পরমপূজ্যপাদ শ্রীমদ্ভক্তিসর্ব্বস্ব গিরি মহারাজ,

পরমপূজ্যপাদ শ্রীমদ্ভক্তিপ্রমোদ পুরী মহারাজ প্রভৃতি সকলেই, যাঁহারা প্রথমে খুব উৎসাহভরে আসিয়াছিলেন, শ্রীচৈতন্যমঠ হইতে একে একে সরিয়া পড়িলেন। কিন্তু পরমারাধ্য শ্রীল গুরুদেব সকলপ্রকার বিষম ব্যবহার সহ্য করিয়াও শ্রীল প্রভুপাদের স্থানের সেবা ছাড়িয়া চলিয়া গেলেন না। তৎকালে কলিকাতা-কালীঘাটে ৫০বি, নেপাল ভট্টাচার্য্য ফার্ষ্ট লেনে একজন ভক্তের বাড়ীতে শ্রীচৈতন্যমঠের ট্রাষ্টিগণের ব্যবস্থায় একটি অস্থায়ী মঠ ইং ১৯৫০ সনে স্থাপিত হয়। শ্রীচৈতন্যমঠের সাধুগণ যখন কলিকাতায় আসিতেন, নেপাল ভট্টাচার্য্য ফার্ষ্ট লেনের মঠেই আসিয়া উঠিতেন। পরমারাধ্য শ্রীল গুরুদেব কলিকাতায় আসিলেও বেশীদিন কলিকাতা মঠে থাকিতেন না। অধিকাংশ সময় তিনি উত্তরপ্রদেশ, পাঞ্জাব, রাজস্থান, অন্ধ্রপ্রদেশ, আসাম প্রভৃতি স্থানে প্রচারে থাকিতেন। কলিকাতাবাসী তদাশ্রিত ভক্তগণ ভারতের বিভিন্ন স্থানে বিপুল প্রচারের সংবাদ শুনিয়া উল্লসিত হইতেন, কিন্তু দুঃখ করিতেন কেন শ্রীল গুরুদেব কলিকাতায় থাকিয়া প্রচার করেন না। শ্রীল গুরুদেব মঠের আভ্যন্তরীণ প্রতিকূল পরিস্থিতির কথা সঙ্কোচবশতঃ কাহারও নিকট ব্যক্ত করেন নাই। শ্রীল গুরুদেবের শ্রীচরণাশ্রিত নিষ্ঠাবান্ গৃহস্থ ভক্ত শ্রীগোবিন্দ চন্দ্র দাসাধিকারী কলিকাতায় প্রচারের জন্য শ্রীল গুরুদেবকে পুনঃ পুনঃ প্রার্থনা ও পীড়াপীড়ি করিতে থাকিলে গুরুদেব তদ্বিষয়ে শেষ পর্য্যন্ত স্বীকৃতি প্রদানে বাধ্য হইলেন। শ্রীগোবিন্দ চন্দ্র দাসাধিকারীর উদ্যোগে সাতদিন রাসবিহারী এভিনিউস্থ শ্রীরাধাকৃষ্ণমন্দিরে এবং সাতদিন তাঁহার ৮৮।১এ, রাসবিহারী এভিনিউস্থ ফার্ণিচার দোকানে বিরাট ধর্ম্মসভার আয়োজন হয়। উক্ত চৌদ্দদিন ধর্ম্মসভায় শ্রীল গুরুদেবের শ্রীমুখ-নিঃসৃত অদ্ভুত বীর্য্যময়ী হরিকথা শ্রবণ করিয়া বহু বিশিষ্ট ও শিক্ষিত ব্যক্তি শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর ধর্ম্মের প্রতি আকৃষ্ট হইলেন। মঠের সুনাম সর্ব্বত্র বিস্তৃত হওয়ায় মঠাশ্রিত ভক্তগণের উৎসাহ বর্দ্ধিত হইল। শ্রীল গুরুমহারাজের জ্যেষ্ঠ সতীর্থ ট্রাষ্টি মহারাজ তৎকালে কলিকাতার বাহিরে ছিলেন। তিনি নেপাল ভট্টাচার্য্য ফার্ষ্ট লেনস্থ মঠে ফিরিয়া শ্রীল গুরুদেবের প্রচার সাফল্যের কথা শুনিতে পাইলেন। তিনি সুখী হইতে পারিলেন না, বরং ক্ষুব্ধ হইলেন। শ্রীল গুরুদেবের আশ্রিত জনগণ তখন বুঝিতে পারিলেন কেন গুরুদেব অধিকদিন কলিকাতায় থাকেন না। শ্রীল গুরুদেব ট্রাষ্টিগণকে জ্যেষ্ঠ সতীর্থরূপে প্রচুর মর্য্যাদা প্রদর্শন করিলেও এবং মঠের শ্রীবৃদ্ধির জন্য আন্তরিকতার সহিত যত্ন করিলেও, উহা ট্রাষ্টিগণের উৎসাহের কারণ না হইয়া ক্ষোভের কারণ হইল। তাঁহার মহাপুরুষোচিত দীর্ঘ তেজোময় দিব্যকান্তি, শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণকুলে আবির্ভাব, পারমার্থিক গূঢ় বিষয়গুলি শাস্ত্রযুক্তিমূলে অতি সহজ ও সরলভাবে বুঝাইবার অলৌকিক ক্ষমতা, সকলের প্রতি সুস্নিগ্ধ সুমিষ্ট স্নেহপূর্ণ ব্যবহার নরনারীমাত্রেরই হৃদয়কে আকর্ষণ ও শ্রদ্ধাযুক্ত করিত। এই অসাধারণ গুণগুলি ঈশ্বরপ্রদত্ত। ঐ গুণগুলি যদি কাহারও ঈর্ষার কারণ হইয়া উঠে তিনি তৎপ্রতিকারে কি করিতে পারেন?

নেপাল ভট্টাচার্য্য ফার্ষ্ট লেনস্থ কলিকাতা মঠের পরিস্থিতি অধিক প্রতিকূল দেখিয়া স্থান পরিবর্তন করা আবশ্যক মনে করিয়া শ্রীল গুরুদেব মেদিনীপুর মঠে গেলেন। মেদিনীপুর মঠে থাকাকালে ট্রাষ্টি মহোদয়, শ্রীল গুরুদেব যাহাতে পুনরায় নেপাল ভট্টাচার্য্য ফার্ষ্ট লেনস্থ কলিকাতা মঠে না আসেন, এইরূপ একটি রেজিষ্ট্রীপত্র নেপাল ভট্টাচার্য্য ফার্ষ্ট লেনস্থ মঠগৃহের অধিকারী তাঁহার গৃহস্থশিষ্যের স্বাক্ষর দিয়া শ্রীল গুরুদেবের নিকট প্রেরণ করিলেন। শ্রীল গুরুদেব উক্ত পত্র পাইয়া মর্ম্মাহত হইলেন এবং বুঝিতে পারিলেন তাঁহার সেবকগণও শীঘ্রই শ্রীচৈতন্যমঠাদি হইতে অপসারিত হইবে। শ্রীল গুরুদেব কলিকাতায় আসিয়া বেহালায় সিদ্ধিনাথ চ্যাটার্জ্জি রোডস্থ শ্রীনরেন্দ্র নাথ বন্দোপাধ্যায়ের গৃহে এক পক্ষকাল এবং তৎপরে টালিগঞ্জে তদাশ্রিত গৃহস্থভক্ত শ্রীগোবিন্দ চন্দ্র দাসাধিকারীর গৃহে বেশ কিছুদিন অবস্থান করিলেন। শ্রীগোবিন্দ দাসাধিকারী প্রভু উক্ত মর্ম্মান্তিক ঘটনার কথা অবগত হইয়া তাঁহার ত্রিতল বসতবাড়ীটি মঠের জন্য দান করিতে শ্রীল গুরুদেবের নিকট প্রস্তাব করিলেন। শ্রীল গুরুদেব গোবিন্দপ্রভুর সেবাপ্রবৃত্তির প্রশংসা করিলেও তাঁহার বাটীটি মঠের জন্য লইতে ইচ্ছা করিলেন না। কিছুদিন বাদেই গুরুদেবের নিকট সংবাদ

আসিল তাঁহার আশ্রিত সেবকগণ একে একে সমস্ত মঠ হইতে বিতাড়িত হইতেছে। তাহাদের মধ্যে অনেকে চাকদহে শ্রীল মহেশ পণ্ডিতের শ্রীপাটে আসিয়া উঠিয়াছে। শ্রীল গুরুদেব তদাশ্রিত ত্যক্তাশ্রমী শিষ্যগণকে কোথায় রাখিবেন চিন্তান্বিত হইয়া গোবিন্দপ্রভুকে মাসিক ভাড়ায় একটি বাড়ীর ব্যবস্থা করিয়া দিতে বলিলেন। গোবিন্দপ্রভুর সহিত ৮৬এ, রাসবিহারী এভিনিউস্থ বাড়ীর মালিক শ্রীহৃষীকেশ দাসের বিশেষ সৌহৃদ্য ছিল। শ্রীহৃষীকেশ দাস গোবিন্দপ্রভুর অনুরোধকে উপেক্ষা করিতে না পারিয়া তাঁহার ৮৬এ, রাসবিহারী এভিনিউস্থ নবনির্ম্মীয়মান ত্রিতল বাড়ীটির ত্রিতলটি মঠের জন্য মাসিক ভাড়ায় দিতে স্বীকৃত হইলেন। ত্রিতলের মাসিক ভাড়া চারিশত টাকা চাহিলেও শেষ পর্য্যন্ত তিনশত টাকা ভাড়ায় উহা (৮টি কামরাযুক্ত ত্রিতলটি) গ্রহণ করা হয়। তখনও ত্রিতলে অধিকাংশ কামরার ছাদের কার্য্য সম্পূর্ণ হয় নাই। শ্রীল গুরুদেব শ্রীচৈতন্যমঠ ও তদনুগত শাখামঠসমূহের তদাশ্রিত সেবকগণকে নির্দ্দেশ করিলেন যতক্ষণ পর্য্যন্ত ট্রাষ্টি মহোদয় তাঁহার নিজের সেবকগণের দ্বারা শ্রীবিগ্রহের সেবা গ্রহণ না করিবেন, ততক্ষণ পর্য্যন্ত তাহারা যেন তত্তৎমঠেই অবস্থান করে, সেবা ছাড়িয়া চলিয়া না আসে। এখানে লক্ষ্য করিবার বিষয়, শ্রীল গুরুদেব নিজ গুরুদেবের প্রতিষ্ঠিত মঠসমূহের সেবা হইতে বঞ্চিত হইয়া মর্ম্মান্তিক ব্যথিত হইলেও, তাঁহার গুরুদেবের প্রতিষ্ঠিত বিগ্রহসমূহের সেবার যাহাতে কোন বিঘ্ন না হয়, তজ্জন্য চিন্তান্বিত ছিলেন। একনিষ্ঠ গুরুসেবকের চিন্তাস্রোত এইপ্রকারই হয়। তাঁহারা নিজ প্রাকৃত স্বার্থের কথা চিন্তা করেন না। নিজের স্বার্থের হানিহেতু শুদ্ধভক্ত ক্রুদ্ধ হইয়া নিজের আরাধ্যের সেবায় কোনও অবস্থায় বিঘ্ন উৎপাদন করেন না। তাঁহার আশ্রিত সেবকগণ সমস্ত মঠ হইতে একে একে অপসারিত হইয়া শ্রীল গুরুদেবের পাদপদ্মে রাসবিহারী এভিনিউস্থ মঠে আসিয়া উপনীত হইল। শ্রীল গুরুদেব তৎকালে কপর্দ্দকশূন্য হইলেও তিনশত টাকায় মাসিক ভাড়ায় বাড়ী লইবার ঝুঁকি গ্রহণ করিলেন। গুরুদেবের মধ্যে একটা অদ্ভুত আত্মবিশ্বাস ছিল। রাণাঘাটের শ্রীল গুরুদেবের আশ্রিতা ভক্তিমতী শিষ্যা শ্রীমতী প্রভাবতী দেবী শ্রীল গুরুদেবের নিকট কিছু অর্থ গচ্ছিত রাখিয়াছিলেন। প্রভাবতী দেবী নবপ্রতিষ্ঠিত মঠের সেবার জন্য তাঁহার গচ্ছিত অর্থ ব্যয় করিতে বলিলে শ্রীল গুরুদেব উক্ত অর্থদ্বারাই প্রথম মঠের কার্য্য আরম্ভ করিলেন। তিনি কখনও সেবকগণকে তাঁহার অসুবিধার কথা জানান নাই। সেবাপরিচালনে অর্থের অনটন হইলে তিনি তাঁহার প্রিয় কনিষ্ঠ সতীর্থ উদ্ধারণ প্রভুকে পাঠাইতেন গোবিন্দবাবুর বাড়ীতে তাঁহার নিকট হইতে টাকা ধার করিতে। উদ্ধারণপ্রভু গোবিন্দবাবুর নিকট হইতে, তাঁহাকে না পাইলে তাঁহার স্ত্রীর নিকট হইতে টাকা ধার করিয়া লইয়া আসিতেন। পরে অবশ্য শ্রীল গুরুদেব সেই টাকা পরিশোধ করিয়াছেন। ডানকুনি-গরলগাছার শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র মুখোপাধ্যায় মহাশয়, যাঁহার বাড়ী কলিকাতায় হরিশ মুখার্জ্জি রোডে ছিল, পূজার জন্য প্রয়োজনীয় পূজার বাসনপত্র প্রদান করিলেন। রাণাঘাটের শ্রীল গুরু-দেবের আশ্রিত শিষ্য শ্রীমদ্ সঙ্কর্ষণ দাসাধিকারী প্রভু রন্ধনের বাসনপত্র দিলেন। এইভাবে রাসবিহারী এভিনিউ মঠের সেবা কিছুদিন চলিবার পর শ্রীল গুরুদেবের নির্দ্দেশক্রমে ব্রহ্মচারিগণ মুষ্টিভিক্ষা ও মাসিক চাঁদা সংগ্রহে যত্নবান হইল। শ্রীল গুরুদেবের কৃপায় ক্রমশঃ মঠ স্বাবলম্বী হইয়া উঠিল। অনেকেই শ্রীল গুরুদেবকে শ্রীচৈতন্যমঠের সেবা লাভের জন্য আইনের আশ্রয় গ্রহণ করিতে উপদেশ করিলেও তিনি উহা সমীচীন মনে না করিয়া শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর বাণীপ্রচারে প্রবল উদ্যমের সহিত নিয়োজিত হইলেন। ক্রমশঃ শ্রীল গুরুদেব শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গ-রাধানয়ননাথজীউ শ্রীবিগ্রহগণের প্রতিষ্ঠা উৎসব, সুরম্য রথারোহণে সংকীর্ত্তন-শোভাযাত্রাসহ শ্রীবিগ্রহগণের নগরভ্রমণ, রাজা বসন্ত রায় রোডের উপর বিরাট প্যাণ্ডেল নির্ম্মাণ করিয়া পাঁচদিনব্যাপী ধর্ম্মসভার আয়োজন, মহোৎসব ইত্যাদির দ্বারা বিপুল-ভাবে প্রচারকার্য্য করিতে থাকিলে অল্পদিনের মধ্যে মঠের সুনাম সর্ব্বত্র বিস্তৃত হইয়া পড়িল।

আপাতদৃষ্টিতে শ্রীচৈতন্যমঠের সেবা হইতে শ্রীল গুরুদেবকে জোর করিয়া বঞ্চিত করণ, গুরুদেবের ত্যাগী শিষ্যগণকে বিভিন্ন মঠ হইতে অপসারণ, ট্রাষ্টিমহোদয়ের অত্যাচার প্রতিম রূঢ় ব্যবহার ইত্যাদি

(ক্রমশঃ)

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ হইতে প্রকাশিত গ্রন্থাবলী

(১) প্রার্থনা ও প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা—শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর রচিত

(২) শরণাগতি—শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর রচিত

(৩) কল্যাণকল্পতরু " " "

(৪) গীতাবলী " " "

(৫) গীতমালা " " "

(৬) জৈবধর্ম্ম " " "

(৭) শ্রীচৈতন্য-শিক্ষামৃত " " "

(৮) শ্রীহরিনাম-চিন্তামণি " " "

(৯) শ্রীশ্রীভজনরহস্য " " "

(১০) মহাজন-গীতাবলী (১ম ভাগ)—শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর রচিত ও বিভিন্ন মহাজনগণের রচিত গীতিগ্রন্থসমূহ হইতে সংগৃহীত গীতাবলী

(১১) মহাজন-গীতাবলী (২য় ভাগ) ঐ

(১২) শ্রীশিক্ষাষ্টক—শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমহাপ্রভুর স্বরচিত (টীকা ও ব্যাখ্যা সম্বলিত)

(১৩) উপদেশামৃত—শ্রীল শ্রীরূপ গোস্বামী বিরচিত (টীকা ও ব্যাখ্যা সম্বলিত)

(১৪) SREE CHAITANYA MAHAPRABHU, HIS LIFE AND PRECEPTS ; by Thakur Bhaktivinode

(১৫) ভক্ত-ধ্রুব—শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ সঙ্কলিত

(১৬) শ্রীবলদেবতত্ত্ব ও শ্রীমন্মহাপ্রভুর স্বরূপ ও অবতার—ডাঃ এস্ এন্ ঘোষ প্রণীত

(১৭) শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা [শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তীর টীকা, শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের মর্ম্মানুবাদ, অন্বয় সম্বলিত]

(১৮) প্রভুপাদ শ্রীশ্রীল সরস্বতী ঠাকুর (সংক্ষিপ্ত চরিতামৃত)

(১৯) গোস্বামী শ্রীরঘুনাথ দাস—শ্রীশান্তি মুখোপাধ্যায় প্রণীত

(২০) শ্রীশ্রীগৌরহরি ও শ্রীগৌরধাম-মাহাত্ম্য

(২১) শ্রীধাম ব্রজমণ্ডল পরিক্রমা—দেবপ্রসাদ মিত্র

(২২) শ্রীশ্রীপ্রেমবিবর্ত্ত—শ্রীগৌর-পার্ষদ শ্রীল জগদানন্দ পণ্ডিত বিরচিত

(২৩) শ্রীভগবদর্চ্চনবিধি—শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ সঙ্কলিত

(২৪) শ্রীব্রজমণ্ডল-পরিক্রমা " " " "

(২৫) শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত—শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী-কৃত

(২৬) শ্রীচৈতন্যভাগবত—শ্রীল বৃন্দাবনদাস ঠাকুর রচিত

(২৭) শ্রীশ্রীকৃষ্ণবিজয়—গুণরাজ খাঁন বিরচিত শ্রীমন্মহাপ্রভুর শ্রীমুখে উচ্চ প্রশংসিত বাংলা ভাষার আদিকাব্যগ্রন্থ

(২৮) একাদশীমাহাত্ম্য—শ্রীমদ্ভক্তিবিজয় বামন মহারাজ কর্ত্তৃক সঙ্কলিত

Regd. No. WB/SC-258

Sree Chaitanya Bani
35, Satish Mukherjee Road
Calcutta-26

BOOK POST

Serial No.
To
Name.........................
Vill.........................
P. O.........................
Dist.........................
Pin.........................

নিয়মাবলী

১। "শ্রীচৈতন্য-বাণী" প্রতি বাঙ্গালা মাসের ১৫ তারিখে প্রকাশিত হইয়া দ্বাদশ মাসে দ্বাদশ সংখ্যা প্রকাশিত হইয়া থাকেন। ফাল্গুন মাস হইতে মাঘ মাস পর্য্যন্ত ইহার বর্ষ গণনা করা হয়।

২। বার্ষিক ভিক্ষা ১২.০০ টাকা, ষাণ্মাসিক ৬.০০ টাকা, প্রতি সংখ্যা ১.০০ টাকা। ভিক্ষা ভারতীয় মুদ্রায় অগ্রিম দেয়।

৩। জ্ঞাতব্য বিষয়াদি অবগতির জন্য রিপ্লাই কার্ডে কার্য্যাধ্যক্ষের নিকট নিম্নলিখিত ঠিকানায় পত্র ব্যবহার করিয়া জানিয়া লইতে হইবে।

৪। শ্রীমন্মহাপ্রভুর আচরিত ও প্রচারিত শুদ্ধভক্তিমূলক প্রবন্ধাদি সাদরে গৃহীত হইবে। প্রবন্ধাদি প্রকাশিত হওয়া সম্পাদক-সঙ্ঘের অনুমোদন সাপেক্ষ। অপ্রকাশিত প্রবন্ধাদি ফেরৎ পাঠান হয় না। প্রবন্ধ কালিতে স্পষ্টাক্ষরে একপৃষ্ঠায় লিখিত হওয়া বাঞ্ছনীয়।

৫। পত্রাদি ব্যবহারে গ্রাহকগণ গ্রাহক নম্বর উল্লেখ করিয়া পরিষ্কারভাবে ঠিকানা লিখিবেন। ঠিকানা পরিবর্ত্তিত হইলে এবং কোন সংখ্যা ঐ মাসের শেষ তারিখের মধ্যে না পাইলে কার্য্যাধ্যক্ষকে জানাইতে হইবে। তদন্যথায় কোনও কারণেই পত্রিকার কর্ত্তৃপক্ষ দায়ী হইবেন না। পত্রোত্তর পাইতে হইলে রিপ্লাই কার্ডে লিখিতে হইবে।

৬। ভিক্ষা, পত্র ও প্রবন্ধাদি কার্য্যাধ্যক্ষের নিকট নিম্নলিখিত ঠিকানায় পাঠাইতে হইবে।

কার্য্যালয় ও প্রকাশস্থান ঃ—

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ৩৫, সতীশ মুখার্জ্জী রোড, কলিকাতা-৭০০০২৬ ফোন ঃ ৪৬-৫৯০০

মুদ্রণালয় ঃ— শ্রীচৈতন্যবাণী প্রেস, ৩৪।১এ, মহিম হালদার ষ্ট্রীট, কালীঘাট, কলিকাতা-৭০০০২৬

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাতা নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ ১০৮শ্রী
শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী মহারাজ বিষ্ণুপাদ প্রবর্ত্তিত
একমাত্র-পারমার্থিক মাসিক পত্রিকা

অষ্টাবিংশ বর্ষ—১০ম সংখ্যা

অগ্রহায়ণ, ১৩৯৫

সম্পাদক-সঙ্ঘপতি

পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রমোদ পুরী মহারাজ

সম্পাদক

রেজিষ্টার্ড শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠানের বর্ত্তমান আচার্য্য ও সভাপতি
ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ

সহকারী সম্পাদক-সঙ্ঘ ঃ—

১। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসুহৃদ্ দামোদর মহারাজ। ২। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিজ্ঞান ভারতী মহারাজ।

কার্য্যাধ্যক্ষ ঃ—

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিললিত গিরি মহারাজ

প্রকাশক ও মুদ্রাকর ঃ—

মহোপদেশক শ্রীমঙ্গলনিলয় ব্রহ্মচারী, ভক্তিশাস্ত্রী, বিদ্যারত্ন, বি, এস্-সি

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, তৎশাখা মঠ ও প্রচারকেন্দ্রসমূহ ঃ—

মূল মঠ ঃ—১। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ঈশোদ্যান, পোঃ শ্রীমায়াপুর-৭৪১৩১৩ (নদীয়া)

প্রচারকেন্দ্র ও শাখামঠ ঃ—

২। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ৩৫, সতীশ মুখার্জ্জি রোড, কলিকাতা-৭০০০২৬। ফোন ঃ ৪৬-৫৯০০

৩। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, গোয়াড়ী বাজার, পোঃ কৃষ্ণনগর-৭৪১১০১ (নদীয়া)

৪। শ্রীশ্যামানন্দ গৌড়ীয় মঠ, পোঃ ও জেঃ মেদিনীপুর-৭২১১০১

৫। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, মথুরা রোড, পোঃ বৃন্দাবন-২৮১১২১ (মথুরা)

৬। শ্রীবিনোদবাণী গৌড়ীয় মঠ, ৩২, কালিয়দহ, পোঃ বৃন্দাবন-২৮১১২১ (মথুরা)

৭। শ্রীগৌড়ীয় সেবাশ্রম, মধুবন মহোলি, পোঃ কৃষ্ণনগর, জেঃ মথুরা

৮। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, দেওয়ান দেউড়ী, হায়দ্রাবাদ-৫০০০০২ (অঃ প্রঃ) ফোন ঃ ৫২২০০১

৯। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, পল্টন বাজার, পোঃ গৌহাটী-৭৮১০০৮ (আসাম) ফোন ঃ ২৭১৭০

১০। শ্রীগৌড়ীয় মঠ, পোঃ তেজপুর-৭৮৪০০১ (আসাম)

১১। শ্রীল জগদীশ পণ্ডিতের শ্রীপাট, পোঃ যশড়া, ভায়া চাকদহ-৭৪১২২২ (নদীয়া)

১২। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, পোঃ ও জিলা গোয়ালপাড়া-৭৮৩১০১ (আসাম)

১৩। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, সেক্টর—২০বি, পোঃ চণ্ডীগড়-১৬০০২০ (পাঞ্জাব) ফোন ঃ ২৩৭৮৮

১৪। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, গ্র্যাণ্ড রোড্, পোঃ পুরী-৭৫২০০১ (ওড়িষ্যা)

১৫। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, শ্রীজগন্নাথমন্দির, পোঃ আগরতলা-৭৯৯০০১ (ত্রিপুরা) ফোন ঃ ৪৪৯৭

১৬। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, গোকুল মহাবন, পোঃ মহাবন-২৮১৩০৫ জিলা—মথুরা

১৭। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ১৮৭, ডি, এল রোড্, পোঃ দেরাদুন-২৪৮০০১ (ইউ, পি)

১৮। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ কার্য্যালয়, ৩৩৯৯, হরিমন্দির গলি, পাহাড়গঞ্জ, নিউদিল্লী-১১০০৫৫

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠের পরিচালনাধীন ঃ—

১৯। সরভোগ শ্রীগৌড়ীয় মঠ, পোঃ চক্চকাবাজার-৭৮১৩২০ জেঃ বরপেটা (আসাম)

২০। শ্রীগদাই গৌরাঙ্গ মঠ, পোঃ বালিয়াটী, জেঃ ঢাকা (বাংলাদেশ)

"চেতোদর্পণমার্জ্জনং ভবমহাদাবাগ্নি-নির্ব্বাপণং
শ্রেয়ঃকৈরবচন্দ্রিকাবিতরণং বিদ্যাবধূজীবনং।
আনন্দাম্বুধিবর্দ্ধনং প্রতিপদং পূর্ণামৃতাস্বাদনং
সর্ব্বাত্মস্নপনং পরং বিজয়তে শ্রীকৃষ্ণসংকীর্ত্তনম্ ॥"

২৮শ বর্ষ } শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, অগ্রহায়ণ, ১৩৯৫
৮ কেশব, ৫০২ শ্রীগৌরাব্দ ; ১৫ অগ্রহায়ণ, বৃহস্পতিবার, ১ ডিসেম্বর ১৯৮৮ { ১০ম সংখ্যা

শ্রীল প্রভুপাদের পত্রাবলী

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

মথুরা—২. শে কার্ত্তিক ১৩৩৩

স্নেহবিগ্রহেষু,—

আসিয়া অবধি আপনার কোন পত্র পাই নাই ও আপনাকে কোন পত্র লিখিবার অবকাশ পাই নাই। আসিয়া অবধি 'গৌড়ীয়' পাই নাই। গতকল্য শ্রী-বৃন্দাবনে তীর্থ মহারাজের নিকট ১০ম, ১১শ সংখ্যা 'গৌড়ীয়' পাঠ করিলাম এবং ডাকযোগে ১১শ ও ১২শ সংখ্যা পাইলাম। * * 'মণিমঞ্জরী' ঢাকা হইতে প্রকাশিত হওয়া বাঞ্ছনীয়।

গতকল্য শ্রীযুক্ত মধুসূদন গোস্বামীর সহিত অনেক কথাবার্ত্তা হইল। মধ্য হইতে * * * নামক * * 'ত্রিদণ্ড' সম্বন্ধে কিছু বিদ্রূপাদি করিতে-ছিল। শ্রীমধুসূদন গোস্বামী তাহাকে নিরস্ত করাই-লেন এবং আমরাও কিছু শাস্ত্র বিচার বলিলাম। সদ্য সদ্য পলাইল, নতুবা তাহাকে আরও শাস্ত্র বিচার শোনান যাইত।

বিশেষ উৎসাহের সহিত কার্য্য করিতে থাকুন। আমাদের ভ্রমণসম্বন্ধে কয়েকটী প্রবন্ধ আমার লিখি-বার ইচ্ছা সত্ত্বেও অবকাশ করিয়া উঠিতে পারি নাই। * * * সুতরাং যদি পারি প্রবন্ধ লিখিতেছি। লেখা হইলে আপনার নিকট পাঠাইয়া দিব।

তীর্থ মহারাজ অদ্য বৃন্দাবনে আছেন। * * * দিল্লীতে 'যন্ত্রমন্ত্র' দর্শন করিলাম, ইহা ভারতীয় প্রাচীন জ্যোতিষীর নভোমণ্ডল দর্শনের ও তাঁহাদের স্থানগত পরিমিতির ও কাল-যন্ত্রের মানযন্ত্র। কাশীতে একটী ক্ষুদ্র মান-মন্দির আছে বটে, কিন্তু এইটী বৃহৎ। ইন্দ্রপ্রস্থে যোগমায়ার (কুন্তিদেবীর) মন্দির ও অনঙ্গপালের এবং পৃথ্বিরাজের কীর্ত্তির ধ্বংসাবশেষ দেখিয়াছি। কুতবমিনারের পরমোচ্চ সোপান ২৪৫ ফিট্। * * * হিন্দু-সাম্রাজ্যের হস্তিনাপুর বা পাণ্ডব-নিবাস এবং ইন্দ্রপ্রস্থ প্রাচীন দিল্লীর গৌরব আজও জানাইতেছে, তবে ঐগুলিতে বিজাতীয় লোক থাকায় সেই সকল কীর্ত্তি বিলুপ্ত-প্রায়।

কুরুক্ষেত্রে স্যমন্তপঞ্চক, দ্বৈপায়নহ্রদ, ব্রহ্মসরঃ, লক্ষ্মী-কুণ্ড ও থানেশ্বরী জগন্নাথের ভবনে মহাপ্রভুর

গাদী দেখিতে পাইয়াছি। এই স্থানে মঠ হওয়া আবশ্যক। শ্রীমদ্ ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের বহুদিনের ইচ্ছা ছিল। * * * স্থানীয় একটী লোক বলিল, এই মহাপ্রভুর গাদি বল্লভ-সম্প্রদায়ের ; কিন্তু (হিন্দী) ভক্তমালের লেখক শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভুর পার্ষদ থানেশ্বরী জগন্নাথকে স্থির করিয়াছেন। সুতরাং বিপ্রলম্ভময় ভগবান্ শ্রীগৌরসুন্দরের স্থান এই কুরুক্ষেত্র। ইহা শ্রীবল্লভীয় সম্প্রদায়ের নহে। শ্রীমদ্ভাগবতের 'আহুশ্চ তে' * শ্লোকের কথিতবাক্য লক্ষ্মীকুণ্ডের তীরে অবস্থিত। এই স্থানে শ্রীমন্মহাপ্রভু আসিয়াছিলেন বলিয়াই শ্রীরূপগোস্বামী 'প্রিয়ঃ সোহয়ং কৃষ্ণঃ সহচরি' † শ্লোক লিখিয়াছেন। তৎপূর্ব্বে আমরা জম্মু রাজধানীতে অল্প সময়ের জন্য ছিলাম। শ্রীনগর হইতে জম্মুতে আসিতে আমাদের মোটরে তিনদিবস লাগিয়াছিল। পথে অবন্তীপুর এবং ব্রিজব্ররো অর্থাৎ কাশ্মীর-বিশ্ববিদ্যালয়ের ধ্বংসাবশেষ দেখিয়াছি। ব্রিজব্ররোতে বহু কৃষ্ণমূর্ত্তি, বিষ্ণুমূর্ত্তি শ্রীনগর-যাদুঘরে (Museum) পরিরক্ষিত হইয়াছে। শ্রীনগরে শ্রীমধুসূদন কৌল M. A. Shastry, Research Scholar এর বাড়ীতে গিয়াছিলাম। তিনি আমাদিগকে দুগ্ধ পান না করাইয়া ছাড়িলেন না। 'কাশ্মীর-আম্নায়ে'র কোন অনুসন্ধান বলিতে পারিলেন না। ইনি আমার সহাধ্যায়ী J. C. Chatterjee-র স্থানে Research Supdt. Officer হইয়া বসিয়াছেন। * * * কাশ্মীর অঞ্চলে আমাদের একটী মঠ ক্রমশঃ হইতে পারিবে। কাশ্মীরপ্রদেশে ব্রাহ্মণ ব্যতীত অন্য কোন হিন্দুজাতি নাই। কৌল সংস্কৃত ভাল বলিতে পারেন।

রাওয়ালপিণ্ডি হইতে আমরা দুই দিবস মোটরযোগে শ্রীনগর পেঁৗছিয়াছিলাম। কিন্তু জম্মুর পথে ফিরিতে যাইয়া তিনদিবস লাগিয়াছিল। শ্রীনগরে মঠ হওয়ার পূর্ব্বে শ্রীর * * এস্থানে আসিবার আবশ্যকতা নাই। কেন না, ঐসকল স্থান একপ্রকার হিন্দুবর্জ্জিত ও আচার-প্রচারহীন। কাশ্মীরী পণ্ডিতগণ সংস্কৃত শাস্ত্রে কুশল বটে ; কাশ্মীরের শীতাধিক্যে তাঁহাদের আচার-প্রচার অন্যান্য প্রদেশের হিন্দুদিগের হইতে কিছু ভিন্ন হইয়াছে। বিধর্ম্মিগণের অত্যাচারই ইহার মূল কারণ। কলিকাতার বর্ষীয়ান্ ঋষিবর মুখোপাধ্যায় বর্ত্তমান কাশ্মীর-রাজ্যের Private Secretary। তিনি কাশ্মীরী পণ্ডিতগণের দরবারে একমাত্র সহায়। * * *

তক্ষশীলা উদ্ঘাটন-কার্য্য জেনারেল কানিংহামের সময় হইতে চলিতেছে। কতিপয় প্রাচীন স্থান উদ্ঘাটিত হইয়াছে এবং এখনও হইতেছে। Graco-Buddhistic Sculpture প্রদর্শনের জন্য তক্ষশীলাতে একটা ক্ষুদ্র Museum (যাদুঘর) আছে। আমরা একখানি Guide খরিদ করিয়াছি, উহা আপনাদের পাঠের জন্য শীঘ্রই প্রেরিত হইবে। মহাভারতবর্ণিত প্রাচীন ঐতিহ্যের এইসকল স্থান। Rawalpindi জায়গাটী নূতন সহর। তাহার পূর্ব্বে আমরা Lahore-এ ছিলাম। লাহোরে রণজিৎ সিংহের সমাধি ও তাঁহার হুজুরীবাগ এবং মোগলরাজের হস্তান্তরিত দুর্গ ও আলমগীরের মস্জিদ দ্রষ্টব্য। এতদ্ব্যতীত সাহাদারা অর্থাৎ জাহাঙ্গীরের সমাধি একটী প্রকাণ্ড কীর্ত্তি। তাহার নিকটবর্ত্তী স্থানে নুরজাহানের সমাধি। লাহোরের পূর্ব্বে আমরা অমৃতসরে ছিলাম। তথায় শিখদিগের কীর্ত্তি 'Golden Temple' (স্বর্ণমন্দির) আছে। শিখদিগের চতুর্থ গুরু রামদাস এই মন্দির ও অমৃতসরোবর নির্ম্মাণ করেন। তিনি তৃতীয় গুরু অমর দাসের জামাতা। ৫ম গুরু অর্জ্জুন রামদাসের পুত্র। ৬ষ্ঠ গুরু হরগোবিন্দ ৫ম গুরুর পুত্র। শিখদিগের ৭ম গুরু হরিরায় হরগোবিন্দের পৌত্র। ৮ম গুরু হরিকিষণ ৭ম গুরুর পুত্র। ৯ম গুরু তেজবাহাদুর ৬ষ্ঠ গুরু হরগোবিন্দের কনিষ্ঠ পুত্র। ১০ম গুরু গোবিন্দ ৯ম গুরুর পুত্র। শিখধর্ম্মের প্রবর্ত্তক 'নানক'

* আহুশ্চ তে নলিননাভপদারবিন্দং
যোগেশ্বরৈর্হৃদি বিচিন্ত্যমগাধবোধৈঃ।
সংসারকূপ-পতিতোত্তরণাবলম্বং
গেহং জুষামপি মনস্যুদিয়াৎ সদা নঃ ॥
(ভাঃ ১০।৮২।৪৮)

† প্রিয়ঃ সোহয়ং কৃষ্ণঃ সহচরি কুরুক্ষেত্র-মিলিত-
স্তথাহং সা রাধা তদিদমুভয়োঃ সঙ্গমসুখম্।
তথাপ্যন্তঃ-খেলন্মধুরমুরলীপঞ্চমজুষে
মনো মে কালিন্দীপুলিনবিপিনায় স্পৃহয়তি ॥

জনৈক পাটোয়ারী কায়স্থের পুত্র। তিনি নিজে বিশেষ শিক্ষিত ছিলেন না। আদি গুরুর পুত্রদ্বয় শ্রীচাঁদ ও লক্ষ্মীচাঁদ। শ্রীচাঁদ উদাসীন ভক্ত ছিলেন। লক্ষ্মীচাঁদ গৃহব্রতধর্ম্মী ছিলেন।

নানকের কিছু বৈরাগ্য থাকিলেও তিনি ভগবদুপাসনার পরিবর্ত্তে মনঃকল্পিত নির্ব্বিশেষবাদের উপাসক ছিলেন। বৈরাগ্যবিশিষ্ট হইলেও তিনি গৃহী ছিলেন। ক্ষত্রিয়-বংশের 'লেনা' নামক জনৈক শিষ্যকে স্বীয় Pontifical Seat (ধর্ম্মযাজকের আসন) প্রদান করেন। লেনাগুরু অঙ্গদ নামে শিখদিগের ২য় গুরু হইয়াছিলেন। তাঁহার শিষ্য অমরদাস তৃতীয় গুরু। অঙ্গদ বিশেষ কোন গ্রন্থ রচনা না করিলেও নানকের উক্তিসমূহ সংগ্রহ করেন এবং 'গুরুমুখী' নাম্নী ভাষা প্রচলিত করেন। অমর দাসের দৌহিত্রবংশ শিখগণের পরবর্ত্তি গুরুগণ। আদি গুরুত্রয় তাঁহাদের পারমার্থিক চেষ্টায় নিযুক্তা ছিলেন। ৪র্থ গুরু হইতে ১০ম পর্য্যন্ত গুরুগণ বিধর্ম্মিগণের অত্যাচারে উপদ্রুত হইয়া ক্ষাত্রনীতি-অবলম্বনে জাতীয়তা রক্ষা করিতে অধিক প্রয়াস পাইয়াছেন। নানকের ভক্তি নিরাকারের উদ্দেশে। দয়াল সিংহ নামে জনৈক শিখ কলিকাতা ব্রাহ্ম-সমাজের সহিত অনেকটা মিশামিশি করিয়া নানকীয় প্রচারপ্রণালীর সহিত ব্রাহ্মদিগের মিল করিয়াছেন। অমৃতসরে পূর্ব্বে যুদ্ধক্ষেত্রের স্মৃতিসংরক্ষণে একটী সুবৃহৎ Khalsa College আছে। ইহা Benares Hindu University হইতেও বহুগুণে বৃহৎ। সম্প্রতি হিন্দুগণ Golden Temple এর মত আর একটী Hindu Temple গঠন করিতেছেন। এই প্রদেশে গোলাপের বাগিচা অত্যন্ত অধিক।

মুরাদাবাদ হইতে শম্ভল রেলপথ আছে। শম্ভল গ্রাম* কল্কির আবির্ভাব-ভূমি। পৃথ্বীরাজের কীর্ত্তিসমূহ এখনও শম্ভালে বিধর্ম্মীর উপদ্রবে সম্পূর্ণ বিলুপ্ত হয় নাই। তবে মন্দিরের আধিক্যে সকলগুলিই মসজিদে পরিণত হইয়াছে। সাজাহানের পুত্র মুরাদ হইতেই 'মুরাদাবাদ' নামের উৎপত্তি। ইহাই শম্ভলের District Head Quarter এখানে Muradabad Metal অর্থাৎ Silver-like metalic ঘটী-বাটী-থালা প্রভৃতি নির্ম্মিত হয়।

মুরাদাবাদের পূর্ব্বে আমরা নৈমিষারণ্যে† (Nimser) ছিলাম। মিশ্রিকে সীতার পাতাল প্রবেশের স্থান। মিশ্রিকের চিড়া অতি উৎকৃষ্ট। ১৲ এক টাকা সের, অতিশয় শুভ্র ও সূক্ষ্ম। শম্ভল হইতে ফিরিয়া মুরাদাবাদ হইয়া আমরা হরিদ্বারে যাই, * * * গঙ্গার ধারে এখানে শঙ্করের একটী মঠ আছে। * * * এখান হইতে হৃষীকেশ যাইবার রাস্তা। আমরা মোটরে হৃষীকেশ পর্য্যন্ত যাইয়া পদব্রজে উচ্চ পর্ব্বতে উঠিয়া লছমনঝোলা গিয়াছিলাম। তথা হইতে 'মণিকোটী' পর্ব্বতে বহু ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গৃহ সাধুদের ভজনের জন্য নির্ম্মিত হইয়াছে দেখিলাম।

সূরযমল ঝুনঝুনওয়ালা ও তৎপুত্র শিবপ্রসাদ এই সকল তপস্বিগণের ১৫০।২০০ কুটীর দূরে দূরে নির্ম্মাণ করিয়া দিয়াছেন। তথায় কালীকম্লেওয়ালার 'আত্মপ্রকাশ' নামক জনৈক শিষ্য সাধুদিগকে প্রত্যহ ভোজন প্রদান করেন। হৃষীকেশে ভরতের মন্দিরই প্রাচীন। কঙ্খল সতীদেহের অবসান-স্থান। উহা হরিদ্বারের নিকটবর্ত্তী প্রাচীন স্থান।

এই পত্রখানি বাসুদেব প্রভুকে এবং অন্যান্য মঠবাসিগণ যাহাদের কৌতূহল হয়, তাঁহাদিগকে দেখাইবেন। ভক্তিসর্ব্বস্বগিরি যে ইংরাজী Certificate লাভ করিয়াছেন, তাহা পাঠ করিয়া পরমানন্দিত হইলাম। এইরূপভাবে স্থানে স্থানে সন্ন্যাসী-ব্রহ্মচারিগণ স্ব-স্ব কৃতিত্বের পরিচয় দিলে আমাদের আর আনন্দের সীমা থাকে না।

শ্রীমাধ্বগৌড়ীয় মঠের উৎসব সুচারুরূপে সম্পন্ন হইতেছে জানিয়া সুখী হইলাম। ঢাকার উৎসব সমাপ্ত হইলে ভারতী মহারাজ বোধ হয় কলিকাতায় আসিবেন এবং পর্ব্বত, পুরী ও অরণ্য মহারাজত্রয় পূর্ব্ববঙ্গের বিভিন্ন স্থানে আরও কিছুদিন প্রচার করিতে পারেন। স্থানে স্থানে বিভক্ত হইয়া কার্য্য

---

* শম্ভলগ্রাম-মুখ্যস্য ব্রাহ্মণস্য মহাত্মনঃ।
ভবনে বিষ্ণুযশসঃ কল্কিঃ প্রাদুর্ভবিষ্যতি।
—ভাঃ ১২।২।১৮

† নৈমিষেহনিমিষক্ষেত্রে ঋষয়ঃ শৌনকাদয়ঃ।
সত্রং স্বর্গায় লোকায় সহস্রসমমাগত॥
—ভাঃ ১।১।৪

করিলেই সমষ্টিভাবে বৃহৎ কার্য্যের আবাহন হইতে পারিবে।

এতৎপ্রদেশের মধ্যে বারাণসীতে মঠ হইয়াছে, নৈমিষারণ্যে মঠ হইতেছে, কুরুক্ষেত্রে মঠ হইবে। মথুরা প্রদেশেও একটী স্থান হইবার সম্ভাবনা আছে। পরে বোম্বাই প্রদেশে এবং মাদ্রাজের কোনও স্থানে দুইটী মঠ হওয়া আবশ্যক। Devotion and Love এর Church (শুদ্ধভক্তি ও কৃষ্ণপ্রেমের প্রচার কেন্দ্র) ভারতের সর্ব্বত্র হওয়া আবশ্যক। * * আপনাদের বোধ হয় স্মরণ আছে মহাপ্রভুর বাণী—

"পৃথিবীতে আছে যত নগরাদি গ্রাম।
সর্ব্বত্র প্রচার হইবে মোর নাম।।"

মহাপ্রভুর নীতির মধ্যে ক্ষাত্রনীতি, বৈশ্য, শূদ্র ও যবন-নীতি দেখিতে পাই না। তাঁহার প্রচারিত বাক্য হইতে বুঝিতে পারি, তিনি ঋষি-নীতির সর্ব্বোচ্চ শৃঙ্গ অবলম্বন করিয়াছিলেন। আমরাও সেই পদানুসরণে ব্রহ্মনীতি ভাগবত-ধর্ম্ম অবলম্বন করিব।

নিত্যাশীর্ব্বাদক
শ্রীসিদ্ধান্তসরস্বতী

শ্রীশ্রীমদ্ভাগবতার্কমরীচিমালা

[পূর্ব্বপ্রকাশিত ৯ম সংখ্যা ১৮০ পৃষ্ঠার পর]

বিদুরঃ মৈত্রেয়ম্ [৩।৭।৬]
ভগবানেক এবৈষঃ সর্ব্বক্ষেত্রেষ্ববস্থিতঃ।
অমুষ্য দুর্ভগত্বং বা ক্লেশো বা কর্ম্মভিঃ কুতঃ ।।২০।।

মৈত্রেয়ঃ বিদুরম্ [৩।৭।৯-১১]
সেয়ং ভগবতো মায়া যন্নয়েন বিরুধ্যতে।
ঈশ্বরস্য বিমুক্তস্য কার্পণ্যমুত বন্ধনম্ ।।২১।।
যদর্থেন বিনামুষ্য পুংস আত্মবিপর্য্যয়ঃ।
প্রতীয়ত উপদ্রষ্টুঃ স্বশিরশ্ছেদনাদিকঃ ।।২২।।
যথা জলে চন্দ্রমসঃ কম্পাদিস্তৎকৃতো গুণঃ।
দৃশ্যতেঽসন্নপি দ্রষ্টুরাত্মনোঽনাত্মনো গুণঃ ।।২৩।।

জীবঃ নারদম্ [৬।১৬।৮]
এবং যোনিগতো জীবঃ স নিত্যো নিরহংকৃতঃ।
যাবদ্যত্রোপলভ্যেত তাবৎ স্বত্বং হি তস্য তৎ ।।২৪।।

শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-কৃত "মরীচিপ্রভা"-নাম্নী ব্যাখ্যা

এখন এরূপ প্রশ্ন হইতে পারে যে, যখন সকল ক্ষেত্রে জীবের সহিত ভগবান্ অবস্থিত, তখন জীবের দুর্ভগত্ব এবং কর্ম্মক্লেশ কি কারণে হয় ।। ২০ ।।

তাহার উত্তর এই মাত্র। ভগবন্মায়া অঘটন-ঘটনপটিয়সী শক্তিবিশেষ। বিমুক্ত ঈশ্বরের কার্পণ্য এবং জীবের বন্ধন সেই মায়া হইতে হয়। একথা যুক্তির দ্বারা বুঝিতে পারিবে না। অচিন্ত্য ভাববিষয়ে তর্কের যোজনা সম্ভব নয়। ভগবদচিন্ত্যশক্তির দ্বারা জীবের মায়ার প্রতি মোহ এবং ভগবানের তাঁহাতে অনুগ্রহাভাব ।। ২১ ।।

বস্তুতঃ জীবাত্মা শুদ্ধবস্তু, তাঁহার বন্ধন হয় না। মায়াতে মোহিত হইয়া মায়া হইতে প্রাপ্ত লিঙ্গ শরীরে যে আত্মাভিমান, তাহাই বন্ধন। সুতরাং জীবের বন্ধন সত্য নয়। জীবের আত্মবিপর্যয় অর্থাৎ স্বরূপ-ভ্রম কেবল অর্থ বিনা অর্থদর্শন মাত্র। স্বশির-ছেদ-নাদির ন্যায় ভ্রম মাত্র ।। ২২ ।।

জলে প্রতিভাত চন্দ্রের কম্পাদি জলকৃত গুণ মাত্র। চন্দ্রে কম্পাদি নাই। না ঘটিয়াও চন্দ্রকম্প বলিয়া বোধ হয়। তদ্রূপ দ্রষ্টা জীবের আত্মায় যে অনাত্মিক-গুণ-আরোপ, তাহা মিথ্যা ; এইরূপ বিবর্ত্ত-ধর্ম্মেই জীবের অমঙ্গল। "অতত্ত্বতোঽন্যথা বুদ্ধি 'বিবর্ত্ত' ইত্যুদাহৃতঃ।" যাহা ঘটে নাই, তাহাকে ঘটিয়াছে বলিয়া যে মিথ্যা বুদ্ধি তাহাই বিবর্ত্ত। রজ্জুতে সর্প-ভ্রম এবং শুক্তিতে রজতভ্রম এই সকল বিবর্ত্তের উদাহরণ ।। ২৩ ।।

এইরূপ লব্ধজন্মা জীব বস্তুতঃ নিত্য ও নিরহঙ্কৃত

ভগবান্ উদ্ধবম্ [১১।১১।১০]

দৈবাধীনে শরীরেঽস্মিন্‌গুণভাব্যেন কর্ম্মণা।
বর্ত্তমানোঽবুধস্তত্র কর্ত্তাস্মীতি নিবধ্যতে ॥২৫॥

কপিলঃ দেবহূতিম্ [৩।২৬।৬-৮]

এবং পরাভিধ্যানেন কর্ত্তৃত্বং প্রকৃতেঃ পুমান্।
কর্ম্মসু ক্রিয়মাণেষু গুণৈরাত্মনি মন্যতে ॥২৬॥
তদস্য সংসৃতির্বন্ধঃ পারতন্ত্র্যঞ্চ তৎকৃতম্।
ভবত্যকর্ত্তুরীশস্য সাক্ষিণো নির্বৃতাত্মনঃ ॥২৭॥
কার্য্যকারণকর্ত্তৃত্বে কারণং প্রকৃতিং বিদুঃ।
ভোক্তৃত্বে সুখদুঃখানাং পুরুষং প্রকৃতেঃ পরম্ ॥২৮॥

জীবস্য শুদ্ধত্বং প্রদর্শিতং নারদচরিতে [১।৬।২৯, ৩২-৩৩]

প্রযুজ্যমানে ময়ি তাং শুদ্ধাং ভাগবতীং তনুম্।
আরব্ধকর্ম্মনির্ব্বাণো ন্যপতৎ পাঞ্চভৌতিকঃ ॥
অন্তর্বহিশ্চ লোকাংস্ত্রীন্ পর্যেম্যস্কন্দিতব্রতঃ।

দেবদত্তামিমাং বীণাং স্বরব্রহ্মবিভূষিতাম্।
মূর্চ্ছয়িত্বা হরিকথাং গায়মানশ্চরাম্যহম্ ॥২৯॥

পরব্যোমস্থ মুক্তজীবস্বরূপং শ্রীশুকেন প্রদর্শিতম্ [২।৯।১১]

শ্যামাবদাতাঃ শতপত্রলোচনাঃ
পিশঙ্গবস্ত্রাঃ সুচারুঃ সুপেশসঃ।
সর্ব্বে চতুর্বাহব উন্মিষন্মণি-
প্রবেকনিষ্কাভরণাঃ সুর্বচসঃ ॥৩০॥

পিপ্পলায়নঃ নিমিম্ [১১।৩।৪০]

যর্হ্যব্জনাভচরণৈষণয়োরুভক্ত্যা
চেতোমলানি বিধমেদ্‌গুণকর্ম্মজানি।
তস্মিন্ বিশুদ্ধ উপলভ্যত আত্মতত্ত্বং
সাক্ষাদ্‌যথাঽমলদৃশোঃ সবিতৃপ্রকাশঃ ॥৩১॥

মৈত্রেয়ঃ বিদুরম্ [৩।৭।১২-১৪]

স বৈ নিবৃত্তিধর্ম্মেণ বাসুদেবানুকম্পয়া।
ভগবদ্ভক্তিযোগেন তিরোধত্তে শনৈরিহ ॥৩২॥

হইলেও যে পর্য্যন্ত যে শরীরে থাকেন সেই পর্য্যন্ত তাঁহার সেই শরীরে আরোপিত সত্তা ॥ ২৪ ॥

গুণভাবিত কর্ম্মদ্বারা দৈবাধীনে প্রাপ্ত শরীরে মূঢ় অবিদ্যা দুষ্ট জীব বর্ত্তমান থাকিয়া 'আমি কর্ত্তা' এই বলিয়া বদ্ধ থাকে ॥ ২৫ ॥

এই প্রকারে আত্মা হইতে অপর যে প্রকৃতি, তাহার অভিধ্যানদ্বারা তাহার গুণকৃত কর্ম্মে আপনার কর্ত্তৃত্ব অভিমান করে ॥ ২৬ ॥

জীব বস্তুতঃ অকর্ত্তা, মায়ার অপরাধীন, সাক্ষী, স্বয়ং কৃষ্ণদাস-স্বভাব-প্রযুক্ত নির্বৃত (মুক্ত) স্বরূপ হইয়াও প্রকৃতি-পারতন্ত্র্য-প্রযুক্ত বদ্ধতা স্বীকার করে। ইহার নামই জীবের সংসার-বন্ধ। ইহাতে পরমেশ্বরের বৈষম্য বা নৈর্ঘৃণ্য দোষ নাই ॥ ২৭ ॥

এইরূপ ঘটিয়াছে, প্রকৃতিই কার্য্য-কর্ত্তৃত্বের কারণ। প্রকৃতি হইতে নিতান্ত পৃথক্ হইয়াও পুরুষ বিবর্ত্তাশ্রয়ে সুখ-দুঃখের ভোক্তা হইয়াছেন ॥ ২৮ ॥

নারদচরিত্রে জীবের প্রপঞ্চাতীত স্বরূপ প্রদর্শিত হইয়াছে। (শ্রীনারদ বলিতেছেন),—হে ব্যাস, যখন ভগবদনুগ্রহে প্রারব্ধ কর্ম্ম সমাপ্ত হইল তখন আমার পাঞ্চভৌতিক দেহ পৃথক্ হইয়া নিপতিত হইল। আমাতে সেই ভাগবতী তনু প্রযুক্ত হইল। আমি অস্কন্দিতব্রত (অগলিত-ব্রহ্মচর্য্য) হইয়া ত্রিলোকের অন্তর্বহির্ভাগে পর্য্যটন করি। ভগবদ্দত্ত-স্বরব্রহ্ম-বিভূষিত এই বীণাটীতে মূর্চ্ছনা দিয়া হরিকথা গান করিতে করিতে ভ্রমণ করি ॥ ২৯ ॥

পরব্যোমে যে সকল নিত্যমুক্ত জীব আছেন, তাঁহাদের বর্ণনা এইরূপ,—তাঁহারা শ্যামবর্ণ, নির্ম্মল, পদ্মচক্ষু, পিশঙ্গ (পিঙ্গলবর্ণ) বস্ত্রযুক্ত, সুন্দর, মধুর-ভাষী, সকলেই চতুর্ব্বাহুবিশিষ্ট, উৎকৃষ্ট-মণিসমূহ-দ্বারা মণ্ডিত এবং তাঁহারা সুন্দর জ্যোতি বিস্তার করেন। ঐশ্বর্য্যপ্রধান নিত্যশুদ্ধ জীবগণের চিন্ময় স্বরূপদেহ এইরূপ। মাধুর্য্যপ্রধান নিত্য জীবগণ গোলোক-ব্রজে এতদপেক্ষা অধিক মাধুর্য্যের সহিত প্রকাশ পান ॥ ৩০ ॥

যখন কৃষ্ণচরণৈষণারূপ শুদ্ধভক্তিদ্বারা চিত্ত গুণ-কর্ম্মজনিত মলসমূহ ধ্বংস করে, সেই সময়ে বিশুদ্ধ আত্মতত্ত্ব সাক্ষাৎ অমলদৃক্ পুরুষের নিকট নির্ম্মল সূর্য্য-প্রকাশের ন্যায় সমুদিত হয় ॥ ৩১ ॥

নিবৃত্তিধর্ম্ম, কৃষ্ণানুকম্পা এবং শুদ্ধভক্তিযোগদ্বারা সে অবিদ্যা-অভিনিবেশ ক্রমে তিরোহিত হয়। তাৎ-পর্য্য এই যে, শরীরযাত্রায় সমস্ত ব্যবহারে সাত্ত্বিক ব্যাপার স্বীকার করতঃ ক্রমে ক্রমে রাজস ও তামস

যদেন্দ্রিয়োপরামোঽথ দ্রষ্ট্রাত্মনি পরে হরৌ।
বিলীয়ন্তে তদা ক্লেশাঃ সংসুপ্তস্যেব কৃৎস্নশঃ ।।৩৩
অশেষসংক্লেশশমং বিধত্তে
গুণানুবাদশ্রবণং মুরারেঃ।
কিং বা পুনস্তচ্চরণারবিন্দ-
পরাগসেবারতিরাত্মলব্ধা ।। ৩৪ ।।
ইতি শ্রীমদ্ভাগবতার্কমরীচিমালায়াং সম্বন্ধজ্ঞানপ্রকরণে
জীবতত্ত্বনিরূপণ-নামা সপ্তমঃ কিরণঃ।

স্বভাব ও ধর্ম্মকে দূর করিতে হয়। সঙ্গে সঙ্গে শুদ্ধ-ভক্তিযোগদ্বারা ঐ সাত্ত্বিক ব্যাপারসকলকে নির্গুণ করিয়া ফেলিতে হয়। ভক্তিসাধন যত নির্ম্মল হয় ততই কৃষ্ণানুকম্পা উদয় হয়। তবেই অবিদ্যার বল ক্ষয় হয় এবং বিশুদ্ধ-বিদ্যাবধূর উদয় হয় ।।৩২

যে সময়ে ইন্দ্রিয়োপরতি স্বভাবতঃ হয়, তখন সংসুপ্ত ব্যক্তি জাগ্রত হইলে যেমত মিথ্যা স্বপ্নভয় সম্পূর্ণরূপে যায়, সেইরূপ সহজেই হরিতে দৃষ্টি পড়ে এবং তন্নিবন্ধন সকল ক্লেশ বিলয়প্রাপ্ত হয় ।। ৩৩ ।।

হরিগুণানুবাদ শ্রদ্ধাপূর্ব্বক শুনিতে শুনিতে অশেষ ক্লেশের উপশম হয়। তাঁহার চরণারবিন্দ-পরাগ-সম্বন্ধে আত্মলব্ধ-রতি হইলে যে কি হয়, তাহা আর কি বলিব ।। ৩৪ ।।

এই কিরণে দেখা গেল যে, কৃষ্ণ অখিলগুণ ও শক্তিসম্পন্ন বিভুচৈতন্য। কৃষ্ণের জীবশক্তিদ্বারা জীব অনুচৈতন্যরূপে পরিণত। জীবের স্বগঠনে মায়াশক্তির কোন ক্রিয়া নাই। অণুধর্ম্মপ্রযুক্ত জীব কৃষ্ণবহির্ম্মুখ হইলে মায়াবদ্ধ হইবার যোগ্য। যদৃচ্ছা-ক্রমে মায়াবদ্ধ জীব বিবর্ত্তধর্ম্ম অনুসারে দেহাত্মাভি-মানপ্রযুক্ত সংসার স্বীকার করেন। সুকৃতিক্রমে পুনরায় কৃষ্ণভক্তিদ্বারা স্বস্থ হন।

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতার্কমরীচিমালায়াং সম্বন্ধজ্ঞানবিষয়ে
জীবতত্ত্ব-নিরূপণে সপ্তম-কিরণে মরীচিপ্রভা-
নাম-গৌড়ীয়ব্যাখ্যা সমাপ্তা।
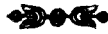
শ্রীশ্রীভাগীরথী গঙ্গা

(১)

[পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রমোদ পুরী মহারাজ]

শ্রীশ্রীবিষ্ণুপাদোদ্ভবা পুণ্যসলিলা পতিতপাবনী গঙ্গাদেবীর অনন্ত মহিমা। ঋগ্বেদে (১০।৭৫।৫), কাত্যায়ন শ্রৌতসূত্রে, শতপথ ব্রাহ্মণ প্রভৃতি প্রাচীন গ্রন্থে গঙ্গা নামের উল্লেখ আছে। এতদ্ব্যতীত পুরাণ, উপপুরাণ, ইতিহাস (মহাভারত ও বাল্মীকিরামা-য়ণাদি) প্রভৃতি বহু প্রাচীন গ্রন্থে গঙ্গার বিষয় অল্প-বিস্তর বর্ণিত আছে। গম্যতে ব্রহ্মপদমনয়া অর্থাৎ যদ্দ্বারা বা যৎকৃপায় পরংব্রহ্ম ভগবৎ পাদপদ্মে বা ভগবৎপদান্তিকে গমন করা যায়, তিনিই শ্রীগঙ্গা। ইঁহার পর্য্যায় শব্দ— বিষ্ণুপদী, জহ্নুতনয়া, জাহ্নবী, ভাগীরথী, সুরনিম্নগা, ত্রিপথগা, ত্রিস্রোতাঃ, ভীষ্মসূ, অর্ঘ্যতীর্থ, তীর্থরাজ, ত্রিদশদীর্ঘিকা, কুমারসূ, সরিদ্-বরা, সিদ্ধাপগা, স্বর্গাপগা, স্বরাপগা, স্বাপগা, ঋষিকল্প, হৈমবতী, স্বর্বাপী, হরশেখরা, সুরাপগা, ধর্ম্মদ্রবী, সুধা, জহ্নুকন্যা, গান্দিনী, রুদ্রশেখরা, নন্দিনী, অলক-নন্দা, সিতসিন্ধু অধ্বগা, উগ্রশেখরা, সিদ্ধসিন্ধু, স্বর্গ-সরিদ্বরা, মন্দাকিনী, পুণ্যা, সমুদ্রসুভগা, স্বর্নদী, সুরদীর্ঘিকা, সুরনদী, স্বর্ধুনী, জ্যেষ্ঠা, জহ্নুসুতা, ভীষ্মজননী, শুভ্রা, শৈলেন্দ্রজা, ভবায়না। ('বিশ্ব-কোষ' দ্রষ্টব্য)

শ্রীমদ্ভাগবত ৫ম স্কন্ধে (১৭শ অঃ ১ পদ্য) শ্রীশুক-পরীক্ষিৎ-সংবাদে শ্রীগঙ্গাদেবীর মাহাত্ম্য এই-রূপ বর্ণিত হইয়াছে—

"তত্র হ ভগবতঃ সাক্ষাদ্যজ্ঞলিঙ্গস্য বিষ্ণোর্বিক্র-মতো বামপাদাঙ্গুষ্ঠ-নখনির্ভিন্নোর্দ্ধাণ্ডকটাহবিবরে-ণান্তঃপ্রবিষ্টা যা বাহ্যজলধারা তচ্চরণপঙ্কজাবনেজনা-রুণ-কিঞ্জল্কোপরঞ্জিতাখিল-জগদঘমলাপহোপস্পর্শ-নামলা সাক্ষাদ্ভগবৎপদীত্যনুপলক্ষিতবচোঽভিধীয়-মানাতিমহতা কালেন যুগসহস্রোপলক্ষণেন দিবো মূর্দ্ধণ্যবততার যৎ তদ্বিষ্ণুপদমাহুঃ ।।"

অর্থাৎ শ্রীশুকদেব কহিলেন,—"(হে রাজন্.) যজ্ঞমূর্ত্তি সাক্ষাৎ ভগবান্ বিষ্ণু বলির যজ্ঞে গমন করিয়া ত্রিবিক্রমমূর্ত্তি ধারণপূর্ব্বক যখন পাদক্ষেপ করেন, সেই সময়ে দক্ষিণ চরণদ্বারা ভূমি আক্রমণ করিয়া যেমন উর্দ্ধদিকে বামপদ উৎক্ষেপণ করিতে যাইবেন, অমনি তাঁহার বামপদের অঙ্গুষ্ঠনখে অণ্ড-কটাহের উপরিভাগ নির্ভিন্ন হইয়া গেল, তাহাতে এক গর্ত্ত হইল ; ঐ গর্ত্ত দিয়া পৃথিব্যাদি অষ্ট আবরণের বহির্ভূতা কারণার্ণব সম্বন্ধিনী এক চিন্ময়ী জলধারা অন্তঃপ্রবিষ্টা হয়। প্রক্ষালন-হেতু ভগবানের পাদপদ্ম হইতে যে অরুণবর্ণ কুঙ্কুম বিগলিত হইয়া থাকে, তাহাই কিঞ্জল্ক স্বরূপে ঐ জলধারার শোভা সম্পাদন করে। ঐ ধারা স্পর্শমাত্রে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের পাপরাশি ক্ষালন করিতে পারে ; কিন্তু উহা স্বয়ং অতিশয় নির্ম্মল। ভূমণ্ডলে অবতীর্ণ হইবার পূর্ব্বে ঐ ধারা সাক্ষাদ্ ভগবানের পাদপদ্ম হইতে উদ্ভূতা বলিয়া উহা 'বিষ্ণুপদী' এই নামেই কীর্ত্তিতা হইতেন ; জাহ্নবী, ভাগীরথী প্রভৃতি ভিন্ন সংজ্ঞা ছিল না। সহস্রযুগ-পরিমিত সুদীর্ঘ কাল পরে ঐ ধারা ধ্রুবলোকে অব-তীর্ণা হন। পণ্ডিতগণ সেই ধ্রুবলোককেই 'বিষ্ণুপদ' বলিয়া থাকেন।"

(আমরা অতঃপর এই অধ্যায়ে বর্ণিত গঙ্গার মাহাত্ম্যসূচক সংস্কৃত গদ্যাবলীর সংক্ষিপ্ত অনুবাদ মাত্র নিম্নে উদ্ধৃত করিতেছি ঃ—)

(ভাঃ ৫।১৭।২—) 'দৃঢ়সংকল্প উত্তানপাদ-তনয় পরমভাগবত ধ্রুব ঐ বিষ্ণুলোকে অবস্থানপূর্ব্বক 'ইহা আমাদের কুলদেবতা ভগবান্ শ্রীহরির চরণোদক'— এই মনে করিয়া এখনও পরমাদরে মস্তকদ্বারা ঐ বারিধারা (অর্থাৎ গঙ্গা) ধারণ করিতেছেন।"

(ভাঃ ৫।১৭।৩—) "সপ্তর্ষিগণ গঙ্গার প্রভাব উত্তমরূপে অবগত আছেন। তাঁহারা 'ইনিই (গঙ্গাই) তপস্যার আত্যন্তিকী সিদ্ধি, ইহা অপেক্ষা অধিক আর নাই'—এইরূপ নিশ্চয় করিয়া অদ্যাবধি ঐ বারি-ধারাকে স্ব স্ব জটাসমূহদ্বারা ধারণ করিতেছেন। * * * মুমুক্ষুগণ যেমন মুক্তিকে বহুমানন করিয়া থাকেন, সেইরূপ তাঁহারা (অর্থাৎ সপ্তর্ষিগণ) বিষ্ণু-পাদোদ্ভবা গঙ্গাকেই পরমাদরে অঙ্গীকার করেন।"

(ভাঃ ৫।১৭।৪—) "ঐ ধারা সপ্তর্ষিমণ্ডল হইতে অনেকসহস্রকোটি অর্থাৎ অনন্ত বিমানসহযোগে দেব-যান অর্থাৎ আকাশমার্গদ্বারা নিম্নে অবতরণ করেন। পরে চন্দ্রলোক প্লাবিত করিয়া সুমেরু পর্ব্বতের শিরোদেশে অবস্থিত ব্রহ্মসদনে পতিতা হন।"

(ভাঃ ৫।১৭।৫—) "তথায় (অর্থাৎ উক্ত ব্রহ্ম-সদনে) চারিটি ধারায় বিভিন্ন হইয়া পৃথক্ পৃথক্ চারিটি নামে চতুর্দ্দিকে সর্ব্বতোভাবে গমনপূর্ব্বক সরিৎপতি সমুদ্রেই প্রবেশ করিতেছেন। (গঙ্গার) এই চারিটি ধারার নাম—সীতা, অলকানন্দা, বঙ্ক্ষু ও ভদ্রা।"

(ভাঃ ৫।১৭।৬—) 'তন্মধ্যে 'সীতা' ব্রহ্মসদন হইতে বহির্গত হইয়া অত্যুচ্চতা-নিবন্ধন কেশরাচলের প্রধান প্রধান শৃঙ্গে পতিতা হন, তৎপরে ঐসকল শৃঙ্গ হইতে ক্রমে অধোভাগে প্রবাহিতা হইয়া গন্ধমাদন পর্ব্বতের উপরিভাগে পড়িয়াছেন। পরে ভদ্রাশ্ববর্ষের মধ্য দিয়া লবণসমুদ্রে প্রবিষ্টা হইতেছেন।"

(ভাঃ ৫।১৭।৭—) "এই প্রকারে বঙ্ক্ষু নদী মাল্যবান্ গিরির শিখরদেশ হইতে নিপতিতা হইয়া উহার অধঃপ্রদেশে প্রবাহিতা হন এবং অপ্রতিহতবেগে কেতুমাল বর্ষকে প্লাবিত করিয়া পশ্চিমদিকে সমুদ্রে প্রবেশ করেন।"

(ভাঃ ৫।১৭।৮—) "ভদ্রা নাম্নী-ধারাও উত্তর-দিকে সুমেরুশিখর হইতে নিপতিতা হইয়া কুমুদ পর্ব্বতের শিখরদেশ হইতে উচ্চে উচ্চলিতা হইয়া নীলগিরি শিখরে ; তথা হইতে উচ্চলিতা হইয়া শ্বেত-পর্ব্বতের শৃঙ্গে, পরে তাহাও অতিক্রমণ পূর্ব্বক শৃঙ্গ-বান্ পর্ব্বতের শৃঙ্গ হইতে নিম্নে প্রবাহিতা হইয়া উত্তর-কুরুদেশ ব্যাপিয়া উত্তরদিকে লবণসমুদ্রে প্রবেশ করিতেছেন।"

(ভাঃ ৫।১৭।৯—) "এই প্রকারে অলকানন্দাও দক্ষিণদিক্ দিয়া ব্রহ্মসদন হইতে পতিতা হইয়া বহু বহু পর্ব্বতশৃঙ্গ অতিক্রমপূর্ব্বক অস্খলিত তীব্রবেগে হেমকূট ও হিমকূট লুণ্ঠন করিয়া ভারতবর্ষ ব্যাপিয়া দক্ষিণদিকে লবণসমুদ্রে প্রবেশ করিতেছেন। ইহাতে (অর্থাৎ এই গঙ্গায়) স্নানার্থ আগমনশীল পুরুষের পদে পদে অশ্বমেধ ও রাজসূয়াদি যজ্ঞের ফললাভ দুর্ল্লভ হয় না।"

জম্বু, প্লক্ষ, শাল্মলী, কুশ, ক্রৌঞ্চ, শাক ও পুষ্কর

—এই সপ্তদ্বীপবতী বসুন্ধরার জম্বুদ্বীপ এশিয়াখণ্ড। ইহাতে অজনাভ (ভাঃ ৫।৪।৩, ৭ ৩, ১৯।২৭), ইলাবৃত (ভাঃ ৫।১৬।৭-১০, ১৭, ১৯, ২২, ২৪ ; ১৭।১৫), কিম্পুরুষ (ভাঃ ৫।১৬।৯ ; ১৯।১), কেতুমাল (ভাঃ ৫।১৬।১০, ১৭।৭, ১৮।১৫), ভদ্রাশ্ব (ভাঃ ৫।১৬। ১০, ১৭।৬, ১৮।১), রমণক (ভাঃ ৫।২০।৯), রম্যক (ভাঃ ৫।১৬।৮, ১৮।২৪), হরি (ভাঃ ৫।১৬।৯, ১৮। ৭) ও হিরণ্ময় (ভাঃ ৫।১৬।৮, ২৮।২৯)—এই নয়টি বর্ষ বা বিভাগ বিরাজিত। অজনাভ বর্ষই স্বায়ম্ভুব মনুপুত্র প্রিয়ব্রত বংশোদ্ভূত ভরতের নামানুসারে ভারতবর্ষ নামে বিখ্যাত। এই ভারতবর্ষেই স্বয়ং ভগবান্ ও তাঁহার অবতারবৃন্দ যাবতীয় পুণ্যতীর্থসহ অবতীর্ণ হইয়া যুগে যুগে কতই না লীলাবিলাস করিতেছেন!

আমরা উক্ত শ্রীমদ্ভাগবত নবম স্কন্ধের অষ্টম অধ্যায়ে শ্রীভগীরথকর্ত্তৃক আনীত ভাগীরথীগঙ্গার মাহাত্ম্য এইরূপ পাই ঃ—

সার্ব্বভৌম সম্রাট মান্ধাতার বংশে মহারাজ হরিশ্চন্দ্র জন্মগ্রহণ করেন, তাঁহার পুত্র রোহিত, রোহিতপুত্র হরিত, হরিত হইতে চম্পাপুরী নির্ম্মাতা চম্প, চম্প হইতে সুদেব, সুদেবের পুত্র বিজয়, বিজয়ের পুত্র ভরুক, ভরুক হইতে বৃক, বৃকের পুত্র বাহুক। শত্রুগণ ইঁহার (বাহুকের) রাজ্য অপহরণ করায় ইঁনি সস্ত্রীক বনগমন করেন। বৃদ্ধ হইলে বাহুক পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হন। তাঁহার সতীসাধ্বী সহধর্ম্মিণী স্বামীর সহিত সহমৃতা হইতে গেলে মহর্ষি ঔর্ব্ব তাঁহাকে সগর্ভা জানিয়া সহমৃতা হইতে নিষেধ করিলেন। বাহুকপত্নীর সপত্নীগণ তাঁহাকে গর্ভবতী জানিয়া অন্নের সহিত বিষ প্রদান করিয়াছিলেন। কিন্তু শ্রীভগবান্ যাঁহাকে রক্ষা করেন, তাঁহাকে মারিবে কে? শ্রীভগবানের দুর্ঘটঘটনবিধাত্রী পরমেশ্বরতা-প্রভাবে বাহুকপত্নী গর অর্থাৎ বিষসহিতই পুত্র প্রসব করেন, তজ্জন্য সেই পুত্র মহাযশস্বী সগর নামে খ্যাত হইয়া সার্ব্বভৌম সম্রাট্ হইয়াছিলেন। এই মহারাজ সগর মহর্ষি ঔর্ব্বের উপদেশে অশ্বমেধ যজ্ঞে সর্ব্ববেদ ও সুরগণের আত্মস্বরূপ শ্রীহরির আরাধনায় প্রবৃত্ত হন। দেবরাজ ইন্দ্র এই যজ্ঞে উৎসর্গীকৃত অশ্বপশুকে অপহরণ করেন। মহারাজ সগরের কেশিনী ও সুমতি নাম্নী দুই ভার্য্যা ছিলেন। তন্মধ্যে সুমতি গর্ভজাত ষষ্টিসহস্র সন্তান ছিলেন মহামদান্বিত। তাঁহারা পিত্রাদেশে অশ্ব অন্বেষণ করিতে করিতে সমগ্র পৃথিবী খনন করিয়া ফেলেন। এই খাতই পরিশেষে সমুদ্ররূপে পরিণত হয়। অতঃপর উক্ত সুমতিগর্ভজাত সগরসন্তানগণ উত্তরপূর্ব্বদিকে মহামুনি কপিলদেবসমীপে ঐ অশ্ব দেখিতে পাইলেন। ইন্দ্রপ্রভাবেই সগরপুত্রগণের সদ্বুদ্ধি অপহৃত হইয়াছিল। তাঁহারা মুদ্রিতনেত্র মুনিবরকেই অশ্বাপহর্ত্তা বিচারে 'এই ব্যক্তিই আমাদের যজ্ঞীয় অশ্বাপহারী পাপাচারী, ইহাকে বিনাশ কর, বিনাশ কর' বলিয়া অস্ত্রোত্তলনপূর্ব্বক তদভিমুখে ধাবমান হইলেন। মুনিবর নয়নদ্বয় উন্মীলন করিবামাত্র সগরসন্তানগণ মহদতিক্রমজনিত নিজ নিজ শরীরস্থিত বর্দ্ধমান তৃতীয় মহাভূতস্বরূপ অগ্নিদ্বারা ভস্মসাৎ হইয়া গেলেন। ইন্দ্রই তাঁহাদের এই বুদ্ধিবৈপরীত্য ঘটাইয়াছিলেন। অবশ্য ইহাতেও ভূতলে গঙ্গাদেবীর আবির্ভাবের একটি গুপ্তরহস্য বিজড়িত। যাঁহারা কপিলদেবের ক্রোধাগ্নিতে সগরসন্তানগণের ভস্মস্তূপে পরিণত হইবার কথা বলেন, তাঁহাদের সেই ধারণাকে কখনই যুক্তিসঙ্গত বলা যাইবে না। কেন না, শুদ্ধসত্ত্বময় ভগবানে কখনও ক্রোধরূপ তমোগুণের উদ্ভব সম্ভব হইতে পারে না। নির্ম্মল আকাশে কি পার্থিব ধূলি থাকিতে পারে? যিনি জীবপ্রতি পরম করুণাবশতঃ ইহলোকে সেশ্বরসাংখ্যরূপা সুদৃঢ় নৌকা প্রবর্ত্তন করিয়া গিয়াছেন, মুমুক্ষুগণ যে নৌকার সাহায্যে দুষ্পার মৃত্যুপথ স্বরূপ ভীষণ ভবসমুদ্র অনায়াসে উত্তীর্ণ হইতে পারেন, সেই সর্ব্বজ্ঞ পরমাত্মস্বরূপ মুনিবর কপিলদেবের শত্রুমিত্রস্বরূপ ভেদদর্শন কিপ্রকারে সম্ভব হইতে পারে?

সগরপত্নী কেশিনীগর্ভজাত অসমঞ্জস-নামক পুত্র পিতৃযজ্ঞে অপহৃত অশ্বের অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইতে পারেন নাই। অসমঞ্জসপুত্র অংশুমানই পিতামহ সগরের হিতানুষ্ঠানে রত থাকিতেন। অসমঞ্জস ছিলেন এক অদ্ভুতপ্রকৃতি ব্যক্তি। পূর্ব্বজন্মে তিনি ছিলেন যোগী। অসৎসঙ্গে যোগভ্রষ্ট হইয়া এইজন্মে জাতিস্মর হইয়া জন্মগ্রহণ করেন। বস্তুতঃ সমঞ্জস হইয়াও তিনি নিজেকে তাঁহার নামানুরূপ দুরাত্ম-

ভাবযুক্ত বলিয়া দেখাইতে গিয়া লোকনিন্দিত ও জ্ঞাতিবর্গের অপ্রিয় আচরণ করিতেন এবং লোকের উদ্বেগ জন্মাইয়া ক্রীড়ারত বালকগণকে সরযূ নদীতে নিক্ষেপ করিতেন। এইপ্রকার দুরাচারে রত হওয়ায় অসমঞ্জস পিতৃস্নেহে বঞ্চিত ও পরিত্যক্ত হইয়া যোগ-বিভূতিবলে সরযূনদীতে নিক্ষিপ্ত মৃত বালকদিগকে (পুনর্জীবিত করিয়া) রাজাকে ও সেই বালকগণের পিতৃবর্গকে দেখাইতে অযোধ্যা হইতে প্রস্থান করি-লেন। অযোধ্যাবাসী সকলেই মৃতবালকগণের পুনরাগমন দেখিয়া অতীব বিস্মিত হইলেন। মহা-রাজ সগরও এইরূপ অলৌকিক গুণসম্পন্ন পুত্রের জন্য অনুতাপ করিয়াছিলেন।

অতঃপর মহারাজ সগর, পৌত্র অংশুমানকে যজ্ঞীয় অশ্বান্বেষণে প্রেরণ করিলেন। অংশুমান পিতৃব্যকৃত খাতানুগমনে ভস্মস্তূপে পরিণত পিতৃব্য-গণের সমীপে অশ্বকে দেখিতে পাইলেন। ঐ অশ্ব-সমীপে উপবিষ্ট মুনিবর কপিলদেবকে অধোক্ষজ (অতীন্দ্রিয়) বিষ্ণুরূপে দর্শনপূর্ব্বক প্রণত হইয়া করযোড়ে তাঁহার স্তব করিতে লাগিলেন। শ্রীভগবান্ কপিলদেব তাঁহার স্তবে তুষ্ট হইয়া তাঁহার প্রতি অনুগ্রহ প্রকাশ পূর্ব্বক কহিতে লাগিলেন—বৎস অংশুমান, তোমার পিতামহের যজ্ঞীয় পশু এই অশ্ব লইয়া যাও। তোমার ভস্মীভূত পিতৃব্যগণের উদ্ধারার্থ শ্রীগঙ্গোদকই একমাত্র উপযুক্ত, তদ্ব্যতীত অন্য কিছুই তাঁহাদের উদ্ধারসমর্থ নহে। অংশুমান যজ্ঞীয় অশ্বপ্রাপ্তি ও পিতৃব্যগণের উদ্ধারোপায় সম্বন্ধে জ্ঞানলাভরূপ শ্রীভগবৎকৃপা সাক্ষাদ্ভাবে অনুভব করতঃ কৃতকৃতার্থ হইলেন। তাঁহাকে পুনঃ পুনঃ প্রণতি জ্ঞাপন পূর্ব্বক যজ্ঞীয় অশ্ব লইয়া পিতৃদেবকে সমর্পণ করিলে পিতা মহারাজ সগর সন্তানের প্রতি প্রসন্ন হইয়া সেই অশ্বদ্বারা যজ্ঞের অবশিষ্ট কর্ম্ম সম্পাদন করিলেন এবং উপযুক্ত পুত্র অংশুমানকে রাজ্যভার সমর্পণপূর্ব্বক বিষয়বাসনাশূন্য ও মোহপাপ হইতে মুক্ত হইয়া মহর্ষি ঔর্ব্বোপদিষ্ট পথানুগমনে ভজনসাধন করিতে করিতে পরমাগতি প্রাপ্ত হইলেন।

এই শ্রীভগবান্ কপিলদেবই গঙ্গাসাগরসঙ্গমে সমাধিমগ্ন অবস্থায় বিরাজিত। ইনিই দেবহূতি-নন্দন কপিলরূপে সেশ্বর সাংখ্যোপদেষ্টা। ইঁহারই সম্বন্ধে শ্রীমদ্ভাগবত তৃতীয় স্কন্ধে (ভাঃ ৩।৩৩।৩৩) কথিত হইয়াছে—

"কপিলোঽপি মহাযোগী ভগবান্ পিতুরাশ্রমাৎ।
মাতরং সমনুজ্ঞাপ্য প্রাগুদীচীং দিশং যযৌ॥"

অর্থাৎ "হে বিদুর, মহাযোগী ভগবান্ কপিলও মাতা দেবহূতির অনুমতি প্রাপ্ত হইয়া পিতার আশ্রম হইতে উত্তরাভিমুখে যাত্রা করিলেন।"

শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুর উহার টীকায় লিখিতেছেন—

কপিলো যথাবিত্যুক্তং তদেব প্রপঞ্চয়তি—কপিলোঽপীতি ত্রিভিঃ। সমনুজ্ঞাপ্য অনুজ্ঞাং প্রার্থ্য প্রাক্প্রথমং সদাচারাদুদীচীমেব দিশং যযৌ। পশ্চাদ্ গঙ্গাসাগরসঙ্গম এব স্থিরতামবাপেত্যর্থঃ॥"

অর্থাৎ শ্রীকপিলদেব মাতৃদেবীর অনুজ্ঞা প্রার্থনা করিয়া প্রথমে সদাচারহেতু উত্তরদিকে গেলেন। পশ্চাৎ গঙ্গাসাগরসঙ্গমে গিয়া স্থিরতা প্রাপ্ত হইলেন।

আমরা শ্রীমদ্ভাগবত ৯ম স্কন্ধের ৯ম অধ্যায়ে পাই—মহারাজ সগর যেরূপ নিজ পৌত্র অংশুমানের উপর রাজ্যভার ন্যস্ত করিয়া গঙ্গানয়নার্থ তপস্যায় প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন, অংশুমানও তদ্রূপ তৎপুত্র দিলীপের উপর রাজ্যভার অর্পণপূর্ব্বক গঙ্গানয়ন-নিমিত্ত তপস্যায় প্রবৃত্ত হইয়া যথাকালে পরলোকপ্রাপ্ত হন। তাঁহারা কেহই গঙ্গানয়নে সমর্থ হন নাই। অতঃপর দিলীপপুত্র ভগীরথ গঙ্গা আনয়নার্থ কঠোর তপস্যা আরম্ভ করিয়াছিলেন। তাঁহার তপস্যায় তুষ্ট হইয়া শ্রীগঙ্গাদেবী ভগীরথের নিকট আবির্ভূত হইয়া কহিলেন—বৎস ভগীরথ, আমি তোমার প্রতি প্রসন্না হইয়া বরদানার্থ তোমার নিকট আগমন করিলাম, তুমি তোমার অভীপ্সিত বর প্রার্থনা কর। ভগীরথ দেবীর পাদপদ্মে প্রণত হইয়া তৎসমীপে ভক্তিগদ্গদচিত্তে তাঁহার পূর্ব্বজ পিতৃপুরুষগণের উদ্ধরণাভিপ্রায় জ্ঞাপন করিলেন। তখন দেবী কহিলেন—'বৎস, আমি তোমার মনোঽভীষ্ট পূর-ণার্থ মর্ত্ত্যলোকে অবতরণ করিতে পারি, কিন্তু আমি আকাশ হইতে পৃথ্বীতলে অবতরণকালে কোন সমর্থ-ব্যক্তি আমার বেগ ধারণ না করিতে পারিলে আমি ত' পৃথ্বীতল ভেদ করিয়া পাতালে প্রবিষ্ট হইব ? আর একটি কথা এই যে, আমি পৃথিবীতে যাইতেও

ইচ্ছা করি না, তাহার কারণ, আমি মর্ত্ত্যে গেলে মনুষ্যসকল আমাতে আসিয়া তাহাদিগের যাবতীয় পাপ প্রক্ষালন করিবে, আমি সেই পাপরাশি আবার কোথায় গিয়া প্রক্ষালন করিব? বৎস, ইহার প্রতীকারোপায় বিশেষভাবে চিন্তা কর।" দেবীর এই বাক্য শ্রবণে তৎকৃপাপ্রাপ্ত—ভক্তিসম্পৎ-বিভূষিত ভক্তিসিদ্ধান্তবিৎ ভক্ত ভাগবত ভগীরথ কহিলেন—

"সাধবো ন্যাসিনঃ শান্তা ব্রহ্মিষ্ঠা লোকপাবনাঃ।
হরন্ত্যঘং তেঽঙ্গসঙ্গাৎ তেস্বাস্তে হ্যঘভিদ্ধরিঃ ॥"

—ভাঃ ৯।৯।৬

অর্থাৎ "হে দেবি! কর্ম্মফলে অনাসক্ত ভোগ-বাসনা-রহিত বিশুদ্ধচিত্ত বেদ-বিচারে সুনিপুণ জগৎ-পবিত্রকারী সদাচারসম্পন্ন সাধুগণ আপনার জলে স্নান করিয়া আপনার পাপ হরণ করিবেন। (যেহেতু) সাধুগণের হৃদয়ে পাপনাশন শ্রীহরি সদা বিরাজমান।"

'দেবীর বেগ ধারণ কে করিবেন?' তদুত্তরে ভগীরথ কহিলেন—

"ধারয়িষ্যতি তে বেগং রুদ্রস্ত্বাত্মা শরীরিণাম্।
যস্মিন্নোতমিদং প্রোতং বিশ্বং শাটীব তন্তুষু ॥"

—ভাঃ ৯।৯।৭

অর্থাৎ "শাটী যেমন সূত্রমধ্যে ওতপ্রোত (টানা-পোড়েন) ভাবে বর্ত্তমান থাকে, সেইরূপ এই বিশ্ব যাঁহাতে ওতপ্রোতভাবে বর্ত্তমান রহিয়াছে, সেই শরীরীদিগের অন্তর্যামী ঈশ্বর হইতে অভিন্ন শ্রীরুদ্র-দেব আপনার বেগ ধারণ করিবেন।"

ভগীরথ গঙ্গাদেবীকে এইরূপ বলিয়া শ্রীরুদ্র-দেবকে তপস্যাদ্দারা সন্তুষ্ট করিলেন। শ্রীবিষ্ণু-পাদোদ্ভবা গঙ্গার মাহাত্ম্যবিদ পরদুঃখদুঃখী বৈষ্ণব-রাজ আশুতোষ রুদ্রদেব জগজ্জীবের কল্যাণবিধানার্থ ভগীরথের প্রতি অতিশীঘ্রই সন্তুষ্ট হইয়াছিলেন।

পরমভাগবত মহারাজ ভগীরথ শিবসমীপে গঙ্গার বেগ ধারণার্থ প্রার্থনা জানাইলে করুণাময় শিবও 'তথাস্তু' বলিয়া তাহা স্বীকার করিলেন এবং ভগবৎ-পাদপূতা গঙ্গাকে অবহিতচিত্তে অর্থাৎ একাগ্রচিত্তে মস্তকে ধারণ করিলেন। বৈষ্ণবরাজ শম্ভুই ত' বিষ্ণুপাদোদ্ভবা গঙ্গার প্রকৃত মহিমা অবগত আছেন। রাজর্ষি ভগীরথ ভুবনপাবনী গঙ্গাদেবীকে তাঁহার পূর্ব্বপুরুষগণ যেস্থানে ভস্মীভূত হইয়া রহিয়াছিলেন, তথায় লইয়া চলিলেন। "আগে আগে যান ভগীরথ শঙ্খ বাজাইয়া। পিছে পিছে ধান গঙ্গা দুকূল ভাঙ্গিয়া ॥" ভগীরথ শীঘ্রগামী রথে আরোহণ করিয়া আগে আগে যাইতে লাগিলেন, আর পতিতপাবনী পরদুঃখকাতরা গঙ্গা তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ প্রবলবেগে ধাবমানা হইয়া সমস্ত দেশ পবিত্র করিতে করিতে ভগীরথের পূর্ব্বপুরুষ ভস্মীভূত ষষ্টিসহস্র সগর-সন্তানগণকে অভিষিক্ত করিলেন। মহদপরাধে নিজ নিজ শরীরাগ্নিদ্বশেই ভস্মীভূত সগরাত্মজগণ কেবল-মাত্র দেহভস্মদ্বারা যে গঙ্গোদক-স্পর্শমাত্রে স্বর্গে গমন করিলেন, সেই গঙ্গাকে শ্রদ্ধাসহকারে সেবা করিলে যে কি অপূর্ব্ব ফল লাভ হয়, তাহা আর ভাষাদ্বারা ব্যক্ত করা যায় না। শ্রীভগবান্ অনন্তপাদপদ্মসম্ভূতা গঙ্গাদেবীর সগরাত্মজগণের যে উদ্ধারমাহাত্ম্য কীর্ত্তিত হইল, তাহা কিঞ্চিন্মাত্রও বিস্ময়কর ব্যাপার নহে। তুলসী, গঙ্গা, মথুরা, ভাগবত (ভক্ত ও গ্রন্থ)—এই চারিটী তদীয় বস্তু। ইঁহাদিগের সমাদর না করিয়া তদ্‌বস্তু ভগবান্‌কে আদর করিতে গেলে ভগবান্ সে আদর কখনই স্বীকার করেন না। শ্রীভগবান্ বলেন—

"মোর ভক্ত না পূজে, আমারে পূজে মাত্র।
সে দাম্ভিক, নহে মোর প্রসাদের পাত্র ॥"

—চৈঃ ভাঃ অ ৬।৯৮

শ্রীহরিভক্তিসুধোদয়েও (১৩।৭৬) কথিত হইয়াছে—

অভ্যর্চ্চয়িত্বা গোবিন্দং তদীয়ান্নার্চ্চয়ন্তি যে।
ন তে বিষ্ণুপ্রসাদস্য ভাজনং দাম্ভিকা জনাঃ ॥

—ঐ অ ৬।৯৯ ধৃত

অর্থাৎ "যাহারা শ্রীগোবিন্দের পূজা করিয়া সেই গোবিন্দের ভক্তগণের পূজা না করে, তাহারা দাম্ভিক, কখনই বিষ্ণুর কৃপাপাত্র নহে।"

গঙ্গার আর একটি নাম জাহ্নবী। রামায়ণে ও বিষ্ণুপুরাণে কথিত হইয়াছে—"মহারাজ ভগীরথ রথে চড়িয়া অগ্রে অগ্রে চলিতে লাগিলেন। স্রোতস্বতী গঙ্গাও গ্রাম, নগর, বন, উপবন প্রভৃতি ভাসাইয়া প্রবলবেগে তাঁহার অনুগমন করিতে আরম্ভ করিলেন। মহামুনি জহ্নু আপনার আশ্রমে বসিয়া একটি যজ্ঞের আয়োজন করিতেছিলেন, গঙ্গাজলে তাঁহার যজ্ঞবাট

ভাসিয়া গেল, যজ্ঞে বিঘ্ন হইল, মুনি কিন্তু নড়িলেন না। জহ্নু চটিয়া উঠিয়া গঙ্গাকে জব্দ করিতে চিন্তা করিলেন। ভাবিয়া চিন্তিয়া পরিশেষে যোগবলে গঙ্গাকে পান করিয়া ফেলিলেন। দেবতা, গন্ধর্ব্ব, মনুষ্য প্রভৃতি সকলেই বিস্ময়াপন্ন হইলেন। গঙ্গার অভাবে কি গতি হইবে ভাবিয়া সকলেই চিন্তাকুল হইয়া উঠিলেন। পরে মুনিকে অনেক অনুনয় বিনয় করায় জহ্নু (দক্ষিণ) কর্ণরন্ধ্র দ্বারা গঙ্গাকে পরিত্যাগ করিলেন। ইহাতেই গঙ্গার নাম জাহ্নবী বা জহ্নুসুতা হইয়াছে।" (রামায়ণ ১।৪৩ অঃ)

আমরা বিশ্বকোষে 'গঙ্গা' শব্দমধ্যে জাহ্নবীর উপরিউক্ত বিবরণ পাই, কিন্তু ঐ বিশ্বকোষে 'জাহ্নবী' শব্দমধ্যে পাই—

"জহ্নুতনয়া গঙ্গা। পূর্ব্বে জহ্নুমুনি কোপপরবশ হইয়া গঙ্গাকে পান করিয়াছিলেন। পরে ভগীরথের স্তবে সন্তুষ্ট হইয়া জানু দিয়া বাহির করিয়া দেন। এইজন্য ইঁহার জাহ্নবী নাম হইয়াছে।"

শ্রীশ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ-প্রণীত শ্রীনবদ্বীপধাম মাহাত্ম্য-গ্রন্থে জহ্নুদ্বীপমাহাত্ম্য বর্ণন প্রসঙ্গে 'জহ্নুমুনি তাঁহার দক্ষিণকর্ণ দিয়া গঙ্গাকে বাহির করিয়া দেন' লিখিত থাকায় আমরা উহাকেই বহুমানন করিব। স্মৃতিশাস্ত্রে দক্ষিণকর্ণকে তীর্থস্থান বলায় শৌচাদি-কালে দক্ষিণকর্ণে উপবীত জড়ানো হয়।

মহাভারত, স্কন্দপুরাণ, ব্রহ্মপুরাণ, অগ্নিপুরাণ, ভবিষ্যপুরাণ, মৎস্যপুরাণ, কূর্ম্মপুরাণ, ব্রহ্মবৈবর্ত্ত-পুরাণ, কাশীখণ্ড প্রভৃতি বহুশাস্ত্রে গঙ্গাদেবীর মাহাত্ম্য প্রচুর পরিমাণে বর্ণিত আছে। শ্রীভগবান্ কৃষ্ণ স্বয়ং গীতাশাস্ত্রে বলিয়াছেন—'স্রোতসামস্মি জাহ্নবী' (গীঃ ১০।৩১) অর্থাৎ স্রোতস্বতী বা নদীসমূহের মধ্যে আমি জাহ্নবী বা গঙ্গা। শ্রীমদ্ভাগবতের বহুস্থানে গঙ্গার মহিমা বর্ণিত হইয়াছে। দ্বাদশস্কন্ধের শেষ-ভাগে শ্রীভাগবতপুরাণের সর্ব্বশ্রেষ্ঠতা বর্ণনপ্রসঙ্গে কথিত হইয়াছে—"নিম্নগানাং যথা গঙ্গা দেবানাম-চ্যুতো যথা। বৈষ্ণবানাং যথা শম্ভুঃ পুরাণানামিদং তথা।।" (ভাঃ ১২।১৩।১৬) অর্থাৎ "নদীগণের মধ্যে যেরূপ গঙ্গা, দেবগণের মধ্যে যেরূপ অচ্যুত বিষ্ণু এবং বৈষ্ণবগণের মধ্যে যেরূপ শম্ভু শ্রেষ্ঠ, পুরাণগণের মধ্যে তদ্রূপ শ্রীমদ্ভাগবত সর্ব্বশ্রেষ্ঠ।"

এই গঙ্গাতটেই প্রায়োপবিষ্ট অর্থাৎ মৃত্যু পর্য্যন্ত অনশনে উপবিষ্ট পরমবিরক্ত মহারাজ পরীক্ষিৎকে শ্রীল শুকদেব গোস্বামী শ্রীমদ্ভাগবত শ্রবণ করাইয়াছিলেন (ভাঃ ১।৩।৪২ ; ৪।১০ ; ১২।২৮) এবং মহারাজ পরীক্ষিৎ মহর্ষি কৃপাচার্য্যকে গুরুত্বে বরণ করিয়া এই গঙ্গাতটেই তিনটি অশ্বমেধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়াছেন। (ভাঃ ১।১৬।৪৩) এবং শ্রীবৈয়াসকি শুক-শিষ্য পরীক্ষিৎ ভগবত্তত্ত্ব সম্যক্ পরিজ্ঞাত হইয়া সর্ব্ব-বিধ আসক্তি পরিত্যাগ পূর্ব্বক এই গঙ্গায়ই স্বীয় কলেবর পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। (ভাঃ ১।১৮।৩)। শ্রীভগবান্ কপিলদেব মাতা দেবহূতিকে উপলক্ষ্য করিয়া বলিতেছেন—

"যচ্ছৌচনিঃসৃত-সরিৎপ্রবরোদকেন
তীর্থেন মূর্দ্ধ্যধিকৃতেন শিবঃ শিবোঽভূৎ।
ধ্যাতুর্মনঃশমলশৈলনিসৃষ্টবজ্রং
ধ্যায়েচ্চিরং ভগবতশ্চরণারবিন্দম্ ।।"

—ভাঃ ৩।২৮।২২

অর্থাৎ "যে চরণ-প্রক্ষালন-সলিল হইতে সমুৎপন্না সরিৎশ্রেষ্ঠা গঙ্গার পবিত্র জল মস্তকে ধারণ করিয়া শিবও শিবস্বরূপ অর্থাৎ মঙ্গলময় হইয়াছেন, যে ব্যক্তি সেই চরণ ধ্যান করেন, বজ্রনিক্ষেপফলে পর্ব্বতের ন্যায় তাঁহার মনের সকল কল্মষ ধ্বংস হয়, অতএব সেই ভগবানের চরণারবিন্দ সর্ব্বদা ধ্যান করিবে।"

শ্রীমদ্ভাগবত ৪র্থ স্কন্ধে ১ম অধ্যায়ে ১৩-১৪ শ্লোকে বর্ণিত হইয়াছে—'মরীচির পত্নী কর্দ্দমদুহিতা কলা—কশ্যপ ও পূর্ণিমা নামে দুই পুত্র প্রসব করেন। এই দুইজনের বংশদ্বারাই জগৎ পরিপূর্ণ হইয়াছে।' হে পরন্তপ বিদুর, পূর্ণিমার দুইপুত্র—বিরজ ও বিশ্বগ। এতদ্ভিন্ন দেবকূল্যা-নামে তাঁহার একটি কন্যাও জন্মিয়াছিল। এই কন্যাই জন্মান্তরে শ্রীহরির পাদ-প্রক্ষালন হইতে এই জগতে স্বর্গনদী সরিদ্বরা গঙ্গা-রূপে উৎপন্না হইয়াছিলেন ঃ—

"পূর্ণিমাসুত বিরজং বিশ্বগঞ্চ পরন্তপ।
দেবকুল্যাং হরেঃ পাদশৌচাদ্ যাভূৎ সরিদ্দিবঃ ।।"

ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণমতে—"সরস্বতী-শাপে গঙ্গার বৈকুণ্ঠ পরিত্যাগ করিয়া ভারতে আসা নিশ্চয় হইলে তিনি কাঁদিয়া আকুল হইয়া বৈকুণ্ঠপতিকে শাপ-

মোচনের কাল নির্ণয় করিতে অনুরোধ করেন। বিষ্ণু তাঁহাকে অত্যন্ত কাতরা দেখিয়া কহিলেন—

"অদ্য প্রভৃতি দেবেশি ! কলেঃ পঞ্চসহস্রকম্।
বর্ষং স্থিতিস্তে ভারত্যাঃ শাপেন ভুবি ॥"

অর্থাৎ "হে দেবেশি, আজ হইতে কলির ৫০০০ বৎসর পর্য্যন্ত সরস্বতীর শাপে মর্ত্ত্যলোকে ভারতবর্ষে তোমার অবস্থিতি হইবে, তাহার পরেই আবার আমার নিকট আসিতে পারিবে।" অপর অপর পুরাণে গঙ্গার স্থিতি সম্বন্ধে এই প্রকার লিখিত থাকিলেও বরাহপুরাণে লিখিত আছে—

"পৃথিবী গঙ্গয়া হীনা ভবিষ্যত্যন্তিমে কলৌ।"

অর্থাৎ অন্তিম কলি অর্থাৎ প্রলয়ের পূর্ব্ববর্ত্তী কলিতে পৃথিবীতে গঙ্গা থাকিবেন না।

ধর্ম্ম-মীমাংসক বিশেষজ্ঞ পণ্ডিতগণ বরাহ-পুরাণের এই বাক্যই পুরাণসমূহের উক্তির প্রকৃত মীমাংসা বলিয়া বিচার করেন।

দার্শনিকগণও বিচার করেন যে, প্রলয়ের পূর্ব্বে অতিভয়ানক একটি সূর্য্য উঠিবে। তাহার তেজে পৃথিবীর সকল জল শুকাইয়া যাইবে, তখন পৃথিবীতে নদনদী কিছুই থাকিবে না।

বঙ্গের প্রাচীন কবি কৃত্তিবাস পণ্ডিত গঙ্গার মাহাত্ম্য বর্ণনপ্রসঙ্গে লিখিয়াছেন (কৃত্তিবাসী রামায়ণ আদিকাণ্ড দ্রষ্টব্য)—

ভগীরথ প্রথমে ইন্দ্রের তপস্যা করেন, পরে ইন্দ্র-দেব তৎপ্রতি প্রসন্ন হইয়া তাঁহাকে শিবের আরাধনা করিতে বলেন। অতঃপর তিনি শিবারাধনায় প্রবৃত্ত হইয়া শিবের কৃপালাভ করেন। পরে শিবাদেশে বিষ্ণুর আরাধনায় প্রবৃত্ত হইলে বিষ্ণু তাঁহাকে লইয়া ব্রহ্মলোকে যান। বিষ্ণু মায়াবিস্তার করিয়া ব্রহ্ম-লোকের সমস্ত জল হরণ করেন। ব্রহ্মা তাঁহার কমণ্ডলুমধ্যস্থ গঙ্গাদ্বারা শ্রীবিষ্ণুর চরণপূজা করেন, বিষ্ণু প্রসন্ন হইয়া ভগীরথকে একটি শঙ্খ দিলেন। ব্রহ্মাও ভগীরথকে একখানি রথ দিলেন। ভগীরথ সেই রথারোহণে আগে আগে শঙ্খ বাজাইতে বাজাইতে চলিতে লাগিলেন, গঙ্গাদেবীও প্রসন্নচিত্তে প্রবলবেগে তাঁহার অনুগমন করিতে থাকিলেন। প্রয়াগে গঙ্গা, যমুনা ও সরস্বতী ত্রিধারা মিলিত হইলেন। প্রয়াগ মহাতীর্থ হইলেন, কাশীধামে গঙ্গা উত্তরবাহিনী। গঙ্গার উভয় তীরেই বহু বহু ভুবনপাবন তীর্থ বিরা-জিত। তীর্থশ্রেষ্ঠা গঙ্গা বহু দেশ দেশান্তর পবিত্র করিতে করিতে সাগরে আসিয়া মিলিতা হইয়াছেন। তাহাই মহাতীর্থ 'গঙ্গাসাগরসঙ্গম' নামে প্রসিদ্ধ।

[আমরা প্রবন্ধান্তরে গঙ্গাদেবীর আরও মহিমা প্রকাশ করিবার ইচ্ছা পোষণ করিতেছি।]

শ্রীগৌরপার্ষদ ও গৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্যগণের সংক্ষিপ্ত চরিতামৃত

[ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ]

(৪৮)

শ্রীকমলাকর পিপ্পলাই

'কমলাকরঃ পিপ্পলাই নাম্নাসীদ্ যো মহাবলঃ'
—গৌরগণোদ্দেশ দীপিকা-১২৮

যিনি ব্রজে দ্বাদশগোপালের অন্যতম 'মহাবল' ছিলেন, তিনিই গৌরলীলায় নিত্যানন্দপার্ষদ 'কমলা-কর পিপ্পলাই' রূপে অবতীর্ণ হইয়াছেন।

"কমলাকর পিপ্পলাই অলৌকিক রীত।
অলৌকিক প্রেম তাঁর ভুবনে বিদিত ॥"
—চৈঃ চঃ আ ১১।২৪

"'মহাবল' গোপাল যে ছিল বৃন্দাবনে।
কমলাকর পিপ্পলাই সেই সে এখানে ॥

দিবারাত্র করে রাধাকৃষ্ণ-গুণগান।
নিত্যানন্দপ্রভু শাখা বৈষ্ণবের প্রাণ ॥

গঙ্গার পশ্চিমতীরে মাহেশে রহিল।
জগন্নাথ-প্রতিমূর্ত্তি সেবা কৈল ॥"
—বৈষ্ণবাচারদর্পণ

'আকনে মাহেশে জন্ম জাগেশ্বরে স্থিত ।
কমলাকর পিপ্পলাই এই যে লিখিত ॥'
—শ্রীপাটপর্য্যটন

শ্রীগৌড়ীয়-বৈষ্ণব-অভিধানে কমলাকর পিপ্পলাইর আবির্ভাবকাল নির্দ্দেশিত হইয়াছে ১৪১৪ শকাব্দ, ৮৯৯ বঙ্গাব্দ। তাঁহার পিতৃদেব ধনাঢ্য ভূম্যধিকারী ছিলেন। তাঁহার আবির্ভাবস্থান সুন্দরবনে 'খালিজুলি' গ্রামে। কনিষ্ঠ ভ্রাতার নাম শ্রীনিধিপতি পিপ্পলাই। ইনি রাঢ়ীয়শ্রেণীর শৌক্র ব্রাহ্মণকুলে আবির্ভূত হইয়াছিলেন।

ইনি 'খালিজুলি' গ্রামে আবির্ভূত হইলেও হুগলী জেলান্তর্গত শ্রীরামপুর রেলষ্টেশন হইতে ২॥ মাইল দূরবর্ত্তী 'মাহেশে' যাইয়া অবস্থান করিয়াছিলেন। মাহেশের 'শ্রীজগন্নাথবিগ্রহ' ইঁহারই প্রতিষ্ঠিত। পূর্ব্বে মাহেশ গ্রাম জঙ্গলে পরিপূর্ণ ছিল। তথায় কমলাকর পিপ্পলাইর শুভাগমনের পর উহা সুন্দর গ্রামে পরিণত এবং উহার খ্যাতি সর্ব্বত্র বিস্তৃত হয়।

শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুর চৈতন্যচরিতামৃতে তাঁহার লিখিত অনুভাষ্যে 'কমলাকর পিপ্পলাই' সম্বন্ধে দুইটী কিংবদন্তীর বিষয় উল্লেখ করিয়াছেন ঃ—

(১) শ্রীকমলাকর পিপ্পলাইর কনিষ্ঠ ভ্রাতা শ্রীনিধিপতি পিপ্পলাই জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার অন্বেষণে বহু স্থান ভ্রমণ করিয়া শেষে 'মাহেশ' গ্রামে যাইয়া তাঁহার দর্শন লাভ করিলেন। তিনি অনেক চেষ্টা করিয়াও ভ্রাতাকে দেশে ফিরাইতে না পারিয়া নিজেই পরিজনবর্গসহ তথায় যাইয়া বাস করিয়াছিলেন। এখনও মাহেশ গ্রামে কমলাকর পিপ্পলাইর বংশের বিশঘর দ্বিজ বাস করিতেছেন।

(২) 'ধ্রুবানন্দ' নামক জনৈক উদাসীন বৈষ্ণব পুরুষোত্তমক্ষেত্রে গিয়াছিলেন। তাঁহার নিজ হস্তে রন্ধন করিয়া শ্রীজগন্নাথদেবকে ভোগ দিবার প্রবল ইচ্ছা হইলে শ্রীজগন্নাথদেব স্বপ্নে তাঁহাকে গঙ্গাতীরে মাহেশে যাইয়া শ্রীজগন্নাথ প্রতিষ্ঠার পর নিজ হস্তে রন্ধন করিয়া ভোগ দিবার জন্য নির্দ্দেশ করিলেন। ধ্রুবানন্দ মাহেশে যাইয়া দেখিলেন শ্রীজগন্নাথ, শ্রীবলদেব ও শ্রীসুভদ্রা জলে ভাসিতেছেন। তিনি গঙ্গাজল হইতে তাঁহাদিগকে উত্তোলন করিয়া গঙ্গাতীরে একটী কুটীর নির্ম্মাণ করিয়া তাঁহাদের সেবা করিতে লাগিলেন। তাঁহার অপ্রকটকালে কোন্ ব্যক্তি শ্রীজগন্নাথের সেবা সুষ্ঠুরূপে করিবেন এই বিষয়ে চিন্তামগ্ন হইলে শ্রীজগন্নাথদেব স্বপ্নে দর্শন দিয়া বলিলেন—'সুন্দরবনের নিকটে খালিজুলি' গ্রামে 'কমলাকর পিপ্পলাই' নামে আমার (শ্রীজগন্নাথের) ভক্ত একজন পরমবৈষ্ণব আছেন। তিনি আমার দ্বারা স্বপ্নাদিষ্ট হইয়া তোমার নিকট আসিবেন, তাঁহাকে উক্ত সেবা সমর্পণ করিবে।' পরদিনই কমলাকর পিপ্পলাই স্বপ্নাদিষ্ট হইয়া তথায় আসিলে 'ধ্রুবানন্দ' তাঁহাকে শ্রীজগন্নাথ, শ্রীবলদেব ও শ্রীসুভদ্রার সেবা প্রদান করিলেন। কমলাকর পিপ্পলাই শ্রীজগন্নাথদেবের সেবার অধিকার লাভের পর 'অধিকারী' উপাধি প্রাপ্ত হইলেন। তদবধি তাঁহার বংশে 'অধিকারী' উপাধি প্রচলিত হইয়াছে। রাঢ়ীয় শ্রেণীর শৌক্রব্রাহ্মণগণের পঞ্চান্ন প্রকার গ্রামীর মধ্যে পিপ্পলাই অন্যতম।

ভক্ত ভগবানের সেবার জন্য সর্ব্বদা উৎকণ্ঠিত ব্যাকুল থাকেন, এজন্য ভগবান্ ভক্তকে সেবার জন্য নির্দ্দেশ দেন, অভক্তকে দেন না। কমলাকর পিপ্পলাই শ্রীজগন্নাথদেবের আদেশ প্রাপ্তি মাত্র নিজেকে কৃতকৃতার্থ মনে করিয়া তৎক্ষণাৎ গৃহপরিজনবর্গ সব ত্যাগ করিয়া মাহেশে চলিয়া আসিলেন। স্থূল-সূক্ষ্ম-ইন্দ্রিয়তর্পণে রুচিবিশিষ্ট কামাতুর বদ্ধজীবগণ বিষ্ণু-বৈষ্ণবের সেবার নামে ভীত হয়। সর্ব্বদা উহা বোঝা বলিয়া মনে করে, তাহারা নানা ফিকিরে সেবা হইতে তফাৎ থাকিবার চেষ্টা করে, বিষ্ণু-বৈষ্ণব সেবাপ্রাপ্তিকে ধনজাতীয় মনে করে না, ধনে যেমন বিষয়ভোগকেই সুখ ও লাভজনক বলিয়া মনে হয়, ভক্ত তেমন বিষ্ণু-বৈষ্ণব-সেবা প্রাপ্তিকেই পরমধন বলিয়া বিচার করেন। লোকলোচনে ভক্ত গৃহস্থাশ্রমে থাকার লীলা করিলেও, তাঁহারা সাধারণ বিষয়ী গৃহীর ন্যায় নহেন। ভগবদিচ্ছাক্রমে ভক্তগণ গৃহস্থাশ্রমে থাকিলেও তাঁহাদের চিত্ত সর্ব্বদা ভগবদ্বিরহে তন্ময়তাপ্রাপ্ত হওয়ায় ভগবানের নির্দ্দেশমাত্র পরমোল্লাসে সংসার-সম্বন্ধ পরিত্যাগ করতঃ তাঁহারা ভগবৎসেবায় নিয়োজিত হইতে পারেন। এই সংসার ত্যাগ জ্ঞানযোগীর ন্যায় কষ্টকল্পিত নহে, ইহা স্বাভাবিক ও স্বতঃস্ফূর্ত্ত।

কমলাকর পিপ্পলাইর পুত্রের নাম চতুর্ভুজ; চতুর্ভুজের পুত্রদ্বয় শ্রীনারায়ণ ও শ্রীজগন্নাথ, শ্রীনারায়ণের পুত্র জগদানন্দ এবং জগদানন্দের পুত্র রাজীব-লোচন—শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুর এইরূপ তাঁহাদের বংশের কএক পুরুষ বর্ণন করিয়াছেন। কমলাকর পিপ্পলাইর প্রকটকালে শ্রীজগন্নাথদেবের সেবায় প্রথমদিকে বেশ অর্থকৃচ্ছ্রতা ছিল। ক্রমশঃ মাহেশের জগন্নাথের মহিমা চতুর্দ্দিকে ব্যাপ্ত হইয়া পড়িলে ঢাকার নবাব ওয়ালিশ সা (সুজা ?) ১০৬০ বঙ্গাব্দে শ্রীজগন্নাথদেবকে ১১৮৫ বিঘা জমী দান করেন। মাহেশের ১৷৷ ক্রোশ পশ্চিমে জগন্নাথপুর গ্রামে উক্ত জমি। জগন্নাথের নাম হইতে উক্ত মৌজার নাম জগন্নাথপুর হয়।

শ্রীনিত্যানন্দবংশবিস্তার গ্রন্থে এইরূপ লিখিত আছে—

'মাহেশনিবাসী এক বিপ্র শুদ্ধচিত্ত।
বিষ্ণু-বৈষ্ণবপূজা তাঁর নিত্যকৃত্য ॥
সুধাময় নাম পিপ্‌লায়ের জামাতা।
বিদ্যুন্মালা নাম হয় তাঁহার বনিতা ॥"

'কমলাকর পিপ্‌লাইর কন্যা' বিদ্যুন্মালার সহিত মাহেশনিবাসী শ্রীসুধাময় চট্টোপাধ্যায়ের বিবাহ হয়। তাঁহাদের কন্যা নারায়ণীদেবী। শ্রীবীরভদ্র প্রভুর সহিত নারায়ণীদেবীর বিবাহ হয়। মাহেশের অধিকারিগণের মতে কন্যার নাম 'রাধারাণী' —গৌড়ীয় বৈষ্ণব অভিধান

শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর শ্রীবীরভদ্রপ্রভু সম্বন্ধে এইরূপ লিখিয়াছেন—হুগলীজেলার অন্তর্গত ঝামটপুর গ্রামনিবাসী যদুনাথাচার্য্যের ঔরসে বিদ্যুন্মালার (লক্ষ্মীর) গর্ভজাত কন্যা শ্রীমতীকে এবং তাঁহাদের পালিতা কন্যা নারায়ণীকে শ্রীবীরভদ্র প্রভু বিবাহ করেন।

'শ্রীযদুনন্দন, শুদ্ধচিত্ত হন,
নানাবিধ গুণালয়।
ভার্য্যা বিদ্যুন্মালা, লক্ষ্মীসম লীলা,
পিতা যাঁর পিপ্‌লাই ॥
মাহেশে নিবাস, জগন্নাথে আশ,
অন্য আশা কিছুই নাই।
শ্রীকমলাকর, যাহার শ্বশুর,
জামাতা যদুনন্দন ॥'

—বৈষ্ণবাচারদর্পণ

শ্রীকমলাকর পিপ্পলাই ১৪৩৯ শকাব্দে পানিহাটীতে দণ্ডমহোৎসবে, খেতুরী মহোৎসবে এবং কাটোয়ায় দাসগদাধর-প্রদত্ত মহোৎসবে উপস্থিত ছিলেন।

"কমলাকর পিপ্পলাই বড় ভাবের উদ্দাম।
নিত্যানন্দ দিলা যাঁরে পাণিহাটী গ্রাম ॥"

—বিজয়খণ্ডে

খড়দহ হইতে শ্রীজাহ্নবাদেবী সগণে খেতুরী উৎসবে যোগদানের সময় কমলাকর পিপ্পলাই উপস্থিত ছিলেন—শ্রীভক্তিরত্নাকর গ্রন্থে (১০।৩৭৫) উল্লিখিত হইয়াছে—

"শ্রীশঙ্কর, শ্রীকমলাকর পিপ্পলাই।
নৃসিংহ, চৈতন্য, জীব, পণ্ডিত কানাই ॥"

বৈষ্ণবাচারদর্পণমতে ইনি কন্যাকে বিবাহ দিয়া বৃন্দাবনধাম যান এবং তথায় অবস্থানকালে অপ্রকট হন। মাহেশের অধিকারিগণ বলেন কমলাকর পিপ্পলাইর তিরোধান ১৪৮৫ শকাব্দে ৯৭০ বঙ্গাব্দে ৭১ বৎসর বয়সে চৈত্রী শুক্লা ত্রয়োদশী তিথিতে।

কলিকাতা মঠে শ্রীজন্মাষ্টমী-উৎসব

পাঁচদিনব্যাপী ধর্ম্মসম্মেলন ও নগর-সংকীর্ত্তন-শোভাযাত্রা

নিখিল ভারত শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাতা নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী মহারাজ বিষ্ণুপাদের কৃপাশীর্ব্বাদ প্রার্থনামুখে শ্রীকৃষ্ণজন্মাষ্টমী উপলক্ষে তৎকর্ত্তৃক প্রবর্ত্তিত পাঁচদিনব্যাপী ধর্ম্মানুষ্ঠান এইবার ১৬ ভাদ্র, ২ সেপ্টেম্বর শুক্রবার হইতে ২০ ভাদ্র, ৬ সেপ্টেম্বর

মঙ্গলবার পর্য্যন্ত হেড অফিস ও রেজিষ্টার্ড অফিস কলিকাতা ৩৫, সতীশ মুখার্জ্জি রোডস্থিত শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠে সুসম্পন্ন হইয়াছে। কলিকাতা সহরের বিভিন্ন অঞ্চল হইতে এবং মফঃস্বল হইতে এই বৃহৎ অনুষ্ঠানে যোগদানের জন্য মঠে বিপুল সংখ্যক নরনারীর সমাবেশ হইয়াছিল

১৬ ভাদ্র ২ সেপ্টেম্বর শুক্রবার শ্রীকৃষ্ণাবির্ভাব-অধিবাস বাসরে শ্রীভগবানের আবাহনগীতি শ্রীনাম-সংকীর্ত্তনযোগে সম্পন্ন করিবার জন্য শ্রীমঠ হইতে উক্ত দিবস অপরাহ্ন ৪ ঘটিকায় বিরাট নগর-সংকীর্ত্তন-শোভাযাত্রা বাহির হয়। শোভাযাত্রা দক্ষিণ কলিকাতার মুখ্য মুখ্য রাস্তা পরিভ্রমণান্তে সন্ধ্যা ৬ ঘটিকায় ফিরিয়া আসে। শ্রীজন্মাষ্টমী বাসরে শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাব যাহাতে হৃদয়ে কথঞ্চিৎ অনুভূতির বিষয় হয় এইরূপ আশা লইয়া ভক্তগণ সমস্ত রাস্তা আকুলভাবে কৃষ্ণকে ডাকিতে ডাকিতে নৃত্য করিতে করিতে চলিতে থাকেন। শ্রীকৃষ্ণের কৃপায় প্রথমদিকে আকাশ মেঘাচ্ছন্ন হইলেও সংকীর্ত্তনকালে আবহাওয়া অনুকূল থাকায় ভক্তগণের আনন্দোৎসাহ আরও বর্দ্ধিত হয়। মঠের ব্রহ্মচারী সেবকগণ ছাড়াও মেদিনীপুর জেলার আনন্দপুরনিবাসী ও মেচেদানিবাসী ভক্তগণ পরমোৎসাহে মৃদঙ্গবাদন সেবা সম্পাদন করেন।

পরদিবস ১৭ ভাদ্র ৩ সেপ্টেম্বর শনিবার শ্রীকৃষ্ণা-বির্ভাব তিথিপূজা-উপবাস, সমস্তদিন ভাগবত দশম স্কন্ধ পারায়ণ, সন্ধ্যারাত্রিকান্তে ধর্ম্মসম্মেলন, রাত্রি ১১টায় শ্রীমদ্ভাগবত হইতে শ্রীকৃষ্ণের জন্মলীলা-প্রসঙ্গ পাঠ, মধ্যরাত্রে শ্রীকৃষ্ণবিগ্রহের মহাভিষেক—পূজা—ভোগরাগ এবং সংকীর্ত্তন সহযোগে অনুষ্ঠিত হয়। পরমপূজ্যপাদ শ্রীমদ্ভক্তিপ্রমোদ পুরী গোস্বামী মহারাজের মূল পৌরোহিত্যে এবং ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তি-ললিত গিরি মহারাজ, শ্রীকান্ত ব্রহ্মচারী প্রভৃতির সহায়তায় শ্রীবিগ্রহগণের মহাভিষেক ভোগরাগাদি সুসম্পন্ন হইলে শেষরাত্রি আড়াই ঘটিকায় ব্রতপালন-কারী সহস্রাধিক নরনারীকে ফলমূলাদি অনুকল্প প্রসাদ দেওয়া হয়।

১৮ ভাদ্র নন্দোৎসববাসরে মহোৎসবে অগণিত নরনারীকে খেচরান্ন, পরমান্ন মহাপ্রসাদের দ্বারা আপ্যায়িত করা হয়।

শ্রীমঠের সংকীর্ত্তনভবনে অনুষ্ঠিত সান্ধ্য ধর্ম্ম-সম্মেলনে সভাপতিপদে বৃত হন কাল্না শ্রীগোপীনাথ গৌড়ীয় মঠের অধ্যক্ষ প্রপূজ্যচরণ শ্রীমদ্ভক্তিপ্রমোদ পুরী গোস্বামী মহারাজ, কলিকাতা হাইকোর্টের মাননীয় বিচারপতি শ্রীমহীতোষ মজুমদার, কলিকাতা হাইকোর্টের মাননীয় বিচারপতি শ্রীমুকুলগোপাল মুখোপাধ্যায় ও কলিকাতা হাইকোর্টের মাননীয় বিচারপতি শ্রীবিমল চন্দ্র বসাক। শ্রীজয়ন্ত কুমার মুখোপাধ্যায় ও শ্রীমদ্ বিনোদকিশোর গোস্বামী, এম-এ সাহিত্যতীর্থ, ভাগবত ভগীরথ তৃতীয় ও চতুর্থ দিবসে প্রধান অতিথির আসন গ্রহণ করেন। ধর্ম্ম-সভার দ্বিতীয় অধিবেশনে শ্রীজন্মাষ্টমীবাসরে পশ্চিম-বঙ্গ সরকারের প্রাক্তন আই-জি-পি প্রধান বক্তারূপে এবং ত্রিপুরা পাব্লিক সার্ভিস কমিশনের চেয়ারম্যান শ্রীদামোদর পাণ্ডা বিশিষ্ট অতিথিরূপে ভাষণ দেন। এতদ্ব্যতীত ধর্ম্মসম্মেলনে বক্তৃতা করেন কলিকাতা বেহালা শ্রীচৈতন্য আশ্রমের অধ্যক্ষ পূজ্যপাদ ত্রিদণ্ডি-স্বামী শ্রীমদ্ভক্তিকুমুদ সন্ত মহারাজ, চেত্লা শ্রীগৌড়ীয় মঠের পূজ্যপাদ ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিকঙ্কন তপস্বী মহারাজ, পূজ্যপাদ শ্রীমদ্ কৃষ্ণকেশব ব্রহ্মচারী ভক্তি-শাস্ত্রী, কলিকাতা মঠের মঠরক্ষক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিললিত গিরি মহারাজ, শ্রীমঠের বর্ত্তমান আচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ, শ্রীমঠের যুগ্ম-সম্পাদক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিহৃদয় মঙ্গল মহারাজ, শ্রীমঠের সহ-সম্পাদক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিসুন্দর নারসিংহ মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিবিজয় বামন মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তি-সৌরভ আচার্য্য মহারাজ ও ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তি-রক্ষক নারায়ণ মহারাজ। সভায় যথাক্রমে নির্দ্ধারিত আলোচ্য বিষয়সমূহ—'ঈশ্বর, জীব ও জগৎ', 'অখিল রসামৃতমূর্ত্তি শ্রীকৃষ্ণ', 'প্রেমবশ্য ভগবান্', 'পঞ্চম পুরুষার্থ শ্রীকৃষ্ণপ্রেম', 'যুগধর্ম্ম প্রবর্ত্তক শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু'। সভাপতি, প্রধান অতিথি, প্রধান বক্তা, বিশিষ্ট অতিথি ও বিশিষ্ট বক্তাগণ সকলেই বিভিন্ন দিনে তাঁহাদের ভাষণে উপরিউক্ত আলোচ্য বিষয়-সমূহের উপর প্রচুর আলোকসম্পাত করেন।

শ্রীপরেশানুভব ব্রহ্মচারীর মুখ্য সেবাপ্রচেষ্টায় পরমাকর্ষণীয় বিদ্যুৎ-সঞ্চালিত শ্রীকৃষ্ণলীলা প্রদর্শনীর যে ব্যবস্থা হইয়াছিল, তন্মধ্যে দর্শনীয় দৃশ্যগুলি ছিল 'শ্রীকৃষ্ণজন্মলীলা', 'শ্রীগোবর্দ্ধন ধারণলীলা', 'ধেনুকাসুর বধলীলা', 'অক্রূরের রথে কৃষ্ণ-বলরামের মথুরা যাত্রা'। প্রদর্শনী দর্শনের জন্য মঠে প্রত্যহ অগণিত দর্শনার্থীর ভীড় হইত।

এইবার মঠে অতিথিগণের সংখ্যাধিক্যহেতু, উৎসবের দিন অগণিত ভক্তের আগমন হওয়ায়, স্নান ও পানীয় জলের খুব অভাব হইয়া পড়ে। অতিথিগণের অত্যন্ত কষ্ট হয়। সেই সময় পাম্প নষ্ট হওয়ায় এবং কর্পোরেশন হইতেও জল যথাসময়ে না পৌঁছায় মঠকর্তৃপক্ষ কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া পড়িয়াছিলেন। এইপ্রকার জলকষ্ট পূর্ব্বে কখনও অনুভূত হয় নাই। উৎসবের সুশৃঙ্খলতার জন্য মঠকর্ত্তৃপক্ষের বিকল্প ব্যবস্থার কথা চিন্তা করা সুসমীচীন মনে করি।

বিরহ-সংবাদ

শ্রীপ্রণবানন্দ দাসাধিকারী, গোয়ালপাড়া ঃ—

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাতা নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী মহারাজ বিষ্ণুপাদের কৃপাভিষিক্ত আসাম প্রদেশের গোয়ালপাড়া জেলার দেপালচুংনিবাসী প্রাচীন নিষ্ঠাবান্ গৃহস্থ ভক্ত শ্রীপ্রণবানন্দ দাসাধিকারী প্রভু বিগত ৭ ভাদ্র (১৩৯৫), ২৪ আগষ্ট (১৯৮৮) বুধবার শুক্লাদ্বাদশী তিথিবাসরে প্রাতঃ ৭-৩০ ঘটিকায় তাঁহার দেপালচুংস্থিত নিজালয়ে প্রায় ৮০ বৎসর বয়সে স্বধামপ্রাপ্ত হইয়াছেন। তাঁহার পূর্ব্বনাম শ্রীপ্রতাপ চন্দ্র রাভা। তিনি দীক্ষিত হওয়ার পর অতীব উদ্যমের সহিত স্বয়ং আচরণমুখে তাঁহাদের বংশীয় নরনারীগণের মধ্যে শ্রীমন্মহাপ্রভুর শুদ্ধভক্তিধর্ম্ম প্রচার করিয়াছিলেন। তাঁহার প্রচারফলে বহু নরনারী শুদ্ধভক্তি সদাচার গ্রহণ করতঃ গৌরবিহিত ভজনে ব্রতী হইয়াছিলেন। গোয়ালপাড়া অঞ্চলে পরমারাধ্য শ্রীল গুরুদেবের প্রচারকার্য্যে এবং পরবর্ত্তিকালে গোয়ালপাড়া মঠ প্রতিষ্ঠা হইলে উক্ত মঠের মহোৎসবাদি অনুষ্ঠানে তিনি কায়মনোবাক্যে সেবার জন্য যত্ন করিতেন। তৎকালে গোয়ালপাড়া অঞ্চলে প্রণবানন্দ প্রভুকে বাদ দিয়া কোন অনুষ্ঠানের কথা চিন্তাই করা যাইত না। গোয়ালপাড়া অঞ্চলের ভক্তগণের সরলতায় আকৃষ্ট হইয়া পরমারাধ্য শ্রীল গুরুদেব সপার্ষদে কএকবার দেপালচুং (গোয়ালপাড়া) এ শুভপদার্পণ করিয়াছিলেন। তন্মধ্যে দুইবার প্রণবানন্দ প্রভুর গৃহেতে অবস্থান করিয়াছিলেন। বৈষ্ণবগণ যখনই প্রচারের জন্য দেপালচুংএ পৌঁছিতেন তিনি তাঁহার সাধ্যমত তাঁহাদের যথোপযুক্ত সেবার ব্যবস্থা করিতেন। তিনি গুরুদেবের এবং বৈষ্ণবগণের অত্যন্ত প্রিয়পাত্র ছিলেন, যেজন্য অত্যন্ত শুভদিনে শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দের ঝুলনযাত্রা উৎসবকালে শ্রীল রূপগোস্বামী ও শ্রীল গৌরীদাস পণ্ডিত গোস্বামীর তিরোভাব-তিথিবাসরে স্বধাম প্রাপ্ত হইলেন। স্বধাম প্রাপ্তির এক পক্ষকালবাদে বৈষ্ণববিধানানুসারে শ্রীল গুরুদেবের শ্রীচরণাশ্রিত দীক্ষিত শিষ্য শ্রীউদ্ধব দাসাধিকারী প্রভু প্রণবানন্দ প্রভুর পারলৌকিককৃত্য সুসম্পন্ন করেন। উক্ত বিরহ-উৎসবে যোগদানকারী নরনারীগণকে বিচিত্র মহাপ্রসাদের দ্বারা পরিতৃপ্ত করা হয়।

প্রণবানন্দ প্রভুর স্বধামপ্রাপ্তিতে শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠাশ্রিত ভক্তমাত্রই অত্যন্ত বিরহসন্তপ্ত।

শ্রীব্রজমণ্ডল-পরিক্রমা

[পূর্ব্বপ্রকাশিত ৭ম সংখ্যা ১৪৮ পৃষ্ঠার পর]

অন্ধসদৃশ হইবেন। মথুরাপুরীর স্ত্রীগণের রজনী সুপ্রভাত হইয়াছে। তাঁহাদের নিশ্চয়ই সকল মনোরথ পূর্ণ হইবে। যে ক্রূর ব্রজের প্রাণপ্রিয়তম কৃষ্ণকে হরণ করিয়া লইয়া যাইতেছেন, তাঁহার অক্রূর নাম সঙ্গত হয় নাই। দৈব নিশ্চয়ই তাঁহাদের প্রতিকূল, নতুবা বৃদ্ধ ব্রজবাসিগণও কেন শ্রীকৃষ্ণের গমনে বাধা দিতেছেন না।' গোপীগণ অতঃপর লজ্জা পরিত্যাগ করতঃ কৃষ্ণের নামোচ্চারণ পূর্ব্বক রোদন করিয়া মাধবের গমন নিবারণের চেষ্টা করিলেন। অক্রূর তৎসত্ত্বেও রথ পরিচালনা করিলেন। গোকুলবাসিগণ কৃষ্ণের পশ্চাৎ পশ্চাৎ শকটারোহণে ধাবিত হইলেন। গোপীগণ কিছুদূর অনুগমন করিলে কৃষ্ণ নিরীক্ষণাদি দ্বারা তাঁহাদের সন্তোষ জন্মাইয়া এবং দূতের মাধ্যমে শীঘ্র প্রত্যাবর্ত্তনের কথা জানাইয়া তাঁহাদিগকে সান্ত্বনা প্রদান করিলেন। গোপীগণ যতক্ষণ রথের ধ্বজা ও রথপরিচালনহেতু উত্থিত ধূলি দেখিতে পাইয়াছিলেন, ততক্ষণ পর্য্যন্ত চিত্রার্পিতের ন্যায় দাঁড়াইয়া থাকিয়া হতাশভাবে ফিরিয়া আসিলেন। যমুনার তটে রথ আসিয়া পেঁৗছিলে রথ থামাইয়া রাম-কৃষ্ণ যমুনার জল পান ও তথায় আচমনাদি করার পর পুনরায় রথে বসিলেন। অক্রূর তাঁহাদের আদেশ লইয়া কালিন্দীহ্রদে (যমুনাহ্রদ) অবগাহন পূর্ব্বক প্রণব জপ করিতে থাকিলে জলমধ্যে রাম-কৃষ্ণকে দেখিতে পাইলেন। জলের মধ্যে রাম-কৃষ্ণের অবস্থিতি কিরূপে সম্ভব, চিন্তা করিয়া বিস্ময়ান্বিত হইয়া জল হইতে উঠিয়া তাঁহাদিগকে রথারূঢ় দেখিতে পাইলেন। জলমধ্যে যাহা দেখিয়াছেন, তাহা সত্য কি মিথ্যা জানিবার জন্য অক্রূর পুনরায় জলে ডুব দিলেন। এইবার অক্রূর দেখিলেন—অসুর-সিদ্ধ-ভুজঙ্গরাজ-গণ-স্তুত সহস্রফণাধর শ্রীঅনন্তদেবকে। আবার সেই অনন্তদেবের ক্রোড়ে নবনীরদবর্ণ পীতাম্বর চতুর্ভুজ ষড়ৈশর্য্যপূর্ণ বাসুদেবকে দেখিলেন, তিনি পার্ষদগণ পরিবেষ্টিত ও পরিসেবিত এবং ব্রহ্মাদি দেবগণ ও সনকাদি মুনিগণের দ্বারা স্তূয়মান হইয়া বিরাজিত আছেন। তদ্দর্শনে সাতিশয় প্রীত হইয়া অক্রূর গদ্গদ বাক্যে বদ্ধাঞ্জলি পূর্ব্বক ভগবানের স্তব করিয়াছিলেন। অক্রূরঘাটে যে লীলা হইয়াছিল, ইহা তাহার সংক্ষিপ্ত বিবরণ।

১৭ কার্ত্তিক, ১৩৯১ ; ৩ নভেম্বর, ১৯৮৪ শনিবার বিল্ববন পরিক্রমা এবং তৎপরদিবস শ্রীউত্থানৈকাদশীতিথিতে শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠাতা পরমারাধ্য গুরুদেব নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী মহারাজের শুভাবির্ভাব-তিথিপূজা ও শ্রীব্যাসপূজা অনুষ্ঠিত হয়। ১২ কার্ত্তিক, ২৯ অক্টোবর সোমবার হইতে ১৬ কার্ত্তিক, ২ নভেম্বর শুক্রবার পর্য্যন্ত শ্রীবৃন্দাবনে বিভিন্ন মন্দির ও দর্শনীয় স্থানসমূহ সংকীর্ত্তন-শোভাযাত্রা-সহযোগে দর্শন করা হয়। শ্রীমঠের আচার্য্য অসুস্থতাবশতঃ বৃন্দাবনে দর্শনকালে ভক্তগণের সহিত যাইতে পারেন নাই। বৃন্দাবন পরিক্রমাকালে অকস্মাৎ ভারতের প্রধান মন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীর ৩১ অক্টোবর দেহাবসান হওয়ায় গুরুতর বিক্ষোভজনিত ভারতের সর্ব্বত্র ভীষণ অশান্তির সৃষ্টি হয়। ট্রেন, বাস, যানবাহন চলাচল বন্ধ হইয়া যায়। মঠে কিছু খাদ্যদ্রব্য সংগৃহীত ছিল বলিয়া যাত্রিগণের আহারের সংস্থান কোনও প্রকারে নির্ব্বাহ করা সম্ভব হয়। খাদ্যদ্রব্য দুষ্প্রাপ্য ও দ্রব্যমূল্য দ্বিগুণ তিনগুণ হয়। চণ্ডীগড় হইতে রিজার্ভ বাসে মঠরক্ষক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তি-সর্ব্বস্ব নিষ্কিঞ্চন মহারাজের তত্ত্বাবধানে পাঞ্জাবের ভক্তবৃন্দ ব্রজমণ্ডলে গোবর্দ্ধনাদি দর্শন করিয়া গোকুল মহাবনে আসিয়া পেঁৗছিলে তথায় দুইদিন আবদ্ধ হইয়া পড়েন, পরে কোনও প্রকারে বৃন্দাবন মঠে আসিয়া পেঁৗছেন। বৃন্দাবনে বেশ কিছুদিন যানবাহন সম্পূর্ণ বন্ধ থাকে। মথুরা হইতে ট্রেন চলাচলও আরম্ভ হইতে কিছুদিন অতিবাহিত হয়। তাহাতে মঠ-কর্ত্তৃপক্ষগণ চিন্তিত হন কি করিয়া কলিকাতার যাত্রিগণ ৯ই নভেম্বর দিল্লী হইতে দিল্লী-হাওড়া এক্সপ্রেসে রিজার্ভ বার্থে প্রত্যাবর্ত্তন করিবেন। শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গের কৃপায় ৮ই নভেম্বর হইতে দিনের বেলা প্রাতঃ ৬টা হইতে ৭টা পর্য্যন্ত সান্ধ্য আইন উঠাইয়া

লইলে কিছু গাড়ী চলাচল আরম্ভ হয়, তাহাতে কিছু আশার সঞ্চার হয়। শ্রীমঠের আচার্য্য শরীর সম্পূর্ণ সুস্থ না থাকিলেও শ্রীপাদ ভক্তিপ্রসাদ পুরী মহারাজের সহিত শ্রীভূধারী ব্রহ্মচারীকে লইয়া মথুরা-দিল্লী ছুটাছুটী করেন। রেলকর্তৃপক্ষ আশ্বাস দেন—৯ই নভেম্বর দিল্লী হইতে দিল্লী-হাওড়া এক্সপ্রেস চলিবে। মথুরা হইতে রিজার্ভ বাসওয়ালাও দিল্লী যাইবে বলিয়া স্বীকৃতিও দেয়। ৯ই নভেম্বর পূর্ব্বাহ্নে যাত্রিগণ ও শ্রীল আচার্য্যদেব প্রচারপার্টিসহ দুইটী রিজার্ভ বাসে বৃন্দাবন হইতে রওনা হইয়া মধ্যাহ্নে দিল্লী-জংসন ষ্টেশনে পৌঁছেন। ষ্টেশনের মধ্যে বাস যাইতে না পারায় ষ্টেশনের বাহিরে বাসওয়ালারা যাত্রিগণকে নামাইয়া দেয়। সেখান হইতে মালপত্র বহন করিয়া ষ্টেশনে যাইতে সাধুগণের ও গৃহস্থ ভক্তগণের খুবই অসুবিধা ও কষ্ট হয়। মঠ হইতে পুরী প্রসাদ আনা হইয়াছিল, তাহা ষ্টেশনে বেলা ১টার পর সকলকে দেওয়া হয়। দিল্লী-হাওড়া এক্সপ্রেসে দুইটী বগীতে রিজার্ভ হওয়ায় কাহাকে কোন্ বগীতে দিবে—এই লইয়া প্রথমে কিছু উদ্বেগ ও ঝঞ্ঝাট হইলেও যাত্রিগণ সকলেই ট্রেনে উঠিয়া আসন লাভ করেন। তবে ছাড়িবার সময় বহু সাধারণ যাত্রী ট্রেনে উঠিয়া পড়ে। শ্রীল আচার্য্যদেব প্রচারপার্টিসহ সেইদিন রাত্রির ট্রেনে মুসৌরি এক্সপ্রেসে দেরাদুন যাত্রা করেন।

শ্রীবৃন্দাবন

দ্বাদশবনের অন্তর্গত সপ্তম বন, আদিবরাহমতে দ্বাদশবন।

'অহে শ্রীনিবাস! দেখ বৃন্দাবন-শোভা।
উপমা কি—যোগীন্দ্র-মুনীন্দ্র-মনোলোভা॥
বৃন্দানিষেবিত কৃষ্ণ-প্রিয় বৃন্দাবন।
সর্ব্বপাপ নাশে এ-দুর্লভ রম্য হন॥'

—ভক্তিরত্নাকর ৫৷১৮৭৫-৭৬

"বৃন্দাবনং দ্বাদশকং বৃন্দয়া পরিরক্ষিতম্।
মম চৈব প্রিয়ং ভূমে সর্ব্বপাতকনাশনম্॥
তত্রাহং ক্রীড়য়িষ্যামি গোপী-গোপালকৈঃ সহ।
সুরম্যং সুপ্রতীতঞ্চ দেব-দানব-দুর্লভ॥"

—আদিবরাহ

'হে পৃথিবি! বৃন্দাদেবী-কর্তৃক সুরক্ষিত এই দ্বাদশ (বার বনের মধ্যে শেষবন) বৃন্দাবন সর্ব্ব-পাতক-নাশক এবং নিশ্চয়ই আমার প্রিয়। আমি গোপ-গোপীগণসহ তথায় লীলা করিব। ইহা অতি মনোরম, বিখ্যাত, দেব-দানবগণেরও দুর্লভ।'

"ততো বৃন্দাবনং পুণ্যং বৃন্দাদেবী-সমাশ্রিতম্।
হরিণাধিষ্ঠিতং তদ্ধি ব্রহ্মরুদ্রাদি-সেবিতম্॥
বৃন্দাবনং সুগহনং বিশালং বিস্তৃতং বহু।
মুনীনামাশ্রমৈঃ পূর্ণং বন্য-বৃন্দাসমন্বিতম্॥"

—স্কন্দপুরাণ মথুরাখণ্ড

'তদনন্তর সর্ব্বতোভাবে বৃন্দাদেবীর আশ্রিত পুণ্য বৃন্দাবন। বহুবিস্তৃত, মুনিগণের আশ্রমে পরিপূর্ণ, তুলসীবন সমন্বিত, ব্রহ্মা রুদ্র প্রভৃতি দেবগণের সেবিত, অতি দুর্জ্ঞেয়, পরম শোভাময় সেই বৃন্দাবনে শ্রীহরি অধিষ্ঠিত আছেন।'

অথর্ব্ববেদীয় গোপালতাপনী-প্রমাণানুসারে গোকুল-নামক মথুরা মণ্ডলের মধ্যে সহস্রদল বিশিষ্ট পদ্মাকার বৃন্দাবনে ষোড়শদলের মধ্যে শ্যামবর্ণ পীতাম্বর ময়ূরপুচ্ছধারী বেণুবেত্রশোভিত গোবিন্দদেব বিরাজিত আছেন। গোবিন্দের একপার্শ্বে রাধা, অপর পার্শ্বে চন্দ্রাবলী।

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর পার্ষদ শ্রীরূপগোস্বামী বৃন্দাবনের মাহাত্ম্য বর্ণনা করিতে গিয়া এইরূপ লিখিয়াছেন—বৈকুণ্ঠ হইতে শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাবহেতু মথুরা শ্রেষ্ঠ, মথুরা হইতে রাসোৎসবহেতু বৃন্দাবন শ্রেষ্ঠ।

'ত্রৈলোক্যে পৃথিবী ধন্যা যত্র বৃন্দাবনং পুরী।
তত্রাপি গোপিকাঃ পার্থ যত্র রাধাভিধা মম॥"

—আদিপুরাণ

'বৃন্দাবনধাম পৃথিবীতে অবতীর্ণ হওয়ায় ত্রৈলোক্য ধন্য হইয়াছেন। তন্মধ্যে গোপিকাসকল ধন্য, যেহেতু তন্মধ্যে আমার অত্যন্ত প্রিয় 'রাধা' নাম্নী গোপী বর্ত্তমানা।' —শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর

শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুর এই শ্লোকের ব্যাখ্যায় লিখিয়াছেন—বৃন্দাবনের আবির্ভাব-হেতু ভূলোক, ভুবর্লোক ও স্বর্গলোক—এই ত্রিলোকের মধ্যে পৃথিবী ধন্যা।

শ্রীবৃন্দাবনে ৫ দিন পরিক্রমায় পরিক্রমাকারী ভক্তগণ নিম্নলিখিত স্থানসমূহ দর্শন করেন—

শ্রীবিনোদবাণী গৌড়ীয় মঠ, কালীয়দহ, পরম পূজ্যপাদ শ্রীমদ্ভক্তিহৃদয় বন মহারাজ সংস্থাপিত ভজন-কুটীর, শ্রীমদনমোহন মন্দির, পুরাতন মদন-মোহন মন্দির, শ্রীল সনাতন গোস্বামীর সমাধি মন্দির (মূল-সমাধি), দ্বাদশাদিত্যটিলা, কালীয় হ্রদ, দাবা-নল কুণ্ড, শ্রীল প্রবোধানন্দ সরস্বতীর ভজনস্থলী, শ্রীরাধাগোবিন্দ মন্দির (নূতন ও পুরাতন), শ্রীশ্রী-রাধাগোপীনাথ মন্দির, শ্রীরাধারমণ মন্দির, শ্রীরাধা-দামোদর মন্দির, শ্রীরাধাশ্যামসুন্দর মন্দির, শ্রীরাধা-গোকুলানন্দ মন্দির, শ্রীসাক্ষীগোপালস্থান, শ্রীবজ্রাঙ্গজী, নিকুঞ্জবন (সেবাকুঞ্জ), নিধুবন, আম্‌লিতলা (ইম্‌লি-তলা), গোপীশ্বর, বংশীবট, কেশীঘাট, ধীরসমীর অদ্বৈতবট, শ্রীল রূপগোস্বামীর সমাধিপীঠ ও ভজন-স্থলী, শ্রীল ভূগর্ভ গোস্বামীর স্থান, শ্রীল গোপাল ভট্ট গোস্বামীর সমাধিপীঠ, শ্রীল লোকনাথ গোস্বামীর সমাধিপীঠ, শ্রীরাধাদামোদর মন্দিরের পরিক্রমার রাস্তায় শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী, শ্রীল জীব গোস্বামী প্রভৃতি বহু গোস্বামিগণের পুষ্প-সমাধি ও ভজনস্থলী প্রভৃতি। এতদ্ব্যতীত ভক্তগণ পৃথগ্‌ভাবে শ্রীহরিদাস গোস্বামীর সেবিত শ্রীবঙ্কবিহারী, চৌষট্টী মহান্তের স্থান এবং পঞ্চক্রোশী পরিক্রমার দর্শনীয় স্থানসমূহও দর্শন করিয়াছেন।

শ্রীবিনোদবাণী গৌড়ীয় মঠ, কালীয়দহ ঃ— শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠাতা পরমারাধ্য শ্রীল গুরুদেব নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী মহারাজ বিষ্ণুপাদের জ্যেষ্ঠ সতীর্থ পরম পূজ্যপাদ নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসর্ব্বস্ব গিরি মহারাজ কালীয়-দহে এই মঠটি সংস্থাপন করিয়াছিলেন। তিনি অন্তর্ধানের পূর্ব্বে পরমারাধ্য শ্রীল গুরুদেবকে এই মঠের সেবা সমর্পণ করিয়া গিয়াছেন। তদবধি শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠান হইতে এই মঠের সেবা পরিচালিত হইতেছে। এই মঠের অধিষ্ঠাতৃ শ্রীবিগ্রহগণের নাম—'শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-রাধা গিরি-ধারীজীউ'। এই মঠে পরম পূজ্যপাদ শ্রীমদ্ভক্তি-সর্ব্বস্ব গিরি মহারাজের সমাধি মন্দির বিরাজমান। অধুনা তথায় পঞ্চচূড়াবিশিষ্ট সুরম্য শ্রীমন্দিরও প্রকটিত হইয়াছেন।

শ্রীমদনমোহন মন্দির ঃ—শ্রীল সনাতন গোস্বামী বৃন্দাবনে দ্বাদশাদিত্য টিলায় মঠ-স্থাপন নিশ্চয় করিয়া তথায় শ্রীরাধামদনমোহন মন্দির প্রতিষ্ঠা করেন। এইরূপ কথিত হয় যে, কোন সুলতানের অধীনস্থ ধনাঢ্য ক্ষত্রিয় শ্রীকৃষ্ণদাস কাপুর মদনমোহন মন্দির, ভোগশালা প্রভৃতি নির্ম্মাণ এবং নিত্য রাজসেবার ব্যবস্থা করিয়া দিয়াছিলেন। শ্রীকাপুরজী শ্রীল সনাতন গোস্বামীর শ্রীচরণাশ্রিত হইয়াছিলেন। ঔরঙ্গজেবের রাজত্বকালে উক্ত মন্দিরটি অপবিত্র হইলে তাহার পার্শ্বে নূতন মন্দির নির্ম্মিত হয়। শ্রীল সনাতন গোস্বামীর সেবিত মূল মদনমোহন বিগ্রহ বর্ত্তমানে রাজস্থানে করোলীতে আছেন। বৃন্দাবনে মদনমোহন মন্দিরে যে রাধা-মদনমোহন বিগ্রহ আছেন তাহা প্রতিভূ মূর্ত্তি।

কালীয়হ্রদ ঃ—কৃষ্ণ বাল্যাবস্থা হইতে পৌগণ্ড বয়স প্রাপ্ত হইলে বাছুরের পরিবর্ত্তে গাভী চরাইতে আরম্ভ করিলেন। সেই সময় একদিন জ্যেষ্ঠভ্রাতা বলদেবকে না লইয়া গ্রীষ্মকালে বয়স্যগণ ও ধেনুগণ-সহ বনভ্রমণে গিয়াছিলেন। গ্রীষ্মের তাপে গোপগণ ও গাভীগণ অত্যন্ত পিপাসার্ত্ত হইয়া কালীয়হ্রদের বিষাক্ত জল পান করিতে গিয়া স্পর্শ-মাত্রই জলপ্রান্তে মৃত্যুমুখে পতিত হইলেন। কালীয়দমন-লীলা বর্ণন-প্রসঙ্গে ভাগবতে এইরূপ লিখিত হইয়াছে—ভগবানের লীলাশক্তিবৈভব দ্বারা হতবুদ্ধি হইয়া গোপ ও গাভী-গণ এইরূপ করিয়াছেন। যোগেশ্বরগণেরও ঈশ্বর শ্রীকৃষ্ণ আশ্রিতগণকে মৃত দেখিয়া অমৃতবর্ষিণী দৃষ্টি-দ্বারা তাঁহাদিগকে পুনর্জীবিত করিলেন। গোপগণ ও গাভীগণ পূর্ব্বস্মৃতি লাভ করতঃ জলপ্রান্ত হইতে উঠিয়া অতিশয় আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া পরস্পর পরস্পরকে দেখিতে লাগিলেন। তাঁহারা বুঝিতে পারিলেন,—কৃষ্ণের অনুগ্রহেই তাঁহারা মৃত হইয়া পুনরায় জীবিত হইলেন।

ভক্তগণের দুঃখ বিদূরণের জন্য কৃষ্ণ কালিন্দীর বিষদুষ্ট জলকে শুদ্ধ করিতে তত্তটবর্ত্তী কদম্ববৃক্ষে উঠিয়া হ্রদজলে ঝম্প প্রদান করিলেন। কৃষ্ণ মাতঙ্গের ন্যায় হ্রদজলকে ভীষণভাবে আলোড়িত করিয়া নির্ভয়ে বিহার করিতে লাগিলেন। কালীয় নাগ স্ব-ভবনকে আক্রান্ত হইতে দেখিয়া অসহ্য ক্রোধে তৎ-

ক্ষণাৎ কৃষ্ণের নিকট আসিয়া তাঁহার মর্ম্মস্থানে দংশন করিল এবং দেহদ্বারা কৃষ্ণকে বেষ্টন করিয়া ফেলিল। কৃষ্ণের সঙ্গিগণ এই ভয়ঙ্কর ঘটনা দেখিয়া মূর্চ্ছিত হইয়া ভূমিতে পতিত হইলেন। সেই সময় ভূমিকম্প, উল্কাপাত, বামাঙ্গ কম্পন প্রভৃতি দুর্ল্লক্ষণসমূহ ব্রজে পরিদৃষ্ট হইল। ব্রজবাসিগণ কৃষ্ণের জন্য অত্যন্ত উদ্বিগ্ন হইয়া পড়িলেন। কৃষ্ণ আজ বলরামকে সঙ্গে লইয়া যান নাই, না জানি তাঁহার কি বিপদ্ হইয়াছে! তাঁহারা কৃষ্ণের পদচিহ্নকে অনুসরণ করিয়া যমুনার তীরে উপনীত হইলেন, হ্রদজলে তাঁহাদের প্রাণ-প্রিয়তম কৃষ্ণকে কালসর্পে বেষ্টিত দেখিয়া ত্রিভুবন শূন্য দেখিলেন। সকলে হ্রদজলে প্রবেশ করিতে উদ্যত হইলে কৃষ্ণ-প্রভাববেত্তা বলদেব নিষেধ করিলেন। কৃষ্ণ ভক্তগণের আর্ত্তি দূর করিবার জন্য তাঁহার কলেবরকে এত বৃদ্ধি করিলেন যে, কালীয় নাগ কৃষ্ণকে ত্যাগ করিতে বাধ্য হইল। কৃষ্ণ ক্রীড়াশীলগরুড়ের ন্যায় কালীয় সর্পের চতুর্দ্দিকে ঘুরিতে লাগিলেন এবং কালীয়নাগের ফণার উপর উঠিয়া তাণ্ডব নৃত্য আরম্ভ করিলেন। কৃষ্ণের তাণ্ডব নৃত্যে কালীয়নাগের সহস্রফণা নিপীড়িত হইলে কালীয় নাগের মুখ দিয়া রক্তবমি হইতে লাগিল। কালীয় নাগের শরীর শিথিল ও মৃতপ্রায় হইলে কালীয় চরাচরের ঈশ্বর পুরাণ-পুরুষ নারায়ণকে স্মরণ করিয়া তাঁহার শরণাপন্ন হইলেন। কালীয় নাগের দুরবস্থা দেখিয়া নাগপত্নীগণ শিশুগণকে লইয়া কৃষ্ণপাদপদ্মে প্রণত হইয়া পতির মুক্তিকামনায় কৃষ্ণের স্তব করিতে লাগিলেন। নাগপত্নীগণ তাঁহাদের স্তবে এইরূপ কহিলেন—'হে কৃষ্ণ! আপনি আমাদের খল পতির জন্য যে শাস্তি বিধান করিয়াছেন, তাহা ঠিকই করিয়াছেন। আপনার ক্রোধ আমাদের মঙ্গলেরই কারণ আমাদের পতির কি সৌভাগ্য, তিনি কমলা-বাঞ্ছিত আপনার পদরজঃ মস্তকে ধারণ করিয়াছেন, আমাদের পতি অজ্ঞানতা বশতঃ যে অপরাধ করিয়াছেন, আপনি তাঁহাকে ক্ষমা করুন। আপনার নিকট আমরা তাঁহার প্রাণ ভিক্ষা করিতেছি।' নাগপত্নীগণের স্তবে সন্তুষ্ট হইয়া ভগবান্ কালীয় নাগকে ছাড়িয়া দিলেন। কালীয় নাগ ধীরে ধীরে ইন্দ্রিয়শক্তি ফিরিয়া পাইলেন। কালীয় নাগ নিজকৃত অপরাধের জন্য কৃষ্ণের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিলেন। অনেক স্তবস্তুতির পর কালীয় নাগ নিজ কর্ত্তব্য সম্বন্ধে জানিতে চাহিলে কৃষ্ণ তাঁহাকে তাঁহার পরিজনবর্গসহ হ্রদ পরিত্যাগ করিয়া রমণক দ্বীপে যাইতে আদেশ প্রদান করিলেন এবং এইরূপ আশ্বাস প্রদান করিয়া বলিলেন,—যে গরুড়ের ভয়ে সে রমণক দ্বীপ ত্যাগ করিয়া যমুনার হ্রদে আসিয়াছে, সেই গরুড় তাঁহার চরণচিহ্ন মস্তকে দেখিয়া আর কালীয়নাগকে ভক্ষণ করিবেন না। সৌভরি ঋষির অভিশাপহেতু গরুড় যমুনার হ্রদে আসিতেন না। ইহাতে একটি শিক্ষণীয় আছে—নারায়ণের পার্ষদ সেবক গরুড়কে শাসন করিতে গিয়া তাঁহার চরণে অপরাধহেতু মহাতেজীয়ান সৌভরি ঋষিরও পতন হইয়াছিল। বৈষ্ণবাপরাধ এত গুরুতর।

শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর কালীয় দমনের তাৎপর্য্য সম্বন্ধে লিখিয়াছেন—অভিমান, খলতা, পরাপকারিতা, ক্রূরতা, জীবে দয়া শূন্যতা দূরীকরণ। কৃষ্ণের কৃপা হইলে এইসব দূরীভূত হয়।

"কালিয়স্য হ্রদং গত্বা ক্রীড়াং কৃত্বা বসুন্ধরে।
স্নান মাত্রেণ তত্রৈব সর্ব্বপাপৈঃ প্রমুচ্যতে ॥
* * * *
অথাত্র মুঞ্চতে প্রাণান্ মম লোকং স গচ্ছতি ॥"

—আদিবরাহ

'হে বসুন্ধরে! কালিয়ের হ্রদে গমন করিয়া, তথায় ক্রীড়া করিয়া ও তথায় স্নানমাত্রে লোক সর্ব্বপাপ হইতে নিশ্চিতই মুক্ত হয়। এই হ্রদে যে প্রাণত্যাগ করে, সে আমার ধামে গমন করে ॥"

(ক্রমশঃ)

শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী মহারাজ বিষ্ণুপাদের

পূতচরিতামৃত

[পূর্ব্বপ্রকাশিত ৯ম সংখ্যা ২০০ পৃষ্ঠার পর]

প্রতিকূলতা অত্যন্ত বেদনাদায়ক হইলেও ইহার মধ্যে মঙ্গলও নিহিত আছে। মঙ্গলময় শ্রীহরির ইচ্ছাতেই এইরূপ প্রতিকূলতার সৃষ্টি হইয়াছে। প্রতিকূল পরিবেশেই ভক্তচরিত্রের মহিমা ও বৈশিষ্ট্য প্রখ্যাপিত হয়। হিরণ্যকশিপু ও দুর্ব্বাসা ঋষির প্রাতিকূল্য ব্যবহারে প্রহ্লাদ মহারাজ ও অম্বরীষ মহারাজের সাধুত্বের মহিমা বর্দ্ধিতই হইয়াছে। বাস্তব গুরুত্বের বা ভক্তত্বের প্রকাশকে পার্থিব কোনপ্রকার প্রতিকূল প্রচেষ্টার দ্বারা আবৃত করা যায় না। শ্রীমন্মহাপ্রভুর জগজ্জীবের প্রতি কল্যাণ অধিকতররূপে প্রসারণের জন্য বাহ্য প্রতিকূলতার ছল উঠাইয়া শ্রীল গুরুদেবকে সঙ্কুচিত অবস্থা হইতে তফাৎ করিলেন, যাহাতে শ্রীল গুরুদেব নিঃসঙ্কোচভাবে শ্রীমন্মহাপ্রভুর শুদ্ধভক্তিধর্ম্মের বাণী সর্ব্বত্র প্রচার করিতে পারেন। শ্রীল গুরুদেব অধিক বয়সে চৈতন্যমঠ হইতে বাহিরে আসিয়াও বিপুলভাবে ভারতের সর্ব্বত্র প্রচার করতঃ অসংখ্য নরনারীকে শ্রীমন্মহাপ্রভুর আচরিত ও প্রচারিত শুদ্ধভক্তিধর্ম্মে আকর্ষণ ও ভারতের বিভিন্ন স্থানে বহু বড় বড় মঠ অত্যল্পকালের মধ্যে সংস্থাপন করিলেন। অলৌকিক-শক্তি ব্যতীত এইসব কার্য্য হওয়া সম্ভব নয়।

১৯৪৭-৪৮ সনে শ্রীচৈতন্যমঠের সেবা প্রাপ্তির পর এবং ১৯৫৫ জুলাই মাসে কলিকাতায় ৮৬এ, রাসবিহারী এভিনিউ মঠ স্থাপনের পূর্ব্বে পরমারাধ্য শ্রীল গুরুদেব নিদারুণ ক্লেশ স্বীকার করিয়া জীবের আত্যন্তিক মঙ্গলের জন্য সমগ্র ভারতে শ্রীমন্মহাপ্রভুর বাণী যেভাবে ব্যাপকভাবে প্রচার এবং ৮৪ ক্রোশ শ্রীব্রজমণ্ডল পরিক্রমাদির ব্যবস্থাদিতে সাহায্য করিয়াছিলেন তাহার সংক্ষিপ্ত বিবৃতি যতদূর সংগৃহীত হইয়াছে, তাহা নিম্নে প্রদত্ত হইল—

১। ইং ১৯৫১ সন অক্টোবর মাসে শ্রীল গুরুদেব তাঁহার জ্যেষ্ঠ সতীর্থ পূজ্যপাদ শ্রীমদ্ভক্তিবিলাস তীর্থ মহারাজের সহিত পুরুষ-মহিলা বহু ভক্তগণকে লইয়া ৮৪ ক্রোশ শ্রীব্রজমণ্ডল পরিক্রমা পদব্রজে সম্পন্ন করেন। শ্রীব্রজমণ্ডলে শ্রীকৃষ্ণের লীলাস্থলীসমূহ পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে দর্শনের জন্য বনের মধ্যে বহু স্থানে তাঁবু খাটাইয়া ভক্তগণের নিবাসের ব্যবস্থা হইয়াছিল। পূর্ব্বে তাঁবুতে থাকিয়াই পরিক্রমা হইত। তাঁবুর দুইটী সেট্ থাকিত—একটি তাঁবুর সেট্ অগ্রবর্ত্তী নিবাসস্থানের জন্য ও অপরটি যেখানে যাত্রিগণের অবস্থিতি সেখানকার জন্য। সমস্ত রাস্তা নৃত্যকীর্ত্তন সহযোগে চলিয়া লীলাস্থলীসমূহ দর্শন করা হইত। পরিক্রমাতে অত্যধিক পরিশ্রম হইলেও প্রচুর আনন্দ হইত। বর্ত্তমান যুগে পরিস্থিতির আমূল পরিবর্ত্তন হওয়ায় মানুষের শক্তিসামর্থ্য কমিয়া যাওয়ায় পূর্ব্বের ন্যায় বনের মধ্যে ক্যাম্পে থাকিয়া পরিক্রমার ব্যবস্থা করা সুকঠিন হইয়াছে। উক্ত ব্রজপরিক্রমায় শ্রীল গুরুদেবের সতীর্থ শ্রীঠাকুরদাস ব্রহ্মচারী প্রভুর সমস্ত রাস্তা উদ্দণ্ড নৃত্যকীর্ত্তন এবং পূজ্যপাদ শ্রীমদ্ কৃষ্ণদাস বাবাজী মহারাজের প্রাণমাতান কীর্ত্তন এবং অক্লান্তভাবে সমস্ত রাস্তা মৃদঙ্গবাদন সেবা সত্যই ভক্তগণের পরিক্রমার শ্রান্তি বিস্মৃতি ঘটাইত।

২। শ্রীল গুরুদেব ১৯৫১ সনে শ্রীব্রজমণ্ডল পরিক্রমার পর প্রচারপার্টিসহ হরিদ্বার, দেরাদুন, লুধিয়ানা, জলন্ধর প্রভৃতি স্থানে দীর্ঘসময় থাকিয়া প্রচার করেন।

৩। ১৯৫২ সনে মার্চ্চ মাসে কুচবিহারে মদনমোহনজীউর ঠাকুরবাড়ীতে ও অন্যান্য স্থানে প্রচার। অক্টোবর-নভেম্বর মাসে পুনঃ ৮৪ ক্রোশ শ্রীব্রজমণ্ডল পরিক্রমা। তৎপরে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর বাণী প্রচারে জয়পুরে শুভপদার্পণ। জয়পুরে 'সি'স্কীমে শেঠ কেদারমলজী আগরওয়ালার বাগাড়িয়া ভবনে, শ্রীপ্রদ্যুম্ন গোস্বামীর শ্রীগোবিন্দদেবজীর হাবেলীতে অবস্থান এবং জয়পুরে বিপুলভাবে প্রচার।

৪। ইং ১৯৫৩ জানুয়ারীতে লুধিয়ানায় বিপুল প্রচার। আসামে গৌহাটী মঠের জমি রেজিস্ট্রী। উক্ত মঠের শ্রীবিগ্রহপ্রতিষ্ঠা উপলক্ষে অনুষ্ঠিত বিশেষ ধর্ম্মসভায় যোগ দিয়াছিলেন আসাম সরকারের সরবরাহ-মন্ত্রী শ্রীবৈদ্যনাথ মুখোপাধ্যায়, আসাম সরকারের প্রচার ও কৃষি-মন্ত্রী শ্রীমহেন্দ্রমোহন চৌধুরী,

রায় বাহাদুর শ্রীদুর্গেশ্বর শর্ম্মা, পরমপূজ্যপাদ পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিচার যাযাবর মহারাজ। অতঃপর শ্রীল গুরুদেব প্রচারপার্টিসহ দেরাদুন, হরিদ্বার, মুজঃফরনগর, শুকরতল, রাধাকুণ্ড, বৃন্দাবন, কানপুর প্রভৃতি স্থানে গমন করেন। কানপুরে প্রসিদ্ধ ধনাঢ্য ব্যক্তি শ্রীমতিলাল আগরওয়াল শ্রীল গুরুদেবের প্রতি গাঢ়-শ্রদ্ধাযুক্ত ছিলেন। তাঁহার আহ্বানেতেই প্রতি বৎসর কানপুরে যাওয়া হইত।

৫। ইং ১৯৫৪ সনে মে-জুন মাসে শ্রীল গুরুদেব পরমপূজ্যপাদ শ্রীমদ্ভক্তিবিলাস তীর্থ মহারাজ এবং বহু ভক্তের সহিত শ্রীকেদারনাথ, শ্রীবদ্রীনাথ, শ্রীত্রিযুগী নারায়ণ ও শ্রীতুঙ্গনাথ দর্শন করেন। তৎকালে তিনি শ্রীবদ্রীনারায়ণ মন্দিরের আনুমানিক একহাজার ফিট্ উপরে শ্রীশম্যাপ্রাস আশ্রমে শ্রীকৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাসমুনি যে গুহাতে বসিয়া শ্রীমদ্ভাগবত লিখিয়াছিলেন, উক্ত ব্যাসগুহায় কতিপয় ভক্তগণের সমক্ষে কিছুসময়ের জন্য ভাগবত পাঠ করিয়াছিলেন। গুহাটী প্রশস্ত, ৫।৬ মূর্ত্তি অনায়াসে বসিতে পারেন।

১৯৫৪ সনেই শ্রীল গুরুদেব সেপ্টেম্বর, অক্টোবর, নভেম্বর মাসে লুধিয়ানা, জলন্ধর, কপুরথালা, অমৃতসর ও জগদ্ধ্রী আদি স্থানে দীর্ঘসময় অবস্থান করতঃ বিপুলভাবে প্রচার করেন। জলন্ধরে শ্রীনহড়িয়া মন্দির হইতে মাইহীরা গেটস্থিত সনাতনধর্ম্ম মন্দির পর্য্যন্ত এবং অমৃতসরে নিমকমণ্ডীস্থিত বাবা পুরুষোত্তম দাসজীর মন্দির হইতে দুর্গিয়ানা মন্দির পর্য্যন্ত বিরাট নগরসংকীর্ত্তন-শোভাযাত্রা বাহির হয়। সংকীর্ত্তন শোভাযাত্রায় নৃত্যকীর্ত্তনরত শ্রীল গুরুদেবের দীর্ঘ দিব্যকান্তি দর্শন করিয়া তত্তৎস্থানের নাগরিকগণ বিস্ময়াবিষ্ট হইলেন। এইজাতীয় নগরসংকীর্ত্তন পাঞ্জাবের অধিবাসিগণ পূর্ব্বে কখনও দেখেন নাই। সমস্ত পাঞ্জাবে উহাতে একটা আলোড়নের সৃষ্টি হইল। পাঞ্জাব ন্যাসনাল ব্যাঙ্কের ম্যানেজার শ্রীমুরারিলাল বাসুদেব, শ্রীহংসরাজ ভাটিয়া, এম্-এ শ্রীখেরাইতিরাম গুলাটি এম্-এস্‌সি, শ্রীনরেন্দ্র নাথ কাপুর, শ্রীসুরেন্দ্র কুমার আগরওয়াল প্রভৃতি বহু ব্যক্তি মায়াবাদ বিচার পরিত্যাগ করিয়া শুদ্ধভক্তিসিদ্ধান্তে আকৃষ্ট হইয়া শ্রীল গুরুদেবের চরণাশ্রয় করতঃ গৌরবিহিত ভজনে ব্রতী হইলেন। শ্রীল গুরুদেবের অলৌকিক ব্যক্তিত্বপ্রভাবে পাঞ্জাবে মায়াবাদের শক্তভিত্তি নড়িয়া উঠিল।

৬। ইং ১৯৫৫ সনে রাসবিহারী এভিনিউতে মঠ স্থাপনের অব্যবহিতপূর্ব্বে কলিকাতার নিকটবর্ত্তী ২৪ পরগণা জেলার অন্তর্গত ইছাপুর-নবাবগঞ্জে ২৯ জুন, ১৪ আষাঢ় বুধবার হইতে ১ জুলাই, ১৬ আষাঢ় (বঙ্গাব্দ ১৩৬২) শুক্রবার পর্য্যন্ত স্থানীয় দুর্গাবাড়ীতে দিবসত্রয়ব্যাপী বিরাট ধর্ম্মসম্মেলনে শ্রীল গুরুদেব ভাষণ প্রদান করেন। স্থানীয় বিশিষ্ট ব্যক্তি শ্রীরূপদাস মণ্ডল ধর্ম্মসভাদির ব্যবস্থায় মুখ্য সাহায্যকারী ছিলেন। ইছাপুর গান্‌ফ্যাক্টরীর বড় অফিসার শ্রীমন্মথনাথ সরকার মহোদয়ের নবনির্ম্মিত বাসভবনে শ্রীল গুরুদেব অবস্থান করিয়াছিলেন। তথায় শ্রীল গুরুদেবের চরণাশ্রিত যাঁহারা হইয়াছিলেন তন্মধ্যে অন্যতম ছিলেন শ্রীমন্মথনাথ সরকারের সহধর্ম্মিণী শ্রীযুক্তা পূর্ণিমা সরকার। শ্রীল গুরুদেবের দ্বারা প্রেরিত হইয়া শ্রীকৃষ্ণবল্লভ ব্রহ্মচারী পার্টিসহ ২৪ পরগণা জেলায় মদনপুর স্থানাদিতে প্রচার করিয়া ইছাপুরে পৌঁছিয়াছিলেন এবং পূর্ব্ব হইতেই তথায় প্রচার করিতেছিলেন। তাঁহার সহিত প্রচারপার্টিতে শ্রীনারায়ণ দাস ব্রহ্মচারী (পাঞ্জাব), শ্রীভূধারী ব্রহ্মচারী (আনন্দপুর) প্রভৃতি কতিপয় ব্রহ্মচারী মঠসেবকগণ ছিলেন।

রূপদাসবাবু গৃহস্থ হইলেও তাঁহার মাধ্যমে শ্রীকৃষ্ণ সেবকগণকে একটি শিক্ষা প্রদান করিলেন। তিনি একদিন তাঁহার হৃদয়ের ভাব ব্যক্ত করিয়া কৃষ্ণবল্লভ ব্রহ্মচারীকে বলিলেন, তাঁহাদের গুরুদেব যে সব কথা বলিয়াছেন, তাহা কোনটাই নূতন কথা নহে, সব কথাই তিনি পূর্ব্বে তাঁহাদের নিকট শুনিয়াছেন, কিন্তু সেইসব কথা তাঁহার চিত্তকে পূর্ব্বে স্পর্শ করিতে পারে নাই ; সেই একই কথা তাঁহাদের গুরুদেবের নিকট শুনার পর হৃদয়েতে কথাগুলি গভীর রেখাপাত করিয়াছে। কথা বলিলেই ক্রিয়া হয় না, যদি বক্তা তাহাতে প্রতিষ্ঠিত না থাকেন। পরমারাধ্য শ্রীল গুরুদেব সর্ব্বক্ষণ সর্ব্বতোভাবে শ্রীরাধাগোবিন্দের সেবায় নিষ্কপটভাবে নিয়োজিত ছিলেন। এইজন্য তাঁহার কথা শ্রদ্ধালু শ্রবণেচ্ছু ব্যক্তির হৃদয়ে গভীর রেখাপাত

করিবে, ইহাতে আশ্চর্য্য কি ? যিনি স্বয়ং নিষ্কপটে হরিভজন করেন, তিনি অপরকেও হরিভজন করাইতে পারেন।

শ্রীল গুরুদেবের প্রচারভ্রমণকালে বিভিন্ন সময়ে তাঁহার প্রচারে প্রচারানুকূল্য করিতে যাঁহারা সহায়করূপে তৎকালে ছিলেন তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য—পূজ্যপাদ শ্রীমদ্ কৃষ্ণকেশব ব্রহ্মচারী ও পূজ্যপাদ শ্রীমদ্ উদ্ধারণ ব্রহ্মচারী—তাঁহার সতীর্থদ্বয়, শ্রীমাধবানন্দ ব্রজবাসী, শ্রীদীনবন্ধু ব্রহ্মচারী, শ্রীকৃষ্ণপ্রসাদ ব্রহ্মচারী, শ্রীললিতাচরণ ব্রহ্মচারী, শ্রীকৃষ্ণবল্লভ ব্রহ্মচারী, শ্রীমঙ্গলনিলয় ব্রহ্মচারী, শ্রীঅচিন্ত্যগোবিন্দ ব্রহ্মচারী, শ্রীনারায়ণ ব্রহ্মচারী (পাঞ্জাব), শ্রীমদনগোপাল ব্রহ্মচারী, শ্রীবিজয়কৃষ্ণ ব্রহ্মচারী, শ্রীকরুণাময় ব্রহ্মচারী, শ্রীউপানন্দ ব্রহ্মচারী, শ্রীঘনশ্যাম ব্রহ্মচারী, শ্রীরাধাকৃষ্ণ ব্রহ্মচারী (শ্রীরাধাকৃষ্ণ গর্গ, খান্না), শ্রীভূধারী ব্রহ্মচারী (আনন্দপুর)।

কলিকাতা ৮৬এ, রাসবিহারী এভিনিউস্থ শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠে শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-রাধানয়ননাথ-জীউ শ্রীবিগ্রহগণের প্রতিষ্ঠা উপলক্ষে ১২ মাঘ ১৩৬২, ২৬ জানুয়ারী ১৯৫৬ বৃহস্পতিবার হইতে ১৫ মাঘ, ২৯ জানুয়ারী রবিবার পর্য্যন্ত পরমারাধ্য শ্রীল গুরুদেবের সেবানিয়ামকত্বে দিবসচতুষ্টয়ব্যাপী বিরাট ধর্ম্মানুষ্ঠান সুসম্পন্ন হয়। কলিকাতা কালীঘাটনিবাসী ধার্ম্মিকপ্রবর শ্রীজানকীনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহোদয় কলিকাতা মঠের অধিষ্ঠাতৃ শ্রীবিগ্রহগণের পূর্ণানুকূল্য বিধান করিয়া শ্রীল গুরুদেবের প্রচুর আশীর্ব্বাদভাজন হইয়াছিলেন। শ্রীগৌরবিগ্রহ গুপ্তিপাড়া (নদীয়া) এবং শ্রীরাধানয়ননাথজীউ শ্রীবিগ্রহগণ জয়পুর (রাজস্থান) হইতে শুভ পদার্পণ করেন। ভক্তবিরহদুঃখ অপনোদনের জন্য শ্রীভগবানের আবির্ভাবলীলা। অর্চ্চারূপেও ভগবানের আবির্ভাব হইয়া থাকে। শ্রীগৌরাঙ্গের নিজজন শ্রীল গুরুদেব ভগবদ্বিরহে কাতর হইয়া তাঁহার অন্তরের আরাধ্যদেবকে বাহিরে প্রকটিত করিলেন। শ্রীল গুরুদেবের প্রাণধন শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-রাধানয়ননাথজীউ শ্রীবিগ্রহগণ প্রকটিত হইয়া আনুষঙ্গিকভাবে সুকৃতিশালী নরনারীগণকে দর্শনের ও সেবার সৌভাগ্য প্রদান করিয়া ধন্য করিলেন। বাহ্য স্থূলদর্শনে শ্রীল গুরুদেব নিঃসম্বল ও কপর্দ্দকশূন্য দৃষ্ট হইলেও যেখানে ভগবৎসেবার জন্য নিষ্কপট আর্ত্তি, সেখানে কোন দ্রব্যেরই অভাব হয় না। নিজ আরাধ্যদেবের প্রাকট্য উৎসব বিরাটাকারে সুসম্পন্ন হউক, এইরূপ গুরুদেবের অন্তঃকরণে তীব্র আকাঙ্ক্ষা। ভকতবৎসল ভগবান্ সর্ব্বদাই ভক্তের ইচ্ছা পূর্ত্তি করিয়া থাকেন। শ্রীভগবানের প্রেরণায় ধার্ম্মিকবর শ্রীরামনারায়ণ ভোজনগরওয়ালা প্রচুর চাল, ডাল, তৈল, ঘৃত, শাক-সব্জি একট্রাক ভর্ত্তি করিয়া পাঠাইয়া দিলেন। সকলেই চিন্তিত ছিলেন, কিভাবে মহোৎসব অনুষ্ঠিত হইবে। হঠাৎ একট্রাক ভর্ত্তি দ্রব্যসম্ভার দেখিয়া সকলে বিস্মিত হইলেন। শ্রীল গুরুদেব পরমোল্লাস-ভরে মহোৎসবে দশহাজার লোককে প্রসাদ দিবার ব্যবস্থা করিলেন। তিনি তাঁহার আশ্রিত অল্পবয়স্ক ব্রহ্মচারী সেবকগণের উপর নির্ভর করিতে না পারিয়া তাঁহার সতীর্থ শ্রীউদ্ধারণ প্রভুকে উক্ত সেবাভার অর্পণ করিলেন। পরম গুরুদেব শ্রীল প্রভুপাদের সময় হইতে উদ্ধারণ প্রভুর মহোৎসবাদি ব্যাপারে অসামান্য যোগ্যতার বিষয় তদাশ্রিত ব্যক্তিগণ সকলেই অবগত ছিলেন। শ্রীউদ্ধারণ প্রভুর বয়স অধিক হইলেও শ্রীল গুরুদেবের আদেশকে শিরোধার্য্য করিয়া উক্ত কার্য্যে ব্যাপৃত হইলেন। তিনি শ্রীল গুরু-দেবকে অন্তরের সহিত খুবই শ্রদ্ধা করিতেন। শ্রীউদ্ধারণ প্রভু গোবিন্দবাবুর কাঠের গোলা পরিষ্কৃত করিয়া মহোৎসবের রন্ধনের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। গোবিন্দপ্রভু উদ্ধারণপ্রভুকে হৃদয়ের সহিত খুবই মান্য করিতেন। তাঁহার যেরূপ আদেশ সেইরূপ করিতে কখনও পরাঙ্মুখ হইতেন না।

শাস্ত্রবিধানানুযায়ী শ্রীবিগ্রহ-প্রতিষ্ঠা উৎসব দর্শনের জন্য অগণিত দর্শনার্থীর ভীড় হইতে পারে চিন্তা করিয়া শ্রীল গুরুদেব সকলের দর্শনসৌকর্য্যার্থে গৃহের ত্রিতলে প্রতিষ্ঠা উৎসবের ব্যবস্থা না করিয়া নীচে গোবিন্দবাবুর দোকানে জিনিষপত্র সরাইয়া মেঝে সুপরিষ্কৃত করিয়া তাহাতে প্রতিষ্ঠাকার্য্য সম্পন্ন করার ব্যবস্থা করিলেন। শ্রীল গুরুদেবের সন্ন্যাসগুরু পরমপূজ্যপাদ পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিগৌরব

বৈখানস মহারাজের মূল পৌরোহিত্যে এবং পরমপূজ্যপাদ পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিভূদেব শ্রৌতী মহারাজের সহায়তায় শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-রাধানয়ননাথজীউ শ্রীবিগ্রহগণের প্রতিষ্ঠা উৎসব ১৩ মাঘ, ২৭ জানুয়ারী শুক্রবার সংকীর্ত্তন এবং জয়কারধ্বনি সহযোগে সুসম্পন্ন হয়। পূজ্যপাদ শ্রীমদ্ শ্রৌতী মহারাজ বলিলেন—তিনি অনেক প্রতিষ্ঠাকার্য্য দেখিয়াছেন ও করিয়াছেন, কিন্তু এইরূপভাবে ঢালাও দধি দুগ্ধ ঘৃতের অভিষেক কখনও পূর্ব্বে দেখেন নাই। প্রতিষ্ঠা উৎসব দর্শনের জন্য বিপুলসংখ্যক নরনারীর সমাবেশ হইয়াছিল। মধ্যাহ্নে শ্রীবিগ্রহগণের ভোগরাগ ও আরাত্রিকান্তে দশ সহস্রাধিক নরনারী রাজা বসন্ত রায় রোডে নির্ম্মিত বিশাল সভামণ্ডপের নীচে, রাসবিহারী এভিনিউ-রাজা বসন্ত রায় রোডে রাস্তায়, নিকটবর্ত্তী গৃহস্থ সজ্জনগণের গৃহে যে যেখানে পারে বসিয়া বিচিত্র মহাপ্রসাদ পরিতৃপ্তির সহিত সেবা করিয়াছিলেন। সন্ধ্যা পর্য্যন্ত নীচে এবং রাত্রিতে মঠের ত্রিতলের ছাদে প্যাণ্ডেলের নীচে প্রসাদ পরিবেশিত হইয়াছিল। এইরূপ অকাতরে জনসাধারণের মধ্যে প্রসাদ বিতরণের ব্যবস্থা দর্শনে স্থানীয় ব্যক্তিগণ উচ্ছ্বসিতভাবে প্রশংসা করিতে থাকেন। প্রসাদ সেবনকালে বড় বড় ঘরের পুরুষ ও মহিলাগণও সাধারণ লোকের সহিত একত্রে বসিয়া মহানন্দে প্রসাদ সেবা করিতে থাকিলে জাতিবর্ণনির্ব্বিশেষে ভগবদ্‌সম্বন্ধে এক পবিত্র মহামিলন সংঘটিত হইল।

রাজা বসন্ত রায় রোডস্থ বিরাট সভামণ্ডপে রাত্রি ৭ ঘটিকা হইতে যে বিশেষ ধর্ম্মসভার আয়োজন হইয়াছিল, তাহাতে সভাপতিরূপে ভাষণ প্রদান করিয়াছিলেন যথাক্রমে কলিকাতা হাইকোর্টের ভূতপূর্ব্ব বিচারপতি ও কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন উপাচার্য্য শ্রীশম্ভুনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, কলিকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি শ্রীরেণুপদ মুখোপাধ্যায়, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন উপাচার্য্য ডক্টর প্রমথনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও শ্রীঈশ্বরীপ্রসাদ গোয়েঙ্কা। কলিকাতা কর্পোরেশনের প্রাক্তন মেয়র ও হিন্দুমহাসভার সহ-সভাপতি শ্রীদেবেন্দ্র নাথ মুখোপাধ্যায় প্রথমদিনের অধিবেশনে প্রধান অতিথিরূপে উপস্থিত ছিলেন। 'শ্রীবিগ্রহতত্ত্ব ও অর্চ্চনের প্রয়োজনীয়তা', 'প্রেমধর্ম্ম ও শ্রীল সরস্বতী ঠাকুর', 'শ্রীচৈতন্যচরণানুচরগণের দান-বৈশিষ্ট্য', 'শ্রীকৃষ্ণভক্তি' যথাক্রমে বক্তব্যবিষয়রূপে নির্দ্ধারিত ছিল। বিভিন্নদিনে অভিভাষণ প্রদান করেন—শ্রীল গুরুদেব ওঁ ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী মহারাজ বিষ্ণুপাদ, পূজ্যপাদ ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিরক্ষক শ্রীধর মহারাজ, পূজ্যপাদ ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসারঙ্গ গোস্বামী মহারাজ, পূজ্যপাদ ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসর্ব্বস্ব গিরি মহারাজ, পূজ্যপাদ ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিচার যাযাবর মহারাজ, পূজ্যপাদ ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিভূদেব শ্রৌতী মহারাজ, পূজ্যপাদ ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রমোদ পুরী মহারাজ, পূজ্যপাদ ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিকুমুদ সন্ত মহারাজ, পূজ্যপাদ ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিকমল মধুসূদন মহারাজ, পূজ্যপাদ ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসৌধ আশ্রম মহারাজ ও পূজ্যপাদ ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিকাশ হৃষীকেশ মহারাজ।

শ্রীবিগ্রহ প্রতিষ্ঠা হওয়ার পর বাদ্যাদিসহ শ্রীবিগ্রহগণের ভ্রমণের ব্যবস্থা শাস্ত্রবিহিত। শ্রীল গুরুদেব শাস্ত্রবিধির মর্য্যাদা প্রদান ও প্রচার সৌকর্য্যার্থে সুরম্য রথারোহণে শ্রীবিগ্রহগণের নগরভ্রমণের ব্যবস্থা করিলেন। শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-রাধানয়ননাথজীউ শ্রীবিগ্রহগণ পুষ্প ও বস্ত্রাদির দ্বারা সুসজ্জিত রথারোহণে ১৫ মাঘ, ২৯ জানুয়ারী রবিবার অপরাহ্ন ৩ ঘটিকায় শ্রীমঠ হইতে বিরাট সংকীর্ত্তন-শোভাযাত্রা ও বিচিত্র বাদ্যভাণ্ডাদিসহ যাত্রা করতঃ দক্ষিণ কলিকাতার প্রধান প্রধান রাস্তা পরিভ্রমণান্তে সন্ধ্যা ৬ ঘটিকায় শ্রীমঠে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। রথাকর্ষণে নরনারীগণের মধ্যে বিপুল উৎসাহ ও উদ্দীপনা পরিলক্ষিত হয়। কলিকাতা সহরে এইজাতীয় শোভাযাত্রা পূর্ব্বে দৃষ্ট না হওয়ায় সমগ্র সহরে একটা আলোড়নের সৃষ্টি এবং জনসাধারণের মধ্যে মঠের সুনাম ব্যাপকভাবে প্রচারিত হয়। অল্পসময়ের মধ্যে মঠের এইপ্রকার ব্যাপক প্রচারে কতিপয় মাৎসর্য্যপরায়ণ দুষ্ট প্রকৃতির ব্যক্তি প্রস্তরাদি নিক্ষেপের দ্বারা শোভাযাত্রায় বিঘ্ন উৎপাদনের চেষ্টা করিয়াছিল, কিন্তু করুণাময় শ্রীগৌরহরির কৃপায় চারদিনব্যাপী বিরাট অনুষ্ঠান অতি

(ক্রমশঃ)

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ হইতে প্রকাশিত গ্রন্থাবলী

(১) প্রার্থনা ও প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা—শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর রচিত
(২) শরণাগতি—শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর রচিত
(৩) কল্যাণকল্পতরু ,, ,, ,,
(৪) গীতাবলী ,, ,, ,,
(৫) গীতমালা ,, ,, ,,
(৬) জৈবধর্ম্ম ,, ,, ,,
(৭) শ্রীচৈতন্য-শিক্ষামৃত ,, ,, ,,
(৮) শ্রীহরিনাম-চিন্তামণি ,, ,, ,,
(৯) শ্রীশ্রীভজনরহস্য ,, ,, ,,
(১০) মহাজন-গীতাবলী (১ম ভাগ)—শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর রচিত ও বিভিন্ন মহাজনগণের রচিত গীতিগ্রন্থসমূহ হইতে সংগৃহীত গীতাবলী
(১১) মহাজন-গীতাবলী (২য় ভাগ) ঐ
(১২) শ্রীশিক্ষাষ্টক—শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমহাপ্রভুর স্বরচিত (টীকা ও ব্যাখ্যা সম্বলিত)
(১৩) উপদেশামৃত—শ্রীল শ্রীরূপ গোস্বামী বিরচিত (টীকা ও ব্যাখ্যা সম্বলিত)
(১৪) SREE CHAITANYA MAHAPRABHU, HIS LIFE AND PRECEPTS ; by Thakur Bhaktivinode
(১৫) ভক্ত-ধ্রুব—শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ সঙ্কলিত
(১৬) শ্রীবলদেবতত্ত্ব ও শ্রীমন্মহাপ্রভুর স্বরূপ ও অবতার—ডাঃ এস্ এন্ ঘোষ প্রণীত
(১৭) শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা [শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তীর টীকা, শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের মর্ম্মানুবাদ, অন্বয় সম্বলিত]
(১৮) প্রভুপাদ শ্রীশ্রীল সরস্বতী ঠাকুর (সংক্ষিপ্ত চরিতামৃত)
(১৯) গোস্বামী শ্রীরঘুনাথ দাস—শ্রীশান্তি মুখোপাধ্যায় প্রণীত
(২০) শ্রীশ্রীগৌরহরি ও শ্রীগৌরধাম-মাহাত্ম্য
(২১) শ্রীধাম ব্রজমণ্ডল পরিক্রমা—দেবপ্রসাদ মিত্র
(২২) শ্রীশ্রীপ্রেমবিবর্ত্ত—শ্রীগৌর-পার্ষদ শ্রীল জগদানন্দ পণ্ডিত বিরচিত
(২৩) শ্রীভগবদর্চ্চনবিধি—শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ সঙ্কলিত
(২৪) শ্রীব্রজমণ্ডল-পরিক্রমা ,, ,, ,, ,,
(২৫) শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত—শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী-কৃত
(২৬) শ্রীচৈতন্যভাগবত—শ্রীল বৃন্দাবনদাস ঠাকুর রচিত
(২৭) শ্রীশ্রীকৃষ্ণবিজয়—গুণরাজ খাঁন বিরচিত
শ্রীমন্মহাপ্রভুর শ্রীমুখে উচ্চ প্রশংসিত বাংলা ভাষার আদিকাব্যগ্রন্থ
(২৮) একাদশীমাহাত্ম্য—শ্রীমদ্ভক্তিবিজয় বামন মহারাজ কর্ত্তৃক সঙ্কলিত

Regd. No. WB/SC-258

Sree Chaitanya Bani
35, Satish Mukherjee Road
Calcutta-26

BOOK POST

Serial No.
To
Name........................
Vill........................
P. O........................
Dist........................
Pin........................

নিয়মাবলী

১। "শ্রীচৈতন্য-বাণী" প্রতি বাঙ্গালা মাসের ১৫ তারিখে প্রকাশিত হইয়া দ্বাদশ মাসে দ্বাদশ সংখ্যা প্রকাশিত হইয়া থাকেন। ফাল্গুন মাস হইতে মাঘ মাস পর্য্যন্ত ইহার বর্ষ গণনা করা হয়।

২। বার্ষিক ভিক্ষা ১২.০০ টাকা, ষাণ্মাসিক ৬.০০ টাকা, প্রতি সংখ্যা ১.০০ টাকা। ভিক্ষা ভারতীয় মুদ্রায় অগ্রিম দেয়।

৩। জ্ঞাতব্য বিষয়াদি অবগতির জন্য রিপ্লাই কার্ডে কার্য্যাধ্যক্ষের নিকট নিম্নলিখিত ঠিকানায় পত্র ব্যবহার করিয়া জানিয়া লইতে হইবে।

৪। শ্রীমন্মহাপ্রভুর আচরিত ও প্রচারিত শুদ্ধভক্তিমূলক প্রবন্ধাদি সাদরে গৃহীত হইবে। প্রবন্ধাদি প্রকাশিত হওয়া সম্পাদক-সঙ্ঘের অনুমোদন সাপেক্ষ। অপ্রকাশিত প্রবন্ধাদি ফেরৎ পাঠান হয় না। প্রবন্ধ কালিতে স্পষ্টাক্ষরে একপৃষ্ঠায় লিখিত হওয়া বাঞ্ছনীয়।

৫। পত্রাদি ব্যবহারে গ্রাহকগণ গ্রাহক নম্বর উল্লেখ করিয়া পরিষ্কারভাবে ঠিকানা লিখিবেন। ঠিকানা পরিবর্ত্তিত হইলে এবং কোন সংখ্যা ঐ মাসের শেষ তারিখের মধ্যে না পাইলে কার্য্যাধ্যক্ষকে জানাইতে হইবে। তদন্যথায় কোনও কারণেই পত্রিকার কর্ত্তৃপক্ষ দায়ী হইবেন না। পত্রোত্তর পাইতে হইলে রিপ্লাই কার্ডে লিখিতে হইবে।

৬। ভিক্ষা, পত্র ও প্রবন্ধাদি কার্য্যাধ্যক্ষের নিকট নিম্নলিখিত ঠিকানায় পাঠাইতে হইবে।

কার্য্যালয় ও প্রকাশস্থান :—

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ৩৫, সতীশ মুখার্জ্জী রোড, কলিকাতা-৭০০০২৬ ফোন : ৪৬-৫৯০০

মুদ্রণালয় :—শ্রীচৈতন্যবাণী প্রেস, ৩৪।১এ, মহিম হালদার ষ্ট্রীট, কালীঘাট, কলিকাতা-৭০০০২৬

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাতা নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ ১০৮শ্রী
শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী মহারাজ বিষ্ণুপাদ প্রবর্ত্তিত

একমাত্র-পারমার্থিক মাসিক পত্রিকা

অষ্টাবিংশ বর্ষ—১১শ সংখ্যা

পৌষ, ১৩৯৮

সম্পাদক-সঙ্ঘপতি

পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রমোদ পুরী মহারাজ

সম্পাদক

রেজিষ্টার্ড শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠানের বর্ত্তমান আচার্য্য ও সভাপতি
ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ

সহকারী সম্পাদক-সঙ্ঘ ঃ—

১। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসুহৃদ্ দামোদর মহারাজ। ২। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিজ্ঞান ভারতী মহারাজ।

কার্য্যাধ্যক্ষ ঃ—

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিললিত গিরি মহারাজ

প্রকাশক ও মুদ্রাকর ঃ—

মহোপদেশক শ্রীমঙ্গলনিলয় ব্রহ্মচারী, ভক্তিশাস্ত্রী, বিদ্যারত্ন, বি, এস্-সি

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, তৎশাখা মঠ ও প্রচারকেন্দ্রসমূহ ঃ—

মূল মঠ ঃ—১। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ঈশোদ্যান, পোঃ শ্রীমায়াপুর-৭৪১৩১৩ (নদীয়া)

প্রচারকেন্দ্র ও শাখামঠ ঃ—

২। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ৩৫, সতীশ মুখার্জ্জি রোড, কলিকাতা-৭০০০২৬। ফোন ঃ ৪৬-৫৯০০

৩। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, গোয়াড়ী বাজার, পোঃ কৃষ্ণনগর-৭৪১১০১ (নদীয়া)

৪। শ্রীশ্যামানন্দ গৌড়ীয় মঠ, পোঃ ও জেঃ মেদিনীপুর-৭২১১০১

৫। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, মথুরা রোড, পোঃ বৃন্দাবন-২৮১১২১ (মথুরা)

৬। শ্রীবিনোদবাণী গৌড়ীয় মঠ, ৩২, কালিয়দহ, পোঃ বৃন্দাবন-২৮১১২১ (মথুরা)

৭। শ্রীগৌড়ীয় সেবাশ্রম, মধুবন মহোলি, পোঃ কৃষ্ণনগর, জেঃ মথুরা

৮। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, দেওয়ান দেউড়ী, হায়দ্রাবাদ-৫০০০০২ (অঃ প্রঃ) ফোন ঃ ৫২২০০১

৯। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, পল্টন বাজার, পোঃ গৌহাটী-৭৮১০০৮ (আসাম) ফোন ঃ ২৭১৭০

১০। শ্রীগৌড়ীয় মঠ, পোঃ তেজপুর-৭৮৪০০১ (আসাম)

১১। শ্রীল জগদীশ পণ্ডিতের শ্রীপাট, পোঃ যশড়া, ভায়া চাকদহ-৭৪১২২২ (নদীয়া)

১২। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, পোঃ ও জিলা গোয়ালপাড়া-৭৮৩১০১ (আসাম)

১৩। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, সেক্টর—২০বি, পোঃ চণ্ডীগড়-১৬০০২০ (পাঞ্জাব) ফোন ঃ ২৩৭৮৮

১৪। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, গ্র্যাণ্ড রোড্, পোঃ পুরী-৭৫২০০১ (ওড়িষ্যা)

১৫। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, শ্রীজগন্নাথমন্দির, পোঃ আগরতলা-৭৯৯০০১ (ত্রিপুরা) ফোন ঃ ৪৪৯৭

১৬। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, গোকুল মহাবন, পোঃ মহাবন-২৮১৩০৫ জিলা—মথুরা

১৭। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ১৮৭, ডি, এল রোড্, পোঃ দেরাদুন-২৪৮০০১ (ইউ, পি)

১৮। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ কার্য্যালয়, ৩৩৯৯, হরিমন্দির গলি, পাহাড়গঞ্জ, নিউদিল্লী-১১০০৫৫

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠের পরিচালনাধীন ঃ—

১৯। সরভোগ শ্রীগৌড়ীয় মঠ, পোঃ চক্‌চকাবাজার-৭৮১৩২০ জেঃ বরপেটা (আসাম)

২০। শ্রীগদাই গৌরাঙ্গ মঠ, পোঃ বালিয়াটী, জেঃ ঢাকা (বাংলাদেশ)

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

"চেতোদর্পণমার্জ্জনং ভবমহাদাবাগ্নি-নির্ব্বাপণং
শ্রেয়ঃকৈরবচন্দ্রিকাবিতরণং বিদ্যাবধূজীবনং।
আনন্দাম্বুধিবর্দ্ধনং প্রতিপদং পূর্ণামৃতাস্বাদনং
সর্ব্বাত্মস্নপনং পরং বিজয়তে শ্রীকৃষ্ণসংকীর্ত্তনম্ ॥"

২৮শ বর্ষ } শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, পৌষ, ১৩৯৫
৭ নারায়ণ, ৫০২ শ্রীগৌরাব্দ ; ১৫ পৌষ, শুক্রবার, ৩০ ডিসেম্বর ১৯৮৮ { ১১শ সংখ্যা

শ্রীল প্রভুপাদের পত্রাবলী

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীরঙ্গক্ষেত্র
(ত্রিচি) মাদ্রাজ
৫ই ডিসেম্বর ১৯২৬

স্নেহবিগ্রহেষু,—

মথুরা হইতে ২৪শে কার্ত্তিক তারিখে আপনাকে যে পত্র লিখিয়াছিলাম, তাহার পরবর্ত্তিকালের ভ্রমণ-বৃত্তান্ত আপনি জানিতে চাহিয়াছেন। এই কয়েকদিন শ্রীমান্ রামবিনোদের বিরহে নিতান্ত কাতর থাকায় পত্র দিতে পারি নাই। তাঁহার সহসা শ্রীব্রজধামে অভিযান হইবে জানিতে না পারায় ভ্রমণ স্থগিত করিয়া শ্রীগৌড়ীয় মঠে ফিরিব মনে করিয়াছিলাম, কিন্তু উড়ুপীক্ষেত্র দর্শন করিবার আকর্ষণের হস্ত হইতে পরিত্রাণ পাই নাই বলিয়া দাক্ষিণাত্য প্রদেশে কয়েকটী স্থান দর্শন করিলাম। অনেকগুলি স্থানের অনুসন্ধান করিবার ও দেখিবার ইচ্ছা ছিল কিন্তু শ্রীগৌরসুন্দরের ইচ্ছা স্বতন্ত্র বলিয়া মাদৃশ গৌরবিমুখ-জনের তাহা ভাগ্যে ঘটিল না। আর্য্যাবর্ত্তে স্থানে স্থানে ভ্রমণে শারীরিক অসুস্থতা এবং শ্রীরামবিনোদের আমাদিগের বর্ত্তমান ভূমিকা হইতে মহাপ্রয়াণ আরও কিছুদিবস ভ্রমণের অন্তরায় রূপে উপস্থিত হওয়ায় শীঘ্রই শ্রীগৌড়ীয়মঠে প্রত্যাবর্ত্তন করিব, এক্ষণে স্থির করিয়াছি। পূর্ব্বপত্রে মথুরায় উপস্থিতির কথা পর্য্যন্ত লিখিয়াছি, তাহার পরবর্তী ঘটনাগুলি এখন সংক্ষেপে জানাইতেছি।

আমি ২৬শে কার্ত্তিক শুক্রবার দিবস পুনরায় শ্রীবৃন্দাবনে যাই। পূর্ব্বদিবস 'শ্রীরাধারমণ ঘেরা'র অন্তর্গত শ্রীশ্যামারমণ মন্দিরে শ্রীল বন মহারাজের এবং শ্রীল তীর্থ মহারাজের বক্তৃতা হইয়াছিল। আমি ঐ দিবস উপস্থিত হইতে পারি নাই। দ্বিপ্রহরে শ্রীকৃষ্ণগোপাল দীক্ষিত শ্রীনৃসিংহদাস কুঞ্জের মহান্ত শ্রীগৌড়দাসকে আমার সহিত পরিচয় করাইয়া দেন। শ্রীগৌড়দাস তাঁহার কুঞ্জের সকল ভার আমাদিগকে গ্রহণ করিতে বিশেষ অনুরোধ করেন। আমি তাঁহার

প্রস্তাবের অনুমোদন করি। বৈকালে শ্রীশ্যামারমণ মন্দিরে তীর্থ মহারাজের বক্তৃতার পর শ্রীযুক্ত মধুসূদন গোস্বামী সার্ব্বভৌম ও সমাগত অনেকগুলি গৌড়ীয় ভদ্রলোক আমাকে কিছু হরিকথা বলিবার জন্য অনুরোধ করেন। আমি তাঁহাদের বাক্য উপেক্ষা করিতে না পারিয়া অল্পক্ষণের জন্য কিছু বলিয়াছিলাম।

আমার সেদিনের বক্তব্য-বিষয়ের সার এই যে, মর্য্যাদাপথে যে বৈধ-উপাসনা প্রতিষ্ঠাযুক্ত ভক্তগণের দ্বারা অনুষ্ঠিত হয়, তাহা পরতত্ত্বপর। জড়প্রতিষ্ঠার সহিত বৈধী উপাসনা কৃষ্ণের ঐশ্বর্য্যের জ্ঞাপক হইলেও উহা স্বয়ংরূপের গৌণী উপাসনা মাত্র। মর্য্যাদাময়ী উপাসনায় পূজ্য বস্তু শ্রীকৃষ্ণ হইলেও উহা জীবের বিশ্রম্ভযুক্ত-মাধুর্য্যময়ী উপাসনার সহিত এক নহে। উপাসনা-বৈচিত্র্যের সঙ্গে সঙ্গে উপাসকের সাধ্যপ্রতীতি, সাধ্য-অনুভব এবং সাধ্য-অস্তিত্বের মধ্যে যে বৈশিষ্ট্য অবস্থিত, তাহা তারতম্যবিচারে উপেক্ষণীয় নহে। তদুপলক্ষে আমি কতিপয় বিচার অবতারণা করিয়া দেখাইবার প্রয়াস করিয়াছিলাম। স্বয়ংরূপ পরতত্ত্ব হইলেও স্বয়ংরূপপ্রতীতি বৈধপরতত্ত্ব-নির্দ্দেশকারি ব্যক্তিগণের উৎক্রান্ত ধারণায় অবস্থিত। বৈধভক্তগণের বাহ্যজগতের গুণত্রয়সম্বন্ধ পরতত্ত্ববিচারে কিঞ্চিৎ শ্লথ হইলেও শুদ্ধভক্তিপথে অবস্থিত জনগণ পরতত্ত্ব-সহ স্বয়ং-রূপের সর্ব্বদা নিত্যবৈশিষ্ট্য সংস্থাপন করেন। স্বয়ংরূপ হইতে যে পরতত্ত্ববৈভব প্রকটিত, তাহা মর্য্যাদাপর বিচার ও মর্য্যাদাপর বৈধ ভক্তগণ উপলব্ধি করিতে না পারিয়াই মাধুর্য্যময় অনুরাগপথে প্রবেশ করিতে অসমর্থ হন। এই অসমর্থতানিবন্ধন তাঁহারা কেহ কেহ সর্ব্বকারণকারণ আকরবিগ্রহ স্বয়ংরূপ ব্রজেন্দ্রনন্দনকে স্বয়ংপ্রকাশতত্ত্বের একমাত্র উৎপত্তি স্থান বলিয়া ধারণা করিতে অক্ষম হন। তাঁহাদের বিচারে শ্রৌতপন্থা কিয়ৎপরিমাণে উপেক্ষিত হওয়ায় কৃষ্ণের বৈভবপ্রকাশ বস্তুকে তাঁহার পরতত্ত্বজ্ঞানে স্থাপন করিয়া স্বয়ংরূপ ভূমিকাকে বৈভবপ্রকাশরূপ বিচারে আবদ্ধ করেন।

শ্রীবার্ষভানবীর অনুগ্রহ ব্যতীত শ্রীকৃষ্ণলীলার রসসমুদ্রের অমৃতবিন্দু পানে কাহারও অধিকার নাই। তজ্জন্য গোপীর কৈঙ্কর্য্যাভাবে শ্রী ও তদনুগত শ্রীসম্প্রদায়ের শ্রীরাধাগোবিন্দের সেবাসৌন্দর্য্যদর্শনে অধিকার নাই।

এই সকল বিচার না বুঝিয়াই বর্ত্তমানকালে নদীয়া-নাগরীসম্প্রদায় কৃষ্ণবৈভবপ্রকাশ বিগ্রহের অবতার বলিয়া শ্রীগৌরসুন্দরের পাদপদ্মের সেবায় বঞ্চিত হইতেছেন এবং আপনাদিগকে 'গৌরনাগরী' প্রভৃতি কল্পিত অভিমানে প্রতিষ্ঠিত করিতেছেন। জড়রসে অবস্থিত হইয়া গৌরনাগরী-দল গৌরসুন্দরকে মাধুর্য্য-রসাশ্রয় কৃষ্ণ হইতে পৃথক্‌রূপে স্থাপনপূর্ব্বক আপনাদিগকে কল্পিত জড়রস হইতে অতিক্রান্তজ্ঞানে কৃষ্ণসেবা-ছলনায় গৌরহরির বৈভবপ্রকাশপর কাল্পনিক ঐশ্বর্য্যপর নারায়ণসেবা করিবার জন্যই ব্যস্ত হইতেছেন। উহাতে মধুররসের উজ্জ্বলতার অভাবমাত্র লক্ষিত হয়।

অনুজ্জ্বল মধুররস স্বকীয় বিচারে অবস্থিত; সুতরাং উহা দাসরসেরই প্রকারভেদ মাত্র। অনেকে নারায়ণের স্বকীয় বৈধ পতিপত্নীগত রসকে 'মধুররস' বলিয়া ভ্রান্ত হন। যাহারা শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের প্রকৃত প্রস্তাবে কৈঙ্কর্য্য করিয়াছেন, তাঁহারা এইরূপ ভ্রান্তি হইতে শতসহস্রযোজন দূরে উজ্জ্বলরসে অবস্থিত। সুতরাং স্বকীয় মধুর-প্রতিমরসকে 'বিশুদ্ধ দাস রস' বলিয়াই জানেন। দাস্যরসে, দাসের হৃদয়ে গৌরব, মর্য্যাদা ও বিধি এবং বিশ্রম্ভের অভাব যেরূপ প্রবল, উজ্জ্বলরসে মাধুর্য্যময় বিগ্রহাভিন্ন ঔদার্য্যলীলাবিগ্রহ শ্রীগৌরসুন্দরের নিত্য চিদানন্দ-স্বরূপাবস্থিত ভক্তগণের হৃদয়ে তাদৃশ ভাব প্রবল হইবার পরিবর্ত্তে অত্যন্ত বিশ্রম্ভময় অনুরাগপরতা লক্ষিত হয়। বৈধহৃদয় ভক্তাভিমানী বৈষ্ণব 'ভক্তিরসামৃতসিন্ধু' বা 'উজ্জ্বলনীলমণিগ্রন্থ' পাঠে যে মধুর-রসপর্য্যায়ে স্বকীয় বিচারের ধারণা করেন, তাহা তাঁহাদের অপ্রাকৃত রাজ্যে শ্রীরূপানুগত্যের অভাব মাত্র। তাঁহারা বলেন যে, স্বকীয় বিচারে লক্ষ্মীর অথবা লক্ষ্মীপ্রিয়া ও বিষ্ণুপ্রিয়া মাতার গৌরানুরাগ, শ্রীসত্যভামার বা শ্রীকমলার দ্বারকাপতি বা পরব্যোমপতির প্রতি মর্য্যাদা সদৃশ হওয়ায় উহাই উজ্জ্বল রসের বিষয়াশ্রয়ের মধুর রসজাতীয়। সুতরাং গৌর-বিষ্ণুপ্রিয়ার স্বকীয় বিচারই উজ্জ্বল রস। কিন্তু রুচিপ্রধানপথে অনুন্নত অনুজ্জ্বল

দাস-রসে মধুর-রস-ভ্রান্তি 'মধুর রস' বলিয়া স্বীকৃত হয় না। শ্রীসনাতনগোস্বামীর 'বৃহদ্ভাগবতামৃত' ও শ্রীরূপগোস্বামিকৃত 'ভক্তিরসামৃতসিন্ধু' ও 'উজ্জ্বল-নীলমণি' আশ্রয় গ্রহণ করিলে সাধারণ জড় আলঙ্কারিকের বুদ্ধি সম্মার্জ্জিত হইতে পারে ও গৌরনাগরী-ভাবের দৌরাত্ম্য অশাস্ত্রীয় বলিয়া বুঝা যায়।

আমার সে দিবস অনেকগুলি কথা বলিবার ছিল কিন্তু বৈধবিচারে শ্রীমূর্ত্তির সেবনকাল উপস্থিত হওয়ায় আমি ঐগুলি বিশদভাবে বুঝাইয়া বলিবার অবকাশ পাই নাই।

বক্তৃতায় বিষয়টী দুর্ব্বোধ্য হইল বলিয়া গোস্বামী সার্ব্বভৌম মহাশয় ধন্যবাদমুখে কয়েকটী কথা বলিয়াছিলেন।

ঐসকল কথা সম্পূর্ণ করিবার জন্য অনুরুদ্ধ হইলেও আমি তৎপরদিবস শ্রীশ্যামারমণ মন্দিরে উপস্থিত হইয়া সকল কথা জানাইতে পারি নাই। কোন সময়ে এই সকল কথা বিস্তৃতভাবে আলোচনা করিবার বাসনা রহিয়াছে। আমরা সেই রজনীতে শ্রীরাধারমণ ঘেরায় বাস করিয়া প্রাতে ভক্তবর ডাক্তার শ্রীযুক্ত বলহরিদাস মহাশয়ের সহিত কিছু আলাপ করিয়া টাঙ্গায় করিয়া শ্রীমথুরায় প্রত্যাবর্ত্তন করি।

নিত্যাশীর্ব্বাদক

শ্রীসিদ্ধান্তসরস্বতী

শ্রীশ্রীমদ্ভাগবতার্কমরীচিমালা
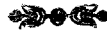
অষ্টম-কিরণঃ—বদ্ধজীবলক্ষণম্

গর্ভগতোজীবঃ ভগবন্তম্ [৩।৩১।২১]

তস্মাদহং বিগতবিক্লব উদ্ধরিষ্যে
আত্মানমাশু তমসঃ সুহৃদাত্মনৈব।
ভূয়ো যথা ব্যসনমেতদনেকরন্ধ্রং
মা মে ভবিষ্যদুপসাদিতবিষ্ণুপাদঃ ॥১॥

কপিলঃ দেবহূতিম্ [৩।২৭।২]

স এষ যর্হি প্রকৃতের্গুণেষ্বভিবিসজ্জতে।
অহঙ্কারবিমূঢ়াত্মা কর্ত্তাহমিতি মন্যতে ॥২॥
তেন সংসারপদবীমবশোঽভ্যেত্য নির্বৃতঃ।
প্রাসঙ্গিকৈঃ কর্ম্মদোষৈঃ সদসন্মিশ্রযোনিষু ॥৩॥

[৩।৩০।৩]

যদধ্রুবস্য দেহস্য সানুবন্ধস্য দুর্ম্মতিঃ।
ধ্রুবাণি মন্যতে মোহাদ্ গৃহক্ষেত্রবসূনি চ ॥৪॥

ব্রহ্মা ভগবন্তম্ [৩।৯।৭-৮]

দৈবেন তে হতধিয়ো ভবতঃ প্রসঙ্গাৎ
সর্ব্বাশুভোপশমনাদ্বিমুখেন্দ্রিয়া যে।

শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-কৃত "মরীচিপ্রভা"-নাম্নী ব্যাখ্যা

মায়য়া জীবসম্বন্ধঃ যেন প্রদর্শিতঃ স্ফুটম্।
শ্রীগৌরকৃপয়া সাক্ষাত্তং জীবং প্রণমাম্যহম্ ॥

(গর্ভগত অবস্থায় জীব বলে)—"কৃষ্ণবৈমুখ্য-বশতঃ আমি গর্ভগত হইয়াও অব্যাকুলচিত্তে সদ্‌বুদ্ধি-দ্বারা আপনাকে উদ্ধার করিব। আর অনেক জন্মাদি কষ্ট না হয়, এইজন্য কৃষ্ণপদাশ্রয় লাভ করিতে যত্ন করিব" ॥ ১ ॥

সেই জীব যখন প্রকৃতিগুণত্রয়ে আসক্তি লাভ করে, তখন 'আমি' ও 'আমার' এইরূপ অহঙ্কারের দ্বারা বিমূঢ় হইয়া 'আমি কর্ত্তা' এইরূপ বিশ্বাস করে ॥ ২ ॥

সেই অহঙ্কারের সহিত অবশ হইয়া সুখবোধ করতঃ সংসার-পদবীকে প্রাপ্ত হয়। সঙ্গে সঙ্গে কর্ম্মদোষে কখন ব্রাহ্মণাদি সৎ-যোনি, কখন কুক্কুরাদি অসৎ-যোনিতে জন্মলাভ করে ॥ ৩ ॥

দুর্ম্মতি জীব অধ্রুব দেহ-গেহ-কলত্রাদিতে, গৃহ-ক্ষেত্র-ধনাদিতে ধ্রুব বুদ্ধি করিয়া মোহপ্রাপ্ত হয় ॥৪॥

(ব্রহ্মা বলিতেছেন)—"হে ভগবন্! বহির্ম্মুখ-ইন্দ্রিয়যুক্ত ব্যক্তিগণ দৈবকর্ত্তৃক হতবুদ্ধি হইয়া সমস্ত-অশুভোপশমরূপ আপনার প্রসঙ্গ হইতে বিমুখ হয়

কুর্ব্বন্তি কামসুখলেশলবায় দীনা
লোভাভিভূতমনসোঽকুশলানি শশ্বৎ ॥৫॥
ক্ষুত্তৃট্ত্রিধাতুভিরিমা মুহুরর্দ্যমানাঃ
শীতোষ্ণবাতবরষৈরিতরেতরাচ্চ।
কামাগ্নিনাচ্যুত রুষা চ সুদুর্ভরেণ
সংপশ্যতো মন উরুক্রম সীদতে মে ॥৬॥

[৩।৯।১০]

অহ্ন্যাপৃতার্তকরণা নিশি নিঃশয়ানা
নানামনোরথধিয়া ক্ষণভগ্ননিদ্রাঃ।
দৈবাহতার্থরচনা ঋষয়োঽপি দেব
যুষ্মৎ প্রসঙ্গবিমুখা ইহং সংসরন্তি ॥৭॥

কপিলঃ দেবহূতিম্ [৩।৩০।৪]
জন্তুর্বৈ ভব এতস্মিন্ যাং যাং যোনিমনুব্রজেৎ।
তস্যাং তস্যাং স লভতে নির্বৃতিং ন বিরজ্যতে ॥৮॥

নারদঃ প্রাচীনবর্হিরাজানম্ [৪।২৯।২৯]
ক্বচিৎ পুমান্ ক্বচিচ্চ স্ত্রী ক্বচিন্নোভয়মন্ধধীঃ।
দেবো মনুষ্যস্তির্য্যগ্বা যথাকর্ম্মগুণং ভবঃ ॥৯॥

কপিলঃ মাতরম্ [৩।৩০।৫৭]
নরকস্থোঽপি দেহং বৈ ন পুমাংস্ত্যক্তুমিচ্ছতি।
নারক্যাং নির্বৃতৌ সত্যাং দেবমায়াবিমোহিতঃ ॥১০॥

মামনারাধ্য দুঃখার্তঃ কুটুম্বাসক্তমানসঃ।
সৎসঙ্গরহিতো মর্ত্ত্যো বৃদ্ধসেবাপরিচ্যুতঃ ॥১১॥

[৩।৩০।৬]

আত্মজায়াসুতাগারপশুদ্রবিণবন্ধুষু
নিরূঢ়মূলহৃদয় আত্মানং বহুমন্যতে ॥১২॥

[৩।৩০।৯]

গৃহেষু কূটধর্ম্মেষু দুঃখতন্ত্রেষ্বতন্দ্রিতঃ।
কুর্ব্বন্ দুঃখপ্রতীকারং সুখবন্মন্যতে গৃহী ॥১৩॥

[৩।৩০।১১]

বার্ত্তায়াং লুব্ধমানায়ামারব্ধায়াং পুনঃ পুনঃ।
লোভাভিভূতো নিঃসত্ত্বঃ পরার্থে কুরুতে স্পৃহাম্ ॥১৪

এবং সর্ব্বদা দীনতাবশে কামসুখলেশলব-প্রাপ্তির জন্য লোভাভিভূতচিত্তে অকুশল কর্ম্মসকল করিয়া থাকে। ॥ ৫ ॥

আহা! দুর্ব্বুদ্ধি জীবগণ ক্ষুধা, তৃষ্ণা, বাত, পিত্ত, শ্লেষ্মা, শীতোষ্ণ, বাত, বর্ষাদ্বারা পরস্পর মুহুর্মুহু ক্লিষ্ট হয়। কামাগ্নিও ভীষণ ক্রোধভরে দুঃখ পাইতে থাকে। তাহাদিগকে দেখিয়া, হে উরুক্রম! আমার মন কম্পপ্রাপ্ত হইয়াছে ॥ ৬ ॥

হে ভগবন্! আর কি বলিব। আপনার প্রসঙ্গ-রহিত তর্কাদিপ্রিয় ঋষিগণও দিবাভাগে অবিদ্যাক্লিষ্ট ইন্দ্রিয়গণকে নিজ নিজ কর্ম্মে ব্যস্ত রাখেন এবং রাত্রে ঘোর-নিদ্রায় থাকেন, কখন কখন নানা মনোরথ-চিন্তায় ক্ষণভঙ্গনিদ্র হইয়া পড়েন। আবার যাহা করিবার চেষ্টা করেন, তাহার অর্থ-রচনা দৈবাহত হইয়া পড়ে। অনেক শাস্ত্র প্রণয়ন করিয়াও সংসারকে লাভ করেন। ভগবদ্‌বহির্ম্মুখতার এই দুষ্ট ফল ॥৭॥

এই ভবে জন্তুগণ যে যে যোনিপ্রাপ্ত হয়, সেই সেই যোনিতে নির্বৃতি (সুখ) লাভ করে, বিরাগ প্রাপ্ত হয় না। আহা! মায়ার কি মোহ ॥ ৮ ॥

যথা কর্ম্মগুণ আশ্রয় করিয়া মন্দবুদ্ধি জীব কখন পুরুষ, কখন স্ত্রী, কখন নপুংসক হইয়া জন্মগ্রহণ করে। কখন দেবতা, কখন মনুষ্য, কখন তির্য্যক্ হইয়া কর্ম্মফল পায় ॥ ৯ ॥

নরকস্থ হইয়াও পুরুষ দেহত্যাগ করিতে ইচ্ছা করে না। নরকে নির্বৃতি (তুষ্টি) লাভ করিয়া দেবমায়া-বিমোহিত হইয়া থাকে ॥ ১০ ॥

ভগবান্ কহিলেন,—"আমাকে আরাধনা না করিয়া কুটুম্বাসক্ত মন, সৎসঙ্গরহিত এবং পূর্ব্বসাধু-সেবা হইতে বিচ্যুত হইয়া জীব দুঃখার্ত্ত হইয়া পড়ে ॥ ১১ ॥

শরীর, জায়া, সুত, আগার, পশু, দ্রবিণ, বন্ধু—এই সকলে আসক্তি বদ্ধমূল করিয়া আপনাকে আপনি বহুমানন করে ॥ ১২ ॥

আবার সে সুখ কাহাকে বলে দেখুন। কষ্টকর গৃহকর্ম্মে নানাবিধ দুঃখতন্ত্রে অতন্দ্রিতভাবে দুঃখের প্রতিকার অনুসন্ধান করিয়া গৃহী সুখ পাইলাম মনে করে। এই সংসারে যাহাকে সুখ বলে তাহা সুখ নয় কিছু কিছু দুঃখের প্রতিকার মাত্র ॥ ১৩ ॥

গৃহী লোক জীবননির্ব্বাহের বার্ত্তা বা ব্যবসায় রচনা করে। একটী বার্ত্তা নষ্ট হইলে আর একটী আরম্ভ করে। এইরূপ লোভাভিভূত হইয়া বস্তুতঃ সত্ত্বহীন কার্য্যে পরের জন্য স্পৃহা করে ॥ ১৪ ॥

(ক্রমশঃ)

শ্রীশ্রীভাগীরথী গঙ্গা

(২)

[পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রমোদ পুরী মহারাজ]

শ্রীশ্রীল রূপ গোস্বামিপাদ তাঁহার ভক্তিরসামৃত-সিন্ধু গ্রন্থের পূর্ব্ববিভাগে সাধনভক্তিলহরীতে বিবিধাঙ্গ বৈধীভক্তির যে চতুঃষষ্টি অঙ্গ বর্ণন করিয়াছেন, শ্রীরূপানুগবর শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামিপ্রভু তদানুগত্যে তাঁহার শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত মধ্য ২২শ পরিচ্ছেদে শ্রীসনাতনশিক্ষা-বর্ণনপ্রসঙ্গে উহা পয়ার-ছন্দে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। উহাতে 'তদীয়-সেবন' (চৈঃ চঃ ম ২২।১২০) বলিয়া একটি বিশেষ অঙ্গ আছে। শাস্ত্রে লিখিত আছে—"অর্চ্চয়িত্বা তু গোবিন্দং তদীয়ান্নার্চ্চয়েত্তু যঃ। ন স ভাগবতো জ্ঞেয়ঃ কেবলং দাম্ভিকঃ স্মৃতঃ॥" অর্থাৎ শ্রীগোবিন্দের পূজা করিয়াও গোবিন্দের ভক্ত—তদীয়ের পূজা না করিলে তাঁহাকে ভক্ত বলা যাইবে না, তিনি দাম্ভিক বলিয়া বিচারিত হন। গোবিন্দ তাঁহার পূজা গ্রহণ করেন না। শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী 'তদীয়' বস্তুর পরিচয় এইরূপ লিখিয়াছেন—

'তদীয়'—তুলসী, বৈষ্ণব, মথুরা, ভাগবত।
এই চারির সেবা হয় কৃষ্ণের অভিমত॥

—চৈঃ চঃ ম ২২।১২১

শ্রীল বৃন্দাবনদাস ঠাকুর তাঁহার শ্রীচৈতন্যভাগবত মধ্য ২১শ পরিচ্ছেদে ৮১-৮২ পয়ারে ঐ 'তদীয়' পরিচয়ে লিখিয়াছেন—

'ভাগবত, তুলসী, গঙ্গায়, ভক্তজনে।
চতুর্দ্ধা বিগ্রহ কৃষ্ণ এই চারি সনে॥
জীবন্যাস করিলে শ্রীমূর্ত্তি পূজ্য হয়।
'জন্মমাত্র এ চারি ঈশ্বর' বেদে কয়॥"

পরমারাধ্য শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ উহার 'বিবৃতি'তে লিখিয়াছেন—

'শ্রীকৃষ্ণ চারিমূর্ত্তিতে প্রপঞ্চে স্বীয় বিগ্রহ প্রকাশ করেন। যদিও এই চারিমূর্ত্তি সহসা দর্শন করিলে ভগবান্ বলিয়া জানা যায় না, তথাপি এই চারিটি ভগবৎসম্বন্ধি বস্তু ভগবানের প্রকাশ-বিগ্রহ রূপে পূজিত হন। বৈষ্ণব, তুলসী, গঙ্গা ও শ্রীমদ্ভাগবতগ্রন্থ —এই চারিটিই কৃষ্ণের প্রকাশ-বিগ্রহচতুষ্টয়॥' ৮১।

"বহির্বিচারে শ্রীঅর্চ্চা-বিগ্রহে প্রাণ প্রতিষ্ঠা করিয়া পূজ্যবুদ্ধি করিতে হয়। তাদৃশ প্রাণ প্রতিষ্ঠা না করিয়াও শ্রীমদ্ভাগবত, তুলসী, গঙ্গা ও বৈষ্ণব—ইঁহারা জগতের ভোগ্যবস্তুবিচারে পরিদৃষ্ট হইলেও ইঁহারা ভোক্তৃভাব-সম্পন্ন অভিন্ন-ঈশ্বরবস্তু ও প্রভুতত্ত্ব এবং চিন্ময়জ্ঞান-প্রদাতা, বেদশাস্ত্র ইহাই বলিয়া থাকেন।" ৮২॥

সুতরাং তদীয় বস্তু 'গঙ্গা'—অভিন্ন ঈশ্বরবস্তু, প্রভুতত্ত্ব ও চিন্ময়জ্ঞানপ্রদাত্রী। গঙ্গার অনন্তধারার মধ্যে স্বর্গে 'মন্দাকিনী', ভূতলে 'ভাগীরথী' ও পাতালে 'ভোগবতী'—এই ত্রিধারাই বিশেষ প্রসিদ্ধা। আমরা শ্রীচৈতন্যভাগবত ও শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত গ্রন্থদ্বয় অবলম্বনে গঙ্গার মাহাত্ম্য ক্রমশঃ বর্ণন করিবার ইচ্ছা পোষণ করিতেছি। শ্রীমন্মহাপ্রভু গঙ্গার মনোবাঞ্ছা পূরণার্থ শ্রীধামনবদ্বীপ মায়াপুরে গঙ্গাতটে প্রকটলীলা আবিষ্কার পূর্ব্বক গঙ্গায় জলক্রীড়া করিলেন—

'এতদিনে গঙ্গার পূরিল মনোরথ।
তুমি ক্রীড়া করিবা যে চির অভিমত॥'

—চৈঃ ভাঃ আ ২।১৯১

পরমারাধ্য শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ উক্ত পয়ারের বিবৃতিতে লিখিয়াছেন—

"অনাদিকাল হইতে গঙ্গাদেবী 'কৃষ্ণচরণামৃত' নামে প্রসিদ্ধ হইয়া বৈষ্ণবাগ্রগণ্য শিবের শিরে ধৃত হইয়াছিলেন। জগতের মঙ্গলার্থ তিনি হরিদ্বার হইতে সাগরসঙ্গম পর্য্যন্ত প্রবাহিত হইয়া তীরবাসী জনগণের কৃষ্ণসেবাপ্রবৃত্তি বৃদ্ধি করিতেছিলেন। তিনি যে তোমার (মহাপ্রভুর) পাদসংস্পৃষ্ট উদক,—এই কথা অর্ব্বাচীন লোকগণ হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিত না। তজ্জন্য গঙ্গাদেবী জগতে ভগবৎপাদধৌত সলিলরূপে পরিচিতা হইয়া যাহাতে তোমারই সেবা করিতে পারেন, এইরূপ অভিলাষ করিয়াছিলেন। অতঃপর তোমার (মহাপ্রভুর) পাদপ্রক্ষালন ও অবগাহনাদি-দ্বারা গঙ্গার সেই মনোরথ সিদ্ধিলাভ করিবে।"

শ্রীমন্মহাপ্রভু শিশু-নিমাই বিশ্বম্ভর রূপে নিজ

সহচর বালকগণসহ প্রত্যহ আপনার ঘাট, মাধাইর ঘাট, বারকোণা ঘাট, নগরিয়া ঘাট প্রভৃতি ঘাটে ঘাটে সাঁতার দিয়া গিয়া বহুক্ষণ যাবৎ জলক্রীড়া করিতেন, বয়োজেষ্ঠ বিজ্ঞছাত্রগণ মহাপ্রভুর মেধাপরীক্ষার্থ বিদ্যাচর্চ্চা করিতেন। মহাপ্রভুর শাস্ত্রব্যাখ্যায় ও পূর্ব্বপক্ষ নিরসনপূর্ব্বক সিদ্ধান্ত স্থাপনবিষয়ে অলৌকিকী শক্তিদর্শনে সকলেই স্তম্ভিত হইতেন। কখনও কখনও মহাপ্রভু সহচর বালকগণসহ সাঁতার দিয়া গঙ্গার ওপারে বর্ত্তমান সহরনবদ্বীপ কুলিয়ায় ও রামচন্দ্রপুর প্রভৃতি গ্রামে যাইতেন। গঙ্গা ব্রহ্মা-শিবাদি বন্দিতা হইয়াও যমুনায় কৃষ্ণচন্দ্রের বিহার দেখিয়া তাঁহারও পূর্ব্বে যমুনার সৌভাগ্য-প্রাপ্তির লালসা হইত, তাই বাঞ্ছাকল্পতরু শ্রীভগবান্ ব্রজেন্দ্রনন্দন কৃষ্ণচন্দ্র তাঁহার শ্রীরাধাভাবকান্তিসুবলিত গৌরলীলায় গঙ্গার সেই মনোবাঞ্ছা পূরণ করিলেন। মহাপ্রভু জাহ্নবীর জলে প্রত্যহ বহুক্ষণ যাবৎ অবগাহন স্নান, সন্তরণাদি ক্রীড়া করতঃ গৃহে আসিয়া যথাবিধি তদ্‌বস্ত্র শ্রীবিষ্ণু ও তদীয় শ্রীতুলসী পূজনাদর্শ প্রদর্শন পূর্ব্বক ভোজনলীলা করিতেন। ভোজনান্তেই আবার নির্জ্জনে পাঠাভ্যাস-লীলা প্রকটিত হইত। শ্রীশচীমাতা ও শ্রীজগন্নাথমিশ্রের আর আনন্দের সীমা থাকিত না। (চৈঃ ভাঃ আ ৮।৫০-৭৭)

গঙ্গার পশ্চিমে যমুনাধারা, পূর্ব্বে গঙ্গাধারা এবং মধ্যে সরস্বতীধারা প্রবাহিত হন। শ্রীমন্মহাপ্রভু সন্ন্যাস গ্রহণান্তে প্রেমোন্মত্ত অবস্থায় বৃন্দাবনে যাইবার জন্য ছুটিতে থাকিলে নিত্যানন্দ প্রভু তাঁহাকে ভুলাইয়া ভুলাইয়া শান্তিপুরে লইয়া যাইবার জন্য গঙ্গাতীরে আনয়ন করিলেন, মহাপ্রভু গঙ্গাকেই যমুনা জ্ঞানে যমুনার স্তব পাঠ করিতে করিতে স্নানের সময় নূতন শুষ্ক কৌপীন বহির্ব্বাস হস্তে শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্যকে প্রণাম করিতে দেখিয়া তাঁহাকে কহিলেন—'তুমি ত' আচার্য্য গোসাঞি, এথা কেনে আইলা। আমি বৃন্দাবনে, তুমি কেমতে জানিলা ॥" তখন "আচার্য্য কহে—তুমি যাঁহা, সেই বৃন্দাবন। মোর ভাগ্যে গঙ্গাতীরে তোমার আগমন ॥" তচ্ছ্রবণে "প্রভু কহে, নিত্যানন্দ আমারে বঞ্চিলা। গঙ্গাকে আনিয়া মোরে যমুনা কহিলা ॥" ইহা শুনিয়া "আচার্য্য কহে, মিথ্যা নহে শ্রীপাদ-বচন। যমুনাতে স্নান তুমি করিলা এখন ॥ গঙ্গায় যমুনা বহে হঞা একধার। পশ্চিমে যমুনা বহে, পূর্ব্বে গঙ্গাধার ॥ পশ্চিমধারে যমুনা বহে, তাঁহা কৈলে স্নান। আর্দ্র কৌপীন ছাড়ি' কর শুষ্ক পরিধান ॥" (চৈঃ চঃ ম ৩য় পঃ দ্রষ্টব্য)

বাল্যলীলাচ্ছলে মহাপ্রভু গঙ্গাতত্ত্ব কহিতেছেন। শিশুসহচরগণসঙ্গে নিমাই গঙ্গাস্নান করিতে গিয়াছেন. তথায় কুমারীগণ গঙ্গাস্নানান্তে গঙ্গাতটে পূজা করিতে বসিয়াছেন। নিমাই তাঁহাদের মধ্যে আসিয়া বসিয়া গেলেন, আর কন্যাগণকে কহিতে লাগিলেন—দেখ, তোমরা আমার পূজা কর, আমি তোমাদিগকে বর দিব। তোমরা যাঁহাদিগকে পূজা কর, তাঁহারা কে জান ?

"গঙ্গা-দুর্গা দাসী মোর, মহেশ কিঙ্কর ॥"
—চৈঃ চঃ আ ১৪।৫০

ইহা বলিতে বলিতে কুমারীদের পূজাপাত্রের চন্দন, ফুলমালা নিজেই পরিয়া 'নৈবেদ্য কাড়িয়া খান—সন্দেশ চাল কলা' আর বর দিতে থাকেন—"তোমাদিগের ভর্ত্তা হবে পরমসুন্দর ॥ পণ্ডিত, বিদগ্ধ, যুবা, ধনধান্যবান্। সাত সাত পুত্র হবে চিরায়ু মতিমান্ ॥" বর শুনিয়া কন্যাদের বাহিরে রোষ দৃষ্ট হইলেও অন্তরে সন্তোষ। যে সমস্ত কন্যা নৈবেদ্যাদি লইয়া পলাইয়া যায়, তাহাদিগের প্রতি নিমাই সক্রোধে বলিতে থাকেন—"যদি নৈবেদ্য না দেহ হইয়া কৃপণী। বুড়া ভর্ত্তা হবে, আর চারি সতিনী ॥" ইহা শুনিয়া সেই সমস্ত কন্যাদের মনে ভয় হয়—নিমাই হয়ত' কিছু জানে, অথবা দেবাবিষ্ট হইয়াই ঐরূপ বলে, ইহা মনে করিয়া তাহারা আবার ভয়ে ভয়ে নিমাইর সম্মুখে নৈবেদ্য আনিয়া ধরে, নিমাই তাহা খাইয়া তাহাদের ইষ্টবর দেন। অবশ্য শিশু নিমাইর এই সকল বালচাপল্যে নবদ্বীপের কেহই বিরক্ত হন না, বরং অন্তরে সুখই অনুভব করেন। একদিন বল্লভাচার্য্যদুহিতা বালিকা লক্ষ্মীপ্রিয়া দেবী (মহাপ্রভুর নিজশক্তি) গঙ্গাস্নানান্তে দেবতাপূজার জন্য আসিলেন। বালক বালিকা উভয়েরই উভয়ের দর্শনে স্বাভাবিকী প্রীতির উদয় হইল। "লক্ষ্মী—ভগবানের নিত্যপত্নী ও ভগবান্ লক্ষ্মীর নিত্যপতি। অতএব তাঁহাদের মধ্যে যে নিত্যপ্রীতি আছে, তাহা সাহজিক (সহজাত)। সেই প্রীতি বাল্যভাবে প্রচ্ছন্ন-

স্বরূপ হইয়া প্রতীত হইল।” (চৈঃ চঃ আ ১৪।৬৪ অঃ প্রঃ ভাঃ) প্রভু লক্ষ্মীকে কহিলেন—‘আমাকে পূজা কর, আমি মহেশ্বর, আমাকে পূজা করিলে আমি তোমাকে অভীপ্সিত বর প্রদান করিব।’ বালিকা লক্ষ্মীও স্বাভাবিকী প্রীতিভরে বালক নিমাই-এর পূজা-তৎপরা হইয়া তাঁহার শ্রীঅঙ্গে সচন্দন পুষ্প অর্পণ করতঃ মল্লিকার মালা দিয়া তাঁহাকে বন্দনা করিলেন। প্রভু সন্তুষ্ট হইলেন। শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী লিখিয়াছেন—

“প্রভু তাঁর পূজা পাঞা হাসিতে লাগিল।
শ্লোক পড়ি’ তাঁর ভাব অঙ্গীকার কৈল॥
সঙ্কল্পো বিদিতঃ সাধ্ব্যো ভবতীনাং মদর্চ্চনম্।
ময়ানুমোদিতঃ সোঽসৌ সত্যো ভবিতুমর্হতি॥”

—চৈঃ চঃ আ ১৪।৬৯ ধৃত ভাঃ ১০।২২।২৫ শ্লোক-বাক্য

[“কাত্যায়নীব্রতপরা কৃষ্ণকামা গোপীদিগের বস্ত্রহরণলীলার পর তাঁহাদিগকে বস্ত্রপ্রদানান্তর তাঁহাদিগের কৃষ্ণকামনা-দর্শনে শ্রীকৃষ্ণের শ্রীমুখ-বাক্য—হে সাধ্বীগণ, তোমাদের পূজার তাৎপর্য্য আমি জানিয়াছি। তোমরা যে আমার অর্চ্চনরূপ সঙ্কল্প করিয়াছ, তাহা লজ্জাবশতঃ প্রকাশ না করিলেও আমি জানিতে পারিয়াছি। ঐ সঙ্কল্প আমার অনুমোদিত, অতএব উহা সত্য হইবে।”]

শ্রীমন্মহাপ্রভু তাঁহার বাল্যলীলায় গঙ্গায় স্নানাদি ক্রীড়া করিয়া এবং গঙ্গাতটে এইরূপ পূজাগ্রহণাদি বহুবিধ লীলাবিলাস করিয়া তাঁহারই শ্রীচরণোদ্ভূতা—শ্রীচরণামৃতস্বরূপিণী গঙ্গাদেবীকে সুখ প্রদান করিতেন।

আমরা শ্রীচৈতন্যভাগবতে শ্রীল বৃন্দাবনদাস ঠাকুরের লেখনী হইতে পাই—একদিন বালক নিমাই তাঁহার ভক্ত শ্রীধরের গৃহে গিয়া বলিলেন—“* * শ্রীধর তোমারে কহি তত্ত্ব। আমা হৈতে তোর সব গঙ্গার মহত্ত্ব॥” ভক্তরাজ শ্রীধরের শ্রীবিষ্ণুপাদোদ্ভবা গঙ্গায় বড় অনুরাগ। মহাপ্রভুই যে সেই বিষ্ণুপরতত্ত্ব স্বয়ং ভগবান্, তাঁহারই মায়ামুগ্ধ শ্রীধর মহাপ্রভুর সেই বাক্য-ভঙ্গী বুঝিতে না পারিয়া কহিতে লাগিলেন—

“(শ্রীধর বলেন,—) ওহে পণ্ডিত নিমাঞি! গঙ্গা করিয়াও কি তোমার ভয় নাই?॥ বয়স বাড়িলে লোক কোথা স্থির হয়ে। তোমার চাপল্য আরো দ্বিগুণ বাড়য়ে॥” (—চৈঃ ভাঃ আ ১২।২১০-২১২)

আজ সেই ভক্তরাজ শ্রীধর শ্রীবাস-অঙ্গনে মহাপ্রভুর সাতপ্রহরিয়া ভাবে মহাপ্রভুর পরম কৃপা লাভ করিয়া তাঁহার স্তব করিতে করিতে কহিতে লাগিলেন—

“পূর্ব্বে মোর স্থানে তুমি আপনে বলিলা।
‘তোর গঙ্গা দেখ মোর চরণসলিলা’॥
তবু মোর পাপচিত্তে নহিল স্মরণ।
না জানিল মুঞি তোর অমূল্যচরণ॥”

—চৈঃ ভাঃ ম ৯।২০৮-৯

সাক্ষাৎ স্বয়ং ভগবান্ শ্রীগৌরসুন্দর নিজমুখেই তাঁহার পাদোদ্ভূতা গঙ্গার মহিমা কীর্ত্তন করিয়া গিয়াছেন। আবার সেই গঙ্গাভক্তিও সপার্ষদে আচরণমুখে শিক্ষা দিয়াছেন। তাঁহার প্রিয় পার্ষদ শ্রীল পুণ্ডরীক বিদ্যানিধি প্রভুর গঙ্গাভক্তির কথা শ্রীচৈতন্যভাগবতে পাই—

“পাদস্পর্শ-ভয়ে না করেন গঙ্গাস্নান।
সবে গঙ্গা দেখেন, করেন জলপান॥”

—চৈঃ ভাঃ অ ১০।১৭৯

ভগবদ্ভক্তগণ কলিহত নাস্তিকপ্রায় জীবগণের গঙ্গোদকে মুখ প্রক্ষালন, কুল্লোল, নিষ্ঠীবন বিসর্জ্জনাদি নানাপ্রকার দৌরাত্ম্য দেখিয়া অন্তরে খুবই বেদনা অনুভব করেন। মানুষ গঙ্গা যমুনা সরস্বতী গোদাবরী নর্ম্মদা সিন্ধু কাবেরী সরযূ প্রভৃতি পুণ্য নদীতটে এবং মহাতীর্থ সমুদ্রতটে মলমূত্রাদি বিসর্জ্জন রূপ যে সকল কদর্য্য আচরণ করে, তাহা অতীব শোচ্য। কোন কোন পণ্ডিতম্মন্য তর্কে প্রবৃত্ত হইয়া বলেন—‘মা সন্তানের কোন দোষ গ্রহণ করেন না’। নিতান্ত অজ্ঞ শিশুসন্তানের সকল দোষ মায়ের নিকট মার্জ্জনীয় হইতে পারে বটে, কিন্তু তথাপি যাহাতে কোন দোষ ত্রুটি না ঘটিতে পারে, তদ্বিষয়ে শিশু-সন্তানের অভিভাবকগণকে পূর্ব্ব হইতেই বিশেষ সাবধান হইতে হইবে। শৌচাদির স্থানাস্থান বিষয়ে জ্ঞানসম্পন্ন ব্যক্তির জ্ঞানকৃত অপরাধ কখনই মার্জ্জনীয় হইতে পারে না। মহাভারতীয় দানধর্ম্মের মতে গঙ্গার গর্ভ হইতে ১৫০ হাত পর্য্যন্ত স্থানকে গঙ্গাতীর

বলে। প্রাণ কণ্ঠাগত অর্থাৎ অর্থাভাবে ক্ষুধাতৃষ্ণায় অত্যন্ত কাতর হইলেও এইস্থানে বসিয়া কাহারও দান গ্রহণ করিতে নাই ঃ—

"অত্র ন প্রতিগৃহ্ণীয়াৎ প্রাণৈঃ কণ্ঠগতৈরপি।
সার্দ্ধহস্তশতং যাবৎ গর্ভতস্তীরমুচ্যতে ॥"

গঙ্গার তীর হইতে ২ ক্রোশ পর্য্যন্ত স্থানকে ক্ষেত্র বলে। গঙ্গাক্ষেত্রে বসিয়া দান, জপ বা হোম করিলে অসীম ফল হয়।

'তীরাদ্ গব্যুতিমাত্রন্তু পরিতঃ ক্ষেত্রমুচ্যতে।'
—স্কন্দপুরাণ

কোন পুরাণের মতে ভাদ্রমাসের কৃষ্ণচতুর্দ্দশী তিথিতে গঙ্গাজল যতদূর পর্য্যন্ত প্লাবিত হয়, তাহাকে গর্ভ ও তাহার পরভাগকে তীর বলে ঃ—

'ভাদ্রকৃষ্ণচতুর্দ্দশ্যাং যাবদাক্রমতে জলম্।
তাবদ্‌গর্ভং বিজানীয়াৎ তদূর্দ্ধং তীরমুচ্যতে ॥'
—দানধর্ম্ম" (বিশ্বকোষ দ্রষ্টব্য)

সুতরাং গঙ্গাগর্ভ, গঙ্গাতীর, গঙ্গাক্ষেত্র—এই সমুদয় স্থানেরই যথোপযুক্ত মর্য্যাদা অবশ্য-সংরক্ষণীয়। গঙ্গাতীরে বসিয়া গায়ে সাবান মাখা, কাপড় কাচা, শৌচাদিক্রিয়া সম্পাদন করা, গঙ্গায় থুথু ফেলা, কুলকুচা করা প্রভৃতি অত্যন্ত বিগর্হিত কৃত্য, ইহাতে গঙ্গামাতার চরণে অমার্জ্জনীয় অপরাধলিপ্ত হইতে হয়। ভক্ত 'পাপং মে হর জাহ্নবি' না বলিয়া 'ভক্তিং মে দেহি জাহ্নবি' বলিয়া সুখ পান। এজন্য 'গঙ্গাও বাঞ্ছেন হরিদাসের মজ্জন'। ভক্ত মাকে ভগবানের নামমহিমা শুনাইয়া আনন্দ দান করেন। মায়ের ক্রোড়ে বসিয়া তদারাধ্য ভগবানের পূজা করেন।

গঙ্গার অনন্ত মাহাত্ম্য। শ্রীহরিভক্তিবিলাসে শ্রীবিষ্ণুপাদোদকমাহাত্ম্য বর্ণনপ্রসঙ্গে লিখিত হইয়াছে—

"পাদোদকস্য মাহাত্ম্যং দেবো জানাতি শঙ্করঃ।
বিষ্ণুপাদচ্যুতা গঙ্গা শিরসা যেন ধারিতা ॥"
—হঃ ভঃ বিঃ ৯।৬৩ ধৃত স্কান্দবাক্য

অর্থাৎ শ্রীবিষ্ণুপাদচ্যুতা গঙ্গাকে যিনি শিরে ধারণ করিয়াছেন, সেই শ্রীশঙ্করদেবই বিষ্ণুপাদোদকের মহিমা অবগত আছেন।

ঐ শ্রীহরিভক্তিবিলাসেই কথিত হইয়াছে—

"বিষ্ণুপাদপ্রসূতাঽসি বৈষ্ণবী বিষ্ণুদেবতা।
ত্রাহি নস্ত্বেনসস্তস্মাৎ আজন্মমরণান্তিকাৎ ॥"
হঃ ভঃ বিঃ ৩।২৭৭

অর্থাৎ হে গঙ্গে, তুমি বিষ্ণুপাদোদ্ভবা, তুমি বিষ্ণুশক্তি, বিষ্ণুই তোমার (আরাধ্য) দেবতা। জন্ম হইতে মরণ পর্য্যন্ত যাবতীয় পাতক হইতে আমাদিগকে নিষ্কৃতি প্রদান কর।

"গঙ্গা গঙ্গেতি যো ব্রূয়াদ্ যোজনানাং শতৈরপি।
মুচ্যতে সর্ব্বপাপেভ্যো বিষ্ণুলোকং স গচ্ছতি ॥"

অর্থাৎ যিনি শত যোজন দূর হইতে 'গঙ্গা গঙ্গা' এই নাম উচ্চারণ করেন, তিনি সকল পাপ হইতে মুক্ত হইয়া বিষ্ণুলোকে গমন করেন।

তুলসীসংযুক্ত জলপূর্ণপাত্রে "গঙ্গে চ যমুনে চৈব গোদাবরি সরস্বতি। নর্ম্মদে সিন্ধো কাবেরি জলেঽস্মিন্ সন্নিধিং কুরু ॥"—এই মন্ত্রে গঙ্গাদি সপ্ততীর্থের আবাহন করিবার কথা বলিয়া পরবর্ত্তী শ্লোকে লিখিতেছেন—

"অথবা জাহ্নবীমেব সর্ব্বতীর্থময়ীং বুধঃ।
আবাহয়েদ্দ্বাদশভির্নামভির্জলভাজনে ॥"
—হঃ ভঃ বিঃ ৪।১০৩

অর্থাৎ অথবা পণ্ডিত ব্যক্তি সর্ব্বতীর্থময়ী জাহ্নবীকেই তাঁহার দ্বাদশনামদ্বারা জলপাত্রে আবাহন করিবেন।

জাহ্নবীর সেই দ্বাদশ নাম ঃ—

"নলিনী নন্দিনী সীতা মালিনী চ মহাপগা।
বিষ্ণুপাদার্ঘ্যসম্ভূতা গঙ্গা ত্রিপথগামিনী।
ভাগীরথী ভোগবতী জাহ্নবী ত্রিদশেশ্বরী ॥"
—হঃ ভঃ বিঃ ৪।১০৪

দ্বাদশটি নাম যথা—নলিনী, নন্দিনী, সীতা, মালিনী, মহাপগা, বিষ্ণুপাদার্ঘ্যসম্ভূতা, গঙ্গা, ত্রিপথগামিনী, ভাগীরথী, ভোগবতী, জাহ্নবী ও ত্রিদশেশ্বরী।

পদ্মপুরাণে বৈশাখমাহাত্ম্যেও বর্ণিত আছে—

"নন্দিনীত্যেব তে নাম দেবেষু নলিনীতি চ।
দক্ষা পৃথ্বী চ বিহগা বিশ্বনাথা শিবামৃতা ॥
বিদ্যাধরী মহাদেবী তথা লোকপ্রসাদনী।
ক্ষমাবতী জাহ্নবী চ শান্তা শান্তিপ্রদায়িনী ॥"
—হঃ ভঃ বিঃ ৪।১০৫-৬

অর্থাৎ দেবলোকে তোমার নাম—নন্দিনী, নলিনী,

দক্ষা, পৃথ্বী, বিহগা, বিশ্বনাথা, শিবা, অমৃতা, বিদ্যা-ধরী, মহাদেবী, লোকপ্রসাদনী, ক্ষমাবতী, জাহ্নবী, শান্তা ও শান্তিপ্রদায়িনী।

"অথাচম্য গুরুং স্মৃত্বাহনুজ্ঞাং প্রার্থ্য চ পূর্ব্ববৎ।
কৃষ্ণপাদাব্জতো গঙ্গাং পতন্তীং মূর্দ্ধি চিন্তয়েৎ॥"
—ঐ ৪।১০৭

জলপাত্রে তীর্থ আবাহনপূর্ব্বক আচমন করতঃ গুরুস্মরণ ও পূর্ব্ববৎ তাঁহার অনুজ্ঞা প্রার্থনা করিয়া চিন্তা করিবে যে, গঙ্গা শ্রীকৃষ্ণের চরণকমল হইতে নিঃসৃতা হইয়া নিজ মস্তকে পতিত হইতেছেন। [শ্রীনারায়ণ হইতেই জল উৎপন্ন হইয়াছে, জলই নারায়ণের বাসস্থান, এজন্য বিজ্ঞব্যক্তি স্নানসময়ে শ্রীনারায়ণকে স্মরণ করিবেন। শ্রীকৃষ্ণই মূল নারায়ণ। এই স্নানই সর্ব্বপ্রধান স্নান।]

শ্রীগৌরপার্ষদ ও গৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্যগণের সংক্ষিপ্ত চরিতামৃত

[ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ]

(৪৯-৫০)

শ্রীবাসুদেব বিপ্র, শ্রীবাসুদেব দত্ত ঠাকুর

"তবে ত' করিলা প্রভু দক্ষিণ গমন।
কূর্ম্মক্ষেত্রে কৈল বাসুদেব বিমোচন॥"

শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ 'কূর্ম্মক্ষেত্র' বা 'কূর্ম্মস্থান' সম্বন্ধে এইরূপ লিখিয়াছেন —"বি-এন্-আর্ লাইনে গঞ্জাম জেলায় 'চিকাকোল-রোড' ষ্টেশন হইতে আটমাইল পূর্ব্বে কূর্ম্মাচলম্ বা 'শ্রীকূর্ম্মম্'। ইহা তেলেগুভাষিগণের সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ তীর্থ। তথায় কূর্ম্মমূর্ত্তি বিরাজমান। শ্রীরামানুজ যেকালে একাদশ শক-শতাব্দীতে কূর্ম্মাচলে শ্রীজগন্নাথ-দেব কর্ত্তৃক নিক্ষিপ্ত হন, তখন কূর্ম্মমূর্ত্তিকে তিনি শিবমূর্ত্তি জ্ঞান করায় উপবাস করেন, পরে তাঁহাকে বিষ্ণুমূর্ত্তি জানিয়া কূর্ম্মদেবের সেবা প্রকাশ করেন।" গঞ্জাম জেলা ওড়িষ্যার অন্তর্গত।

বর্ত্তমানে 'চিকাকোলরোডের' পরিবর্ত্তে ষ্টেশনের নাম 'শ্রীকাকুলাম রোড' হইয়াছে। উহা অন্ধ্রপ্রদেশের অন্তর্ভুক্ত, বি-এন্-আর্ এর পরিবর্ত্তে 'দক্ষিণ পূর্ব্ব রেল' (South Eastern Railway) এই নাম হইয়াছে।

শ্রীবাসুদেব বিপ্র দাক্ষিণাত্যনিবাসী, মহাপ্রভুর পরম ভক্ত ছিলেন। ভক্তচরিত্র অতীব দুর্জ্ঞেয়। ভক্ত অতীব দীন হীনরূপে অবস্থান করায় তাঁহার চরিত্র সাধারণের দুরধিগম্য। মহাপ্রভুই বাসুদেব বিপ্রের মহিমা প্রখ্যাপন করিলেন। মহাপ্রভু দাক্ষিণাত্যে ভ্রমণকালে 'কূর্ম্ম' নামক বিপ্রকে ধন্য করিয়াছিলেন। মহাপ্রভু 'কূর্ম্ম' বিপ্রের বাড়ীতে আছেন জানিতে পারিয়া সর্ব্বাঙ্গে গলিতকুষ্ঠ বাসুদেব বিপ্র তাঁহাকে দর্শন করিবার জন্য অত্যন্ত ব্যাকুল হইয়া তথায় আসিলেন। কিন্তু কূর্ম্ম বিপ্রের নিকট, মহাপ্রভু তথা হইতে চলিয়া গিয়াছেন শুনিয়া বাসুদেব বিপ্র অতীব দুঃখে ভূমিতে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন। ভক্তবৎসল পরম করুণাময় ভক্তার্ত্তিহর সর্ব্বান্তর্যামী মহাপ্রভু অনেক দূর পথ চলিয়া গেলেও তথা হইতে ফিরিয়া আসিয়া ভক্তবিপ্রকে দর্শন দিয়া আলিঙ্গন করিলেন। মহাপ্রভুর শ্রীঅঙ্গস্পর্শে বিপ্রের কুষ্ঠব্যাধি দূরীভূত হইল, পরমসুন্দর সুপুরুষ হইলেন। ভগবান্ সর্ব্বত্রই বিরাজিত আছেন। তাঁহার জন্য ব্যাকুলতা থাকিলেই তাঁহাকে পাওয়া যায়। ভগবান্ কেবলমাত্র ভক্তির দ্বারা বশীভূত হন। পার্থিব কোনও যোগ্যতা বা গুণ তিনি দেখেন না। বাসুদেব বিপ্রের ভীষণ গলিত কুষ্ঠব্যাধিকে তিনি অগ্রাহ্য করিয়া তাঁহাকে পরম প্রিয় জ্ঞানে আলিঙ্গন করিলেন। বাসুদেব বিপ্রের অদ্ভুত চরিত্র। সর্ব্বাঙ্গে গলিতকুষ্ঠ, শরীরের মধ্যে পোকা ভর্ত্তি, পোকাগুলি পূজরক্ত খাইতে খাইতে পড়িয়া গেলে তিনি সেগুলিকে আবার উঠাইয়া যথাস্থানে রাখিতেন। কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী লিখিয়াছেন —'বাসুদেব নাম এক দ্বিজ মহাশয়। সর্ব্বাঙ্গে

গলিতকুষ্ঠ, তাতে কীড়াময়। অঙ্গ হৈতে যেই কীড়া খসিয়া পড়য়। উঠাঞা সেই কীড়া রাখে সেই ঠাঞ ॥' বাসুদেব বিপ্র মহাপ্রভুর অপরিসীম দয়া দেখিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন, ভাগবতের একটী শ্লোক উচ্চারণ করিয়া মহাপ্রভুর স্তব করিলেন—

'ক্বাহং দরিদ্রঃ পাপীয়ান্ ক্ব কৃষ্ণঃ শ্রীনিকেতনঃ।
ব্রহ্মবন্ধুরিতি স্মাহং বাহুভ্যাং পরিরম্ভিতঃ ॥'*

—ভাগবত ১০।৮১।১৬

জীবেতে এই গুণ কখনই সম্ভব নহে। যাহাকে দেখিয়া তাহার দুর্গন্ধে দূর হইতে লোক পলায়ন করে, কিন্তু স্বতন্ত্র ঈশ্বর মহাপ্রভু কৃপাবিষ্ট হইয়া তাঁহাকে শুধু স্পর্শ নহে, আলিঙ্গন পর্য্যন্ত করিলেন।†

বাসুদেব বিপ্র সুন্দর শরীর লাভ করিয়া ভীত হইলেন, যদি অভিমান আসিয়া তাঁহার পতন ঘটায়, এই আশঙ্কায়। অভিমানী ব্যক্তি কৃষ্ণকৃপা হইতে বঞ্চিত হয়। অভিমানদৃপ্ত ব্যক্তি কৃষ্ণকীর্ত্তনে অনধিকারী। মহাপ্রভু বাসুদেব বিপ্রকে শ্রেষ্ঠ অধিকারী বিবেচনা করিয়া তাঁহাকেই জীবোদ্ধারের জন্য আচার্য্যের কার্য্য করিতে আদেশ করিলেন ঃ—

"প্রভু কহে—কভু তোমার না হবে অভিমান।
নিরন্তর কহ তুমি 'কৃষ্ণ' 'কৃষ্ণ' নাম ॥
কৃষ্ণ উপদেশি' কর জীবের নিস্তার।
অচিরাত কৃষ্ণ তোমা করিবেন অঙ্গীকার ॥"

শ্রীবাসুদেব দত্ত ঠাকুর

ব্রজে স্থিতৌ গায়কৌ যৌ মধুকণ্ঠ-মধুব্রতৌ।
মুকুন্দ-বাসুদেবৌ তৌ দত্তৌ গৌরাঙ্গ-গায়কৌ ॥

— গৌরগণোদ্দেশদীপিকা ১৪০

'ব্রজে যাঁহারা মধুকণ্ঠ ও মধুব্রত নামে গায়ক ছিলেন, এক্ষণে সেই দুইজন মুকুন্দ এবং বাসুদেব দত্ত নামে গৌরাঙ্গদেবের গায়ক।'

পূর্ব্ববঙ্গে চট্টগ্রাম জেলায় পটিয়া থানার অন্তর্গত ছন্‌হরা গ্রামে ইনি আবির্ভূত হইয়াছিলেন। 'ছন্‌হরা গ্রাম' হইতে শ্রীপুণ্ডরীক বিদ্যানিধির শ্রীপাট 'মেখলা-গ্রাম' দশ ক্রোশ দূরে অবস্থিত। শ্রীমন্মহাপ্রভুর পার্ষদ শ্রীমুকুন্দ দত্ত শ্রীবাসুদেব দত্ত ঠাকুরের ভ্রাতা। প্রেমবিলাসমতে ইনি অম্বষ্ঠকুলোদ্ভূত এবং মুকুন্দ দত্তের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা ছিলেন।

'চট্টগ্রামদেশে চক্রশালা গ্রাম হয়।
সম্ভ্রান্ত দত্ত অম্বষ্ঠ তাহে খ্যাত হয় ॥
সেই বংশে জনমিলা দুই ভাগবত।
শ্রীমুকুন্দ দত্ত আর বাসুদেব দত্ত ॥
বাসুদেব জ্যেষ্ঠ, মুকুন্দ কনিষ্ঠ হন।
দুই আসি বাস নবদ্বীপে করিলেন ॥'

সুকণ্ঠগায়ক ও সঙ্গীতশাস্ত্র-বিশারদ শ্রীল বাসুদেব দত্ত ঠাকুর শ্রীমন্মহাপ্রভুর কীর্ত্তনবিলাসে ও নগর-সংকীর্ত্তনে যোগদানকারী প্রধান পার্ষদগণের মধ্যে অন্যতম ছিলেন। বাসুদেব দত্তের বৈষ্ণবোচিত গুণে আকৃষ্ট হইয়া মহাপ্রভু তাঁহার সঙ্গ কামনা করিতেন।

'বাসুদেব দত্ত প্রভুর ভৃত্য মহাশয়।
সহস্রমুখে যাঁর গুণ কহিলে না হয়।'

—চৈঃ চঃ আ ১০।৪১

(মহাপ্রভু)—'যদ্যপি মুকুন্দ আমা সঙ্গে শিশু হইতে।
তাহা হইতে অধিক সুখ তোমারে দেখিতে ॥'

—চৈঃ চঃ ম ১১।১৩৮

শ্রীবাসপণ্ডিত ও শিবানন্দ সেনের সহিত ইঁহার বিশেষ সৌহাদ্য ছিল। কুমারহট্টে বা কাঞ্চনপল্লীতে (কাঁচড়াপাড়ায়) ইনি শ্রীবাসপণ্ডিত ও শিবানন্দ সেনের

---

* সুদামা বিপ্রের উক্তি ঃ—'কোথায় আমি অতি পাপিষ্ঠ দরিদ্র, বিপ্রাধম, আর কোথায় সেই শ্রীনিকেতন শ্রীকৃষ্ণ। অযোগ্য ব্রাহ্মণ-সন্তান জানিয়া তিনি আমাকে আলিঙ্গন করিলেন—ইহা অতি আশ্চর্য্যের বিষয়।'

† বৈষ্ণবের দেহ কখনও প্রাকৃত নহে, উহা অপ্রাকৃত, পরমপবিত্র। মহাপ্রভুর অপূর্ব্ব ভক্তবাৎসল্য হরিদাস ঠাকুরের মাধ্যমে চৈতন্যচরিতামৃত আদিলীলা ৪র্থ পরিচ্ছেদে এইরূপভাবে বর্ণিত হইয়াছে ঃ—

হরিদাস কহে—'তুমি ঈশ্বর দয়াময়। তোমার গম্ভীর হৃদয় বুঝন না যায় ॥
বাসুদেব গলৎকুষ্ঠী, তাতে অঙ্গ—কীড়াময়। তারে আলিঙ্গন কৈলা হঞা সদয় ॥
আলিঙ্গিয়া কৈলা তার কন্দর্প-সম অঙ্গ। বুঝিতে না পারি তোমার কৃপার তরঙ্গ ॥'
প্রভু কহে—'বৈষ্ণবদেহ প্রাকৃত কভু নয়। অপ্রাকৃত দেহ ভক্তের চিদানন্দময় ॥'

বহির্ম্মুখ ব্যক্তি বৈষ্ণবের শ্রীঅঙ্গের বাহ্যবিকৃতি দেখিয়া বঞ্চিত হয়। তাঁহার অপ্রাকৃত চিন্ময় স্বরূপ দেখিতে পায় না।

সহিত বাস করিয়াছিলেন। বাসুদেব দত্ত অত্যন্ত উদারচেতা ছিলেন। নিজের জন্য চিন্তারহিত হইয়া উদারহস্তে অর্থব্যয় করিতে দেখিয়া শ্রীমন্মহাপ্রভু শিবানন্দ সেনকে ইঁহার 'সরখেল' অর্থাৎ তত্ত্বাবধায়ক রূপে নিযুক্ত করিয়াছিলেন। ইনি জীবদুঃখে কাতর হইয়া জীবের সমস্ত পাপ লইয়া নরকভোগের জন্য মহাপ্রভুর নিকট সকাতর প্রার্থনা জানাইয়াছিলেন।

"জগৎ তারিতে প্রভু তোমার অবতার।
মোর নিবেদন এক করহ অঙ্গীকার ॥
করিতে সমর্থ, তুমি হও দয়াময়।
তুমি মন কর, তবে অনায়াসে হয় ॥
জীবের দুঃখ দেখি মোর হৃদয় বিদরে।
সর্ব্বজীবের পাপ প্রভু দেহ মোর শিরে ॥
জীবের পাপ লঞা মুঞি করি নরকভোগ।
সকল জীবের প্রভু ঘুচাহ ভবরোগ ॥"

—চৈঃ চঃ ম ১৫।১৬০-১৬৩

"জগতে যতেক জীব, তার পাপ লঞা।
নরক ভুঞ্জিতে চাহে জীব ছাড়াইয়া ॥"

—চৈঃ চঃ আ ১০।৪২

বাসুদেব দত্তের অত্যদ্ভুত জীবদুঃখকাতরতার কথা শুনিয়া শ্রীমন্মহাপ্রভু প্রেমাবিষ্ট হইয়া বলিলেন—

'ব্রহ্মাণ্ড জীবের তুমি বাঞ্ছিছলে নিস্তার।
বিনা পাপভোগে হবে সবার উদ্ধার ॥
অসমর্থ নহে কৃষ্ণ, ধরে সর্ব্ব বল।
তোমাকে বা কেনে ভুঞ্জাইবে পাপফল ? ॥
তুমি যাঁর হিত বাঞ্ছ, সে হৈল বৈষ্ণব।
বৈষ্ণবের পাপ কৃষ্ণ দূর করে সব ॥'

—চৈঃ চঃ ম ১৫।১৬৭-৬৯

শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুর চৈতন্যচরিতামৃতে অনুভাষ্যে লিখিয়াছেন—'পাশ্চাত্য-রাজ্যে খৃষ্টভক্তগণের মধ্যে বিশ্বাস যে, তাঁহাদের গুরু একমাত্র মহামতি যীশুখৃষ্টই জীবের সর্ব্বপাপ-ভার গ্রহণে প্রস্তুত হইয়া জগতে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন; কিন্তু গৌরপার্ষদগণমধ্যে শ্রীবাসুদেব দত্ত ঠাকুর ঠাকুর শ্রীহরিদাসের ন্যায় তদপেক্ষা অনন্ত কোটীগুণে অধিকতর উন্নত ও উদার সার্ব্বজনীন বিশ্ববৈষ্ণব-প্রেম-ভাব জগজ্জীবকে শিক্ষা দিলেন।'

শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামীর দীক্ষাগুরু শ্রীযদুনন্দন আচার্য্য বাসুদেব দত্ত ঠাকুরের অনুগ্রহ প্রাপ্ত হইয়া কৃতার্থ হইয়াছিলেন।

শ্রীচৈতন্যভাগবত রচয়িতা শ্রীবৃন্দাবনদাস ঠাকুরের আবির্ভাবস্থলী (হাওড়া-কাটোয়া লাইনে পূর্ব্বস্থলী রেলষ্টেশনের একমাইল দূরবর্ত্তী) মামগাছিতে (মোদদ্রুম দ্বীপে) শ্রীবাসুদেব দত্ত ঠাকুর প্রতিষ্ঠিত শ্রীমদনগোপালবিগ্রহ আজও সম্পূজিত হইতেছেন।

শ্রীবাসুদেব দত্ত ঠাকুর শ্রীমন্মহাপ্রভুর কত প্রিয় ছিলেন, তাহা কুমারহট্টে (বর্ত্তমানে হালিসহরে) শ্রীবাসগৃহে অবস্থানকালে শ্রীমন্মহাপ্রভুর উক্তি হইতে জানা যায়ঃ—

"আপনি শ্রীগৌরচন্দ্র বলে বার বার।
এ শরীর বাসুদেব দত্তের আমার ॥
দত্ত আমা যথা বেচে, তথায় বিকাই।
সত্য সত্য ইহাতে অন্যথা কিছু নাই ॥
বাসুদেব দত্তের বাতাস যার গায়।
লাগিয়াছে তাঁরে কৃষ্ণ রক্ষিবে সদায় ॥
সত্য আমি কহি শুন বৈষ্ণবমণ্ডল।
এ দেহ আমার বাসুদেবের কেবল ॥"

—চৈঃ ভাঃ অ ৫।২৭-৩০

উত্তরভারতে শ্রীচৈতন্যবাণীর বিপুল প্রচার

দেরাদুন মঠে শ্রীমন্দির ও সংকীর্ত্তনভবনের ভিত্তিসংস্থাপন

গোকুল-মহাবন মঠে সংকীর্ত্তনভবনের উদ্ঘাটনোৎসব

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠাচার্য্য এবং মঠের বিশিষ্ট প্রচারকবৃন্দ—মঠাশ্রিত ব্রহ্মচারী সেবক ও ভক্তগণ সমভিব্যাহারে কলিকাতা হইতে ১৩ আশ্বিন, ৩০ সেপ্টেম্বর শুক্রবার শুভযাত্রা করতঃ উত্তর ভারতের জম্মু, দেরাদুন, ঋষীকেশ, হরিদ্বার, গোকুলমহাবন, নিউদিল্লী, ভাটিণ্ডা (পাঞ্জাব) প্রভৃতি স্থানে আড়াই

মাসাধিককাল বিপুলভাবে প্রচারান্তে গত ৪ পৌষ, ১৯ ডিসেম্বর সোমবার পূর্ব্বাহ্নে কলিকাতা মঠে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছেন।

জম্মু ঃ—অবস্থিতি ১৫ আশ্বিন ২ অক্টোবর রবিবার হইতে ২৯ আশ্বিন, ১৬ অক্টোবর রবিবার পর্য্যন্ত।

জম্মু কাশ্মীরে এই বৎসর অস্বাভাবিক অবিশ্রান্ত বর্ষণ হেতু উক্ত অঞ্চল বন্যা প্লাবিত হইলে বহু প্রাণহানি ঘটে, শষ্যাদির গুরুতর ক্ষতি হয় এবং রেললাইন বিধ্বস্ত হইয়া যায়। এইজন্য জম্মুগামী হিমগিরি এক্সপ্রেস পাঠানকোট পর্য্যন্ত আসে। চণ্ডীগড় মঠ হইতে ফোনে উক্ত সংবাদ পাইয়া জম্মুর মঠাশ্রিত ভক্তদ্বয় শ্রীরাসবিহারী দাস (শ্রীরাজেন্দ্র মিশ্র) ও শ্রী-আর্-কে-কক্কর (R. K. Kakkar.) পাঠানকোট রেলষ্টেশনে উপস্থিত হইয়া তিনটি মোটরকারে শ্রীল আচার্য্যদেব এবং সাধুভক্তগণকে জম্মুতে নির্দ্দিষ্ট নিবাসস্থান গান্ধীনগরস্থ শ্রীলক্ষ্মীনারায়ণ মন্দিরে লইয়া আসেন উক্ত দিবস অপরাহ্ন ৪ ঘটিকায়। একটী মোটরকার রাস্তায় দুইবার খারাপ হওয়ায় উহা বিলম্বে পৌঁছে। এইবার কলিকাতা হইতে জম্মুতে পদার্পণ করেন শ্রীমঠের আচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ, কলিকাতা মঠের মঠরক্ষক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিললিত গিরি মহারাজ, শ্রীমঠের সম্পাদক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিজ্ঞান ভারতী মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসৌরভ আচার্য্য মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিরক্ষক নারায়ণ মহারাজ, শ্রীসচ্চিদানন্দ ব্রহ্মচারী, শ্রীরাম ব্রহ্মচারী, শ্রীশচীনন্দন ব্রহ্মচারী, শ্রীতারক রায়, শ্রীসুধীরকৃষ্ণ দাস, শ্রীবিশ্বনাথ দাস ও শ্রীজয়দেব কুণ্ডু। প্রাক্ ব্যবস্থাদির জন্য চণ্ডীগড় মঠ হইতে উক্ত দিবস পূর্ব্বাহ্নে পৌঁছিয়াছিলেন শ্রীচিদ্‌ঘনানন্দদাস ব্রহ্মচারী, শ্রীদীনার্ত্তিহর দাস ব্রহ্মচারী, শ্রীফুলেশ্বর দাস ব্রহ্মচারী ও শ্রীজয়প্রকাশ। চণ্ডীগড় মঠের মঠরক্ষক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসর্ব্বস্ব নিষ্কিঞ্চন মহারাজ ও আগরতলা মঠের মঠরক্ষক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবান্ধব জনার্দ্দন মহারাজ—শ্রীশিবকুমার ও শ্রীব্রজেশকুমার সহ ১০ই অক্টোবর চণ্ডীগড় হইতে জম্মুতে পৌঁছেন। পুরী মঠের জরুরী সেবাকার্য্যে উপস্থিত থাকিবার জন্য শ্রীপাদ ভারতী মহারাজ ১০ই অক্টোবর প্রত্যাবর্ত্তন করেন। দেরাদুন মঠে শ্রীল আচার্য্যদেবের উপস্থিতিতে কার্ত্তিক ব্রতপালনে প্রাক্ ব্যবস্থাদি বিষয়ে সাহায্যের জন্য শ্রীচিদ্‌ঘনানন্দ ব্রহ্মচারী শ্রীজয়প্রকাশসহ ১০ই অক্টোবর চণ্ডীগড়ে ফিরিয়া ১২ই অক্টোবর দেরাদুনে পৌঁছে।

৩ অক্টোবর হইতে ১৬ অক্টোবর পর্য্যন্ত গান্ধীনগরস্থ শ্রীলক্ষ্মীনারায়ণ মন্দিরে প্রত্যহ প্রাতে, ২ অক্টোবর হইতে ৫ অক্টোবর পর্য্যন্ত শাস্ত্রীনগরস্থ শ্রীরামমন্দিরে—৬ অক্টোবর হইতে ১০ অক্টোবর পর্য্যন্ত গান্ধীনগরস্থ শ্রীলক্ষ্মীনারায়ণ মন্দিরে—১১ অক্টোবর হইতে ১৫ অক্টোবর পর্য্যন্ত গান্ধীনগর-গ্রীণবেল্ট পার্কস্থ শ্রীরাধাকৃষ্ণ মন্দিরে প্রত্যহ রাত্রিতে এবং ১০ অক্টোবর হইতে ১৫ অক্টোবর পর্য্যন্ত রাণীতালাবস্থ শ্রীসৎসঙ্গভবনে প্রত্যহ অপরাহ্নে ধর্ম্ম-সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। শ্রীল আচার্য্যদেবের প্রাত্যহিক ভাষণ ব্যতীত বিভিন্ন দিনে বক্তৃতা করেন ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিজ্ঞান ভারতী মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিললিত গিরি মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসর্ব্বস্ব নিষ্কিঞ্চন মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবান্ধব জনার্দ্দন মহারাজ ও ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসৌরভ আচার্য্য মহারাজ। শ্রীল আচার্য্যদেবের এবং ত্রিদণ্ডিযতিবৃন্দের শ্রীমুখবিগলিত বীর্য্যবতী হরিকথা শ্রবণ করিয়া জম্মুবাসী নরনারীগণ বিপুলভাবে প্রভাবান্বিত হন।

৮ অক্টোবর শনিবার গান্ধীনগর শ্রীলক্ষ্মীনারায়ণ মন্দির হইতে এবং ১৫ অক্টোবর শনিবার রাণীতালাব সৎসঙ্গভবন হইতে দুইটী বিরাট নগর সংকীর্ত্তন শোভাযাত্রা অপরাহ্ন ৫ ঘটিকায় বাহির হয়। রাণীতালাব হইতে বহির্গত সংকীর্ত্তন-শোভাযাত্রার জম্মুর প্রসিদ্ধ শ্রীরঘুনাথ মন্দিরে আসিয়া সমাপ্তি ঘটে। শোভাযাত্রায় নরনারীগণ বিপুল সংখ্যায় দোগ দেন। স্থানীয় পত্রিকায় উক্ত সংবাদ প্রকাশিত হয়।

এতদ্‌ব্যতীত শ্রীল আচার্য্যদেব ৭ অক্টোবর শ্রীহংসরাজ ভাটিয়া, ১০ই অক্টোবর শ্রীরাজেন্দ্র মিশ্র, ১২ই অক্টোবর শ্রীস্বদেশ শর্ম্মা, ১২ই অক্টোবর শ্রী আর-কে-কক্কর, ১৩ই অক্টোবর শ্রীমদনলাল গুপ্ত এবং ১৬ই অক্টোবর শ্রীযোগেন্দ্র পাল গুপ্তের বাড়ীতে সদলবলে শুভপদার্পণ করতঃ হরিকথামৃত পরিবেশন করেন। শ্রীহংসরাজ ভাটিয়া, শ্রীরাজেন্দ্র মিশ্র, শ্রীস্বদেশ শর্ম্মা,

শ্রীআর-কে-কক্কর ও শ্রীমদনলাল গুপ্ত বিশেষ বৈষ্ণব সেবার ব্যবস্থা করিয়া সাধুগণের আশীর্ব্বাদভাজন হন।

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, দেরাদুন (উত্তর প্রদেশ) ঃ— অবস্থিতি ৩০ আশ্বিন, ১৭ অক্টোবর সোমবার হইতে ৭ অগ্রহায়ণ, ২৩ নভেম্বর বুধবার পর্য্যন্ত।

জম্মু হইতে পুনঃ রেললাইন চালু হইলে প্রচার পার্টীর সকলে একত্রে হিমগিরি এক্সপ্রেসে ১৬ অক্টোবর রবিবার যাত্রা করিলেও শ্রীপাদ ভক্তিসর্ব্বস্ব নিষ্কিঞ্চন মহারাজ ভক্তদ্বয়সহ পরদিন প্রাতে আম্বালা-ক্যাণ্ট ষ্টেশনে নামিয়া চণ্ডীগড় যান, শ্রীমদ্ ভক্তিরক্ষক নারায়ণ মহারাজ ও শ্রীতারক রায় সাহারাণপুর ষ্টেশনে নামিয়া দিল্লী হইয়া কলিকাতা যাত্রা করেন, পার্টীর অন্যান্য সকলে সাহারণপুর ষ্টেশনে নামিয়া তিনটী ট্যাক্সিযোগে যাত্রা করতঃ মধ্যাহ্নে ১৮৭ ডি-এল্ রোডস্থ শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠে পৌঁছিলে স্থানীয় অপেক্ষমান্ ভক্তগণ কর্ত্তৃক সম্বর্দ্ধিত হন। শ্রীশীলচাঁদ শর্ম্মাদি সাহারাণপুরবাসী মঠাশ্রিত গৃহস্থ ভক্তবৃন্দ ষ্টেশনে আসিয়া অম্বর্দ্ধনা জ্ঞাপন এবং বিভিন্নভাবে সাহায্য করেন।

শ্রীচিদ্ঘনানন্দদাস ব্রহ্মচারী ও শ্রীজয়প্রকাশ চণ্ডীগড় হইতে প্যাণ্ডেল নির্ম্মাণের দ্রব্যাদি সহ পূর্ব্বে দেরাদুন মঠে পৌঁছিয়া মঠের প্রাঙ্গণে সভামণ্ডপ নির্ম্মাণ, মঠগৃহের চূণকাম ও শৌচালয়াদির সংস্কার-কার্য্য এবং বৈষ্ণব সেবার দ্রব্যাদি সংগ্রহ প্রভৃতি বিষয়ে তথাকার মঠরক্ষক ও মঠসেবকগণের সহায়তায় প্রস্তুত করিয়া রাখিলে শ্রীল আচার্য্যদেব ও সাধুগণ তথায় উপস্থিত হইয়া প্রাক্‌ব্যবস্থা দর্শনে পরমোল্লসিত হন এবং সেবকগণের সেবাপ্রচেষ্টার ভূয়সী প্রশংসা করেন। শ্রীকার্ত্তিকব্রত, শ্রীদামোদরব্রত বা নিয়মসেবা উপলক্ষে ৪ কার্ত্তিক, ২১ অক্টোবর শুক্রবার হইতে ৪ অগ্রহায়ণ, ২০ নভেম্বর রবিবার পর্য্যন্ত প্রত্যহ প্রাতে সহরের বিভিন্ন অঞ্চলে অনুষ্ঠিত নগর-সংকীর্ত্তনে এবং প্রাতে, অপরাহ্নে ও রাত্রিতে নিয়মসেবাকৃত্যে ও পাঠকীর্তনে স্থানীয় ভক্তগণ প্রবল উৎসাহে যোগ দেন। পাঞ্জাবের বিভিন্ন স্থান হইতে, চণ্ডীগড় ও জম্মু হইতে বহু ভক্ত কার্ত্তিকব্রত পালনে এবং বিভিন্ন ভক্ত্যঙ্গানুষ্ঠানে যোগ দিতে দেরাদুন মঠে আসিয়া সমবেত হন। নিকটবর্ত্তী ধর্ম্মশালায় ও গৃহস্থ ভক্তগণের গৃহে তাঁহাদের থাকিবার ব্যবস্থা হইয়াছিল।

প্রচার সৌকর্য্যার্থে সহরের মধ্যে ও সহরের বাহিরে দূর দূর স্থানেও প্রাতে নগরসংকীর্ত্তনের জন্য ভক্তগণ রিজার্ভ বাসযোগে যাইয়া উপস্থিত হইতেন। প্রত্যহ গুরুবৈষ্ণব-শ্রীনিতাইগৌরাঙ্গের জয়গানমুখে শ্রীল আচার্য্যদেব উদ্দণ্ড নৃত্যকীর্ত্তন সহযোগে নগরসংকীর্ত্তনের শুভারম্ভ করিলে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসৌরভ আচার্য্য মহারাজ, দেরাদুন মঠের মঠরক্ষক শ্রীদেবপ্রসাদ ব্রহ্মচারী, শ্রীসচ্চিদানন্দ ব্রহ্মচারী, শ্রীরাম ব্রহ্মচারী, শ্রীঅনন্তরাম ব্রহ্মচারী, শ্রীচিদ্ঘনানন্দ ব্রহ্মচারী, শ্রীফুলেশ্বর ব্রহ্মচারী, শ্রীবৈকুণ্ঠ ব্রহ্মচারী, শ্রীবিশ্বনাথ দাস, শ্রীপ্রমোদকুমার প্রভৃতি মঠবাসী ও গৃহস্থ ভক্তগণ পরমোল্লাসে সমস্ত রাস্তা নৃত্য কীর্ত্তন ও মৃদঙ্গবাদন সেবা করিয়াছিলেন। দেরাদুনে এই প্রকার মাসব্যাপী নগরসংকীর্ত্তন প্রথম হওয়ায় নরনারীগণের মধ্যে প্রবল আনন্দ ও উদ্দীপনা পরিলক্ষিত হয়। দূরে নগরসংকীর্ত্তনকালে নিয়মসেবার পূর্ব্বাহ্নকালীন কৃত্য ও হরিকথা ৬ নভেম্বর রবিবার ভুরাগাঁওস্থ শ্রীকোশলরাজ সুদেবী ও প্রেমনগরস্থ সর্দ্দার শ্রীপূরণ সিং, ৭ই নভেম্বর লুনিয়া মহল্লাস্থিত শ্রীমান প্রকাশ শর্ম্মা, ৮ই নভেম্বর ধর্ম্মপুরস্থ শ্রীতুলসী দাস প্রভু, ৯ই নভেম্বর রায়পুররোড-নিউকলোনিস্থিত শ্রীপ্রেমদাস প্রভু এবং ১৩ নভেম্বর চন্দরনগরস্থ স্বধামগত শ্রীনন্দনন্দন দাসাধিকারী প্রভুর গৃহে সম্পন্ন হয়। প্রত্যেক স্থানে শ্রীল আচার্য্যদেব হরিকথা বলেন এবং তত্তৎস্থানের গৃহস্থ ভক্তগণ প্রাতঃকালীন বৈষ্ণব সেবার ব্যবস্থা করেন।

২১ কার্ত্তিক ১০ নভেম্বর বৃহস্পতিবার শ্রীগোবর্দ্ধন পূজা ও শ্রীঅন্নকূট, ৪ অগ্রহায়ণ ২০ নভেম্বর রবিবার শ্রীল গুরুদেবের আবির্ভাব তিথিপূজা এবং ৭ অগ্রহায়ণ ২৩ নভেম্বর বুধবার শ্রীমঠের বার্ষিক শ্রীবিগ্রহ প্রতিষ্ঠা তিথি পূজা উপলক্ষে অনুষ্ঠিত তিনটী মহোৎসবে সহস্র সহস্র নরনারীকে বিচিত্র মহাপ্রসাদের দ্বারা আপ্যায়িত করা হয়। শ্রীউত্থানৈকাদশী তিথিতে শ্রীল গুরুদেবের আবির্ভাববাসরে শ্রীল গুরুদেবের আলেখ্যার্চ্চার পূজা ও আরতির পর সকলে ক্রমা-

নুযায়ী অঞ্জলি প্রদান করেন। শ্রীরাসবিহারী দাস আদি জম্মুনিবাসী ভক্তগণ শ্রীল গুরুদেবের আবির্ভাব দিবসে উত্থানৈকাদশী তিথিতে বিচিত্রপ্রকার অনুকল্প প্রসাদের এবং জম্মুনিবাসী শ্রীমদনলাল গুপ্ত শ্রীল গুরুদেবের আবির্ভাব উপলক্ষে পর দিবস বিচিত্র মহাপ্রসাদের পূর্ণানুকূল্য করিয়া শ্রীল আচার্য্যদেবের এবং বৈষ্ণবগণের আশীর্ব্বাদ ভাজন হইয়াছেন। প্রতি বৎসরের ন্যায় এ বৎসরও শ্রীগুরুদেবের আবির্ভাব তিথিতে কলিকাতানিবাসী শ্রীল গুরুদেবের শ্রীচরণাশ্রিতাশ্রিতা শিষ্যা শ্রীমতী কমলা ঘোষ প্রতিষ্ঠানের সন্ন্যাসী ও পূজনীয় বৈষ্ণবগণের জন্য বস্ত্রার্পণ করিয়াছেন।

৬ অগ্রহায়ণ, ২২ নভেম্বর মঙ্গলবার শ্রীমঠের অধিষ্ঠাতৃ শ্রীবিগ্রহগণ সুরম্য রথারোহণে সংকীর্ত্তন শোভাযাত্রা এবং বাদ্যাদি সহ বেলা ১২ টায় বাহির হইয়া সহরের মুখ্য মুখ্য রাস্তা পরিভ্রমণ করেন।

নিয়মসেবাকালে শ্রীল আচার্য্যদেব প্রত্যহ অপরাহ্নে 'হরিনাম চিন্তামণি' গ্রন্থ এবং রাত্রিতে শ্রীমদ্ভাগবত হইতে শ্রীগজেন্দ্রমোক্ষণ প্রসঙ্গ এবং ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসৌরভ আচার্য্য মহারাজ প্রাতে 'শ্রীশ্রীভজনরহস্য' গ্রন্থ পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন।

শ্রীল গুরুদেবের আবির্ভাব এবং শ্রীল গৌরকিশোর দাস বাবাজী মহারাজের তিরোভাব বাসরে রাত্রিতে মঠে অনুষ্ঠিত বিশেষ ধর্ম্মসভায় বক্তৃতা করেন শ্রীল আচার্য্যদেব, কৃষ্ণনগর মঠের মঠরক্ষক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসুহৃদ্ দামোদর মহারাজ, শ্রীমঠের সম্পাদক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিজ্ঞান ভারতী মহারাজ, চণ্ডীগড় মঠের মঠরক্ষক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসর্ব্বস্ব নিষ্কিঞ্চন মহারাজ এবং ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসৌরভ আচার্য্য মহারাজ।

দেরাদুন মঠে শ্রীমন্দিরের ও সংকীর্ত্তনভবনের ভিত্তিসংস্থাপন

শ্রীল আচার্য্যদেবের প্রার্থনাক্রমে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিসুহৃদ্ দামোদর মহারাজ কৃষ্ণনগর হইতে এবং ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভবিজ্ঞান ভারতী মহারাজ গোকুল মহাবন মঠ হইতে ভিত্তি সংস্থাপন অনুষ্ঠানের প্রাক্কালে দেরাদুন মঠে আসিয়া পেঁছেন। তাঁহাদের দেরাদুন মঠে আগমনে ভক্তগণ উল্লাসিত হন। গৃহনির্ম্মাণ বিষয়ে পারঙ্গত শ্রীপাদ ভারতী মহারাজ ইঞ্জিনিয়ার কর্ত্তৃক সম্পাদিত নক্সা ও নির্দ্দেশিত মন্দিরের ও সংকীর্ত্তন ভবনের ভিত্তি সংস্থাপন স্থান অনুমোদন করিলে ভিত্তি সংস্থাপনাদি ক্রিয়াকাণ্ডে নিপুণ ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসুহৃদ দামোদর মহারাজের মুখ্য পৌরোহিত্যে ভিত্তি সংস্থাপন অনুষ্ঠান ৪ অগ্রহায়ণ, ২০ নভেম্বর শ্রীউত্থানৈকাদশী তিথি বাসরে পূর্ব্বাহ্নে মহাসমারোহে সংকীর্ত্তন সহযোগে অনুষ্ঠিত হয়। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসৌরভ আচার্য্য মহারাজ বৈষ্ণব হোম সম্পাদন করেন। পূজনীয় ত্রিদণ্ডিযতি, ব্রহ্মচারিগণ এবং ভক্তগণ ভিত্তি খননকালে মৃত্তিকা উত্তোলন এবং ইষ্টকার্পণ আদি অনুষ্ঠানে যোগ দেন। কেহ কেহ আনুকূল্যও বিধান করেন।

ঋষীকেশ, হরিদ্বার (উঃ প্রদেশ) ঃ—২ অগ্রহায়ণ, ১৮ নভেম্বর শুক্রবার নিয়মসেবার নিশান্ত ও প্রাতঃকালীন কৃত্য সমাপনান্তে শ্রীল আচার্য্যদেব সমভিব্যাহারে শ্রীমঠের ত্রিদণ্ডিযতি ব্রহ্মচারী সাধুগণ, চণ্ডীগঢ়াদি স্থান হইতে আগত এবং স্থানীয় নরনারীগণ—প্রায় দুইশত ভক্ত তিনটী রিজার্ভ বাসযোগে প্রাতঃ ৭ ঘটিকায় দেরাদুন মঠ হইতে যাত্রা করতঃ পূর্ব্বাহ্নে ৯ ঘটিকায় ঋষীকেশস্থ শ্রীকৃপারামজী সাব্বরওয়ালের আশ্রমে আসিয়া উপনীত হইলেন। চণ্ডীগঢ় মঠের মঠরক্ষক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসর্ব্বস্ব নিষ্কিঞ্চন মহারাজ চণ্ডীগঢ় হইতে ৬০ মূর্ত্তি মহিলা-পুরুষ ভক্তসহ ১৭ নভেম্বর প্রত্যুষে একটী রিজার্ভ বাসে দেরাদুনে পেঁছিয়াছিলেন। এতদতিরিক্ত স্থানীয় দুইটী বাস রিজার্ভ করা হয়। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠাতা পরমারাধ্য শ্রীল গুরুদেব নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী মহারাজ বিষ্ণুপাদের শ্রীচরণাশ্রিত দীক্ষিত গৃহস্থ শিষ্য জলন্ধরনিবাসী শ্রীকৃপারামজী সাব্বরওয়াল তাঁহার স্বোপার্জ্জিত অর্থের দ্বারা ঋষীকেশে একটী সুন্দর আশ্রম নির্ম্মাণ করিয়াছেন। তাঁহার বিশেষ আমন্ত্রণে তাঁহার প্রতিষ্ঠিত আশ্রমে নিয়মসেবার মাধ্যাহ্নিক ও অপরাহ্নকালীন কৃত্যে এবং মধ্যাহ্নে বৈষ্ণবসেবার জন্য মহোৎসবেতে শ্রীল

আচার্য্যদেব স্বীকৃতি প্রদান করিলে উক্ত প্রকার ব্যবস্থা গৃহীত হয়। দেরাদুন মঠের সেবক শ্রীবিভুচৈতন্য-দাস ব্রহ্মচারী পূর্ব্ব দিন এবং শ্রীসচ্চিদানন্দ ব্রহ্মচারী পার্টীর সহিত আসিয়া রন্ধনাদি বিষয়ে সাহায্যের জন্য তথায় থাকেন। ভক্তগণ কীর্ত্তন করিতে করিতে রিজার্ভবাসযোগে পূর্ব্বাহ্ন ৯-৩০ ঘটিকায় হরিদ্বারে পেঁৗছিলে বাস হইতে অবতরণ করতঃ সংকীর্ত্তন শোভাযাত্রাসহ হরকিপ্যারী-ব্রহ্মকুণ্ডে উপনীত হইলেন। ব্রহ্মকুণ্ডের পার্শ্বে ভক্তগণ মহানন্দে নৃত্যকীর্ত্তন করিতে থাকিলে দর্শনার্থিগণ আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া উঠিলেন। ভক্তগণ স্নান ও সন্ধ্যাকৃত্য সম্পন্ন করিলে পর নিয়মসেবার পূর্ব্বাহ্নকালীন কৃত্য তথায় সুসম্পন্ন হয়। পুনরায় ভক্তগণ সংকীর্ত্তন-শোভাযাত্রাসহযোগে হরিদ্বার সহরের মুখ্য রাস্তা দিয়া চলিতে চলিতে শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রতিষ্ঠিত শ্রীসারস্বত গৌড়ীয় মঠে আসিলেন। উক্ত মঠ দর্শনান্তে সংকীর্ত্তনসহ হরিদ্বারে নির্দ্দিষ্ট স্থানে ফিরিয়া আসিলে ভক্তগণকে পুরী-হালুয়া প্রসাদের দ্বারা পরিতৃপ্ত করা হয়। বেলা ১ ঘটিকায় ভক্তগণ ঋষীকেশস্থ আশ্রমে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। মাধ্যাহ্নিক ভোগরাগান্তে মহোৎসব অনুষ্ঠিত হয়। আহারান্তে বহু ভক্ত ঋষীকেশ দর্শনে যান। অপরাহ্ন ৪ ঘটিকায় যথারীতি নিয়মসেবার মাধ্যাহ্নিক কৃত্য, শ্রীল আচার্য্যদেবের হরিকথা পরিবেশন এবং অপরাহ্ন-কালীন কৃত্য সমাপন হইলে আশ্রমের অধ্যক্ষ শ্রীকৃপারামজী কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতঃ সাধুগণের আশীর্ব্বাদ প্রার্থনা করিলেন। সন্ধ্যা ৫-৩০ ঘটিকায় ভক্তগণ যাত্রা করতঃ রাত্রি ৭ ঘটিকায় দেরাদুন মঠে আসিয়া পেঁৗছিলে রাত্রিতে ভাগবতপাঠ এবং সায়ং-প্রদোষ-রাত্রির নিয়মসেবাকৃত্য তথায় সম্পন্ন হয়।

গোকুল মহাবন মঠের সংকীর্ত্তনভবনের দ্বারোদ্ঘাটনোৎসব

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, গোকুল মহাবন (উত্তর প্রদেশ) ঃ—শ্রীগোকুল মহাবনস্থ শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠের নবনির্ম্মিত সংকীর্ত্তনভবনের দ্বারোদ্ঘাটন অনুষ্ঠানে ও বার্ষিক উৎসবে যোগদানের জন্য শ্রীমঠের আচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ, শ্রীমঠের সম্পাদক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিজ্ঞান ভারতী মহারাজ, কৃষ্ণনগর মঠের মঠরক্ষক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসুহৃদ্ দামোদর মহারাজ, চণ্ডীগড় মঠের মঠরক্ষক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসর্ব্বস্ব নিষ্কিঞ্চন মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসৌরভ আচার্য্য মহারাজ, শ্রীসচ্চিদানন্দ ব্রহ্মচারী, শ্রীরাম ব্রহ্মচারী, শ্রীশচীনন্দন ব্রহ্মচারী, শ্রীঅনন্তরাম ব্রহ্মচারী, শ্রীসুধীরকৃষ্ণ দাস, শ্রীবিশ্বনাথ দাসাদি দ্বাদশ-মূর্ত্তি বিগত ৭ অগ্রহায়ণ, ২৩ নভেম্বর বুধবার রাত্রিতে দেরাদুন হইতে মুশৌরি এক্সপ্রেসে যাত্রা করতঃ পর-দিন প্রাতে দিল্লী জংসন ষ্টেশনে পেঁৗছেন। দিল্লী জংসন হইতে মথুরা যাইবার ট্রেন ধরিতে না পারায় সকলে নিউদিল্লী মঠে প্রথমে আসেন, তথায় আহারাদির পর রিজার্ভ বাসযোগে রওনা হন দ্রুত মহাবনমঠে পেঁৗছিবার জন্য। কিন্তু দৈববশতঃ হোডলের পূর্ব্বে বাসটী খারাপ হওয়ায় বহু সময় তথায় নষ্ট হয়। ৪ ঘণ্টা বিলম্বে রাত্রি প্রায় ৯টায় বাসটী গোকুল মহাবন মঠে আসিয়া পেঁৗছে।

পরমপূজ্যপাদ পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিযতি শ্রীমদ্ ভক্তিপ্রমোদ পুরী গোস্বামী মহারাজ, পূজ্যপাদ শ্রীমদ্ ইন্দুপতি ব্রহ্মচারী প্রভু, কলিকাতা মঠের মঠরক্ষক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিললিত গিরি মহারাজ, শ্রীমঠের যুগ্ম-সম্পাদক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিহৃদয় মঙ্গল মহারাজ এবং অন্যান্য অনেক মঠবাসী ও গৃহস্থভক্ত পূর্ব্বেই তথায় শুভ পদার্পণ করিয়াছিলেন।

৯ অগ্রহায়ণ, ২৫ নভেম্বর শুক্রবার কৃষ্ণা দ্বিতীয়া তিথিবাসরে প্রাতঃ ৮ ঘটিকায় পরমারাধ্য শ্রীল গুরুদেবের ও শ্রীল প্রভুপাদের আলেখ্যার্চ্চাদ্বয় এবং শ্রীনারায়ণ শালগ্রামসহ পরমপূজ্যপাদ শ্রীমদ্ভক্তিপ্রমোদ পুরী গোস্বামী মহারাজের অনুগমনে শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গের বিপুল জয়ধ্বনি ও সংকীর্ত্তন সহযোগে নবনির্ম্মিত সংকীর্ত্তনভবনে শুভপ্রবেশের দ্বারা দ্বারো-দ্ঘাটন উৎসব সুসম্পন্ন হয়। পরমপূজ্যপাদ শ্রীমদ্ পুরী গোস্বামী মহারাজ সংকীর্ত্তনভবনে শ্রীশালগ্রাম ও শ্রীগোপালের পূজাবিধান এবং তাঁহার নির্দ্দেশক্রমে শ্রীমদ্ভক্তিসৌরভ আচার্য্য মহারাজ বৈষ্ণবহোম কার্য্য সম্পাদন করেন। উক্তদিবস মাধ্যাহ্নিক ভোগরাগান্তে

মহোৎসবে সহস্র সহস্র ব্রজবাসী নরনারীগণকে কচুরী, পুরী, বুঁদে, শব্জী প্রভৃতি তাঁহাদের রুচিকর বিচিত্র প্রসাদের দ্বারা পরিতৃপ্ত করা হয়। পূর্ব্বাহ্নে বিশেষ ধর্ম্মসভায় পরমপূজ্যপাদ শ্রীমদ্ভক্তিপ্রমোদ পুরী গোস্বামী মহারাজের প্রারম্ভিক আশীর্ব্বাণীর পর বক্তৃতা করেন শ্রীমদ্ভক্তিবিজ্ঞান ভারতী মহারাজ, শ্রীমদ্ভক্তিহৃদয় মঙ্গল মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিবেদান্ত পর্য্যটক মহারাজ ও শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ। পূজনীয় বৈষ্ণবগণ সকলেই তাঁহাদের ভাষণে সংকীর্ত্তনভবনের ও মহোৎসবের আনুকূল্যকারী শ্রীরেবতীরঞ্জন চৌধুরী এবং তাঁহার পুত্র শ্রীসুভাষ চৌধুরীর নন্দনন্দন শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাব ও লীলাস্থলী শ্রীগোকুল মহাবনধামে রমণীয় সেবা সন্দর্শনে তাঁহাদের মহাসৌভাগ্যের কথা পুনঃ পুনঃ প্রখ্যাপন করতঃ প্রচুর আশীর্ব্বাদ বর্ষণ করেন। নন্দনন্দন শ্রীকৃষ্ণের কৃপা ব্যতীত তাঁহার ধামে এইরূপ সেবা করিবার অনুপ্রেরণা লাভ কখনও সম্ভব নহে। তাঁহাদের সেবাপ্রচেষ্টায় স্বতঃপ্রণোদিত উৎসাহই তাঁহাদের উপর কৃষ্ণকৃপার প্রকৃষ্ট নিদর্শন। রেবতীবাবুর পরিজনবর্গ অনেকেই এই উৎসবে যোগ দিয়াছিলেন। ইঞ্জিনিয়ার শ্রীনিতাই কর্ম্মকার মহোদয় সংকীর্ত্তনভবনের নির্ম্মাণকার্য্য যথাসময়ে সম্পন্ন করিয়া ধন্যবাদার্হ হইয়াছেন। সান্ধ্যসভায় অন্যান্য ত্রিদণ্ডিযতিবৃন্দ বক্তৃতা করেন।

২৬ নভেম্বর শ্রীল আচার্য্যদেব এবং ত্রিদণ্ডিযতিগণের অনুগমনে ভক্তগণ সংকীর্ত্তন-শোভাযাত্রা সহযোগে গোকুল মহাবনের দর্শনীয় স্থানসমূহ দর্শন করেন। উক্ত দিবস পূর্ব্বাহ্নে যমুনায় স্নান সন্ধ্যাকৃত্য সম্পন্নের পর সকলে ব্রহ্মাণ্ডঘাটতটে একত্রে বসিয়া মঠ হইতে আনীত জলযোগ-প্রসাদ সেবা করিতে থাকিলে পুলিনভোজন স্মৃতি উদ্দীপিত হয়।

শ্রীগোকুল মহাবন মঠের মঠরক্ষক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রেমিক সাধু মহারাজ, শ্রীযজ্ঞেশ্বর ব্রহ্মচারী, শ্রীশিবানন্দ ব্রহ্মচারী, শ্রীনবীনকৃষ্ণ ব্রহ্মচারী, শ্রীতীর্থপদ ব্রহ্মচারী, শ্রীরাধাপ্রিয় ব্রহ্মচারী, শ্রীবিশ্বরূপ ব্রহ্মচারী, শ্রীঅচ্যুতকৃষ্ণ দাস, শ্রীঅজিতগোবিন্দ দাস, শ্রীগোবিন্দ দাস, ডাঃ শ্রীপুরুষোত্তম দাস, নন্দগ্রামস্থ শ্রীসনাতন গোস্বামী ভজনকুটীরের সাধুগণ, শ্রীপ্রদীপ, শ্রীমুকেশ প্রভৃতি মঠসেবকগণের অক্লান্ত পরিশ্রম ও সেবাপ্রযত্নে উৎসবটী সাফল্যমণ্ডিত হইয়াছে।

(ক্রমশঃ)

শ্রীব্রজমণ্ডল-পরিক্রমা

[পূর্ব্বপ্রকাশিত ১০ম সংখ্যা ২২০ পৃষ্ঠার পর]

দ্বাদশাদিত্যটিলা ঃ—

"অহে শ্রীনিবাস ! কৃষ্ণ কালিহ্রদ হৈতে।
কালিকে দমন করি আইলা এ টিলাতে ॥
সূর্য্যগণ কৃষ্ণে অতি শীতার্ত জানিয়া।
শীত নিবারয়ে উগ্র তাপ প্রকাশিয়া ॥"

—ভক্তিরত্নাকর ৫।২০২০-২১

"সূর্য্যৈর্দ্বাদশভিঃ পরং মুরারিপুঃ শীতার্ত উগ্রাতপৈর্ভক্তিপ্রেমভরৈরুদারচরিতঃ শ্রীমান্ মুদা সেবিতঃ।
যত্র স্ত্রী-পুরুষৈঃ কৃণৎ পশুকুলৈরাবেষ্টিতোরাজতে
স্নেহৈর্দ্বাদশসূর্য্যনাম তদিদং তীর্থং সদা সংশ্রয়ে ॥"

—(স্তবাবল্যাং ব্রজবিলাসে ৮২তম শ্লোকঃ)

'যথায় অতি শীতার্ত উদার লীলাপরায়ণ পরমসুন্দর মুরারি দ্বাদশসূর্য্য কর্তৃক ভক্তি প্রেমভরে ও আনন্দে প্রবল তাপদান দ্বারা সেবিত হইয়াছিলেন এবং শব্দায়মান-স্ত্রীপুরুষ পূর্ণ গোসকলদ্বারা স্নেহে বেষ্টিত হইয়া বিরাজ করিয়াছিলেন, এই সেই দ্বাদশ সূর্য্যনামক তীর্থকে আমি সর্ব্বদা আশ্রয় করি।'

(ক্রমশঃ)

শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী মহারাজ বিষ্ণুপাদের

পূতচরিতামৃত

[পূর্ব্বপ্রকাশিত ১০ম সংখ্যা ২২৪ পৃষ্ঠার পর]

সুন্দররূপে নির্ব্বিঘ্নে সুসম্পন্ন হয়। নিকটবর্ত্তী কোনও মঠের জনৈক সেবক, জনসাধারণ যাহাতে ৮৬এ, রাসবিহারী এভিনিউস্থ নব-সংস্থাপিত মঠকে কোনওপ্রকার সাহায্য না করেন, এইরূপ একটি মুদ্রিত হ্যাণ্ডবিল মঠে আসিয়া শ্রীল গুরুদেবের হস্তে প্রদান করিল। শ্রীল গুরুদেব উক্ত হ্যাণ্ডবিল পাঠ করিয়া মৃদু হাস্য করিয়াছিলেন। দক্ষিণ কলিকাতার সর্ব্বত্র উক্ত হ্যাণ্ডবিল বিতরিত হয়। শ্রীল গুরুদেবের আশ্রিত শিষ্য ও শুভানুধ্যায়িগণ উক্ত প্রকার গর্হিতকার্য্যে মর্ম্মাহত হইয়া শ্রীল গুরুদেবকে উক্ত হ্যাণ্ডবিলের প্রত্যুত্তররূপে পাল্টা হ্যাণ্ডবিল ছাপাইয়া জনসাধারণের মধ্যে বিতরণ করিবার জন্য পরামর্শ দিলেন। কিন্তু শ্রীল গুরুদেব তাঁহাদিগকে বুঝাইয়া বলিলেন, 'কেহ হিংসামূলক কার্য্য করিলে তাহার প্রতিকারের জন্য প্রতিহিংসামূলক কার্য্য করা সাধুর পক্ষে সমীচীন নহে। এইসব প্রতিকূল ব্যবহার ভগবানের পরীক্ষা জানিয়া সহ্য করিতে পারিলে হরিভজন হইবে, নতুবা যে উদ্দেশ্যে সংসার ছাড়িয়া মঠে আসা হইয়াছে উহা ব্যর্থ হইবে।' আরও বলিলেন, 'উক্ত হ্যাণ্ডবিলের দ্বারা আমাদের কোন লোকসান হইবে না, ব্যতিরেক-ভাবে মঠের প্রচারই হইবে।' শ্রীল গুরুদেবের চিন্তাস্রোত ও বিচার, সাধারণ লোকের চিন্তাস্রোতের মত ছিল না। শুদ্ধভক্ত মহাপুরুষগণের প্রতিটি কথায়, ব্যবহারে ও আচরণে বহু শিক্ষণীয় বিষয় থাকে। বস্তুতঃপক্ষে দেখা গেল উক্ত হ্যাণ্ডবিল বিতরণে মঠের কয়েকটি মাসিক চাঁদা বন্ধ হইলেও মঠ পরিচালনে কোনও অসুবিধাই হয় নাই। শরণাগতের রক্ষক পালক ভগবান্।

হ্যাণ্ডবিল দেখিয়া প্রকৃত ঘটনা কি জানিবার জন্য যাঁহারা মঠে আসিয়াছিলেন, তাঁহারা শ্রীল গুরু-দেবের মহাপুরুষোচিত শ্রীমূর্ত্তি দর্শন ও তাঁহার অমৃতময়ী বাণী শ্রবণ করিয়া বুঝিতে পারিলেন হ্যাণ্ডবিলের বিষয় সম্পূর্ণ মিথ্যা ও মাৎসর্য্যপ্রণোদিত। স্বপ্রকাশ সূর্য্যকে যেমন মেঘ আবরণ করিতে পারে না তদ্রূপ যেখানে গুরুত্বের বাস্তব প্রকাশ, কোনওপ্রকার মাৎ-সর্য্যপূর্ণ প্রতিকূলতার দ্বারা তাহাকে আবৃত করা যায় না। যাহারা করিতে যায়, তাহারাই অপরাধ-পঙ্কে নিমজ্জিত হইয়া পড়ে।

শ্রীল গুরুদেব

নিজে সংশোধিত না হইয়া অপরের সমালোচনা করার প্রবৃত্তি অত্যন্ত পরমার্থপ্রতিকূল প্রচেষ্টা। সাধন ভজনের উদ্দেশ্য বিষ্ণু-বৈষ্ণবের প্রসন্নতা বিধান। উহা ব্যতীত অবান্তর মতলব আসিলেই আমরা পরমার্থ হইতে চ্যুত হইব। নিজে সহস্র-প্রকার দোষযুক্ত সাধক হইয়া মহা বিজ্ঞের আসনে বসিয়া অপরকে সংশোধন করিবার উপদেশমূলে হরিকথার ছলনা কেবল জগৎবঞ্চনা ও দাম্ভিকতা ছাড়া কিছুই নহে। অনর্থযুক্ত সাধকের পক্ষে অপরকে উপদেশ দিবার হঠকারিতা পরিত্যাগ করিয়া নিজেকে সংশোধন ও বিষ্ণু-বৈষ্ণবে প্রীতি লাভ করিতে গুরু-বৈষ্ণবের কৃপাপ্রার্থনামুখে হরি-কীর্ত্তনের যত্ন করা সুসমীচীন। যাঁহারা নিজদিগকে সকলের সমালোচনা করিবার অধিকারী মনে করেন,

তাঁহাদের ঐপ্রকার কার্য্য প্রকারান্তরে নিজদিগকে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ গুরুরূপে প্রতিপন্নের প্রচেষ্টা ছাড়া আর কিছুই নহে। পরমার্থপ্রতিকূল আত্মঘাতী ভয়ঙ্কর দাম্ভিকতা পরিহার করিয়া নিজের চরকায় তেল দেওয়া নিঃশ্রেয়সার্থী সাধকের পক্ষে হিতকর। 'পরস্বভাবকর্ম্মণি ন প্রশংসেৎ ন গর্হয়েৎ'—এই বিচার গ্রহণ করতঃ শ্রীহরির অনুকূল প্রীত্যনুশীলনে নিজেকে সর্ব্বক্ষণ নিয়োজিত রাখার প্রযত্ন করা কর্ত্তব্য। মহামূল্যবান অথচ অতীব ক্ষণভঙ্গুর মনুষ্যজন্মের কোন সময়টাই যেন হরিভজন ছাড়া অন্য ভক্তীতর কার্য্যে ব্যয়িত না হয়, তৎপ্রতি সাধকগণ সর্ব্বদাই সতর্ক থাকিবেন। হরিভজনের গুরুতর অন্তরায় বৈষ্ণবাপরাধ। বৈষ্ণবগণের সমালোচনা করিবার ঝুঁকি লইয়া স্বেচ্ছায় বিপদকে বরণ করা মহামূর্খতা।

শ্রীভগবদিচ্ছাক্রমে শ্রীগোবিন্দ দাসাধিকারী প্রভুর দোকানে অনুষ্ঠিত ধর্ম্মসভায় শ্রীল গুরুদেবের শ্রীমুখপদ্মনিঃসৃত বীর্যবতী হরিকথা শ্রবণে আকৃষ্ট হইয়া ৮এ, তারা রোডস্থ শ্রীযুক্ত মণিকণ্ঠ মুখোপাধ্যায় মহোদয় এবং কালীঘাট মহিম হালদার স্ট্রীটস্থ উমা বালিকা বিদ্যালয়ে (৮ ডিসেম্বর হইতে ১৪ ডিসেম্বর, ১৯৫৫) সাতদিন ধর্ম্মসভায় হরিকথা শুনিয়া প্রভাবান্বিত হইয়া বালিগঞ্জ ২০ নং ফার্ণ প্লেসনিবাসী ডাঃ এস্-এন্ ঘোষ (হোমিওপ্যাথিক ফ্যাকালটির তদানীন্তন প্রেসিডেণ্ট) শ্রীল গুরুদেবের দুঃসময়কালে তাঁহার প্রতিষ্ঠিত মঠের সেবাপরিচালনা ও শ্রীবৃদ্ধিকল্পে বাম ও দক্ষিণ হস্তরূপে দণ্ডায়মান হইলেন। ডাঃ এস্-এন্ ঘোষ পরম গুরুপাদপদ্ম শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের দীক্ষিত শিষ্য ছিলেন। শ্রীল প্রভুপাদের অন্তর্ধানের পর ট্রাষ্টিদের মধ্যে গোলযোগ আরম্ভ হইলে তিনি মঠের সংস্রব একপ্রকার ছাড়িয়াই দিয়াছিলেন। কিন্তু শ্রীল গুরুদেবকে দর্শন ও তাঁহার শ্রীমুখে হরিকথা শুনিয়া তাঁহার চিত্তের পুনঃ আমূল পরিবর্ত্তন ঘটে। তিনি শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠের সেবায় প্রাণ, অর্থ, বুদ্ধি ও বাক্যের দ্বারা সর্ব্বতোভাবে নিজেকে নিয়োজিত করেন। শ্রীযুক্ত মণিকণ্ঠ মুখোপাধ্যায় মহোদয়ও তেজীয়ান ও ন্যায়পরায়ণ ব্যক্তি ছিলেন। যদিও বৈষ্ণবধর্ম্মে প্রথমে ততটা তিনি অনুরক্ত ছিলেন না, শ্রীল গুরুদেবের কথা শ্রবণে তাঁহার চরিত্রেরও আমূল পরিবর্ত্তন ঘটে। তিনি তৎকালে কর্পোরেশনের উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারীরূপে কার্য্য করিতেন। মণিকণ্ঠবাবু মঠের দীক্ষিত শিষ্য হইতে না পারিলেও শিষ্য অপেক্ষা অধিক মঠের শ্রীবৃদ্ধির জন্য, মঠের সেবা সম্পাদনের জন্য ঐকান্তিকতার সহিত নিষ্কপটভাবে যত্ন করিতেন। শ্রীমণিকণ্ঠ মুখোপাধ্যায়ের মাধ্যমেই য়্যাড্ভোকেট শ্রীযুক্ত জয়ন্ত কুমার মুখোপাধ্যায়ের সহিত শ্রীল গুরুদেবের পরিচয় ও ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ হয়।

ডাঃ এস্-এন্ ঘোষ

শ্রীযুক্ত মণিকণ্ঠ মুখোপাধ্যায়

৮৬এ, রাসবিহারী এভিনিউতে শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ সংস্থাপিত হওয়ার পর শ্রীল গুরুদেব শ্রীমঠের অধিষ্ঠাতৃ শ্রীবিগ্রহগণের শ্রীকৃষ্ণের পুষ্যাভিষেক তিথিতে শুভ প্রতিষ্ঠা এবং শ্রীকৃষ্ণের জন্মাষ্টমী উপলক্ষে এবং কোন কোন বৎসর শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামীর আবির্ভাব তিথিতেও শ্রীব্যাসপূজা উপলক্ষে রাজা বসন্ত রায় রোডে ও রাসবিহারী এভিনিউ জংসনে বিরাট সভামণ্ডপে বিশেষ ধর্ম্মসভার আয়োজন করিয়াছিলেন। শ্রীবার্ষিক উৎসব ও শ্রীজন্মাষ্টমী উপলক্ষে পাঁচ-ছয়দিনব্যাপী ধর্ম্মসভা হইত। শ্রীল গুরুদেবের আশ্রিত শিষ্যবর্গ এখনও শ্রীল গুরুদেবের প্রবর্ত্তিত উৎসব দুইটী সেইভাবেই করিয়া আসিতেছেন।

ইং ১৯৫৬ খৃষ্টাব্দ হইতে ইং ১৯৬০ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত—

১২ ভাদ্র (১৩৬৩) ২৮ আগষ্ট (১৯৫৬) মঙ্গলবার হইতে ১৭ ভাদ্র ২ সেপ্টেম্বর রবিবার পর্য্যন্ত শ্রীকৃষ্ণ-জন্মাষ্টমী উপলক্ষে, বার্ষিক উৎসব উপলক্ষে ১৯৫৭ সালে ১৩৬৩ (বঙ্গাব্দে) ২ মাঘ ১৬ জানুয়ারী বুধবার হইতে ৬ মাঘ ২০ জানুয়ারী রবিবার পর্য্যন্ত এবং ইং ১৯৫৮ (১৩৬৪ বঙ্গাব্দে) ১৯ পৌষ ৩ জানুয়ারী শুক্রবার হইতে ২৩ পৌষ ৭ জানুয়ারী মঙ্গলবার পর্য্যন্ত, শ্রীল প্রভুপাদের আবির্ভাবতিথিতে ব্যাসপূজা উপলক্ষে ইং ১৯৫৮ (১৩৬৪ বঙ্গাব্দে) ২৫ মাঘ ৮ ফেব্রুয়ারী হইতে ২৭ মাঘ ১০ ফেব্রুয়ারী পর্য্যন্ত, শ্রীজন্মাষ্টমী উপলক্ষে ১৯৫৮ (১৩৬৫) ১৯ ভাদ্র ৫ সেপ্টেম্বর শুক্রবার হইতে ২৪ ভাদ্র ১০ সেপ্টেম্বর বুধবার পর্য্যন্ত, বার্ষিক উৎসব উপলক্ষে ইং ১৯৫৯ (১৩৬৫) ৯ মাঘ ২৩ জানুয়ারী শুক্রবার হইতে ১৩ মাঘ ২৭ জানুয়ারী মঙ্গলবার পর্য্যন্ত, ইং ১৯৫৯ (১৩৬৬) ৮ ভাদ্র ২৫ আগষ্ট হইতে ১৩ ভাদ্র ৩০ আগষ্ট পর্য্যন্ত জন্মাষ্টমী উপলক্ষে, বার্ষিক উৎসব উপলক্ষে ইং ১৯৬০ (১৩৬৬) ২৮ পৌষ ১৩ জানুয়ারী হইতে ৩ মাঘ ১৭ জানুয়ারী পর্য্যন্ত যে বিরাট ধর্ম্মসভাসমূহ অনুষ্ঠিত হইয়াছিল তাহাতে সভাপতি ও প্রধান অতিথিরূপে উপস্থিত ছিলেন কলিকাতার মেয়র অধ্যাপক শ্রীসতীশ চন্দ্র ঘোষ, হিন্দুমহাসভার সভাপতি শ্রীদেবেন্দ্র নাথ মুখোপাধ্যায়, পশ্চিমবঙ্গ সরকারের ভূমি ও ভূমিরাজস্ব মন্ত্রী শ্রীশঙ্কর প্রসাদ মিত্র, ডঃ শ্রীকালিদাস নাগ, শ্রীঈশ্বরী প্রসাদ গোয়েঙ্কা, ডঃ শ্রীপ্রমথনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, অধ্যাপক শ্রীত্রিপুরারি চক্রবর্ত্তী, আনন্দবাজার পত্রিকার সম্পাদক শ্রীচপলাকান্ত ভট্টাচার্য্য, কলিকাতার পুলিশ কমিশনার শ্রীহরিসাধন ঘোষ চৌধুরী, বঙ্গীয় সংস্কৃত পরিষদের সম্পাদক ডঃ যতীন্দ্র বিমল চৌধুরী, অধ্যাপক শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, বিধানসভার স্পীকার শ্রীশৈল কুমার মুখোপাধ্যায়, ডাঃ নলিনীরঞ্জন সেনগুপ্ত, বিচারপতি শ্রীশঙ্কর প্রসাদ মিত্র, ব্যারিষ্টার শ্রীগুরুপদ কর, বিচারপতি শ্রীরেণুপদ মুখোপাধ্যায়, পশ্চিমবঙ্গের আইনমন্ত্রী শ্রীসিদ্ধার্থশঙ্কর রায়, শ্রীরামকুমার ভূয়ালকা, হিন্দুস্থান ষ্ট্যাণ্ডার্ড পত্রিকার সম্পাদক শ্রীসুধাংশু বসু, যুগান্তর পত্রিকার সম্পাদক শ্রীবিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায়, ডঃ রমা চৌধুরী, শিক্ষামন্ত্রী শ্রীহরেন্দ্রনাথ রায় চৌধুরী, ডাঃ রাধাবিনোদ পাল, কলিকাতা পৌর প্রতিষ্ঠানের মেয়র ডাঃ ত্রিগুণা সেন, শ্রীআশুতোষ গাঙ্গুলী, পশ্চিমবঙ্গ সরকারের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী শ্রীকালিপদ মুখোপাধ্যায়, শ্রীরামনারায়ণ ভোজনগর-ওয়ালা, কলিকাতার মেয়র শ্রীবিজয় কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, কবিরাজ শ্রীবিমলানন্দ তর্কতীর্থ, শ্রীকালীপ্রসাদ খৈতান ব্যারিষ্টার, পশ্চিমবঙ্গের স্বায়ত্বশাসন বিভাগের মন্ত্রী শ্রীঈশ্বর দাস জালান, অমৃতবাজার পত্রিকার সম্পাদক শ্রীতুষার কান্তি ঘোষ, প্রবীণ সাম্বাদিক শ্রীহেমেন্দ্র প্রসাদ ঘোষ, বিচারপতি শ্রীনির্ম্মল কুমার সেন, শ্রীরাজেন্দ্র সিং সিংহী, বিচারপতি শ্রীবিনায়ক নাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীজয়ন্ত কুমার মুখোপাধ্যায়, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের দর্শনশাস্ত্রের প্রধান অধ্যাপক ডঃ শ্রীসতীশ চন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। বিশিষ্ট বক্তারূপে ভাষণ প্রদান করিয়াছিলেন পূজ্যপাদ ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসর্ব্বস্ব গিরি মহারাজ, পূজ্যপাদ ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রকাশ অরণ্য মহারাজ, পূজ্যপাদ ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসারঙ্গ গোস্বামী মহারাজ, পূজ্যপাদ ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তি-প্রজ্ঞান কেশব মহারাজ, পূজ্যপাদ ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিভূদেব শ্রৌতী মহারাজ, পূজ্যপাদ ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিচার যাযাবর মহারাজ, পূজ্যপাদ ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিরক্ষক শ্রীধর মহারাজ, পূজ্যপাদ ত্রিদণ্ডি-স্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রমোদ পুরী মহারাজ, পূজ্যপাদ ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিকমল মধুসূদন মহারাজ, পূজ্যপাদ

বামপার্শ্ব হইতে—শ্রীল ভক্তিসর্ব্বস্ব গিরি মহারাজ, শ্রীঈশ্বরদাস জালান, শ্রীল গুরুদেব (ভাষণরত),
শ্রীজয়ন্ত কুমার মুখার্জ্জি, শ্রীল ভক্তিপ্রমোদ পুরী মহারাজ
[১৯৫৯ শ্রীজন্মাষ্টমী উপলক্ষে ধর্ম্মসভা]

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিকুমুদ সন্ত মহারাজ, পূজ্যপাদ ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসৌধ আশ্রম মহারাজ, পূজ্যপাদ ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিকাশ হৃষীকেশ মহারাজ, রাজর্ষি শ্রীশরদিন্দুনারায়ণ রায়, ডাঃ এস্-এন্ ঘোষ, শ্রীকৃষ্ণবল্লভ ব্রহ্মচারী ও শ্রীমঙ্গলনিলয় ব্রহ্মচারী। 'মনুষ্যজন্মের সার্থকতা', 'শান্তিলাভের উপায়', 'গার্হস্থ্য ধর্ম্ম', 'অহিংসা ও প্রেম', 'ভোগ, ত্যাগ ও সেবা', 'জীবের নিশ্চিত শ্রেয়ঃ কি', 'শ্রীকৃষ্ণতত্ত্ব', 'শ্রীনন্দোৎসব', 'ভাগবতধর্ম্ম', 'গীতার উপদেশ', 'প্রেমভক্তি ও শ্রীচৈতন্যদেব', 'জীবে দয়া ও জীবসেবা', 'বিশ্বশান্তি-সমস্যা সমাধানের উপায়', 'অহিংসনীতি ও প্রেমধর্ম্ম', 'জাতিধর্ম্ম নির্ব্বিশেষে শ্রীচৈতন্যদেবের শিক্ষা', 'শ্রীবিগ্রহসেবার প্রয়োজনীয়তা', 'শ্রীভগবৎপ্রেমই জীবের নিত্যধর্ম্ম', 'কলিযুগ ও শ্রীনামসংকীর্ত্তন', 'ধর্ম্মের প্রয়োজনীয়তা', 'শ্রীকৃষ্ণাবির্ভাব ও পরতত্ত্বের স্বরূপ', 'ভক্তি ও নন্দোৎসব', 'গীতার শিক্ষা', 'জীবের দুঃখের কারণ ও তৎপ্রতিকার', 'শ্রীগৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্ম্ম ও শ্রীল সরস্বতী ঠাকুর', 'সাধুসঙ্গ', 'শ্রীবিগ্রহতত্ত্ব ও পৌত্তলিকতা', 'গার্হস্থ্য-জীবনে ধর্ম্মের প্রয়োজনীয়তা', 'বিশ্বসমস্যা সমাধানে শ্রীল সরস্বতী ঠাকুর', 'ধর্ম্মের প্রয়োজনীয়তা ও শ্রীভগবানের আবির্ভাব', 'ধর্ম্মানুশীলনে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের দান', 'শ্রীভাগবতধর্ম্ম ও শ্রীল সরস্বতী ঠাকুর', 'শ্রীভগবৎ-প্রেমই বিশ্বশান্তির উপায়' প্রভৃতি বক্তব্যবিষয়গুলি সভায় আলোচনার জন্য নির্দ্ধারিত হইয়াছিল। শ্রীল গুরুদেব উপরিউক্ত বিষয়গুলি নির্দ্ধারণ করিয়াছিলেন। তিনি প্রত্যহ প্রতিটী বিষয়ের উপর দীর্ঘ অভিভাষণ প্রদান করেন। একই বিষয়ে বিভিন্ন ব্যক্তির বিভিন্নভাবে আলোচনার দ্বারা বিষয়টির বহু দিক অভিব্যক্ত হয়। এখানে প্রশ্ন উত্থাপিত হইতে পারে পারমার্থিক বিষয়ে পারমার্থিক ব্যক্তিগণই অর্থাৎ সাধুগণই বলিবার অধিকারী। পারমার্থিক আলোচনা সভায় সাংসারিক ব্যক্তিগণকে তাঁহাদের সাংসারিক পদাধিকারহেতু ধর্ম্মসভায় আহ্বান করিয়া উচ্চাসনে বসানো হয় কেন? আপাতদৃষ্টিতে এইরূপ অনুমিত হয় বিশেষ পদাধিকারী ব্যক্তিকে ডাকার উদ্দেশ্য পরমার্থ ব্যতীত অন্য

(ক্রমশঃ)

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ হইতে প্রকাশিত গ্রন্থাবলী

(১) প্রার্থনা ও প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা—শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর রচিত
(২) শরণাগতি—শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর রচিত
(৩) কল্যাণকল্পতরু ,, ,, ,,
(৪) গীতাবলী ,, ,, ,,
(৫) গীতমালা ,, ,, ,,
(৬) জৈবধর্ম্ম ,, ,, ,,
(৭) শ্রীচৈতন্য-শিক্ষামৃত ,, ,, ,,
(৮) শ্রীহরিনাম-চিন্তামণি ,, ,, ,,
(৯) শ্রীশ্রীভজনরহস্য ,, ,, ,,
(১০) মহাজন-গীতাবলী (১ম ভাগ)—শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর রচিত ও বিভিন্ন মহাজনগণের রচিত গীতিগ্রন্থসমূহ হইতে সংগৃহীত গীতাবলী
(১১) মহাজন-গীতাবলী (২য় ভাগ) ঐ
(১২) শ্রীশিক্ষাষ্টক—শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমহাপ্রভুর স্বরচিত (টীকা ও ব্যাখ্যা সম্বলিত)
(১৩) উপদেশামৃত—শ্রীল শ্রীরূপ গোস্বামী বিরচিত (টীকা ও ব্যাখ্যা সম্বলিত)
(১৪) SREE CHAITANYA MAHAPRABHU, HIS LIFE AND PRECEPTS ; by Thakur Bhaktivinode
(১৫) ভক্ত-ধ্রুব—শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ সঙ্কলিত
(১৬) শ্রীবলদেবতত্ত্ব ও শ্রীমন্মহাপ্রভুর স্বরূপ ও অবতার—ডাঃ এস্ এন্ ঘোষ প্রণীত
(১৭) শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা [শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তীর টীকা, শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের মর্ম্মানুবাদ, অন্বয় সম্বলিত]
(১৮) প্রভুপাদ শ্রীশ্রীল সরস্বতী ঠাকুর (সংক্ষিপ্ত চরিতামৃত)
(১৯) গোস্বামী শ্রীরঘুনাথ দাস—শ্রীশান্তি মুখোপাধ্যায় প্রণীত
(২০) শ্রীশ্রীগৌরহরি ও শ্রীগৌরধাম-মাহাত্ম্য
(২১) শ্রীধাম ব্রজমণ্ডল পরিক্রমা—দেবপ্রসাদ মিত্র
(২২) শ্রীশ্রীপ্রেমবিবর্ত্ত—শ্রীগৌর-পার্ষদ শ্রীল জগদানন্দ পণ্ডিত বিরচিত
(২৩) শ্রীভগবদর্চ্চনবিধি—শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ সঙ্কলিত
(২৪) শ্রীব্রজমণ্ডল-পরিক্রমা ,, ,, ,, ,,
(২৫) শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত—শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী-কৃত
(২৬) শ্রীচৈতন্যভাগবত—শ্রীল বৃন্দাবনদাস ঠাকুর রচিত
(২৭) শ্রীশ্রীকৃষ্ণবিজয়—গুণরাজ খাঁন বিরচিত
শ্রীমন্মহাপ্রভুর শ্রীমুখে উচ্চ প্রশংসিত বাংলা ভাষার আদিকাব্যগ্রন্থ
(২৮) একাদশীমাহাত্ম্য—শ্রীমদ্ভক্তিবিজয় বামন মহারাজ কর্ত্তৃক সঙ্কলিত

Regd. No. WB/SC-258

Sree Chaitanya Bani
35, Satish Mukherjee Road
Calcutta-26

BOOK POST

Serial No.
To
Name........................
Vill........................
P. O........................
Dist........................
Pin........................

নিয়মাবলী

১। "শ্রীচৈতন্য-বাণী" প্রতি বাঙ্গালা মাসের ১৫ তারিখে প্রকাশিত হইয়া দ্বাদশ মাসে দ্বাদশ সংখ্যা প্রকাশিত হইয়া থাকেন। ফাল্গুন মাস হইতে মাঘ মাস পর্য্যন্ত ইহার বর্ষ গণনা করা হয়।

২। বার্ষিক ভিক্ষা ১২.০০ টাকা, ষাণ্মাসিক ৬.০০ টাকা, প্রতি সংখ্যা ১.০০ টাকা। ভিক্ষা ভারতীয় মুদ্রায় অগ্রিম দেয়।

৩। জ্ঞাতব্য বিষয়াদি অবগতির জন্য রিপ্লাই কার্ডে কার্য্যাধ্যক্ষের নিকট নিম্নলিখিত ঠিকানায় পত্র ব্যবহার করিয়া জানিয়া লইতে হইবে।

৪। শ্রীমন্মহাপ্রভুর আচরিত ও প্রচারিত শুদ্ধভক্তিমূলক প্রবন্ধাদি সাদরে গৃহীত হইবে। প্রবন্ধাদি প্রকাশিত হওয়া সম্পাদক-সঙ্ঘের অনুমোদন সাপেক্ষ। অপ্রকাশিত প্রবন্ধাদি ফেরৎ পাঠান হয় না। প্রবন্ধ কালিতে স্পষ্টাক্ষরে একপৃষ্ঠায় লিখিত হওয়া বাঞ্ছনীয়।

৫। পত্রাদি ব্যবহারে গ্রাহকগণ গ্রাহক নম্বর উল্লেখ করিয়া পরিষ্কারভাবে ঠিকানা লিখিবেন। ঠিকানা পরিবর্ত্তিত হইলে এবং কোন সংখ্যা ঐ মাসের শেষ তারিখের মধ্যে না পাইলে কার্য্যাধ্যক্ষকে জানাইতে হইবে। তদন্যথায় কোনও কারণেই পত্রিকার কর্ত্তৃপক্ষ দায়ী হইবেন না। পত্রোত্তর পাইতে হইলে রিপ্লাই কার্ডে লিখিতে হইবে।

৬। ভিক্ষা, পত্র ও প্রবন্ধাদি কার্য্যাধ্যক্ষের নিকট নিম্নলিখিত ঠিকানায় পাঠাইতে হইবে।

কার্য্যালয় ও প্রকাশস্থান :—
শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ৩৫, সতীশ মুখার্জ্জী রোড, কলিকাতা-৭০০০২৬ ফোন : ৪৬-৫৯০০

মুদ্রণালয় :— শ্রীচৈতন্যবাণী প্রেস, ৩৪।১এ, মহিম হালদার ষ্ট্রীট, কালীঘাট, কলিকাতা-৭০০০২৬

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাতা নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ ১০৮শ্রী

শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী মহারাজ বিষ্ণুপাদ প্রবর্ত্তিত

একমাত্র-পারমার্থিক মাসিক পত্রিকা

অষ্টাবিংশ বর্ষ—১২শ সংখ্যা

মাঘ, ১৩৯৮

সম্পাদক-সঙ্ঘপতি

পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রমোদ পুরী মহারাজ

সম্পাদক

রেজিষ্টার্ড শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠানের বর্ত্তমান আচার্য্য ও সভাপতি

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ

সহকারী সম্পাদক-সঙ্ঘ ঃ—

১। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসুহৃদ্ দামোদর মহারাজ। ২। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিজ্ঞান ভারতী মহারাজ।

কার্য্যাধ্যক্ষ ঃ—

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিললিত গিরি মহারাজ

প্রকাশক ও মুদ্রাকর ঃ—

মহোপদেশক শ্রীমঙ্গলনিলয় ব্রহ্মচারী, ভক্তিশাস্ত্রী, বিদ্যারত্ন, বি, এস্-সি

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, তৎশাখা মঠ ও প্রচারকেন্দ্রসমূহ ঃ—

মূল মঠ ঃ—১। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ঈশোদ্যান, পোঃ শ্রীমায়াপুর-৭৪১৩১৩ (নদীয়া)

প্রচারকেন্দ্র ও শাখামঠ ঃ—

২। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ৩৫, সতীশ মুখার্জ্জি রোড, কলিকাতা-৭০০০২৬। ফোন ঃ ৪৬-৫৯০০

৩। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, গোয়াড়ী বাজার, পোঃ কৃষ্ণনগর-৭৪১১০১ (নদীয়া)

৪। শ্রীশ্যামানন্দ গৌড়ীয় মঠ, পোঃ ও জেঃ মেদিনীপুর-৭২১১০১

৫। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, মথুরা রোড, পোঃ বৃন্দাবন-২৮১১২১ (মথুরা)

৬। শ্রীবিনোদবাণী গৌড়ীয় মঠ, ৩২, কালিয়দহ, পোঃ বৃন্দাবন-২৮১১২১ (মথুরা)

৭। শ্রীগৌড়ীয় সেবাশ্রম, মধুবন মহোলি, পোঃ কৃষ্ণনগর, জেঃ মথুরা

৮। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, দেওয়ান দেউড়ী, হায়দ্রাবাদ-৫০০০০২ (অঃ প্রঃ) ফোন ঃ ৫২২০০১

৯। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, পল্টন বাজার, পোঃ গৌহাটী-৭৮১০০৮ (আসাম) ফোন ঃ ২৭১৭০

১০। শ্রীগৌড়ীয় মঠ, পোঃ তেজপুর-৭৮৪০০১ (আসাম)

১১। শ্রীল জগদীশ পণ্ডিতের শ্রীপাট, পোঃ যশড়া, ভায়া চাকদহ-৭৪১২২২ (নদীয়া)

১২। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, পোঃ ও জিলা গোয়ালপাড়া-৭৮৩১০১ (আসাম)

১৩। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, সেক্টর—২০বি, পোঃ চণ্ডীগড়-১৬০০২০ (পাঞ্জাব) ফোন ঃ ২৩৭৮৮

১৪। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, গ্র্যাণ্ড রোড্, পোঃ পুরী-৭৫২০০১ (ওড়িষ্যা)

১৫। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, শ্রীজগন্নাথমন্দির, পোঃ আগরতলা-৭৯৯০০১ (ত্রিপুরা) ফোন ঃ ৪৪৯৭

১৬। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, গোকুল মহাবন, পোঃ মহাবন-২৮১৩০৫ জিলা—মথুরা

১৭। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ১৮৭, ডি, এল রোড্, পোঃ দেরাদুন-২৪৮০০১ (ইউ, পি)

১৮। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ কার্য্যালয়, ৩৩৯৯, হরিমন্দির গলি, পাহাড়গঞ্জ, নিউদিল্লী-১১০০৫৫

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠের পরিচালনাধীন ঃ—

১৯। সরভোগ শ্রীগৌড়ীয় মঠ, পোঃ চক্‌চকাবাজার-৭৮১৩২০ জেঃ বরপেটা (আসাম)

২০। শ্রীগদাই গৌরাঙ্গ মঠ, পোঃ বালিয়াটী, জেঃ ঢাকা (বাংলাদেশ)

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

"চেতোদর্পণমার্জ্জনং ভবমহাদাবাগ্নি-নির্ব্বাপণং
শ্রেয়ঃকৈরবচন্দ্রিকাবিতরণং বিদ্যাবধূজীবনং।
আনন্দাম্বুধিবর্দ্ধনং প্রতিপদং পূর্ণামৃতাস্বাদনং
সর্ব্বাত্মস্নপনং পরং বিজয়তে শ্রীকৃষ্ণসংকীর্ত্তনম্ ॥"

২৮শ বর্ষ } শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, মাঘ, ১৩৯৫
৮ মাধব, ৫০২ শ্রীগৌরাব্দ ; ১৫ মাঘ, রবিবার, ২৯ জানুয়ারী ১৯৮৯ { ১২শ সংখ্যা

শ্রীল প্রভুপাদের পত্রাবলী

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীগৌড়ীয় মঠ, কলিকাতা
১৫ই জানুয়ারী, ১৯২৭

বিপুল আচার্য্যসম্মান-পুরঃসর-নিবেদনম্—

আমি গতকল্য শ্রীধাম-নবদ্বীপ-শ্রীচৈতন্যমঠ হইতে শ্রীগৌড়ীয় মঠে আসিয়াছি। শ্রীধাম হইতে আপনার নিকট একখানি পত্র লিখিয়াছিলাম, বোধ করি পাইয়াছেন।

* * *

মিছাভক্তগণের মতে ইন্দ্রিয়তর্পণ ব্যতীত যখন 'ধর্ম্ম' বলিয়া কোন কথা নাই, তখন শুদ্ধভক্তিধর্ম্ম কি শ্রীবৃন্দাবন প্রভৃতিতে পুনঃ প্রচারিত হইবে না? শ্রীবৃন্দাবনের শ্রীবিগ্রহসমূহ কি সমস্তই জাতি ব্যবসায়ীর ব্যবসায়ের পণ্যদ্রব্যই থাকিবে? ঐসকল অবৈধ ব্যবসায়ী বেনিয়ার ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া ঠাকুর সেবার নামে, মন্ত্রব্যবসায়ের নামে নিজ নিজ স্বার্থ পোষণ করিতে থাকিবে এবং উহাই কি 'ধর্ম্ম' বলিয়া পরিগণিত হইবে? শুদ্ধভক্তিকথার দ্বারা জগতের হিতসাধন হউক্, ইহা কি বর্ত্তমান বৃন্দাবনবাসীর অভিপ্রেত হওয়া উচিত নহে?

শুদ্ধভক্তগণ কিন্তু চিরকালই মিছাভক্তির অনুমোদন করেন না। কলিকাল, ভক্তিপথ কোটিকণ্টক-রুদ্ধ হইয়াছে। এখন শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ ব্যতীত আর অন্য উপায় নাই। একথা মূর্খলোকেরা বুঝিতে পারিতেছে না। আপনি আমাদের কথা একটু হিন্দীতে—ব্রজবুলিতে ইস্তাহারের মত প্রচার করিয়া দিলে বোধ করি অনেকের দয়া হইতে পারে।

ঠাকুরসেবা পণ্যদ্রব্য নহে এবং সেবকগণ বানিয়া নহেন, তাঁহারা ভক্ত বৈষ্ণব। সর্ব্বস্ব ত্যাগ করিয়া নিজের ও জগতের মঙ্গল করিবার জন্য কীর্ত্তনমুখে হরিসেবা করিতেছেন। বেনিয়াদিগের বস্তু চাল, ধান, ঠাকুরসেবার ছলনায় পাথরের বাড়ী, ঘর ইত্যাদি। সেই সকলের সাহায্যে ব্যবসায় করিয়া তাহারা নিজের উদরভরণ করে, ঠাকুরবাড়ী খরিদ করে, অযোগ্য ব্যক্তির দ্বারা সেবাপরাধ করায়, অযোগ্য ব্যক্তি হইতে মন্ত্রগ্রহণের ছলনা করে, ভজনের

উপদেশ লইয়া থাকে ও কত কি করে! ঐসকল কার্য্যে শুদ্ধভক্ত-সম্প্রদায়ের কোন আস্থা নাই।

ভজন ছাড়িয়া হুজুগ করা ভক্ত-সম্প্রদায়ের কর্ত্তব্য নহে। ব্যবহারিক জগতে যে প্রকার সত্যের দুর্গতি উপস্থিত হইয়াছে, তাহাতে সরলতার পরিবর্ত্তে কপটতাই 'ধর্ম্ম' বলিয়া চলিতেছে। এক্ষণে প্রকৃত গৌর-ভক্তগণ পরমেশ্বরের স্বরূপলক্ষণ নিরস্তকুহকসত্য জগতে প্রচার করিয়া Pseudo-Vaisnavism এর (বিদ্ধ বৈষ্ণবতার) হাত হইতে জগৎকে উদ্ধার করা কর্ত্তব্য বোধ করিতেছেন।

আপনি শেষ জীবনে শুদ্ধ-ভক্তিসাম্রাজ্যের জন্য শেষ চেষ্টা করিয়া বৈষ্ণব-সমাজের ধন্যবাদের পাত্র হউন—ইহা আমার প্রার্থনা। 'Vaisnavism Real and Apparent' গ্রন্থ প্রচার হইয়াছে। এক্ষণে তথাকথিত বৈষ্ণব-জগতের বাস্তব মঙ্গল বিধান করা আবশ্যক। আপনি যোগ্যপুরুষ, আপনার দ্বারা এই কার্য্য হইতে পারিবে। বঙ্গদেশের কপটতা অনেকটা ধরা পড়িয়া গিয়াছে; সুতরাং সকল দেশেরই যে যে স্থানে ধর্ম্মের ভাণ হইতেছে, তাহা নিরাকৃত হওয়া আবশ্যক।

শ্রীহরিজনকিঙ্কর
শ্রীসিদ্ধান্তসরস্বতী

শ্রীশ্রীমদ্ভাগবতার্কমরীচিমালা

[পূর্ব্বপ্রকাশিত ১১শ সংখ্যা ২২৮ পৃষ্ঠার পর]

[৩।৩০।১৪-১৬]

তত্রাপ্যজাতনির্ব্বেদো ম্রিয়মাণঃ স্বয়ম্ভৃতৈঃ।
জরয়োপাত্তবৈরূপ্যো মরণাভিমুখো গৃহে ॥১৫॥
আস্তেঽবমত্যোপন্যস্তং গৃহপাল ইবাহরন্।
আময়াব্যপ্রদীপ্তাগ্নিরল্পাহারোঽল্পচেষ্টিতঃ ॥১৬॥
বায়ুনোৎক্রমতোত্তারঃ কফসংরুদ্ধনাড়িনা।
কাসশ্বাসকৃতায়াসঃ কণ্ঠে ঘুরঘুরায়তে ॥১৭॥

[৩।৩০।১৮]

এবং কুটুম্বভরণে ব্যাপৃতাত্মাজিতেন্দ্রিয়ঃ।
ম্রিয়তে রুদতাং স্বানামুরুবেদনয়াস্তধীঃ ॥১৮॥

[৩।৩১।৪৪]

জীবো হ্যস্যানুগো দেহো ভূতেন্দ্রিয়মনোময়ঃ।
তন্নিরোধোঽস্য মরণমাবির্ভাবস্তু সম্ভবঃ ॥১৯॥

[৩।৩২।৩৮]

জীবস্য সংসৃতীর্বহ্বীরবিদ্যাকর্ম্মনির্ম্মিতাঃ।
যাস্বঙ্গপ্রবিশন্নাত্মা ন বেদ গতিমাত্মনঃ ॥২০॥

শৌনকঃ সূতম্ [২।৩।১৯-২৪]

শ্ববিড়্‌বরাহোষ্ট্রখরৈঃ সংস্তুতঃ পুরুষঃ পশুঃ।
ন যৎ কর্ণপথোপেতো জাতু নাম গদাগ্রজঃ ॥২১॥

শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-কৃত "মরীচিপ্রভা"-নাম্নী ব্যাখ্যা

এইরূপ করিতে করিতে জরাগ্রস্ত হয়, তথাপি নির্ব্বেদ জন্মে না। যাহাদের পালন করে তাহারা স্বয়ং পালিত হইয়া তাহাকে পালন করিতে থাকে। বৈরাগ্য ত' হইল না। এইরূপ মরণাভিমুখে অগ্রসর হইতে থাকে ॥ ১৫ ॥

তখন গৃহপাল যাহা কিছু ফেলিয়া দেয় তাহা কুক্কুরের মত অপমানিত হইয়া খাইতে থাকে। পীড়ার দ্বারা অল্পাগ্নি, অল্পাহার ও অল্পচেষ্টাযুক্ত হইয়া জীবন যাপন করে ॥ ১৬ ॥

বায়ুদ্বারা ক্রমশঃ ঊর্দ্ধশ্বাস, কফরুদ্ধ-নাড়ি, কাস-শ্বাস জন্য কৃতচেষ্ট হয় এবং কণ্ঠ ঘুর ঘুর করে ॥১৭

এইরূপে কুটুম্বভরণে ব্যস্ত, অজিতেন্দ্রিয়, উরু-বেদনাযুক্ত পুরুষ নষ্টবুদ্ধি হইয়া আপনজনের ক্রন্দনমধ্যে প্রাণত্যাগ করে ॥ ১৮ ॥

ভূতেন্দ্রিয়-মনোময় লিঙ্গ ও স্থূল-শরীরের অনুগত হন জীব। এই স্থূল দেহের নিরোধকে মৃত্যু ও আবির্ভাবকে জন্ম বলে ॥ ১৯ ॥

অবিদ্যা কর্ম্মদ্বারা জীবের গতি বহুপ্রকার হয়, যে সকল গতিতে প্রবেশ করিয়া আত্মার গতি আত্মা জানিতে পারে না ॥ ২০ ॥

যাঁহার কর্ণে কখনই কৃষ্ণকথা প্রবেশ করে না, তিনি পুরুষরূপী পশু। তাঁহাকে কুক্কুর, বরাহ, উষ্ট্র ও গর্দভ পর্য্যন্ত পরিহাস করিয়া স্তব করে ॥ ২১ ॥

বিলে বতোরুক্রমবিক্রমান্ যে
ন শৃণ্বতঃ কর্ণপুটে নরস্য ।
জিহ্বাসতী দার্দুরিকেব সূত
ন চোপগায়ত্যুরুগায়গাথাঃ ।।২২।।
ভারঃ পরং পট্টকিরীটজুষ্ট-
মপ্যুত্তমাঙ্গং ন নমেন্মুকুন্দম্ ।
শাবৌ করৌ নো কুরুতঃ সপর্য্যাং
হরের্লসৎকাঞ্চনকঙ্কণৌ বা ।।২৩।।
বর্হায়িতে তে নয়নে নরাণাং
লিঙ্গানি বিষ্ণোর্ন নিরীক্ষতো যে ।
পাদৌ নৃণাং তৌ দ্রুমজন্মভাজৌ
ক্ষেত্রাণি নানুব্রজতো হরের্যৌ ।।২৪।।
জীবঞ্ছবো ভাগবতাঙ্ঘ্রিরেণুন্
ন জাতু মর্ত্যোঽভিলভেত যস্তু ।
শ্রীবিষ্ণুপদ্যা মনুজস্তুলস্যাঃ
শ্বসঞ্ছবো যস্তু ন বেদ গন্ধম্ ।।২৫।।
তদশ্মসারং হৃদয়ং বতেদং
যদ্গৃহ্যমাণৈর্হরিনামধেয়ৈঃ ।
ন বিক্রিয়েতাথ যদা বিকারো
নেত্রে জলং গাত্ররুহেষু হর্ষঃ ।।২৬।।

সূতঃ শৌনকাদীন্ [১।১৭।৩৮-৩৯] তে কলি-স্থানানি আশ্রয়ন্তি ।
অভ্যর্থিতস্তদা তস্মৈ স্থানানি কলয়ে দদৌ ।
দ্যূতং পানং স্ত্রিয়ঃ সূনা যত্রাধর্ম্মশ্চতুর্ব্বিধঃ ।।২৭।।
পুনশ্চ যাচমানায় জাতরূপমদাৎ প্রভুঃ ।
ততোঽনৃতং মদং কামং রজো বৈরঞ্চ পঞ্চমম্ ।।২৮

কৃষ্ণ উদ্ধবম্ [১১।২৫।৩২-৩৩]
এতাঃ সংসৃতয়ঃ পুংসো গুণকর্ম্মনিবন্ধনাঃ ।
যেনেমে নির্জিতাঃ সৌম্য গুণা জীবেন চিত্তজাঃ ।।
ভক্তিযোগেন মন্নিষ্ঠো মদ্ভাবায়োপপদ্যতে ।।২৯।।
তস্মাদ্দেহমিমং লব্ধ্বা জ্ঞানবিজ্ঞানসম্ভবম্ ।
গুণসঙ্গং বিনির্ধূয় মাং ভজন্তু বিচক্ষণাঃ ।।৩০।।

যে নরের কর্ণদ্বয় কৃষ্ণের উরুবিক্রম-কথা শ্রবণ করে না, সেই দুইটী কর্ণ বৃথা-ছিদ্রমাত্র। হে সূত! যে জিহ্বা উরুগায় কৃষ্ণের নামাদি গান করে না, সে জিহ্বা ভেকজিহ্বা মাত্র—সর্ব্বদা অসতী ।। ২২ ।।

যে মস্তক মুকুন্দপাদপদ্মে নমিত না হয়, তাহা অতি উত্তম কিরীটজুষ্ট হইলেও কেবল ভারমাত্র। অতি সুন্দর কঙ্কণশোভিত দুইটী হস্ত কৃষ্ণের সেবা না করিলে মৃত শরীরের করদ্বয় হইয়া পড়ে ।। ২৩ ।।

যে দুইটী নয়ন শ্রীকৃষ্ণমূর্ত্তি দেখিল না, সেই দুইটী চক্ষু ময়ূরপাখার বৃথা অঙ্কিত চক্ষুপ্রায়। শ্রীহরির ক্ষেত্র ভ্রমণ করিল না, এরূপ পদ দুইটী কেবল বৃক্ষজাত কাষ্ঠবিশেষপ্রায় ।। ২৪ ।।

সে ব্যক্তি জীবিত শব, যে বৈষ্ণবপদরেণু কখনই গ্রহণ করিল না। নিঃশ্বাসযুক্ত শব সেই ব্যক্তি, যে শ্রীবিষ্ণুপদে মত্ত তুলসী-গন্ধ আস্বাদন করিল না ।।২৫

সেই হৃদয় অপরাধযুক্ত কঠিন প্রস্তরস্বরূপ, যাহা হরিনাম-গ্রহণ-সময়ে নেত্রে জল ও পুলক কোন কারণে হইলেও দ্রবিত না হয়। কপট ব্যক্তির ও পিচ্ছিলস্বভাব ব্যক্তির সত্ত্বাভাসক্রমে পুলকাশ্রু হয়, তাহা বৃথা। যদি হরিনামগ্রহণে হৃদয় সরলতার সহিত আর্দ্র হইয়া চক্ষু-জল ও পুলক উৎপন্ন করে, তবেই মঙ্গল ।। ২৬ ।।

মায়াবদ্ধ জীব কলিস্থানেই থাকিতে চায়। কলির দ্বারা প্রার্থিত হইয়া রাজা পরীক্ষিত তাহাকে (১) দ্যূতক্রীড়া স্থান, (২) আসব-ধূম্রাদি পান, (৩) ইন্দ্রিয়-তোষী স্ত্রীলোক এবং (৪) পশুবধ স্থানরূপ চতুর্ব্বিধ অধর্ম্ম-স্থান দিলেন ।। ২৭ ।।

পুনরায় প্রার্থিত হইয়া স্বর্ণ এবং তদ্দ্বারা অনৃত (অসত্য), মদ, কাম, রজঃ ও বৈর এই পাঁচটী স্থানও দিলেন ।। ২৮ ।।

এই সমস্ত জীবের গুণ-কর্ম্ম-নিবন্ধন সংসৃতির বিষয়। ইহারা চিত্ত হইতে উৎপন্ন। যে জীব এই সকল জয় করেন তিনিই ধন্য। মন্নিষ্ঠ ব্যক্তি ভক্তি-যোগে মদ্ভাব পাইবার যোগ্য হন ।। ২৯ ।।

অতএব এই ক্ষণভঙ্গুর দেহ প্রাপ্ত হইয়া গুণসঙ্গ ধৌত করতঃ জ্ঞানবিজ্ঞান-সম্ভব শরীরদ্বারা গুরুকৃপা-প্রাপ্ত বিচক্ষণ পুরুষগণ আমাকে ভজন করুন ।।৩০।।

(ক্রমশঃ)

শ্রীতুলসী-মাহাত্ম্য

[১]

[পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রমোদ পুরী মহারাজ]

[আমাদের শ্রীচৈতন্যবাণী পত্রিকার সহৃদয় পাঠকগণের স্মরণ থাকিতে পারে, পূর্ব্বপ্রকাশিত 'ভাগীরথী গঙ্গা' প্রবন্ধ-প্রারম্ভেই আমরা আলোচনা করিয়াছিলাম—তদ্বস্তু শ্রীভগবান্ গোবিন্দের অর্চ্চনা করিয়াও তুলসী, গঙ্গা, মথুরা ও ভাগবত (ভক্তভাগবত ও গ্রন্থ ভাগবত)—এই তদীয় বস্তুচতুষ্টয়ের অর্চ্চনা না করিলে ভক্তবৎসল শ্রীগোবিন্দ সে পূজা কখনই গ্রহণ করেন না, সুতরাং তাদৃশ পূজকক্রুব ভক্ত বলিয়া স্বীকৃত হইবার পরিবর্ত্তে কেবল দাম্ভিক বলিয়াই বিচারিত হইয়া থাকেন। আমরা বর্ত্তমান প্রবন্ধে তদীয়-প্রবরা অনন্তমহিমান্বিতা শ্রীশ্রীতুলসী-দেবীর যৎকিঞ্চিৎ মহিমা নিজ ক্ষুদ্রসামর্থ্যানুসারে কীর্ত্তনদ্বারা আত্মসংশোধনের প্রয়াসী হইতেছি।]

শ্রীমন্মহাপ্রভু গৌরাঙ্গসুন্দর শ্রীধামনবদ্বীপ মায়াপুরে বাল্যলীলায় প্রতিদিন নিজ সহচর বালকগণসহ জাহ্নবীর জলে স্নান-সন্তরণাদি বিবিধ ক্রীড়া করতঃ গৃহে ফিরিয়া আসিয়া যথাবিধি শ্রীবিষ্ণুপূজা ও তদীয়-তুলসীতে জলদান, প্রদক্ষিণ ও প্রণামাদি দ্বারা পূজাদর্শ প্রদর্শন পূর্ব্বক ভোজনলীলার পর নির্জ্জনে বসিয়া গ্রন্থাদি আলোচনার আদর্শ প্রদর্শন করিতেন। যদ্যপি গঙ্গা অজভবাদি বন্দিতা, তথাপি দ্বাপরযুগে কৃষ্ণপ্রিয়া যমুনার, তজ্জলে সপরিকর কৃষ্ণচন্দ্রের বিহার-সৌভাগ্য দর্শনে তাঁহারও (গঙ্গাদেবীরও) মনে তাদৃশ সৌভাগ্য-প্রাপ্তির বাসনা জন্মিয়াছিল, তাই আজ কলিযুগারম্ভে বাঞ্ছাকল্পতরু শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার শ্রীরাধা-মাধবমিলিততনু শ্রীগৌরলীলায় শ্রীগঙ্গাদেবীর সেই বাঞ্ছা পূর্ণ করিলেন। প্রতিদিন শ্রীগৌরবিশ্বম্ভরের গঙ্গাস্নানান্তে শ্রীবিষ্ণুপূজার পর তুলসীতে জলদান ও তৎপরে ভোজনলীলা-সম্পাদনলীলার কোনপ্রকার ব্যতিক্রম হইত না। শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী প্রভু তাঁহার শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে শ্রীচৈতন্য-ভাগবত রচয়িতা শ্রীল বৃন্দাবনদাস ঠাকুরকে একাধিকবার 'শ্রীচৈতন্যলীলার ব্যাস' বলিয়া বর্ণন করিয়াছেন। আমরা উক্ত শ্রীচৈতন্যভাগবতের আদিলীলায় শ্রীমন্মহাপ্রভু যেভাবে তুলসীসেবার আদর্শ প্রদর্শন করিয়াছেন, তাহা বর্ণন করতঃ এক্ষণে শ্রীশ্রীলক্ষ্মীপ্রিয়া মাতার তুলসীসেবাদর্শ তাঁহারই লেখনী হইতে বর্ণন করিতেছি। আমাদের বঙ্গদেশের কোন কোন স্থানে মহিলা ভক্তদিগকে বলিতে শুনা যায়—সধবা স্ত্রীলোকের তুলসীবৃক্ষে জলদানাদি সেবা করিলে স্বামীর অকল্যাণ হয়। ইহা নিতান্ত কু-সংস্কারোত্থ ভ্রান্ত ধারণা। একাদশীব্রত পালন সম্বন্ধেও ঐরূপ নানাপ্রকার হাস্যাস্পদ ধারণার কথা শুনা যায়। শ্রীমন্মহাপ্রভু পিতা শ্রীজগন্নাথমিশ্রের প্রকট-লীলাকালেই একদা মাতা শ্রীশচীদেবীকে উপলক্ষ্য করিয়া সধবা স্ত্রীগণকে একাদশীতে অন্নভক্ষণ নিষেধ করিয়াছেন। শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী লিখিয়াছেন—

"একদিন মাতার পদে করিয়া প্রণাম।
প্রভু কহে, মাতা, মোরে দেহ এক দান॥
মাতা বলে,—তাই দিব, যা তুমি মাগিবে।
প্রভু কহে —একাদশীতে অন্ন না খাইবে॥
শচী কহে,—না খাইব, ভালই কহিলা।
সেই হৈতে একাদশী করিতে লাগিলা॥"

—চৈঃ চঃ আ ১৫।৮-১০

পরমারাধ্য শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ তাঁহার অনুভাষ্যে শ্রীল শ্রীজীব গোস্বামিপাদকৃত ভক্তিসন্দর্ভ ২৯৯ সংখ্যা-ধৃত স্কন্দ ও অগ্নিপুরাণের বাক্য উদ্ধার করতঃ দেখাইয়াছেন—একাদশীতে কর্ম্মজড় স্মার্ত্ত ও বৈষ্ণব উভয়ের পক্ষেই অন্নগ্রহণ নিষিদ্ধ। স্কন্দপুরাণে উক্ত হইয়াছে—"মাতৃহা পিতৃহা চৈব ভ্রাতৃহা গুরুহা তথা। একাদশ্যান্তু যো ভুঙ্ক্তে বিষ্ণুলোকাচ্চ্যুতো ভবেৎ॥ অত্র বৈষ্ণবানাং নিরাহারত্বং নাম মহাপ্রসাদান্ন পরি-ত্যাগ এব ; তেষামন্য ভোজনস্য নিত্যমেব নিষিদ্ধ-ত্বাৎ। আগ্নেয়ে—'একাদশ্যাং ন ভোক্তব্যং তদ্ব্রতং বৈষ্ণবং মহৎ।' তত্র তাবদস্যা অবৈষ্ণবেঽপি নিত্যত্বম্।"

[অর্থাৎ যে ব্যক্তি একাদশীতে অন্ন গ্রহণ করে, সে মাতৃঘাতী, পিতৃঘাতী, ভ্রাতৃঘাতী ও গুরুঘাতী

হইয়া থাকে এবং বিষ্ণুলোক হইতে চ্যুত হইয়া যায়। এস্থলে বৈষ্ণবগণের নিরাহারত্ব বলিতে মহাপ্রসাদান্ন পরিত্যাগকেই বুঝিতে হইবে, যেহেতু বৈষ্ণবগণের মহাপ্রসাদ ব্যতীত অন্য কিছু গ্রহণ ত' নিত্যই নিষিদ্ধ। অগ্নিপুরাণে উক্ত হইয়াছে—একাদশীতে ভোজন করিবে না, যেহেতু সেই ব্রত শ্রেষ্ঠ বৈষ্ণবব্রত। এই একাদশীব্রতের অবৈষ্ণবেও নিত্যত্ব রহিয়াছে।]

বৈষ্ণবগণ মহাপ্রসাদ ব্যতীত অন্য কোন দ্রব্য কোনদিন কোনসময়েই স্বীকার করেন না। কিন্তু একাদশী দিবসে মহাপ্রসাদত্যাগের নামই উপবাস।।"

অনেকের ধারণা 'শ্রীপুরীধামে শ্রীজগন্নাথের অন্নপ্রসাদ ভক্ষণ দোষাবহ নহে'. এই ধারণার বশবর্ত্তী হইয়া পুরীতে অনেক বিধবাও নিঃসঙ্কোচে অন্ন গ্রহণ করেন, ইহা সম্পূর্ণ শাস্ত্রবিরুদ্ধ বিচার।

যাহা হউক আমরা প্রসঙ্গক্রমে একাদশীব্রত সম্বন্ধে কএকটি কথা বলিয়া এক্ষণে শ্রীশ্রীলক্ষ্মীপ্রিয়া মাতার প্রসঙ্গ উত্থাপন করতঃ কহিতেছি যে, তাঁহার নিরবধি তুলসীসেবন, মাতা শ্রীশচীদেবীর সেবন, অতিথি সেবন, পতিদেবতার সেবন, বিষ্ণুপূজার উপকরণসজ্জা, দেবগৃহে স্বস্তিকাদির অঙ্কন ইত্যাদি যাবতীয় গৃহকর্ম্ম অম্লানবদনে অক্লান্তভাবে অনুরাগভরে সম্পাদনাদর্শ প্রত্যেক গৃহবধূর অনুসরণীয় হওয়া একান্ত আবশ্যক। গৃহকেই গৃহ বলে না, গৃহিণীই প্রকৃত গৃহ। যে গৃহে এই প্রকার সতীসাধ্বী বিরাজিত থাকিয়া শ্রীহরিগুরুবৈষ্ণবসেবা বিদ্যমান, সেই গৃহেই সাক্ষাৎ গোলোক অবতীর্ণ হন—'যেদিন গৃহে ভজন দেখি, গৃহেতে গোলোক ভায়।'

শ্রীল বৃন্দাবনদাস ঠাকুর তাঁহার শ্রীচৈতন্যভাগবতে (মধ্য ১ম অঃ ১৮৭-১৯০) বৈষ্ণবগৃহস্থগণকে, মহাপ্রভুর গৃহে অবস্থানলীলাকালে বৈষ্ণবসদাচারপালনাদর্শ দৃষ্টান্তদ্বারা শ্রীবিষ্ণু ও তদীয়ের অর্চ্চনাদি শিক্ষাপ্রদান-প্রসঙ্গে লিখিতেছেন—

"(গঙ্গা) স্নান করি আইলেন গৃহে বিশ্বম্ভর।
চলিলা পড়ুয়াবর্গ যথা যাঁর ঘর ।।
বস্ত্র পরিবর্ত্ত করি' ধুইলা চরণ।
তুলসীরে জল দিয়া করিলা সেচন ।।
যথাবিধি করি' প্রভু গোবিন্দ-পূজন।
আসিয়া বসিলা গৃহে করিতে ভোজন ।।
তুলসীর মঞ্জরী-সহিত দিব্য অন্ন।
মায়ে আনি' সম্মুখে করিলা উপসন্ন ।।
বিষ্বক্‌সেনেরে তবে করি' নিবেদন।
অনন্তব্রহ্মাণ্ড-নাথ করেন ভোজন ।।"

শ্রীমন্মহাপ্রভু গার্হস্থ্যাশ্রমাবস্থানলীলায় প্রতিদিন গঙ্গাস্নানান্তে গৃহে আসিয়া পাদপ্রক্ষালন, বস্ত্রপরিবর্ত্তন ও তুলসীবৃক্ষে জলদান, প্রদক্ষিণ ও প্রণামাদি দ্বারা 'তদীয়' তুলসীসেবাদর্শ প্রদর্শনপূর্ব্বক শ্রীবিষ্ণুগৃহে শ্রীবিষ্ণুপূজন-ভোগারাত্রিকাদি সেবা সম্পাদনান্তে ভোজনাগারে মাতৃপ্রদত্ত তুলসীমঞ্জরীসহিত দিব্য বিষ্ণুপ্রসাদান্ন বিষ্বক্‌সেনকে নিবেদন করতঃ ভোজনলীলাদর্শ প্রদর্শন করিয়াছেন।

পরমারাধ্য শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ উপরি উক্ত পয়ারসমূহের বিবৃতিতে লিখিয়াছেন—

"যথাবিধি লব্ধ-বৈষ্ণবদীক্ষ ব্যক্তি ভগবদ্‌বিষ্ণুনৈবেদ্য তুলসীমঞ্জরীর সহিত অর্পণ না করিলে ভগবান্ বিষ্ণু তাহা গ্রহণ করেন না। কেননা—তুলসী—নিত্য কৃষ্ণপ্রেয়সী, তাঁহার মঞ্জরী-পত্রও সুতরাং কেশবের অতিপ্রিয়। বার্ক্ষ্যার্চ্চাবতার তুলসীর মঞ্জরীর সহযোগেই অর্চ্চাবতার শ্রীগোবিন্দবিগ্রহের অর্চ্চন—বিধেয়। বার্ক্ষ্যার্চ্চার মঞ্জরীদ্বারা ভগবান্ বিষ্ণুবিগ্রহের অর্চ্চন-বিধি-ব্যবস্থা সকল সাত্বত বৈষ্ণবস্মৃতিশাস্ত্রেই বিহিত। শ্রীগৌরসুন্দর এক্ষণে তদীয়রূপা অর্চ্চাবিগ্রহ শ্রীতুলসীর অঙ্গে জলসেচনরূপ অর্চ্চনান্তে স্বীয় কুলদেবতা বা গৃহদেব শ্রীগোবিন্দ অর্থাৎ বিষ্ণুবিগ্রহের শুদ্ধ পূজা করিলেন। এই লীলাচরণ-দ্বারা প্রভু সেশ্বর পরমার্থী আদর্শ গৃহস্থের অবশ্য করণীয় নিত্য কৃত্যের মহান্ দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিলেন। প্রত্যেক গৃহস্থিত বৈষ্ণব এইরূপ আদর্শের অনুসরণ করিয়া ভগবান্ শ্রীবিষ্ণুবিগ্রহের অর্চ্চন করিবেন এবং নৈবেদ্যাবশেষ পরম শ্রদ্ধা ও দীনতার সহিত গ্রহণ করিবেন।" (চৈঃ ভাঃ ম ১।১৮৭-১৮৮ বিবৃতি)

অতঃপর শ্রীবিশ্বক্‌সেন বা বিষ্বক্‌সেন সম্বন্ধে প্রভুপাদ লিখিয়াছেন—

"শ্রীবিষ্বক্‌সেন শ্রীবিষ্ণুর নির্ম্মাল্যধারী পার্ষদ চতুর্ভুজ দেববিশেষ। শ্রীহরিভক্তিবিলাস ৮ম বিঃ ৮৪-৮৭ শ্লোকে—'বিষ্বক্‌সেনায় দাতব্যং নৈবেদ্যং তচ্ছ-

তাংশকম্' এবং (ভাগবত ১১।২৭।২৯ ও ৪৩—) 'দুর্গাং বিনায়কং ব্যাসং বিষ্বক্‌সেনং গুরূন্ সুরান্। স্বে স্বে স্থানে ত্বভিমুখান্ পূজয়েৎ প্রোক্ষণাদিভিঃ ॥' * * "দত্ত্বাচমনমুচ্ছেষং বিষ্বক্‌সেনায় কল্পয়েৎ" এবং এই শেষোক্ত শ্লোকার্দ্ধের শ্রীধরস্বামিপাদকৃত ভাবার্থ-দীপিকা টীকায়—'তত্র উভয়ত্র ভগবতো ভোজন-সমাপ্তিং ধ্যাত্বা আচমনং দত্ত্বা তচ্ছেষং বিষ্বক্‌সেনায় কল্পয়িত্বা তদনুজ্ঞয়া পশ্চাৎ স্বয়ং ভুঞ্জীত' অর্থাৎ ভগবন্নিবেদিত তদুচ্ছিষ্টপ্রসাদ বিষ্বক্‌সেনকে সমর্পণ করিয়া পশ্চাৎ সেই প্রসাদ সম্মানই বিধেয়, ইহাই শাস্ত্র-বিধি ॥" সুতরাং শ্রীমন্মহাপ্রভুর এই বৈষ্ণব-সদাচার পালনাদর্শ প্রত্যেক লব্ধদীক্ষ গৃহস্থবৈষ্ণবের সযত্নে অনুধাবনীয়।

স্বয়ং মহাবিষ্ণুর অবতার শ্রীমদ্ অদ্বৈতাচার্য্য-প্রভু কৃষ্ণভক্তিরহিত জগজ্জীবের দুর্দ্দশা দর্শনে অত্যন্ত কাতর হইয়া প্রত্যহ গঙ্গাজলে তুলসীমঞ্জরী অর্পণ করতঃ অত্যন্ত আর্ত্তিভরে চোখের জলে বুক ভাসাইয়া কাঁদিতে কাঁদিতে কৃষ্ণের আরাধনা করিতে লাগিলেন, তাঁহার বুকফাটা কাতর ক্রন্দনই—শ্রীভগবান্ ব্রজেন্দ্র-নন্দনের শ্রীশচীজগন্নাথমিশ্রপুত্র গৌরসুন্দররূপে আবি-র্ভাবের অন্যতম মুখ্য কারণ। তাই শ্রীল বৃন্দাবন দাস ঠাকুর লিখিয়াছেন—

"সেই নবদ্বীপে বৈসে বৈষ্ণবাগ্রগণ্য।
'অদ্বৈত আচার্য্য' নাম, সর্ব্বলোকে ধন্য ॥
* * *
তুলসীমঞ্জরী সহিত গঙ্গাজলে।
নিরবধি সেবে কৃষ্ণে মহা কুতূহলে ॥
হুঙ্কার করয়ে কৃষ্ণ-আবেশের তেজে।
যে ধ্বনি ব্রহ্মাণ্ড'ভেদি বৈকুণ্ঠেতে বাজে ॥
যে প্রেমের হুঙ্কার শুনিঞা কৃষ্ণ নাথ।
ভক্তিবশে আপনে যে হইলা সাক্ষাৎ ॥"
—চৈঃ ভাঃ আ ২।৭৮, ৮১-৮৩

পরমারাধ্য শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ তাঁহার 'গৌড়ীয়-ভাষ্যে' লিখিয়াছেন—

"তুলসীমঞ্জরী—তদীয়বস্তু এবং মহাভাগবত; গঙ্গার জল—কৃষ্ণচরণামৃত ও কৃষ্ণসেবোপযোগি উপ-করণ-বিশেষ। কৃষ্ণপূজার্থ নৈবেদ্যসমূহ কৃষ্ণপ্রিয়া তুলসীমঞ্জরীযোগে লোকপাবনী গাঙ্গতোয়সহ সমর্পিত হয়। শ্রীঅদ্বৈতপ্রভু তাৎকালিক দ্বাপরীয় অর্চ্চনের বিকৃতচেষ্টাকে শুদ্ধ হরিসেবায় পরিবর্ত্তিত করিবার উদ্দেশ্যে তাদৃশ উপকরণযোগে সর্ব্বক্ষণ কৃষ্ণপূজা আরম্ভ করিলেন। উদ্দেশ্য—শুদ্ধ মহাজনের আচরণ দর্শন করিয়া জীবগণ স্ব স্ব ইন্দ্রিয়পরায়ণতা পরিহার পূর্ব্বক ভগবৎসেবাপরায়ণ হইবেন।"

শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্যপ্রভুর প্রেমের হুঙ্কার শ্রবণ করিয়া প্রেমবশ্য প্রেমের ঠাকুর ভক্তবৎসল ভক্তবাঞ্ছাকল্প-তরু ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ আর স্থির থাকিতে পারিলেন না। তাঁহার প্রেমাকৃষ্ট হইয়া তাঁহার শুদ্ধসেবা গ্রহণেচ্ছায় শীঘ্র শীঘ্র তাঁহার এবং তদাশ্রিত জনগণের নিকট আবির্ভূত হইলেন। এজন্য তদীয়বস্তু গঙ্গাজল তুলসীমঞ্জরী সহ অকৃত্রিম শুদ্ধভক্তিযোগই শ্রীকৃষ্ণ-প্রাপ্তির মুখ্য উপকরণ। গৌতমীয় তন্ত্রে তাই বলা হইয়াছে—

'তুলসীদলমাত্রেণ জলস্য চুলুকেন চ।
বিক্রীণীতে স্বমাত্মানং ভক্তেভ্যো ভক্তবৎসলঃ ॥'

অর্থাৎ এক গণ্ডুষ জল আর একটিমাত্র তুলসী-পত্রদ্বারা যদি উর্জ্জিতা অর্থাৎ প্রবলা অনুরাগময়ী ভক্তিভরে ভগবানের পূজা করা যায়, তাহা হইলে ভক্তবৎসল ভগবান্ সেই প্রেমিক ভক্তের নিকট আত্ম পর্য্যন্ত বিক্রয় করিয়া থাকেন।

শ্রীচৈতন্যভাগবত মধ্য ৬ষ্ঠ অধ্যায়ে শ্রীবাসঅঙ্গনে শান্তিপুরনাথ শ্রীমদ্ অদ্বৈতাচার্য্য-সমীপে শ্রীমন্মহাপ্রভু মহৈশ্বর্য্য প্রকাশ করিয়া তাঁহার ষোড়শোপচারে মহা-পূজা স্বীকার করিয়াছিলেন। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শ্রীচরণ-পূজার আদেশ পাইয়া আচার্য্য 'চৈতন্যচরণ পূজে অশেষ বিশেষে'। প্রথমে সুবাসিত জলে শ্রীচরণ প্রক্ষালন করিয়া "চন্দনে ডুবাই' দিল তুলসীমঞ্জরী। অর্ঘ্যের সহিত দিলা চরণ উপরি ॥" প্রেমাশ্রু বিসর্জ্জন করিতে করিতে আচার্য্য মহাজয়-জয়ধ্বনি-মধ্যে ষোড়শোপচারে মহাপূজা বিধান করিলেন। সস্ত্রীক শ্রীআচার্য্যের সকল মনোবাঞ্ছা বাঞ্ছাকল্পতরু শ্রীভগবান্ গৌরহরি পূরণ করিলে শ্রীআচার্য্য কৃত-কৃতার্থ হইয়া এই শ্লোক পড়িয়া দণ্ডবৎ প্রণাম করি-লেন—

"নমো ব্রহ্মণ্যদেবায় গো-ব্রাহ্মণহিতায় চ।
জগদ্ধিতায় কৃষ্ণায় গোবিন্দায় নমো নমঃ ॥"
—চৈঃ ভাঃ ম ৬।১১২

অতঃপর আচার্য্য নেত্রজলে ভাসিতে ভাসিতে স্তব করিতে লাগিলেন।

শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীআচার্য্যের হৃদ্‌গত অভিপ্রায় জানিয়া তাঁহার শিরোদেশে স্বীয় শ্রীচরণ স্থাপন করিলেন—

"চরণ অর্পণ শিরে করিলা যখন।
জয় জয় মহাধ্বনি হইল তখন॥
সস্ত্রীকে অদ্বৈত হৈলা পূর্ণমনোরথ।
পাইয়া চরণ শিরে পূর্ব্ব অভিমত॥"

মহাপ্রভুর আদেশে শ্রীআচার্য্য অপূর্ব্ব ভাবাবেশে নৃত্য করিতে লাগিলেন—

'উঠিল কীর্ত্তনধ্বনি অতি মনোহর।
নাচেন অদ্বৈত গৌরচন্দ্রের গোচর॥'

মহাপ্রভু আপনগলার মালা অদ্বৈতকে দিয়া হাসিতে হাসিতে তাঁহাকে বর চাহিতে বলিলে অদ্বৈত ভাবাবেশে কহিতে লাগিলেন—প্রভো, আমি আর কি বর চাহিব, যাহা চাহিয়াছিলাম, তাহা ত' সকলই পাইলাম। যাঁহার জন্য আমার প্রাণ বড়ই কাঁদিয়াছিল আজ তাঁহাকে সাক্ষাৎ দর্শন করিয়া আমার সকল মনোহভীষ্ট পূর্ণ হইয়াছে। মহাপ্রভু বিশ্বম্ভর তখন মাথা ঢুলাইয়া কহিতে লাগিলেন—

"(আচার্য্য!) তোমার নিমিত্তে আমি হইলুঁ গোচর॥
ঘরে ঘরে করিমু কীর্ত্তন পরচার।
মোর বশে নাচে যেন সকল সংসার॥
ব্রহ্মা-ভব-নারদাদি যারে তপ করে।
হেন ভক্তি বিলাইমু বলিলুঁ তোমারে॥"

আজ শ্রীঅদ্বৈতের চোখের জলে বুক ভাসাইয়া অত্যন্ত ব্যাকুলভাবে ক্রন্দন করিতে করিতে গঙ্গাজল-তুলসীমঞ্জরী দ্বারা কৃষ্ণপূজার সাক্ষাৎ ফল ফলিল। তদীয় তুলসী-গঙ্গা ভক্তভাগবতানুগত্যে আর্ত্তিসহকারে ভগবদ্ভজন কখনই নিষ্ফল হয় না।

শ্রীআচার্য্য মহাপ্রভুর নিকট বর প্রার্থনা করিলেন—

"(অদ্বৈত বলয়ে—) যদি ভক্তি বিলাইবা।
স্ত্রী-শূদ্র-আদি যত মূর্খেরে সে দিবা॥
বিদ্যা-ধন-কুল-আদি তপস্যার মদে।
তোর ভক্ত, তোর ভক্তি—যে যে জন বাধে॥
সে পাপিষ্ঠ-সব দেখি' মরুক পুড়িয়া।
আচণ্ডাল নাচুক তোর নাম গুণ গাইয়া॥"

মহাপ্রভু আচার্য্যের বাক্য অঙ্গীকার করিলেন। বস্তুতঃ আচার্য্য নানা মদোন্মত্ত ব্যক্তিগণের প্রেমধন বঞ্চিত হইবার ভাগ্যহীনতা স্মরণ করিয়াই ক্রোধ-চ্ছলে ঐরূপ খেদোক্তি প্রকাশ করিলেন। শ্রীমন্মহাপ্রভুর এই মহাবদান্য অবতারে অত্যন্ত অহঙ্কারোন্মত্ত ব্যক্তিরও কঠিনহৃদয় বিগলিত হইতে দেখা গিয়াছে।

উক্ত শ্রীচৈতন্যভাগবত মধ্য ৯ম অধ্যায়ে শ্রীমন্ মহাপ্রভুর শ্রীবাসঅঙ্গনে বিষ্ণুখট্টোপরি উপবেশনপূর্ব্বক 'সাতপ্রহরিয়া' মহাপ্রকাশলীলায় যে মহাভিষেক, তুলসীচন্দনপুষ্পধূপদীপনৈবেদ্যাদি দ্বারা মহাপ্রভুর মহাপূজার কথা বর্ণিত হইয়াছে, তাহা অতীব অপূর্ব্ব। মহাপ্রভু স্বয়ং শ্রীমুখে তাঁহার ভক্তগণের গুণগাথা কীর্ত্তন করিতে করিতে তাঁহাদিগের প্রতি যে কৃপা বিতরণ করিয়াছেন, তাহা শ্রবণ করিলে অত্যন্ত কঠিন চিত্তও ভক্তিরসে দ্রবীভূত হইয়া যায়।

আমরা শ্রীতুলসীমহিমা কীর্ত্তন-প্রসঙ্গে শ্রীমন্মহাপ্রভুর লীলা-বিলাসও মধ্যে মধ্যে বর্ণন করিবার লোভ সম্বরণ করিতে পারি নাই। শ্রীতুলসীমঞ্জরীসহ অন্নব্যঞ্জনাদি নৈবেদ্য শ্রীভগবানের অত্যন্ত প্রিয়। "ছাপ্পান্ন ভোগ আর ছত্রিশ ব্যঞ্জন—বিনা তুলসী প্রভু এক নাহি মানি"। শ্রীঅদ্বৈতভবনে শ্রীশচীমাতা সপার্ষদ শ্রীমন্মহাপ্রভুর সুখের নিমিত্ত বিংশতি প্রকার শাক, প্রত্যেক দ্রব্যের দ্বারা দশবিশ প্রকার ব্যঞ্জন, সূক্ষ্ম তণ্ডুলের অন্ন, পরমান্নাদি রন্ধন করিয়া তুলসী-মঞ্জরী সহিত বিষ্ণুকে ভোগ দিলে মহাপ্রভু ঐ নৈবেদ্যকে দণ্ডবৎপ্রণতি করিয়া কহিতে লাগিলেন—'এই ভোজ্য গ্রহণ করা দূরে থাকুক, যিনি ইহা দর্শন করিবেন, তাঁহারও সংসারে ভোগপ্রবৃত্তি রূপ বন্ধন হইতে বিমুক্তি ঘটিবে। এই অন্নের অপ্রাকৃত সুগন্ধ যাঁহারই নাসায় প্রবিষ্ট হইবে, তিনিও কৃষ্ণসেবায় উন্মুখ হইবেন। বুঝিলাম কৃষ্ণ সপরিবারে এই অন্ন গ্রহণ করিয়াছেন।' ইহা বলিয়া মহাপ্রভু ঐ অন্ন প্রদক্ষিণ করিয়া ভোজনে বসিলেন। তাঁহার আজ্ঞায় তাঁহার পার্ষদগণও চতুর্দ্দিকে বসিয়া গেলেন, বিভিন্ন প্রকার শাক ব্যঞ্জনেরই বা কত প্রশংসা করিতে লাগিলেন। শ্রীঅদ্বৈতগৃহে সপার্ষদ মহাপ্রভুর শ্রীশচী-মাতার পাচিত অন্নব্যঞ্জনাদি ভোজনলীলা চৈঃ ভাঃ অন্ত্য ৪র্থ অধ্যায়ে দ্রষ্টব্য।

শ্রীগৌরপার্ষদ ও গৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্যগণের সংক্ষিপ্ত চরিতামৃত

[ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ]

(৫১)

শ্রীমুরারি গুপ্ত

মুরারিগুপ্তো হনুমানঙ্গদঃ শ্রীপুরন্দরঃ।
যঃ শ্রীসুগ্রীবনামাসীদ্গোবিন্দানন্দ এব সঃ ॥
—(গৌঃ গঃ ৯১)

শ্রীরামলীলায় যিনি হনুমান, তিনি গৌরলীলায় মুরারিগুপ্তরূপে প্রকটিত হইয়াছেন। মুরারিগুপ্তের হৃদয়ে ভগবান্ মুরারি (শ্রীচৈতন্যদেব) গুপ্তভাবে সর্ব্বদা বাস করেন, এজন্য তিনি 'মুরারিগুপ্ত' নামে অভিহিত হইয়াছেন। 'মুরারি বৈসয়ে গুপ্তে ইঁহার হৃদয়ে। এতেকে মুরারিগুপ্ত নাম যোগ্য হয়ে ॥' —চৈঃ ভাঃ ম ১০।৩১। ইনি শ্রীহট্টে বৈদ্যবংশে আবির্ভূত হইয়াছিলেন। 'ভবরোগবৈদ্য মুরারি নাম যাঁর। 'শ্রীহট্টে' এ-সব বৈষ্ণবের অবতার ॥' —চৈঃ ভাঃ আ ২।৩৫। ইঁহার পিতা-মাতার নাম অপরিজ্ঞাত। ইনি মহাপ্রভু অপেক্ষা বয়সে বড় ছিলেন। ইনি শ্রীহট্ট হইতে নবদ্বীপে আসিয়া মহাপ্রভুর গৃহের নিকটে বাস করতঃ মহাপ্রভুর বাল্যলীলার সঙ্গী হইয়াছিলেন। মহাপ্রভুর পূর্ব্বে তাঁহার নিত্যসিদ্ধ পার্ষদগণের আবির্ভাবের যে বর্ণনা চৈতন্যভাগবতে আছে, তাহাতে মুরারিগুপ্তের নাম উল্লিখিত হইয়াছে। 'নিগূঢ়ে অনেক আর বৈসে নদীয়ায়। পূর্ব্বে সবে জন্মিলেন ঈশ্বর আজ্ঞায় ॥ শ্রীচন্দ্রশেখর, জগদীশ, গোপীনাথ। শ্রীমান্, মুরারি, শ্রীগরুড়, গঙ্গাদাস ॥' —চৈঃ ভাঃ আ ২।৯৮-৯৯। ইনি মহাপ্রভুর সহাধ্যায়ীরূপে গঙ্গাদাস পণ্ডিতের টোলে অধ্যয়ন করিতেন। মহাপ্রভু বিদ্যাবিলাসলীলায় মুরারিগুপ্তের সহিত বিচার ও রহস্য করিতেন, কিন্তু অন্তরে মুরারি গুপ্তের ব্যাখ্যা শুনিয়া সন্তুষ্ট হইতেন। মুরারিগুপ্তও মহাপ্রভুর অদ্ভুত পাণ্ডিত্যে বিস্মিত ও হস্তস্পর্শে আনন্দসাগরে নিমজ্জিত হইয়া ভাবিতেন 'ইনি কখনও প্রাকৃত মনুষ্য নহেন'। 'প্রভুর প্রভাবে গুপ্ত পরম-পণ্ডিত। মুরারির ব্যাখ্যা শুনি হন হরষিত ॥ সন্তোষে দিলেন তাঁর অঙ্গে পদ্মহস্ত। মুরারির দেহ হৈল আনন্দ সমস্ত ॥ চিন্তয়ে মুরারিগুপ্ত আপন-হৃদয়ে। প্রাকৃত মনুষ্য কভু এ পুরুষ নহে ॥ এমন পাণ্ডিত্য কিবা মনুষ্যের হয়? হস্তস্পর্শে দেহ হৈল পরানন্দ-ময় ॥' —চৈঃ ভাঃ আ ১০।৩০-৩৩। বৈষ্ণবের ভূষণ দৈন্য। মুরারিগুপ্তের দৈন্য দর্শনে মহাপ্রভুর হৃদয় দ্রবীভূত হইত। 'শ্রীমুরারিগুপ্তশাখা—প্রেমের ভাণ্ডার। প্রভুর হৃদয় দ্রবে শুনি দৈন্য যাঁর ॥' চৈঃ চঃ আ ১০।৪৯। শ্রীল মুরারিগুপ্ত মহাপ্রভুর বাল্য-লীলা সাক্ষাৎভাবে দর্শন করিয়া 'শ্রীচৈতন্যচরিত' গ্রন্থ লিখিয়াছেন।

গয়া হইতে মহাপ্রভুর প্রত্যাবর্ত্তনের পর শুক্লাম্বর-গৃহে মহাপ্রভুর সহিত মুরারিগুপ্তের মিলন হয়। মহাপ্রভুর প্রেমবিকারের কথা শ্রীমান্ পণ্ডিতের নিকট মুরারিগুপ্ত জানিতে পারেন। মুরারিগুপ্তের প্রতি প্রসন্ন হইয়া তাঁহার গৃহে শ্রীমন্মহাপ্রভু একদিন তাঁহাকে বরাহমূর্ত্তি প্রদর্শন করতঃ গর্জ্জন করিতে করিতে পৃথিবীর ন্যায় মুরারির জলপাত্রকে দন্তে উত্তোলন করিয়াছিলেন। মুরারি বরাহ ভগবানের দর্শনে কৃতার্থ হইয়া স্তব করিতে লাগিলেন। চৈতন্যভাগবতে মধ্যখণ্ডে তৃতীয় অধ্যায়ে বৃন্দাবনদাস ঠাকুর ইহা সুন্দরভাবে লিখিয়াছেন। 'বরাহ-আবেশ হৈলা মুরারি-ভবনে। তাঁর স্কন্ধে চড়ি' প্রভু নাচিলা অঙ্গনে ॥' চৈঃ চঃ ১৭।১৯। ভগবান্ রামচন্দ্র যেরূপ হনুমানের প্রতি প্রীতিবিশিষ্ট, তদ্রূপ গৌরহরির মুরারি গুপ্তের প্রতি প্রীতি। 'অন্তরে মুরারিগুপ্ত-প্রতি বড় প্রেম। হনুমান-প্রতি প্রভু রামচন্দ্র যেন ॥' —চৈঃ ভাঃ ম ৩।১৯। শ্রীবাসঅঙ্গনে 'সাতপ্রহরিয়া' মহা-প্রকাশলীলাকালে মহাপ্রভু মুরারিকে রামরূপে দেখা দিয়া কৃতার্থ করিয়াছিলেন। মুরারিগুপ্ত নিজ ইষ্ট-দেবকে দর্শন করিয়া মূর্চ্ছিত হইলেন। পরে মুরারির স্তব শুনিয়া মহাপ্রভু তাঁহাকে তাঁহার অভিপ্রেত বর দিলেন।

"মুরারিরে আজ্ঞা হৈল—মোর রূপ দেখ।
মুরারি দেখয়ে রঘুনাথ পরতেক ॥

দূর্ব্বাদলশ্যাম দেখে সেই বিশ্বম্ভর।
বীরাসনে বসিয়াছে মহাধনুর্দ্ধর ॥
জানকী-লক্ষ্মণ দেখে বামেতে দক্ষিণে।
চৌদিকে করয়ে স্তুতি বানরেন্দ্রগণে ॥
আপন প্রকৃতি বাসে যে হেন বানর।
সকৃৎ দেখিা মূর্চ্ছা পাইল বৈদ্যবর ॥
মূর্চ্ছিত হইয়া ভূমে মুরারি পড়িলা।
চৈতন্যের ফাঁদে গুপ্ত মুরারি রহিলা ॥"
—চৈঃ ভাঃ মধ্য ১০।৭-১১

শ্রীমন্মহাপ্রভু মুরারিগুপ্তের নিকট শ্রীরামের স্তব-পাঠ শুনিয়া তাঁহার কপালে 'রামদাস' নাম লিখিয়া দিয়াছিলেন। 'মুরারিগুপ্তমুখে শুনি' রাম-গুণগ্রাম। ললাটে লিখিল তাঁর রামদাস নাম ॥' --চৈঃ চঃ আ ১৭।৬৯

মহাপ্রভু শ্রীবাসমন্দিরেও একদিন শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্মধারী চতুর্ভুজ মূর্ত্তি প্রকট করতঃ 'গরুড়', 'গরুড়' বলিয়া ডাকিতে থাকিলে মুরারিগুপ্ত হুঙ্কার করিতে করিতে সেখানে যাইয়া খগেশ্বররূপে প্রকটিত হইলে মহাপ্রভু তাঁহার স্কন্ধে আরোহণ করিলেন। এই লীলা চৈতন্যভাগবতে মধ্য ২০ অধ্যায়ে এবং ভক্তিরত্নাকরে দ্বাদশ-তরঙ্গে বর্ণিত আছে।

শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীবাসগৃহে মুরারিগুপ্তের দ্বারা নিজ-তত্ত্ব, নিত্যানন্দতত্ত্ব ও ব্যবহার বিষয়ে শিক্ষা প্রদান করিয়াছিলেন। মুরারিগুপ্ত শ্রীবাসগৃহে আসিয়া প্রথমে মহাপ্রভু ও পরে নিত্যানন্দ প্রভুকে প্রণাম করিলে মহাপ্রভু বলিলেন,—'ইহা ঠিক হয় নাই।' মুরারিগুপ্ত ইহার তাৎপর্য্য বুঝিতে পারিলেন না। গৃহে ফিরিয়া রাত্রিতে স্বপ্নে দেখিলেন, নিত্যানন্দপ্রভু সাক্ষাৎ হলধর এবং মহাপ্রভু বিশ্বম্ভররূপে ব্যজন করিতেছেন। মুরারিগুপ্ত স্বপ্নে তত্ত্ব জ্ঞাত হইয়া পরদিন আসিয়া প্রথমে নিত্যানন্দপ্রভুকে পরে গৌরসুন্দরকে প্রণাম করিলেন। 'শ্রীমুরারি বলরামের উপাসক। সুতরাং শ্রীগুরুপূজা ও জগদ্গুরুপূজা না করিয়া ভগবৎপূজা করিলে ক্রমের ব্যাঘাত হয়।' —গৌড়ীয়-ভাষ্য।

'বসি' আছে মহাপ্রভু কমললোচন।
দক্ষিণে সে নিত্যানন্দ প্রসন্ন বদন ॥
আগে নিত্যানন্দের চরণে নমস্করি।
পাছে বন্দে বিশ্বম্ভর-চরণ মুরারি ॥'
—চৈঃ ভাঃ ম ২০।২২-২৩

মহাপ্রভু মুরারিকে স্নেহাবিষ্ট হইয়া চর্ব্বিত তাম্বুল প্রদান করিলে মুরারি মহানন্দে উহা ভক্ষণ করিলেন। মহাপ্রভু মুরারিকে হস্ত প্রক্ষালন করিতে বলিলে মুরারি হস্তটী মাথায় রাখিলেন। এখানে মহাপ্রভু স্মার্ত্তবিচারের ভ্রান্তি প্রদর্শন ও প্রকাশানন্দের মায়াবাদ বিচার খণ্ডন করতঃ এইরূপ বলিলেন ঃ—

"প্রভু বলে—আরে বেটা জাতি গেল তোর।
তোর অঙ্গে উচ্ছিষ্ট লাগিল সব মোর ॥
বলিতে প্রভুর হইল ঈশ্বর-আবেশ।
দন্ত কড়মড় করি' বলয়ে বিশেষ ॥
সন্ন্যাসী প্রকাশানন্দ বসয়ে কাশীতে।
মোরে খণ্ড খণ্ড বেটা করে ভালমতে ॥
পড়ায় বেদান্ত, মোর বিগ্রহ না মানে।
কুষ্ঠ করাইলুঁ অঙ্গে তবু নাহি জানে ॥
অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড মোর যে অঙ্গেতে বৈসে।
তাহা মিথ্যা বলে বেটা কেমন সাহসে ?
সত্য কহোঁ মুরারি আমার তুমি দাস।
যে না মানে মোর অঙ্গ, সেই যায় নাশ ॥"
—চৈঃ ভাঃ ম ২০।৩১-৩৬

ভক্তের দ্রব্য যে ভাবেই প্রদত্ত হউক না কেন, ভগবান্ অত্যন্ত প্রীতিসহকারে উহা গ্রহণ করেন। মুরারিগুপ্ত গৃহে ফিরিয়া আসিয়া ভার্য্যার নিকট ভোজনের অভিপ্রায় জানাইলেন। তাঁহার ভক্তিমতী স্ত্রী ঘৃতান্নাদি রন্ধন করিয়া দিলে তিনি প্রেমভাবে বিভাবিত হইয়া পাত্র হইতে গ্রাস গ্রাস অন্ন শ্রীকৃষ্ণের উদ্দেশ্যে ভূমিতে নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। আশ্চর্য্যের বিষয় মহাপ্রভু তথায় সাক্ষাদ্ভাবে প্রকট না থাকিলেও সবই গ্রহণ করিলেন। পরদিন মহাপ্রভু প্রত্যুষে আসিয়া মুরারিকে বলিলেন —'তোর নিকট চিকিৎসার জন্য আসিয়াছি। তুই 'খাও' 'খাও' বলিয়া আমাকে অনেক অন্ন খাইয়েছিস। আমার পেটে অজীর্ণ হইয়াছে। তোর জলই এই অজীর্ণের ঔষধ।' মহাপ্রভু মুরারির জলপাত্রের জল ঢক ঢক করিয়া পান করিলেন। তাহা দেখিয়া মুরারিগুপ্ত মূর্চ্ছিত

হইয়া পড়িলেন এবং ভক্তগণ মহাপ্রেমে কাঁদিতে লাগিলেন।

"জল-পানে অজীর্ণ করিতে নারে বল।
তোর অন্নে অজীর্ণ, ঔষধ—তোর জল ॥
এত বলি ধরি মুরারির জলপাত্র।
জল পিয়ে প্রভু ভক্তিরসে পূর্ণমাত্র ॥
কৃপা দেখি মুরারি হইলা অচেতন।
মহা-প্রেমে গুপ্তগোষ্ঠী করয়ে ক্রন্দন ॥"

—চৈঃ ভাঃ ম ২০।৬৯-৭১

'চিকিৎসা করেন যারে হইয়া সদয়।
দেহরোগ, ভবরোগ—দুই তার ক্ষয় ॥'

—চৈঃ চঃ আ ১০।৫১

ভগবানের অবতারসমূহের লীলা চিন্তা করিয়া মুরারিগুপ্ত বিচার করিলেন ভগবদবতারগণ লীলা প্রকট করিয়া পুনরায় সঙ্গোপন করেন, রাবণের বংশ নাশ করিয়া সীতা উদ্ধার করেন, পুনরায় তাঁহাকে পরিত্যাগ করেন, প্রাণপ্রিয় যদুকুল ধ্বংসের ব্যবস্থা করেন, সুতরাং মহাপ্রভুও কখন লীলা সঙ্গোপন করিবেন ঠিক নাই, তৎপূর্ব্বেই তাঁহার প্রকটকালেই নিজশরীর নাশ করা সমীচীন। এইরূপ ভাবিয়া তিনি একটি শাণিত অস্ত্র সংগ্রহ করিয়া রাখিলেন। অন্তর্য্যামী শ্রীগৌরসুন্দর উহা জানিতে পারিয়া সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার নিকট আসিয়া উক্ত কাটারিখানি চাহিয়া লইলেন।

উপরি উক্ত লীলা দুইটী শ্রীনরহরি সরকার ঠাকুর রচিত 'ভক্তিরত্নাকর' গ্রন্থেও (দ্বাদশ তরঙ্গে) উল্লিখিত হইয়াছে।

ইনি প্রত্যব্দ গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণের সহিত পুরুষোত্তমধামে যাইতেন। ইনি সপত্নীক পুরীতে যাইয়া মহাপ্রভুকে বিবিধপ্রকার ভোজ্য দ্রব্য ভোজন করাইতেন। শ্রীজগন্নাথদেবের রথযাত্রাকালে সাতসম্প্রদায়ের অন্তর্গত তৃতীয় সম্প্রদায়ে যেখানে মূলগায়ক শ্রীমুকুন্দ, নর্ত্তক শ্রীহরিদাস ঠাকুর, সেখানে ইনি দোহাররূপে কীর্ত্তনীয়া ছিলেন।

শ্রীমন্মহাপ্রভু মুরারিগুপ্তের দ্বারা ইষ্টনিষ্ঠা শিক্ষা দিয়াছেন। আরাধ্যদেবে নিষ্ঠা ব্যতীত প্রেম বর্দ্ধিত হয় না। হনুমানের অবতার মুরারিগুপ্ত শ্রীমন্মহাপ্রভুকে রামরূপে দেখিতেন। শ্রীমন্মহাপ্রভু তাঁহার ইষ্টনিষ্ঠা পরীক্ষার জন্য তাঁহাকে কৃষ্ণভজনের উপদেশ দিয়া কহিলেন,—সর্ব্বাশ্রয় সর্ব্বাংশী স্বয়ংভগবান্ অখিলরসামৃতমূর্ত্তি ব্রজেন্দ্রনন্দন শ্রীকৃষ্ণের ভজনে যে আনন্দ, ভগবানের অন্য স্বরূপের আরাধনায় সে আনন্দ নাই। শ্রীমুরারিগুপ্ত শ্রীমন্মহাপ্রভুকে কৃষ্ণভজন করিবেন বলিয়া বাক্য দিলেও গৃহে ফিরিয়া রঘুনাথের পাদপদ্ম ত্যাগ করিতে হইবে ভাবিয়া অস্থির হইয়া পড়িলেন, সমস্ত রাত্রি জাগরণ করিয়া পরদিন প্রাতে মহাপ্রভুর পাদপদ্মে ক্রন্দন করিতে করিতে নিবেদন করিলেন—

'রঘুনাথের পায় মুঞি বেচিয়াছোঁ মাথা।
কাড়িতে না পারি মাথা, মনে পাই ব্যথা ॥
শ্রীরঘুনাথ-চরণ ছাড়ান না যায়।
তব আজ্ঞা-ভঙ্গ হয়, কি করি উপায় ॥
তাতে মোরে এই কৃপা কর, দয়াময়।
তোমার আগে মৃত্যু হউক, যাউক সংশয় ॥'

—চৈঃ চঃ ম ১৫।১৪৯-১৫১

'শ্রীনাথে জানকীনাথে চাভেদে পরমাত্মনি।
তথাপি মম সর্ব্বস্বঃ রামঃ কমললোচনঃ ॥'

শ্রীমন্মহাপ্রভু মুরারিগুপ্তের ইষ্টনিষ্ঠাযুক্ত বাক্য শুনিয়া পরম সন্তোষ লাভ করিয়া বলিলেন—'সাক্ষাৎ হনুমান তুমি শ্রীরাম-কিঙ্কর। তুমি কেনে ছাড়িবে তাঁর চরণ-কমল ॥' জীবগোস্বামীর পিতা শ্রীঅনুপমের যে প্রকার রামনিষ্ঠা, মুরারিগুপ্তেরও তদ্রূপ নিষ্ঠা, ইহা শ্রীমন্মহাপ্রভুর উক্তি হইতে জানা যায়।

গোসাঞি কহেন,—"এইমত মুরারিগুপ্ত।
পূর্ব্বে আমি পরীক্ষিলুঁ তার এই রীত ॥
সেই ভক্ত ধন্য, যে না ছাড়ে প্রভুর চরণ।
সেই প্রভু ধন্য, যে না ছাড়ে নিজজন ॥"

(চৈঃ চঃ অ ৪।৪৫-৪৬)

শ্রীকৃষ্ণের শারদীয়-রাসযাত্রা পূর্ণিমা তিথিতে শ্রীমুরারিগুপ্ত তিরোধান-লীলা করিয়াছিলেন।
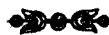
উত্তরভারতে শ্রীচৈতন্যবাণীর বিপুল প্রচার

[পূর্ব্বপ্রকাশিত ১১শ সংখ্যা ২৪০ পৃষ্ঠার পর]

নিউদিল্লী ঃ—নিউদিল্লী-পাহাড়গঞ্জস্থিত শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠাশ্রিত ভক্তবৃন্দের এবং তত্রস্থ শ্রীআগর-ওয়াল পঞ্চায়তী ধর্ম্মশালার সদস্যগণের উদ্যোগে আয়োজিত শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় সংকীর্ত্তনমণ্ডলের পঞ্চ-দশ বার্ষিক ধর্ম্মসম্মেলন গত ১১ অগ্রহায়ণ, ২৭ নভেম্বর রবিবার হইতে ১৬ অগ্রহায়ণ, ২ ডিসেম্বর শুক্রবার পর্য্যন্ত সুসম্পন্ন হইয়াছে।

উক্ত ধর্ম্মসম্মেলনে যোগদানে আহূত হইয়া শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠাচার্য্য সদলবলে গোকুল মহাবন মঠ হইতে ২৭ নভেম্বর প্রাতে যাত্রার জন্য প্রস্তুত থাকিলেও যথাসময়ে রিজার্ভ বাস না আসায় মথুরা হইতে নির্দ্দিষ্ট ট্রেন ধরিতে না পারায় যাত্রাকালে বিভ্রাট উপস্থিত হয়। শ্রীল আচার্য্যদেব, ত্রিদণ্ডিযতি-বৃন্দ, ব্রহ্মচারিগণ ও ভক্তগণ তিনটী দলে বিভক্ত হইয়া বাসযোগে, ট্রেনযোগে বিভিন্নভাবে বিভিন্ন সময়ে নিউদিল্লী পাহাড়গঞ্জ হরিমন্দির রোডস্থ শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠে আসিয়া উপনীত হইলেন। পূর্ব্ব ব্যবস্থানুযায়ী স্থানীয় ভক্তগণ নির্দ্দিষ্ট ট্রেনের সময়ে নিউদিল্লী রেলষ্টেশনে সম্বর্দ্ধনার জন্য উপস্থিত হইয়া-ছিলেন। ষ্টেশনে কাহাকেও দেখিতে না পাইয়া তাঁহারা হতাশ হইয়া মঠে আসিলে কিয়ৎকাল পরে শ্রীল আচার্য্যদেবের শুভাগমনে তাঁহারা আশ্বস্ত হইলেন। ভক্তগণ শ্রদ্ধার্ঘ্য নিবেদন করিলেন।

পাহাড়গঞ্জ ঘিমণ্ডীস্থ শ্রীলক্ষ্মীনারায়ণ মন্দিরের দ্বিতলে সৎসঙ্গভবনে প্রত্যহ রাত্রিতে এবং হরিমন্দির রোডস্থ শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠে প্রত্যহ প্রাতে ধর্ম্ম-সম্মেলনের অধিবেশন হয়। রাত্রির ধর্ম্মসভায় ভাষণ প্রদান করেন শ্রীমঠের আচার্য্য শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ এবং শ্রীমঠের যুগ্ম-সম্পাদক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিহৃদয় মঙ্গল মহারাজ। প্রাতঃকালীন সভায় বিভিন্ন দিনে হরিকথা বলেন শ্রীল আচার্য্যদেব, ত্রিদণ্ডি-স্বামী শ্রীমদ্ভক্তিহৃদয় মঙ্গল মহারাজ এবং ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসর্ব্বস্ব নিষ্কিঞ্চন মহারাজ। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিললিত গিরি মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিসৌরভ আচার্য্য মহারাজ, শ্রীসচ্চিদানন্দ ব্রহ্ম-চারী, শ্রীরাম ব্রহ্মচারী, শ্রীঅনন্তরাম ব্রহ্মচারী সভার আদি ও অন্তে সুললিত ভজনকীর্ত্তনের দ্বারা শ্রোতৃ-বৃন্দের আনন্দ বর্দ্ধন করেন। এতদ্ব্যতীত প্রচার-পার্টীর সহিত আসিয়াছিলেন শ্রীতীর্থপদ ব্রহ্মচারী, শ্রীশচীনন্দন ব্রহ্মচারী, শ্রীসুধীরকৃষ্ণ দাস, শ্রীবিশ্বনাথ দাস ও শ্রীপ্রদীপ কর। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসুহৃদ্ দামোদর মহারাজ বৃন্দাবনধামাদি দর্শনের পর ১লা ডিসেম্বর নিউদিল্লী মঠে আসিয়া পৌঁছেন।

২৯ নভেম্বর মঙ্গলবার অপরাহ্ণ ৪ ঘটিকায় শ্রীলক্ষ্মীনারায়ণ মন্দির হইতে বিরাট সংকীর্ত্তন শোভা-যাত্রা বাহির হইয়া নিউদিল্লী পাহাড়গঞ্জ অঞ্চলের মুখ্য মুখ্য রাস্তা পরিভ্রমণান্তে সন্ধ্যার সময় উক্ত মন্দিরে ফিরিয়া আসে। স্থানীয় পুলীশ বিশেষভাবে সহায়তা করায় ভীড়ের মধ্যে শোভাযাত্রা পরিচালনে কোনও অসুবিধা হয় নাই। নগরসংকীর্ত্তনে মূল কীর্ত্তনীয়া ছিলেন শ্রীমদ্ভক্তিললিত গিরি মহারাজ, শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ, শ্রীমদ্ভক্তিহৃদয় মঙ্গল মহারাজ, শ্রীসচ্চিদানন্দ ব্রহ্মচারী ও শ্রীঅনন্তরাম ব্রহ্মচারী। ত্রিদণ্ডিযতিবৃন্দের অনুগমনে ভক্তগণ পরমোল্লাসে সমস্ত রাস্তা নৃত্যকীর্ত্তন করেন।

ভবব্যাধির চিকিৎসক সাধুগণ ভবব্যাধির মহৌ-ষধরূপে যেমন হরিনাম সংকীর্ত্তনের ব্যবস্থা দেন, তদ্রূপ পথ্যরূপে মহাপ্রসাদও প্রদান করেন। জীব-দুঃখকাতর সাধুগণ জীবের আত্যন্তিক কল্যাণ বিধানের জন্য বহুপ্রকার ক্লেশ ও ঝঞ্ঝাট স্বীকার করিয়া থাকেন।

১৫ অগ্রহায়ণ, ১ ডিসেম্বর শ্রীলক্ষ্মীনারায়ণ মন্দিরে যে মহোৎসবের আয়োজন হইয়াছিল তাহাতে সহস্রাধিক নরনারী বিচিত্র মহাপ্রসাদ সেবা করেন।

নিউদিল্লী মঠকার্য্যালয়ের মঠরক্ষক শ্রীফাল্গুনী-সখা ব্রহ্মচারী, শ্রীরামকুমারজী, শ্রীযোগেশ, শ্রীতুলসী-দাসজী, শ্রীরামনাথজী, শ্রীওমপ্রকাশ বেরেজা, শ্রীশ্যাম, শ্রীঅশোক প্রভৃতি মঠবাসী ও গৃহস্থ ভক্তগণের অক্লান্ত পরিশ্রম ও সেবাপ্রচেষ্টায় উৎসবটী সর্ব্বতোভাবে সাফল্যমণ্ডিত হইয়াছে।

ভাটিণ্ডা (পাঞ্জাব) ঃ—উত্তর ভারতে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর ধর্ম্মের অনুগামী শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠাশ্রিত

ভক্তের সংখ্যা সর্ব্বাপেক্ষা অধিক ভাটিণ্ডায়। ভক্তগণ অধিকাংশ উচ্চশিক্ষিত, সম্ভ্রান্ত এবং সেবাপরায়ণ। পাঞ্জাবের পরিস্থিতি শান্ত না হইলেও ভাটিণ্ডাবাসী ভক্তগণের পুনঃ পুনঃ প্রার্থনাকে উপেক্ষা করিতে না পারিয়া শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠাচার্য্য দ্বাদশ দিবসের জন্য প্রচার-প্রোগ্রামের স্বীকৃতি প্রদান করেন। তদনুসারে শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠাচার্য্য শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসুহৃদ্ দামোদর মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসৌরভ আচার্য্য মহারাজ, শ্রীসচ্চিদানন্দ ব্রহ্মচারী, শ্রীরাম ব্রহ্মচারী, শ্রীশচীনন্দন ব্রহ্মচারী, শ্রীঅনন্তরাম ব্রহ্মচারী, শ্রীরামকুমারজী, শ্রীসুধীরকৃষ্ণ দাস, শ্রীবিশ্বনাথ দাস ও শ্রীপ্রদীপ কর ১৭ অগ্রহায়ণ, ৩ ডিসেম্বর শনিবার পাঞ্জাব মেলে রাত্রি ৯-১০ মিনিটে যাত্রা করতঃ শেষরাত্রি ৪ ঘটিকায় ভাটিণ্ডায় শুভপদার্পণ করিলে স্থানীয় ভক্তগণ কর্তৃক বিপুলভাবে সম্বর্দ্ধিত হন।

ভাটিণ্ডায় অবস্থিতি ঃ—১৮ অগ্রহায়ণ, ৪ ডিসেম্বর রবিবার হইতে ২৯ অগ্রহায়ণ, ১৫ ডিসেম্বর বৃহস্পতিবার পর্য্যন্ত।

সাধুগণের থাকিবার সুব্যবস্থা হয় ৪ ডিসেম্বর হইতে ১১ ডিসেম্বর পর্য্যন্ত রেলষ্টেশনের নিকটবর্ত্তী শ্রীসনাতনধর্ম্মসভামন্দিরে এবং ১২ ডিসেম্বর হইতে ১৫ ডিসেম্বর পর্য্যন্ত থার্ম্মেল কলোনির আবাসস্থানে (কোয়ার্টারে)।

শ্রীচিদ্ঘনানন্দ দাস ব্রহ্মচারী প্রথমে ও তৎপরে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীপাদ ভক্তিবান্ধব জনার্দ্দন মহারাজ শ্রীনিরঞ্জনাদিসহ চণ্ডীগড় মঠ হইতে আসিয়া প্রচার-পার্টির সহিত যোগ দেন। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসর্ব্বস্ব নিষ্কিঞ্চন মহারাজ বিশেষ সেবাকার্য্যে জলন্ধর, লুধিয়ানা ও নিউদিল্লীতে গিয়াছিলেন। তিনি সর্ব্বশেষে ১৫ ডিসেম্বর থার্ম্মেল কলোনিতে আসিয়া পৌঁছেন। শ্রীপাদ ভক্তিসুহৃদ্ দামোদর মহারাজ ও শ্রীরামকুমারজী ১১ ডিসেম্বর প্রাতে ভাটিণ্ডা হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। চণ্ডীগড়, লুধিয়ানা, আম্বালা প্রভৃতি স্থান হইতে বহু গৃহস্থ ভক্ত এই ধর্ম্মানুষ্ঠানে যোগ দিয়াছিলেন।

ন্যাশনাল ফার্টিলাইজার কলোনিস্থ শ্রীরাধাকৃষ্ণমন্দিরে ৪ ডিসেম্বর সন্ধ্যায়, শ্রীসনাতনধর্ম্মসভামন্দিরে সুসজ্জিত সভামণ্ডপে ৫ ডিসেম্বর হইতে ৯ ডিসেম্বর পর্য্যন্ত প্রত্যহ প্রাতে, অপরাহ্নে ও রাত্রিতে, ১০ ডিসেম্বর প্রাতে ও রাত্রিতে এবং ১১ ডিসেম্বর পূর্ব্বাহ্নে ও রাত্রিতে, থার্ম্মেল কলোনিস্থ শ্রীহরিমন্দিরে ১২ ডিসেম্বর রাত্রিতে, ১৩ ডিসেম্বর পূর্ব্বাহ্নে ও রাত্রিতে, ১৪ ও ১৬ ডিসেম্বর অপরাহ্নে ও রাত্রিতে ধর্ম্মসভা অনুষ্ঠিত হয়। শ্রীল আচার্য্যদেব প্রতিটী সভায় দীর্ঘ অভিভাষণ প্রদান করেন। তদ্ব্যতীত বিভিন্ন দিনে বক্তৃতা করেন ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসুহৃদ্ দামোদর মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসর্ব্বস্ব নিষ্কিঞ্চন মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবান্ধব জনার্দ্দন মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসৌরভ আচার্য্য মহারাজ, শ্রীরামকুমারজী ও শ্রীচিদ্ঘনানন্দ দাস ব্রহ্মচারী।

শ্রীসনাতনধর্ম্মসভামন্দিরে ভাটিণ্ডা মিউনিসিপ্যাল কমিটির এক্‌জিকিউটিভ অফিসার শ্রীসুশীল কুমার মড্‌গিল, শ্রীরতনলাল গোয়েল এড্‌ভোকেট, শ্রীপি-ডি গোয়েল এড্‌ভোকেট, শ্রীপ্রেমনাথ শেঠ এড্‌ভোকেট, শ্রীমনোহরলালজী গুপ্ত এড্‌ভোকেট, সেসন সাবজজ্ শ্রীজে-কে গোয়েল সান্ধ্য ধর্ম্মসভার দ্বিতীয়, তৃতীয়, চতুর্থ, পঞ্চম, ষষ্ঠ ও সপ্তম অধিবেশনে সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। চৌধুরী পাল সিং এবং চিফ জুডিসিয়েল ম্যাজিষ্ট্রেট শ্রীকে-কে কাটারিয়া (K. K. Kataria) ষষ্ঠ ও সপ্তম অধিবেশনে প্রধান অতিথিরূপে উপস্থিত ছিলেন। ৯ ডিসেম্বর প্রাতের অধিবেশনে সভাপতিরূপে বৃত হন ভাটিণ্ডার অতিরিক্ত জেলা সেসন জজ শ্রীকে-কে গর্গ। জেলা-জজ শ্রীকে-আর মহাজন শ্রীল আচার্য্যদেবের সহিত ৮ ডিসেম্বর সন্ধ্যায় সনাতনধর্ম্মমন্দিরে সাক্ষাৎ করতঃ বিভিন্ন পরমার্থবিষয়ে আলোচনা করেন। সেসন সাবজজ শ্রীজে-কে গোয়েল ও চিফ জুডিসিয়েল ম্যাজিষ্ট্রেট শ্রীকে-কে কাটারিয়া শ্রীল আচার্য্যদেবের নিকট হরিকথা শ্রবণে এতদূর আকৃষ্ট হইয়াছিলেন যে হরিমন্দিরে ১২ ডিসেম্বর পুনঃ স্বতঃপ্রণোদিত হইয়া হরিকথা শ্রবণের জন্য আসেন। পাঞ্জাবের উচ্চ পদাধিকার-প্রাপ্ত ব্যক্তিগণের বিনয়নম্র স্বভাব ও ব্যবহারে শ্রীল আচার্য্যদেব চমৎকৃত হন। এইবার ভাটিণ্ডায় সর্ব্বস্তরের ব্যক্তিগণের মধ্যে শ্রীচৈতন্যবাণী

ব্যাপকভাবে প্রচারিত হয়। আশ্চর্য্যের বিষয় পাঞ্জাবের অস্থির পরিস্থিতির দরুণ সন্ধ্যা ৬-৩০টায় দোকানপাট সব বন্ধ হইলেও এবং রাস্তায় লোক-চলাচল রাত্রি ৮টার পর না থাকিলেও শ্রোতাগণ প্রবলোৎসাহে বিপুলসংখ্যায় রাত্রি ৯-৩০টা/১০টা পর্য্যন্ত হরিকথা শ্রবণ করিতেন। ৪ ডিসেম্বর ন্যাশনাল ফার্টিলাইজার কলোনিতে, ১০ ডিসেম্বর ভাটিণ্ডা সহরে এবং ১২ ডিসেম্বর থার্ম্মেল কলোনিতে নগর-সংকীর্ত্তন-শোভাযাত্রা বাহির হয়। নরনারীগণ বিপুল উৎসাহে যোগ দেন। শ্রীল আচার্য্যদেব শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গের জয়গানমুখে নৃত্যকীর্ত্তন আরম্ভ করিলে তৎপশ্চাৎ তদনুগমনে শ্রীসচ্চিদানন্দ ব্রহ্মচারী, শ্রীরাম ব্রহ্মচারী ও শ্রীঅনন্তরাম ব্রহ্মচারী সমস্ত রাস্তা উদ্দণ্ড নৃত্যকীর্ত্তন করেন।

১১ ডিসেম্বর সহরে শ্রীসনাতনধর্ম্মমন্দিরে এবং ১৩ ডিসেম্বর থার্ম্মেল কলোনিতে শ্রীহরিমন্দিরে বিরাট মহোৎসবে সহস্র সহস্র নরনারীকে মহাপ্রসাদ দেওয়া হয়।

ভাটিণ্ডার নিকটবর্ত্তী ভুচ্চোমণ্ডীস্থ মঠাশ্রিত ভক্ত শ্রীরঘুনন্দন আগরওয়ালের আহ্বানে ১৫ ডিসেম্বর পূর্ব্বাহ্ণে শ্রীল আচার্য্যদেব সদলবলে তথায় যাইয়া তাঁহার গৃহে হরিকথামৃত পরিবেশন করেন। রঘুনন্দন দাস বিশেষ বৈষ্ণবসেবার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। স্থানীয় মঠাশ্রিত ভক্ত শ্রীপ্যারীলালের গৃহেও তাঁহার আহ্বানে শ্রীল আচার্য্যদেব শুভপদার্পণ করিয়া হরিকথা বলেন।

১১ ডিসেম্বর মঠাশ্রিত গৃহস্থশিষ্য শ্রীপার্থসারথি দাসাধিকারীর (শ্রীওমপ্রকাশ লুম্বার) গৃহে অপরাহ্ণে এবং ১২ ডিসেম্বর পূর্ব্বাহ্ণে মঠাশ্রিত গৃহস্থ শিষ্য শ্রীবেদপ্রকাশ মিত্তলের বাসভবনে শ্রীল আচার্য্যদেব শুভপদার্পণ করতঃ হরিকথা উপদেশের দ্বারা কৃষ্ণ-কার্ষ্ণ সেবায় প্রোৎসাহিত করেন। শ্রীবেদপ্রকাশ মিত্তল মধ্যাহ্নে তাঁহার গৃহে প্রতিষ্ঠিত শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-রাধাকৃষ্ণ শ্রীবিগ্রহগণের বিশেষ পূজা ও ভোগ-রাগান্তে মহোৎসবের ব্যবস্থা করিয়া ভক্তগণকে আনন্দ দিয়াছিলেন।

শ্রীরাজকুমার গর্গ, বৈদ শ্রীওমপ্রকাশ শর্ম্মা, শ্রীকুলদীপকুমার, শ্রীপ্রেমশেখরী, শ্রীদামোদরদাস (শ্রীদর্শন সিংজী), শ্রীলালচাঁদ দুয়া, শ্রীকস্তুরীলাল ভরদ্বাজ, শ্রীসুধীরকান্ত বাংশাল, শ্রীপ্রেমচাঁদ গুপ্ত, শ্রীপূরণচাঁদ ধীমান, শ্রীবাবুলাল, শ্রীজয়মতি প্রভৃতি ভাটিণ্ডাবাসী গৃহস্থ ভক্তগণ প্রচারকার্য্যে ও বৈষ্ণব-সেবায় দিবারাত্র পরিশ্রম করিয়া সাধুগণের আশীর্ব্বাদ ভাজন হইয়াছেন।

‘শ্রীচৈতন্যবাণী’ পত্রিকার গ্রাহকগণের প্রতি বিনীত নিবেদন

‘শ্রীচৈতন্যবাণী’ পত্রিকার সহৃদয়/সহৃদয়া গ্রাহক/গ্রাহিকাগণের প্রতি আমাদিগের বিনয়নম্র নিবেদন এই যে,—বর্ত্তমানে কাগজের মূল্য ও মুদ্রণব্যয় অভাবনীয় রূপে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হওয়ায় নিতান্ত অনিচ্ছাসত্বেও শ্রীপত্রিকার ফাল্গুন মাস হইতে অর্থাৎ ২৯শ বর্ষ ১ম সংখ্যা হইতে বার্ষিক ভিক্ষার হার ১২.০০ টাকার পরিবর্ত্তে ১৫.০০ টাকা করিয়া ধার্য্য করিতে বাধ্য হইতেছি। বার্ষিক ভিক্ষা অগ্রিম দেওয়ার বিহিত থাকা সত্বেও কোন কোন গ্রাহকের নিকট ২ বৎসর, কাহার কাহারও ৩ বৎসর পর্য্যন্ত ভিক্ষা বাকী পড়িয়া আছে। অতএব গ্রাহক সজ্জনগণের নিকট নিবেদন, তাঁহারা কৃপাপূর্ব্বক ২৮শ বর্ষ পর্য্যন্ত বার্ষিক ভিক্ষা ১২.০০ টাকা হারে এবং বর্ত্তমানে ২৯শ বর্ষের জন্য ১৫.০০ টাকা হারে যথাসম্ভব সত্বর ভিক্ষা প্রেরণ পূর্ব্বক শ্রীচৈতন্যবাণী প্রচারে আমাদিগকে সহায়তা করিলে সুখী হইব।

বিনীত নিবেদক,—

ত্রিদণ্ডিভিক্ষু শ্রীভক্তিললিত গিরি, কার্য্যাধ্যক্ষ

বর্ষশেষে

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গ গান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারী-জিউর অপার করুণায় আমাদের 'শ্রীচৈতন্যবাণী' মাসিক পত্রিকা নানাপ্রকার বিপদ্ ঝঞ্ঝাবাতের মধ্য দিয়াও শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভু গৌরসুন্দরের শ্রীমুখনিঃসৃত শুদ্ধভক্তি-সিদ্ধান্তবাণী কীর্ত্তন করিতে করিতে আজ অষ্টা-বিংশতি বর্ষ সমাপ্ত করিলেন।

শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামিপাদ তাঁহার শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত গ্রন্থরত্নের উপসংহারে যদ্রূপ শ্রীরাধাসহমদনমোহন-গোবিন্দ-গোপীনাথ—এই 'গৌড়ীয়ার নাথ'-স্বরূপ সম্বন্ধাভিধেয়প্রয়োজনাধিদেব-ত্রয়, পঞ্চতত্ত্বাত্মক শ্রীগৌরসুন্দর ও শ্রীগৌরশক্তিস্বরূপ গৌরপার্ষদ গুরুবর্গের শ্রীপাদপদ্মে প্রণতিবিধানান্তে শ্রীচরিতামৃত—শ্রোতৃবৃন্দের চরণবন্দনা ও তাঁহাদিগের কৃপা প্রার্থনার আদর্শ প্রদর্শন করিয়াছেন, আমরাও তদ্রূপ শ্রীহরি-গুরু-বৈষ্ণবের—বিঘ্নাশী স্বরূপে তাঁহার সেই মহদাদর্শ অনুসরণ প্রচেষ্টায় আমাদের শ্রী-পত্রিকার সহৃদয়/সহৃদয়া গ্রাহক-গ্রাহিকা পাঠক-পাঠিকা বর্গকে আমাদের অন্তর্হৃদয়ের হার্দ্দঅভিনন্দন ও যথাযোগ্য অভিবাদন জ্ঞাপন করিতেছি। তাঁহারা অতঃপর আমাদিগকে শ্রীপত্রিকার ঊনত্রিংশ বর্ষের শুভারম্ভ করিবার সমুৎসাহ প্রদান করুন, ইহাই প্রার্থনা।

আমাদের অদ্য আরও একটি বিশেষ প্রার্থনা—এই পত্রিকার প্রতিষ্ঠাতা নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট পরমপূজ্যপাদ ত্রিদণ্ডিযতি শ্রীশ্রীমদ্ ভক্তিদয়িত মাধবদেব গোস্বামী মহারাজ বিগত ১৯৬১ সালে এই পত্রিকা প্রতিষ্ঠা করিয়া ১৯৭৯ সালে অপ্রকটলীলা আবিষ্কার করিলেও শ্রীশ্রীগুরুগৌরনিজজন রূপে তিনি নিত্য প্রকটলীলা করিতেছেন, তিনি আমাদিগের প্রতি প্রসন্ন থাকিয়া তাঁহার এই পরমপ্রিয় পত্রিকার সেবাকার্য্যে আমা-দিগকে নিত্য নব নব ভাবের প্রেরণা দ্বারা প্রোৎসাহিত করুন—আমাদের সকল ত্রুটি-বিচ্যুতি পরোক্ষে থাকিয়া সংশোধন করিয়া দিউন—কৃপাশক্তি সঞ্চারণ করুণ, ইহাই তচ্চরণে আমাদিগের সকাতর প্রার্থনা। "বৈষ্ণবের আবেদনে কৃষ্ণ কৃপাময়। মোহেন পামর প্রতি হবেন সদয়॥"

বিরহ-সংবাদ

শ্রীঅনারদেবী, তেজপুর (আসাম) ঃ—নিখিল ভারত শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাতা নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী মহারাজের শ্রীচরণাশ্রিতা পরমা ভক্তিমতী শিষ্যা শ্রীঅনারদেবী প্রায় ৬৮ বৎসর বয়সে বিগত ৩০ শ্রাবণ ১৩৯৫, ১৫ আগষ্ট, ১৯৮৮ সোমবার শুক্লা তৃতীয়া তিথিতে রাত্রি ৮ ঘটিকায় স্বধাম প্রাপ্তা হইয়া-ছেন। তাঁহার পতি স্বধামগত শ্রীমাতাবক্স সরাফ। তাঁহারা প্রথমে বঙ্গদেশে ছিলেন, ইং ১৯৬৪ সনে কলি-কাতায় আসেন, তৎপরে আসামে তেজপুরে যাইয়া বসতি স্থাপন করেন। শ্রীল গুরুদেবের শ্রীচরণাশ্রিতা হওয়ার পর তিনি অতিশয় নিষ্ঠার সহিত মঠের বিবিধ সেবায় সাহায্য এবং বিষ্ণু-বৈষ্ণব সেবা করিয়া বৈষ্ণব-গণের কৃপার ভাজন হইয়াছিলেন। তেজপুর মঠের বার্ষিক উৎসবে যোগদানকালে শ্রীমঠের বর্ত্তমান আচার্য্য শ্রীভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ অনারদেবীর পরম স্নিগ্ধ স্বভাব ও বৈষ্ণব সেবা নিষ্ঠা দেখিয়া পরম সন্তোষ লাভ করিতেন। বৈষ্ণবের কৃপাদৃষ্টি যাঁহার উপর বর্ষিত হয় তিনি সত্যই ভাগ্যবান্ বা ভাগ্যবতী। তাঁহার একটী পুত্র সজ্জন প্রবর শ্রীসুন্দরমল সারাফ।

তাঁহার অকস্মাৎ স্বধামপ্রাপ্তি সংবাদে শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠাশ্রিত ভক্তমাত্রই মর্ম্মাহত। তাঁহার স্বধাম প্রাপ্ত আত্মার কল্যাণ হউক এই প্রার্থনা জানাইতেছি।

শ্রীশচীরাণী দাস, মিছামারি (আসাম) ঃ—শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠাতা নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী মহারাজের শ্রীচরণাশ্রিত শিষ্যা শ্রীমতী শচীরাণী দাস শ্রীহরিস্মরণ করিতে করিতে ২৮ অগ্রহায়ণ, ১৪ ডিসেম্বর বুধবার শ্রীজগন্নাথদেবের ওড়ন-ষষ্ঠী তিথিবাসরে স্বধাম প্রাপ্তা হইয়াছেন। তাঁহার পূর্ব্ব নিবাস বর্ত্তমান বাংলাদেশের নোয়াখালি জেলার কুমিল্লা মহকুমার অন্তর্গত ঝরপাড়া গ্রামে ছিল। দেশ বিভাগের পর তাহারা পশ্চিমবঙ্গে ২৪ পরগণা জেলায় শান্তিগড় শ্যামনগরে বসতি স্থাপন করেন। তাঁহার একমাত্র পুত্র শ্রীরবীন্দ্র কুমার দাসকে সরকারী চাকুরী ব্যপ-

দেশে আসামে তেজপুরে ও মিছামারিতে থাকিতে হওয়ায় তিনি তাহার পুত্রের সহিত অবস্থান করিয়াছিলেন। তাহার হরিনামে প্রগাঢ় নিষ্ঠা ছিল। বৈষ্ণব বিধানানুসারে তাঁহার পারলৌকিক কৃত্য তেজপুর গৌড়ীয় মঠে সম্পন্ন হয়। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠাতার শ্রীচরণাশ্রিত নিষ্ঠাবান্ গৃহস্থ শিষ্য শ্রীমদ্ নিত্যানন্দ দাসাধিকারী প্রভু উক্ত কার্য্য সম্পন্ন করেন। বহু নরনারীকে বিচিত্র মহাপ্রসাদের দ্বারা পরিতৃপ্ত করা হয়। তেজপুর মঠের মঠরক্ষক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিভূষণ ভাগবত মহারাজ এবং মঠের অন্যান্য বৈষ্ণবগণ তাঁহার স্বধামগত আত্মার কল্যাণের জন্য শ্রীগৌরহরির পাদপদ্মে প্রার্থনা জ্ঞাপন করেন।

শ্রীঠাকুরপ্রসাদ ব্রহ্মচারী ঃ—শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠাতা নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী মহারাজ বিষ্ণুপাদের শ্রীচরণাশ্রিত মঠবাসী ত্যক্তাশ্রমী দীক্ষিত শিষ্য শ্রীমদ্ ঠাকুরপ্রসাদ ব্রহ্মচারী প্রভু গত ১ অগ্রহায়ণ, ১৭ নভেম্বর বৃহস্পতিবার শ্রীগোপাষ্টমী তিথিবাসরে ৬০ বৎসর বয়ঃক্রমকালে অপরাহ্ণ ২-৩০ ঘটিকায় কলিকাতাতে সর্ব্বক্ষণ শ্রীহরিস্মরণ করিতে করিতে স্বধাম প্রাপ্ত হইয়াছেন। তাঁহার স্বধাম প্রাপ্তির পূর্ব্ব মুহূর্ত্তে গোপাল প্রভু তাঁহারই ইচ্ছা ক্রমে তাঁহার দ্বাদশ অঙ্গে তিলক করিয়া দেন, হরিনামের মালা তাহার গলায় পরান এবং তাহাকে মহামন্ত্র বলান।

তাঁহার জন্মস্থান ছিল বর্ত্তমান বাংলাদেশের টাঙ্গাইল জেলায় কেদারপুর পোষ্টাফিসের অন্তর্গত আগদি ঘোলিয়া গ্রামে। কেদারপুর অঞ্চলে তাঁহার পিতামহ শ্রীবিনোদ বিহারীজীকে সকলে সাধু বলিয়া সম্মান করিতেন। তাঁহার সংস্পর্শ লাভ করিয়া ঠাকুর প্রসাদ প্রভুর বাল্যকাল হইতেই সংসারে বিরক্তি এবং কৃষ্ণভজনে রুচি হয়। তিনি আনুমানিক ইং ১৯৬০ সনে বালিয়াটী শ্রীগদাই গৌরাঙ্গ মঠে পরমারাধ্য শ্রীল শ্রীগুরুদেবের কৃপা প্রাপ্ত হন। প্রগাঢ় ভজননিষ্ঠা ও সেবাপরায়ণতার দ্বারা তিনি পূজ্যপাদ শ্রীমদ্ যজ্ঞেশ্বর দাস বাবাজী মহারাজ, পূজ্যপাদ শ্রীমদ্ প্যারীমোহন ব্রহ্মচারী প্রভুর (ত্রিদণ্ড-সন্ন্যাস গ্রহণান্তে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিশরণ ত্রিবিক্রম মহারাজের) এবং অন্যান্য বৈষ্ণবগণের পরম স্নেহের পাত্র হইয়াছিলেন। শ্রীহরিবাসরে তাঁহার সমস্ত রাত্রি সংকীর্ত্তন, বিশেষ বিশেষ পর্ব্বে ও নগরসংকীর্ত্তনে তাঁহার নৃত্য, মহোৎসবাদিতে আবেগভরে দীর্ঘসময় মহাপ্রসাদের জয়গান ভক্তগণের খুবই হৃদয়োল্লাসকর হইত। তিনি দীর্ঘকাল বালিয়াটী শ্রীগদাই গৌরাঙ্গ মঠে থাকিয়া উক্ত মঠের সেবা করিয়াছিলেন। তিনি শ্রীনবদ্বীপধাম পরিক্রমা ও শ্রীব্রজমণ্ডল পরিক্রমায় যোগ দিয়াছিলেন। তাঁহার শেষ সময় শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর মাধ্যাহ্নিক লীলাভূমি শ্রীধাম মায়াপুর ঈশোদ্যানস্থ মূল শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠে অতিবাহিত হইয়াছিল।

তাঁহার বিরহোৎসব পূজ্যপাদ ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিশরণ ত্রিবিক্রম মহারাজের প্রচেষ্টায় কলিকাতা মঠে সুচারুরূপে সুসম্পন্ন হইয়াছে।
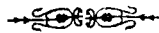
শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

নিমন্ত্রণ-পত্র

শ্রীশ্রীনবদ্বীপধাম পরিক্রমা ও শ্রীগৌরজন্মোৎসব

নিখিল ভারত শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাতা নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ ১০৮ শ্রী শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী মহারাজ বিষ্ণুপাদের কৃপাপ্রার্থনামুখে প্রতিষ্ঠানের পরিচালক সমিতির পরিচালনায় এবং প্রতিষ্ঠানের বর্ত্তমান আচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজের শুভ উপস্থিতিতে আগামী ২ চৈত্র, ১৬ মার্চ্চ বৃহস্পতিবার হইতে ৭ চৈত্র, ২১ মার্চ্চ মঙ্গলবার পর্য্যন্ত শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য মহাপ্রভুর আবির্ভাব ও লীলাভূমি নববিধা ভক্তির পীঠস্বরূপ ১৬ ক্রোশ শ্রীনবদ্বীপধাম পরিক্রমার বিপুল আয়োজন হইয়াছে। পরিক্রমায় যোগদানেচ্ছু ব্যক্তিগণ ১ চৈত্র, ১৫ মার্চ্চ বুধবার পরিক্রমার অধিবাসদিবস সন্ধ্যার মধ্যে শ্রীমায়াপুর ঈশোদ্যানস্থ শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠে অবশ্যই পৌঁছিবেন।

৮ চৈত্র, ২২ মার্চ্চ বুধবার শ্রীগৌরাবির্ভাব তিথিপূজা উপবাস সহযোগে সম্পন্ন হইবে। সমস্ত দিনব্যাপী শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত পারায়ণ এবং সন্ধ্যায় শ্রীগৌরবিগ্রহের মহাভিষেক, পূজা, ভোগরাগাদি অনুষ্ঠিত হইবে। অপরাহ্ন ৪ ঘটিকায় শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠের ও শ্রীচৈতন্যবাণী প্রচারিণী সভার সাধারণ অধিবেশন হইবে। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠের পরিচালক-সমিতির সদস্যগণকে, বিশিষ্ট ও সাধারণ সদস্যগণকে উক্ত সভায় যোগদানের জন্য প্রার্থনা জানান হইতেছে।

৯ চৈত্র, ২৩ মার্চ্চ বৃহস্পতিবার শ্রীজগন্নাথ মিশ্রের আনন্দোৎসবে সর্ব্বসাধারণকে মহাপ্রসাদ দেওয়া হইবে।

পরিক্রমায় যোগদানকারী ব্যক্তিগণ নিজ নিজ বিছানা ও মশারি সঙ্গে আনিবেন এবং শ্রীধাম-মায়াপুর ঈশোদ্যানস্থ শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ অফিসে প্রথমে নাম রেজিষ্ট্রী করাইয়া ব্যাজ লইবেন।

সজ্জনগণ শ্রীনবদ্বীপধাম পরিক্রমণোপলক্ষে সেবোপকরণাদি বা প্রণামী মঠ-রক্ষক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিরক্ষক নারায়ণ মহারাজের নামে শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ঈশোদ্যান, পোঃ ও টেলিঃ শ্রীমায়াপুর, জেঃ নদীয়া (পশ্চিমবঙ্গ) এই ঠিকানায় পাঠাইতে পারেন।

রেজিষ্টার্ড অফিস ঃ—
শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ
৩৫, সতীশ মুখার্জ্জী রোড, কলিকাতা—২৬
ফোন ঃ ৪৬-৫৯০০

নিবেদক—
ত্রিদণ্ডিভিক্ষু শ্রীভক্তিবিজ্ঞান ভারতী, সেক্রেটারী
২৯।১।১৯৮৯

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ

[পশ্চিমবঙ্গ সরকারের ১৯৬১ সালের ২৬ আইনমতে রেজেষ্ট্রীকৃত]

বার্ষিক সাধারণ সভার বিজ্ঞপ্তি (Notice)

এতদ্দ্বারা জানান যাইতেছে যে, রেজিষ্টার্ড শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠানের দ্বাদশ বার্ষিক সাধারণ সভার অধিবেশন আগামী ৮ চৈত্র ১৩৯৫, ইং ২২ মার্চ্চ ১৯৮৯ বুধবার অপরাহ্ন ৪ ঘটিকায় শ্রীগৌরাবির্ভাব তিথিবাসরে নদীয়া জেলান্তর্গত শ্রীধামমায়াপুর ঈশোদ্যানস্থ মূল শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠে অনুষ্ঠিত হইবে। প্রতিষ্ঠানের সদস্যগণকে উপস্থিতির জন্য প্রার্থনা জানাইতেছি।

কার্য্য-তালিকা

(১) প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাতা পরমারাধ্য নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী মহারাজ বিষ্ণুপাদের আশীর্ব্বাদ প্রার্থনা ও প্রতিষ্ঠানের বর্ত্তমান আচার্য্যের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন।

(২) বিগত বৎসরের সাধারণ সভার কার্য্যবিবরণী পাঠ, অনুমোদন ও দৃঢ়ীকরণ।

(৩) সেক্রেটারী মহোদয় কর্ত্তৃক গত বৎসর প্রতিষ্ঠানের পরিচালন সম্বন্ধে পরিচালক সমিতির রিপোর্ট (বিবরণ) পাঠ ও বিবেচনা।

(৪) গত বৎসর শ্রীচৈতন্যবাণী-প্রচারিণী সভা সম্বন্ধে পরিচালক সমিতির রিপোর্ট পাঠ ও বিবেচনা।

(৫) প্রতিষ্ঠানের ১৯৮৩-৮৪ ও ১৯৮৪-৮৫ সালের বার্ষিক আয়-ব্যয়ের হিসাব যাহা হিসাব-পরীক্ষক দ্বারা মঞ্জুর হইয়াছে, তাহার অনুমোদন এবং পরবর্ত্তিকালের জন্য হিসাবপরীক্ষক (Auditor) নিয়োগের ব্যবস্থা।

(৬) সম্বৎসর ব্যাপী গভর্ণিং বডির কার্য্যকলাপ সম্বন্ধে সভ্যগণ কর্ত্তৃক আলোচনা এবং আবশ্যক বোধে কোনও পরামর্শ প্রদান। (৭) বিবিধ।

৩৫, সতীশ মুখার্জ্জি রোড, কলিকাতা-২৬
২৯ জানুয়ারী ১৯৮৯

বৈষ্ণবদাসানুদাস
শ্রীভক্তিবিজ্ঞান ভারতী, সেক্রেটারী

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

Regd. No. WB/SC-258

শ্রীচৈতন্য-বাণী

একমাত্র-পারমার্থিক মাসিক পত্রিকা

অষ্টাবিংশ বর্ষ

[১৩৯৪ ফাল্গুন হইতে ১৩৯৫ মাঘ পর্য্যন্ত]

১ম—১২শ সংখ্যা

ব্রহ্ম-মাধ্ব-গৌড়ীয়াচার্য্যভাস্কর নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট পরমারাধ্য ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের অধস্তন শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাতা নিত্যলীলা-প্রবিষ্ট ওঁ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী বিষ্ণুপাদ কর্ত্তৃক প্রবর্ত্তিত

সম্পাদক-সঙ্ঘপতি

পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রমোদ পুরী মহারাজ

সম্পাদক

রেজিষ্টার্ড শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠানের বর্ত্তমান আচার্য্য ও সভাপতি

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ

কলিকাতা, ৩৫, সতীশ মুখার্জ্জী রোডস্থ শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ হইতে শ্রীচৈতন্যবাণী প্রেসে মহোপদেশক শ্রীমঙ্গলনিলয় ব্রহ্মচারী বি, এস্‌-সি, ভক্তিশাস্ত্রী, বিদ্যারত্ন কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

শ্রীগৌরাব্দ—৫০২

শ্রীচৈতন্য-বাণীর প্রবন্ধ-সূচী

অষ্টাবিংশ বর্ষ

[১ম—১২ সংখ্যা]

প্রবন্ধ পরিচয় — সংখ্যা ও পত্রাঙ্ক

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ হইতে প্রকাশিত গ্রন্থাবলী

(১) প্রার্থনা ও প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা—শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর রচিত
(২) শরণাগতি—শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর রচিত
(৩) কল্যাণকল্পতরু ,, ,, ,,
(৪) গীতাবলী ,, ,, ,,
(৫) গীতমালা ,, ,, ,,
(৬) জৈবধর্ম্ম ,, ,, ,,
(৭) শ্রীচৈতন্য-শিক্ষামৃত ,, ,, ,,
(৮) শ্রীহরিনাম-চিন্তামণি ,, ,, ,,
(৯) শ্রীশ্রীভজনরহস্য ,, ,, ,,
(১০) মহাজন-গীতাবলী (১ম ভাগ)—শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর রচিত ও বিভিন্ন মহাজনগণের রচিত গীতিগ্রন্থসমূহ হইতে সংগৃহীত গীতাবলী
(১১) মহাজন-গীতাবলী (২য় ভাগ) ঐ
(১২) শ্রীশিক্ষাষ্টক—শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমহাপ্রভুর স্বরচিত (টীকা ও ব্যাখ্যা সম্বলিত)
(১৩) উপদেশামৃত—শ্রীল শ্রীরূপ গোস্বামী বিরচিত (টীকা ও ব্যাখ্যা সম্বলিত)
(১৪) SREE CHAITANYA MAHAPRABHU, HIS LIFE AND PRECEPTS ; by Thakur Bhaktivinode
(১৫) ভক্ত-ধ্রুব—শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ সঙ্কলিত
(১৬) শ্রীবলদেবতত্ত্ব ও শ্রীমন্মহাপ্রভুর স্বরূপ ও অবতার—ডাঃ এস্ এন্ ঘোষ প্রণীত
(১৭) শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা [শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তীর টীকা, শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের মর্ম্মানুবাদ, অন্বয় সম্বলিত]
(১৮) প্রভুপাদ শ্রীশ্রীল সরস্বতী ঠাকুর (সংক্ষিপ্ত চরিতামৃত)
(১৯) গোস্বামী শ্রীরঘুনাথ দাস—শ্রীশান্তি মুখোপাধ্যায় প্রণীত
(২০) শ্রীশ্রীগৌরহরি ও শ্রীগৌরধাম-মাহাত্ম্য
(২১) শ্রীধাম ব্রজমণ্ডল পরিক্রমা—দেবপ্রসাদ মিত্র
(২২) শ্রীশ্রীপ্রেমবিবর্ত্ত—শ্রীগৌর-পার্ষদ শ্রীল জগদানন্দ পণ্ডিত বিরচিত
(২৩) শ্রীভগবদর্চ্চনবিধি—শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ সঙ্কলিত
(২৪) শ্রীব্রজমণ্ডল-পরিক্রমা ,, ,, ,, ,,
(২৫) শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত—শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী-কৃত
(২৬) শ্রীচৈতন্যভাগবত—শ্রীল বৃন্দাবনদাস ঠাকুর রচিত
(২৭) শ্রীশ্রীকৃষ্ণবিজয়—গুণরাজ খাঁন বিরচিত
শ্রীমন্মহাপ্রভুর শ্রীমুখে উচ্চ প্রশংসিত বাংলা ভাষার আদিকাব্যগ্রন্থ
(২৮) একাদশীমাহাত্ম্য—শ্রীমদ্ভক্তিবিজয় বামন মহারাজ কর্ত্তৃক সঙ্কলিত

Regd. No. WB/SC-258

Sree Chaitanya Bani

35, Satish Mukherjee Road

Calcutta-26

BOOK POST

Serial No.

To

Name..

Vill..

P. O..

Dist..

Pin..

নিয়মাবলী

১। "শ্রীচৈতন্য-বাণী" প্রতি বাঙ্গালা মাসের ১৫ তারিখে প্রকাশিত হইয়া দ্বাদশ মাসে দ্বাদশ সংখ্যা প্রকাশিত হইয়া থাকেন। ফাল্গুন মাস হইতে মাঘ মাস পর্য্যন্ত ইহার বর্ষ গণনা করা হয়।

২। বার্ষিক ভিক্ষা ১২.০০ টাকা, ষাণ্মাসিক ৬.০০ টাকা, প্রতি সংখ্যা ১.০০ টাকা। ভিক্ষা ভারতীয় মুদ্রায় অগ্রিম দেয়।

৩। জ্ঞাতব্য বিষয়াদি অবগতির জন্য রিপ্লাই কার্ডে কার্য্যাধ্যক্ষের নিকট নিম্নলিখিত ঠিকানায় পত্র ব্যবহার করিয়া জানিয়া লইতে হইবে।

৪। শ্রীমন্মহাপ্রভুর আচরিত ও প্রচারিত শুদ্ধভক্তিমূলক প্রবন্ধাদি সাদরে গৃহীত হইবে। প্রবন্ধাদি প্রকাশিত হওয়া সম্পাদক-সঙ্ঘের অনুমোদন সাপেক্ষ। অপ্রকাশিত প্রবন্ধাদি ফেরৎ পাঠান হয় না। প্রবন্ধ কালিতে স্পষ্টাক্ষরে একপৃষ্ঠায় লিখিত হওয়া বাঞ্ছনীয়।

৫। পত্রাদি ব্যবহারে গ্রাহকগণ গ্রাহক নম্বর উল্লেখ করিয়া পরিষ্কারভাবে ঠিকানা লিখিবেন। ঠিকানা পরিবর্ত্তিত হইলে এবং কোন সংখ্যা ঐ মাসের শেষ তারিখের মধ্যে না পাইলে কার্য্যাধ্যক্ষকে জানাইতে হইবে। তদন্যথায় কোনও কারণেই পত্রিকার কর্ত্তৃপক্ষ দায়ী হইবেন না। পত্রোত্তর পাইতে হইলে রিপ্লাই কার্ডে লিখিতে হইবে।

৬। ভিক্ষা, পত্র ও প্রবন্ধাদি কার্য্যাধ্যক্ষের নিকট নিম্নলিখিত ঠিকানায় পাঠাইতে হইবে।

কার্য্যালয় ও প্রকাশস্থান :—

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ৩৫, সতীশ মুখার্জ্জী রোড, কলিকাতা-৭০০০২৬ ফোন : ৪৬-৫৯০০

মুদ্রণালয় :— শ্রীচৈতন্যবাণী প্রেস, ৩৪।১এ, মহিম হালদার ষ্ট্রীট, কালীঘাট, কলিকাতা-৭০০০২৬